

142 20
10918
19-2



১২শ বর্ষ,
১ম সংখ্যা।

New Series.
January 1918.

বৃত্তন সংস্করণ।
জানুয়ারি ১৯১৮।

Vol. XII.
No 1.



শানমেটো।
SANMETTO.

দ্রুত পুষ্ক ও বলক. কালিকাগণের মুক্ত এবং জননবস্ত্রের বাবতীয় পীড়া নিবারক
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবহৃত করেন। ক্রুরবস্ত্রের (Kidney and Bladder) বাবতীয় পীড়ার প্রজাবকালে ভীষণ বস্ত্রনার বক্ত মিশ্রিত প্রজাব বা অন্যবিধ দ্রাব শিশু ও বালকগণের শব্দ্য মুক্তে আয়বিক, যাবিক বা মেহমতিত যে কোন পীড়ার অকাল বার্ক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মুক্ত ও জনন বস্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ মাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্বিঘ্নে ব্যবহার্য। এটি গৃহেই শানমেটো বাকি উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবহাণ্ড থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

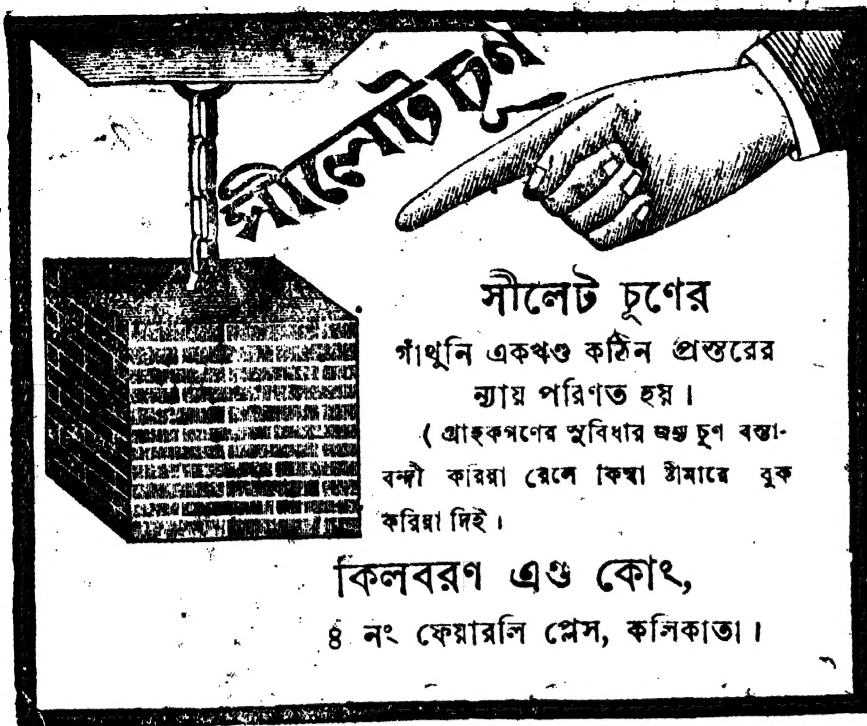
আবরাহী শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের লমের সেবেল এবং মার্কী সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অর্ড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

ODCHEM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

বাজার লোক আফিং, ১১ নং লক্ষ্মী হাউস লেন, বটবাজার, কলিকাতা।



সীলট চূণের
গাথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলের কিম্বা ষ্টামারে বুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিসনে

সুবর্ণ এবং রৌপ্য পদক প্রাপ্ত

ম্যালেরিয়া জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং মৃতপ্লেগের
জন্ম বাটলীওয়ালার "এণ্ড মিক্‌চার" এক
"পিল" ১১, ব্যবহার করিবেন। দুর্বল শিশু-
দের জন্য বাটলীওয়ালার "বাল্যাম কুট" ১১।

অন্যান্য বিখ্যাত ঔষধাবলী—বাটলীওয়া-
লার বিশুদ্ধ কুইনাইন টেবলেট ১ গ্রেন হইতে
২ গ্রেন প্রত্যেক বোতলে ১০০ পিল থাকে,
৫০ ও ১১, এণ্ড মিক্‌চার ছোট ১০, কলেরোল
কলেরা এবং উবরানয় এবং বমির জন্য ১১,
দস্ত গঞ্জন ১০, টনিক পিল এম্‌ব্রিয়াল ব্রাড,
রক্তহীনতা এবং আয়বিক দুর্বলতার জন্য ১১,
দাঁড়ের ঔষধ ১১। ভারতের সর্বত্রই বিক্রয় হয়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address:—

BATLIWALLA, WARRLI Bombay.

শ্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় জ্বরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং শ্বেতপ্রদর, জ্বরায়ু দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্ম সমগ্র
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ জ্বরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলতার উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী
রালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রচারকগণ আল করিতেছে। জন্মের সময় দেবেলের উপর Rio
Chemical Company, New York City, U. S. A. বৃদ্ধিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি
৩৫০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
১২ ব্যারো ষ্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1879)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের
নাশক ঔষধ।

জ্বরমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের
নাশক ঔষধ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫৮ টাকা।

জ্বরের বিজ্ঞপ্তিতে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে শথের বিচার নাই। স্বান আহাৰ স্বাভাবিক।

জ্বরমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আবু, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

প্রতি এক ১০ ডজন ২৮
দোষাত ১০ ১০

মূল্য এক পাইট প্রতি এক ১০, ডজন ২৮০,
কোয়ার্ট প্রতি এক ১০, ডজন ৪৮০, আল পাইট
প্রতি এক ১০, ডজন ৪৮০, কোয়ার্ট ১০, ডজন
৮০ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া
যায় কুইনাইন বাইবার আবশ্যক হয় না।
চণ্ডী পাঁচন আর্কেন সতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা
ম্যালেরিয়া সন্ত কুইনাইন আটকান হয়,
যকৃত, মূত্র, ন্যাবা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি
অনারোগে অঙ্গ সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১৮, মাঝারি ৮০,
ছোট ৪০, প্যাকিং ও ডাকভাণ্ডাল স্বতন্ত্র
সাধিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাছের কল্যাণী। এই
তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দন করিলে
এক অপূর্ণ আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভাত
হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্বাস্থ্য
সহ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আর্কেন সতে ইহা বাঁটি তিল তৈলে
প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বেশ ও
মস্তক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

প্রতি শিশির মূল্য ৮ আনা, ডজন ৮৮০ টাকা।
তিঃ সি বরচ স্বতন্ত্র জানিবেন। মফঃস্ব
খরিদারদিগের বিশেষ বন্দ লওয়া হয়।

পি, এস, স্মিথ এণ্ড কোং, সোল প্রোপাইটার বি, সি, চ্যাটার্জী, ৩৩ নং সঁকারীটোলা লেন, কলিকাতা।

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টি সেট,

“কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৫০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— * * *
is repleted with useful articles on art and Industry.
Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”
Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture..
Bengalee.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines” and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.
The Indian Nation.

* * “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”
Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”
Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আকর্ষণীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানি বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কবি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাধঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কবি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বেক্সপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই নিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বাহুব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অজ্ঞান, সাধারণ গ্রন্থ এবং উপায়েহীন “বেকারের” বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালীর এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভ্রাতৃসদৃশ প্রথংসা করিয়াছেন, হৃৎপথের বিষয়, স্থানান্তরিত: সকলগুলি দিতে পারিলান না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

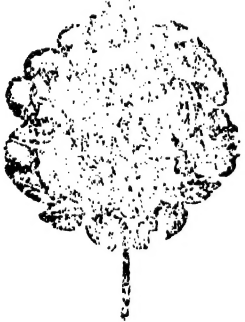
১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

এলোপ্যাথিক বিভাগ :

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, ঔষধিভব ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অভ্যন্তরীণ মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অস্বাভাবিক) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ কোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২১, ৩১, ৩৬, ৫৮, ৬০ ও ১১৪। সুগার প্লোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম" "স্বধে ধাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত শোভিকাট লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি বাইরা নমুনা দিগাইয়া আসিবেন। অতাই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,

ইক ম্যানুফ্যাকচারার্স,

৩৫ নং চক্ৰবর্তী রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ।

- ১। রক্ত খোলাই, ইলেক্ট্রো রক্ত, জিফ, হাপটোন রক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, মোটর হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অক্ষয় দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক ।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৯০ দশ টাকায় বিক্রয় হইতেছে । যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও চেষ্টা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে । ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর মুদ্রাপত্র পাঠান যায়, মুদ্রাপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । পত্র লিখুন ।

মানেন্দ্রের “কাজের লোক”

১৭ নং অত্রুর দস্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

জাঞ্চ—৯ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । ডাক ও কুর্মিলা ।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ১/১০ ও ১/১৫ পয়সা ।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস্ক, কোঁটা-ফেলা বস্ক ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২১০, ৩৬০, ৪৮০, ৭১০ ও ১২৯০ টাকা । ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউন্স, পিলিউন্স ইত্যাদিও স্থলভ ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২ম সংস্করণ ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১১০ ।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৬০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাথেরই উপকারী ।
- ৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটেরিয়া-মেডিকা ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৬০ আনা ।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ ; মূল্য ১০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাথেরই উপকারী ।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ক্যাম্যাকোপিয়া ; ৪র্থ সংস্করণ ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১১০ টাকা ।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্ববৃহৎ মেটেরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৪০ টাকা ।
- ৭। জননেন্দ্রিয়ের গীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রক্তজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ১০০ আনা ।
- ৮। ব্যবসায়ী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ; ৩য় সংস্করণ ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৬০ আনা ।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা ।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী ; মূল্য-যথাসম্ভব স্থলভ, অতি ভৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ ।

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেত্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা।

কাসাস্তক

এই বটিকার মাম সেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, কফ, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও ফুস-ফুসের ও খাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা কফ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্যিক মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মার। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা।

কবিরাজ যশিন্দ্র গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয় :—১১১১ বড়বাজার, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যাশ্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেবিতা লইবেন। সমস্ত কোঁটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদ।

বড় শিশি ১০/০

মাঝারী ৫/০

ছোট ১/০

ডাকমাণ্ডল, ডি: পি: হুজুর।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশির অমোঘ ঔষধ ৫০/০।

কিটিংসের বন্ডন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫০/০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোম্বেলেন লেন, কলিকাতা।

THE LONDON DIRECTORY (Published Annually)

Enables traders throughout the World communicate direct with English
MANUFACTURERS & DEALERS
in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings;

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freight paid, on receipt of postal Order for 20s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £3.

The London Directory Company, Ltd.,
25, Abchurch Lane, London, E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



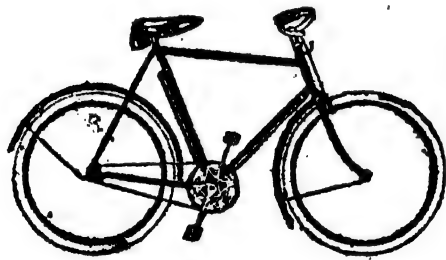
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তু উৎসাহ না হইলে চিকিৎসাকার্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্ত—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিকাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সূচিকিংসকগণ।
• আমাদের ঔষধের বিত্তের জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন।
জুলতে পরস। বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুঃ!

আমাদের মাসিকটিচার ১০; ১—১২ প্রতি ডাম ১০, ৩০ ক্রম পর্যন্ত ১০। ইহার কমে আমরা পারি না। স্থানান্তরিত বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিট্টেস,

১০ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রিট অংশন, ব্রাকিং—৪৮ নং উইলসন স্ট্রিট, কলিকাতা



প্রত্যেক কাছের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাছেরলোকের হাজিরই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিশ্চয়।
• আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার স্বরস্বাদ সর্বদা পুঙ্খবাস্য। হুই পরসার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিহ্ন ক্যাটালগ পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর স্পিঞ্জ ডাম্বেল



টেরিস গ্রিপ, ও চেই-
এক্সপাণ্ডার দ্বারা
নিয়ম মত ব্যায়াম
করিলে স্বস্থ, সবল ও
নীরোগ হওয়া হয়,
ইহা প্রব সত্য। হুট-
বল খেলায়, আমোদ
কাছকেও বলিতে
হইবে না। হুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি
ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ জুলতে নিয়-
মিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন।
মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত শ্রাবক শ্রাবিকা-
দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিত্ত
আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী
কলের শ্রান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ
একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০, টাকা মাত্র।
শ্রাদ্দের আমোদ আভে, তাঁহারা যদি
অগ্রগ্রেহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের
নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি
মাসে নতুন রেকর্ডের তালিকা ব্রহ্মসমরে
তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিশন রোড, কলিকাতা।

কাগজের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০. রংপুর পুরে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই অখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার স্বর অতীব মধুর। শ্রবণের তুলনায় ইহার স্বর অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ইঞ্চি মূল্য ২০/- ও ২৫/-
এ ছই-সেট রীড, ৪ বা ৫ ইঞ্চি মূল্য ৩০/- ও ৪৫/-
বকিণাবানু প্রদত্ত হারমোনিয়ম শিকার, মূল্য ২১/-

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের স্বাগত।

নূতন-গ্রাহক মাত্রেই কাগজের লোকের মূল্য ২১/- এবং মাত্র ১০/- অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৯ মার্চের একখানি "কাগজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মন্তব্যঃ ডিঃ পিঃ ও ডাকমাওল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাগজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographic and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 6%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £2.10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account.

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Address: "ANNUAIRE, LONDON"

বিশেষ ক্ষমতা—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরম্বরন সেন এণ্ড সন্স ১ নং বেটিং স্ট্রিট হইতে ৮১২ নং বেটিং স্ট্রিট বাড়ীতে উত্তীর্ণ আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৬৬ খানা-মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতি ব্যক্তি দ্বারা সুর রীতি—বাজাতে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটা স্মরণ রাখিয়া অত্র আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অনুগ্রহ বাইবেন। ১ সেট্ রিডবুক ১৫/-, ২০/- এবং ২৫/-। ২ সেট্ রিডবুক ২৫/-, ২৭/-, ৩০/-, ৩৫/-, ৪০/-, ৫০/- এবং তদুর্ধ্ব মূল্যের সর্বসম্মত বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২১/- টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০/- একতরফ অক্ষয় সুগারক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষ। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সহায় ২ হংসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরম্বরন সেন এণ্ড সন্স,

৮১২ নং বেটিং স্ট্রিট, (লালবাজারের মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথে) কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।

১ম সংখ্যা।

New Series

January 1918.

নব পর্যায়।

জানুয়ারী ১৯১৮।

Vol. XII

No. 1

ভগবানের কৃপায় এবং আমাদের প্রিয় গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণের পৃষ্ঠ পোষকতার “কাজের লোক” ১৯১৮ সালে দ্বাদশ-বর্ষে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে আমরা ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া সকলকে আমাদের যথাযোগ্য সম্মান, সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাदन জ্ঞাপন করিতেছি।

এই দ্বাদশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া “কাজের লোক” সমাজের কতটুকু কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে চাহি না। তবে আমরা যে আশায় “কাজের লোক” প্রকাশ করিবার জন্ত কৰ্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সে আশা অনেকটা সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। বহু উপাধ্বনের অভিনব পদ্ধতি এবং গার্হস্থ্য শিল্প প্রভৃতি প্রণালী, চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিস্তারিত ভাবে

আলোচনা করার এবং শিক্ষা দেওয়ার বহু বৈকীর, বিলাসী, অলস যুবককে আমরা কৰ্ম্মক্ষেত্রে নামাইতে পারিয়াছি, বহু ব্যক্তি স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। ইহাই “কাজের লোকের” একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হইয়াছে। “কাজের লোক” এখন বাঙ্গালীর ঘরে আবশ্যকীয় পত্র বলিয়া আদৃত হইতেছে, এবং সাধারণের অগ্রগৃহেই যে দ্বাদশ বর্ষকাল জীবিত থাকিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র।

গত একাদশ বর্ষের “কাজের লোক” শিল্প কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য চিকিৎসা, পাক প্রণালী প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া বেন বিশ্বকোষ সদৃশ হইয়াছে। “কাজের লোক” প্রত্যেক সংসার প্রবেশার্থী যুবকের অবশ্য

পাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু হৃৎকের বিষয় এদেশের লোকের শিল্প শিক্ষার দিকে তেমন আকুল দৃষ্টি নাই, উন্নত কৃষি প্রণালীর প্রতি তেমন অনুরাগ নাই, যদি অল্প ভাষায় অল্প দেশে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে “কাজের লোকের” জন্ম সার্থক হইত। বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালা আচার ব্যবহারে প্রজ্ঞাবান নহেন, বাহা কিছু ইংরাজী, বাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালীর আদরের। এই স্থানেই গলদ হইয়াছে, অথচ বাঙ্গালী জাতির দোহাই দিতে কুণ্ঠিত নহে। জাতীয় ভাষায় বাঙ্গালীর প্রজ্ঞা কম বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর নাই। ৫০ বৎসরেও একটা পুস্তকের এক সংস্করণ শেষ হয় না, অতি অনাস্থার হত্যার উচ্চ শ্রেণীর লেখকগণের গ্রন্থাবলী রাস্তার ধারে ভাগা দিয়া ছুটিচারি পরসারবিক্রয় হয়। এইত বাঙ্গালা সাহিত্যের

পুনরতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাস্তুল পাঠান।

অবস্থা। তবু এই অবস্থাতেও “কাজের লোক” জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সর্ব বিষয়েই কিছু কিছু সাধারণ জ্ঞানলাভ না করিতে পারা একটা মন্ত জটী। সংসারে থাকিতে হইলে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং বহুতরু জ্ঞান আবশ্যক হয়। তেমন কিছু বাঙ্গালা ভাষার কোন পুস্তকে একাধারে পাওয়া বাইত না, সেইজন্য যখন স্বদেশীয় হজুক উঠে, তখন স্বাধীন জীবিকার বহু পন্থা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই “কাজের লোকের” জন্ম এবং সেই মূখ্য উদ্দেশ্য লইয়া প্রত্যেক সংখ্যা “কাজের লোকে” লোকপ্রিয় করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরেই নূতন নূতন বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরের “কাজের লোক” এক এক খানি প্রকাণ্ড পুস্তক, মূল্য ৩ টাকা। ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৯ ভলিউম “কাজের লোকের” মূল্য ২৭ টাকা কিন্তু এই বহুতরু পরিপূর্ণ গ্রন্থরাজী আমরা বহুল প্রচার কামনায় সাধারণকে মাত্র ১২৯০ মূল্যে দিতেছি। যদি কেহ “কাজের লোকের” বিষয় সমূহের হুচী-পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তিনি না লইয়াই থাকিতে পারিবেন না; /০ আনার টিকিট পাঠাইলেই হুচীপত্র পাঠান হয়। আপনি যদি গ্রাহক না হইয়া থাকেন, তবে গ্রাহক হইয়া আশাদিগকে উৎসাহিত করুন, ইহাই প্রার্থনা।

প্রকাশক।

NOTES OF INTEREST.

অত্যাবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

জম্মাদেবের রং প্রস্তুত প্রণালীর গুণ্ড তরু বাহির।—সুরিজলাওর এক কেমিষ্ট বা রাসা-রনিক শিল্পী জম্মাদেবের রং প্রস্তুত করিবার

প্রণালী জানিতেন, ইহার সন্ধান পাইয়া ইংল-ণ্ডের কতকগুলি কাপড়ের কলওয়াল দুই বৎসরের চেষ্টার পর ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে তাহা বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের ২৫৭ প্রকার প্রণালী তাহার জানিতে পারিয়াছেন। অতঃপর রংএর মূল্য কম হইবে, এরূপ আশা করা যায়, এবং জম্মা-লীর এক একচেটিয়া কার্য ধ্বংস হইবে।

চর্ম বিক্রয় নিষেধ।

ভারত গবর্ণমেন্ট আদেশ করিয়াছেন যে, আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে কানপুর, কলিকাতা, মাণিকতলা, হাওড়া ও মাদ্রাজের মিউনিসিপাল এলাকার মধ্যে কেহ কাঁচা গোচর্ম বিক্রয় করিতে পারিবে না। কেবল বাহারা ইণ্ডিয়ান মিউনিশন বোর্ডের কন্ট্রোলারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিবে, তাহারাই চর্মবিক্রয়ের অধিকার পাইবে। সময় বিভাগে রণ সম্ভার নির্মাণের সৌকর্যার্থ এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল।

লবণের মূল্য।

লবণের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে গরীবের অবর্ণ-নীয় ক্লেশ হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট সেই ক্লেশ শীঘ্রই দূর করিবেন, এইরূপ কথা শুনা যাই-তেছে কিন্তু অত্য়পি ক্লেশ লাঘবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। গবর্ণমেন্ট গত মঙ্গল-বারের ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন, লবণের মূল্য কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। গত কল্যাকার কলিকাতা গেজেট পড়িলাম, ডিসেম্বরের শেষ পক্ষে কলিকাতায় লবণের মণ ছিল ৪০ টাকা জামুয়ারীর প্রথম পক্ষেও সেই মূল্যই আছে।

পাবনার মূল্য বাড়িয়াছে ৪ টাকা হইলে ৫০ টাকা হইয়াছে, মেদিনীপুরে ৪১/০ আনার স্থলে ৪১০ টাকা হইয়াছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় মূল্য কমিয়াছে, রঙ্গপুরে কিছুই কমে নাই।

গত বৎসর জামুয়ারীর প্রথম পক্ষে লবণের মণ কলিকাতায় ৩১/০, মেদিনীপুরে ৩০, চট্টগ্রামে ৩০/০, ঢাকায় ৩০, পাবনায় ৩৬০, ও রঙ্গপুরে ৫ টাকা ছিল।

গবর্ণমেন্টকে পুনরায় বলি, লবণের মূল্য হ্রাস করিবার উপায় অতি শীঘ্র অবলম্বন করুন। গরীবের অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে।

রেলপথে বস্ত্র।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল পথের যাত্রী গাড়ীতে, বস্ত্র, আলু, ঘৃত প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের লগেজ বা পার্শেল প্রেরণ আপাততঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অধুনা যাত্রীর সংখ্যা অধিক হইতেছে, ইহার উপরে ঐ সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া গাড়ীর কামরা বোঝাই করিলে গাড়ীতে স্থানান্তর হইবার সম্ভাবনা, বোধ হয় সেই জন্যই রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রী গাড়ীতে ঐ সকল দ্রব্যের লগেজ বা পার্শেল প্রেরণ বন্ধ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের এই নিষেধে, অধস্তন রেল কর্মচারীরা যাত্রীদিগকে বড়ই বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, কোন যাত্রী হয় ত নিজে ব্যবহারের জন্ত দুই এক জোড়া বস্ত্র কলি-কাতায় ক্রয় করিয়া হাওড়া স্টেশনে গাড়ীতে উঠিতে যাইলে স্টেশনের প্লাটফর্মের প্রবেশপথে রেলকর্মচারীরা সেই যাত্রীকে বাধা দিয়া থাকে। মকঃমল অপেক্ষা কলিকাতায় বস্ত্রাদির মূল্য অল্প বলিয়া মকঃমল বাসিয়া কলিকাতা হইতে বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যান। হাতে

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

করিয়া দুই চারি জোড়া কাপড় লইয়া যাইলে যে কাহার কি অল্পবিধা হয়, তাহাত আমরা বুঝিতে পারি না, অথচ প্লাটফর্মের দ্বার-দেশে কর্মচারী এ জন্ত যাত্রীদিগকে বিশেষ বিরক্ত করিয়া থাকে। আমরা আশা করি, রেল কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতি বিধান কালবিলম্ব করিবেন না। একজন যাত্রী হাতে করিয়া কত কাপড় লইয়া যাইতে পারে, অন্ততঃ তাহা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। কোন যাত্রীর হাতে দুই চারি জোড়া নতুন কাপড় দেখিলেই যে রেল কর্মচারীরা সেই কাপড় ধরিয়া টানা-টানি করিবে ইহা কখনই রেল কর্তৃক 'পক্ষের উদ্দেশ্য' হইতে পারে না।

নিকেলের দুয়ানি।

পাইওনিয়র বলেন, “ভারতবর্ষের সকল স্থলেই আনির খুব আদর হইয়াছে বলিয়া ভারত গভর্নমেন্ট নিকেলের দুয়ানি চালাইবার কথা ভাবিতেছেন।”

লাটসভায় লবণ কথা।

গত ২২শে জানুয়ারি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ রায় এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন,—“এই সভা সকৌশিল গভর্নরকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাহার ভারতগভর্নমেন্টের নিকট নিম্ন-লিখিত দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করুন,—(১) বাঙ্গালা দেশে লবণ তৈয়ারির নিমিত্ত গভর্নমেন্ট সহায় হউন; (২) জনসাধারণ স্ব স্ব ব্যবহারের নিমিত্ত লবণ প্রস্তুত করিলে কর আদায় করা হইবে না, এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হউক।”

এই প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে রায় মহাশয় বলেন,—“অধুনা লবণের মূল্য অত্যন্ত চড়িয়াছে, অথচ লবণ না হইলে মানুষের আহার

চলে না। ফলে গত দুই মাসের মধ্যে মফস্বলে অনেক হাট বাজার লুট হইয়াছে। এখনও লুটের স্রোত বন্ধ হয় না। গত ২৭শে নবেম্বর হইতে ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত এই প্রদেশে ৪৯টা লুটের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এখন লোকের লবণ প্রস্তুতের অধিকার নাই। তাহার বিদেশ হইতে আমদানি লবণ থাইতে বাধ্য হয়। এদেশ হইতে দশ হাজার মাইল দূরবর্তী লিভারপুল, চেঙ্গায়ার ও জর্জিয়া হইতে আনীত লবণের দিকে চাহিয়া জনসাধারণ বসিয়া থাকে, অথচ তাহারা জানে যে, তাহাদের দ্বারদেশে লবণ সমুদ্র রহিয়াছে। এদেশে বহুবৎসর যাবৎ লবণ তৈয়ারী হইত। এই জ্ঞানসম্পন্ন অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। আমরা এজন্ত গভর্নমেন্টের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিতেছি না, গভর্নমেন্ট কেবল লবণ তৈয়ারীর প্রতিবন্ধক শুল্ক প্রত্যাহার করুন এবং যেখানে লবণস্তর উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব, তথায় উহা উঠাইয়া দিন।”

“আলোচ্য প্রস্তাবের শেবাংশ সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের বৃদ্ধা উচিত যে, বর্তমান সময়ে লবণ স্তর প্রত্যাহার করা একান্ত কর্তব্য। আমার মতে, লবণস্তর উঠিয়া গেলে হাট লুট বন্ধ হইবে। লোকে যদি জানিতে পারে যে, পারিবারিক প্রয়োজনে তাহারা ঘরে ঘরে লবণ তৈয়ারি করিতে পারিবে, তাহা হইলে আর লুট-তরাজ করিতে ছুটবে না।”

অতঃপর অনারেবল দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ উল্লিখিত প্রস্তাবের নিম্নলিখিত সংশোধন উত্থাপন করিলেন,—

“এই সভা সকৌশিল গভর্নরকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন ও তাহার পর আর দুই বৎসরকাল বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট লবণ তৈয়ারীর হুকুম দিবার জন্ত তাহার ভারত গভর্নমেন্টের নিকট প্রস্তাব

করুন।” এই প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর বলিলেন,—“আমি জানি যে, বাঙ্গালা দেশে লবণস্তর বাবদ গভর্নমেন্টের আয় প্রায় এক কোটি টাকার উপর, আমার মতে, প্রস্তাবটি সংশোধনানুরূপে গৃহীত হইলে সরকারী আয়ে বিশেষ আঘাত লাগিবে না। হয়ত দু'এক লক্ষ টাকা আয় হ্রাস হইতে পারে; কিন্তু বর্তমান লুট-তরাজের অপেক্ষা তাহা ভাল। ইহার ফলে গভর্নমেন্টের প্রতি জনসাধারণের প্রীতি বাড়িবে।”

অনারেবল মিঃ হক, অনারেবল অখিলচন্দ্র দত্ত ও অনারেবল মিঃ আবুল কাশেম প্রস্তাবটি সমর্থন করিলেন।

অনারেবল মিঃ কাটার উহার প্রতিপক্ষে বলিলেন,—“উড়িষ্যা প্রদেশে গভর্নমেন্ট স্থানীয় রাজাদের হাত হইতে লবণ প্রস্তুতের ক্ষমতা লইয়াছিলেন; কিন্তু ১৯০২ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল যে, সেখানকার জলহাওয়া লবণ প্রস্তুতের অসুকুল নহে; কাজেই গভর্নমেন্ট সে চেষ্টা ত্যাগ করেন। সে সময়ে লবণের দর সের-করা আদ আনা মাত্র নির্দেশ করিয়াও ক্রেতা পাওয়া যায় নাট, কারণ সেরূপ অপকৃষ্ট লবণ কেহই লইতে চাহিত না। একবার যে চেষ্টা বিফল প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেজন্ত এখন আবার অনর্থক টাকা খরচ করা গভর্নমেন্টের কর্তব্য নহে। রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, প্রজার সাধারণ পারিবারিক প্রয়োজনের নিমিত্ত বিনা শুল্কে লবণ প্রস্তুত করিতে দেওয়া উচিত; কিন্তু ইহা পুনঃ পুনঃ দেখান হইয়াছে যে, এদেশে লবণস্তর সাধারণের আয়ে বড় লাগে না। উহার দরূণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৎসরে মাত্র তিন আনা দিতে হয়। ইহা অবশ্য খুব বেশি নহে।”

অনারেবল প্রভাসচন্দ্র মিত্র মূল প্রস্তাবের প্রথমংশের পুরাপুরি সমর্থন করিলেন; কিন্তু

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

দ্বিতীয়াংশের ও সংশোধনের প্রতিবাদ জানাইলেন।

সর্বশেষে অনারবল মিঃ ডোণাল্ড লবণের মূল্য বৃদ্ধির হেতু বর্ণনাপূর্বক বলিলেন,—“আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাজারে লবণ ব্যবসায়ের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট কলিকাতার ও চট্টগ্রামে প্রচুর লবণ মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতার মহাজনেরা মাল আটক রাখার দরুণ মফঃস্বলে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। একত্ব বড় বড় মহাজনেরাই দায়ী। এ প্রদেশে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে কিনা, এ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে সরকারী বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। দেশীয় লবণ প্রস্তুতের নিমিত্ত অনেকটা লোণা জমির দরকার। তা'ছাড়া লিভারপুল লবণ দেশীয় লবণ অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। গত ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামের তিন চারিজন লবণব্যবসায়ী এই অঞ্চলে লবণ প্রস্তুতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট দরখাস্ত করেন। গভর্ণমেন্ট বিশেষজ্ঞগণকে ব্যাপার কি জানিবার জ্ঞত চট্টগ্রাম পাঠাইয়া দেন। বিশেষজ্ঞগণ চট্টগ্রাম গিয়া দেখেন যে, লবণ প্রস্তুত বিষয়ে দরখাস্তকারিগণের কোন অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহারা কাজে হাত দিবার পূর্বে গভর্ণমেন্টের অনুমতির অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কোন জমীতে লবণ প্রস্তুত হইবে তাহাও দেখেন নাই। এখন গভর্ণমেন্ট বিশেষজ্ঞগণের মতামত জানিবার জ্ঞত উদ্গ্রীব আছেন। তাঁহারা যদি কোন কার্য পরিচালন ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে গভর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

“গভর্ণমেন্ট জনসাধারণকে বিনা শুদ্ধে লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিতে পারেন না। কেবল এক শ্রেণীর লোক এরূপ অনুমতি

পাইবে কেন? যদি চট্টগ্রামের অধিবাসিগণ এরূপ সুবিধা পায়, তাহা হইলে অত্যন্ত স্থানের অধিবাসিগণকেও ঐ সুবিধা দিতে হইবে। তাহা হইলে মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর অধিবাসিগণকে বিনাশুদ্ধে লবণ প্রস্তুতের অধিকার দিতে হইবে। গভর্ণমেন্ট ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন না। তবে তাঁহারা একটু সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা লবণ বিভাগের কর্মচারিগণকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, কেহ পারিবারিক প্রয়োজনে সামান্য পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিলে যেন তাহাকে অভিযুক্ত করা না হয়। গভর্ণমেন্ট কিন্তু বিনা শুদ্ধে লবণ তৈয়ারির সাধারণ হুকুম দিতে পারেন না। এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের প্রণয় দৃষ্টি রহিয়াছে। দুইমাস পূর্বে লবণের বাজার বন্ধ ছিল, এখন তাহাপেক্ষা অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। লবণের মূল্য এখন হাস হইয়াছে এবং যোগান নিয়মিত পাওয়া যাইবে। ফলে মহাজনেরা আর অধিক লাভের আশায় মাল বাধিয়া রাখিতে পারেন না।”

সংশোধন প্রস্তাবটী ভোটে পরিত্যক্ত হইল। পরে ডাক্তার সর্বাদিকারীর প্রস্তাবমতে রায় মহাশয় মূল প্রস্তাবটী গভর্ণমেন্টে পৃথক পৃথক ভাবে উত্থাপন করিলেন। প্রথমোক্তটী গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহা পাশ হইয়া গেল; কিন্তু দ্বিতীয়াংশ পরিত্যক্ত হইল। উহার পক্ষে চৌদ্দজন ও বিপক্ষে কুড়িজন সভ্য ভোট দিয়াছিলেন। (বঙ্গবাসী)

নেশানাল ইউনিভার্সিটি।

মিসেস বেনাডু আন্তরীণ হইবার পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষের জ্ঞত এক নেশানাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব হওয়ার আরম্ভেই তিনি আন্তরীণ

হওয়ার তখন এ সম্বন্ধে আর বড় কিছু হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তিনি মুক্তি লাভ করিয়াই ঐ প্রস্তাবের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম হইয়াছে,—Society for the promotion of National Education. অর্থাৎ—জাতীয় শিক্ষোন্নতি সমিতি। স্তার রাসবিহারী ঘোষ এই সমিতির প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। মাদ্রাজের মিঃ মাধব রাও এবং বিহারের মিঃ হাসান ইমাম উভয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। বোম্বাইএর সওদাগর-রাজ বোম্বাইএর ভূতপূর্ব সেরীক মিঃ নরসোত্তম সোরাবজী কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন। মিঃ জি, এন্স একুওল রেজিষ্টার হইয়াছেন। এট সমিতির এক একজিকিউটিভ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিসেস বেনাডু এই কমিটির চেয়ারম্যান। দিল্লীর হাকীম আজমাল খাঁ হাজীকউল মুলুক ইহার ভাইস-চেয়ারম্যান। মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ, দেওয়ান বাহাদুর সদাশিব আয়ার, শ্রীযুক্ত কান্তরিয়াবন্দ আয়েঙ্গার, শ্রীযুক্ত সি, সি, রামস্বামী আয়ার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সি, জি, নারায়ণ দাস, শ্রীযুক্ত কে, হুমমন্তরাও, মিসেস নারেক এবং দৈজারার ও রেজিষ্টার এই কমিটির সদস্য। মাদ্রাজের মাদানাপালে নামক স্থানে এই সমিতি কর্তৃক প্রথম নেশানাল ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হইয়াছে এবং স্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই ইউনিভার্সিটির প্রথম চেন্সেলর পদে বরণ করা হইয়াছে। চেন্সেলর রবীন্দ্রনাথ, স্তার সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে প্রো-চেন্সেলর নিযুক্ত করিয়াছেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ দেওয়ান বাহাদুর সদাশিব আয়ার একটাং ভাইস-চেন্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মিঃ জি, এন্স, একুওল রেজিষ্টার হইয়াছেন। বহু বিখ্যাত ব্যক্তিকে এই ইউনিভার্সিটির প্রথম কাউন্সিল এবং

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লুউন।

প্রথম সিনেট সভার সমস্ত পদ গ্রহণের জন্ত নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণের সম্মতিসূচক উত্তর পাইলেই এই ইউনিভার্সিটি'র সকল পদের পুরা তালিকা বাহির হইবে। থিয়লজিকেল এডুকেশনাল ট্রাষ্ট তাঁহার আপন সত্তা এই ইউনিভার্সিটিতে মিশাইয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে এই ট্রাষ্টের যত কলেজ ও স্কুল এই ইউনিভার্সিটি'র অন্তর্ভুক্ত হইল। প্রস্তাব হইয়াছে, এই ইউনিভার্সিটি'র আর্ট এবং কৃষি কলেজ মাদ্রাজের মাদানাপালে স্থাপিত হইবে, টেকনোলজিকেল অর্থাৎ ক্যামেরী কলেজ বঙ্গদেশে হইবে, কমার্শিয়াল অর্থাৎ বাণিজ্য শিক্ষার কলেজ বোম্বাই-এ হইবে এবং স্ট্রী-শিক্ষাদ্রী ট্রেনিং কলেজ বর্তমান বেনারস-জমী কলেজ লইয়া বেনারসে হইবে। এইভাবে এই ইউনিভার্সিটি'র কার্য এক প্রদেশে বদ্ধ না থাকিয়া সারা ভারতময় হইবে। কালে এই সকল কলেজগুলিই এক একটা স্বতন্ত্র ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হইবে। ভারতবাসীকে 'হোমরুলের' যোগ্য করিতে যে প্রণালীতে সুশিক্ষিত করা কর্তব্য, এই ইউনিভার্সিটি সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। মিসেস বেশান্ত এই প্রস্তাবে কৃতকার্য হইবার জন্ত সমগ্র দেশবাসীর নিকট যথাসাধ্য যে কোন উপায়ে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। দেখা যাউক, ফলে কি হয়।

বস্ত্র ও লবণের মহার্ঘতা।

ভারত সভার প্রস্তাব।

গত ১৬ই জামুয়ারী ভারত সভার সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হাট ও বাজার লুঠ সম্বন্ধে বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারত সভার অনুরোধ মতে আপনাকে জানাইতেছি যে, গত ১৯১৭ সালের ১৯এ নভেম্বর হইতে ১৯১৮ সালের ৮ই জামুয়ারী

পর্যন্ত বস্ত্রের নানা অঞ্চলে ৪৯টা হাটবাজার কাপড় ও লবণ লুঠ হইয়াছে, সংবাদপত্র পাঠে আমরা তাহা অবগত হইয়াছি।

লবণ ও কাপড়ই বিশেষভাবে লুঠ হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে উক্ত দুই দ্রব্যের মহার্ঘতাই লুঠনের কারণ।

রংপুর বিশেষ আদালতে হাট লুঠ মামলা রুজু করিবার সময়ে সরকারী উকীল ইহাই বলিয়াছেন যে, কাপড় ও লবণই লুঠনের দ্রব্য এবং উহার উচ্চমূল্যই লুঠনের কারণ।

সকলেই যখন এই সম্বন্ধে একমত, তখন কমিটি গভর্ণমেন্টকে উক্ত দুই দ্রব্যের মূল্য নিয়মিত করিয়া দিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছেন। কমিটি ইহা জানেন যে, অর্থনৈতিক কারণে বাহা ঘটয়া থাকে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা গভর্ণমেন্টের পক্ষে কঠিন কার্য। কিন্তু বর্তমান অবস্থা একান্ত অস্বাভাবিক এবং লাভলোলুপ ব্যবসায়ীরা এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। কাপড় লবণ প্রভৃতির দর যতদূর চড়িয়াছে, মূল্য তত বেশী হইতেই পারে না ইহাই সকলের বিশ্বাস।

অতি অল্পদিন হইল বোম্বাই কর্পোরেশনে এইরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, কয়লা, লবণ, কাপড় এবং নিত্যব্যবহার্য্য অপর কতকগুলি একান্ত আবশ্যক দ্রব্যের মূল্য নিয়মিত করিয়া দিবার জন্ত কমিশনারগণ গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করুন। গত অল্প কয়মাস মধ্যেই জিনিষের মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধিতহইয়াছে। এক কমিটি এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করিয়া রিপোর্ট দিবেন স্থির হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে হাট বাজার লুঠ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার ৪০ মাইল দূরবর্তী জয়নগর থানার এলেকার দাসের হাটে ৫০।৬০ হাজার টাকার কাপড় লুঠ হইয়াছে। কেনিং টাউন থানার বাসন্তী হাট, সাতখোনা হাট, দরিয়া হাট প্রভৃতি স্থলেও এরূপ বৃহৎ লুঠ হইয়া গিয়াছে। অল্প কয়দিন

হইল, কাঁথি মহকুমার সদর হইতে অল্প কয়-মাইল, দূরবর্তী সাত মাইল হাট লুঠ হইয়াছে। গত ১০ই জামুয়ারী কাঁথির হাট লুঠ হইবারও উপক্রম হইয়াছিল।

যে সকল ঘটনা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা সামান্য ভয়াবহ নহে। কমিটি মনে করেন যে, অগোণে কাপড় ও লবণের দর নিয়মিত করিয়া দেওয়া গভর্ণমেন্টের উচিত।

কমিটি বিনীতভাবে গভর্ণমেন্টের নিকটে নিম্নলিখিত অনুরোধ করিতেছেন :—

(১) কল্লবাজার, সূজামুঠি, জলামুঠি এবং অপর যে সকল স্থান লবণ তৈয়ারের পক্ষে অল্প কুল বিবেচিত হইবে, বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট সেই সকল স্থলে লোককে লবণ তৈয়ারে অনুমতি প্রদান করুন।

(২) মাদ্রাজের লবণ বাহাতে বঙ্গদেশে অনায়াসে আমদানী করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

(৩) লবণের বিক্রয় গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে হউক।

ধুতি ও সাড়ি।

লবণের মত ধুতি ও সাড়ির বিক্রয়টা গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে আনয়ন করা দরকার গভর্ণমেন্ট যদি উহাতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে এই মর্মে সরকার হইতে সংবাদ প্রকাশ করা হউক যে, বাহাতে ধুতি ও সাড়ির দাম নিয়-নিত হয়, গভর্ণমেন্ট সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইলে অবিলম্বে নিঃসন্দেহ দাম নামিয়া পড়িবে।

কমিটি গভর্ণমেন্টকে কার্পাস তুলার উপর রপ্তানির মাতুল বসাইবার উপদেশ দিতেছেন, যাহার ফলে স্বদেশী কাপড় সস্তা হইবে। সত্য-বটে ভারত গভর্ণমেন্ট বাতীত আর কেহ মাতুল বসাইতে পারেন না। কিন্তু বাঙ্গালা গভর্ণ-মেন্ট তজ্জন্ত অনুরোধ করিতে পারেন।

এই দেশে কত তুলা ও কাপড় মজুত আছে, উহার একটা হিসাব প্রচার করাও কল্যাণকর হইবে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের অঙ্ক ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

লুণ্ঠনের কারণ।

অসন্তুষ্ট কৃষকগণই হাঠ বাজার লুণ্ঠ করিতেছে। জীবন রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ার কৃষকগণ বিশেষ পীড়িত হইয়াছে। পাটের দাম নামিয়া যাওয়ার তাহাদের হৃদশা আরও বাড়িয়াছে।

এক পক্ষে দেখি যে, জীবন বাঁচাইবার জন্য যে কয়টা জিনিস না কিনিলেই নয়, উহার দাম বাড়িয়াছে, অন্যদিকে যাহা বিক্রয় করিয়া পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের লোক উহা কিম্বে, সেই পাটের দর কমিয়াছে।

এই অবস্থায় বঙ্গের কৃষকগণের মধ্যে স্বভাবতঃই অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। কৃষকের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পূর্বে যাহা লাগিত, এখন তাহা হইতে বেশী টাকা লাগে। কিন্তু সে আগে যাহা উপার্জন করিত, এখন সেই উপার্জন কমিয়া গিয়াছে। এই আর্থিক অসন্তোষের হেতু দূর করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন।

কমিটি এই অনুরোধ করিতেছেন যে, পাটের কলগুলির কার্য সপ্তাহে ৫ দিনের স্থলে ৬ দিন করান হউক। ইহাতে পাটের কাঁচিতি বাড়িবে, তাহা হইলেই উহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

সময় বাড়াইবার বিক্ষেপে ইহাই আপত্তি উঠিতে পারে যে, ইহাতে কয়লার খরচ বাড়িবে। এখন যাহা খরচ হয়, এই বৃদ্ধি তাহা হইতে শতকরা ১১ টাকা বেশী হইবে। আমরা অবগত হইয়াছি যে, কার্যকাল বাড়াইতে কলের কর্তৃপক্ষ সম্মত আছেন।

কমিটি গভর্ণমেন্টকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, দেশের সকল হাট বাজারে সরকার হইতে পাটের দর বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হউক।

কমিটি গভর্ণমেন্টকে জানাইতেছেন, কৃষকজীবী বহুল বঙ্গদেশের লোকদের এই ক্রেশ দূর করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট 'আগু ব্যবস্থা

করুন। কমিটি নির্বন্ধ সহকারে আবার বলিতেছেন যে, এই অবস্থা অতি ভীষণ এবং প্রতিকার অগোণে হওয়া অতীব আবশ্যক।

পাশ্চাত্য দোকানদারী রহস্য

কোন আমেরিকান পত্র বলিয়াছিলেন যে, "Shop keeping success or failure is usually of shop keeper's making. The unsuccessful often give the credit of other people's success to good fortune or luck where result have been only through sheer hard work and persistency."

অর্থাৎ দোকানদারী করিয়া কৃত কার্যতা বা অকৃতকার্যতা সমস্তই দোকানদারের নিজের কৃতকর্ম। অকৃতকার্য দোকানদার অপরের উন্নতি দেখিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকে যে, ব্যবসারে সাফল্য লাভ কেবল তাহার সু অদৃষ্টেরই ফল অথচ সেই সৌভাগ্য লাভ তাহার কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় সংকল্পেরই ফল। আমাদের দেশের দোকানদারগণের এই গুণের অভাব এবং সেই জন্যই এখানকার দোকানদারগণও বলিয়া থাকেন যে, অপরের অদৃষ্টের গুণেই সৌভাগ্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং অধ্যবসায় গুণেই প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। আমেরিকানগণ বলেন যে "Go ahead thinking and acting men win in business." যে সকল লোক উন্নত চিন্তাশীল এবং উন্নত কর্মী তাহারা ইজরী হইয়া থাকেন।

লিপটন, হোরাইটলি, লায়ন, গাম্বলস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীগণের এই গুণগুলি ছিল বলিয়াই ইহারা ব্যবসারে অগত বিখ্যাত হইয়াছেন। যদ্যলোক ব্যবসারে নামিয়া থাকে, কিন্তু অধ্যবসায়শীল সন্নিবেচক ব্যবসায়ীগণই সফলকাম হইয়া থাকেন।

এই ব্যবসারে, প্রধানতঃ কঠোর পরিশ্রম আশ্রয় প্রমোদে আত্মত্যাগ, অহরহ বীর কার্যে আত্মনিবেশ, প্রিয়তাষিতা এবং সমরোপযোগী অভিনব পন্থা আবিষ্কারের শক্তি থাকা আবশ্যক।

"Two simple qualifications, must be behind every success—energy and intelligence. 'Men who work and think are the kind who make progress. Laziness won't trouble to think—stupidity can't."

প্রত্যেক সফলতার পশ্চাতে দুইটা সহজ গুণ থাকা চাই। সন্নিবেচনার সহিত কার্য্য করিবার শক্তি এবং প্রখর বুদ্ধি। যে মানুষের বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবার শক্তি থাকে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। যে কার্য্যের মূলে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব, তাহারাই মামুলী পন্থার অনুসরণ করিয়া যায় মাত্র, কিন্তু সেই অমুকরণকারী ব্যবসায়ীগণ কৃতকার্য্য ব্যবসায়ীর গুঢ় মূল মন্ত্রের সন্ধান পায় না, এই খানেই গলদ হইয়া থাকে। তাহারপর কঠোর পরিশ্রমী, সূক্ষ্ম এবং গভীর ভাবিবার শক্তি যাহার নাই, সে কখনও চিন্তা করিতে অগ্রসরও হয় না। যে নির্লোভ তাহার ত কথাই নাই।

এই হইতে আমরা দেখিতেছি যে বড়, সাধনায় সিদ্ধ ব্যবসায়ীর অমুকরণে শুদ্ধ ব্যবসায় করিয়া যাইলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। নিজের দূরদর্শিতা এবং সমরোপযোগী ও স্থানীয় লোকের সমাজোপযোগী রুচি, আচার পদ্ধতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া নিত্য অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। নিজের কিছু মৌলিকত্ব থাকা চাই। যে ব্যবসায়ীর সেই দূরদর্শিতা প্রসূত মৌলিকত্ব আছে, তাহারাই সর্ব্ব দেশেই সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন। ব্যবসায়ীর ইতিহাসে ইহার ভূয়সী প্রমাণ দেখিতে

জাতগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা ছিল, আর লইব না।

পাওয়া যায়। "To do big things is to reap big reward." এদেশের ব্যবসায়ী বা দোকানদার, সেই মানুষী চালে পশরা সাজাইয়া খুনা গন্ডাজল দিয়া অদৃষ্টের মুখ পানে তাকাইয়া বসিয়া থাকে। দিনগত ২১ টাকা লাভেই সে সন্তুষ্ট, উচ্চ আশাও নাই, উচ্চ বিষয় সে ভাবেও না। কোন বড় বিষয়ে হাত দিতে তাহার সাহসও নাই, সুতরাং যেমন তাহার ক্ষুদ্র আশা, তেমনি তাহার ক্ষুদ্র দশা। বহুবার আমরা "কাজের লোকে" তাহার দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছি।

এদেশের দোকানদারগণকে এখনও বহু অভিনব পাশ্চাত্ত্য ব্যবসায় নীতির অমুসরণ করিতে হইবে। আধুনিক ব্যবসায় পদ্ধতি শিক্ষা করিতে হইবে, তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের উন্নতি হইলে বড়ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। কিন্তু এদেশের সাধারণ দোকানদারগণ অশিক্ষিত,—তাহারা এই সকল বিষয়ক পুস্তকাদিও পড়িতে অক্ষম, অধ্যয়নে তাহাদের স্পৃহা নাই। এই শ্রেণীর উন্নতি না হইলে সাধারণ ব্যবসায়ের উন্নতি সম্ভব নহে। শিক্ষায় পশ্চাত্ত্যপদ বলিয়াই এদেশে অসংখ্য অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে। বাধ্যতা মূলক নিম্ন শিক্ষার একান্ত আবশ্যক। "The most successful men of to day are self-made." আধুনিক জগতের আধুনিক বিখ্যাত ব্যবসায়ীগণ সকলেই স্বকৃত—অতি হীন অবস্থা হইতেই স্বীয় কঠোর পরিশ্রম এবং বুদ্ধি বলে বড় হইয়াছেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

এদেশেও তেমন অনেক স্বকৃত ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্ত ছিল, সে সকল উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইব না। তবে তাহাদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করিয়াও আমরা ঐ কার্যদক্ষতা, সাহস এবং চিত্তাঙ্গীলতারই পরিচয় পাইয়া থাকি।

✓ কৃক পাখী, ✓ তারক প্রাণিক, ✓

কৃক পাল প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যবসায়ীগণের এই সকল গুণ ছিল, তাহারা এ দেশের মানুষী ব্যবসায় পদ্ধতিরই অমুসরণ করেন নাই, নিজেদের যথেষ্ট স্বাধীন মৌলিক পন্থা দ্বারা ই বড় হইয়াছিলেন।

সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। আধুনিক সময়ের উপযোগী মৌলিক পন্থারই আবশ্যক। এদেশের ব্যবসায়ীর অনেকেই তাহা শিক্ষায় উদাসীন। আমরা আগামী বারে পুনরায় এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

(Special for "BUSINESS MAN".)

Industries of SMALL CAPTIAL.

অল্প মূলধনের কাজ।

SHOE BLACKING—(জুতার কালী।)

Automatic Blacking (Self shining)

Gum Arabic 4 oz.

Molasses or coarse moist

sugar 1½ oz.

Black Ink ½ pint.

Strong Vinegar 2 oz.

Rectified Spirit of Wine 1 oz.

Sweet Oil 1 oz.

Desolve gum in the ink, add the oil in a mortar or shake them together for some time untill they are thoroughly united, then add vinegar and lastly the spirit. Bottle in 2 oz. phial and label it with direction. You may sell each phial at annas 3 to 4. The liquid to be applied to Black leather with sponge, first cleaning the article.

আজ কাল জুতার কালীর আমদানী কম, আমাদের দেশে সামান্য পুঁজিতে এইরূপ কালী প্রস্তুত করিলে অনেক পয়সাও বাঁচিয়া যাইবে এবং উপার্জনও হইবে।

নিউবিরানজুতার কালী (Nubian.)

রেকটা ফায়েরড বা মেথিলেটেডস্পিরিট

১ গালন।

Mother Liquid অর্দ্ধ গালন।

প্রথমে এই দুইটিকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার সহিত কর্পূর ১১ আউন্স, ভিনিস টার-পিন্ ১৬ আউন্স, এবং Shellack (চাঁচগাছ) ৩১ আউন্স, এই গুলি বোগ করিয়া তাহার পর ৪০ আউন্স বেনজিনে, ৩০ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল, এবং ১৫০ আউন্স পাকা মসিনার তৈল গলাইয়া ফেলিতে হইবে। এই জুতার কালী খুবই উৎকৃষ্ট হইবে।

Mother Liquid :—This is a colouring agent and it is a solution of aniline colours in spirit. Viz :—Blue—Blue aniline 20.8 dram, spirit one gallon. S. A. P. 4c.

STOVE-BLACKING.

Plumbago 2 pounds.

Water 4 oz.

Turpentine 8 oz.

Sugar 2 oz.

Knead thoroughly and keep in Tin boxes, apply with brush. This is a simple and nice preparation.

১৯১৮ আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

PASTE STOVE-POLISH.

Pulverized Black lead 2 pounds.

Spirit of Turpentine 2 gallons.

Water 2 oz.

Sugar 2 oz.

Mix well together and keep in Tin boxes. Apply to stoves with a piece of rag and when dried, rub with dry soft cloth.

CURIOUS FACTS.

বিস্ময়কর তথ্যাবলী।

কলোম্বোতে দৈনিক ৪ বার জোরার আসে কিন্তু মাল্টা দীপে আদৌ জোরার হয় না।

কমানিয়ার জীলোকের কারাগারে কেবল জীলোকগণই কর্মচারিণী, পুরুষের সম্পর্কও নাই। অতি সুন্দর নিয়ম।

হলান্ডের প্রত্যেক প্রাচীন বাড়ীতে এক একটা বিশেষ ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল দুইটা ঘটনার মাত্র এক একবার খোলা হয়। কেহ মরিলে, অথবা কাহারও বিবাহ হইলে। নচেৎ অন্য সকল সময়েই বন্ধ থাকে।

জার্মানীর বার্লিন নগরের প্রায় ৩০০ রাস্তার ৪৪০০০ বৃক্ষ রোপিত আছে, তাহার মূল্য ৩৪০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রতি পাউণ্ডে ১৫ টাকা ধরিলে ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। মিউনিসিপালিটির উত্থান সমূহে ২৫ জন উত্থানতত্ত্ববিদ কাজ করেন, তাহাদিগের সহকারী ১০০ নরনারী আছে, তাহার মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক।

ল্যান্সারারের হাজার কলে ৬ সেকেন্ডে যে হতা প্রস্তুত হয়, সমগ্র পৃথিবীকে বেটন করিতে তাহাই যথেষ্ট।

পারস্তে মদের ভাটী, মদের দোকান, মদ প্রস্তুতের কোন কারখানা নাই। বিদেশীয় মদ সেখানে কেহ খায় না, মাদক দ্রব্য বাহারা খায়, তাহারা বরংই মাদক পানীর প্রস্তুত করিয়া খাইয়া থাকে। তাহা কোন দেশে রপ্তানিও করা হয় না। মদের ভাল।

আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে একটা সমিতি আছে, তাহার সভ্যগণ কৃষকগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বিজ্ঞানবিশেষের বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বালিকাগণকে অবকাশ সময়ে কৃষকগণকে কৃষিকার্যে সাহায্য করিবার জন্ত পাঠাইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা নিউইয়র্কের প্রত্যেক বালক বালিকা বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্যে দক্ষতা লাভ করে। ১৯০৮ সালে প্রায় ২৫০০ বালক এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। কৃষির উন্নতিতে আমেরিকার ধনরাশি বৃদ্ধি হইয়াছে। আমেরিকানগণ কৃষির আদর জানেন। ভারতেও এক সময় কৃষিকার্যের আদর ছিল বলিয়া এত লক্ষ্যী ছিল যে ক্রমাগত বিজেতাগণ লুণ্ঠন করিয়াও ভারতকে নিঃস্ব করিতে পারেন নাই। আজ চাকুরী গত প্রাণ বাবুর দল যে চাষ করে, তাহাকে চাষা বলিয়া স্বণা করে। লক্ষী ছাড়িলে এই দশাই হইয়া থাকে।

বালিকাদের চুল বালকগণ অপেক্ষা অধিক শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়। গড়ে প্রত্যেক বালকের চুল ৬ বৎসরে ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি বড় হয় তাহা হইলে দৈনিক গড়ে .০১৮ ইঞ্চি বাড়ে। পুরুষের চুল ২১ বৎসর এবং ২৪ বৎসরে জীবনের অন্তিম সময় অপেক্ষা শীঘ্র বৃদ্ধি হইতে থাকে ইহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে।

ব্রিটনের প্রায় ১০০ প্রজা প্রতিবৎসর সমুদ্রেই জন্মিয়া থাকে।

আমেরিকার জনৈক বিখ্যাত মেমোরাল বি. এসলাক্ একপ্রকার বৈজ্ঞানিক মাছ ধরিবার কাঁটা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে বড়শীর সহিত একটা বৈজ্ঞানিক আলো। সংকুল আছে, সেই বড়শী জলের মধ্যে ফেলিলে জলের মধ্যে আলো জন্মিয়া উঠে এবং সেই আলোতে তাহার চতুষ্পার্শ্বের প্রায় ৫০ গজের সমস্ত মাছ আকৃষ্ট হয়। তিনি প্রথম পরীক্ষার সময় ২ ঘণ্টার মধ্যে ৮২টা বড় মাছ ধরিয়াছিলেন। এই বড়শী তিনি পেটেন্ট করিয়া লইয়াছেন।

টমেটো অর্থাৎ বিলাতি বেগুনের গাছের সহিত গোল আলুর গাছের কলম করিয়া দেওয়ার উপরে বিলাতি বেগুন এবং নীচে আলু জন্মিয়াছিল। ইহা আশ্চর্য্য জনক সন্দেহ নাই। 'প্রোগ্রেস' নামক পত্রিকা ইহাতে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Tomato plants have been grafted on potato plants giving a crop of tomatoes above the ground and of potatoes below. Potatoes grafted on tomatoes have produced flowers and tomatoes and a few tubers."

অদ্ভুত খনি—চীনের টনকিং প্রদেশে ১টা খনি আছে, তাহার ১৪ হইতে ২০ ফিট পর্যন্ত বালুকা স্তর খননের পর কাঠ বহির্গত হয়। চীনেরা কেবল কাঠ উত্তোলনের জন্যই এই খনি খনন করে। এই কাঠে ঐ প্রদেশের চীনেরা কানিনু (মড়া ফেলা বাস) টাউ এবং বাবতীর খোদাইয়ের কার্য করিয়া থাকে, কাঠ কোমল, সেই জন্য এ সকল কাঠে খোদাই কাজ ভাল হয়। স্বভাবের আশ্চর্য্য বহিয়া।

HEALTH AND HYGINE.

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনীতি।

চিঠি দ্বারাও এক স্থানের রোগ বীজাণু অন্তস্থানে নীত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। সেইজন্য পাশ্চাত্যদেশে বাহারা স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রথমে দৃষ্টি রাখেন, তাহারা চিঠিগুলিকে অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া তবে হস্তক্ষেপ করেন।

অহরহ রোগের চিন্তাতেও অনেক সময় কেমন করিয়া সুস্থদেহী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। বিলাতের ‘হেল্প’ নামক কাগজে পাঠ করিয়াছিলাম, পারিসের নেকার হাসপাতালে একটা অসুস্থ ঘটনা ঘটয়া ছিল। একজন সার্জন একটা কুকুরকে ধরিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কুকুর তাহার হাতে কামড়াইয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানে বখা-বোগ্য চিকিৎসাও করা হয়, কিন্তু দংশিত ভদ্র-লোকের মনে পাছে অলাতক রোগ হয়, এই চিন্তা অহরহ লাগিয়া থাকে। অবশেষে ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত হাসপাতালে একেবারে রোগ হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসার জন্য আইসে। কুকুরটাকেও সন্ধান করিয়া পরীক্ষার জন্য লাতক বিব আছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বাহা হউক, রোগী কিন্তু অহরহ দৃষ্টিভার ক্রমে অলাতকের ভ্রাতৃ পাগল হইয়া উঠিল, অবশেষে প্রকৃতই মরিয়া গেল। রোগীর দেহচ্ছেদ করিয়াও হাইড্রোকোবিয়া বা অলাতকবিব পাওয়া গেল না। শুদ্ধ রোগী ভরে দারবীর উত্তেজনার প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অহরহ যে ব্যক্তি রোগের চিন্তা করে, তাহার সেই পীড়া অবজ্ঞাবাহী, “বাদশী তাবনা বত সিদ্ধি-ভবতি তাদৃশী” ঋষিগণও এই কথাই বলিয়া-ছিলেন। যে সময় কোন পক্ষিতে মারিডন উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃত রোগ না হইলেও অনেককে ভয়ে মৃত্যুমুখে পড়িত হয়।

জর্মানীর Aniline বা মাল্বেটা রং বস্ত্র রঞ্জনকার্যে ব্যবহৃত হইয়া অগতের সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এই রংএর জবীতে আসেনিকের ভ্রাতৃ সাংঘাতিক বিষ বিদ্যমান। রঙ্গীন বস্ত্র দ্বারা সাংঘাতিক কাণ্ড যে কত ঘটয়াছে। তাহা কে বলিতে পারে। বিখ্যাত “লানসেট” পত্রের জৈনিক জর্মানি বলিয়াছেন, ইহা অনিষ্টকর। নিয়ে উদ্ধৃত ইংরাজী অংশটুকু হইতে ক্যান্সনের অন্য মানব কেমন করিয়া নিজের সর্বনাশ করিয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

ANILINE DYES AND HEALTH

The following letter, culled from the *Lancet*, deals with a topic of high social importance. “Subscriber” says:—“Speaking to a German gentleman to-day, I was informed that an agitation was on foot in Germany, having for its object the suppression or limitation of the use of aniline dyes in the manufacture of articles of clothing. These dyes have been found to be highly prejudicial, and even dangerous, in some recent remarkable instances, and a strong feeling in opposition to their use has been set up in certain quarters, which is likely to take the form of what we should call Parliamentary action. I should like to invite your powerful influence to raise a discussion on the subject in this country, where the use of these dyes is becoming so universal. My impres-

sion is, although I advance it with all humility, that a great deal of impaired health and unaccountable ailment may be traced to the use of clothing, especially underclothing, into the manufacture of which aniline dyes and their ingredients largely enter. Much was said some time ago about arsenical wall-papers and their prejudicial consequences, and seeing that aniline dyes are “fixed” with the same fatal poison, how much more serious must be the effect of a garment upon the wearer whose body is all day long in contact with its subtle and deleterious influence?”

এ দেশে যখন গাছপাছড়া হইতে রং প্রস্তুত হইয়া বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইত, তখন এত আশঙ্কা ছিল না। জর্মানীর সস্তা-রং আসিয়া ভারতের বস্ত্র রঞ্জনশিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সমগ্র জগত এই বিষাক্ত জব্বা ব্যবহার করিয়া অজ্ঞাতসারে জীবন হারাইভেছে।

রঙ্গীন বস্ত্রের মধ্যে অতি সাংঘাতিক বিষ লুক্কায়িত থাকে তাহার অন্য একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। বিলাতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার উডল্যান্ড (Dr. Woodland) বহু রোগীর পায়ে এক প্রেণীর চর্মরোগ চিকিৎসা করিতে ছিলেন। তিনি এইরূপ রোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে, বাহারা লোহিত বর্ণের Stocking বা মোজা ব্যবহার করে, তাহাদের পায়েই এই প্রেণীর চর্মরোগ দেখা যায়। তাহারপর তিনি ঐ মোজার রং পরীক্ষা করিয়া তাহাতে Oxide of Tin দেখিতে পাইলেন, দ্বারা লাল রং করিতে ইহা

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার বলিয়াছেন যে, "He suspected these attires and having analysis of them; discovered a compound of tin which is used as a mordant in fixing the dye. It seems that after each washing the tin salt is rendered more and more soluble, and that the skin secretions attack the oxide of tin and thus forms a poisonous compound."

হার! হার! কোথায় ভারতের সেই আড়ম্বর শূন্য সে কালের জীবন। আড়ম্বর ছিল না। মোজা-জুতা এত রাশি রাশি বস্ত্র না পরিয়াও সে কালের লোক শতায়ু হইয়া জীবিত থাকিতে সক্ষম হইতেন।

পাশ্চাত্য বিলাসে গা ভাসাইয়া দিয়া আমরা ধনে প্রাণে মারা বাইতেছি, অথচ চৈতন্ত হইতেছে না। আমরা এখন দেশের জন বায়ুর দোষ দিতেছি, কিন্তু নানা কলসানের নানা জিনিষে তাহার কুল পরিচর না জানিয়া যে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিবাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করাইয়া Slow poison করিয়া আত্মহত্যা করিতেছি, ইহাও কি দেশের জনবায়ুর দোষ? জনৈক ডাক্তার বলিয়াছেন:—

"This is by no means first occasion on which the public have been warned against the danger of wearing coloured article of clothing likely to contain injurious dyes".

এদেশে ঐরূপ ভয়ঙ্কর বস্ত্র রঞ্জনের উপ-করণ কখনই ব্যবহৃত হইত না। শুধু অথবা উত্তীর্ণত দ্রব্যই রং করিতে ব্যবহৃত হইত, তাহাতে কখনই অনিষ্ট হয় নাই। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতকেই রঙ্গীন বস্ত্রাদি বিক্-

রের সর্ব শ্রেষ্ঠ স্থান মনে করেন। ভারতের শিল্পও শিল্পাছে, এখন ময়িলেও বিদেশীয় জামদানী রঙ্গীন বস্ত্র না ব্যবহার করিলে উপায়াস্তর কি? ফ্যাসানেই মরিয়াছে।

বিদেশী ফুল।

(১)

যখন লণ্ডনের কোয়াশাচ্ছন্ন প্রাতঃকালে শিশিরসিক্ত গোলাপফুলের উপর প্রাতঃ-সমীরণ পড়িয়া কাঁপাইতেছিল, পীচ, পেয়ারা আপেল প্রভৃতি গাছের উপর ছোট ছোট পাখীগুলি মিষ্টম্বরে গান করিতেছিল, খবরের কাগজ ফুল ও ফল বিক্রেতারা দ্রুতপদে রাস্তা চলিতেছিল, তখন কোন নবদম্পতি একখানি পরিচ্ছন্ন গৃহে বসিয়া চা পান করিতে করিতে কোন প্রসঙ্গ লইয়া কথা বলিতেছিলেন, নব দম্পতিরমুখে চোখে হাসির পরিবর্তে একটু যেন বিষাদের কালছায়া জড়াইয়া ছিল, মেবেল স্বামীকে বলিতেছিলেন, "চার্লস! দেশের যুথোজ্জ্বল করতে তুমি যুদ্ধে যেতে চাও, আমি কি তাতে মানা করতে পারি? আমার মেহে কি বীরবংশের শোণিত নাই? তবে বড় অল্প দিন বিয়ে হয়েছে, তাই মনটা একটু কাতর হয়।"

চার্লস আপন সুগুট অঙ্গুলি ঘরের মধ্যে চুকটটা রাখিয়া বলিল, "মেবেল! তোমাকে কি আমি জানি না? যতবার যুদ্ধে যা'বার কথা হয়েছে, তুমি আমার উৎসাহই দিয়েছ, তবে কোমলপ্রাণা নারী তুমি, তাই মনটা একটু কাতর হচ্ছে। দেশের এখন বিপদ, বীরদের এখন বীরত্ব পরীক্ষার সময়, এখন আমার গরীয়সী জননী আহ্বান কচ্ছেন, কে বীর আছ, হৃদয়ের শোণিত দিয়ে আমার যুথোজ্জ্বল কর, এ আহ্বানে কোন্ কাপুরুষ ঘুমিয়ে থাকবে? এ আহ্বানে লক্ষ লক্ষ বীর বক-শোণিত দিতে তরবারি হস্তে ছুটে যাচ্ছে,

পেছনে কিরে চাচ্ছে না; আমিও ঐ সঙ্গে যেতে চাই, তাই বিবাহের পর মধুবাসরটা পর্যন্ত সংক্ষেপে যাপন করে গ্রামান্তরন পরিত্যাগ করে চলে এসেছি। আজ আমি মিলিটারী আকসে দেখা করতে যাব, মেবেল! বীর-পত্নীর মত বীরহৃদিতার মত, প্রসন্ন হাতযুগ্মে তোমার স্বামীকে অহুমতি দাও।"

উৎসাহে স্বেচ্ছায় স্ত্রীরা নয়ন ধুধুকু জলিতেছিল, বলিল, "চার্লস, চার্লস বাও, ভগবানের মনে যা আছে, তাই হ'বে কে অমর আছে, কার মৃত্যু হয় নাই? কিন্তু পশু পক্ষীর মত মরার চেয়ে বীরের মত তরবারি হস্তে স্বর্গারোহণ শতক্ৰমে শ্রেয়ঃ।"

তা'রপরে যে দিন চার্লস যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, সেদিন পত্নীর অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি আপনবক্ষে ধরিয়া তাঁহাকে কি সাহসনা দিয়াছিলেন তিনিই জানেন না, "শুধু ভগবানে নির্ভর কর" এই বৃষ্টি তাহার মুখ্য কথা ছিল। মেবেল কয়েক মুহূর্ত ধৈর্য্য হারাইলেন, বীর স্বামীকে বীরপত্নীর উপযুক্ত বিদায় দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু হৃদয়খানি সহস্রবার ফাটিয়া বাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

(২)

চার্লস আপন কার্যাক্ষল হইতে মধ্যে মধ্যে পত্র দেন, ক্ষুদ্র পত্রে প্রবাসীপতির স্নেহময়স্বর্ণী সাহসনা ও কুশল সমাচার বহন করিয়া হীরক খণ্ডের মত পত্নীর হস্তগত হয়, পত্রের স্পর্শে কোন্ শক্তি আছে জানি না, বাহা দর্শনমাত্রে চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্র, আহতের করুণাবহর, বীরের স্বজ্ঞাধ্বনি, অশ্রুর পদশব্দ ও বীরবেশী পুত্রের তরবারি হস্তের চিত্র স্মরণ পটে পরিচ্ছূট হয়। পত্নীর নিশীথে সিঁদাতলে উঠিয়া মেবেল জাবে, এখন সেখানে প্রাণকানি অশ্রু, বৃষ্টি যুদ্ধের কৈশলাহল নিস্তর, যুদ্ধ যুদ্ধ বাধু বহিরা বাইতেছে এবং বীরপুরুষ বিনিম্বে নরনে জীবিত পাঠে বসিয়া চরকাক্ষে বিশ্রাম করিতেছে, প্রাণের শোণিত পিণাস তরবারি পদতলে বৃষ্টি শ্রান্ত

ছাত্রপণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা ছিল, আর লইব না।

শিঙা-মতই ঘুয়াইয়া আছে। তিনি কি ভাবিতেছেন, না মেবেল! হা—কবে বিজয়ী বীর দেশে কিরিয়া আসিয়া মেবেলের ভুজ-বন্ধনে ধরা দিবেন?

আর চার্লস? আরবদেশের জলবায়ু নিতান্ত অস্বীভিকর নহে, যখন যুদ্ধের কোলাহলে ব্যস্ত থাকেন, তখন জননীর মানরক্ষার চিন্তাই মনে জাগিয়া থাকে, নচেৎ সেই উষ্ট্র মেঘপূর্ণ, নানা শিল্প সম্ভার সৌন্দর্য্য ভূষিত, মরুভূমি ও পর্বতমালা সমন্বিত, টার্কিস রমণী ও পুরুষ বহুল দেশে সত্য প্রিয়তার স্বর্ণবর্ণ কেশজাল সমন্বিত সুনীল নয়ন শোভিত খেত মুখখানিরই চিন্তা করেন।

এই ভাবে কয়েক মাস গেল, একদিন প্রাতঃকালে মেসপটেমিয়ার কুটলে এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে চার্লস বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, হঠাৎ শত্রুপক্ষের এক মৃত্যুগর্ভ গোলা আসিয়া চার্লসকে ভূমিতে পাতিত করিল, বীর ভূমিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন, শুধু ক্ষুদ্রে একবার ভগবান ও মেবেলের চিন্তা পলকের মত আসিয়া গেল; চারিদিকে ঘোর-তর কামানগর্জন, ঘোর চীৎকার, আহতের রোদন, হতের ছিন্ন হস্তপদ বা ছিন্নমস্তক দেহ, অস্ত্রের বনবনীর মধ্যে বীরের আহত দেহ রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল।

এক জননীর মত রেহভরে কে বীরদেহ বন্ধে তুলিয়া লইলেন, চার্লস দেখিলেন, স্বেচ্ছা-সেবক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ শরীর পাল্লালাল আপন বিশাল বক্ষস্থলে বীরের দেহ সম্বন্ধে তুলিয়া লইয়া ভুলির অভিযুখে বাইতেছেন, চার্লস শুধু বলিলেন, “বাবু অল দাও, বড় ভূবা!” স্বেচ্ছা-সেবক মিষ্টবরে উত্তর দিলেন, “এখনি দিতেছি।” তাহার পরে মরণপথবর্জিত দেহ সম্বন্ধে ভুলিতে শোয়াইয়া আপন পৃষ্ঠস্থ বারি লইয়া সম্বন্ধে তাহাকে পান করাওয়া বিশাল লগাটের প্রমজনিভ বর্ষ মুছিলেন; তাহার পর চার্লস অচেতন হইলেন।

(৩)

সে দিন মেবেল প্রাতঃকালে উঠিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন, মৎস্য ও কল বিক্রেতার ব্যায়ো ঠেলিয়া বিক্রয়ার্থে চলিয়াছে, বারো এক প্রকার চক্রবিশিষ্ট গাড়ী বিশেষ, ইংলণ্ডে বিক্রেতার তাহাই ব্যবহার করে) দুগ্ধ ওয়া-লারা মিকু-উ-উ, শব্দে শেখোক্ত অক্ষরে এক প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দ উচ্চারণ করিতেছে (ইহা তাহারাই সুইজলণ্ডের অনুকরণ করে) “ষ্টার” “ডেলিনিউস” প্রভৃতি সংবাদপত্র ওয়া-লারা ইকিতে ইকিতে দ্রুতপদে চলিয়াছে। তাহার চলিয়া গেলে, মেবেলের কাগজ ওয়ালা তাহার হাতে একখানি দৈনিক দিয়া গেল।

মেবেল গৃহে আসিয়া সংবাদপত্র খানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতেছিলেন, মেসপটেমিয়ার স্তম্ভে কি লেখা আছে, কতগুলি পশু, কতগুলি বন্দী ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে, প্রীতিভরে তাহাই পড়িতেছিলেন, দ্রাক্ষা, খেজুর, আনার, আজীর, কমলালেবু প্রভৃতি বিদেশীয় জিনিস থাইয়া চার্লস তৃপ্তি পাইতেছেন কি? কিছু পাঠাইলে হয় না?

এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে হতাহতের তালিকায় দৃষ্টি পড়িল, যুদ্ধে হত ব্যক্তিগণের কয়েকটা নাম ছিল, “কিলিপ” “রবার্ট”, একি একি এ স্বপ্ন না সত্য? চার্লস ম্যাকেয়ার? অভাগিনী চীৎকার করিয়া মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

যখন জ্ঞান হইল, মেবেল ধীরে ধীরে গৃহ-ত্যাগ করিলেন, এ ঘরে আর না বিবাহের পরে প্রথম যে গৃহে জীবনের চিরসঙ্গীসহ আদরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে গৃহে কত উল্লাস, বিবাহ মিশাইয়া ছিল, কত ভালবাসা-বাসি, কত মান অভিমান, কত মিলনের হাসি, কত বিদায়ের অশ্রু বাহার খুলিকণায় মিশাইয়া ছিল, যে গৃহে অন্তর্কিতে পথিকের শিরে বজ্র-পাতাল সর্বনাশবাণী পাঠ করিয়াছিলেন,

সে গৃহে আর না। কত ভদ্রমহিলা নাস হইয়া মেসপটেমিয়ার গমন করিতেছেন, পতিহারা ভাবিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে বাইবার জন্য আবেদন করি। আর এ জীবনে কোন সুখের লক্ষ্য নাই, বাখিতের অশ্রু মুছাইতে, পীড়িতের সেবা করিতে বাই। আরবের খুলিকণায় স্বামীর পদরেণু মিশাইয়া আছে, আরবের বালুকণায় পতির বক্ষশোণিত মিশাইয়া আছে, আরবের বায়ুমণ্ডলে পতির শেব নিশ্বাস অন্তিম প্রেমসম্ভাষণ আজিও গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে, বৃষ্টি অবসর বীরের হাতের তরবারিখানি ঠিকরাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আজিও দূরে পড়িয়া আছে; স্বামীর আর চিরমাত্রাও নাই, কিন্তু যদি সে অস্ত্র খানিও পায়, তবেই আজীবন তাহাই পূজা করিয়া কাটায়।

তাহার পরে একদিন বিধবা, অকুল জল রাশিতে, আপন নয়নবারি মিশাইতে মিশাইতে আরব যাত্রা করিলেন।

(৪)

শিক্ষা সমাপ্তে যেদিন মেবেল রেডক্রস্ ধারণ করিয়া প্রথম সেবাকার্যে নিযুক্ত হইলেন সেদিন খুব সকালে সকালে উঠিয়া স্নান সমাপ্ত করিলেন। পূর্বরাতে একেবারে ঘুম হয় নাই, ঐষে দূরে খেজুর গাছের মাথায় একটা বড় নক্ষত্র উঠিয়াছিল, ওটা বড় উজ্জল, বড় সুন্দর সে সারারাত্রি মেবেলের জানালা দিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিল, ওটা তো মেবেল পূর্বে দেখেন নাই, আরবদেশের মরুভূমিতে যে বীরবর দেহ রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই কি তারা রূপে প্রেমজ্যোতিপূর্ণ নয়নে পত্নীকে দেখিতেছেন, মেবেল সারা রজনী ঘুমা নাই, সকালে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল। গৃহ হইতে বাহির হইতেই এক সুন্দরী আরব বালিকা দেখিতে পাইলেন, বালিকা ক্ষয়-সহযোগে কবি ফিসেদীর এক গীত পাইয়া ভিক্ষা করিতেছিল, যদিও মেবেল তাহার একবর্ণ বুঝিলেন না, তথাপি গানের সুরে তাহার হৃদয় দ্রব হইতেছিল; পবিত্র

এই প্রকার অসংখ্য মুখ্য লইব না, পূর্ণ মুখ্য দিতে হইবে।

পার্শ্ব হইতে রক্তবর্ণ হৃদয় উদ্ভিত হইতেছেন, রবি কিরণে প্রান্তররন্ধ্রে বাসুকীরাশি হীরক কনিকাবৎ জলিতেছে, দূরে উত্তপ্ত্রেনী বোঝা লইয়া ধীরে ধীরে পথ বাহিয়া চলিয়াছে, আরব বালার দেহ পূর্ণায়ত ও সুপুষ্ট; কুক্ষিত কেশ-জাল পৃষ্ঠে লম্বিত আছে, গণ্ডুটী আরক্তিম!

মেবেলের চক্ষে জল আসিল, কোন বিরহিনী আপনার হৃদয়ের বেদনারাশি গীত মুখে উৎসারিত করিয়া দিয়া আপন বক্ততার লবু করিয়াছেন, বাহিতের অল্প অব্যক্ত কাতরতা, গীতের সুরে সুরে হাহাকার করিয়া উঠিতেছে, মেবেল আপন বক্ত হইতে অর্থ লইয়া বালিকাকে দান করিয়া অশ্রু মুছিয়া আপন কার্য্যে গেলেন।

পথে যাইতে রাস্তার একটা ছোট গাছে খুব বড় একটা বসরাই গোলাপ ফুটিয়াছিল, যেন রক্তবর্ণ মঞ্চমলে কাটিয়া প্রস্তুত করা, সৌরভে দিক আমোদিত; মেবেল ভাবিলেন, এইখানে হয়তো চার্লস শুইয়া আছেন, তাঁর দেবদেহ রূপান্তরিত হইয়া কবরের উপর পুষ্প-রূপে এই নিদর্শন দেখাইতেছে।

মেবেল এক রোগীর পার্শ্বে আসিতেই মহাবিশ্বের তাহার সর্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, “একে? একে? চার্লস! চার্লস! তুমি যে আরবের মরুভূমিতে মিশাইয়া আছ, আজ কি মেবেলকে দেখা দিতে অশরীরি হইয়াও শরীর পরিগ্রহণ করিয়াছ? তুমি চার্লস হও, আর তা’র ছায়া হও, বা তা’র প্রেতাত্মা হও, তুমি বড় প্রেমিক, তাই মেবেলকে দেখা দিতে আসিয়াছ।” মেবেল মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন জ্ঞান হইল, তখন ধীরে ধীরে শুষ্ক কানিনীকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে চার্লস মরেন নাই। আহুত দেহের চিকিৎসা হইতেছে।

যখন চার্লসের সহিত দেখা হইল, তখন অনেক কথা হইল। সংবাদ পড়ে চার্লস

ম্যাকেরার লেখা ছিল, তাহাও মেবেল বাহির করিয়া দেখিলেন। চার্লসের কত প্রায় সারিয়াছে, শীত্রই আবার কার্য্যক্ষম হইয়া রণক্ষেত্রে গমন করিবেন। অনেক দিনের অনেক হাসি কায়া, সেদিন উভয়ের কথার কথার প্রস্তুত হইয়া গেল। বিচ্ছেদের পর মিলন, হৃৎথের পর সুখ, আধারের পর জ্যোৎস্না, বড় মধুর, বড় উপভোগ্য, তাই বড় সুখে চার্লসের নয়নাশ্রুর সহিত মেবেলের অশ্রু মিলিত হইয়া স্বর্গের সুখমা প্রকাশ করিল।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

প্রাচীনভারতে কৃষিবিজ্ঞা।

(শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্য-সাম্বাদীর্থমহাশয়ের লিখিত)

বৃক্ষ পোষণ।

দাড়িম্ব-চাষ।

(১)

স্বত-কুণপ-বচা বরাহনিষ্ঠা
সলিলমতী ব সুখায় দাড়িমানাম্।
কথিতমথ কুলখচূর্ণকং বা,
জলমপি বৃদ্ধিকরং সদা শর্য্যাঃ॥

স্বত, কুণপজল, বচ ও শূকরের বিষ্ঠা-মিশ্রিত জল দাড়িম্ব বৃক্ষের অত্যন্ত হিতকর। কুলখচূর্ণ, পুঁটিমাছের জলে সিদ্ধ করিয়া, মূলে সেচন করিলেও দাড়িম্ব বৃদ্ধিত হয়।

(২)

বল্লিকলা শকরী স্বতলিপ্তে
ধূপিত আডকলধূপৈঃ।

আমকলৈরিহু-দাড়িম্বশাবী
তালকলানি বিড়ম্বরতীব।

ত্রিকলা, পুঁটিমাছ ও স্বতের দ্বারা সিক্ত দাড়িম্বকে কচি দাড়িম্বের ধূপ দিলে, এই বৃক্ষের

অপক দাড়িম্ব সমূহ তালকলের অহুকরণ করিয়া থাকে।

(৩)

মেঘামিষাধুসংসেকতৎ কেশাধিবধূপনম্
শ্রোনয়ং প্রয়োগঃশ্রাদ্ধাভিষেকলব্ধকরে॥

মেঘের কথিরে সিক্ত করা ও মেঘের লোহ পোড়াইয়া ধূপ দেওয়া, দাড়িম্বকল-বৃদ্ধির উত্তম উপায়।

(৪)

মৎস্তাজ্যত্রিকলাগে মৃৎসৈরাভাবিকৈরপি।
লেপিতা ধূপিতা স্ততে কলং তালীষ দাড়িম্বী॥

মৎস্তের তৈল ও ত্রিকলার কাথ দ্বারা প্রলেপ এবং মেঘ ও ছাগলের মাংস পোড়াইয়া ধূপ দিলে, দাড়িম্ব তালকলের দ্বারা সুবৃহৎ কল সমূহ প্রসব করিয়া থাকে।

(৫)

আকিকাথেন সংসিক্তা ধূপিতা তপ্তরোমতিঃ।
কলানি দাড়িম্বী স্ততে সুবহুনি পৃথুনি চ॥

মেঘ মাংসের কাথ দ্বারা সিক্ত এবং মেঘের তপ্তলোমে ধূপিত দাড়িম্বী, বৃহৎ পরি-মিত বহুতর কল প্রসব করে।

লেবুর চাষ।

অজৈড়কা শূকর বিড়ু বিড়ল,
কিষোপচারেণ চ বীজপুংঃ।
ভূয়োহখমুজাবিল বারিসিক্তঃ
ফলানি ধত্তে সুবহুনি শৃংং॥

ছাগল, মেঘ ও শূকরের বিষ্ঠা, বিড়ল এবং চাউল প্রভৃতির দ্বারা মূলে দিয়া, অথবা মূক্ত-মিশ্রিত জলসেচন করিলে, বাতাপি লেবু-পাতক বারমাস বহু পরিমাণে কল ধরিতা থাকে।

পুরাতন “কাজের লোক” লেখ হইতে চলিল, তৎপরে লিখিল।

আত্ম ফলে সদগন্ধ করিবার প্রণালী।

কুরঙ্গ কিটি মাতঙ্গ শৃগালাখাদি মেহসা।

কথিতেন সহুধেন পঞ্চ পল্লব বারিণা।

কৃতসেকো ভবেদান্ত সহকারোহতি সৌরভঃ ॥

হরিণ, শূকর, হস্তী, শৃগাল ও অশ্বের বসা, দুধ মিশ্রিত বসা, দুধমিশ্রিত পঞ্চপল্লবের জল দ্বারা সিক্ত করিয়া, সেই জল মূলে সেচন করিলে, আত্ম অতি সদগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

কদম্ব, প্রিয়ঙ্গু ও নাগকেশের সদগন্ধ করিবার প্রক্রিয়া।

দধিমন্ত কাঞ্জিকসুরা বদরী

তিল মেথিকা কুণপ সীধুপঃ।

ফলিনী কদম্ব করিকেসরকান্,

কুরুতে স্বেগন্ধি বহু পুষ্প য়তান্ ॥

দধির মাং, কাঞ্জির জল, সুরা, বদরীফল, তিল, মেথি ও কুণ জল একত্র আলোড়িত করিয়া, মূলদেশে সেচন করিলে, কদম্ব, প্রিয়ঙ্গু ও নাগকেশের অতি সৌরভযুক্ত বহুতর কুসুমে সুশোভিত হয়।

কেতকীপুষ্পের সুগন্ধাকরণ প্রণালী।

সুরভী জগ নিবেকতো নিদাষে,

কুণপজলেনচ কেতকী নিষিক্তা।

জলধরসময়ে সুগন্ধ হুচী

চয়নিচিতানিবিভক্তি পল্লবানি।

কেতকীমূলে গ্রীষ্মকালে যে কোন সুগন্ধ-যুক্ত জল ও কুণপজল সেচন করিলে, ঐ কেতকী সুগন্ধ হুচীসমূহ পরিশোভিত পল্লব-রাশি ধারণ করে। (সুরমা)।

প্রাপ্ত।

সহজ দাঁতের মাজন।

বাহাদের দাঁত পান্দে, বাহাদের দাঁত হইতে রক্ত পড়ে, দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাঁহারা নিয়মিত মাজন ব্যবহার করিলে উপকার

লাভ করিবেন। মাজন প্রস্তুত প্রণালী এই :-

খড়ি আধ পোয়া।

কটকিরি ২৥ আধ পয়সা।

তাঁহুল ২৥ ”

দেশী সুপারি আধ পোয়া।

কপূর ২২৥ আড়াই পয়সা।

সুপারিকে উনানে ফেলিয়া পোড়াইয়া লইতে হয়।

উপরোক্ত দ্রব্যগুলিকে চূর্ণ করিয়া লইয়া দাঁত মাজিলে দাঁত বেশ শক্ত হয়। দাঁতের অনেক রোগ সারিয়া যায়। আমি স্বয়ং ইহা ব্যবহার করিয়া ইহার ফললাভ করিয়াছি। “কাজের লোকের” পাঠকবর্গ ইহা ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা করিবেন।

অরুচির ঔষধ।

বাহারা বহুদিবস হইতে অরুচি রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহারা এই “জল আচার” ব্যবহার করিলে আশু উপকার লাভ করিবেন। সে কালের গিন্নিরা এই আচার প্রস্তুত প্রণালী ভালরূপে জানিতেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, একালের গিন্নিরা ইহা জানেন না। তাঁহাদের অবগতির জন্ত নিম্নে এই “জল আচারের” প্রস্তুত প্রণালী— প্রদত্ত হইল।

কাঁচা আম ১

* লবণ ১০ এক পোয়া।

* কাল জিরা ১০ ছটাক।

* সাদা জিরা ১০ ”

* লবঙ্গ ১০ আধ পয়সা।

* হিং ৫ এক পয়সা।

* দারুচিনি ৫ ”

* তেজপাতা ২২ আধ পয়সা।

প্রথমে আমগুলিকে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া খোসা ও বীচি ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে তারকা চিহ্নিত দ্রব্যগুলিকে

গুড়াইয়া আমে মাখাইয়া একটি বড় পরিষ্কার কাচের বোতলে পুরিতে হইবে। দুই চারি দিবস পরে যখন উহা হইতে একপ্রকার রস নির্গত হইবে, তখন উত্তমরূপে নাড়িয়া লইতে হইবে। পরে মাসখানেক পরে উহা একটু মজিলে উত্তম আচার প্রস্তুত হয়।

বিছা কামড়ানর টোটকা।

১। তারপিন তেলের মালিস।

২। ছোট প্যাঁজের রস লাগাইলে বিছের ও বিছুর জ্বালা যায়।

৩। হলুদ বাটা মাখিলে।

৪। ধুনা ও সরিষার তৈলে ফেনাইয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ।

শ্রীউমাকান্ত পাল।

১১নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

নেটালে আনারসের চাস।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)।

জাহাজে রপ্তানির জন্ত এক সাইজের ফলগুলি বাছাই করিয়া লইতে হয়; উগার দিক বা যে আনারসের মাথাগুলি বড় সে গুলি রপ্তানির জন্ত বাছাই করা উচিত নহে। নেটাল হইতে যে আনারসগুলি পাঠান হইয়াছিল, তাহার ওজন দুই পাউণ্ড আট আউন্স। সবুজ আনারস গুলি জাহাজে থাকার ফলে প্রায় ৬ আউন্স হিসাবে কমিয়া গিয়াছিল? কিন্তু যে সকল সুপক ফল জাহাজের ঠাণ্ডা ঘরে পাঠান হইয়াছিল, সেগুলি ওজনে খুব সামান্যই কমিয়াছিল। মোটে প্রত্যেক ফলটা ১৥ আউন্স মাত্র।

ফলগুলি তুলিবার সময় সতর্ক হইয়া তোলা কর্তব্য। কারণ ফলগুলি দাগী বা খেঁতো হইলে তাহার স্বাদ গন্ধ কমিয়া যায় এবং সেগুলি পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

নেটাল হইতে আনারস চালান দিয়া ইংলণ্ডে প্রতি ডজন ১০ শিলিং দাম উঠিয়াছে তাহাতে আমাদের বাঙলা হিসাবে লাভ দুই টাকা বা নয় সিকা। কিন্তু আনারসের কাটতি স্বস্থানেও কম নহে এবং স্থানীয় বাজারে আনারস বেচিলে কম লাভ থাকে না। এই কথা ভারতের পক্ষেও সত্য। এখানে চেষ্টা করিলে ভাল আনারস জন্মান কঠিন নহে এবং জাহাজে চালান দিয়া বিদেশে না পাঠাইতে পারিলেও যত পরিমাণ আনারস উৎপন্ন হউক না কেন, এখানকার বাজারে বিক্রয় হইবার ভাবনা নাই।

ভাল আনারস উৎপন্ন করিবার জন্য নেটালে দোয়াস মাটিতে যেখানে সকালে রোজ পাইবে, একরূপ জায়গার ইহার চাষ করা হয়। আনারসের ক্ষেত তাহার ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া চাষ এবং মাটি যতদূর সম্ভব ঢেলা বিহীন করা হয়। আনারসের তৈয়ারি ক্ষেত চষিবার সময় সাবধানে চষিবে, কারণ আনারসের গাছের অধিক শিকড় ছিড়িয়া গেলে ফল ছোট হয়। ক্ষেতে জলনিকাশের সুব্যবস্থা চাই এবং তলার মাটি কর্দমাক্ত এমন ক্ষেত নির্বাচন করা উচিত নহে।

অগ্রে নেটালে ৬ ফিট অন্তর সারি এবং সারিতে ৬ ফিট ব্যবধানে আনারস গাছ বসান হইত কিন্তু নেটালবাসীগণ বুঝিয়াছেন যে, তাহাতে বৃথা জমি পড়িয়া থাকে। তাহার কারণ ২ ফিট অন্তর সারি এবং ২ ফিট ব্যবধানে গাছ বসাইতেছে।

নেটালবাসীগণ আনারস একটু বড় হইলেই তাহার গায়ে তেউড়গুলি ভাঙ্গিয়া দিত, কিন্তু এখন তাহার বুঝিয়াছে একরূপ তেউড় ভাঙ্গিলে ফল ছোট হয়। তাহার এক ক্ষেতে তিন বৎসরের অধিককাল আনারসের চাষ করে না। কারণ তাহার হিসাব করিয়াছে যে, প্রত্যেক বৎসর ফল প্রায় ৬ আউন্স মাত্রায় কমিয়া যায়। সেইজন্য তাহার দুই বৎসর পর সমুদ্র গাছ তুলিয়া ফেলিয়া আবার জমিতে

চাষ, মই, সার দিয়া নূতন চারা বসাইয়া থাকিত।

নেটালে সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে আনারসের তেউড় বসান হয়। তেউড় বসাইবার সময় তেউড়গুলির পাতার আসের মধ্যে মাটি ঢুকিলে গাছগুলি সতেজে বাড়িতে পায় না। গাছগুলি খুব তেজে বাড়িতে পাইলে বসাইবার সময় হইতে ১২ মাসের মধ্যে ফল প্রসব করে। যদি কোন গাছে অতি শিশু অবস্থায় ফল ধরিতে দেখা যায়, তবে সে ফলটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে সে গাছ হইতে অচিরে ভাল তেজস্কর তেউড় গজাইবে এবং তাহাতে সময়ে ভাল ফল ধরিবে।

নেটালের জল হাওয়া আনারসের চাষের উপযোগী এবং সেখানে জমির খাদ্যনাদি এত অধিক নহে যে, তথায় ইহার চাষের কোন বিঘ্ন ঘটিতে পারে। ভারতের মধ্যে বাঙলার জল হাওয়ায় আনারস বেশ সহজে জন্মায়।

Agricultural Notes.

কৃষিতথ্য।

আকন্দ।

সংস্কৃত অর্কশব্দই বাঙ্গালায় আকন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। আকন্দ গাছ ভারত-বর্ষের অধিকাংশ স্থানেই অস্বাভাবিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। খেত ও রক্তপুষ্পভেদে, ইহা দুই প্রকার। প্রায় সর্বপ্রকার ভূমিতেই আকন্দ গাছ জন্মে এবং বিনা যত্নেই বর্দ্ধিত হয়। আকন্দ হইতে, ফ্লেক্স (শণ) সূত্রের (Flax) তায়, উৎকৃষ্ট ও স্বল্প বস্ত্র-বয়োনোপযোগী সূত্র পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীমহলে, এই সূত্র য়ার্কম (yereum) নামেই পরিচিত। অর্কসূত্র অত্যন্ত দৃঢ়, শুভ্র, স্বল্প ও চিকণ বলিয়াই, ইহা বস্ত্র বয়নের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহা অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া রজু প্রস্তুতের পক্ষেও প্রশস্ত। অর্কসূত্রের প্রতি মণ ১৬ টাকা হইতে ২৫

টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। পাট অথবা শণসূত্র অপেক্ষাও, ইহার মূল্য অধিক। বৈদেশীক ব্যবসায়ীরা, ইহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া থাকেন।

আকন্দের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে, ইহা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, অন্ততঃ কুত্রাপিও তাহা দৃষ্ট হয় না। এই অবস্থান-মূলক বনজ গাছ হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া, বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিলে, দেশে ধমাগমের একটা নূতন পন্থা হয়। আকন্দের সূত্র বহিষ্করণ প্রণালী অধিক ব্যয়-সাধ্য অথবা কষ্টসাধ্য নহে। যে সকল শাখা বেশ সরল, দীর্ঘ, অপরিপক ও সবুজবর্ণ বিশিষ্ট, তাহা কোন অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া, এক দিবস কাল বাহিরে শুকাইতে হইবে। তৎপর, শাখাগুলি আন্তে আন্তে পিটাইয়া, কাষ্ঠ ও ত্বকের মধ্যস্থ সূত্র শিথিল করিয়া লইতে হইবে। এই শিথিল কৃত সূত্র ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা 'চাচিয়া' বাহির করিতে ও তাহা শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। সূত্র শুষ্ক হইলেই, তাহা বিক্রয়োপ-যোগী হইয়া থাকে। শাখা হইতে ছালগুলি পৃথক করিয়া, তাহা জলে পচাইয়াও, সূত্র বাহির করা বাইতে পারে। কিন্তু এ উপায়ে প্রস্তুত সূত্রের বর্ণ একটু মলিন হইয়া থাকে। সূত্রবাণ, তদ্বারা বস্ত্রবয়নকার্য সম্পন্ন হয় না; কিন্তু রজু প্রস্তুতের কার্য চলিতে পারে।

জঙ্গলে বা পতিত ভূমিতে, যে সকল আকন্দ গাছ জন্মে, (বিহার অঞ্চলেই এইরূপ আকন্দ গাছের সংখ্যা অত্যধিক। পূর্ণিয়া জেলার প্রান্তভাগে অর্থাৎ হিমালয়ের সন্নিকটে, প্রায় এক মাইল বা ততোধিক স্থানব্যাপিও আকন্দ-বন দেখিয়াছি) তাহার সরল অপক শাখা-গুলি কাটিয়া লইলে, পুনরায় তাহা হইতে যে নূতন সরল শাখা বহির্গত হয়, তজ্জাত সূত্রই অত্যুৎকৃষ্ট। প্রত্যেক গাছ হইতে বৎসরে ২০ বার ভাল কাটিয়া সূত্র বাহির করা বাইতে পারে। বস্ত্র করিয়া আকন্দের চাষ করিতে পারিলে, তাহার শাখার, বনজাত ও অবশ্যে

ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

বর্জিত শাখার স্ত্র হইতেও, উৎকৃষ্ট স্ত্র পাওয়া বাইতে পারে। এই স্ত্রের মূল্যও অধিক হইবে। আকন্দের চাব বিশেষ লাভজনক।

অতি প্রাচীন সময় হইতেই, ভারতবর্ষে অর্কসূত্রের ব্যবহার প্রথা প্রচলিত আছে। পুরাকালে, ধমুকেব ছিল। ও অস্ত্রাশ্রয় নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রাদি বন্ধন-কার্যে অর্কসূত্রই ব্যবহৃত হইত। এইজন্ত, ভাদ্রমাসেই আকন্দের শাখা হইতে স্ত্র বাহির করা হইত। ইহাই স্ত্র প্রস্তুতের প্রশস্ত সময়। কারণ, এ সময়ে যে স্ত্র পাওয়া যায়, তাহা সর্বাপেক্ষা দৃঢ় হয়; বিশেষতঃ, এই সময়ে স্ত্র বাহির করাও, অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্যই হইয়া থাকে। কার্পাশ, শণ, নারিকেলের দড়ি এবং পাট প্রভৃতি অপেক্ষাও ইহা অধিক ভারসহ। এইজন্তই, এই স্ত্রের অত্যধিক আদর।

আকন্দ বৃক্ষ হইতে যে গাঢ় খেতবর্ণ নির্ধাস পাওয়া যায়, তাহাতে এক প্রকার নিকৃষ্ট জাতীর রবার করা যায়। বারুদ প্রস্তুতের জন্ত আকন্দের কয়লা একটা অত্যাৎকৃষ্ট উপাদান। আকন্দের তুলা হইতেও কোমল স্ত্র প্রস্তুত করা যায়। এই স্ত্রায় কুমাল ও কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। প্লেগ-প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশুদিগের পক্ষে আকন্দ তুলার বিছানা ও বালিশ অতিশয় উপকারী। আয়ুর্বেদ মতে লৌহ, অন্ন, স্বর্ণ রৌপ ও তাম্রাদি ধাতুজারণ জন্ত আকন্দের ক্ষীর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আকন্দের ক্ষীর হরিতালসহযোগে গুটপাক করিলে, রোপ্য অতি সহজেই জাগরিত হয়। বহু প্রকার চর্মরোগে অর্কক্ষীর বিশেষ উপকারী।

কুঃসিঃ।

জলপাই—

সমগ্র বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই অস্বাধিক পরিমাণে জলপাই জন্মে এবং একমাত্র খাত্তরূপেই, তাহা ব্যবহৃত হয়। এদেশে জলপাইর জন্ত

কোন প্রকার ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত নাই। ইহার ফুলের এসেন্সে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল এবং উত্তম সাবান প্রস্তুত হয়। জলপাই-বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়, তাহা অনেকাংশেই ঘূতের অনুরূপ। এই তৈল নানা প্রকার তৈল ও ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ব্যবসাসীগণ যথেষ্ট লাভবান হইতেছে। ফলজাত তৈল প্রদীপে জ্বালান হয়। গাঢ়ে মর্দম এবং নানা প্রকার খাত্তদ্রব্যাদি ভাজিবার নিমিত্তও এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে, জলপাইর খৈল খাত্তক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা অত্যন্ত তেজস্কর সার। জলপাইর খৈলে ময়লা পরিষ্কার করিবারও শক্তি আছে। এই নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যবাসীরা রিঠার পরিবর্তে, জলপাইর খৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। জলপাইর কাষ্ঠ অত্যাৎকৃষ্ট ও বহুদিনস স্থায়ী হয়। জলপাইর আচার রসনার বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ।

আলুর চাষে সরিসার খৈল।

উপর শিলং-কৃষিক্ষেত্রে নানা প্রকার আলুর চাষ-পরীক্ষা করা হয়। এইক্ষেত্রেই আলুর জমিতে একর (প্রায় তিন বিঘা) প্রতি ১০ মণ সরিসার-খৈল প্রয়োগ করাত, গড়ে একর প্রতি ৫৩ মণ বেশী আলু ফলিয়াছিল।

কাজের লোক কিসে

হওয়া যায় ?

কাজের লোক কেবল মানুষ হওয়ার উপাদানেই হওয়া যায়, শুদ্ধ উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ আশা, বড় বড় কথায় কাজের লোক হওয়া যায় না।

মানুষের উপাদানে কাজের লোক গঠিত হয়—আর কাজের লোকেই মানুষ বলে।

মানুষের উপাদান গুলি কি ?

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

শিক্ষা, কার্যতৎপরতা, সাহস, ধর্মজ্ঞান কথায় ও কার্যে ঠিক রাখা, আর কর্তব্য জ্ঞান। আরও অনেকগুলি উপাদান একটা মানুষের মত মানুষ গড়িয়া তুলিতে আবশ্যক হয়, কিন্তু উপরোক্ত গুণ গুলি অতি অবশ্যই থাকা চাই।

শিক্ষিত হওয়া কাজের লোকের নিত্যস্বই আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর শিক্ষা না হইলেও চলিতে পারে। উচ্চশিক্ষা কাহাকে বলা যায়? বাহাতে কর্তব্য অকর্তব্য বিবেচনা করিবার শক্তি জন্মে, বাহাতে কেবল নিজের স্বার্থ ব্যতিত বিশ্বস্বার্থের দিকে দৃষ্টি ধাবিত হয়, সেই শিক্ষাই উচ্চ শিক্ষা। যে শিক্ষার মনুষ্যত্ব লোপ পায়, সদয়কে স্বার্থক করিয়া যাহা তাহা করাইয়া বসে, সে শিক্ষার জগতের উপকার হয় না, তাহা নীচ শিক্ষা। এমন উচ্চ শিক্ষা আমাদের জাতীর কল্পনায় পাইয়াছেন, পাশ্চাত্য ভূমির কাজের লোকের সে শিক্ষা আছে, এমন বহুপ্রমাণ পাওয়া যায় ও দেখান যায়। আমাদেরও প্রাচীনকালে এইরূপ শিক্ষাই ছিল।

একটা নিদর্শন দেখাই, তোমার অর্থ আছে—অপরের কেবল মস্তিষ্ক আছে, তোমার অর্থ আর তাহার মাথা একত্র হইলে একটা বিশাল কারবার বা কার্য সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু তুমি মোলায়েম বক্তৃতা দিয়া কার্যের প্রশংসা করিয়া নিশ্চিত থাকিলে। তোমার নৈতিক সাহসে কুলাইল না যে, তুমি অগ্রণী কার্যটিকে সুসম্পন্ন কর। স্তবরাং তোমার উচ্চ শিক্ষা, তোমার অর্থ কোন্ কাজের? স্তবরাং শিক্ষায় তোমার হৃদয়ের কোর উদ্ভূত হইয়া নাই। তুমি মনে মনে জ্ঞান, তুমি শিক্ষিত এবং কাজের লোক, কিন্তু বাস্তবিক তুমি কখনই কাজের লোক নহ।

দ্বিতীয় উপাদান সাহস। প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা সংসাহস জন্মে—যাহাকে “Moral courage” বলে অশিক্ষায় হৃদয় উচ্চ হইয়া তাহা জন্মে। এই সংসাহস বাহার আছে,

সে প্রাণপণে নিজের কর্তব্য পালন করে ও সকল কার্যেই জরলাভ করে। ইহারা কাজের লোক হইতে পারে ও হয়। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, জেইস ইহারা বিশ্ব বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, ইহাদের বাহা কর্তব্য বোধ হইয়াছিল, ইহারা দুর্ভব সাহসে তাহাই করিয়াছিলেন, পরিশেষে অভিজ্ঞ সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমন সংসাহস বাহার আছে, সে বাহুব—সেই মহাপুরুষ কাজের লোক। ৩০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ১০০ জনও এমন কাজের লোক দেখাইতে পার কি?

কার্য তৎপরতা যে লোকের বা যে জাতির নাই, তাহারা কাজের লোক হইতে পারে না। এইরূপ লোক জন্মাবধি রসো—দেখি—বুঝি—করিয়া শেষে ধ্বংস হইয়া যায়, কেন বল দেখি? সাহসে কুলায় না। কাজেই কার্য তৎপরতার আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না। বাহা করিতে চাইবে করিয়া ফেল, বাধাবিপত্তি তবে বুঝিতে পারিবে, তবে সতর্কতা কোথায় আবশ্যক, শিখিবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সমস্ত ভারত ঘুরিয়াও ঐ রসোবসোর দল—কেবল প্রভাবনা আর সমর্থন, কিন্তু কার্যকরণ খুবই কম। এমন জাতি কি কাজের লোক হইতে পারে?

কাজের লোক হইতে হইলে ধর্মজ্ঞান আবশ্যক। বিশ্বাস রক্ষা একটা বড় মহৎ ধর্ম—ভারতবর্ষে এই ধর্মটার খুব প্রাধান্য ছিল স্বাধীনতার লুপ্তের সঙ্গে ইহাও লুপ্ত হইয়াছে। এখন সকল সমাজেই বিভীষণ—বিশ্বাস-বাতকতা পদে পদে। এ জাতীর কাজের লোক হওয়া বড় সহজ কি?

কথার কার্যে মিল রাখা মনুষ্যত্ব ও কাজের লোকের লক্ষণ। কথার বলে—মরদ কা বাৎ হাতি-কা দাঁত, এখন মরদও নাই, মেয়েও নাই। কেহ কথার ঠিক রাখার আবশ্যক বুঝে কি?

তারপর কর্তব্যজ্ঞান—কর্তব্যজ্ঞান বাহার নাই, সে বাহুবই নহে। সে লোক কাজের

লোক হইতে পারে না। পিতৃ মাতৃ সেবা, জন্মভূমির পরিচর্যা, দেনা পাওনা পরিশোধ, যথাসময়ে করণীয় কাজ এইগুলি কর্তব্যজ্ঞানের লোপ না হইলে বাহুব ভুলে না। তাহা সকলে করিতেছে কি? তবে আদালত পর্যন্ত কর্তব্য বিষয়ের মিমাংসা করিতে আসে কেন?

তবেই বিশেষমাণোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, আমাদের মনুষ্যত্ব লোপ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইলেই এখন কথা, আগে আমাদের লুপ্ত মনুষ্যত্ব উদ্ধার করিতে হইবে। আমরা যেই মনুষ্যত্ব লাভ করিব, অমনি তৎপরেই কাজের লোক হইব। প্রকৃত মনুষ্যত্বেই নামাস্তর হইল “কাজের লোক।

বর্দ্ধমান জেলা-বোর্ডে

বেসরকারী চেয়ারম্যান।

“সহযোগী বহুমতি বলিয়াছেন” একটা কথা আছে—“তুনে সুখী হলেম, কিন্তু ভেবে বাচিনে।” দেখিতেছি, জিলা বোর্ডের বে-সরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচন লইয়া আমাদের তাহাই হইল। বহরমপুরে মনোনীত বে-সরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচনের ফল ভাল হইল দেখিয়া সরকার ৫টি জিলার সদস্যদিগকে বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচনের অধিকার দিয়াছেন। ফলে ২৪ পরগণায় রাজা শ্রীযুত হৃদীকেশ লাহা ও যশোহরে রায় শ্রীযুত বহুনাথ মজুমদার বাহাদুর চেয়ারম্যান হইয়াছেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, যশোহরে যত্ন বাবু এই কাজের জন্ত আপন স্বার্থত্যাগ করিতেছেন—তিনি প্রতিদিন রাত্রি ৮টা পর্যন্ত আকিস করিতেছেন—সকলে বলে সকলে বাইতেছেন। এ বিষয়ে তিনি বৈকুণ্ঠনাথের মতই কাজ করিয়া বশ অর্জন করিতেছেন। কিন্তু ২৪ পরগণায় কল কেমন

হইতেছে? তাহারপর অবশিষ্ট—বাকরগঞ্জ ও বর্দ্ধমান। বাকরগঞ্জের কথা পরে বলিব—সেও অনেক কথা। বর্দ্ধমান ‘মালিনী-মাসীর’ দেশ—তথায় সবই নূতন। প্রথমে রায় শ্রীযুত নাগিনাথ বসু বাহাদুরকে নির্বাচিত করিবার প্রস্তাব হয়। রায় বাহাদুরের সমর্থক অধিক হয় নাই। শেষে তিনিই নাকি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আর্জি করিয়াছেন, বর্দ্ধমান বে-সরকারী চেয়ারম্যান চাহে না—ম্যাজিষ্ট্রেটের গোলামীই বিচার বাপের বাড়ীর লোকের কাম্য! কথাটা সংক্ষেপে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু রায় বাহাদুর যখন সে কথা জিলা বোর্ডেও বলিয়াছেন, তখন আর অবিশ্বাস করিতেও পারি না। কিন্তু সারা বর্দ্ধমানে কি সত্য সত্যই জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যানী করিবার উপযুক্ত লোকের অভাব? এতদিন জিলা বোর্ডের সদস্যগিরি করিয়া—ভাইস-চেয়ারম্যানী করিয়া আজ কি আমরা সেটুকু যোগ্যতাও করিতে পারি নাই? না রায় বাহাদুর শেষকালে সেই মত—সম্মত—ব্যক্ত করিয়া বর্দ্ধমানবাসীর মুখে চুনকালি দিলেন? জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যানী কাজটা কিছু অধিক নহে—কেহ যথারীতি সময় ব্যয় করিলেও আবশ্যক স্বার্থত্যাগ করিতে পারিলে সে কাজ সুসাধ্যই হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটরা এত দিন জিলার শাসন-কাজের বিরলপ্রাপ্ত অবসরে যে কাজ করিতেন, আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা কি তাহা করিতে পারেন না?”

কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত হুত্রে অবগত হইলাম, যে, চকদিবীর মাননীয় রাজা শ্রীমণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, এই সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকট হইতে বহু উন্নতি কর কার্যের আশা করিতে পারি।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লড়ুন।

কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ঐহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি বস্ত্র ।

অসাধ্য হাতে হেতরে জিনিস প্রস্তুত
প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপ
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-
প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । মূল্য
হাণ্ডা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ
পত্র লিখুন ।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন
করিয়া অল্প পুজিতে যেরূপ বসিয়া অত্যন্ত
কাজ ও চাকুরী খাণ্ডা যত্নে উপার্জন করিতে
পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও
অনেক শুদ্ধ রহস্য আছে বাহা কেহ কাছা-
কেতু শিখার না । সাধার্য যে করখানা
আছে, কেবল ১০ আশা মূল্যে দেওয়া হই-
তেছে । ডাঃ মামুল ডি, পি, বস্ত্র ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং
ঘনাকাকীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা
অগ্রহাণ্ড করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-
প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ
আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে,
জাহাজের অনারাস সাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান
সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-
লিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে
পারে, তবে আমাদের আশীষ এই পুস্তক-
খানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ১১
টাকা ডি পি বস্ত্র । কাপড় বাধান, পরিষ্কার
অন্য বিলাতে প্রকাশিত । নামানাই
পানীয়, সুস্বাদু সস, অর্থাৎ করম ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা
যায়, এই সকলের কল্মসন্ধিও অতি অনারাস
সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত
পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু
সামান্য পরিচর্য, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন
করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া
সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই
সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোতুলকাকান্ত
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য
নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার
করিবেন, পকেট সাইজ, ফ্লিসকাপ
১৬ পেজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান ।
মূল্য ১৮ আনা । ডি, পি বস্ত্র ।

ONE THOUSAND RECIPES

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস
প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী
পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে
জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ১১ ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । অসা-
ধের বেশী কর্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই
কার্য উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা
পাঠাইতে এক আকিসে আসিতে ব্যয় সমানই,
অধিকতর ডাকে গইলে সময় বাচান যায় ।

সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের
লোকের প্রয়োজনের হস্তিধার অন্য আমরা
এই পুস্তক বিলাত পুস্তকালয় দ্বারা আশা-
কর নাই, কেবল পুস্তক ও প্রচার করিলে সমস্ত

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কলিকাতা
শেলের পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্ত
অন্য ম্যানিফেস্টপুস্তক বিভাগ, “কাজের
লোক আকিস” এই টিকানার দ্বারা লিখুন ।

কাজের লোক আকিস,

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রট, লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পকেট চম্ চম্ বড় মূল্যবান—অসাধ্য
বস্ত্রধারণ । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন
চম্ চম্ লোক ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য
নামের একখানি কাঁচের চশমা দিয়া সেই
অসাধ্য চম্ চম্কে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু
তাহাও হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চশমা
উৎকৃষ্ট ব্রেন্ডের প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয় ;
তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই
চম্ চম্কে রক্ষার যথার্থ সামগ্রী । আমরা চম্
পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি ।
চম্ চম্কে বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি
অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু
দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল
কলেজের ব্যবস্থাপক চশমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে; যন্ত্রিক এণ্ড কোম্পানি,

২ নং মালবাজার স্ট্রট, কলিকাতা ।

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাঙ্গালী ভাষার সুযোগ্য চিকিৎসকগণের
দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক
মাসিক পত্র মকঃবলের প্রত্যেক পত্রী চিকিৎসা
সকলের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য
সড়াক ২০, পুস্তক ১০ ।

ডাঃ ডি, এম, সিন্ধিয়া,

১০ নং ব্রডওয়ে, কলিকাতা ।

আমাদের পোষ্ট, সেপা-বহীরা ।

কানের নোক, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রোগারটরী যমেন্ সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা কুরোসী প্রমাণিত। মূল্য ১ মাত্র।

শ্রীওরুদাস চ.ট্রাপাধ্যায় এও মন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।



সদা প্রথম চিত
পুষ্পের সার অভিন্ন
উপারে বাহির করিয়া
এই সকল এসেন্স
প্রভৃতি প্রস্তুত হই-
য়াছে, ইহার কেঁটা
মাত্র কাপড়ে দিলে
মোরচে চতুর্দিক
আমোদিত করিবে
এবং সেই সার বহু
বিষয় দ্বারা হইবে,
একবার মাত্র ব্যব-

হারেই জানিতে পারিবেন, উহা বিলাতি ও
কুরাসী দেশীয় এসেন্স হইতেও উৎকৃষ্ট। দেশী
এসেন্সের তেও কথাই নাই।

এসেন্স "ভুলনা আনার" (কাঁড় কাচ-
লেও পত্র থাকে) ২০, মোকে ১০, মনের
মতন ১০, বিউটি অক সি লাইট ১০,
ভিটোরায়া মোক ১০, কাস্টার কুহুম ৫০,
পদুম, রজনীগন্ধা, কামিনী কুহুম, হেনা,
ধন, কুমদিনী, চন্দক, হোরাইট মোক, ডালাক
মোক, চেরি, ৫০ হিঃ।

পি, এম, বাকটি এও কোং পারফিউমার্স,
১৬ নং ক্যানিং স্ট্রিট কলিকাতা।

সূর্যকুমার নাথ ও গুণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রিট, (মুর্শীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্থল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। অতিশয় নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,
মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া
থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে
পুস্তক ভি, নি, ডাকে কিংবা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা
লিখিয়া লিখিবেন।

মেঃ ইজ্জাহর এও সন্স

ক্যাবিনেট মেকার এও কন্সট্রাক্টর।

বেণু সরাই মুন্সের।

শিউ, সার, কাঠাল, এবং সেডন কার্টের টেবিল, চেয়ার বেক, খাট, তক্তাপোষ, মেজা, আলমারী প্রভৃতি যন্ত্রণার সমস্ত সামগ্রী
অতি স্থলভে বিক্রয় কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিয়া দ্রব্য বা এজিনেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ
পাঠাইয়া দিই। প্রস্তুত অর্ডারের সহিত সমস্ত মূল্যের সম্বন্ধান অর্ডার পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ গিয়াতে আদায় হয়।
আপনি যেখানেই থাকুন, নিয়মের আপনায় দ্বারা পৌঁছাইবে, হুঁচক বসিয়া ভয়ের কারণ নাই, যেরূপ ও এখানে হইতে সুবিধা হইবে।



জবাকুসুম তৈল

পক্ষে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,
নিরানন্দের আনন্দকর ।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর উভাসন হইবে। সামান্য
কুসীরবাগী হইতে মুহূর্তধারী স্বাধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই শুভমিদের
প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বাধার বেষ্টিত সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আরো-
জন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে

জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১/ এক টাকা। ডাক্তারগণ ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১৮/০ আনা। ভজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

হৃদিত বিব জন্য স্বাস্থ্যের রক্ত পরিষ্কার হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার রোগ বা কলের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ৩২ সময়ে শিশির অকরার
হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টি হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে সুখার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৮/০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৫০/০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৮/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক,
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান
করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বামী স্বলগ্রহ। সজিত শোণিতকে অসীম বর্ষাবিস্ময় আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে
উপকার করে। এত আশ্চর্য ফলগ্রহ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য
হইবে। প্যাকিং ডিঃ পিঃ বক্স।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স

খোকসিনা কার্যালয় এবং

কৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



আকস্মিক বেলার উঠতে হবে। আর বেখ ফেরবার বেলার এক ভজন "ক্যাম্বোইডিন"
আনতে বেন ভুলো না। এক ভজন কিনলে ২ ন টাকাতাই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাঁসার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' মূল্য, কিন্তু সাবধান রোগী অর্ধের ও বেশের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই বেছে, মুখে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিং বাস্ম

একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিং বাস্মের বিশেষ (১) প্রতি মাত্রার ফল (২) ১দিনে সম্ভাগার শেষ (৩) সম্ভ্রাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আনাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ভাঙারের প্রমাণস্বাক্ষরের মধ্যেই আছে—মদ্য পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১২০।

আর, লগিন এও কোং—মানুফ্যাকচারিং কেমিস্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কতরাং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া আনিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাড়া।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে.	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ .	৭ .	৬ .	৫ .
৩ .	৬ .	৫ .	৪ .
১ কলাম	৬ .	৫ .	৪ .
২ .	১২০ .	১১০ .	১০০ .

১২ মাসের কালজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাড়া। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্যাব্যাহক

“কাজের লোক”।

১৭ নং কলকাতা স্ট্রীট, বহুবাজার, কলি কাতা।



কেশরঞ্জন

গুণের তুলনায় অদ্বিতীয়।

কেশকোমল ও মসৃণ করিতে—কেশরঞ্জনের ন্যায় দ্বিতীয় উপাদান আর নাই। কেশের উন্নতি, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও মসৃণতা সাধন করিতেই কেশরঞ্জনের আবির্ভাব ও নামের সার্থকতা। টাক নিবারণে ও অকালে কেশপক্কতা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা, মাণ্ডলাদি ১/০ আনা।

মেডিক্যাল এন্ড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অফ কেমিক্যাল ইণ্ডস্ট্রির সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮/১ ও ১২ নং চিংপুর রোড, কলিকাতা।

বহুমূল্য হীরামতি অপেক্ষাও একবিন্দু বিশুদ্ধ শোণিতের মূল্য বেশী।

খুব সোজা কথায় বুঝাইয়া দিই। আপনি হয় ত খুব ধনী ও ঐশ্বর্যবান। কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে, কর্ম-ফলে আপনার শোণিত-বিরূতি হটিয়াছে। কবে কোন ঔষধের সঙ্গে পারদ সেবন করিয়াছিলেন—তাহার ফল দেখা দিয়াছে। গাত্রের সর্বাস্থে চাকা চাকা দাগ, ফোটক, ক্ষত, কষ্টপ্রদ-ক্ষীতি অনিদ্রা, অক্ষুধা, প্রভৃতি লইয়া আপনি বড়ই ভুগিতেছেন। হয়তঃ—বাহিরের কোন কাজে আপনাকে যাইতে হইল। আপনি বড় জুড়ী চড়িয়া হীরা-মতিতে ভূষিত হইয়া বহুমূল্য পোষাকে দেহায়ত করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। পথে হয়তঃ রোগের যাতনা খুব বৃদ্ধি হইল। তখনই কি আক্ষেপের সহিত আপনি বলিবেন না—“হায়! এ হীরামতি অপেক্ষা লক্ষবিন্দু বিশুদ্ধ-শোণিত আমার শরীরে কেহ আনিয়া দিতে পারে না।” সত্যই আপনি তখন এত অন্ততপ্ত। যাহারা আপনার মত কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদেরও বলিতেছি, সমস্ত নষ্ট না করিয়া আমাদের আয়ুর্বেদীয় মহা-লালসা অমৃতবল্লী কষায় সেবন করুন। ইহা সপ্তাহে শরীরে অমৃত ভক্ষণের ফল দেখিবেন।

এক শিশির মূল্য ১১০ টাকা; মাণ্ডলাদি ১১/০ আনা।

তিন শিশি মূল্য ৩৬০ আনা।

নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপযুক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০

২য় পুরস্কার ৫০০

৩য় পুরস্কার ২৫০

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০

২য় পুরস্কার ৩০০

৩য় পুরস্কার ১০০

৪র্থ পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ৬০ হিসাবে

৫ম পুরস্কার (১০টি) প্রত্যেকটি ১০ হিসাবে

নিয়ম :—যাহাদের কৃষি কার্যে অগ্রগতি আছে, তাঁহাদের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকা দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—

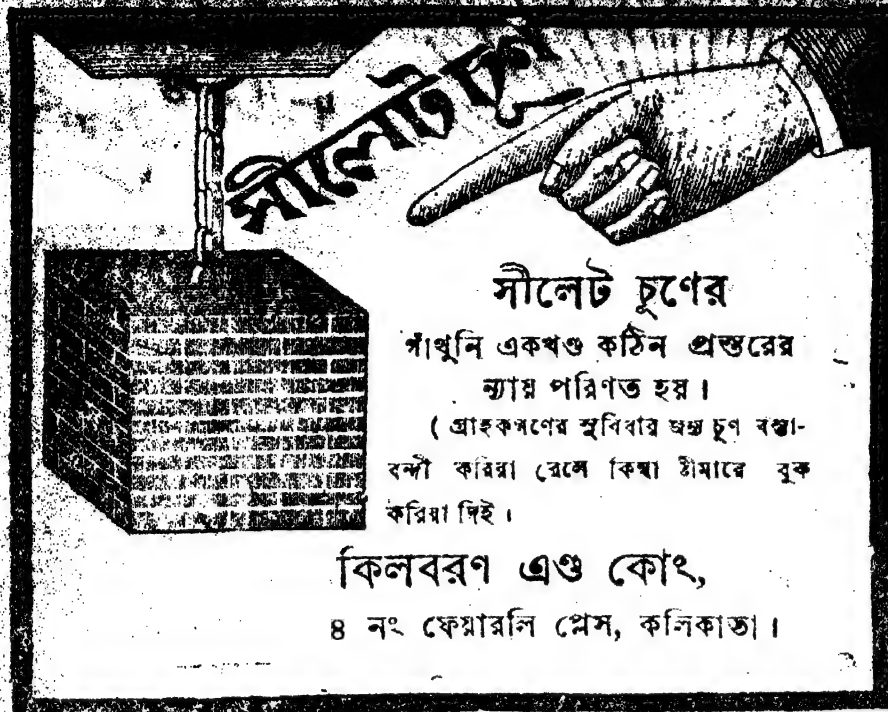
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা।



সীলেন্ট চূণের
 পাখুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
 ন্যায় পরিণত হয়।
 (গ্রাহকগণের সুবিধায় স্ফটিক চূণ বস্তা-
 বন্দী করিয়া রেলো কিম্বা ইমারে বুক
 করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
 ৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক প্রাপ্ত
 ম্যালেরিয়া জ্বর, ইনফ্লুয়েন্সিয়া এবং ফুসুনেস
 জন্ত বাটলীওয়ালার "এণ্ড মিক্চার" এক
 "পিল" ১, ব্যবহার করিবেন। দুর্বল শিশু-
 দের জন্য বাটলীওয়ালার "বাল্যাম কুট" ১।
 অন্যান্য বিখ্যাত ঔষধাবলী—বাটলীওয়া-
 লার বিত্তল কুইনাইন টেবলেট ১ গ্রেন হাইড্রে-
 ২ গ্রেন প্রত্যেক বোতলে ১০০ পিল থাকে,
 ৫০ ও ১০, এণ্ড মিক্চার ছোট ১০, কলোরাল
 কলোরা এবং উদরাময় এবং বমির জন্য ১০,
 দস্ত মল্লন ১০, টনিক পিল এম্ব্রিয়াল জাভ,
 দক্ষীনতা এবং স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য ১৪০,
 দাক্তের ঔষধ ১০। ভারতের সর্বত্রই বিক্রয় হয়।
 Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
 Mr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
 Worli, Laboratory Bombay.
 Telegraphic Address —
 BATLIWALLA, WARLI-Bombay.

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরা যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং হেতুপ্রদর, ছবায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির ক্ষয় সমগ্র
 জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরাগের একপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
 ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলতার উপশম বিদূষিত করিয়া অচিরে তথ্যস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যোবনোন্মুখী
 বালিকাগণের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
 সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রত্যেকগণ জ্ঞান করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio
 Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি
 ৩৫০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,
 ১৮৭০ সালে স্থাপিত।
 ৭১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
 আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাভের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ঐতিহাসিক চিত্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি বস্ত্র ।

মনোহা হাতে হেভেরে জিনিস প্রস্তুত
প্রাণী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপে
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-
প্রাণী ইহাতে সন্নিবেশিত । মূল্য
১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ
পত্র লিখুন ।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

“কাভের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন
করিয়া অল্প শ্রুতিতে যেরূপে বসিয়া অত্যন্ত
কাজ ও চাকুরী থাকা যত্নে উপার্জন করিতে
পারায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও
অনেক গুণ রহস্য আছে বাহা কেহ কাহা-
কেও লিখায় না । সামান্য যে করখানা
আছে, কেবল ১০ আনা মূল্যে দেওয়া হই-
তেছে । ডাঃ মাসুল ডি, পি, বস্ত্র ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহাই হইলে
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং
ঘনাকাজীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা
অনুরোধ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-
প্রাণী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোরোপ
আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে,
তাহাই সনাক্ত সাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান
সময়ের উপযোগী করিয়া এই পুস্তক সংক-
লিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে
পারে, তবে আমাদের আশীষ এই পুস্তক-
খানি যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ১০
কাপি ডি পি বস্ত্র । কাপড় বস্ত্র, পরিচাল
অন্য বিলাতে প্রকাশিত । মালিক
সম্পাদক, বস্ত্র, বস্ত্র, বস্ত্র, বস্ত্র

বেকারের উপায় ।

কাভের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা
যায়, এই সকলের কৃষ্ণ সন্ধিও অতি অনায়াস
সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত
পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু
সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন
করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া
সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই
সন্নিবেশিত হইয়াছে । কৌতুহলাক্রান্ত
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক
নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্থাৎ
করিবেন, লকেট সাইজ, ফুলিসকাপ
১৬ পেজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান ।
মূল্য ১০০ আনা । ডি, পি বস্ত্র ।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস
প্রস্তুতপ্রাণীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী
পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে
জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ১০ ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমা-
দের বেশী কর্মচারী নাই যে, সর্বস্বাই এই
কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা
পাঠাইতে এক আকিসে আসিতে ব্যয় সমানই,
অবিকৃত ডাকে গইলে সময় বাচান যায় ।
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাভের
লোকের গ্রাহকদের সুবিধার জন্য আমরা
এই পুস্তক বিক্রয় করিমাছি । বাহা আমা-
দের নাই, কেমন পুস্তক অর্থাৎ করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যাক । এই বিভাগে কমিশন
শেষে পুস্তক রাখা হয় । নে বন্দোবস্তের
জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাভের
লোক আকিস” এই ঠিকানার পত্র লিখুন ।

কাভের লোক আকিস,

১৭ নং অক্টর মন্ডের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চকু বড় মূল্যবান—অমূল্য
বস্ত্রবস্ত্র । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন
চকুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য
নামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই
অমূল্য চকুরকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু
তাহাও হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চসমা
উৎকৃষ্ট ত্রিভুজ প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয় ;
তাহা কাঁচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই
চকুরকে রক্ষার বর্ধার সামগ্রী । আমরা চকু
পত্রীকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক বস্ত্র আনা ইচ্ছাছি ।
চকুর বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি
অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-
দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল
কলেজের ব্যবস্থাপক চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই
যে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা ।

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বালানা ভাষার সুবোধ্য চিকিৎসকগণের
দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক
মাসিক পত্র মকরবলের প্রত্যেক পত্রী চিকিৎ-
সকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য
সভাক ২৫ মাত্র ।

ডাঃ ডি, এন্স, হালদার,

কার্যাব্যাহক,

আনন্দবোধ্য পোঃ, মেডিক্যাল সলিড ।

কায়ের লোক, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের নিম্নত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রোগারটরী নমুনা সংকলিত পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূগোসী প্রশংসিত। মূল্য ১ মাত্র।

শ্রী গুরুদাস চ.টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২১ নং ক্যানিং স্ট্রিট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মধ্যে নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা অন্তর্ভুক্ত করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্জাহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্ট্রাক্টরস।

বেণ্ড সরাই।

নিউ, লাপ, কাঠান, প্রভৃতির গৃহস্থায়ী সবত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুন্দর ভিত্তিতে বিক্রয় বাহিরের দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সকল পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার বিবরণ বা এন্ট্রিয়েট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রস্তুত জড়ায়ের নবিত্ব বৈশিষ্ট্য সুন্দর অস্থান অর্থেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:তে আদায় হয়। মের ও ক্রয়াদি স্থিতিয়া হইবে।



জবাকুসুম তৈল

পক্ষে অতুলনীয়,

গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ী গুণভাগিনী হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই গুণভাগিনীর প্রতীক করিতেছেন। বীহার যন্ত্রণা সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আরো-
জন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক উৎসবের দিনে

জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। উজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালস।

বৃষ্টি বিষ জন্য বাঁহাদের রক্ত ধারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার ত্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ত্র সন্মাজে মিশ্রিত অস্ত্রের
হইয়াছে, শরীরের কাশি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে স্খাধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১১০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক ব্রীউপেন্ড্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, - কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক বেদনানাশক মালিস

• • • বে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক,
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরাযোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান
করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী বলপ্রদ। সজিত শোণিতকে অলৌকিক শক্তিবিম্বের আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে
উপকার করে। এত আশু বলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য
হইবে। স্টোকে ভিঃপিত যত্ন।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স

খোকসিনা স্টোকালায় এং

কৌর-গলগী, জেলা বর্ধমান।



আবিসের বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখ কেবল বেলায় এক ডজন “ক্যাছারাইডিন”
খান্ডে যেন ভুলো না। এক ডজন কিনলে ৯ ন টাকাতেই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

কাগজের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার স্বর অত্যন্ত সুন্দর। ৩৭৭ টালার ইহার দাম অতি অল্প।

০ অক্টেড, একসেট রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২০/- ৩ ২৫/-
১ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩০/- ৩ ৪৫/-
দক্ষিণাবাহু প্রসিদ্ধ হারমোনিয়ম শিকার, মূল্য ২০/-

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

বৃদ্ধন গ্রাহক যাহারাই কাগজের লোকের মূল্য ২০/- এবং মাত্র ১০/- অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাগজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। বক:মলে তি: পি: ও ডাকমাওল বতর লাগিবে। ম্যানেজার, কাগজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographic and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £5 to upwards.

Shipments of Produce Sold on Account.

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1874).

14, Abchurch Lane, London, E.C.

Address: "Annular, London."

বিশেষ ড্রফ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

সেবাস' নিরববরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে ৮১৭ নং বেকিং স্ট্রিট বাদীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাখার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫১৩ খানা মাত্র বাদী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজম্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতিক্রম ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাজা—বাহ্যে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি শ্রবণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র বাইবেন। ১ সেট্ রিডবুক ১৫/-, ২০/- এবং ২৫/-। ২ সেট্ রিডবুক ২৫/-, ২৭/-, ৩০/-, ৩৫/-, ৪০/-, ৫০/- এবং তত্ক্ষণ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০/- এতদ্বির অসংখ্য সুপার গারিকার বাজা বাজা গান রাখাই আমাদের বিশেষ। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুবের স্বর ২ বৎসর পাবারি দেওয়া হয়।

নিরববরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১৭ নং বেকিং স্ট্রিট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকার, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি ১০/০

মাঝারী ৫/০

ছোট ১/০

ডাকমাতল, ডিঃ পিঃ স্কট।

কিটিংসের কক লজেঞ্জের—সর্বপ্রকার সর্দি কালীর অমোঘ ঔষধ ১০/০।

কিটিংসের বনবন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫/০।

মিঃ বি, কে, পালি এণ্ড কোং

৭নং বোনফিল্ড স্ট্রিট, কলিকাতা।

THE LONDON DIRECTORY

(Published Annually)

Enables traders throughout the World communicate direct with English MANUFACTURERS & DEALERS in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of

EXPORT MERCHANTS with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply;

STEAMSHIP LINES arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings;

PROVINCIAL TRADE NOTICES of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freight paid, on receipt of postal Order for 25s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £3.

The London Directory Company, Ltd., 25, Abchurch Lane, London, E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

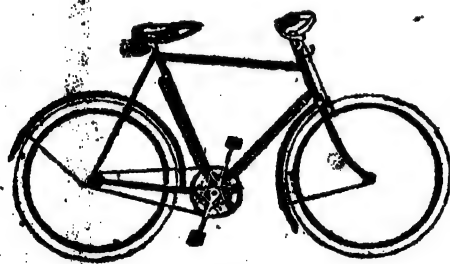


অবশ্যই তারিতে হইবে, যে বস্তুর ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য শূন্য হইবে না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্ত — টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ালিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; কীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্বচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিত্তের জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। খুলতে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুঃখ আমাদের মালব্যটিংচার। ১০ : ১—১২ প্রতিনিয়ম ১০, ৩০ ক্রম পর্যন্ত ১০; ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হইবে।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস,

৩৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট অংশ, ব্রাক:—৪৫ নং ওয়েলসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কালের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। বেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার সুকার। কালেরলোক কালেরই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার ব্যবহার সর্বদা পাওয়া যায়। ১২ হই পঁচাত্তর টিকিটসহ, পূজা লিখিলেই সচিৎ ক্যাটালগ পাঠান হইবে।

স্যাণ্ডোর

স্পিৎ ডায়াল



টেরিস্ গ্রিপ, ও চেই- একম্পাণ্ডার হারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়। ইহা প্রব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে

৩০০ না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ খুলতে নিম্ন লিখিত ষ্টিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন। মূল্য তালিকা পূজা লিখিলেই পাঠান হইবে।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক পারিক-দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিত্ত আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটা কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০ টাকা মাত্র। বাংলাদের গ্রামোফোন আছে, ডাক্তার বহি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নুতন রেকর্ডের তালিকা বহানম্নে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেত্রির যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা, স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছার চক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবক, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রেমহ, প্রেমর ও রক্তলাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটেই সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

কাসাস্তক

এই বটিকার নাম সেরূপ ইহার গুণও সেরূপ । ইহা বক্ষা, ক্ষয়, হাঁপানী, হরতক, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও কুস-কুসের ও খাস ব্যয়ের অত্যন্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা ক্ষয়, বক্ষা প্রভৃতি রোগের অস্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার কারবে, তাহা লেখা বাহ্য্য মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মার । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ পিপি ১ টাকা ।

কবিরাজ যশধর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বড়বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১৯১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।

২য় সংখ্যা।

New Series

February 1918.

নবপর্গায়।

ফেব্রুয়ারী ১৯১৮।

Vol. XI

No. 2

বিবেক-বাণী।

লড্‌ চেটার্জ ফিল্ড বলিয়াছেন যে, “যে কাজ করার যোগ্য, তাহা খুব ভাল কবিতা করাষ্ট ভাল।

সমস্ত কাজই করিবাব চেটা করিলে একটা কাজও সুসম্পন্ন করা যায় না। কামান যেমন হাপরে দশটা লোহ পোড়াইতে দিয়া একটারও খাত ঠিক রাখিতে পারে না, বাহুব তেমনি একবারে দশটা কাজ আশস্ত করিয়া একটাও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না।

প্রকৃত জ্ঞান অপর বিবিধ মূল্যবান জিনিষের তার সহজেই লাভ করা যায় না, ইহার জন্য অহরহ পাঠিতে হয়, ভাবিতে হয়, তবে প্রাপ্ত হয়।

যতই ভাল হউক, অসংকাজ কবিও না। অসংকাজ করিলেই তদ্বারা সমতানের দাসত্ব করিতে বাইতেছ, সংপথে থাকিলে সে কাজ পরমেশ্বরই হয় ত সম্পন্ন করিয়া দিতেন।

পাপের প্রশয় দেওয়া উচিত নহে, একবার একটা ঘোষ ক্ষমা করিলে সেট ঘোষ এইবার করার পাপ অশ্রিয়া থাকে।

“Every thing is dangerous to him that is afraid of it” কাজ দেখিয়া ভয় পাইলে কাজ বাস্তবিকই তাহার পক্ষে ভয়ানক।

It is equally criminal in the the governor and the governed to violate the laws ; Chinese Maxims

চীনের মহাজন বাক্য বলে—আইন ভাঙিলে শাসক এবং শাসিত উভয়েই মৃত্যু।

অলস, তাকলা এবং অতিরিক্ত নিভরতা শুধু যে মানুষ মাটা হয় তাহা নহে, কত রাজা, দেশ, চিরকালের জন্য মাটা হয় ও গিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহার পূর্ণ দৃষ্টান্ত।

আত্মসম্মান এবং সম্পত্তি উভয়েই মানবের পক্ষে মূল্যবান, যে পর্যন্ত তাহা তাহা জ্ঞান থাকে এবং রক্ষার্থে যথেষ্ট নৈতিক সাহস ও বল থাকে। আত্মসম্মান ও সম্পত্তির মূল্যবোধ এবং রক্ষার কক্ষতা হার দেব নাই, তাহাদের হাতে ইহা হারান কীড়নক।

অটালিকার উচ্চ ছাদ তুলিয়া তুলি তের বিশেষ উপকার কর, এমন ঘোষ

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

না, বরং তোমার সমাজের ব্যক্তিগণের আত্ম উচ্চ করিয়া তুলিতে পারিলে ইহাশেফা সুখী হইতে পারিতে। ক্ষুদ্র কূটরে উচ্চ আত্মার বসবাস বরং ভাল, তথাপি প্রকৃত অটালিকার মধ্যে অসং আত্মানিশিষ্ট সন্তানের বসবাসও কিছু নহে।

কোন প্রাচীন চৈন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ক্ষুদ্র বিষয়ে অমনোযোগী হইয়াই মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশু প্রাপ্ত হয়; কারণ মানুষ অন্ত্যাসেরই দাস। কাজের লোক হইতে চাহিলে ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবে, নচেৎ উদ্বেগ বিকল হইবে।”

জগতের সকলকে সন্তুষ্ট করা যায় না, সুতরাং সে চেষ্টায় জীবন কাটাইও না। কেবল নিজের বিবেককে সন্তুষ্ট রাখিয়া কাজ করাই যুক্তি মঙ্গল। *Chinese Maxims.*

ডাক্তার হইটকোট বলেন—“যাহারা অসং, তাহারা অপরের সংগুণের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না বরং তাহার সংগুণ দেখিয়া তাহার পাপ প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত হয়। কারণ তাহার হৃদয়ে সংবিবেকেরই অভাব।”

আমরা যদি পরমেশ্বরের জ্ঞান গুণবিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে পরমেশ্বরের সংগুণের ধারণা করিতে পারি না। সুতরাং নিজের মত পরমেশ্বরকে আমাদের হৃদয়ে ধারণা করিয়া লই। কিন্তু সে চিত্র ভগবানের নহে, তাহা আমাদেরই পাপাসক্ত হৃদয়েরই পাপচিত্র।

বেমন হার্বার্ড তমসাসের মেঘমালা ভয়াবহ হইলেও মানুষের পরম হিতকারী বারিধারা সেই মেঘমালা হইতেই আসিয়া জগতের উপকার করে, তেমনি উপযুগপরি সাংসারিক

নিপদরূপ মেঘমালা হইতেও মানুষের ভিতরূপ অমৃতধারা বহিত হওয়া অসম্ভব নহে। আরও বিপদ এবং সম্পদ এতই একত্রে জড়িত যে, বিপদ বাদ দিয়া কেবল সম্পদ ভোগ করা যায় না।

দিবাকর উদিত হইবামাত্র জগত তাহার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু দিবাকর, কাহারও প্রশংসা বা নিন্দার কর্ণপাত করেন না, তাহার যাহা কাজ, তিনি তাহাই করিয়া যান, তুমি যদি প্রকৃতই লোক হিতকর কার্যে প্রকৃত হও, তাহা হইলে নিন্দা বা প্রশংসাবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। কার্য যদি নিঃস্বার্থ এবং লোক হিতকর হয়, জগত নিশ্চয়ই তাহা বুঝিবে এবং ধন্যবাদ প্রদান করিবে।

কখন কোন বিষয়ের বিচারের জন্ত যদি আহত হও, তবে তোমার নিম্নলিখিত চারিটা গুণ থাকা উচিত। কি কি?

- ১। স্থির হইয়া সমস্ত বিষয় গুনিবার ক্ষমতা।
 - ২। জ্ঞানীর জ্ঞান উত্তর দিবার ক্ষমতা।
 - ৩। বিষয়টা খুব স্থির, মস্তিষ্কে বিচার করিবার ক্ষমতা।
 - ৪। আর অপকৃপাতে মন্তব্য প্রকাশ ও বিচার করিবার ক্ষমতা।
- এইগুলি গুণ না থাকিলে কাহারও শালিসী করিতে না যাওয়াই ভাল।

সত্য কাহারও বিনা সাহায্যেই জয়লাভ করে, কিন্তু মিথ্যা বিবিধ সাহায্য লইয়াও দাঁড়াইতে পারে না।

“You may break, you may shatter.
The vase if you will.

But the scent of the Roses:
Hang round it still.

এই জগতে এমন অসং লোক আছে, যাহারা প্রকৃত সংলোকের কুৎসা রটাইয়া জন সমাজে তাহাকে ঘূনিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু গোলাপ যে ফুলদানীতে থাকে, তাহাকে তানিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেও গোলাপের গন্ধ তাহা হইতে যায় না। তেমনি সং ব্যক্তিকে যদি নষ্ট করিয়াও ফেল, তাহার সুখ্যাতি কিছুতেই ঘুচাইতে পার না। সুতরাং ভাল লোকের অপযশ ঘোষণা করিয়া তুমি কিছুই করিতে পারিবে না বরং লোকসমাজে নিন্দনীয় হইবে।

নেশানল ইউনিভার্সিটি।

মিসেস্ বৈশান্ত সংকল্পিত নেশানল ইউনিভার্সিটির ভিত্তিস্বরূপ “Society for Promoting National Education” বা জাতীয় শিক্ষোন্নতি সভা প্রতিষ্ঠার বিবরণ গত সপ্তাহে “বঙ্গবাসী”তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সেই নব প্রতিষ্ঠিত সভার একজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রথমাবিবেশন গত ২৩শে জাম্বু-য়ারী মাসে হইয়া গিয়াছে। একজিকিউটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মিসেস বৈশান্ত এই সভার সভানেত্রী করিয়াছিলেন। এই সভায় এই নেশানল ইউনিভার্সিটি সংক্রান্ত অনেক প্রস্তাব আলোচিত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই সভার একজিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্ততম সদস্য শ্রীযুক্ত রামস্বামী আরার প্রচার করেন যে, তিনি এবং মিসেস বৈশান্ত উভয়ে এক লক্ষ টাকা এই সোসাইটিতে দান করিবেন।

সভানেত্রী মিসেস বৈশান্ত ঘোষণা করেন, বঙ্গের নেশানাল কাউন্সিল-অব-এডুকেশন এই সোসাইটিতে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছেন। তাহার ফলে বঙ্গের এই কাউন্সিলের অন্তর্বর্তী কলিকাতার টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বা

কারীগরী কলেজ এই সোসাইটির সেন্ট্রাল টেকনলজিক্যাল ইন্সটিটিউটে পরিগণিত হইবে। ভারতের অগ্রাঙ্ক স্থানে এই সোসাইটির দ্বারা যত টেকনলজিক্যাল শিক্ষালাভ হইবে, সে সমস্ত এই সেন্ট্রাল টেকনলজিক্যাল ইন্সটিটিউটের অধীন হইবে।

এই সোসাইটির অন্তর্বর্তী বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য নির্দেশের জন্য এক সভা আহ্বান করা হইয়াছে। এই সোসাইটির অন্তর্বর্তী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিয়োগের জন্য নেশানাল এডুকেশনাল সার্কিস নামে এক চাকুরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গবরনমেন্টের এডুকেশনাল সার্কিসের অনুকরণে ইহার ভিত্তিপত্তন বটে, কিন্তু গবরনমেন্ট সার্কিসের শিক্ষকগণ নানা কারণে যেমন শিক্ষকোচিত উন্নত স্বাধীনমনাব পরিবর্তে অনেক দারগা ডেপুটি প্রভৃতি বহু সরকারী চাকুরের জায় সন্ধীর্ণমান হইয়া পড়েন, এই নেশানাল এডুকেশনাল সার্কিসের ব্যবস্থার গুণে তাহা হইবে না।

এই নেশানাল এডুকেশনাল সার্কিসের নিয়োগ উন্নতি প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা কেবল গুণানুসারে ব্যবস্থিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণ, ধর্ম, উচ্চতর বেতন প্রভৃতি কিছুই প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না। গুণানুসারেই উচ্চপদ লভ্য, অথ কিছু অনুসারেই নহে। টাকায় কুলাইলে শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। এই জন কুল-ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। এক জনের নাম মিসেস ডিলিউ, ইনি পূর্বে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ওহিও প্রদেশের ক্রিভল্যাণ্ড সহরের নর্থাল স্কুলের ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের কর্তা ছিলেন, পরে বিলাতের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এডুকেশনের লেকচারার ছিলেন। অপর জনের নাম মিঃ জেমস কজিন্স, ইনি পূর্বে আয়ারল্যান্ডের টেকনিক্যাল ইন্সট্রাকশন ডিপার্টমেন্টের জিওগ্রাফীর লেকচারার ছিলেন এবং তাহার পর মাদ্রাজ মাদানাপালের উচ্চ কলেজের ভাইসপ্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। এই

সমিতি অন্তর্বর্তী স্কুলসমূহের শিক্ষা দেশীয়

ভাষায় দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইংরেজী কেবল সাহিত্যরূপে পাঠ্য হইবে।

আগামী বসন্তকালে নেশানাল এডুকেশনাল উইক বা শিক্ষা সপ্তাহ নামে কোন এক সপ্তাহ স্থির করিয়া সেই সপ্তাহে এই বিরাট সংসদ কার্যে পরিণত করিবার অর্থ এবং অগ্রাঙ্ক উপায় সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা স্থির হইবে।

এই কাউন্সিলের চারি শ্রেণীর সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যথা, “এ” শ্রেণীর সদস্যের ব্যবসায়ীজন সদস্য পদ। এই শ্রেণীর সদস্য হইতে হইলে এক হাজার বা তাহার অধিক টাকা এককালীন বা মাসিক এক শত টাকার ফ্রেমে দিতে হইবে। “বি” শ্রেণীর সদস্যের প্রবেশ-ফি এক শত টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা ২৫ পচিশ টাকা বা তদুর্দ্ধ। “সি” শ্রেণীর সদস্যদের প্রবেশ-ফি ১৫ পনের টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা ৫ পাঁচ টাকা বা তদুর্দ্ধ। এই তিন শ্রেণীর সদস্যগণের কাউন্সিলে ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে। “ডি” শ্রেণীর সদস্যের চাঁদা সপ্তাহে এক আনা এবং তদুর্দ্ধ। কাউন্সিলের অর্থের অনাটন হইলে ইহারা এই চাঁদা এক-কালীন অগ্রিম দিতে পারেন। যিনি যে শ্রেণীর সদস্য পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তদুপযুক্ত টাকা এই কাউন্সিলের এসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার নামে আড্ডিয়ার, মাল্জায়ে পাঠাইতে পারেন। তবে মাত্র “এ”, “বি”, “সি”, এই তিন শ্রেণীর সদস্যের টাকা এইরূপে পাঠান চলিবে। যাহারা “ডি” শ্রেণীর সদস্য পদ গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহারা টাকা না পাঠাইয়া তাহাদের এই অভিমত এই কাউন্সিলের সেক্রেটারী মিঃ অরুণ্ডেলের নিকট মাদ্রাজে লিখিয়া পাঠাইবেন। তিনি যত শীঘ্র সম্ভব, এই “ডি” শ্রেণীর চাঁদা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। মিঃ অরুণ্ডেলের পত্র না পাইলে “ডি” শ্রেণীর সদস্যরা চাঁদা পাঠাইবেন না। (বঙ্গবাসী)

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

বিজ্ঞাপন কখন প্রচলিত হয়।

গীবাণ্ড হইয়াছে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দে গ্রেট-ব্রিটেনে যখন সিবিলওয়ার বা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তখন সংবাদ-পত্রে সর্ব প্রথম বিজ্ঞাপন প্রচারের পন্থাও চলিত হইয়াছিল।

গ্রীস দেশে পিয়েটার, নীলাম রাজ্য আজ্ঞা মানুষে ডাক ছাড়িয়া বলিয়া বেড়াইত।

ইংলণ্ডে সাক্ষনগণ ধর্ম পুরোহিতগণের জন্য সর্ব প্রথম অক্ষরে মুদ্রিত নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনের প্রাকার্ড যদিও সম্পূর্ণ আধুনিক, কিন্তু প্রাচীন ইজিপ্ট-সিয়ান, গ্রীক, এবং রোমীয়গণ এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিত, কেন না পম্পিয়াই নগরের ভগ্নাবশিষ্ট দেওয়ালের গায়ে বর্তমান সময়ের প্রাকার্ডের মত লাল এবং কাল অক্ষরে বড় বড় প্রাকার্ড পাওয়া গিয়াছিল। ১৬২২ খ্রীঃ অব্দে সর্ব প্রথম ইংলণ্ডের সার-কিউরিয়াম পলিটিকস্ নামক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। তারপর ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার আবশ্যিকতা সমগ্র সভ্যসমাজের ব্যবসায়ী এবং শিল্পী এবং ক্রেতাগণ সমাক উপলব্ধি করিতে থাকে। এক্ষণে বিজ্ঞাপন দেওয়া ব্যবসায়ের অতি আবশ্যকীয় বিষয় হইয়াছে। কিন্তু ভারতে প্রাচীন কাল হইতে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কেহ মাথা ঘামাইতেন না। আজও সকলে যে ইহার আবশ্যকতা বুঝেন, এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। যাহারা বুঝিয়াছেন, তাহারা সোভাগ্য সোপানে উঠিতেছেন। কাঃ লোঃ

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

চসমার আদি আবিষ্কারক।

ইটালীর রোমেল নগরে ফ্রোসালভিনি আরমাটি আদি চসমার আবিষ্কারক। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরমাটি চসমার আবিষ্কার করেন। ১৮৮৫ খৃঃ এই মে এই স্থানে স্থতি ও চিত্র স্বরূপ একখানি কলক প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্ধমান জেলাবোডে

বে-সরকারী চেয়ারম্যান।

গত বারে আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিয়াছি যে, বর্ধমান জেলা বোর্ডে বর্ধমান চক্ৰবর্তীর রাজা শ্রীযুক্ত মনিলাল সিংহ রায় মহাশয় বর্ধমান জেলার বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন, এই পদের জন্য তিন জন প্রার্থী ছিলেন। রাজা শ্রীযুক্ত মনিলাল সিংহ রায় বাহাদুর, উকিল শ্রীবনওয়ারী লাল হাটী, রায় শ্রীনলীনাথ বসু বাহাদুর। রাজা মনিলাল রায় ১০টি এবং বনোওয়ারী বাবু ৫টি ভোট পাইয়া ছিলেন, অগত্যা শ্রীযুক্ত রাজা মনিলাল সিংহ রায় বাহাদুরই নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সংবাদে বর্ধমান জেলার সমস্ত গ্রামবাসীই আনন্দিত হইয়াছেন। বাস্তাবিকই অতি যোগ্য ব্যক্তিই নির্বাচিত হইয়াছেন। জেলা বোর্ডে ইনি বহুকাল হইতেই প্রকৃত কর্মী, এবং যুগ লোক ছিলেন, জেলা বোর্ডের সমস্ত কার্যেই ইনি সুদক্ষ। ইহা দ্বারা জেলাবাসী যে অপকৃপাত আত্মকুল্য পাইবেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার নির্বাচনে বহুস্থানে সভা সমিতি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যে বর্ধমান জেলার শত সহস্র ব্যক্তির অশেষ কল্যান সাধন করুন। বে-সরকারী চেয়ারম্যানগণের উপর দেশের

লোকে বড় আশার তাকাইয়া আছে। তাঁহাদের কর্তব্য পরায়ণতার দেশের লোক পরিতৃপ্ত হউক।

সতীতেজে সতীত্ব রক্ষা।—খুলনা-সাতক্ষীরার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেরের এজলাসে করেক-ব্যক্তি পিনাল-কোডের ৪৪৮।৩৪৫।৩৬৪।১১৪ ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগ,—চতুর্দশ বর্ষীয়া এক বালিকার সতীত্ব অপহরণ চেষ্টা প্রভৃতি। অভিযোগে প্রকাশ,—একজন আসামী বালিকার বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহার ধর্মনাশের চেষ্টা করিয়াছিল; বালিকা সতীত্ব রক্ষার জন্য এক তীক্ষ্ণধার দা লইয়া অসীম সাহসে তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। ফলে, তাহার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছে। মামলা চলিতেছে। সতীত্ব রক্ষার জন্য উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধারণ এখনও সতীঅংশভূতা হিন্দু সতীর মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ হৃদ্যনে হিন্দুসমাজের পক্ষে ইহাও আশ্বাসের কথা।

পরলোক।—গত পূর্ব শুক্রবার হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরলোক হইয়াছে। ইনি পরলোক গত ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল রায় বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংবাদপত্র লেখার অনুরাগী ছিলেন, ইহার পিতার মৃত্যুর পর ইনি পোষ্ট বিভাগে চাকুরী লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অধিক দিনের জন্য নহে; ইনি সংবাদপত্রের সেবাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত ইংরেজী সংবাদপত্র “টেলিগ্রাফে” ইনি বহু দিন প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন,—অমৃত-বাজার পত্রিকা, বেঙ্গলি, ইণ্ডিয়ান মিরর এবং হিন্দু পেট্রিরিতেও ইনি লিখিয়াছেন। বিপ্লবের বিপ্লবকারের নিমিত্ত ইনি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্রাদি প্রেরণে অত্যন্ত উৎসাহশীলতা দেখাইতেন। ইনি অনেক পুস্তকও লিখিয়া

ছেন। ইনি বরং ইংরেজী সংবাদপত্রও পরিচালন ও সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার বিধবা পত্নী,—এক পুত্র এবং দুই জন ভ্রাতা বর্তমান। দুই ভ্রাতাই পোষ্টাফিসসমূহের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। অগদবা হেমচন্দ্রের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সাশ্বনা দিউন,—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

নবাব আবদুল জব্বার।—বর্ধমান-গুজরার নবাব আবদুল জব্বারের গত ৩০শে জাহুয়ারি দেহত্যাগ হইয়াছে। ইহার বয়স হইয়াছিল ৮২ বৎসর। ইনি বহু বৎসর ধরিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রট ছিলেন। ডপুটি ম্যাজিষ্ট্রট এবং প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রটরূপে ইনি গবরনমেন্টের নিকট যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গবরনমেন্টের নিকট হইতে ইনি গাঁ বাহাদুর, সি, আই, ই এবং নবাব উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল ভূপাল রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যও করিয়াছিলেন। ইহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গত ৩১শে জাহুয়ারি বর্ধমানের জেলা আদালত ও কুল বন্ধ হইয়াছিল। ২৪পরগণা-আলিপুরের উকীল মোক্তারগণও সভা করিয়া ইহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে আবদুল জব্বার আলিপুরে পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রট ছিলেন। ইনি নানা গুণে হিন্দু মুসলমান সকলেরই অত্যন্ত সম্মানভাজন ছিলেন।

নাইডু পরিবারে বিপত্তি।

মাদ্রাজ প্রদেশের কুহুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সুবিখ্যাত বিদ্বানী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁহার স্বামী মেজর এম, জি, নাইডু এবং তাঁহার কন্যা কুমারী পাতিনাজা নাইডুকে একটি দ্বিপুত্র কুহুরে দংশন করিয়াছে বলিয়া তিনজনেই পাণ্ডুর চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত হইবার জন্য কুহুরে গমন করিয়াছেন। কুহুরটা তাঁহাদের গৃহপালিত

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হইলেও উহার নাকি জলাতন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। নাইডু পরিবারের এই বিপত্তির সংবাদ শ্রবণে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে নিরাময় করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিলাষ।

হিংবাঃ

বারাঙ্গনা সভা।

কোন বারবনিতা নাবালিকা দিগকে অসহপায়ে জীবিকার্জনের জন্ত রাখিলে আইন অনুসারে সে দণ্ডীয়া। ১৬ বৎসর বয়সের কম হইলেই তাহাকে নাবালিকা বলিয়া ধরা হইবে। সংপ্রতি কলিকাতার দুইটি বারাঙ্গনা উক্ত অপরাধে পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছে। রমণী দুইটি জামিনে খালাসের জন্ত আবেদন করিয়াছিল, কিন্তু উহা অগ্রাহ হইয়াছে। ইহাতে বারাঙ্গনাগণ একত্র হইয়া ইনামবন্ধ খানাদার লেনে এক বিরাট সভার আয়োজন করিতেছে। এই সভায় পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা চালাইবার জন্ত টাকা তোলা হইবে।

সুরাপানের দোষ।

দেশে অগ্নিভাবে হাহাকার, তাহার উপর সুরাপায়ীর সংখ্যা কম নহে, বড় বড় লোকে বলেন, গবর্ণমেন্ট এই সুরা ব্যবসায়ের প্রশ্রয় প্রদান করিতেছেন, বলিলে অত্যয় বলা হয় না। এদেশেও প্রত্যেক গণগ্রামে, উপগণগ্রামে পর্য্যন্ত সুরাপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সমাজ শাসন শিথিল হওয়ায় এক্ষণে প্রকাশ্য রাজ-পথে দাঁড়াইয়া মদ পান করিতে লোকে লজ্জিত হয় না। চৌর্য্য লাম্পার্টও সেইজন্ত বর্তমান সময়ে বৃদ্ধি পাইতেছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রাজা এই ঘোর অনিষ্টকর ব্যবসায়ের

প্রতিবন্ধক না হইলেও আমাদের বিশ্বাস, সমাজ একটু মনোযোগী হইলে ইহার প্রতি-বিধান করিতে পারেন।

শাস্ত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ। কোন জাতীর কোন শাস্ত্রই মদ্যপানের পোষকতা করেনা।

বেদে উক্ত আছে,—

“মদ্যমেয় মদেয় মনিগ্রাহাম্” সুরাপান অকর্তব্য, সুরা পান করা উচিত নয়, সুরাদান গ্রহণ করাও পাপ।

মন্তু বলেন;—

ব্রহ্ম হত্যা সুরাপানঃ স্ত্রেয়ঃ গুরুজননাগমঃ।

মহাস্তি পাতকাত্মহঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম হত্যাকারী, সুরাপায়ী, স্বর্গচোর গুরুপত্নীগমনকারী ইহাদের সহিত এক বৎসর সংসর্গ করিলেও মহাপাতক হয়।

মত্বং দত্তা ব্রহ্মণস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেবহীয়তে

কালিকা পুরাণ।

যে ব্রাহ্মণ মদ্য পান করে, সে ব্রাহ্মণ-ধর্ম হইতেই বিচ্যুত হয়।

দেবগুরু বৃহস্পতি বলিয়াছেন —

সুরাপানে কামকৃতে অলস্তীং তাং

বিনিষ্কিপেৎ। মুখে তয়া বিনিদংগে

মৃতং শুদ্ধি মরাগ্নয়াৎ ॥

অর্থাৎ কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে তাহার মুখে অলস্ত সুরা ঢালিয়া দিলে তাহার মৃত্যু হইলে তবে সে ব্যক্তি শুদ্ধ হইতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চম আজ্ঞায় আদেশ আছে “তুমি মদ্যপান বা স্পর্শ করিও না।”

বাইবেলে মদ্যপান নিষিদ্ধ আছে।

মগাস্থাগণ বলিয়াছেন —

“সুরাপান ভাল নয়।

মুসলমানগণের আদি গুরু মহম্মদ বলিয়াছেন, “সরাপ” (মদ) সমস্ত পাপের জননী”,

বৃটিশ প্রজাদিগের নেতা জনব্রাইট বলিয়াছেন “যদি সুরা আমাদের মধ্যে

বিক্রয় না হইত, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে

দারিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অর্ধেক কমিয়া যাইত।”

মহাত্মা মিঃ গ্রাড্‌ষ্টোন বলিয়াছেন, “মড়ক, যুদ্ধ, বিগ্রহ দ্বারা যে সমস্ত অনিষ্ট হইয়াছে, মদ্য দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক অনিষ্ট হইতেছে, কারণ শেযোক্ত কারণটি স্থায়ী।”

লর্ড বেকন বলিয়াছেন, “সুরা বলবানকে দুর্বল করে এবং জ্ঞানীকে নির্বোধ করিয়া তুলে।”

পণ্ডিতবর টমাস কাল্‌হিল বলিয়াছিলেন, হে স্বাধীন প্রজা! তুমি কোন মন্তুষ্যের অধীন নহ বলিয়া গর্ব্ব কর, কিন্তু তুমি সৃণিত মদের বোতলের কৃতদাস!”

বিজ্ঞানবিদ চার্লস ডারউইনের মতঃ— সুরাপান করিয়া সকল পীড়ার উৎপত্তি হয় এবং মদ্য পান প্রবৃত্তি বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয়।”

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে সুরার উপকারিতাপকারিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, “সুরাপানে নিশ্চয়ই পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত জন্মিয়া বিবিধ হ্রবারোগা পীড়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে।”

পণ্ডিত চেম্বার্স সাহেব বলেন, কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য পান করিবার জন্ত সুরাপাত হস্তে ব্যগ্রতার সহিত যেক্রপ দণ্ডায়মান হয়েন, তাহা শিক্ষিত গণ্যমান্য লোকদের পক্ষে সৃণিত হীনকার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই।”

এরূপ অসংখ্য মত দেখান যাইতে পারে। কিন্তু হায় ভারতের দূরদৃষ্ট, এই চিরপরাধীন, অন্নক্লিষ্ট ভারত সম্ভান! পাশ্চাত্য সভ্যতার অমুকরণ করিতে যাইয়া এই বিষভূল্য সুরা পান অভ্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। নিজ হস্তে গরল কিনিয়া নিজে খাইয়া সমাজ কলুষিত করিয়া দারিদ্রকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেশকে অশ্রানে পরিণত করিতেছে। সমাজ জাগরিত হও, আর নিদ্রিত থাকিও না, সমাজ শাসন দ্বারা অবিলম্বে ইহার প্রতিকার কর, স্বধর্ম রক্ষা কর, দেশকে রক্ষা কর, বংশ-রক্ষা কর।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ধর্মের কল।

আসামের জঙ্গলের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর স্থানে মধ্য মধ্য বাস ও দূষিত জলে স্নানাদি করিয়া অন্নদা দত্ত জ্বর পড়িলেন। সে জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। প্রত্যহ অপরাহ্নে আসে, তবে তিন চারী ঘণ্টার অধিক থাকে না এবং তাহার উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রির অধিক নহে। স্নানাহার বন্ধ না থাকিলেও তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন ও শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। দত্ত পত্নী স্বামীকে আসাম ত্যাগ করিয়া কিছু দিনের জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া বায়ু পরিবর্তন করিতে বলিলেন। শাল কাঠ, লাফা, রবার, মৃগনাভি, হস্তী দস্ত, মোম, পাখীর পাশক প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসারে দত্ত মহাশয়ের তখন বিলক্ষণ আয় হইতেছে, অর্থোপার্জনের নেশায় তিনি মসৃণ; সুতরাং কার্যস্থল ত্যাগ করিয়া অল্পতর যাইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, “ও জ্বর কিছু নয়, কুইনিন খাইতেছি, তাহাতেই সারিয়া যাইবে।” কুইনিন খাইয়া পেটে কড়া পড়িয়া গেল, জ্বর কিন্তু ছাড়িল না, ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। আসামে তখন ভাল ডাক্তার ছিল না; যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া বলিলেন যে, তিনি আসামের সাক্ষাৎ ঘম কালাজরে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বামী স্ত্রী দত্ত পত্নীর হাত পা পেটের ভিতর চুকিয়া গেল, সম্মুখে মহাবিপদ দেখিয়া তিনি জিদ ধরিয়া বসিলেন যে, সাত দিনের মধ্যে স্বামী পুত্র লইয়া নিশ্চিত জাহাজে উঠিবেন। তাঁহার এমনই ভয় হইল যে, এই সাত দিনের মধ্যেই বুঝি বা তাঁহাকে হাতের লোহা খুলিতে হয়।

জাহাজে উঠিবার আয়োজন হইয়াছে, এমন সময়ে দত্তপত্নী কঠিন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। ভগবান সহায় হইয়া অষ্টাহের মধ্যে তাঁহার সকল ভয় ভাঙ্গিয়া

দিলেন, হাতের লোহা ও সীমান্তের সিঁদুর বজায় থাকিতে থাকিতে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন। এই আকস্মিক বিপদে দত্ত মহাশয় বড়ই শোকাক্ত ও ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র রমেনকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভাঙ্গা শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুদূর ও দুর্গম আসাম প্রদেশে এমন একটি লোক মিলিল না যে, রমেনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়; কাজেই দত্তমহাশয়কে সহরের বাসায় আবদ্ধ থাকিয়া রমেনের জননী স্থান অধিকার করিতে হইল, জঙ্গলের মধ্যে কন্ঠস্থলে আর যাওয়া হইল না। একে স্বাস্থ্যভঙ্গ ও পত্নী বিয়োগে তিনি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর রমেনের কোন উপায় করিতে না পারাতে তাঁহাকে কারবার গুটাইতে হইল। মজুদ মাল বিক্রয় ও দেনা পাওনা মিটাইয়া তিন মাসের মধ্যে দত্তমহাশয় আসাম ত্যাগ করিলেন।

দেশে দত্ত মহাশয়ের আত্মীয় স্বজন বড় কেহ ছিলেন না এবং তথায় তাঁহার পীড়ার চিকিৎসার ও সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং গোবিন্দ মিত্র নামে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাটীতে উঠিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, দুই এক দিন তথায় থাকিয়া স্বতন্ত্র বাটা ভাড়া করিয়া বাস করেন; কিন্তু মিত্র মহাশয় তাহা করিতে দিলেন না, নিজ বাটীতেই পিতা পুত্রের থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বামনদাস ঘোষ নামে দত্ত মহাশয়ের একজন গ্রামিক ডাক্তার হইয়াছিলেন। তিনি বিহার প্রদেশে সরকারী চাকরী করিতেন। অন্নদা বাবু তাঁহাকে একবার কলিকাতায় আসিতে পত্র লিখিলেন; কিন্তু বিদায় না পাওয়াতে তাঁহার আসা হইল না। তিনি তিন মাসের বিদায় লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন, সম্প্রতি কন্ঠস্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। বাহা হউক, মিত্র মহাশয়ের যত্ন ও সেবা শুশ্রূষায় তাঁহার কোন কষ্ট রহিল না। তাঁহার হস্তে কিকির্দধিক

৪২ হাজার টাকাও মিত্র গৃহিণীর হস্তে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র রমেনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কেবল পীড়াটা কাহার ক্ষম্বে চাপাইতে পারিলেন না। মিত্র মহাশয় তাঁহার চিকিৎসার ভার সহবের একজন ১৬ টাকা ফিস্ ওয়ালা বড় ডাক্তারের উপর দিলেন এবং বাটীর সকলে মিলিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধ পথ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

কালাজ্বর সাক্ষাৎ ঘমের দূত, বাহাকে ধরে, তাহাকে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ না করাইয়া ছাড়ে না। তিন মাস ধরিয়া দত্ত মহাশয়ের চিকিৎসা হইল, অনেক বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চরম অবস্থায় উপস্থিত হইল। দত্তমহাশয় বুঝিলেন, আর তাঁহার ইহধাম ত্যাগ করিবার বিলম্ব নাই। রমেনও তাহা বুঝিল এবং মাতৃহীন বালক বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল; কিন্তু কালের হাতে কাহারও নিস্তার নাই। দেখিতে দেখিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িল। দত্তমহাশয় তখন বন্ধুর হস্তে রমেনকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “ভাই গোবিন্দ! আমি চললাম, আজ থেকে রমেন তোমার পুত্র হ’ল।” গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “সে জন্য তোমার চিন্তা নেই, তুমি স্থির হয়ে ভগবানকে স্মরণ কর, রমেন আমার পুত্র স্থানীয় ত বটেই, আমাদের অঙ্গীকার অনুসারে আমাব জামাইও বটে।”

“আর দেখ, টাকাটা মিছে ফেল রেখে কোন ফল নেই, বুঝা সুদটা কেন নষ্ট হয়? চার টাকা সুদের ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ কিনে ফেল। এখন বোধ হয় দর ৯৬।০ টাকা। তা হলে মোট ২৮৯৫০ টাকা লাগবে। আর দশ বার হাজার টাকাতে একটা বাড়ী কিনে ফেল। বাড়ী ভাড়া দিতে না হলে মাসে এক শ টাকা আদায় বেশ চলে বাবে।

ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

যা বাকী থাকবে, শ্রদ্ধা শাস্তি সমাধা করবে।”
“আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, তুমি এখন চুপ
কবে শুয়ে থাক, মিছে বকো না। ভয় কি?
শীগগির সেবে উঠবে।”

দত্তমহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, অথবা
ভ্রান্তিভূত হইলেন। মিত্র মহাশয়কে রমেন
জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা ও সব ‘টাকা’
‘কাগজ’, ‘বাড়ী’, কি পড়িলেন।” মিত্র
মহাশয় তাহাকে চুপে চুপে বলিলেন ও কিছু
নয়, প্রশ্ন। অবশ্য বেশী এসেছে কিনা, তাই
আবল তাবল বকছে। অমন হয়, ওব জন্তে ভয়
নেই। তুমি বরং একবার ডাক্তারের কাছে
যাও, তাঁকে ডেকে আন, না ডেকে কাজ নেই,
এখন কোন ওষুধটা খাওয়ান হবে, তাই জেনে
এস।” রমেন চলিয়া গেল। মিত্র মহাশয়
তাহাকে যেমন বুঝাইলেন, সে ঠিক তেমনই
বুঝিল কি না, তাহা বলা যায় না; তবে
পিতার কথাগুলি সে কোন দিনই ভুলিতে
পারিল না।

মিত্র গৃহিনী অন্তরাল হইতে দত্তমহাশয়ের
তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া স্বামীকে বলিলেন,
দেখছি কি? ঠিক ঘরে মারবে নাকি? আর
ওষুধ খাওয়াতে হবে না, রমেনকে এখন পাঠান
ভাল হয় নি, সে থাকলে মুখে একটু গঙ্গাজল
দিত।” কয়েকজন আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে
ডাকিয়া মিত্র মহাশয় অন্নদাবাবুর মুমূর্ষু দেহ
উঠানে বাহির করিলেন। কেহ ‘গঙ্গা,
নারায়ণ নাম ডাকিতে, কেহ বা মুখে গঙ্গাজল
দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রমেন ফিরিয়া
আসিল। পিতার মৃত্যু সন্নিহিত দেখিয়া বালক
চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল এবং পিতার
পার্শ্বে পড়িয়া ছট ফট করিতে লাগিল।
বোধ হয় তাহার করুণক্রন্দনে দত্তমহাশয়ের
একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি ডাকিলেন
“রমেন।” রমেন একটু স্থির হইয়া তাঁহার
পার্শ্বে বসিল এবং মিত্র মহাশয়ের উপদেশ
অনুসারে পিতার মুখে অন্ন গঙ্গাজল দিল।
দত্তমহাশয় বলিলেন “কই, গোবিন্দ কই?”

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, এই যে আমি, কিছু
বলবে?”

চন্দ্রাস—রমেনকে তোমায় দিলাম, আজ
থেকে তুমি রমেনের পিতা।”

আর তাঁহার বাক্য শ্রুতি হইল না।
রমেন তাঁহার মুখে গঙ্গাজল দিল, কিন্তু উঠা
আর পেটে গেল না। তাঁহার প্রাণ পক্ষী
উড়িয়া গেল। রমেন কাদিয়া বক্ষ ভাসাইয়া
দিল এবং সেই অপবিচ্ছন্ন উঠানে পড়িয়া কাটা
ছাগলের মত গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

(৩)

দীর্ঘ ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।
রমেন যে মিত্র মহাশয়ের বাটীতে কি প্রকারে
কাটাইয়াছে, তাহা সেই জানে। মাতৃ পিতৃ-
হীন বালক ভাল করিয়া খাইতে পরিতে পায়
নাই, মিত্র গৃহিনী তাহাকে একটু স্নেহ
করিলেও তাহা চারিদিকের অনাদরের মধ্যে
গন্য কুণ্ডলাসার দিনে সর্গ্য বশির মত ভাল
করিয়া দিতে পায় নাই। একটা বালিকা
কেবল তাহাকে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম
করিয়া ভালবাসিত, সে গোবিন্দবাবুর কন্যা
সুশীলা। সুশীলা রমেনের পক্ষে সুশীলাই
বটে! বোধ হয় সুশীলা না থাকিলে রমেন
এতদিন মিত্রমহাশয়ের বাটীতে ভিড়িতে পারিত
না, অনাদরের অন্ন অপেক্ষা ক্ষিপ্ত বৃদ্ধিও মাথা
পাতিয়া লইত। সুখের নদ্যা এইটুকু যে, সে
পড়িতে পাইয়াছে এবং বি, এ পরীক্ষা সকল
পরীক্ষাতেই প্রথমবার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এই ছয় বৎসরে মিত্র মহাশয়ের অদৃষ্ট
ফিরিয়া গিয়াছে—পাট ও কয়লার কারবারে
তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছেন,
ধূলা মুষ্টি ধরিতে সোণা মুষ্টি হইয়া গিয়াছে।
রাজাদের বাটী হইতে সুশীলার বিবাহের
সম্বন্ধ আসিতেছে, নবী নগরের জমিদার
তাহাকে পুত্রবধু করিবার জন্ত বড়ই ধরিয়া
বসিয়াছেন; সুশীলা বাকিয়া না বসিলে এত
দিন বিবাহ হইয়া গাইত। সকলেই আভাস
পাইয়াছিল যে, মিত্র মহাশয় কন্যার বিবাহে

৫০৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। তদ্বিধ
তাঁহার অল্প সম্ভান না থাকিতে সমস্ত সম্পত্তিই
যে কন্যা পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র
নাই। তাঁহার অল্প সম্ভান যে ছিল না, তাহা
নহে, প্রায় তিন বৎসর হইল, একটী ৬৭
বৎসরের পদ সামান্য অবস্থা মারা গিয়াছিল।

একদিন মিত্র গৃহিনী স্বামীকে বলিলেন
“তী গা কাজটা কি ভাল চল? পড়িয়ে
শুনিবে মানুষ কবে শেষে ছান ছাড়া করলে?”
মিত্র মহাশয় বলিলেন, “বাক্সা জমিদারের
ছেলে ছেড়ে দিয়ে এই হাববেব ছেলেব সঙ্গে
মেয়েব বিয়ে দিব! তুমি বল কি! তোমার
একটু আশ্রয় বৃদ্ধি নেই? এই জগত বলে,
দশ হাত কাপড়ে মেয়েমানুষ জাণ্ট।”

রাজা জমিদারের ছেলে ত আর তোমার
বাড়ীতে এসে থাকবে না ঐটুকু আমার শিব-
বানির সন্তে, ওকে আমি শশুর বাড়ী পাঠাতে
পাবো না। আর তা ঘরের ছেলেই বা
বল কাকে? ওব বাপের টাকাই ত তোমার
ব্যবসার মূলধন, লক্ষীর কোটা। দত্তমহাশয় না
মরবার সময় রমেনকে তোমার হাতে সঁপে
দিয়াছেন, আর তুমিও না জামাই করবে বলে
প্রতিশ্রুত ছিলে?” “সন্দেহ ঠিক; কিন্তু এক
ঘর বনেদি বড় মানুষ কুটুম চাই, লইলে সমাজে
বড় খাটো হয়ে থাকতে হয়। রমেনের সঙ্গে
কিছুতে মেয়েব বিয়ে হতে পাবে না, ও কথা
তুমি আব মুখে এনো না।”

“তাই বলে বাড়ী থেকে বিদায় করাটা
কি ধম্মে সটবে?” এই পাপেই বোধ হয়
গোপালকে হারিয়েছি।”

গৃহিনীর পুত্র শোকে হৃদয় ভরিয়া গেল,
অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি কুপিয়া কুপিয়া
কাদিলেন। একটু শান্ত হইয়া তিনি বলিলেন,
“সে হবে না, তুমি আজই রমেনকে
আনো গে? তার সঙ্গেই সুশীলার বিয়েবিয়ে
দিতে হবে, নইলে বাছা আমার চিরকালটা
মনের আগুনে পুড়ে মরবে। রমেন চলে
যাওয়া অবধি বাছার মুখটা চুপ হয়ে গেছে

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, দিন রাত্রি একলাটি বসে মুখ ভার করে ভবাচ্ছে।” “ঐ এক অদ্ভুত মেয়ে। বার বছর বয়সে ভালবাসা কিরে বাপু? ঐ জন্তাই ত আরও হৃদয়কে ছুঁঠাই করা দরকার।”

“আচ্ছা সে হবে, তোমার কাজকর্ম থাকে ত বাও, আমি একবার হাটখোলা যাব।

(৪)

রমেনের মাতুল ডাক্তার বামনদাস ঘোষ সংবাদ পাইলেন যে, অন্নদাবাবু মারা গিয়াছেন। নিরাশ্রয় রমেনকে এখন তাঁহার ষিকট লইয়া যাওয়া কর্তব্য স্থির করিয়া পূর্বের ঠিকানায় পত্র লিখিলেন; কিন্তু সে পত্র রমেনের হস্তগত হইল না। বামনদাসবাবু লোক পাঠাইয়া সংবাদ পাইলেন যে, সে বাড়ীতে যাহারা থাকিতেন, তাঁহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহ জানে না। বস্তুতঃ তখন অন্নদাবাবুর টাকাতে একটা বাড়ী ক্রয় করিয়া গোবিন্দবাবু রমেন ও পরিবার-বর্গের সহিত তথায় বাস করিতেছিলেন—বলা বাহুল্য যে, বাড়ী লিঙ্গ না হয় কেনা হইয়াছিল। এই কারণে বামনদাসবাবু রমেনের কোন সংবাদই না পাইয়া অতি দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতে পারিলেন। পাঁচ বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় বদলী হইয়া আসিলেন এবং ক্যাডেল মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য নৈপুণ্যে ও সূচিকিৎসার গুণে রায় বাহাদুর উপাধি পাইলেন এবং তৎসঙ্গে পসার জমিয়া গেল। কলিকাতার সকল বড়লোকই তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও চিকিৎসার জন্য বড় একটা ডাকেন না। গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে কাঁহারও পীড়া হইলে বামনদাস বাবুই চিকিৎসা করেন। এই স্বত্রে তিনি রমেনের সন্ধান পাইলেন।

রমেন মধ্যে মধ্যে মাতুলের বাটীতে বাতায়ত করে। তাহার বলিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার অতি কষ্টে ও অনাদরে গোবিন্দ

বাবুর বাটীতে বাস করিবার কথা বামনদাস বাবুর জী একে একে বাহির করিয়া লইলেন। দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পূর্বে গোবিন্দবাবুর অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি কোন ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন না, এক মহাজনের গদিতে সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন। তাঁহার ব্যবসা এই ছয় বৎসরের এবং উহাতেই তাঁহার বাড়ি বাড়ন্ত ও লক্ষ্মীপ্রীতি। বামনদাস বাবুর মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ রে! আমাদের তোর বাপের ত বেশ কারবার ছিল, টাকা কড়ি কিছু কি রেখে যান নি? রমেন বলিল, “শুনেছি কিছু ছিল; কিন্তু কত ছিল ও কোথায় ছিল, সে সখী কিছুই জানি নে।”

“আমাকে কিছু বলেন নি, তবে জেঠা মহাশয়কে এই বলেছিলেন যে টাকাটা মিছে ফেলে না রেখে যেন ৩০ হাজার টাকার চার টাকা স্নদের কাগজ আর ১২ হাজার টাকায় যেন একটা বাড়ী কিনেন! একথা আমার বেশ মনে আছে; কিন্তু টাকাটা যে কার, তা ঠিক বুঝিতে পারি নি।”

“উঃ ৪২ হাজার টাকা! টাকা তোর বাপের আবার কার? তা তার জন্তে মিত্র মহাশয়কে কোন দিন বলেছিলি?”

“বলেছিলাম, তিনি বলেন, পীড়ার বিকারে বাবা কি প্রলাপ বকেছিলেন, সে তাঁর মনে নেই। বাবার মাত্র শ'চারেক টাকা ছিল, তাতে শ্রাদ্ধ শাস্তি হয়েছে।”

প্রলাপ! অত বড় Scoundrel আর আছে! সব টাকাটা আত্মসাৎ করেছে! তোকে এতদিন পড়ালে শোনালে নিজের পয়সার বৃদ্ধি! উঃ কি পরোপকারী! কি বলবো কোন প্রমাণ নেই; লইলে একবার দেখতাম, কেমন সে গোবিন্দ মিত্রের!”

রমেনের মাতুলানী বলিলেন “এ খরচও না করলে পরতো। বোধ হয়, কোন বাধা আছে; লইলে যে রকম রূপণ শুনেছি, তাতে

এত খরচ করবার লোক সে নয়—মেয়ে টেরে আছে?”

বামনদাসবাবু বলিলেন, “ঠিক ধরেছ! দত্ত মহাশয় বলতেন শোন নি, তাঁর কোন বছর মেয়ের সঙ্গে রমেনের বিয়ে দিয়ে তাঁদের বড় স্বাম্যও শক্ত করবেন? বেশ একটা স্থল্লরী মেয়ে আছে। যেমন শাস্তিশিষ্ট, তেমনই বিদ্যা বুদ্ধি, কাজে কর্মে সকল দিকে সমান। বউ করতে হয় ত ঐ রকম। তবে পরের পয়সায় সে এখন বড়লোক, খুব বড় ঘরেই মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে।” পয়সা খরচ করলে তা পারবে; কিন্তু এমন সোণার চাঁদ ছেলেপায়ে কোথায়? বড় ঘরের অনেক ছেলেই বাদর। হাঁরে রমেন! তোর জেঠা মহাশয় কি জেঠাই মা বিয়ের কথা কিছু বলে?”

রমেন অনেকক্ষণ নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মাতুলানী ছাড়িবার পাত্রী নহেন। অবশেষে তাহাকে লজ্জা নম্র বন্ধনে বলিতে হইল যে, গোবিন্দ মিত্র তাহার পিতার মৃত্যুর সময় বলিয়াছিলেন যে, সে তাহার পুত্র স্থানীয় ত বটেই, উভয়ের অঙ্গীকার অনুসারে জামাইও বটে। এই কথা বরাবরই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন, সম্প্রতি আর বলেন না, অল্প পাত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।

সেই দিন বামনদাসবাবু স্থির করিলেন যে, গোবিন্দ মিত্রের বাটীতে অনাদর ও তাজিল্যের বোঝা মাথায় করিয়া রমেনের আর থাকা উচিত নহে। ইহার কয়েকদিন পরেই রমেন মাতুলালয়ে আসিল। গোবিন্দবাবু তাহাতে আপত্তি করিলেন না, বরং হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কারবারে উন্নতি হইবার পর হইতেই রমেন তাঁহার একটা গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছিল, তৎপরে যে দিন তিনি শুনিলেন যে স্থল্লরী তাহাকে ভালবাসে এবং সেও স্থল্লরীর প্রতি অনুরক্ত, সেদিন হইতে তাহাকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া নিষ্কণ্টক হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাহার মাতুল কলিকাতার বদলী হওয়ার্তে সে সুযোগ আপনি আসিল। (ক্রমশঃ)

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাউল পাঠান।

INDUSTRIES OF SMALL CAPITAL.

অল্প পুঁজীর কাজ।

Sealing Wax.

বাতি গালা প্রস্তুত প্রণালী।

পার্শেল, রেজিনী পত্রাদি শীল করিবার জন্য যে গালা ব্যবহার করা হয়, তাহাকে বাতি গালা বলে, গভর্ণমেন্ট এবং অনেক ব্যবসায়ীর আফিসে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং অল্প পুঁজীতে ইহা একটা লাভজনক কাজ।

ইহা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

ভিনিস টার্পেনটাইন	৩ আউন্স
চাঁচ গালা	৭ „
রজন	১ „
ক্যালসাইড ম্যাগনেসিয়া	১১ ড্রাম
ফেসিয়ান ব্লু রং	১ আউন্স

এই সমস্ত ঙুলিকে একটা মৃত্তিকা বা ধাতু পাত্রে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর অগ্নি হইতে নামাইয়া যখন একটু জ্বমিতে আরম্ভ হইবে, তখন কাঠের প্লেস তক্তার উপর ঢালিয়া সমতল করিয়া লইয়া ছুরি দ্বারা সরল রেখা ক্রমে দাগ দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইতে হইবে এবং অল্প একখানা প্লেস তক্তার উপর হাতে করিয়া পাকাইয়া লম্বা গোলাকার বাতির মত করিতে হইবে। চৌকাও করা যাইতে পারে। তাহার পর যখন বেশ শক্ত হইবে, তখন প্রত্যেক বাতিটাকে চীন কলিও বা কাজের পাত দ্বারা মুড়িয়া কাগজের বাক্সে পুরিয়া নাম, ঠিকানা, মূল্যাদি লিখিয়া টেশনারী দোকান সমূহে বিক্রয়ার্থ দিতে হইবে। বাতি গালা ঝাল করিতে হইলে সিন্দুর, কাল করিতে ভূঁয়া এবং হলদে করিতে হইলে পেউড়ী প্রভৃতি রং জবী-কৃত গালায় সহিত মিশ্রিত করিলে সেই রং হইবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

RED SEALING WAX.

লাল বাতি গালা।

Shellack	3 Parts
Venice Turpentine	1 1/2 „
Vermilion	2 1/2 „

প্রক্রিয়া উপরোক্ত প্রকার।

BLACK.

কাল বাতি গালা।

Common Resin রজন

Pitch পিচ

Ivory Black আইভরি ব্লাক

সম পরিমানে লইয়া একত্র গলাইয়া পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

BEST LEQUID BLUE BLACK INK.

অতি উৎকৃষ্ট ব্লু ব্লাক কালী

প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

এই ব্লু ব্লাক কালী সম্বন্ধে “কাজের লোক” ইতিপূর্বে বহু প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি কোন আমেরিকান কেমিষ্ট জর্জাল হইতে নিম্নলিখিত ফর্মুলাটি পাঠকগণকে উপহার দিলাম। তবে সমস্ত দ্রব্য যে ভারতের বাজারে পাওয়া যাইবে কিনা তাহাই শব্দটের কথা।

(Editor in Council)

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

A Blue-black Ink Formula.

In response to the inquiry of many readers for the formula of a good ink which will write blue and

turn black, we suggest the following :—Aleppo nutgalls, coarsely ground.

1 pound.
Sulplate of Iron 5 ounces.
Gum arabic 4 ounces.
Boric acid 1/4 ounce.
Extract of indigo 1 ounce.
Picric acid 1 drachm.
Water, sufficient to make 1 gallon.

Macerate the nutgalls in 1 gallon of water for twelve hours, then boil in kettle for one hour and pour off the decoction; add half a gallon of fresh water to the drugs, and boil again for half an hour and pour off the liquid; press the residue and mix the product with the previous decoction. This will make about 1 gallon of liquid. To this, while still warm, add the remaining ingredients and dissolve; add water if necessary to make 1 gallon, and after standing twelve hours, or more, strain through a coarse muslin strainer.

This is a good writing fluid, similar to those most popular in the market.

B. D. M.—লাভেওয়ের অনেক কয়-মুলা বহুবার বাহির হইয়াছে, “কাজের লোকের” পুরাতন ডলিউনগুলি অহসঙ্কল করুন। তথাপি অল্প একটা নতুন প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে দেওয়া হইল।

Recipes for Lavender Water.

Lavender water is prepared by mixing together 4 oz. of oil of

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

lavender, 1 oz. of oil of bergamot, 1 dr. of essence of ambergris, and 1 gal. of spirit of wine. Lavender and musk is made by mixing 4 oz. of oil of lavender, 2 oz. of essence of musk, 6 dr. of essence of ambergris, 6 dr. of oil of bergamot, and 1 gal. of spirit of wine.

ঐযুক্ত অরবিন্দ সেন—আপনি “কাজের লোকের পুরাতন ভলিউমগুলি বৃদ্ধি গ্রহণ করেন নাই, পাউডার প্রভৃতির বিবিধ রহস্য তাহাতে পাইবেন। আপনাকেও একটা করমূলা প্রদান করিলাম।

Making Violet Powder.

Violet powder is prepared by mixing together 7 lb of potato starch or cornflour and 4 oz. of orris root in fine powder. The starch may be tinted with a trace of aniline violet dissolved in spirit. In reply to a further question, fuller's-earth is a natural silicate of alumina pulverised and levigated with water, the finest portion being separated by subsidence from water then drained and dried.

R. K. D.—আপনার পত্র পাইয়াছি, নকী সেরামত শিকার এখানি ইংরাজী পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়, তাহার মূল্য ৩০ টাকা, আদেশ করিলে ডিপিতে পাঠাইতে পারি।

ঐযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। “টাকের লোশন” আনিতে চাহিয়াছেন। আপনি

১৯১০ সালের “কাজের লোকের” ৫১ পৃষ্ঠায় পাইবেন। আমরা নিজে একটা উৎকৃষ্ট টাকের লোশন প্রস্তুত করিয়া ৫০ আনার শিশি বিক্রয় করিতাম। বেশ ভাল ঔষধ। ইহাতে একমাস ব্যবহারেই চুল গজাইত।

ঐবিনোদবিহারী দত্ত।

অতিরিক্ত রক্তাবে বোথানে জরায়ুর মুখ শিথিল হইয়া প্রচুর রক্তস্রাব হইয়া থাকে, সেখানে Helonine ১×. চূর্ণ প্রতি ডোজে ১ গ্রেণ করিয়া দিবসে ৩ বার দিবা মাত্রই এই শোণিতস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, ইহা বহুবার আমরা পরীক্ষা করিয়াছি বলা বাহুল্য ইহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

কোন পীড়ার গোপনীয় পত্রাদি আমাদের দাতব্য ঔষধালয়ে পাঠাইলে যথাসাধ্য বিনা মূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। উত্তরের জন্য টিকিট পাঠাইতে হয়। আনোণ্য হইলে যদি কিছু এই দাতব্য ঔষধালয়ে দান করেন, তাহা “কাজের লোকেই” প্রাপ্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে।

NUGGETS OF WISDOM FROM T. YERKES.

Wealth does not buy happiness but it purchases only luxuries. Luxuries are only the fringe of happiness.

The world is not what it is ; it is what have made it.

The heaven of happiness was never reached by overloading the ship with adversity.

What is the great secret of happiness ? Only one word can express that—contentment.

Charles T. Yerkes, millionaire, who made his immense fortune from street railroads, told a reporter “that the accumulation of great wealth does not produce happiness.”

It was in his splendid mansion at No. 864 Fifth avenue that Mr. Yerkes made that assertion. In the white and gold hallway hung with valuable draperies, with roses in infinite variety blossoming in every nook, Mr. Yerkes said :

“No, wealth does not buy happiness, it only buys luxuries. Luxuries are only the fringe of happiness.”

TAKE THIS OLD MAN'S ADVICE.

“I never worried and I never grieved. I worked until I was tired; and then slept in unbroken rest until it was time to work again. It is those who sit brooding over their misfortunes who grow old before their time, and a whole night's sorrowing has never put a copper into any man's pocket or made a misfortune lighter to bear.” Concerning his personal habits, he says : “I got drunk twice in my life—once through my own fault and once through the fault of others ; and I was so dreadfully ill afterward that it was not difficult to keep sober with that remem-

brance on my mind." There are profound truths in his philosophy which, if adopted, would physically benefit every human life.—*Youth's Companion*.

THOUGHTS WORTH THINKING ABOUT.

The fellow who intends to succeed, works without a time-table.

Men are not influenced by things, but their thoughts about things.

There is practically no power whatever is a shifting vacillating life.

When Opportunity knocks at your door, Responsibility stands behind her.

The body should be made simply the servant of the mind not the master.

The rarest radiance that lights a human face, is the contentment of a loving soul.

Concentration and hard work are the hand maids of Success, in whatever calling or country.

No one ever accomplished anything worth while that did not believe that it could be done.

It doesn't cost the rose anything to bestow its fragrance on the passer by—but, oh, what a blessing it is!

When a man resolves to advertise, he discovers that it is not an easy matter to get customers. Some of them must come from other firms, and it seems like drawing teeth to get them away. These customers have been so long attracted by the advertisements of the other merchants that it is not easy task to get them to change. Thus is the value of advertising shown. It is difficult to get the trade which these advertisers have acquired, and it needs time and work to build up a new one, but when it is yours, it is difficult for another to get it away from you. The best way for a beginner to operate is to aim for new trade and to create, so far as possible, new demands. This is not only easier, but it is the part of wisdom, for a certain proportion of the old trade will naturally gravitate with it. *Art of Advertising.*

WANAMAKER FIGURES AND FACTS.

Profits for one year from the Philadelphia store, \$ 1,750,000. Receipts in New York store for one day only (Saturday before Christmas), \$ 500,000. Amount spent last year in advertising in Philadelphia, \$ 300,000. The sum named above for advertising was spent in newspapers and magazines. The advertising bills for the New York store were a little in excess of Philadelphia and the business in New York was greater than in any year since A. T. Stewart's time.

NO HONEST WORK IS EVER SMALL.

(Edith Macomber Hall).

No honest work is ever small,
Like grains of sand upon the shore.
Each little act, God sees it all,
And draws us upward more and more,
As sweeps the waves of His eternal love.

And so, if you do well the tasks,
However small that comes to thee.
Then later on the work He asks—
Seeing thy strength—will greater be
And thus He fits thee for thy crown of love.

"Signogram."

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হবে।

(কৌতুক)

FOR THE LEISURE HOUR.

কমলাকান্ত ।

[আত্মপ্রাণিক গল্প]

“ক”

কলিকাতার কাছাকাছি কালীঘাটের কমলাকান্ত, কৃষ্ণগঞ্জের কাঁসারী পাড়ার—করালীকুমার করের কনিষ্ঠা কন্যা কাদম্বিনীর কন্যাক্রয় করিয়াছিল। করুণাময়ী কালিকার করুণায়, কমলাকান্তের কামাখ্যারী কতিপয় কমলকোরকোপম কুমার কুমারী, কাদম্বিনীর ক্রোড়ে ক্রীড়া করিল; কিছুকাল কৌতুকেও কাটিল।

কমলাকান্ত “কুক কেল্‌তি” কোম্পানীর কারখানার কেরানীর কর্ম করিত। কাদম্বিনীর কেমন কপাল!—কসবীটোলার কোনও কৃষ্ণকার—কুৎসিতা কামিনী, কথার কোশলে কামের কুহকে—কমলাকান্তকে করায়ত্ত করিল। কাজে কাজেই—কমলাকান্ত কসিত কণক-কান্তি—কাদম্বিনীর কপালে কদলী।

কমলাকান্ত, কুহকিনী কামিনীর “কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটিরে,” কোনও কুপণী করিত না। কিন্তু কেহ কেহ কমলাকান্তকে কুপণ কহিত।—কুহকিনী—কাবাব, কাটলেট, কেক, কারী, কোর্সী করিয়া কমলাকান্তের কারক্রেপে কামানো কড়ির কর্ম কাবার করিত। কাদম্বিনী কি করিবেন? কাঁদিয়া কাটিয়া কষ্টে, কোনরূপে কাল কাটাইতেন, কেমনা, কান্তকে কষ্টের কথা কহিলে কর্মপাত করিত না, কেবল কুখ্যা কহিত। কিন্তু কাদম্বিনী—কান্তের কুব্যবহারের কথা কখনো কাহারও কাছে কহিতেন না। কেহ কমলাকান্তের কলকে কটাক করিয়া কোনও কুৎসা করিলে, কেবল কাঁদিতেন। কুমার কুমারী করতীর কারণে কিছু কিছু কর্ম করিতেন।

কর্ম করিয়া কামিনী কাটিবে? কাজেই কান্তপ্রাণ কাদম্বিনী—কান্তের কাছে কর্মের কথা কহিলেন—কত কাঁদিলেন—কত কাকুতি করিলেন—কিন্তু—কঠিনচিত্ত কিছুত কিমাকার—কমলাকান্ত—কাদম্বিনীর কথা কেয়ার করিল না।

ক্রমে, কান্তের কদর্যা কাণ্ডকারখানার, ক্রিষ্ট কলেবরা কাদম্বিনীর “কুমুম-কোমল-কমনীর” কারা—কাশরোগে কাহিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় করালীকুমার—কন্তার কাসের কথা, কাঁচড়াপাড়ার কুপাসিদ্ধ কাব্যচঞ্চু—কবিরাজকে কহিলেন, কবিরাজও—“কুমাও-খণ্ড”, “কাঞ্চনাজ”, “কুমুমমৃত”, “কিন্নরকণ্ঠ” “কনকাসব,” “কল্যাণমুন্দর”—কত কি করিলেন, কিছুতেই কাদম্বিনীর কাসি কমিল না, “কডলিভার” কোন কাজ করিল না।

কাল কি কামিনিকালে কাহারও কথার কর্ণপাত করিয়াছে? করিবে কেন? কার্তিক মাসে—কাদম্বিনীকে—কৃতান্ত কঠোর কবলে কবলিত করিল। কন্তা-শোক-কাতর করালীকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে কাশী-যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণগঞ্জের কোটা—কন্তাচিং কাপ্তেন কিনিল।

ক্রমে, কুখপ্রিয়া কমলা—কমলাকান্তকে কুদৃষ্টি করাতে, কমলাকান্ত কাজেই—“কুক্‌কেল্‌তি কোম্পানীর কর্তাটা—কোপে কটুস্তি করিয়া—কমলাকান্তকে কর্মচ্যুত করিলেন। কুকণে কর্ম করিয়া কমলাকান্ত কারবার করিল।

কালক্রমে, কারু-কুল-কলঙ্ক কামুক কমলাকান্ত—কর্মের কল্যাণে কারাগারে কিছুকাল কাটাইয়া—কলেরার কুপোকা করিল। ইতি।

বহুধার।

৮ রাধাজীবন রায়, কবিশেখর।

যুক্তিযোগ।

হাঁপানী ও কাশীর মহোষধ।

মধু ও তুলসী পাতার রস ২০ কোটা, একত্রে মিশাইয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে ছেলেদের কাশী ভাল হয়।

ময়ুর পাখার তন্ন মধুর সহিত মিশাইয়া অবলোহন করাইলে কাশী ভাল হয়।

প্রসূতির স্তনের ক্ষত।

শিশুগণের শুভ্রপান জনিত ক্ষতে নিম্ন লিখিত ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ।

বাবলা, অথবা দালিমের গোটা কতক ছাল পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিবে, পরে তাহাতে অল্প পরিমাণ ফটকিরির শুড়া মিশাইয়া ৫৬ দিন স্তন ধুইলেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

অগ্নি দগ্ধের ঔষধ।

পুড়িষামাত্র দগ্ধ স্থানে স্নাতকুমারীর শাঁস দিলে আলা যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ফোঁকাও হয় না।

মোমাছী কামড়াইলে একটু সৈন্ধব লবণ দংশিত স্থানে টিপিয়া ধরিলেই ভাল হইয়া যায়।

বিছার কামড়াইলে সোলা তন্ন করিয়া হকার জলে গুলিয়া প্রলেপ দিলে লাভ হয়।

বৃশ্চিক দংশনে ক্ষত স্থানে একটু তিনি-গার দিলেই বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

সর্প দংশনে ঐ তিনিগার ব্যবহারে জীবন রক্ষার বিস্তৃত বিবরণ “কাজের লোকে” ইতি-পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, বোধ হয় পাঠক গণ আজও বিস্মৃত হন নাই।

মন্দাগির মহোষধ।

অল্প ছটাক পরিমাণ গোঁড়া নেবুর রসে একটা খেচি কড়ি দিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দিতে হয়। পরদিন প্রত্যবে একটু ইক্ষুর চিনি সহ সেবন করিতে হয়, এইরূপ তিন চারি দিন করিলেই অগ্নি বৃদ্ধি হইবে।

পুরাতন “কাজের লোকে” সূচীপত্রের অঙ্ক ১০ আনা ডাকমাঙ্গল পাঠান।

দেশীয় মুক্তিযোগ।

(মহিমাবার সংগ্রহিত)।

যে সকল ফোড়ার মুখ হয় না, যথা বাগ
প্রভৃতি, তাহার মুখ করিতে হইলে আদা,
পান, পেঁয়াজ, বকুলছাল, সোডা, খেসারির
ডাল সমপরিমাণে লইয়া চোনা অর্থাৎ গো-
মুত্র দ্বারা বাঁটিয়া যে ঘার মুখ হয় নাই,
তাহার উপর প্রলেপ দিবেন। তাহা হইলে
ক্ষতের মুখ আপনা হইতে হইবে এবং ফাটিয়া
পুঁষ বাহির হইবে।

ইহাতেও যদি ক্ষতের মুখ না হয়, তাহা
হইলে দ্বিতীয় উপায়ে নিশ্চয় মুখ হইবে।
কলমীশাকের মূল ও অগ্রভাগ ও পাক্ততাত এই
উভয় দ্রব্য একত্রে বাঁটিয়া ফোড়ার উপর
প্রলেপ দিলে ফোড়ার মুখ হইবে।

চাদনী (পদ্ম)।

ক্ষত শুষ্ক করিবার ঔষধাবলী।

পাঁপেরী খয়ের	১ তোলা।
তুঁতে	১ তোলা।
চিতি সুপারী	১ তোলা।
সোহাগা	১ তোলা।
চাউল পোড়া	১ তোলা।
ভাজা বালি	১ তোলা।
হিরাকস	১ তোলা।
পুস্তান লোহার গুড়া	১ তোলা।
আপাংএর রসে বাঁটিয়া তৎপরে খুদে কচুয়ার রস দ্বারা পরে চুনের জল সহিত বাঁটিয়া শুষ্ক করিয়া গোলাকার বটা প্রস্তুত করিতে হইবে। যখন ব্যবহার করিতে হইবে, তখন লোহার পাত্রে জল দিয়া ঘষিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যাইবে।	

কাটা ক্ষত মুখ হইতে রক্ত পড়িলে

বন্ধ করিবার ঔষধ।

হুর্কার রস ১ তোলা, আপাংরস ১ তোলা
একত্র মিশাইয়া ক্ষত স্থানে বস্ত্র ভিজাইয়া ক্ষত
বান্ধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

২। পোড়া মাটির প্রলেপ দিলেও রক্ত
বন্ধ হইয়া যায়।

সর্প বিষের ঔষধ।

জয়পালের বীজ পাথরের উপর ঘষিয়া
উহা দুর্কাধাস দ্বারা চক্ষের নীচে একটা দাগ
দিবে। তাহা হইলে বিষ নষ্ট হইবে।

রক্তস্রাব—(Monorrhagia.)

স্ত্রীলোকের অধিক রক্তস্রাব হইলে আতা-
গাছের ছাল উল্টা দিকে কাটিয়া জলের সহিত
বাঁটিয়া একটা ছোট মটরের মত বটিকা করিয়া
রোগিনীকে সেবন করাইলে রক্ত বন্ধ হইবে।

রক্ত আমাশয়।

১। সোরা ৫ গ্রেণ।
আমড়াগাছের ছালের রস অর্দ্ধ ছটাক
প্রাতে খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

২। খানফুলী পাতার রস ২ কানের
ভিতর এবং নাভীতে দিয়া ঐ পাতার ছিবড়া
চিবাঁইয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

শিরঃস্রাব।

অপমাজিতার শিকড় কানে বান্ধিয়া
রাখিলে যাবতীয় শিরঃস্রাব উপশম হয়।

আধ কপালে।

খেত অপমাজিতার মূল বাঁটিয়া কপালে
প্রলেপ দিলে ভাল হইবে।

SCRAPS.

সারসংগ্রহ।

লবণ।—গবর্ণমেন্ট লবণ বিভাগের কর্ম-
চারীদের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন, কেহ
যদি নিজের আহার জন্ত লবণ তৈয়ার করে,
কর্মচারীরা তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত
করিবেন না।

টিটাগড় কাগজের কল।—টিটাগড় কাগজের
কলে অসাধারণ লাভ হইতেছে। ১৯১৭
সালের শেষ ৬ মাসে ১০,৭০,৩৯৫ টাকা লাভ
হইয়াছে। এই লাভ হইতে ২টি নূতন কল
স্থাপন করা হইয়াছে। ২ লক্ষ টাকা ব্যয়
করিয়া প্রথম কল ও ১৬৮,২২০ টাকা ব্যয়
করিয়া দ্বিতীয় কল স্থাপন করা হইয়াছে।
১ম বারের যন্ত্রাদির জন্ত ৩ লক্ষ ও ২২ কলের
যন্ত্রাদির জন্ত ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা খরচ
করা হইয়াছে। ১ম কলের কাছে রেলওয়ে
লইয়া যাইবার জন্ত ২০ হাজার টাকা ব্যয়িত
হইয়াছে। ইহার পর অংশীদারদিগকে বৎসরে
শতকরা ২০ টাকা লাভ দেওয়া হইয়াছে।

কাগজের দাম পাউণ্ড প্রতি ৬ পয়সার
স্থলে ৩২ পয়সা হইয়াছে। কাগজের কল
ওয়ালা ২০ টাকা সুদ খাইবেন, আর লোকে ৮
আনা পাউণ্ডে কাগজ ক্রয় করিবে, অবস্থা
যখন এইরূপ হইয়াছে, তখন গবর্ণমেন্টের সে
কাগজের দর নির্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত।
যুদ্ধের সুবিধায় ২।৪ জন ধনী হইবে, আর
সহস্র লোক দরিদ্র হইবে, ইহা কখনও সহ্য
যায় না।

পুস্তান “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন হউন।

চিকিৎসকের নামে অকৃত নালিস।

আমেরিকার একজন অস্ত্রচিকিৎসক পথে এক-থলকে ভিক্ষা করিতে দেখেন। অস্ত্রচালনা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিবার অস্ত্র চিকিৎসকের অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া তাহার থল দূর করেন। ইহার পরেই থলের আত্মীরেরা চিকিৎসকের নামে টাকার দাবী দিয়া আদালতে এই বলিয়া নালিস করেন যে, চিকিৎসক থলের ভরণপোষণ উপযোগী আয়ের পথ বন্ধ করিয়াছেন, সে ভিক্ষা করিয়া দিনে প্রায় ১ ডলার (১৫ টাকা) উপায় করিত। এক্ষণে বত দিন না সে নিজের কোন কাজ পায়, ততদিন আমাদেরই তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে হইবে। বিচারক মোকদ্দমার বিবরণ শুনিয়াই তাহা ডিসমিস করিয়াছেন।

সাদা ময়দা—অল্পদিন হইল আমেরিকায় ইউনাইটেডষ্টেটস্ গভর্ণমেন্টের অঙ্গসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কতকগুলি কলের অধিকারী যে প্রক্রিয়ায় ময়দার বর্ণ শুভ্র করেন, তাহা বিশেষ স্বাস্থ্যকতিকর। পরীক্ষার জন্ত, এই ময়দা হইতে নিষ্কাশিত সার (Extracts) ধরগসকে খাওয়ানতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ ময়দা, বাহা শুভ্র করা হয় নাই, তাহার নিষ্কাশিত সার নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছে। তথাকার গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগ এই প্রকার শুভ্র ময়দা স্বাস্থ্যহানিকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

প্লেগের ঔষধ।—পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট প্লেগ আঁড়িত স্থানের লোকদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছেন :—

১। বাড়ীর মধ্যে যেটি বড়ঘর ও যেখানে বায়ু নির্ঝরে চলাচল করিতে পারে, সেই ঘরে ময়দা জানালা খুলিয়া রাখিয়া রোগীকে শয্যার উপর শয়ন করাইয়া রাখিবে। যদি বৃষ্টি না থাকে, তবে ঘরের বাহিরে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিবে।

২। তরল পদার্থই রোগীর একমাত্র পান্য হইবে।

৩। রোগী তৃষ্ণার্ত হইলে তাহাকে ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিবে। তৃষ্ণার সময় যথেষ্ট শীতল জল পান করিতে না দেওয়া অত্যন্ত ভুল।

৪। দুই ঘণ্টা পর রোগীকে এক কাচা জলে এক ফোটা টিংচার আওডিন সেবন করা-ইবে। রোগী যদি ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘুম ভাঙাইয়া ঔষধ খাওয়াইবে না।

৫। প্রাতে ও সন্ধ্যায় দিনে দুইবার রোগীর বাহির উপর টিংচার আওডিনের প্রলেপ দিবে। অস্ত্র কোন ঔষধ দিবে না।

প্লেগ রোগ কেবল আওডিন প্রয়োগেই অনেক স্থলে প্রশমিত হইয়া থাকে।

কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত এই যে, স্ত্রহ লোকেরা আওডিন খাইলে, তাহাদের আর প্লেগের ভয় থাকে না। যে স্থানে প্লেগ আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানের কোন লোকের যদি অর হয়, বা শরীর খারাপ বোধ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ জোলাপ দিবে। দান্ত হইবার পর তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১ কোটা টিংচার আওডিন এক ছটাক ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া খাইতে দিবে। ইহাতে প্লেগ নিবারিত হইবে।

ধার্ম্মমিটার।

হলান্ড দেশের ড্রেবল (Drebbel) নামক একজন কৃষকই সর্বপ্রথমে ধার্ম্মমিটারের আবিষ্কার করেন, ড্রেবল নিখিঁত ধার্ম্মা মিটারের আকৃতি অন্তরূপ ছিল এবং তাহাতে পারদের পরিবর্তে রজিন জল ভরা থাকিত। বৈজ্ঞানিকেরা তাহার অনেক উন্নতি করিয়া, বর্তমান প্রচলিত ধার্ম্মমিটার নির্মাণ করিয়া-ছেন।

কৃত্রিম উপায়ে অকালে পুষ্পের হঠাৎ বিকাশ।

কবি বলিয়াছেন,—

“তোমরা কেউ পারবে না গো

পারবে না ফুল ফোটাতে,

যতই বল, যতই কর

যতই তারে তুলে ধর

ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন

আঘাত কর বোটাতে।”

কবির উক্তি মন-ফুলের বিষয়ে যতই সত্য হউক, বনফুলের বিষয়ে তত নয়, কয়েক বৎসর পূর্বে একজন ফরাসী পরীক্ষক ইহা দেখাইয়া-ছেন। তিনি বেশ খোলামেলা ভাবেই পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন, ও জিনিসগুলি পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। স্মরণ্য পরীক্ষা দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন যে, ইহার মধ্যে বাজীকরের চালাকী কিছুই নাই।

টবে-লাগানো একটি গোলাপের চারা সকলকে দেখানো হইল। চারিটিতে কুঁড়ি ছিল মেলাই, কিন্তু কোটা ফুল একটিও ছিল না। পরীক্ষক বলিলেন যে, দশ মিনিটের মধ্যেই চারাটি কোটা ফুলে ভরিয়া যাইবে। ইহা বলিয়া তিনি গাছের গোড়ার একটু জল ঢালিলেন। গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়া উঠিতেই তিনি একটি ঢাকনি দিয়া গাছটি ঢাকিয়া দিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে ঢাকনিটি সরানো হইলে সকলে দেখিয়া-আশ্চর্য্যাবিত হইলেন যে, গাছটি চমৎকার ফোটা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ফুল-গুলি দেখিলেন, কেহ কেহ হু'একটা তুলিয়াও লইলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় সমজদারও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, ফুলগুলিতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা বা প্রযুক্তি নাই।

সম্ভ্রান্তি এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের রহস্য উন্মোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পরীক্ষক এমন

একটি গাছ গইরাছিলেন, বাহার কুঁড়িগুলি
ক্যালিফোর্নিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল সোসাইটি
না। পরীক্ষা দেখাইবার অল্প সময় পূর্বে
স্বাস্থ্যের গোড়ার চারিদিকের মাটিতে একটি
ছোট আইল কাটিয়া তাহার মধ্যে চুনের
ছোট টুকরা রাখিয়া সবটা আবার মাটি দিয়া
চাকিয়া বেশ সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।
এই অবস্থার গাছটি দর্শকদিগকে দেখানো হয়।

এইবার অল্প ঢালিবার পালা। কেহ কেহ
ভাবিয়াছিলেন যে, অলটা হরত খাটি অল্প নয়,
কোনো-প্রকার ঔষধ বা আর কিছু। কিন্তু
জিনিসটা খাটি অল্পই বটে। মাটি ভিজিয়া
উঠিতেই নীচের চুনে অল্প লাগে, চুন কুটিতে
আরম্ভ করে, তাপ উৎপন্ন হয়, এবং
কতকটা অল্প বাষ্প হইয়া যায়; এই অবস্থার
গাছটি চাকিয়া দেওয়ার ঐ প্রথম বাষ্প বাহির
না হইয়া গাছের কুঁড়িগুলির গারে লাগিতে
থাকে। ইহাতেই ফুলগুলি অকালে হঠাৎ
কুটিয়া উঠে।”

কৃষি সম্পাদ।

HOMEOPATHIC NOTES.

ক্যালি-ফস্ফরিকম্।

বাধক;—নিরন্তর মূত্র শিরঃশীড়া লাগি-
য়াই আছে, সমস্তদিনই হুঁচু হুঁচুভাব, খিটখিটে
বেজাজ, কিছুই ভাল লাগে না, কেবল রাগ
হয়; সামান্য বকাবকিতেই কাদিয়া ফেলে;
নিজের উপর দমনশক্তি থাকে না, ক্রোধ,
শোক দমন করিতে পারে না। তৃতীয় দশমিক
শক্তি দিবসে চারিবার এরোগে তিনমাসে
বাধক হয় হয়।

উদরাময়;—খাইবার পরই গা বমি বমি
করে ও হুঁচু হুঁচুভাব; চেষ্টা করে পচা পদ ও
পচাখাদ; বিষমিধাতে চেষ্টার উপশম হয়,

বৈকালে পেট দমন হয় উঠে ও পেটের
ভিতর ঘন চিবাইতে থাকে।

ডাক্তার লেয়ার্ড ক্যালি-ফস্ এবং এনাকা-
ডিরমের লক্ষণ তুলনা করিয়া বলেন, ক্যালি-
ফস্ রোগীর দায়নিক দুর্বলতা বেশী। দুইটি
ঔষধের পীড়া পুনঃপুনঃ পাল্টায় হইয়া থাকে,
কিন্তু খাওয়ার দোষে হইলে এনাকাডিরম এবং
শোক, উৎকণ্ঠাজনিত হইলে ক্যালি-ফস্ দিতে
হয়।

একটা শীর্ণকারা স্ত্রীলোক এসব করিয়া
শীর্ণতার হইয়া পড়ে। পরে ছেলেটিকে স্তন
দিয়া আরও শীর্ণ হইয়া পড়ে, ছেলেটির
অস্থিখের ভাবনার রুগ্ন হইয়াছে, অক্ষিপুটের
উপর বেদনা, শিরঃশীড়া মত, ঢুলু ঢুলুভাব,
তবু হির থাকিতে কষ্ট হয়, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ,
জিহ্বার কটা ময়লা পড়িয়াছে, ইহাতে ক্যালি-
ফস্ আশ্চর্য ফল দেয়। দায়নিক দুর্বলতা,
জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটিত। স্যাক্রাম্
অস্থিতে কনকন করে। নিদ্রা হয় না, পৃষ্ঠে ও
অক্ষিপুটে মূত্র বেদনা। উত্তেজনশীল। হতাশ,
পুনঃপুনঃ প্রচুর পরিমাণে মূত্র হয়। প্রস্রাবে
ফস্ফেট বেশী থাকে।

টাইকরিড্ জরের অনেক রোগীতে
ক্যালি-ফস্ দরকার হইয়া থাকে। লক্ষণসকল
তত স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না। কয়েকদিন
যাবৎ মানসিক গোলযোগ; প্রথমে কপালে
বেদনা করে, ক্রমে বেদনা মধ্যে মধ্যে থাকে
আবার থাকে না, শেষে হাতী হইয়া বেদনা
লাগিয়াই থাকে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ; জিহ্বার
কটা ময়লা; শীত শীত বোধ; দুর্বল, ক্লান্তি
বোধ, তলপেট কাঁপে, দুর্গন্ধ, ক্লান্ত হরিদ্রাবর্ণ
কালমত মল হয়। স্ত্রী কি পুরুষ, উত্তরেক্ট
এই ঔষধ ফলদায়ক, দায়নিক ধাতু হইলেই
হইল।

ক্যালি-ফস্ রোগীর রোগের মূল কারণ
উত্তেজনা; অত্যধিক পরিশ্রম এবং মনকষ্ট
ও উৎকণ্ঠা।

সং হোঃ।

REVIEW.

সমালোচনা।

সনিদান শিশু-চিকিৎসা ও শৈশবীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব

(২ খণ্ড একত্রে) আন্দুলবাকীয়া “চিকিৎসা
প্রকাশ” কার্যালয় হইতে ডাক্তার শ্রী
বীরেন্দ্রনাথ হালদার দ্বারা প্রকাশিত
মূল্য ২৫০ আড়াই টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানি দুইখণ্ড, একত্রে প্রায় ৪০০
পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ, ছাপা এবং কাগজ ভাল।
আলোচ্য গ্রন্থ খানিতে কথোপকথনরূপে
অতি সহজ চলিত কথায় শিশুদিগের বাবুতী
পীড়া, তাহার চিকিৎসা, ভৈষজ্যতত্ত্ব, রোগ-
নির্ণয়ের বহু সহজ সাধ্য উপায়, এরূপ মূল্যবান
সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, শিশু-
চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থখানি অমূল্য রত্ন বিশেষ
হইয়াছে। ইহা যে শুদ্ধ গ্রন্থ চিকিৎসক-
গণের পক্ষেই অপরিহার্য পুস্তক, তাহা নহে,
প্রত্যেক সাংসারিক লোকের ও অপরিহার্য
সন্দেহ নাই। ডাক্তার বীরেন্দ্রবাবুর প্রকাশিত
বহু পুস্তক পল্লীচিকিৎসকগণকে সাহায্য
করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার এই ঐকান্তিক
চেষ্টার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। আমরা এই
পুস্তকখানি পাঠে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।
অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যতীত, বহু সহজ
প্রাণ্য টোটকা মুষ্টিবোঁগাদির চিকিৎসার
প্রদত্ত হইয়াছে। এমন চিকিৎসাগ্রন্থের
যে সর্বত্রই সমাদর হইবে, তাহা আশা করা
যায়। “চিকিৎসা প্রকাশ” কার্যালয়, আন্দুল
বেড়িয়া পোঃ, জেলা নদীয়া এই ঐকান্তিক
প্রাণ্য।

এখন আর আরেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

VEGETARIAN DIET—By

Ram Das Pal and J. N. Faria,

Published by The Bombay Humana

Santham Fund, 309 Shroff Bazar

Calcutta 2. Price annas -/4/- four

আনোচা পুস্তিকাখানি ইংরাজী,

ইহাতে আশিষ ভক্ষণের অনিষ্টকারিতা এবং

কণমূল্যাদি ভক্ষণের মহৎ উপকারিতা সম্বন্ধে

গবেষণা আছে। পুস্তকখানি লোক হিতকর,

ইহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আমরা এই

পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পরিচয় তাম্রদীপক।

উদ্যোগপত্রিকা, অমর, বঙ্গবন্ধু, পট্টমালা
পাণ্ডুলিপি সংগ্রহীত যাবতীয় বিপণ্যাদি দ্রব্যবস্তুর
মূল্য ও বিক্রয়াদি প্রকাশিত হয় এক তাম্রদীপক।
দি তাম্রদীপক কোম্পানি।
মুম্বাইর জন্ম এক জন্ম টিকিট চাই। মুম্বাই, ইউ, পি।

ওরিয়েণ্টাল ষ্টোন্স।

৪৫/৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট,

(বাঙ্গারাম অক্জুরের গলির ভিতর)

কলিকাতা।

বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানীর একমাত্র এজেন্টস্।

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড্ কৃত “দিল্লী বিস্কুটের” বিশেষত্ব কি ?

(১) ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশী অর্থ ও স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন।

(২) ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু প্রণালাতে প্রস্তুত এবং ইহাতে ডিম, চর্বি কিম্বা অন্য কোন প্রকার ধর্মহানিকর পদার্থ নাই।

(৩) গঠনের পারিপাট্যে, স্বাদে ও লঘুতায় ইহা বিলাতী কোন বিস্কুট অপেক্ষাই হীন নহে— অধিকন্তু দামে সস্তা।

(৪) ভারতবর্ষে প্রস্তুত সকল বিস্কুটের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম—এ কথা প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই সর্বোচ্চ পুরস্কার ও পদকপ্রাপ্তির দ্বারা বারবার স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ক্রীম—	১৮/১০	(২ পাউণ্ড টিন)
খিন্ এরাকট—	১৮/০	”
বিস্কুট্ হাউস্—	১৮/১০	”
জেম—	১৮/১০	”
লেমন—	১৮/০	”
নাইস্—	১৮/০	”

কালেক্টর নোক আফিস।

১৭নং অক্জুর দত্তের লেন, বহুবাজার,

কলিকাতা।

১৭নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীমদ্রাধাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং ভৎকর্তৃক

১৭নং অক্জুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাগজের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের
মহৌষধ।

জারমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের
মহৌষধ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫২ টাকা।

জ্বরের বিজ্ঞের সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিণেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ট্রাক প্রত্যেক ১০ ডজন ২২
কোয়ার্ট ১০ ১০

ব্ল্যাক পাইট প্রত্যেক ১০, ডজন ২৫০,
কোয়ার্ট প্রত্যেক ১০, ডজন ৫০, লাল পাইট
প্রত্যেক ১০, ডজন ৫০, কোয়ার্ট ১০, ডজন
৫০ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ বর্টার মধ্যে সর্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া
যায় কুইনাইন বাইবার আবশ্যক হয় না।
চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা
ম্যালেরিয়া সঙ্কট কুইনাইন আটকান জ্বর,
বকৃত, স্রীরা, ন্যাবা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি
অনারোগে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বক বোতল ১২, মাঝারি ৮০,
ছোট ১০, প্যাকিং ও ডাকমাওল বক
লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাগজেও কল্যাণী। এই
তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দন করিলে
এক অপূর্ণ আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভা
হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী
গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্বেদ মতে ইহা খাঁটি তিল তৈলে
প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষার উত্তীর্ণ। বেশ ও
মস্তক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।
প্রতি শিশির মূল্য ৮০ আনা, ডজন ৮০০ টাকা।
তি: পি বরুণ বস্ত্র জালিবেদ। বক-মূল
পরিদায়বিধের বিশেষ বহু লভ্য হয়।

পি, এম, সিং এণ্ড কোং, লেঙ্গ প্রোপ্রাইটার বি, সি, ল্যাটার্স, ৩০ নং মাকারীটোলা লেন, কলিকাতা।

অভাবনীর সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টি সেট

“কাজের লোক”

২৭ টাকা হলে মাত্র ১২০ টাকা।

আমরা কিহু বলির না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— * * *
is replete with useful articles on art and Industry.
Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”
Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture
Bengalee.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.”

The Indian Nation.

* * “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুনির্বিষ্ট ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” বশোহর।

“সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গিকরূপে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বৎসরোনাতি আমানিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেমন সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই নির্দিষ্ট আরও অনেকই সরকারী বিষয় সোজা কথার ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্বাধিক ও উন্নতি কামনা করি।” খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাত্রেই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্দব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অল্প জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি পরিচ্ছন্ন, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপাধীন “বেকারের” বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী সাহায্যে চাকুরীর মারা কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিকা করে, বাঙ্গালী সাহায্যে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অল্প জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ প্রেমীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূমণ্ডলী প্রবেশা করিয়াছেন, হৃৎপথের বিষয়, স্থান্যভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কালের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এনোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এনোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বস্ত্র ও অন্যান্য, মুগন্ধিভা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসম্ভব মূল্যমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃবল্লের অভ্যন্তরীণ মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অন্যান্য নহে) বিত্তম আমেরিকান ঔষধ টিউব শিনিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বার ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৫, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুগার গ্লোবিউন শিল, ককি ইত্যাদিও সুলভ। মফঃবল্লের মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিকোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা “বন্দে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুক, টাইম্পিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার
কালী

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে তুরসী প্রসংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি বাইরা নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অতাই লিখুন।

মেঃ দাস ওণ্ড এণ্ড সন্স,

ইন্ডিয়ান ক্যালিকটার্স,

১৫ নং চন্দ্রকান্ত রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ ।

- ১। রুক খোদাই, ইলেক্ট্রো রুক, জিক, হাপটোন রুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্রাকার্ড, প্রভৃতি অতি সস্তরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

“কালের লোক”

১৭ নং অক্ষর দত্তের লেন, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৯০ দশ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রস্তাবলীর হুচীপত্র পাঠান যায়, হুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাক। শিল্পিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টুর দস্তুর লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এও কোং ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধশালার,

হেড অফিস—৮৩ নং ব্লাইত স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা—১ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ডাক: ও ফ্রি।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস, কোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২০, ৩৫, ৪৫, ৬০, ৭৫ ও ১২০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও সুলভ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্ধিত ও পরিবর্ধিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৮০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—গ্র্যাকটিস ও মেটেরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বয়ং মেটেরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭৫ টাকা।
- ৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমোহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা।
- ৮। ব্যবসায়ী—শ্রীমুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক স্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পরমাণু অপব্যয় করেন না ।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' বায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্শের ও ঘেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই বেখে, খুবে, ঠাট্টের কিনেন । এতে শরীর শীত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার অর্থও বাঁচবে ।
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিং ব্রান্স

একমাত্র যৌবন । অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংব্রান্সের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে ঘন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য । এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের ভাসিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন । মূল্য বড় ২৫০, ছোট (অর্ধেক) ১৫০ ।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুষ্যাক্চারিং কেমিস্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা ।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা । টেলিফোন নং ১৬১৫. কলিকাতা ।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার ।

- ১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না । পত্র লিখিয়া জানিতে হয় ।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৮ টাকা ধরা হয় । সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার ।

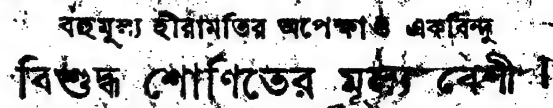
	৩ মাসের জন্য		৬ মাসের জন্য		১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে		৭ টাকা প্রতি মাসে		৬ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৭ " "		৬ " "		৫ " "
৩ "	৬ " "		৫ " "		৪ " "
১ কলাম	৭ " "		৬ " "		৫ " "
২ " "	১৫ " "		১৪ " "		১৩ " "

১৭ বৎসরের কনিষ্ঠ । ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না । অব্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব ।

কার্য্যাক্ষক্ষ

“কাজের লোক” ।

১৭ নং বহুবাজার রাস্তার লেন, বহুবাজার, কলি কাতা ।



কক্স কলিকাতা, উইলিংডোন লেন, ৪ নং বাস স্ট্যান্ড, মীনাবাহাদুর হাটের দ্বারা কক্স কলিকাতা এবং ৩৪ নং লক্সেজ লেন দ্বারা কক্স কলিকাতা

842

৯

TRANSLATOR'S OFFICE
CALCUTTA
10/4/18



১২শ বর্ষ, } New Series, } মৃত্তন সংস্করণ। } Vol. XII.
৩য় পংখ্যা। } March 1918. } মার্চ ১৯১৮। } No 3.



শানমেটো।
SANMETTO.

দ্বী পুরুষ ও বালক কালিকাগণের মূত্র এবং অননবহের বাবতীর পীড়া নিবারক
সকলপ্রেষ্ট বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রবহের (Kidney and Bladder) বাবতীর পীড়ার প্রস্তাবকালে তীব্র বহ্ননার বক্ত মিশ্রিত প্রস্তাব বা অন্যান্য প্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মুক্তে হ্রাসবিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বর্ধিকা দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিষম ও নিরাপদ ঔষধ।

আজিঃ আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ভিয়ে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি পিনি ৩/০ সকল ডাক্তারখানার পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।
অন্ড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।
OD CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কলিকাতা লোক অফিস, ১১ নং অক্টব রোডের সেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের
নাহোষধ।

জারমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের
নাহোষধ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫৮ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিণেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আব্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

বাক প্রত্যেক ১০ ডজন ২৮
কোয়ার্ট ১০ ১০

ব্র্যাক পাইট প্রত্যেক ১০, ডজন ২৮০,
কোয়ার্ট প্রত্যেক ১০, ডজন ৪৪০, লাল পাইট
প্রত্যেক ১০, ডজন ৪৮, কোয়ার্ট ১০, ডজন
৬ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া
বার কুইনাইন গ্রহণের আবশ্যক হয় না।
চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা
ম্যালেরিয়া সম্বন্ধ কুইনাইন আটকান জ্বর,
শক্ত, শ্রীহা, ন্যায্য, জ্বর উদয়ী প্রভৃতি অতি
অনারোগে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১৮, মাঝারি ৮০,
ছোট ১০, প্যাকিং ও ডাকমতল স্বতন্ত্র
লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নাহেও কল্যাণী কাছোও কল্যাণী। এই
তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দন করিলে
এক অপূর্ণ আনন্দ দায়িকা অগ্ৰহণ প্রাপ্তিভাঙ
হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী
পদ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্বেদ মতে ইহা ঝাঁটি তিল তৈলে
প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষার উত্তীর্ণ। কেণ ও
মস্তক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

প্রতি শিলির মূল্য ৮০ আনা, ডজন ৮০ টাকা।
ভি: পি বরচ স্বতন্ত্র জানিবেন। মক:বল
বরাদ্দারদিগের বিশেষ বহু লভ্য হয়।

পি, এম, ক্রিস এণ্ড কোং, মোল প্রোপ্রাইটরি ডি, সি, চ্যাটার্জী, ৩০ নং বাঁকাটোলা লেন, কলিকাতা।

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০টী সেট্

“কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২।০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— * * *
is replete with useful articles on art and Industry.
Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”
Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture
Bengalee.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.”

The Indian Nation.

* * “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে গন্তব্য নয়। বাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুশিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” বশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা কমবেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গীকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সফলতা পূর্ণ হয়।” সমর।

“আমরা এই পত্রিকা পাঠ করিয়া বৎসরোন্মত্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারণ্যকৃত, সেইরূপই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলপ্রকার নিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথার ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহল প্রচার কামনা করি।

মীনার।

আমরা মুকুটবর্তী বসিতে পাই “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাত্রেই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়েহীন “বেকারের” বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “চিত্তবাদী”, “স্বদেশবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূমণ্ডলী প্রাণশ্বাস করিয়াছেন, সুখের বিষয়, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না। * * *

জাহ্নবীর লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বস্ত্র ও অন্যান্য, মুগন্ধিভাষ্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। যক্ষ্মবলের অভ্যাসস্বাদিক মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(জন্মান নহে) বিত্তক আমেরিকান ঔষধ টিউব শিনিতে প্রতি ড্রাম / ৫ ও / ১০ । কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাল ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০ । সুগার স্ট্রোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ । যক্ষ্মবলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হারিসন রোড ।

দিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পার্শা ও ইহুদী মাকড়ী, কানকুল, নাককুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা “বন্দে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে তুরসী প্রসংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি বাইরা নকুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অতই লিখুন।

মেঃ দাস ওপ্ত এণ্ড সন্স,

ইড গ্যারাক্যাকারান,

১৫৪ নং বহুবাজার রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ ।

- ১। রুক খোদাই, ইলেকট্রো রুক, জিক, হাপটোন রুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সঙ্কম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, শ্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর শ্রীতি উপহার মাথ কবিতা পূর্ণাঙ্গ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

“জাহ্নবীর লোক”

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

১৯০১ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক ।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৪০ দশ টাকার বিক্রয় হইতেছে । যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও বড় হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে । /০ এক আনার ডাক-টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রেস্‌বলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । পত্র লিখুন ।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টুর দপ্তর লেন, বহুবাজার কলিকাতা ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

ব্রাঞ্চ—২ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । ঢাক, ও কুমিল্লা ।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পরস।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস, কোঁটা-ফেন্স যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিলি বাক্সে ২১০, ৩৬০, ৪৮০, ৭১০ ও ১২৪০ টাকা । ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও সুলভ ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২ম সংস্করণ ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত ; কাগড়ে বাধান মূল্য ১১০ ।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৮০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী ।
- ৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেট্রিয়ার-মেডিকা ; কাগড়ে বাধান মূল্য ৮৫ আনা ।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ ; মূল্য ১০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী ।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া ; ৪র্থ সংস্করণ ; কাগড়ে বাধান মূল্য ১১০ টাকা ।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্ববহু মেট্রিয়ার-মেডিকা, কথিতে সমাপ্ত ; কাগড়ে বাধান মূল্য ১৪০ টাকা ।
- ৭। জননেদ্রিয়ার পীড়া (উপদেশ প্রেমহ প্রকৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা ।
- ৮। বাবসারী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত ; ৩য় সংস্করণ ; কাগড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা ।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা ।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী ; মূল্য বখাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতায় ক্রয়াদি সরবরাহ ।

কাঁজের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সর্বত্র খ্যাপ হইয়াছে। ইহার স্বর অতীব সুধুর। শুধু তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

০ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ইঞ্চি মূল্য ২০/- ৩ ২৫/-
১ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ইঞ্চি মূল্য ৩০/- ৩ ৪৫/-
বক্ষিপাব্যু প্রস্তুত হারমোনিয়ম শিক্কা, মূল্য . ২৫/-

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন আহকের সুযোগ।

নূতন প্রস্তুত কাঁজের লোকের মূল্য ২৪০ এবং মাত্র ৪০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাঁজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মকঃবলে ডিঃ পিঃ ও ডাকমাওল দত্তের লাগিবে। ম্যানেজার, কাঁজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery; Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographs and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Cc Address: "ANNUARY, LONDON"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে ৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫১৩ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতিজ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাজা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটা স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র বাইবেন। ১ সেট্ ব্রিড্জ্ ১৫/-, ২০/- এবং ২৫/-। ২ সেট্ ব্রিড্জ্ ২৫/-, ২৭৫/-, ৩০/-, ৩৫/-, ৪০/-, ৫০/- এবং তহুর্ক মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৪০ টাকা, ডিসমিল ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০/- এতদ্বির অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষ। প্রত্যেক হারমোনিয়মের স্বরের স্বর ২ বৎসর গারাণ্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং নং বেকিং স্ট্রিট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূলা-বান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটখাত্তেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, মেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটার কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদ।

বড় শিশি ১১/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকমাণ্ডল, ভিঃ পিঃ হক্স।

কিটিংসের কফ লক্সেঞ্জেন্স—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৫০/০।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিন্স লেন, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

THE LONDON DIRECTORY

(Published Annually)

Enables traders throughout the World communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate sailings;

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freight paid, on receipt of postal Order for 25s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £5.

The London Directory Company, Ltd.,
25, Abchurch Lane, London, E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



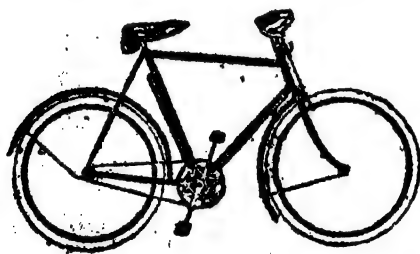
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তুই ঐক্য না হইলে চিকিৎসা কার্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিভাগ - টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিং টাকেলের নিকট হইতে আনীত। শ্রীমান ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এম, খোব এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এল; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এম; নিতাইচরণ হান্দার এল, এম, এল; কীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম, এম, এল; নিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশ্বস্ততার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন।

মূল্যে পরমা বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচে না—এইটাই হুঃ। আমাদের মাল্যবটিকার ১০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম। ০, ৩০ গ্রাম পর্যন্ত ১০০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হইবে।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রীট অংশন, ব্রাকিং—৪৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। বেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক কাজেরই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল বকম সাইকেল উহার সর্বকার সর্বদা পাওয়া যায়। ইহা পরমা চিকিৎসা, পত্র লিখিলেই সচিব ক্যাটালগ পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর

স্পিৎ ডায়েল



২২৭ নং। স্পিৎ ডায়েল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলায় যাবতীয় জিনিষ মূল্যে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন। মূল্য তালিকা লজ লিথলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা-দ্বয়ের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিভিন্ন আয়োজন উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০ টাকা মাত্র। বাসার প্রায়োফোন আছে, তাঁহারাই যদি অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন বেকডের তালিকা বর্ধাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

বোম্ব এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম বধ্যবধরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচার প্রেরিত হয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অর্থাৎ ইন্ড্রিয় সেবনের ফলে জননেত্রিরের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় তরুণ্যত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিণাম শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবক, দীর্ঘকাল হারী করে, প্রমেহ, প্রস্রাব ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

কাসাস্তক

এই বটিকার নাম বেরুপ ইহার গুণও সেরূপ । ইহা বম্বা, ক্ষয়, হাঁপানী, জ্বরজন, গলা খুসখুস প্রকৃতি ও কুস-কুসের ও শ্বাস বন্ধের অস্বস্তি সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা ক্ষয়, বম্বা প্রকৃতি রোগের অন্তক বরূপ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্য্য মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ত্রাসাত্মক । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

কবিরাজ যশধর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বড়বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১১১/১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্রীয় মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।

৩য় সংখ্যা।

New Series

March 1918.

নব পর্যায়।

মার্চ ১৯১৮।

Vol. XII

No. 3

EXPERT'S ADVICES.

Business Hints.

Only the heartless are hopeless.

There is no short cut to happiness.

Always think before you speak,
Before you write, think a longtime.

The opportunity is always ripe
for the man who is ready.

A man's success depends on
what he does with his failures.

Judge a man's success by the
methods he used in succeeding.

Purposes, like eggs, unless they
be hatched into action, will run
into decay.

Do not emphasise your own
virtues by enlarging on the failings
of others.

The man who has never been
unfortunate, cannot appreciate
good fortune.

Better few wants than many
possessions.

Work and purpose is the more
of every heroic life.

A noble failure is better than
a disreputable success.

He who is most slow in making
a promise is the most faithful
in the performance of it.

Better fail in trying to do right
than succeed in doing wrong.

Your goodness is of no use
to you, if you are not good to others.

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লিউন।

In this world there is not much use for the what is the-use man.

Be wiser than other people if you can, but do not tell them so.

Life, like every other blessing, derives its value from its use alone.

Wise is the man who uses his stumbling-blocks as stepping-stones.

The price of popularity has made bankrupt many a man's nature.

No day is more dangerous than the one that dawns without its duty.

That which is useless, cannot be harmless.

Too many men reckon time by pay days.

Youth is foolish from ignorance, age from habit.

It is hard to overwork a man who is not worrying.

Infant industries, as well as other things of the infant brand, are not always self-supporting.

Money that talks does little else. Money that whisper re echoes where least expected. Money that acts might save many a broken heart from suicide.

Sorrow makes friends of people that never would be friends with the light of happiness shining around them for ever.

THE VALUE OF FRIENDS.

The example or encouragement of a friend has proved the turning point in many a life. How many dull boys have been saved from failure and unhappiness by discerning teachers or friends who saw in them possibilities that no one else could see, and of which they were themselves unconscious!

Those who appreciate us, who help to build up instead of destroying our self-confidence, double our power of accomplishment. In their presence we feel strong and equal to almost any task that may confront us.

বিলাসিতার অনুকরণের নামই সভ্যতা নহে।

আমাদের বর্তমান সভ্যতার বড় অভিমান, প্রাচীন রীতি-নীতিকে আমরা তাই সম্বন্ধে

পরিভ্রাণ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসিতাকেই নকল করিয়া সর্বপে বলিয়া থাকি, আমরা “সভা” হইয়াছি! কিন্তু বাস্তবিকই আমরা আমাদের সেকালের হুসভা আচার ব্যবহার জলাঞ্জলি দিয়াও সভা হইতে পারি নাই। আমরা কেবল বিলাসিতা শিখা করিয়াছি, তাই আমাদের অভাব বাড়িয়া যাইতেছে, বিলাসিতার জন্ত অকণ্ঠ্য হইয়া যাইতেছি, কাজেই কৃষি-বাণিজ্য ছাড়িয়া চাকুরীই উপজীবিকা করিয়া লইয়াছি। ইউরোপ, আমেরিকার হুসভা জাতি স্বাধীন জীবিকাভেই গৌরব বিবেচনা করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আমরা বিরোধী নহি, অনেক বিষয়ে ইহাদের রীতিনীতি অনুকরণীয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসিতাটুকু আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক। কারণ আমাদের অভাব—দীনতা বেশী, পরিদ্রাবস্তায় বিলাসিতা কোন সমাজেরই অনুমোদনীয় নহে।

অতি প্রাচীনকালের লোকের দাস্তবৃত্তিকে কিরূপ যুগের চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন দেখুন। মন্ত বলিয়াছেন—

সত্যানুত্তম বাণিজ্য তেন চৈবাপি জীবাতঃ
সেবাস্ববৃত্তিরাপ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥

মন্তঃ, চতুর্থ অধ্যায়, ৬ শ্লোক।

“বাণিজ্যে এবং ঋণ দানে প্রায়ই সভ্য ও মিথ্যা বলিতে হয় এবং বরং সে উপায়ের জীবিকা নির্বাহ করা শ্রেয়, তথাপি দাসত্বরূপ কুকুর-বৃত্তি অবলম্বন করিবে না।” কিন্তু আমরা আজ কুকুরবৃত্তিকেই জীবনের সার উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছি এবং সেই যুগিত দাস্তবৃত্তি করিয়াও স্বীয় দেশবাসী স্বাধীন জীবিকাবলম্বী কৃষকগণকে প্রকৃতই যুগের চক্ষে দর্শন করিয়া যথাসম্ভব দূরে থাকিতে গৌরব বিবেচনা ককি, এই কি আমরা প্রাচীন কালের

হাতীগণের বার্ষিক মূল্য ১০০ টাকা ছিল, আর লইব না।

লোকগণ অপেক্ষা সভ্য হইয়াছি? প্রাচীন
কালের সভ্যতা তবে থারাপ্ ডিল কে বলে?

আমল কথা—নিজের দেশের লোকের ও
নিজের দেশের প্রতি আমাদের প্রকৃত আস্থা
নাই। নিজেদের শাস্ত্র ভাল লাগে না, নিজেদের
গ্রাম ভাল লাগে না, নিজেদের মাটি ভাল
লাগে না। সমস্ত গ্রামবাসী পল্লী ছাড়িয়া
সহরে আসিয়াছি। এই কার্যে কি হইয়াছে?
দেশ উৎসন্ন গিয়াছে, তোমার বর্তমান
সভ্যতা, আচার ব্যবহার,—ওরফে বিলাস-
পূর্ণ অনুকরণের জন্ত ব্যাধি লাগি পাইয়াছে,
আর তুমি দীন হইতেও দীন হইয়া যাইতেছ,
তোমার দেশের লোক অস্বাভাবিক মৃতপ্রায়,
তুমি বর্তমান সভ্যতার প্রেমে হাবুডুব
পাইতেছ! দেশের জিনিস তোমার ভাল
লাগে নাই, তাই দেশের শিল্প নষ্ট হইয়াছে,
আর বিদেশীয় বস্তু ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।
তাহাদের লোভ নাই। বিলাসিতা শারীরিক
ও মানসিক বগেরও অন্তরায়। তুমি যদি
মতিরমালা দ্বারা কাটিয়া পদদলিত করিয়া
ফেলিয়া দাও, বাহার জহর চিনিয়া থাকে,
তাহারা লইবে না, এ কেমন অশ্রাব্য কথা।
আর কতদিন তোমার এ মোহ থাকিবে তাই!
আজ! তোমার দেশের দশা দেখিয়া কনি কি
বলিয়াছিলাম,—

তুঁতি কঙ্কর করে হাহাকার,

স্বতা জ্বাতি টেনে অন্ন মেলা ভার,

দেশী বস্ত্র আদি বিকার নাক আর,

হলো দেশের কি দুর্দিন।

কেমন করিয়া তাহার অন্ন পাইবে?

তুমি যে বিলাসিতার তরপুর হইয়া আছ,
তাই তোমার হাতের প্রস্তুত মোটা জিনিস
আর ভাল লাগে না।

তোমার—

হুচ স্বতা আদি আসে ভুল হতে,
দিয়াসলাই কাটা স্বতা আসে পোতে,
প্রদীপটী জালিতে, গেতে, শুতে যেরে
কিছুতেই নহ তুমি স্বাধীন।

কথা ঠিক নয় কি? কে করিয়াছে এই
সকল? কে এ সোনার ভারতকে অশানে
পরিণত করিয়াছে? উত্তর—আমরাই, আম-
রাই—কুলাঙ্গার দেশের সম্মানগণ—আমরাই
নীচ বর্বর অপরিণাম দর্শীগণ। সেই পাপের
ফল আজ বেশ ফলিতেছে, কিন্তু এখনও
চৈতন্য হইল কে? চৈতন্য হইলে আজ আমরা
এক দিনে বিলাসিতা ছাড়িতাম।

মানুষ সভ্য হইলে চারি হাত, চার পা হয়
না, মানুষ সভ্য হইলে আপনার দেশের কল্যাণ
করে, নিজের উদারতার সংস্থান করে।
বাস্তবিক ভাষে তুমি যে সভ্যতার বড়াই কর,
দেশের কোন্ কল্যাণ তুমি সাধিত করিয়াছ?
উন্নয়নযোগ্য কোন কাজ, কোন ব্যবসায়ই
আমরা করিয়া দেশের ও দেশের মুখ উজ্জল
করিতে পারি নাই, বল তবে, কেমন করিয়া
বলা যায়, আমরা সভ্য হইয়াছি। আমরা যে
মানুষই নই—ও আবার সভ্যতার বড়াই
করিব কি?

মানুষ হইতে হইলে স্বাস্থ্য এবং সন্দন
চাই। কৃষি বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া
দেশের এবং দেশের তর্গতি থগুন করা চাই,
কথায় কাজে মিল বাগা চাই। এ সকলই
মানুষ হইবার লক্ষণ এবং সভ্যতাব জলন্ত
দৃষ্টান্ত। অগতঃ এখনই যে কেহ এইরূপ
পৌরষিক কাজ দেখাইতে পারিয়াছে,
বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া দেশের সহস্র সহস্র
দীন হুণীর মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়াছে, কথায়
বাহা বলিয়াছে, কাজে তাহাই করিয়াছে,
সেই মহাজনই সভ্য-জগতে মুসভা বলিয়া
পরিচিত হইয়াছে। আমরা কথার একটা

ঠিক রাখিতেই পারি না, আমরা আবার
সভ্য হইয়াছি, বলিয়া বড়াই করি। পাশ্চাত্য
সভ্যতার শুক বিলাসিতাটুকু নকল করি-
রাছি মাত্র, কিন্তু সমগ্রগুলি অনুকরণ
করিতে পারিয়াছি কে? ছি ছি, বিলাসিতা
পরিভ্রাণ কর, প্রকৃত সভ্য হও, শিক্ষিত হও,
—পুনরায় ব্রহ্ম অবলম্বন কর, তবে দেশের
মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে।

মৃত্যু-রহস্য।

ডাক্তার সি, বি হিমিংটন একজন খ্যাত-
নামা আমেরিকান ডাক্তার, তিনি আপনার
প্রায় সমস্ত জীবনই মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে
জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ডাক্তার
হিমিংটন প্রায় ১৫০০০ ব্যক্তির মৃত্যু অতি
মনোযোগের সহিত দর্শন করিয়া হির সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন যে,

১। মৃত্যুর কোন যন্ত্রণা নাই, মৃত্যুর
পূর্বে কোন একটা সময় পর্যন্ত শারীরিক
বা মানসিক যন্ত্রণা থাকিতে পারে, কিন্তু
প্রকৃত মৃত্যুর সময়ে কোন যন্ত্রণা মানুষের
অনুভব করিবার শক্তি থাকে না।

২। জানী, অজানী, বাহ্যিক, অধ্যাত্মিক
সকলেরই মৃত্যু একই প্রকার। আমাদের
একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, বাহ্যিক
লোক বিনী কষ্টে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে
পারে, আর অধ্যাত্মিক অতি কষ্টে যন্ত্রণার
প্রাণত্যাগ করে, ইহা ভুল—ইহার কোন
চাক্ষুশ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকগুলি
অতি মহাপাণী নবাবধম ব্যক্তির মৃত্যু অতি
অনায়াসে হইয়াছে, একপ বহু দৃষ্টান্ত দেখি-
য়াছি।

৩। কেহ বলিতে পারে না যে, যে
কখন মরিবে এবং কতকাল বাঁচিবে, মৃত্যুর

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

এক মিনিট পূর্বেও মানুষ তাহার জীবনে
হতাশ হয় না, ইহা দেখিয়াছি।

৪। প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তিকেই বাচিতে
চাহে।

৫। প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তিকেই আমি
পরকাল বিশ্বাস করিতে দেখিয়াছি, সকলেই
ভবিষ্যৎ জীবন বিশ্বাস করিয়া মৃত্যুমুখে
পতিত হয়।

৬। প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর
অতি পূর্বে পরামর্শও ভাল আছে বলে।

METHODS OF ECONOMY.

সঞ্চয় শিক্ষা পদ্ধতি।

মিতব্যয়িতা শিক্ষা না করিলে সঞ্চয় সম্ভবে
না। সেই মিতব্যয়িতা শিক্ষার পদ্ধতি কঠিন
নহি, অতি সহজ। পণ্ডিত প্রবর Smile
স্মিথ সাহেব বলিয়াছেন "The methods
of practising economy are very
simple, spend less than that you
earn. That is the first rule. A
portion should always be set apart
for future." অর্থাৎ মিতব্যয়িতা শিক্ষার
নিয়ম আট সহজ। বাচা উপাঙ্গন করিলে,
তাচাপেক্ষা কম ব্যয় করিলে। উপাঙ্গনের
কিয়দংশ সঞ্চয়ই ভবিষ্যতের জন্য পৃথক
কোথায় রাখিতে হইবে। ইহাই হইল
সঞ্চয়ের প্রথম নিয়ম।" যে ব্যক্তি আয়
অপেক্ষা ব্যয় অধিক করে, সেই ব্যক্তি
নিকোষ, অচিরেই ক্ষয়গন্ত হইয়া পলায়ন মুখে
পতিত হইয়া থাকে।

সঞ্চয় শিক্ষার দ্বিতীয় নিয়ম, সমস্ত ক্রয়
বিক্রয়ের কাল নগদ করিতে হইবে, এবং
কোন ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইবে না। যে ব্যক্তি
ঋণী, সে সঞ্চয়ই অপরের দ্বারা প্রতারণিত
হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, সে লোক

অভিমান সময়েই অসৎ হইয়া পড়ে, মনুষ্য
হারািয়া খণের আলায় বহু অসংকার্য করিতে
বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি দের
পরিশোধ করে, সে ব্যক্তি পক্ষান্তরে আপনাকে
অচিরেই উন্নত অবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকে
"Who pays what he owes, enriches
himself"

তৃতীয় নিয়ম - ভবিষ্যতের কল্পিত বা
অনিশ্চিত লাভ দেখিয়া তাহার পূর্বে কদাচ
সঞ্চয়িত অর্থ ব্যয় করিবে না। সেই কল্পিত লাভ
নাও হইতে পারে, যদি এইরূপ হইয়া দাড়ায়,
তাহা হইলে আরব্যোপতাসের সিদ্ধবাদের
বৃদ্ধের ত্রায় ঋণ তোমার ঘাড়ে আজীবন
চাপিয়া থাকিবে। বাস্তবিক অনিশ্চিত লাভ
বা কল্পিত আয়ের আশায় অনেকে তৎপূর্বেই
সঞ্চয়িত অর্থ ব্যয় করিয়া চিরকালের জন্য ধ্বংস
হইয়াছে।

চতুর্থ নিয়ম - সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব
অতি অবশ্যই রাখিয়া যাইতে হইবে। বাহার
এই সুশৃঙ্খলা আছে, সেই ব্যক্তি সংসারের কি
আবশ্যক না আবশ্যক বুঝিতে পারে এবং
বুঝিয়া আয় ব্যয়, দেনা পাওনা স্থির করিয়া
চলিতে সক্ষম হয়।

স্মিথ সাহেব "গোল্ডেন রুল" প্রদর্শনিত "আমরা
দেখিতে পাই, তিনি তাহার জীবনে এই পদ্ধতি
অতি সুন্দর রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন।
তাহার সামান্য আয়ের তিনি যথাযথ রূপে
ভরসা রাখিয়া গাইতেন। তিনি ৮৬ বৎসর
বয়সে তাহার ভ্রাতৃ পরচের খাতায় কল্পিত
হস্তে লিপিয়া গিয়াছিলেন যে, "For more
than eighty six years, I have kept
my account exactly. I do not care
to continue to do so any longer,
having conviction that I economize
all that I obtain and give all that
can—that is to say, all that I have".

মিতব্যয়িতার এই অমূল্য নিয়ম ব্যক্তি
সংসারের কষ্ট এবং গৃহিণীর প্রত্যেক ক্লেশ
এবং বৃহৎ বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা
আবশ্যক। দেখিতে হইবে, কোন দ্রব্যেরই
অথবা অপব্যয় না হয় বা কোন জিনিস অথবা
স্থানে পড়িয়া না নষ্ট হয়। প্রত্যেক দ্রব্য
যথাস্থানে কার্যশেষ হইলে বুদ্ধিমান হওয়া
উচিত। সুশৃঙ্খলা মিতব্যয়িতা শিক্ষার অতি
আবশ্যকীয় উপকরণ। বিশৃঙ্খলার সংসারে
অপব্যয় অনিবার্য। অবিলম্বেই সে সংসারের
লক্ষী অন্তহিত হইয়া থাকেন। আহাঃ,
বিহার, আয় ব্যয়, সমস্ত বিষয়েরই মিতব্যয়িতা
আবশ্যক। নচেৎ রোগ, শোক, নানা উপসর্গ
দ্বারা সঞ্চয়িত অর্থ নষ্ট হইয়া গাইতে পারে
এবং হারিয়াও থাকে।

আয়ের কষ্ট পরিমাণ ব্যয় করিলে মানবের
ভুত হইতে পারে, তাহার নিয়ম বদ্ধ করিয়া
দেওয়া কঠিন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেকন
বলিয়াছেন যে "If a man would live
well within his income, he ought
not to expend more than one-half
and save the rest." অর্থাৎ যদি কেহ
নিজের আয়ের উপর সুরে থাকিতে চাহে,
তাহাকে আয়ের অর্ধেক ব্যয় করিয়া বাকী
সঞ্চয় করিতে হইবে।

কিন্তু পণ্ডিত প্রবর স্মিথ বলিয়াছেন,
বেকন সাহেবের এই নিষিদ্ধতার বধ্যস্থতা
স্বার্থে সন্দেহ আছে। কারণ তিনি নিজেও
এই নিয়মে চলিতে পারেন না। আমার এই
পরামর্শ বোধ হয় সহজসাধ্য হইতে পারে যে,
বড় আয়, তাচাপেক্ষা অধিকসামান্য কম ব্যয়
সঞ্চয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। সঞ্চয় এবং মিত-
ব্যয়িতা ধর্মী এবং রিজার্ভ উভয়েরই আবশ্যক।
কারণ ঋণগ্রস্ত না হইলে অভাব অপরিহার্য,
অভাবী কখন দয়াবান এবং সংকল্পী হইতে পারে

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

না। যদি কেহ বন্ধু আস, তবু ব্যর্থ করে, তাহা হইলে তেমন লোকের দ্বারা কেহ উপকৃত হইতে পারে না। এমন কি বেকনের ছায় মিতব্যয়ী পণ্ডিতও বলিয়াছেন যে, অতি উচ্চ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ধ্বংসকে আলিঙ্গন না করিয়া মিতব্যয়িতা এবং সঞ্চয়কে অবজ্ঞা করিতে পারে না, অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও অপব্যয়ী হইলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।

আমাদের দেশে নিতাই অপব্যয়িতা বুদ্ধি পাইতেছে; বর্তমান সময়ের যুবকগণ সর্ব বিষয়েই অপব্যয়ী, ঘোর বিলাসিতাই ইহার মূল। নিজের আহার্য্য কমাইয়া থিয়েটার স্বায়ক্ৰোশ এবং বিবিধ প্রকারে এ দেশের শিক্ষিত যুবকগণও যে অর্থ নিতাই জলস্রোতের ছায় ভায় করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা কত সংসারেরই লক্ষী শ্রী হইত। ক্ষুদ্রে অনাহা দ্বারা সংসার ভেঙে ছবের কথা, কত রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ অপব্যয়িতা আমরা যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত লাভ করিয়াছি, তাহা আইলের ছায় পণ্ডিতও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে "Although English men are a diligent, hard working and generally self-reliant and trusting to themselvesare yet liable to overlook and neglect some of the best practical methods of improving their position and securing their social well-being." অর্থাৎ উৎকর্ষ জাতি, পরিশ্রমী বুদ্ধিমান, আয়নির্ভরশীল হইলেও অবস্থার উন্নতি করিবার কতকগুলি উৎকর্ষ নিয়ম উপেক্ষা করিয়া থাকেন। মিতাচার সম্বন্ধে ইহাদের শিক্ষার এখনও যথেষ্ট অভাব। "They are yet not sufficiently educated to be temperate, provident and foreseeing." অর্থাৎ এই ইংরাজ জাতি

এখনও মিতাচার সঞ্চয়, এবং ভবিষ্যৎ দর্শিতায় পশ্চাৎপদ। আর আবশ্যক নাই। আমরা অসুকরণপ্রিয় জাতি, তাহাদের অসুকরণে ঘোর বিলাসী হইয়া সঞ্চয়ের আবশ্যকতা উপেক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়া কেমন সর্বনাশ করিয়াছি, তাহা কাহারও আর বুঝিতে কষ্ট হয় না।

(ক্রমশঃ)

ধর্মের কল।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)।

রমেন মাতুলালয়ে স্নেহ, যত্ন ও সচ্ছন্দতার মধ্যে বাস করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সুখী হইতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, মিত্র মহাশয়ের বাটীতে শত অনাদরের মধ্যেও সুখ ছিল, সুশীলাকে দেখিলেই তাহার সকল আলা ছুড়াইয়া যাইত। সে যে অনাথ, সে যে নির্বন, সে যে গোবিন্দ মিত্রের হেলায় প্রকার পালিত, সে কথা সে ভুলিয়া যাইত। তাহার ইচ্ছা যে, প্রত্যহ একবার দরিদ্র গোবিন্দ বাবুর বাটীতে যায়, তাহাতে রস দেখা ও কলা বেচা ছুইই হয়, অর্থাৎ এত দিন তিনি যে তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা রক্ততত্ত্ব প্রকাশ করা হয়, আর দিনান্তে একটীবার সুশীলাকে দেখাও ঘটে। কিন্তু রমেন সেই ছা কাণ্ডে পরিণত করিতে পারিত না। তাহার ভয় হইত যে, প্রত্যহ গোবিন্দ মিত্রের বাটীতে যাইলে তাহার নামা নানা কি মনে করিবেন; আর ভয় ত তাহার। দুদান কথাটা জানিয়া ফেলিবেন। তড়িৎ এই সময়ে তাহার পরীক্ষা নিকটবর্তী হইয়া আসিল, এ সময়ে পড়া শুনা ভিন্ন অল্প কিছুতে কালাতি পাট করা কর্তব্য নহে।

বাহা হউক, সকল দিক বজায় রাখিয়া সে মধ্যে মধ্যে সুশীলাকে দেখিতে বাইত। ইহাতে

তাহার মাতুলানী বড় অসন্তুষ্ট হইতেন; কারণ যেখানে সে অল্পে থাকিত, সেখানে তাহার যাওয়াটা তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি মুখ ফুটিয়া রমেনকে কিছু না বলিলেও সে যে তাহার মনোভাব বুঝিত না, এমন নহে। ওদিকে গোবিন্দ বাবুও যে তাহার এত আশ্রয়তায় সন্তুষ্ট হইতেন না, সে তাহাও বুঝিত; কিন্তু প্রাণের টানেই তাহাকে লইয়া যাইত।

পরীক্ষার কয়দিন রমেন কোন মতেই সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। ইচ্ছাতে সুশীলা প্রাণে বড় ব্যথা পাইল। সে আর থাকিতে পারিল না, রমেনকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিল। সে পত্র প্রথমই বামন দাস বাবুর দ্বার হস্তে পড়িল। পরের পত্র পাঠ করা অনেক দ্বীপোকের রোগ আছে, কোন কোন পুরুষেরও যে নাই, এমন নহে। ডাক্তার বাবুর দ্বার সে রোগটা ছিল। বাঙ্গালা অক্ষরে মেয়েলী হাতের শিরোনামা লেখা দেওয়া তিনি পত্র খানি পাঠ করিলেন। আটার জোর কম থাকতে খাম খানি খুলিতে তাহাকে কষ্ট পাইতে হইল না। পত্র পাঠ করিয়া সুশীলার সহিত রমেনের সম্বন্ধটা কি রকম বদলাইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন এবং সুশীলার সরলতা ও কাতরতা দেখিয়া তাহার নারী হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে, সুশীলাকে ভাগ্যনৈমিত্ত্যে বধু না করিলে উভয়েই বড় অসুখী হইবে, রমেন হয় ত অতর্কিতে বিবাহ করিতে থাকিয়াই বুসিবে। স্বামীর মূখে তিনি সুশীলার রূপও গুণের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন, তথাপি তাহার চক্ষু কণের বিবাহ ভঙ্গন করিবার ইচ্ছাটা বড় প্রবল হইয়া উঠিল।

রমেনের লুকান কথা বামন দাস বাবুর কাণে উঠিল। স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সুশীলারই সহিত রমেনের

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বিবাহ দিতে হইবে। এত দিন রমেনকে প্রতিপালন করা ও লেখা পড়া গ্রন্থান তাঁহাদেরই কর্তব্য ছিল; কিন্তু সে কাজ মিত্র মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান আবশ্যক। বামন দাস বাবু তাহা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার জীব তাহা করা হয় নাই। কর্তব্য পালনের ছলে তিনি এক দিন মিত্র গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ষাটীতে রমেনের মাতুলগণের পদখুলি পড়াতে মিত্র গৃহিণী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং বিশিষ্ট অতিথিকে নানা প্রকারে আদর আপ্যায়ন করিলেন।

ডাক্তার পত্নী স্ত্রীলাকে দেখিলেন, তাহার সহিত নানা বিষয়ে কথা বার্তা কহিয়া তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, সরলতা ও অমায়িকতার পরিচয় পাইলেন। মিত্র গৃহিণীকে তিনি বলিলেন, “দিদি! মেয়ের বিয়ের কি করছেন?”

“অনেক বড় বড় ঘর থেকে এমন কি রাজা ভ্রমিদাদের বাড়ী থেকেও সম্বন্ধ আসছে, কোথাও কিছু স্থির হয় নি।”

“আপনার মেয়ে রাজরাজী হবারই যুগি বটে, তা বিয়ে দিতে দেবী করছেন কেন?”

“একটু গোল আছে। আপনি রমেনের স্ত্রী, আপনাকে বলতে দোষ নেই। স্ত্রীলাতে রমেনের বৈরতম ভাব, তাতে রমেনের সঙ্গে বিয়ে না দিলে মেয়ে আনার মনের আগুনই পুড়ে মুরবে। আমি বলছি রমেনের সঙ্গে বিয়ে দিতে, দত্ত মহাশয়ের কাছে বাক্য দত্তও আছেন; কিন্তু কত্তা বলেন, ও সব ভাব টাব কিছু নয়, যেখানে হুকু বিয়ে দিলেই হল। দেখুন ত কথার ছিঁরি।”

“ওহা! তাই ত! মেয়ের মন বুঝে চলতে হবে না? আর যখন বাক্য দত্ত আছেন, তখন কি সত্যি ভাবতে আছে?”

“এখন আপনার হাত, আপনি যদি দয়া করে মেয়েটা নেন, তা হলে আমি কেঁদে কেঁদে কত্তাকে রাজী করি।”

“আমার দিদি, খুব মন, আমি গিয়েই এ কথা বসবো।”

এ সম্বন্ধে আর কথা হইল না। ডাক্তার পত্নী মামলা জিতিয়া গেলেন।

(৬)

একটা কথা আছে যে, জীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য দেবতাদেরও অজানিত। চোরা বালিতে গোবিন্দ মিত্রের পা বসিয়া গেল, তিনি ক্রমশঃ ব্যবসায়ে ডুবিতে লাগিলেন, যে পাট ও কলার কারবারে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহার নান্য আর একেবারে পড়িয়া গেল। অদৃষ্ট চক্র বিপরীত দিকে ঘুরিল, মিত্র মহাশয় এক প্রকার সর্বস্বান্ত হইলেন। রমেনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীটা পেচক বাহনে তাঁহার বাটা হইতে উড়িয়া গেলেন। দেনার দায়ে তাঁহাকে দেউলিয়া হইতে হইল। তাঁহার লক্ষাধিক টাকার কোল শেষার ছিল, ইতঃপূর্বে তাহা বিক্রয় করিয়া ৫০ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ইহাই এক্ষণে তাঁহার যথ্য সর্বস্ব। পাছে উত্তম বর্ণগণকে এ টাকাটাও দিতে হয়, এই ভয়ে তিনি উহা ব্যাঙ্কে না রাখিয়া হাজার টাকা করিয়া পঞ্চাশ খানি নোট পরিণত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, এসংবাদ কেহই জানিত না।

কাহারও চরিত্র একা আসে না, গোবিন্দ বাবুর ও আসিল না। চিন্তিত্য ও মানসিক উদ্বেগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, তাহার উপর জর ও আমাশয়ের পীড়া তাঁহাকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিল। তিনি বুঝিলেন যে, ওপার হইতে তাঁহার ডাক পড়িয়াছে, এপারে আর তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হইবে না। বামনদাস বাবু তাঁহার চিকিৎসা করেন, রমেনও প্রায় সর্বদা নিকটে থাকিয়া মিত্র

গৃহিণী ও স্ত্রীলার সহিত তাঁহার সেবার নিযুক্ত থাকে।

পীড়ার অতি সামান্যিক অবস্থায় এক দিন পার্শ্বপনিতা গৃহিণীকে মিত্র মহাশয় কি বলিতেছিলেন। যাহা বলিতেছিলেন, দৌরল্যা জন্ত তাহা অতি কষ্টে এবং চক্ষু মুদ্রিয়া অর্ধ অজ্ঞান অবস্থাতেই বলিতেছিলেন। এমন সময়ে গৃহে ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিলেন। মিত্র গৃহিণী স্ত্রীলাকে তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্ত নীচে চলিয়া গেলেন। মিত্র মহাশয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ববৎ বলিয়া গেলেন “আর কাঁদলে কি হবে? নিতান্ত পথে বসবে না—এই নাও—সামান্য রেখে। তৎপরে একটা কাগজের বাঙাল বালিসের তল হইতে বাহির করিয়া গৃহিণীকে দিতেছেন, এই জ্ঞানে বামনদাস বাবুর হস্তে দিলেন এবং বলিলেন, “দেখো যেন রমেন না জানতে পারে।” বামন দাস বাবু তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন না, বিশেষত, রমেনের নাম শুনিয়া অতি আগ্রহের সহিত সেই বাঙালি লইয়া পকেটে রাখিলেন। তৎপরে স্ত্রীলা আসিয়া পিতাকে ডাকিয়া বলিল, “বাবা! ডাক্তার বাবু এসেছেন।” মিত্র মহাশয়ের যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি ডাক্তার বাবুর সহিত দুই একটা কথা কহিলেন। ডাক্তার বাবুও তাঁহার রোগ পরীক্ষা করিয়া ও জাতব্য বিষয় সমস্ত জানিয়া লইয়া ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বামন দাস বাবু গাড়ীতে বসিয়া বাঙালি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, উহা ৫০ হাজার টাকার নোট আছে। গাড়ী তখন অনেক দূর আসিয়াছে, উহা ফিরাইয়া পুনরায় মিত্র মহাশয়ের বাটাতে যাইয়া নোট গুলি প্রত্যর্পণ করিবেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। গাড়ী অনেক দূর চলিয়া গেল।

ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইল না।

বামন দাস বাবু একবার ভাবিলেন, না ফিরা-
ইয়া দেওয়া হইবে না, ইহা স্তম্ভ সহিত অন্নদা
দত্তের পরিত্যক্ত টাকা, ইহার অধিকারী
রমেন। আবার ভাবিলেন, গোবিন্দ বাবু
দ্বীকে দিতে ভুল করিয়া টাকাটা তাঁহাকে
দিয়াছেন, ইহা রমেনকে দিলে প্রতারণা করা
হয়। আর একবার ভাবিলেন, না, প্রতারণা
নহে, রমেনের ন্যায্য প্রাপ্য ভগবান সহায়
ইহা দেওয়াইয়াছেন, নতুবা তিনি এমন
ভুলেরই বা স্বজন করিবেন কেন? আর যদি
ইহা গ্রহণ করিলে প্রতারণাই হয়, তাহাতেই
না ক্ষতি কি? তিনি যখন দত্ত মহাশয়ের টাকা
আত্মসাৎ করিয়া রমেনকে পথে বসাইয়া-
ছিলেন, তখন প্রতারণার সহিত প্রতারণায়
ধর্মহানি হইতে পারে না। ফল কথা, নোটের
বাণ্ডিল প্রত্যর্পণ করা হইল না।

বামন দাস বাবুর সূচিকিৎসায় মিত্র
মহাশয় ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিলেন।
বামন দাস বাবু আর বড় একটা তাঁহাকে
দেখিতে যান না, রমেন মধ্যে মধ্যে যায়, তাহার
যে আর একটা আকর্ষণ রহিয়াছে! এক দিন
মিত্র গৃহিণী স্বামীকে বলিলেন, “এখন ত
সর্বস্ব খুইয়ে পথের ফকির হইয়াছ, দেউলিয়া
হলে তারও অধম। এখনও কি রাজা জমিদারের
ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার আশা রাখ?
আমার কথা শোন, এই বেলা রমেনের সঙ্গে
সুশীলার বিয়ে দাও, এই বয়সে আইন পাস
করে উকীল হয়েছে, এমন ছেলে আর পাবে
না; আর ছ’জনে যে ভাব, তাতে কেউ কোন
দিন অসুখী হবে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে
সুশীলা চৌদ পার হয়, আর আঁইবুড় রাখলে
লোকে বসবে কি? এখনই ত কান পাতা
যাও না। মিত্র মহাশয় বলিলেন, “চৌদ!
এখন আর সে দিন নেই, এখন আঠার
উল্লিখিত বিয়ে হচ্ছে।”

“ওমা সে কি! সমাজে নিন্দে হয় না?
একবারে করে না?”

“সমাজ আর আছে কই? এখন সকলের
বরেই যে, সত্যের আঠার। যাদের বরে নেই,
তারা নাক স্টেকায় বটে; কিন্তু তাতে কি
আসে যায়? টাকা দেবার বেলা ত আর
সমাজ নয়, তখন মেয়ের বাপ।” মাও
ধরবার বেলা কেউ নয়। যাক না আর এক
অর্থ বছর।”

“রমেনের যদি তত দিনে বিয়ে হয়ে যায়?
তুমি বল কি? ছেলে উকীল, আর অমন বড়
লোক মানা। তারপর, সুশীলার যেমন রমেন
অন্ত প্রাণ, তারও তেমনই সুশীলা অন্ত প্রাণ,
এমন ভাব দেখি নি।”

“ওসব ভাব টাব আমি বুঝি নে, টাকা
দিলে ঢের রমেন মিলিবে।”

“টাকা দেবে কোথা থেকে? এক আধ
বছর দেবী করলে কি আবার টাকা আসবে
নাকি? আসবেই যদি, তবে বাবে কেন।”

“দাঁড়াও না, পাটের দর আবার উঠছে
বেনামী করে আবার পাটের ব্যবসা করবে
মনে করছি। আর এখনই যদি বিয়ে দিতে
হয়, তা হলে তোমার কাছে যে টাকা আছে,
তাঁই থেকে বিয়ের খরচের মত নিতে হবে।”

“আমার কাছে টাকা! আমার সম্বলের
মধ্যে গহনা ক’খানি, তাতে ত আর এত টাকা
হবে না।”

“সেই পঞ্চাশ হাজার, গহনা কেন?”

“পঞ্চাশটে টাকা আমার হাতে নেই,
পঞ্চাশ হাজার! কি বল তুমি!”

“সেই যে কোল শেয়ার বেচে যা পেয়ে-
ছিলাম, বেয়রামের সময় যা তোমাকে
দিয়েছি?”

“বেয়রামের সময় আমাকে টাকা দিয়াছ
কি বল? টাকার শোকে তোমার মাথা
খারাপ হল নাকি?”

“তোমাকে ৫০ হাজার টাকা দিই নি?
আমি ওসব তাকাম বুঝি নে, এখনই আমার
টাকা দাও বলছি! হায় রে কলিকাল! টাকা
হাতে পেলে কেউ ছাড়ো না।”

“তা জান না? অন্নদা দত্তর টাকা পেয়ে
তুমি ছেড়ে ছিলে নাকি? মরবার সময় রমে-
নের সাফাতে টাকার ব্যবস্থা করতে বললে
প্রণাম বলে উড়িয়ে দাও নি?”

“বেশ করেছি, এখনই টাকা বার কর,
নইলে ভাল হবে না।”

স্বামী স্ত্রীতে ঝামা ঝগড়া লাগিয়া গেল,
বাক্স ভাঙ্গা ভাঙ্গি আরম্ভ হইল। এমন সময়ে
সুশীলা সেখানে আসিয়া সমস্ত বুজান্ডা আবদ্ধ
হইয়া বলিল, “হাঁ বাবা! তোমার বেশী
বেয়রামের সময় এক দিন ডাক্তার বাবুকে
মস্ত একটা কাগজের বাণ্ডিল যে দিলে, সেটা
নোটের বাণ্ডিল নয় ত? আমি তাঁকে পকেটে
পুর্তে দেখেছি।” মিত্র মহাশয় বলিলেন,
“দূর পাগলী! ডাক্তার বাবুকে ৫০ হাজার
টাকার নোট দিতে যাব কেন? তোর মাকেই
দিয়েছি, আমার হৃৎসময় দেখে এখন মান্ধে
না।”

“আচ্ছা, তুমি একবার ডাক্তার বাবুকে
জিজ্ঞাসাই করে দেখ না, তিনি কি বলেন।”

“এত টাকা হাতে পেলে কেউ কি স্বীকার
করে, না ফিরিয়ে দেয়? তিনি বলবেন,
আমার মাথা আর মৃগু!”

মিত্র গৃহিণী বলিলেন, “তোমার মত
সকলেই পরের টাকা হজম করে না। তিনি
বড় লোক, যদি টাকা তাঁর হাতে পড়ে থাকে,
তিনি অবিশি মানবেন।” মিত্র মহাশয় বলি-
লেন “হায় রে কলি কাল! যার জন্তে চুরি
করি, সেই বলে চোর।”

(৮)

গোবিন্দ বাবু তৎক্ষণাৎ চাদর খানা বন্ধে
কেলিয়া ও ছাতাটা মাথায় দিয়া বামন দাস

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউনি।

বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবু তখন বাড়ীতেই ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে বিলম্ব হইল না। এ কথা সে কথার পর মিত্র মহাশয় বলিলেন, “যদি অসম্ভব না হন, তা হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।”

“কি কথা বলুন না, অসম্ভব হব কেন?”

“সে আমারই আহম্মকির কথা, আমার বাড়াবাড়ি বেরমানের সময় ভুলে আপনাকে ৫০ হাজার টাকার নোট দিই নি ত?”

বামন দাস বাবু হাহা করিয়া খুব উচ্চ হালিলেন, কোন কথাই বলিলেন না। মিত্র মহাশয় অত্যন্ত কাতরতার সহিত বলিলেন, “আমি একেবারে ভুলেছি, ঐ টাকাটাই আমার সম্বল ছিল—আমাকে দয়া করুন—টাকাটা ফিরিয়ে না দিলে আমি সপরিবারে নাগেরে মাথা বাব।”

“আপনার সঙ্গে কোন লোক এসেছে কি?”

“কেম বলুন দেখি?”

“আপনাকে বাড়ী নিয়ে যাবে—আপনার কটিন পীড়া, আপনি প্রলাপ বকছেন।”

“না মহাশয়! আমার কোন পীড়াই হয় নি, আমি প্রলাপ বকছি নে। আপনি বলেন কি?”

“প্রলাপ নয় ত কি? আমি ডাক্তার, আমি বলছি, প্রলাপ।”

“না মহাশয়! এ প্রলাপ হতে পারে না, আমার কথা আপনাকে নোটের বাঙুল পকেটে রাখতে দেখেছে। আমারও মনে হচ্ছে, আমার স্ত্রীর হাতে দিতে নোটের বাঙুল আপনার হাতে দিয়েছি।”

“সব প্রলাপ—প্রলাপ—প্রলাপ!”

“তা হতেই পারে না।”

“খুব পারে—অন্যদা দত্ত যখন আপনার নিকট গচ্ছিত টাকার মধ্যে ৩০ হাজার টাকার

কোম্পানির কাগজ, আর ১২ হাজার টাকার একটা বাড়ী রমেনের নামে কিনিতে বন্ধন, তখন তিনি যেমন প্রলাপ বকিয়াছিলেন, এ ও ঠিক তেমনই প্রলাপ।”

মিত্র মহাশয় কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, “হাঁ, ঠিক হয়েছে! স্মৃতি সহিত সেই ৪২ হাজার টাকা আদায় করেছেন! ঠিক হয়েছে! এখনও ধর্ম্ম আছেন, সপরিবারে অন্নভাবে মরাই আমার পাপের ক্ষান্তি।”

মিত্র মহাশয় কাদিয়া ফেলিলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন, “দত্ত মহাশয়ের টাকা ত ফিরিয়ে দিলেন, এখন আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করুন।”

“আবার কি প্রতিশ্রুতি? আমার আর একটা পয়সাও নেই, আমি জাহান্নামে গিয়েছি।”

“না, আর আপনাকে টাকা দিতে হবে না, কেবল স্ত্রীলোকের সঙ্গে রমেনের বিবাহ দিতে হবে।”

মিত্র মহাশয় মনে করিলেন, কি কঠোর উপহাস! কিন্তু বামন দাস বাবুর মুখে উপহাসের চিহ্ন না দেখিয়া সাহস পাইয়া বলিলেন, “এমন ভাগ্য কি আমার হবে। আপনি যদি আমাকে বিব্রণ না করিয়া থাকেন, তা হলে আমি পিতৃ পিতামহের সঙ্গে বাঁচিয়া যাই; কিন্তু আমি একেবারে নিঃসম্বল। এক পয়সাও দিতে পারবো না, শুধু মেয়েটা দয়া করে গ্রহণ করতে হইবে।”

“রাজাদের বাড়ীর ছেলের সঙ্গে কি নবী নগরের জমিদারের ছেলের সঙ্গে নিয়ে দিলে কত খরচ করতেন?”

“সে দিন আর আমার নেই, এখন ভিক্ষা শিক্ষা করে দায়ে উদ্ধার হতে পারলে বাঁচি।”

“আচ্ছা, এই ৫০ হাজার টাকা যদি ঋণ শোধ করতে না হত, তা হলে রমেনের সঙ্গে স্ত্রীলোক বিয়েতে কি ব্যয় করতেন।” মিত্র

মহাশয় ভাবিলেন, টাকা ত আর কিয়দা পাইব না, এখন মুখে কেন ছোট হই? তিনি বলিলেন, “আমার ঐ একটা মেয়ে, মনে করেছিলাম, হাজার দশেক ওকে দিয়ে বাকী টাকাতে দেনা শোধ করে বা থাকবে, তাতে ফের পাটের ব্যবসা করবো।”

“হাঁ, এ আপনার মত উঁচু নজরের লোকের কথা বটে! আচ্ছা, আপনার অভিপ্রায় অনুসারেই কাজ হবে। রমেন!”

রমেন আসিল। বামন দাস বাবু বলিলেন, “দশ হাজার টাকা এনে মিত্র মহাশয়কে দাও ত।” রমেন আজ্ঞা পালন করিল। বামন দাস বাবু বলিলেন, “এই টাকাকে বিবাহের আয়োজন করুন গে—৭ই দিন ভাল, ঐ দিন বিবাহ হবে। তারপর দেনা শোধ ও কারবারের জন্ত বাকী টাকা পাবেন। কিন্তু দেখবেন, যেন এই দশ হাজার টাকা পেয়েই ক্ষমীষকে কলা দেখাবেন না। তা হলে বাকী টাকা ত পাবেনই না, আমি এই দশ হাজার আবার কোন প্রকারে হস্তান্তর করবো। জানেন ত, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, নইলে স্ত্রীর হাতে দিতে গিয়ে আমার হাতে টাকা দেবেন কেন?”

কৃতজ্ঞতা, লজ্জা ও বিশ্বাস মিত্র মহাশয়কে অভিভূত করিল। তিনি বলিলেন, “রাম! আবার প্রতারণা! বিশেষতঃ আপনার সঙ্গে? আপনি প্রাণদাতা।”

“যে বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে, সে প্রাণদাতার সঙ্গেও পারে, সে আপনার বিলক্ষণ আছে।”

“আর লজ্জা দিবেন না—সে শুধু ছিল বটে, আর নেই।” মিত্র মহাশয় টাকার কি হবে?”

“সে টাকাটা বিবাহের যৌতুক বুলিয়া ধরলেই হবে।” মিত্র মহাশয় তুলুটিত হইয়া বামন দাস বাবুর ঋণ খুলি দিতে গেলেন,

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

কিন্তু পারিলেন না। বামন দাস বাবু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, “রমেন! যেমাই মশাইকে প্রণাম কর, রমেন ভারী শত্বের চরণে প্রগত হইল।

ত্রিসিক্কেখর রায়।

MEDICAL

চিকিৎসা সম্বন্ধীয়।

HOMEOPATHIC NOTES.

অর্শ চিকিৎসা।

গুরু এবং শিষ্যের বৈঠক।

শিষ্য। অর্শের বলী সমূহ যখন আঙ্গুরের খোলার ভায় মলদ্বারের চতুর্দিকে বাহির হয়, তখন কোন্ ঔষধ হিতকর?

গুরু। এলোজ। যেখানে রোগীর প্রত্যেক বার বাহ্যে যাইবার সময় ঐ রূপ অর্শ-বলী বাহির হইয়া পড়ে, এবং শীতল জল দিলে যন্ত্রণার লাভ হয় এবং চলাফেরা করিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ স্থলে এলোজ একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিষ্য। কিন্তু কোলিনসোনিয়া ঔষধেরও তো এইরূপ লক্ষণ আছে, তবে কেমন করিয়া এলোজ এবং কোলিনসোনিয়ার পার্থক্য করা যাইতে পারে ইহাই বিষয় সমস্তার কথা।

গুরু। না—সমস্তা তত গুরুতর নয়। কোলিনসোনিয়ার রোগীর কোষ্ঠ-বদ্ধতা বিস্তারিত থাকে, কিন্তু এলোজের লক্ষণে উদ্ভ্রামস্ত, পার্থক্য বুঝিতে কষ্ট হইবে কেন।

শিষ্য। ইস্কিউলস কোন্ স্থলে ব্যাধার করা উচিত।

গুরু। পিটের ভিতর বেদনা, দপ্ দপ্ করা, মলদ্বার শুষ্ক, যেন মনে হয়, গুলের মধ্যে

কাঠখণ্ড বা ছড়ি, না ঘব বা ধাতের স্ক্রু ওয়ালা ঠুঁথ প্রবিষ্ট আছে, বাহ্যের বেগু দিলেই যেন স্ক্রু ফোটান বেদনা বোধ হয়। এস্কুলসের অর্শের বলীর বর্ণ বেগুণী রংয়ের, এবং কোমরে ও পৃষ্ঠে বেদনা বিস্তারিত থাকে। মল দ্বারে চাপ বোধ, যেন মনে হয়, মলদ্বার বাহির হইয়া পড়িবে, অথচ বাহ্যে পাতলা।

শিষ্য। রাতানহিয়া (Ratanhia.) কোন স্থলে প্রযুক্ত?

গুরু। যেখানে রোগী মনে করে, যেন তাহার মলদ্বার মধ্যে কাঁচ চূর্ণ বিস্তারিত রহিয়াছে। আরও একটা বিশেষ লক্ষণ, প্রত্যেক বার বাহ্যে যাইবার পর গুলদ্বার বেদনা করে, উত্তপ্ত এবং জ্বালা বোধ, এইরূপ অবস্থা ২৩ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকিতে পারে।

শিষ্য। একটা রোগীর অর্শ সর্বদাই চুলকায়, এইজন্য সে ঘুমাইতে পারে না—রক্ত শ্রাবী অর্শ, বুখা মল প্রবৃত্তি আছে, বাহ্যে যায় কিন্তু পরিষ্কার হয় না।

গুরু। এরূপ লক্ষণে নক্সতমিকা ও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিষ্য। হেমিমেলিস কোনস্থলে প্রযুক্ত।

গুরু। যেখানে গুল দ্বারে অতিশয় টাটানি, এইটা ইহার বিশেষ লক্ষণ—কোমরে বেদনা এবং প্রচুর রক্তশ্রাব লক্ষণ বর্তমান থাকিলে হেমিমেলিস দ্বারা মহৎ উপকার সাধিত হয়।

শিষ্য। সল্ফার অর্শের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ পাঠ করিয়া ছিলাম, কিন্তু প্রয়োগের সহজসাধ্য উপায় বলিয়া দিলে কৃতার্থ হইতাম।

গুরু। যেখানে অর্শের রক্তশ্রাব বদ্ধ হইয়া যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, এরূপ স্থলেই সল্ফার প্রয়োগ করাই সম্ভব। পুরাতন অর্শ রোগের ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যন্ত কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ছোট ছোট গুলে মল, তাহাতে রক্ত

লাগিয়া থাকে, গুল দ্বারে জ্বালা, কুট কুট করা, বারম্বার বুখা মল প্রবৃত্তি, কিন্তু আদৌ বাহ্যে হয় না। অন্ধবলি বিশিষ্ট অর্শ, এইরূপ লক্ষণাবলীতে সল্ফার উপযোগী। সচরাচর আমরা ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার করি। সল্ফার নক্স ৩০ এবং প্রাতে সল্ফার ৩০ দিয়া অনেক অর্শ রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অনেক অর্শ রোগীর বলী হইতে সহজে রক্ত শ্রাব বদ্ধ করিতে পারা যায় না, তাহার প্রতি-কার, হেমিমেলিসেব মূল অরিষ্ট ৩০ ফোঁটা অর্ধ পোয়া শীতল জলে মিশাইয়া পরিষ্কার থাকুড়া ভিজাইয়া গুল দ্বারে প্রয়োগ করিয়া রক্ত শ্রাব বদ্ধ হইয়া যায়।

শিষ্য। অর্শ চিকিৎসার উপরোক্ত ঔষধ গুলি ছাড়া কি অন্য ঔষধের আবশ্যক হয় না।

গুরু। লাকেসিস, সিলিয়া, গ্রাফাইটস এটিম জুড্ প্রভৃতি বহু ঔষধও ব্যবহার হয়। আগামী মাসে এই অর্শ চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিব।

ক্রিমি জনিত কোরিয়া বা

তাণ্ডব পীড়া।

একটা ছয় বৎসরের শিশুর ছোট ছোট (Pin worm.) ক্রিমি জন্মিয়া থাকে, তাহাকে সিনা, টিউকোরিয়ম্, ক্যালকেরিয়া কার্ক, মারকিউরিয়স প্রভৃতি বহু ঔষধ দেওয়া হয় কিন্তু ক্রিমি দমিত হয় না। এই ক্রিমির জন্ত বালকের মধ্যে মধ্যে অর হয়—ভাল খাওয়া এবং যত্ন স্বত্বেও বালক হঠ পুটে হয় না। রাতে ঘুমাইলেও ইহার ক্রিমি মলদ্বার হইতে বাহির হইয়া বিচরণ করে। এইরূপ উপসর্গ সকল হইতে তাহার তাণ্ডব পীড়ার ভায় অনিচ্ছায় হস্ত পদের এক প্রকার খেঁচুনি এবং অনৈচ্ছিক মুখ ভঙ্গি প্রভৃতি লক্ষণে প্রকাশ পাইতে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপরে লউন।

লাগিল। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা হোমিও প্যাথিক চিকিৎসার উপর নির্ভর করিতে চাহে না। অগত্যা কলিকাতায় অনা হইলে বহুবার সাধা কবিরাজী এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসার কিছু দিবস অতিবাহিত হইল, ক্রিমিও দমিত হইল না এবং সেই প্রকার কোরিয়ার স্থার লক্ষণের কিছুমাত্র উপসম হইল না। হোমিও প্যাথিক মতে পুণরায় কোরিয়ার চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম। কোরিয়ার চিকিৎসায় যে সকল হোমিও প্যাথিক ঔষধ নির্দিষ্ট আছে, তাহা ব্যবহারেও বিফলমন্সর হইলাম। তাহার পর কয়দিবস কোন ঔষধই না দিয়া কতকটা হতাশ হইয়া রাখিয়া দিলাম। প্রায় ৮১০ দিন পরে তাহাকে একমাত্রা সল্ফর ২০০ শক্তির অনুবটিকা জীহ্বার উপর প্রদান করা হইল। আশ্চর্যের বিষয়, সেই দিবস হইতে কোরিয়ার সমস্ত লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া বালক সুস্থ হইতে লাগিল। আজ ৫ মাস অতিত হইল, আর কোন উপসর্গ নাই। কিন্তু ক্রিমি এখনও দেখা যায়।

বালকগণের ক্রিমি জনিত কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগে সল্ফর একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া আমি মনে করি।

কা: স:।

CURIOUS FACTS.

বিশ্বয়কর তথ্যাবলী।

কৃষিকার জ্বারের শুদ্ধ একটা সম্পত্তি ছিল, যাহার পরিমাণ ১০ ০০০০০০০ একর, প্রায় ইংলণ্ডের তিন গুণ পরিমাণ জমী। সেই কৃষিকার জ্বার আজ পথের ভীখারী।

লাপ্লাণ্ডের লোক ইয়োরোপের সমস্ত লোক অপেক্ষা ছোট, ইহাদের পুরুষগণ ৪ ফিট ১১ ইঞ্চি, স্ত্রীলোকগণ ৪ ফিট ৯ ইঞ্চি।

ভারতের প্রতি বৎসর গড়ে ২০,০০০ লোক সর্পিবাতে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। বাঘ ভালুকে ম্যালেরিয়ার যে কত মরে, তাহাও কাহারও অবদিত নাই। ভারত-বাসীর গেন মরিতেই জন্ম।

কাগজের গির্জা—ফ্রান্সের পারিসে একটা গির্জা আছে, তাহা কাগজকে জমাট করিয়া প্রস্তুত, ইহাতে অল্প ইট কাট কিছু ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাতে ১০০০, লোকের বসিবার আসন আছে।

জর্মানীর চাকর, শ্রমজীবী, কেরানী যাহারা বৎসরে ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০০ টাকা উপার্জন করে, তাহাদিগকে অতি অবশ্যই বৃদ্ধ বয়সের জন্ত জীবন বীমা করিতে আইন অনুসারে বাধ্য করা হয়। এ নিয়মটা মন্দ নয়।

Fortune built on 12 s.

১২ শিলিংএ সৌভাগ্যলাভ।

মিঃ জর্জ ষ্টব্লি, জে, পি, ইয়র্ক সারারের একজন জমিদার। মৃত্যু কালীন ২৯৮১২৫ পাউণ্ড রাখিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন। ইনি জীবনের প্রথম সপ্তাহে ১২ শিলিং মাত্র উপার্জন করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন। একটা পশমের দোকানে ইনি সর্ব প্রথম কাজ করিতে ঢুকিয়া স্বীয় অধ্যবসায় এবং সততা গুণে সমস্ত ব্যয় সংকুলান করিয়া মৃত্যুকালীন উপরোক্ত টাকা রাখিয়া যান। উলের দোকানে তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা সপ্তাহে ১২ শিলিং মাত্র বেতনে প্রবেশ করিয়া কোন প্রকারে ১৫০ পাউণ্ড মাত্র সঞ্চয় করিয়া নিজে-রাই উলের একটা ছোট দোকান করিয়া

ছিলেন, সেই দোকান হইতেই তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ জর্জ ষ্টব্লি উপরোক্ত টাকা রাখিয়া যান। ভ্রাতার অংশেও সম্ভবতঃ ঐরূপ টাকাই জমিয়া আছে। এখন এই কারমের নাম G. and J. Stubly, Ltd. of Wake-Fuild and Batley. কেমন ব্যবসায়ীর জাতি, ইংরাজ? বাঙ্গালা দেশের ছেলেরা মূল্যধনের অভাবেই কাজ করিতে পারে না বলিয়া নাকে কাঁদিয়া থাকেন এবং চিরকাল দাসত্বে নিরত থাকেন। ইহার চাকরী করে কাজ শিখিতে, একটু সঞ্চয় করিলেই স্বাধীন জীবিকারদিকে ধাবিত হয়, এবং এমন ধৈর্য অধ্যাবসায় ও দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া যায় যে, অঁচিরে ধনশালী হইয়া উঠে। এদেশের অপব্যয়ী যুবকগণের থিয়েটার নাচ ইত্যাদিতে বেশ পয়সা জুটে, কিন্তু স্বাধীন জীবিকার পথ উন্মুক্ত করিতে এক কণাদক ব্যয়েও সাহস নাই। এমন জাতি অনাহারে দারিদ্রের পেষণে না মরিলে মরিবে কাহারো? পাশ্চাত্য জাতীর স্ববসায়ের ইতিহাসে ঐরূপ অসংখ্য—দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

“Having the key to success is little use, unless you fit into the key hole.”

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

সমস্ত পৃথিবীকে তারে বেঁধন করিতে বড় তার আবশ্যক, সেই তারকে সোনার গিল্টি করিতে মাত্র ১৬ আউন্স সোনাই যথেষ্ট।

—:~:—

বহুমতী বলেন—পাট আর কপলা বাঙ্গালার দুইটা বড় সম্পদ। এই দুইটি কারবারেই বাঙ্গালীর হার্ত কম। বাঁদালী কুবক রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া ম্যালেরিয়ার ভুগিয়া ও দশ জনকে

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ভোগাইয়া পাট উৎপন্ন করে। কিন্তু পাটের আসল লাভের কারবার কাঁচা মাল হইতে পণ্য প্রস্তুতের ব্যাপার সমস্তই বিদেশীর হাতে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই বাঙ্গালার মোট ২১টা পাটের কল ছিল,—আজ সেই বাঙ্গালার ৭০টা পাটের কল হইয়াছে। তখন সর্বসাকল্যে মোট ৩৮ হাজার লোক পাটের কলে কাজ করিত, এখন ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক ঐ কাজে নিযুক্ত আছে। তখন পাটের কলে মূলধন ছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা,—এখন ১৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা উহার মূলধন হইয়াছে। আর অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী এ পর্য্যন্ত ঐ কার্যে আত্মনিয়োগ করে নাই। তাহারা যদি পাটের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে অর্থ নিয়োগ করিত, তাহা হইলে যুদ্ধের এই দুদিনে তাহারা প্রভূত লাভ করিত। কিন্তু নিষ্কর্মার অর্থলাভের সম্ভাবনা অতি অল্প।

রেলগাড়ী না রাজপ্রসাদ।—কাশীরাজের ভ্রমণ জন্ত সম্প্রতি একখানি রেলগাড়ী নির্মিত হইয়াছে। এই গাড়ীতে শয়নকক্ষ, স্নানাগার, পূজার গৃহ, পাকশালা, আহারের ঘর, বৈঠক খানা, আমল ও ভূতাগণের থাকিবার গৃহ প্রভৃতি অনেকগুলি কামরা নির্মাণ করা হইয়াছে। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে রাজ প্রাসাদের কক্ষ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এই গাড়ীর প্রস্তুতের ব্যয় পড়িয়াছে এক লক্ষ টাকা। রাজোচিত কার্য্য বটে।

সম্পাদকের লোকান্তর।—হুগলী চুঁচুড়ার 'চুঁচুড়া বার্তাবহ' পত্রিকার সম্পাদক বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৫ই ফাল্গুন সোমবার সন্ধ্যার পরে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। আমরা এই সম্পাদক মহাশয়ের মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি।

ভগবান মৃত মহাত্মার শোকসন্তপ্ত পরিজনগণের হৃদয়ে শান্তি বারি সিঞ্জন করুন।

পরীক্ষার দিন।—মাটি কিউলেশন—২রা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবে। আই, এ, আই এস সি—১৮ই মার্চ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বি-এ ও বি-এস, সি—৮ই এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবে।

কৃষিবিভাগ।—১লা মার্চ হইতে গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগ ঢাকা নগরে স্থানান্তরিত হইবে। কোঅপারেটিব বিভাগ কোঅপারেটিব বিভাগের রেজিষ্টার বাহাদুরের সাহায্য জন্ত ঢাকানগরে একজন ডেপুটি কালেক্টরকে ঢাকা বিভাগের কোঅপারেটিব কার্য্য করিবার জন্ত নিযুক্ত করিতেছেন, ইনি রেজিষ্টার বাহাদুরের অধীনে কার্য্য করিবেন।

বীর বালক।—আমরা সহযোগী “মেদিনী বান্ধব” হইতে এক ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের নিঃস্বার্থ বীরত্ব কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিতেছি। কয়েকটা নিরীহ পশুকে অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিয়া বালক মুমূর্ষু হইয়া রহিয়াছে! যে মহোচ্চ প্রেরণা ও ভাবের বশবর্তী হইয়া বালক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, আশা করি, সেই প্রেরণা ও ভাব বাঙ্গালীর ভিতরে অধিক মাত্রায় আবির্ভূত হউক। বালকের কীর্ত্তি বিবরণ এই:—ঘাঁটাল থানার অন্তর্গত নারায়ণচক নিবাসী শ্রীযুত নটবর দেব গোয়াল ঘরে গত ১লা ফাল্গুন সন্ধ্যার পর আশুপান লাগিয়া গোয়ালটা পুড়িয়া গিয়াছে। যে সময় আশুপান লাগে, সেই সময় গোয়ালে পাঁচটা গরু ছিল, এবং তের বৎসর বয়স্ক একটি গোপালক ঐ সময় গরুর সেবা করিতেছিল। হঠাৎ আশুপান লাগাতে স্থানীয় অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু কেহই গোয়াল হইতে গরু

গুলিকে ও গোপালকটিকে বাহির করিবার জন্ত সাহস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু তের বৎসর বয়স্ক বালকটী অদমা সাহসে নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া একে একে গরুগুলির দড়ি কাটিয়া দিয়া শেষে যখন নিজে বাহিরে আসিল, তখন পরিধেয় বস্ত্র ও জামা স্থানে স্থানে পুড়িতেছে। সকলে বালককে ধরিয়া তাহার গাত্রে আশুপান নিভাইয়া দেয়, কিন্তু বালকটি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। শুনা যাইতেছে, বালকটির নাকি এখনও চৈতন্য হয় নাই।

—:§:—

শিক্ষকের অপূর্ণ বীরত্ব।—সম্প্রতি খুলনা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি আসিয়াছে:—“গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে খুলনা জেলার অন্তর্গত মানসা গ্রাম নিবাসী কদমাতলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র সমতিবাহারে নদীতে সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জনের নিমিত্ত গমন করেন। তাঁহার তিন খানি নৌকায় আরোহণ করিয়া সরস্বতী মূর্ত্তি বিসর্জনের নিমিত্ত তিনটা নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ভীষণ খরস্রোতে প্রতিমা বিসর্জনকালীন দৈব-দুর্কিপাকে দুইখানি নৌকা জলমগ্ন হয়।

বালকগণ সস্তরগদ্যারা কোনরূপে তীরে উপস্থিত হয়। কিন্তু দুইটা বালককে তীরে না দেখিতে পাইয়া শিক্ষক মহাশয় জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন, এবং সস্তরগণে বহু সন্ধানের পর সেই তীব্র স্রোতের মুখে বালক দুইটাকে দেখিতে পান। দেবেন বাবু তাঁহার জীবনের মায়ার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হন এবং বহু কষ্টে দুই বাছতে দুই জনকে বেঁটন করিয়া তীরে উপনীত হন। বাস্তবিক পরার্থে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার এরূপ উজ্জল দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আমরা

ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

তাহার এই মহত্বের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করি।” বাস্তবিক এই মহাপ্রাণ শিল্পক নিজের জীবন অগ্রাহ্য করিয়াও যেকোন মুহূর্ত ছাত্রদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার অতীত। এমন আত্মত্যাগী বীরের বধোচিত সম্মান হওয়া উচিত।

সিমলা যাত্রির পত্র।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাহা হউক, এই রাখানাথ বাবুর অনুরোধে আমি সরকারী আফিসে কয়েক মাসের জন্য একটী চাকুরী লাইলাম। টোর সময় আফিসের ছুটী হইলে বড় বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া এবং আফিসের অগ্রাণ্ড কর্মচারীবৃন্দের সহিত একত্রে বাহির হইলেন। আফিসের ফটক হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ উচ্চে কিছুদূর উঠিয়া আসিয়া একটা প্রশস্ত পথে উঠিলাম। এই রাস্তা দিয়া আমরা বরাবর চলিতে লাগিলাম। এটাকে মল্ রোড্ বলে। রাস্তাটি অন্ততঃ ৩০ ফুট প্রশস্ত—বেশ সমতল—অবশ্য পাহাড়ী পথ। কোম্পানী বাহাদুরের অনুরোধে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া এরূপ সমতল করা হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে জলের কল এবং বৈদ্যুতিক আলো আছে। তাহা ছাড়া পশ্চিমপার্শ্বে, হোম্ ডিপার্টমেন্ট, ফাইনেন্সিয়াল ডিপার্টমেন্ট, পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্ট, কমার্স এবং এগ্রিকাল্চারাল ডিপার্টমেন্ট, জেনারেল পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ্ অফিস, প্রভৃতি অনেকগুলি সরকারী আফিস দেখিতে পাইলাম। মধ্যে মধ্যে এক একটা ছোট ছোট পাহাড়ের উপরিভাগে ডাইরেট্টার জেনারেল, অফ্ পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ, চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার এবং লাটসাহেবের সেক্রেটারীবৃন্দ প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণের বাংলা দেখা গেল। আমরা এইরূপে প্রায় ১ মাইল পথ চলিয়া

আসিলাম। অতঃপর একজন আমার সহ-যোগী কর্মচারী আমার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন, ওই দেখুন, সিমলা কালী বাড়ী যেখানে আপনি কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ছিলেন। আমি দেখিলাম, উহা প্রায় ৩০০ শত ফিট উচ্চে অবস্থিত। কিন্তু আমাদের এই রাস্তাটি এত নিম্ন দিয়া চলিয়াছে। আমরা কালী বাড়ি বাম পার্শ্বে রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে দিয়া আর একটা স্বল্প প্রশস্ত পথে অবতরণ করিলাম। এই পথের দুই পার্শ্বে নানা প্রকার ফল, ফুলারী, কাপড় এবং চাউল, দাইল, তৈল, ঘৃত এবং কয়েকখানি মিষ্টানের দোকান দেখা গেল। অতঃপর কিছু দূর আসিয়া রাস্তার ঠিক বাম দিকে কয়েক খানি বেশ বড় বড় ত্রিতল বাটি দেখা গেল। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন এই দেখুন গভর্ণমেন্ট “ব্লক” অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। বাড়ীগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা সকলে শেখোক্ত বাটিতে একটা কাঠের সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলাম। সকলে যে বাহার ঘরে প্রবেশ করিল। বড় বাবু আমাকে লইয়া বাটির প্রান্ত ভাগের এক কামরায় উপস্থিত হইলেন, এবং একখানি খাট দেখাইয়া বলিলেন, এই আপনার “সিট” অর্থাৎ শয্যা। এইখানে আপনার পিতা পুত্র শয়ন করিবেন। বড় বাবু ত্রিতলে চলিয়া গেলেন, তিনি এবং আরও ২১৩ জন উচ্চপদস্থ বাবু সম্মিলিত ত্রিতলে বাস করিতেন। বাহাদুরের জী নাই, তাহার সকলেই দ্বিতলে স্থান পাইয়াছেন, অগত্যা আমিও এই দ্বিতলে স্থান পাইলাম। নিম্নতলে কয়েকটা নিম্নপদস্থ কর্মচারী সপরিবারে বাস করেন।

এই বাটিগুলি প্রস্তুত সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাঠকবর্গকে দেওয়া উচিত বিবেচনা করিতেছি। বাটির ভিত্তি অর্থাৎ বনিয়াদ সমস্তই প্রস্তরের, ঘরের চতুঃপার্শ্ব দেওয়াল এই

প্রস্তর এবং মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত। ছাদগুলি সমস্তই কাঠের তক্তা দেওয়া, কপাট প্রভৃতি সমস্তই কাঠ নির্মিত, এবং সেই কপাটের উপরিভাগে এক একটা কাঁচের (Ventilator) অর্থাৎ বাতাস বাতায়ানের পথ আছে প্রত্যেক কামরায় এইরূপ দুইটা করিয়া কপাট এবং দুইটা করিয়া কাঁচের জানালা আছে আমাদের দেশের স্থায় এখানে জানালা কেহ নিম্নভাগে করে না। আমাদের দ্বিতলের এক শ্রেণীতে এইরূপ ৮১০ খানি কামরা আছে ইহার দুইদিকেই বারান্দা। নিম্ন হইতে সোপান অতিক্রম করিলেই পশ্চাতের বারান্দায় উপস্থিত হওয়া যায়, এবং এই বারান্দা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়, তৎপরে আর একটা দ্বার অতিক্রম করিলেই সন্মুখের বারান্দায় আস যায়। এটা একেবারে রাস্তার উপর, এখানে দাঁড়াইলে বহু দূরন্তী ছোট বড় অসংখ্য পাহাড় শ্রেণী লক্ষিত হয়। নিম্নতল, দ্বিতল এবং ত্রিতল, কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই।

পশ্চাতের বারান্দায় প্রত্যেক কামরায় প্রবেশ করিবার পথের দুই পার্শ্বে স্নানাগার ও পায়খানা বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত। প্রত্যেক কামরায় দুইজন করিয়া লোক থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট আছে তাহার অধিক থাকিবার আবশ্যক হইলে কর্তৃপক্ষের আদেশ লইতে হয়। ঘরের আসনাবনের মধ্যে সরকারী দেয় দুইখানি খাট একটা টেবিল একখানি বসিবার চৌকি, একখানি আয়না, দুইটা আলনা এবং দুইটা আংটা অর্থাৎ লৌহ নির্মিত উনান। এই উনান অক্টোবর মাস হইতে আবশ্যক হয়। রাত্রিকালে ভূত্ব সেই উনানে অগ্নি সংযোগ করিয়া প্রত্যেক লোকের খাটের তলদেশে রাখিয়া যায়, তাহা না রাখিলে শীতে নিদ্রা হয় না।

ত্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

(চয়ন)

অপরাজিতা ফুল।

ডাক্তার শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য

কাব্যবিনোদ লিখিত—

—:—

পরিচয়। ইহা লতাজাতীয় উদ্ভিদ। ভারতের সর্বত্র ফুলত। পূর্বকালের অর্য্যগণ এই জাতীয় কয়েকটা ফুলকে “ময়ূপুস্প” বলিয়া শক্তি পূজায় শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। তাহার মধো অতী, আর অপরাজিতা সর্ব শ্রেষ্ঠ। ইহা শ্বেত, নীল মিশ্রিত শ্বেতভ স্বরূপে তিন প্রকার। সাধারণত নীল অপরাজিতাই সর্বত্র ফুলত। শ্বেত অপরা- জিতাই কিন্তু ঔষধীয় কার্যের প্রধান অবলম্বন। এই উক্ত জাতীয় লতাটি হিন্দুর শিশু বৃদ্ধের পরিচিত। এই ফুলের গাছ লতাকারে অপর বৃক্ষ বা কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হয়। ইহার বিশেষ পরিচর বাহ্য নাত্র।

ঈশ্বরের এমনি মহিমা, এমনি সৃষ্টি সৌন্দ- র্যের সুকৌশল, যে জগতের প্রত্যেক পদার্থই পূর্ণ পৃথক পৃথক। তবে স্থান বিশেষে যে একটুকু আধটুকু সমতা পরিলক্ষিত হয়—উহা আমাদের অভিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। এই বিশ্বরাজ্যে এক আকারের দুই বস্তু নাই। আপাত দৃশ্যে জগত বৈষম্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরিণতির সামঞ্জস্যে এই অপরাজিতা লতার সহিত সমতুল্যতা অপর কোন লতা মানবের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। কিন্তু বিজ্ঞা পর্বত সাম্রাজ্যে “তুব্রি” বলিয়া একরূপ বনজলতাকে অপরাজিতার সহিত অনেকটা তুলনা করা যায়।

কালীবাসের দ্বিতীয় বর্ষে বিজ্ঞাচল দর্শন সময়ে বৈশাখ মাসে পর্বতের নিম্নাংশে মাতা ত্রীত্রীবিদ্ধ বাসিনীর মন্দিরের নিয়ে তুব্রি লতা

মার্চ—৪

দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ফুল দেখি নাই। তাই মনে হইয়াছিল, ইহা অপরাজিতা লতা বিশেষ। যাহা হউক, ঔষধার্থে সর্বত্র ফুলত অপরা- জিতাই বর্ণনার লক্ষ্য।

ভাষাভেদে নাম। সংস্কৃতে—অপরাজিতা, হিন্দিতে কোয়েল, পাওরী, সুফনি। গুজরাটে গরনী। কর্ণাটে—নিলয় গিরিকর্ণিকা, তেলি- গুতে—নীল গদুনাও কহিয়া থাকে। ইংরা- জিতে Magoria আর ল্যাটিনে chlatoria trentula ক্লাটোরিয়া ট্রানটুলা কহে।

একজন দেশীয় ডাক্তার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারি “মেজেরিয়ান” নামক ঔষধকে এই অপরা- জিতা জাতীয় ঔষধ বলিয়া পরিচিত করেন। প্রকৃত কিন্তু তাহা নহে। মেজেরিয়ান ভারতীয় দ্রব্য নহে। এই ডাক্তার বাবুর বিশ্বাস, মেজেরিয়ান আর অপরাজিতার শিকড় একই গুণকারক। যাহা হউক, এই দুই দ্রব্য এক না হইলেও—গুণ, ক্রিয়া প্রায় এক। মেজেরিয়ানের গুণ শ্রেষ্ঠ পরিবর্তক। অপরা- জিতাও তাই। ইহার আর যতই গুণ থাকুক না, কেন আমি ইহার দুই শক্তির পূর্ণ পক্ষপাতী। পরিবর্তকে আর ক্ষত শুষ্ক কারকতায়।

ক্রিয়া। বিরোধক, পরিবর্তক, পচন নিবা- রক। হিন্দি শালিগ্রাম নির্ঘণ্ট বল্লেজ, অপরা- জিতা “ত্রিদোষ শৌর্ধশূল দাহঃ কুষ্ঠশ শূলকম্” ত্রিদোষ (বাত পিত্ত কফ প্রকোপ) শিররোগ, কুষ্ঠ দাহ ও শূল ইত্যাদি আরোগ্য করে। উক্ত গ্রন্থমতে ইহা নেত্র পীড়ারও ঔষধ। আমরা অপরাজিতার রেণাকারক পিত্ত নিঃসারক এবং পরাক্ষপৃষ্ঠ কীট নাশক গুণও উপলব্ধি করিয়াছি।

সুপ্রসিদ্ধ পল্লী “খড়দহ” নিবাসিনী একটা ব্রাহ্মণ কন্যা শিষ্যাবাড়ী থাকিয়া বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সহায় পিত্তলের বগুণার স্নান ধারে হাত কাটিয়া বিষম ক্ষত জন্মাইয়া ছিলেন। অথদ্বয়েই

হউক আর অভাবেই হউক, কিম্বা শিষ্যগণকে বিরক্ত করিবেন না বলিয়াই হউক, বেচারীর ক্ষত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আঙ্গুরের এক পর্ব পর্য্যন্ত পচিয়া গিয়াছিল। ঘটনা স্ত্রে আমি তাহার শিষ্য মহাশয়দিগের বাড়ী একটা “ইরিনিপেলাস” চিকিৎসার জন্ত উপস্থিত ছিলাম। তাহার ক্ষত দেখিয়া অত্যন্ত হইতে ঔষধ আনাতে আনার দুইদিন দেবী হইয়া যায়। এই অবসরে একটা সাহা জাতীয় পল্লী কবিরাজ অপরাজিতার পাতা আর সামান্য কলিচূর্ণ নারিকেল তৈল সহ কর্পূর মিশাইয়া ক্ষতে দিতে থাকে। আর “বিজ্ঞতাড়কের” পাতা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দেয়। ভগবানের প্রসাদে এক রাত্রিতে গন্ধ আর পুঁথপড়া আরোগ্য হয়। ফুলাও পরে কমিয়া যায়। ইহা দেখিয়া আমি আর দ্বিতীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করি। ৩৪ দিন উক্ত মলম ব্যবহারে ক্ষত আরোগ্য হয়। পরিশেষে একটি সামান্য দাগ ব্যতীত অত্র কোনরূপ চিহ্ন ছিল না।

তখন হইতে এই ঔষধে আমি বহু ক্ষত পীড়া আরোগ্য করিয়াছি। অপরাজিতার পাতার রসে কণ্ঠিতাংগ জোড়া দেওয়া যায়। ইহার পচন নিবারক শক্তি অতি উৎকৃষ্ট। রক্ত রোধকও বটে। ইহার আর একটি অদ্ভুত গুণ আছে—যথা কাচে কিম্বা শিশি বোতলে হাত কাটিলে এবং কাচ কণা শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া উপদ্রব উপস্থিত করিলে অপরাজিতা পাতার রস চূর্ণ, দোক্তা পাতার সহিত পীড়িত স্থানে বান্ধিতে হয়। ইহাতে জালা যন্ত্রণা যায় এবং ক্ষত শুষ্ক হয়। আমি নিজেই ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য।

কাচের ছিপ যুক্ত শিশি কোন কারণে ভাঙ্গিয়া দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিয়া ছিলাম। প্রথমে কস্টিক ব্যবহার করিয়া বেদনা আরোগ্য করি কিন্তু শেষে আবার বেদনা হয়,

ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

আর প্রদাহ হইয়া ক্ষত হইবার উপক্রম হয়। তখন খেত অপরাজিতার পাতার রস দিয়া আরোগ্য হয়। এই লতাব পাতার রস পিচকারি যোগে ব্যবহার করিলে নতুন প্রমেহ পীড়ার পুন পড়া কম পড়ে। আবার স্ত্রী লোকের যোনি কুণ্ডল পীড়ায় ইহার ক্ষমতা অত্যধিক। কতকগুলি পাতা গরম জলে ফেলিয়া ফাট অর্থাৎ পীচন প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা ডুস কিম্বা পিচকারি ব্যবহার করিতে হয়। এমন কি ইহাতে প্রদর পীড়া পর্যন্ত আরোগ্য হয়। শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে অপরাজিতার পাতা তাজা চুণে মাখিয়া ঢুট পার্শ্বে লাগাইয়া যন্ত্রণা কম পড়ে।

ইহার শিকড়ের রসে দান্ত হয় এবং পরি-বর্তক গুণ প্রকাশ পায়। এই কারণ কোন কোন পল্লী কবিবাজ শিকড় ছেটিয়া ২০২৫ ফোটা রস চুণের জল সহ খাইতে দিয়া রক্তাতিসার আর ক্রিমি ব্যাদি আরোগ্য করিয়া থাকেন। উন্মাদ পীড়ার ইহা মস্তকে ব্যবহার করা ব্যবস্থা আছে, কিং ডাক্তারী শাস্ত্রে এই লতাব নাম গন্ধ নাই। পরীক্ষা করা উচিত নহে কি?

স্বাস্থ্য-সমাচার।

মাঘ, ১৩২৪ সাল।

জাতীয় শিক্ষা অর্থাৎ।

—:§:—

আমাদের নিবেদন।

আমরা জাতীয় শিক্ষা অষ্টাহের অনুষ্ঠান করিতেছি।

আগামী ৮ই হইতে ১৫ই এপ্রিল এই আট দিন আমরা জাতীয় শিক্ষার কথা সকলকে বলিব, জাতীয় শিক্ষার মঙ্গল-কামনা অষ্টাহ-ত্যাগের ব্রত করিব অর্থাৎ আমাদের সুখ-বৃদ্ধ্যতা কিছু কিছু ত্যাগ করিয়া তাহাতে

যে অর্থ বাচিবে, তাহা জাতীয় শিক্ষা ভাণ্ডারে উৎসর্গ করিব,—আর দেশবাসীর নিকটে জাতীয় শিক্ষার জন্ত প্রদ্বার দান ভিক্ষা করিব।

কেন আমরা এই অনুষ্ঠান করিতেছি?

আমরা বিশ্বাস করি—(দেশের হিতকামী কেই বা বিশ্বাস করিবেন না?)—দেশের ভাবী মঙ্গল দেশের সম্মানগণের উপযুক্ত শিক্ষার উপরে নির্ভর করিতেছে।

সেই উপযুক্ত শিক্ষা জাতীয়-শিক্ষা।

দেশের সম্মানগণ দেহে ও মনে—সর্বতোভাবে সুস্থ, সবল ও শক্তিমান কর্মী মানব হইয়া উঠিতে পারে, আপনারা সর্বপ্রকারে উন্নত হইয়া—দেশের সকল প্রকার উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়, সকল দেশের পক্ষেই এইরূপ শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, দেশের সম্মানগণের উপযুক্ত শিক্ষা।

দেশ দরিদ্র হইলে ব্যয়বহুল আড়ম্বর, অনাবশ্যক বিলাসিতা, সব বঞ্জন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বতদূর সম্ভব সুলভে বাহাতে সকল শ্রেণীর মধ্যে এই শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

ইহা কিসে সম্ভব হইতে পারে?

যদি শিক্ষার সকল ভার সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের হাতে থাকে তবে। কারণ দেশের সম্মানগণের উপযোগী শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কি প্রণালীতে তাহা সুপরিচালিত হইলে ভাল হয়, তাহা দেশবাসীরাই ভাল বুঝিতে পারেন। যদি না পারেন, বলিতে হইবে—সম্মানগণের শিক্ষা—জাতীয় জীবনের প্রথম যে দায়িত্ব—তাহার পরিচালনায় তাহারা অযোগ্য, স্তবরাঃ উচ্চতর কোনও প্রকার দায়িত্ব গ্রহণে ও অধিকার ভোগেও অযোগ্য। আমরা দেশ-বাসীর এ অযোগ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

দেশবাসীর কর্তৃত্বাধীনে দেশের উপযোগী যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তাহাই “জাতীয়-শিক্ষা।” এই জাতীয় শিক্ষাই দেশের প্রকৃত উন্নতির মূল।

প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর উপরে দেশের লোকের কর্তৃত্ব অতি সামান্য। অনেক অভাব ও ত্রুটি আমরা ইহার মধ্যে দেখিতে পাই—বাহার প্রতিকার হয় না। এই শিক্ষার ব্যয় দেশের দরিদ্র গৃহস্থগণের পক্ষে অতি দুরূহ ভার, এই ব্যয়ও ক্রমে বাড়িতেছে—কমিতেছে না। তাই দেশের প্রয়োজন অনুসারে ইহার বিস্তারও ঘটিতেছে না।

তাই জাতীয় নেতৃত্বাধীনে নতুন “জাতীয় শিক্ষা” প্রবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন দেশে হইয়াছে। প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী চলিতেছে চলুক, তাহা হইতে দেশের আংশিক যে মঙ্গল হইতেছে হউক, তার সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার বিরোধ কিছুই নাই।* কিন্তু তাহার অস্তিত্ব-সত্ত্বেও—তাহার অভাব পূরণের জন্ত—দেশের বহু নতুন এই “জাতীয় শিক্ষাও” দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্ত—নতুন এই “জাতীয় শিক্ষাও” দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

কেন হইয়াছে? জাতীয় শিক্ষায় কি হইবে?

দেশের সম্মানগণ দেহে সুস্থ, প্রাণে উন্নত, মনে ধীমান, চরিত্রে সুশীল, কর্মে শক্তিমান ধর্ম্মে প্রদ্বাবান্ মানবে পরিণত হইবে। সুলভে সুশিক্ষা দেশে বিস্তার লাভ করিবে। দেশের ভাষা ও সাহিত্য, দেশের দর্শন বিজ্ঞান ও ইতিহাস, বিশেষ ভাবে এই শিক্ষার স্থান লাভ করিবে—দেশের প্রতি—জাতির প্রতি—দেশের সম্মানগণের শ্রদ্ধা বাড়িবে,—এই শ্রদ্ধার ভিত্তিতে জাতীয় আদর্শে জাতীয় চরিত্র গড়িয়া উঠিবে। দেশের সম্পদব্যক্তির অমূল্য শিল্প ব্যবসায়াদি শিক্ষার বিস্তারে দেশের দৈন্য দূর হইবে, ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তৃতকেন্দ্রে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দেশের সম্মানগণের নূতন নূতন জীবিকার উপায় হইবে,—শিক্ষিত যুবকগণের বর্তমান জীবনসংগ্রাম সহজ হইবে।

বঙ্গলায় জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা আজ নূতন নহে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ গত দ্বাদশ বৎসর বাবৎ এই কার্যে ত্রুতী আছেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস আশাহরূপ সফলতা না হইবার প্রধান কারণ প্রকৃত মঙ্গল লাভে যে কঠোর সাধনার আবশ্যক, তাহার প্রতি দেশবাসীর উদাসীনতা।

সকলে আসুন, এই শুভ সুযোগ অবহেলা করিবেন না। জাতীয় শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হউন,—জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সকল কথা শুনুন,—পরিষৎ কি করিয়াছেন, কি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছেন একবার দেখুন। দেখিয়া, ভাবিয়া, বুঝিয়া তাঁহারা ভুল করিয়া থাকিলে সে ভুল দেখাইয়া দিন,—বুঝাইয়া দিন, সার্থক কন্দের পথের তাঁহাদের শক্তি—আপনাদেরই এই প্রতিষ্ঠানের শক্তি—কি ভাবে কি উপায়ে পরিচালিত হইবে। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ সার্থক জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তনে দেশের মহামঙ্গলসাধনের চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করুক।

দেশবাসী সকলের সহায়তা আমরা প্রার্থনা করি। আমাদের দীন অন্তর্ভানে সকলে আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন। দেশের গৃহস্থগণ, গৃহে গৃহে দেশের জননীগণ, দেশের ব্যবসায়ীগণ, দেশের বালক ও যুবক ছাত্রগণ, সকলকেই আমরা আহ্বান করিতেছি, আমা- এই অন্তর্ভানে যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

আমাদের বিশেষ একটি প্রার্থনা সকলের নিকট এই যে, সকলে এই অষ্টাহকাল কিছু কিছু সংযমে ও ত্যাগে—কিছু অর্থ বাঁচাইয়া এই মঙ্গল অন্তর্ভানের সহায়তার দান করুন। দেশের মঙ্গলে এই ত্যাগব্রতের পুণ্য আপনারা ধন্য হউন,—দেশকেও ধন্য করুন। এই

অষ্টাহকাল—যাঁহার যেরূপ সুবিধা কোনও ভোগ্য ত্যাগ করুন,—এবং এই ত্যাগজাত মঙ্গল জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে দান করুন। যাঁহার ব্যবসায়ী তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা—এই অষ্টাহকাল তাঁহাদের লাভের যৎসামান্য অংশ—যিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন—দেববৃষ্টির জায় এই মঙ্গল অন্তর্ভানে উৎসর্গ করুন।

ইহা ছাড়া সামান্য অর্থ বা কোনও দ্রব্য—যিনি দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাও আমরা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইব।

জাতীয় শিক্ষা-অষ্টাহ অন্তর্ভান সমিতি ৪৩এ কলেজ স্কয়ার কলিকাতা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদক
শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র গাঙ্গুলি
সহকারী সম্পাদক।

বিশেষ নিবেদন।—যিনি বাহা দান করিবেন, দয়া করিয়া উপরে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। সময় অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

STARCH GLOSS.

ইহা কেবল বস্ত্র বা দ্রব্যের উপর তুলি বা ক্রস দ্বারা লাগাইলে খুব চক্চকে হয়।

প্রস্তুত প্রণালী।

বোরাফ	২১০ আউন্স।
আরবী গঁদ	২১০ „
স্পারমাসেট	২১০ „
মিসারিন	২১০ „
ডিসটিল্ড ওয়াটার	২১০ পাইট।

ইহার সহিত কয়েক ফোটা স্নগন্ধ এসেন্স

দিলে জিনিষটা সুন্দর হইবে। ইহাকে শিশিতে পুরিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। ব্যবহারের সময় এই বোতল বা শিশি হইতে ৩ চামচে লইয়া পোনে সাত আউন্স ফুটন্ত গরম জলে দিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। ছাপা কাগজের উপর মাথাইলেও বার্নিস করার মত চক্চকে হইবে।

About Gilt Colouring.

The gilt-coloured material is a gold coloured lacquer. These lacquers can be made in almost any colour by using appropriate stains. A pale gold lacquer is made by dissolving 5 oz. of orange shellac ¼ oz. of gamboge in ½ gal. of methylated spirit; for a deep gold lacquer, dissolve 5 oz. of orange shellac, 2 oz. of turmeric, 2 oz. of gamboge, and ½ oz. of dragon's blood in 3 pt. of methylated spirit. The blue preparation is a blue enamel paint. These enamels can be bought at any paint shop in England. Enamel paints are made by grinding the colour with copal varnish and thinning with turpentine. The colour employed for such a blue enamel is ultramarine blue and zine white, mixed. For preparing enamel paint a cone paint mill would be required; the colour is first ground with sufficient varnish to form a stiff paste, and the remainder of the varnish and the turpentine are then added, and the whole passed through the mill again. Enamels on tinsplate, etc., are usually stoved; that is, after applying the paint with a soft, long-haired brush, the sheets are

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

placed on a level plate in an enamelling stove, and heated to a temperature of 120° to 140° C. When applying the gold lacquer the tinplate should be thoroughly cleaned with soft soap and hot water, dried in sawdust, heated on an iron plate until the hand can just bear the heat, and the lacquer applied with a long haired camel-hair brush in long, straight sweeps, so that the coating may be even and free from streaks.—Work.

CHEAP SEALING WAX.
Common Bee wax (মৌ মোম)...2 lbs
Turpentine (টার্পিন)...6 oz
Olive oil (জলপাইয়ের তৈল)...2 oz
Red Lead (লাল লেড্ রং)...6 oz
Boil a little and stir untill it is almost cold; then cast it into a cold water, and make it up to rolls or cakes.
S. A.

সবিনয় নিবেদন।

নিজের এবং লোক জনের শারিরীক
অসুস্থতার জন্য ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ সংখ্যা
বন্ধী সময়ে প্রস্তুত থাকিলেও পাঠাইতে পারা

যায় নাই, তজ্জন্ত বিলম্ব হইয়াছে। সহদয়
পাঠকগণ ক্রটি ক্ষমা করেন ইহাই প্রার্থনা।

বিনীত

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

পরীক্ষা **অগ্নিদীপক।** করণ।
ডিমপেপাসিয়া, তাম্র, বদন্ত্যম, পেট মনপাও
পাক দ্রব্যী মন্বজীয় যাত্রীবিপণ্ডিত দরবারে
মনা ৬০ বটি ডাকমাণ্ডুলপাকিং মন্ব এক টাকার মাত্র।
দি অগ্নিদীপক কোম্পানি।
বঙ্গের জন্য এক আনা টিকিট চাই। মণ্ডলা, ইউ, পি।

ওরিয়েন্টাল ষ্টোৰ্শ।

৪৫/৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,

(বাঙ্গারাম অক্জুরের গলির ভিতর)

কলিকাতা।

বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানীর একমাত্র এজেন্টস্।

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড্ কৃত “দিল্লী বিস্কুটের” বিশেষত্ব কি ?

(১) ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশী অর্থ ও স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন।

(২) ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু প্রণালাতে প্রস্তুত এবং ইহাতে ডিম, চার্ক কিম্বা অন্য কোন প্রকার
খাদ্যনিকর পদার্থ নাই।

(৩) গঠনের পারিপাট্যে, স্বাস্থ্যদে ও লঘুতায় ইহা বিলাতী কোন বিস্কুট অপেক্ষাই হীন নহে—
অধিকন্তু দামে সস্তা।

(৪) ভারতবর্ষে প্রস্তুত সকল বিস্কুটের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম—এ কথা প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই
সর্বোচ্চ পুরস্কার ও পদকপ্রাপ্তির দ্বারা বারবার স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ক্রীম—	১৮/১০	(২ পাউণ্ড টীন)
খিন্ এরাকট—	১৮/০	"
মিল্কড্ হাউসহোল্ড—	১৮/১০	"
জেম—	১৮/১০	"
লেমন—	১৮/০	"
নাইস্—	১৮/০	"

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্জুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫/এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

১৭নং অক্জুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

ঐহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকমাতলাদি স্বতন্ত্র।

অন্য হাতে হেতরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেরূপে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। মূল্য ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ এ নিউ ট্রেড।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে যেরূপে বসিয়া অস্ত্রান্ত কপড় ও চাকুরী খাণ্ডা বড়ো উপার্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে বাহা কেহ কাহা-কেও শিখায় না। সামান্য যে করখানা আছে, কেবল ১০ আনা মূল্যে দেওয়া হই-তেছে। ডাঃ মাহুল তি, পি, স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং খনাকাজীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াস সাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এই পুস্তক সং-লিখিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তক-খানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ১০ টাকার ডি পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাধান, পরিষ্কার পত্রের বিন্যাসে প্রকাশিত। সামান্যই জানাইবাছি, হুতরাং যবন অর্থাৎ কলন।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কলি সন্নিবেশিত অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোতুলকাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্থাৎ করিবেন, পকেট সাইজ, মূল্যসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ১০০ আনা। ডি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPES

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ১০। সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমা-দের বেশী কর্মচারী নাই যে, সর্বস্বাই এই কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাক। পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাঁচান। আর। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাহা আমা-দের নাই, কেমন পুস্তকও অর্থাৎ করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কলিখন শেলও পুস্তক রাখা হয়। নে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রটের সেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চকু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চকুর ঘোষ ঘটে, তখন তিনি ত্রুটি সন্ধান দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চকুরকে রক্ষা করিতে যত্ন; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চকুরের রক্ষার স্বার্থ সাধনী। আমরা চকু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনিয়াছি। চকুরের বিবরণ আমাদের কাছে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থাপক চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই মে, মল্লিক এণ্ড কোং, ২ নং লালবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালী ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক স্বল্প চিকিৎসা বিবরণ মাসিক পত্র মকঃবলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। বার্ষিক মূল্য সড়াক ২৫ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন, হালদার,

কার্যাব্যাহক,

আনন্দবাজার পোঃ, কলিকাতা।

কালের লোক, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রোগপ্রতিরোধক এবং সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ। মূল্য ১ টাকা।

শ্রী গুরুদাস চ. টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রিট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য বাবতীর ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্বিধা নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাপ্রদেয় যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা লিখিবেন।

মেসার্স ইজহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্সট্রাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

শিল্প, সাল, ষ্টীল, প্রভৃতির গৃহস্থায়ী সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুন্দর ভিত্তিতে কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার বিবরণ বা এন্ট্রিনেট চাহিলে তৎক্ষণাত্ পাঠাইয়া দিই। প্রস্তুত অর্ডারের সহিত অল্পতম মূল্যের প্যাকিং চার্জ অত্রিক পঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি. পি. ডেকে আদায় হয়। বই ও পত্রাদিও প্রেরণা করি।

কাড়ের লোক, কলিকাতা।



জবাকুশুম তৈল

পক্ষে অভুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবেদনশীল নিরানন্দের পর আনন্দের গুণাগুণ হইবে। সামান্য
কুটীরবাসী হইতে সুকুটুম্বী রাজাধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের
প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহার যেরূপ সাধা তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়ো-
জন করিতেছেন। জবাকুশুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে



জবাকুশুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অভয়ানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১/২ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। ভজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা

সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

হৃষিত বিধ জন্য বাহ্যের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার ত্রণ বা ক্ষতের চিকিৎসা পাইয়া ভ্রম সমাজে বিশিষ্ট অস্ত্রব্য
হইয়াছে, শরীরের কাষ্ঠি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে সুখার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১১০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৮০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রী উপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, - কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক,
“খোকসিনা” ২১৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান
করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা শারী কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে অলৌকিক ক্ষমতায় আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে
উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ দশমতেন পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স

খোকসিনা কার্যালয় এবং

কোর-গলসী, জেলা বর্ধমান।



আকস্মিক বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখে ফেলবার বেলায় এক ডজন “ক্যাছারাইডিন”
 আনতে যেন ভুলো না। এক ডজন কিনলে ১ ন টাকাতেই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
 ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড
 কলিকাতা

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না ।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' বায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্পের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে, খুঁজে, ঠাট্টে কিনেন । এতে শরীর শীত্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে ।
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিংবাম

একমাত্র মহৌষধ । অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য । এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাভুক্তকৈ বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন । মূল্য বড় ২৫০, ছোট (অঙ্কক) ১৫০ ।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুফ্যাকচারিং কমিউন্স,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা ।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“লিঃ” কলিকাতা । টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা ।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার ।

- ১। কলারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না । পত্র লিখিয়া জানিতে হয় ।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১২ টাকা ধরা হয় । সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাড়া ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার ।

	৪ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮১ টাকা প্রতি মাসে	৭১ টাকা প্রতি মাসে	৬১ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৭১ " "	৬১ " "	৫১ " "
৩ "	৬১ " "	৫১ " "	৪১ " "
১ কলাম	৭১ " "	৬১ " "	৫১ " "
২ "	৬১ " "	৫১ " "	৪১ " "

১২ বৎসরের কামত । ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না । অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব ।

কার্যাব্যাহক

“কাজের লোক” ।

১৭ নং অক্টোবর দস্তের লেন, বহুবাজার, কলি কাতা ।



কেশরঞ্জন

গুণের তুলনায় অদ্বিতীয় ।

কেশকোমল ও মন্থন করিতে—কেশরঞ্জনের ন্যায় দ্বিতীয় উপাদান আর নাই। কেশের উন্নতি, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও মন্থনতা সাধন করিতেই কেশরঞ্জনের আধিষ্ঠান ও নামের সার্থকতা। তাঁৎ নিবারণে ও অকালে কেশপকতা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা, মাগুলাদি ১/০ আনা।

গেডিক্যাল এন্ড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অফ কেমিক্যাল ইণ্ডস্ট্রীর সভা,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১২ নং চিংপুর রোড, কলিকাতা।

বহুমূল্য হীরামতি অপেক্ষাও একবিন্দু বিশুদ্ধ শোণিতের মূল্য বেশী ।

খুব সোজা কথাই বুঝাইয়া দিই। আপনি হয়ত খুব ধনী ও ঐর্ষ্যবান। কিন্তু অদৃষ্ট-মোখে, কণ্ঠ-ফলে আপনার শোণিত-বিকৃতি ঘটয়াছে। কবে কোন ঔষধের সঙ্গে পারদ সেবন করিয়াছিলেন—তাঁহার ফল দেখা দিয়াছে। গাঙ্গের সর্কাসে ঢাকা ঢাকা নাগ, ফোটক, ক্ষত, কষ্টপ্রদ-ক্ষীতি অনিদ্রা, অক্ষুধা প্রভৃতি লইয়া আপনি বড়ই ভুগিতেছেন। হয়তঃ—বাহিরের কোন কাজে আপনাকে বাইতে হইল। আপনি বড় জুড়ী চড়িয়া হীরা-মতিতে ভূষিত হইয়া বহুমূল্য পোষাকে দেহাবৃত করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। পথে হয়তঃ রোগের যাতনা খুব বৃদ্ধি হইল। তখনই কি আক্ষেপের সহিত আপনি বলিবেন না—“হায়! এ হীরামতি অপেক্ষা লববিন্দু বিশুদ্ধ-শোণিত আমার শরীরে কেহ আনিয়া দিতে পারে না।” সভ্যই আপনি তখন এত অশুভপু। বাহারা আপনার মত কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদেরও বলিতেছি, সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের আয়ুর্বেদীয় মতা-সালগা অমৃতবল্লী কন্ডায় সেবন করুন। ছুই সপ্তাহে শরীরে অমৃত তরুণের ফল দেখিবেন।

এক শিশির মূল্য ১১ টাকা ; মাগুলাদি ১/০ আনা।

তিন শিশি মূল্য ২৫ আনা।

নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ !

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সম্পর্কীয় ২১টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে বাহারা গবেষণা ও বুদ্ধিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

- ১ম পুরস্কার ১০০০
- ২য় পুরস্কার ৫০০
- ৩য় পুরস্কার ২৫০

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

- ১ম পুরস্কার ৬০০
- ২য় পুরস্কার ৩০০
- ৩য় পুরস্কার ১০০
- ৪র্থ পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ৫০ হিসাবে
- ৫ম পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ১০ হিসাবে

নিয়ম :—বাঁহাদের কৃষি কার্যে অসহায়গ আছেন, তাঁহাদের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকালাভ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। ১। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

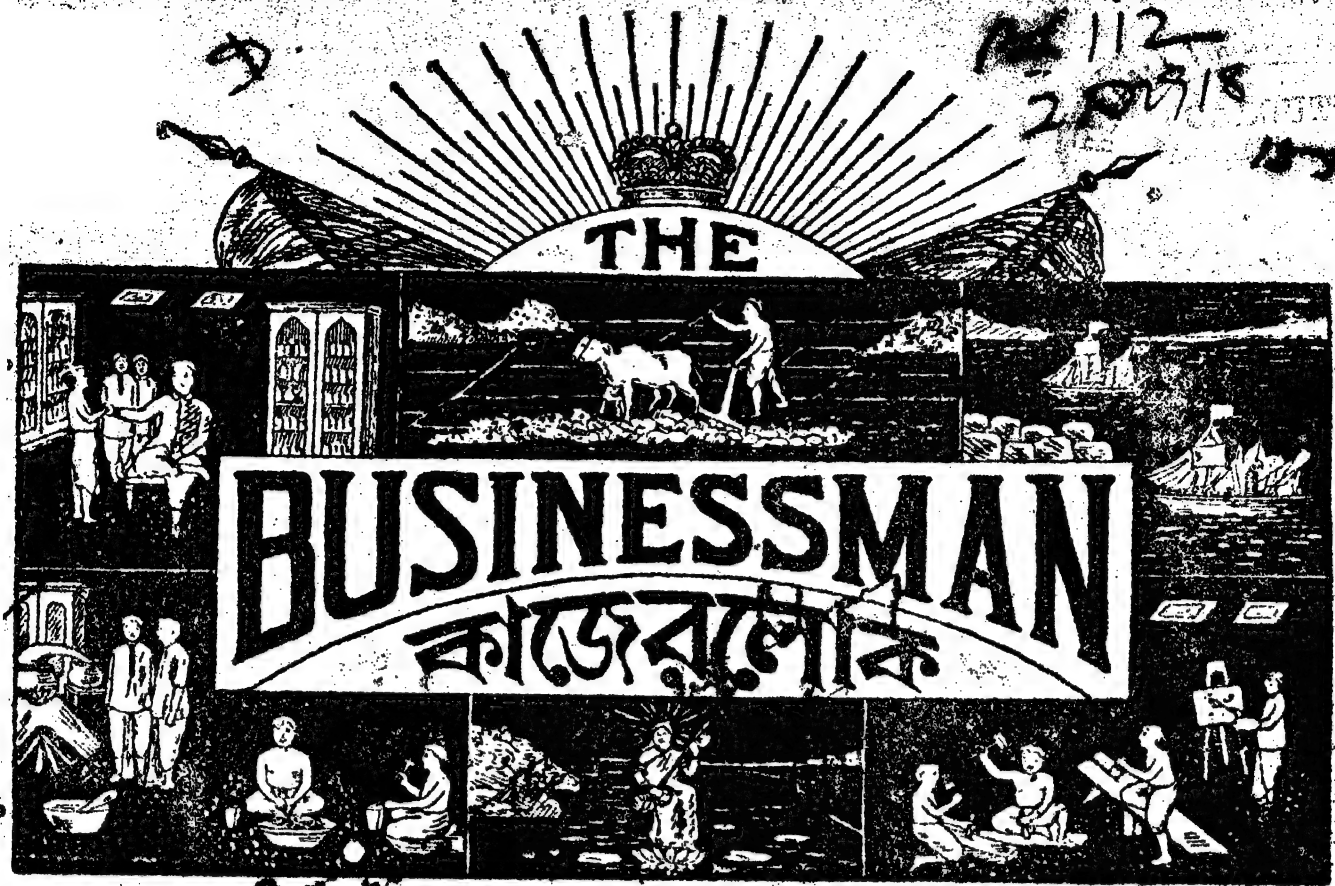
Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১, নং রয়াল একসচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।

112
20/18



১২শ বর্ষ,
৪র্থ সংখ্যা।

New Series.
April 1918.

মুদ্রণ সংস্করণ।
এপ্রিল ১৯১৮।

Vol. XII.
No 4.



শানমেটো। SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননবস্তুর বাবতীয় পীড়া নিবারক
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিয়মিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রথল (Kidney and Bladder) বাবতীয় পীড়ার প্রত্যেকালে ভীষণ যন্ত্রণায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অলবিধ হাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে দায়বিক, ব্যগ্রিক বা মেহঘটিত বে কোন পীড়ার অকাল বর্ধিত্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন বস্তুর বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অভূতনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আঁকি আদি কোন নৈসর্গিক জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ভয়ে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো বা কা উচিত প্রাথমিক শিশির সহিত ব্যবহা পত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ০/৬ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

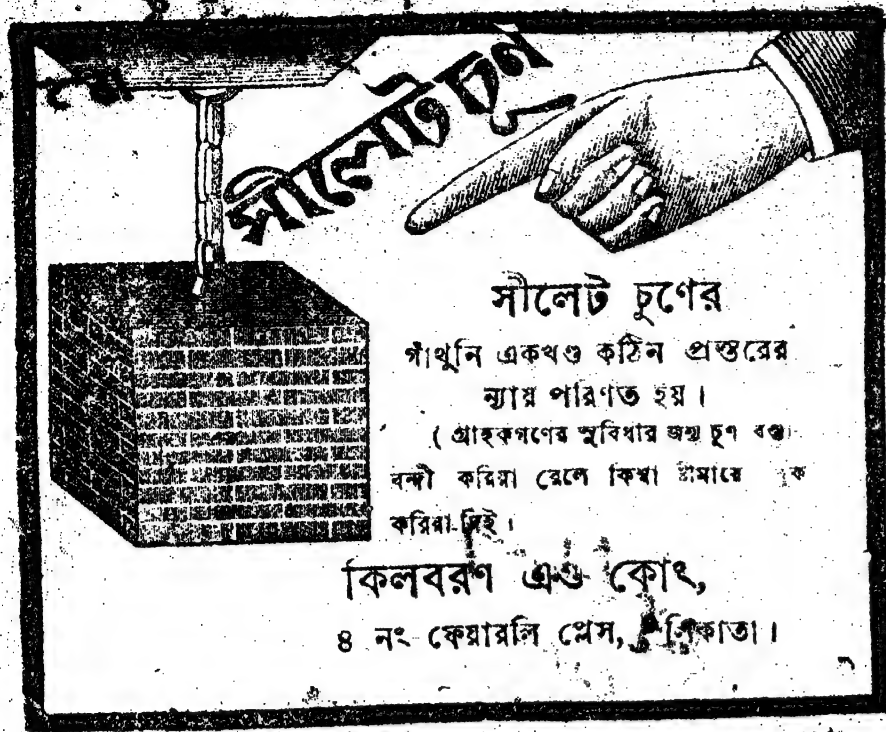
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেজ উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড্‌ চেম কোং, ৫২ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ.

OD CHEM CO. 59 and 61, Barrow Street New York U. S. A.

কলিকাতা মোড়, কলিকাতা, ১৫ নং রাস্তার দ্বিতীয় নম্বর, বহুলাঙ্গল, কলিকাতা



সীলেট চূণের
পাখুনি একথও কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পার্ণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা
বন্দী করিয়া রেলের কিষা প্রমাণে
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ভারতের সমস্ত ইন্ডিয়ান একজিরিসনে
স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক প্রাপ্ত
ম্যাগেরিয়া জর, ইন্ডু মেজা এবং মুহম্মদের
জন্ম বাটলীওয়ালার "এণ্ড মিক্চার" এবং
"পিল" ১, ব্যবহার করিবেন। দুর্লভ শিশু-
দের জন্য বাটলীওয়ালার "বাল্য রুট" ১।
অন্যান্য বিখ্যাত ঔষধাবলী—বাটলীওয়া-
লার বিশুদ্ধ কুইনাইন টেবলেট ১ গ্রেন হইতে
২ গ্রেন প্রত্যেক বোতলে ১০০ পিল থাকে।
৫০ ও ১, এণ্ড মিক্চার ছোট ১০, কলেরোল
কলো এবং উদরানয় এবং বমির জন্য ১,
দন্ত রজন ১০, টনিক পিল এম্‌ব্রিয়াল ড্রাগ,
রক্তহীনতা এবং স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য ১০০,
দাক্ষিণ্য ঔষধ।। ভারতের সর্বত্রই বিক্রয় হয়।
Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batiwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay
Telegraphic Address :—
B. BATI WALLA, WARLI Bombay.

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাক্তীর স্ত্রীরোগ বধা বধক, অতিরিক্ত, এবং খেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমস্ত
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রতারণকরণ ছালা করিতেছে। জরুর সময় লেবেলের উপর Rio
Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি
৩৫০ আনা মাত্র।

বোঃ রাইও এলিট্রিস কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
১৯ বারো টা, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

১৭ Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের
নাড়োষ।

জ্বরমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের
মহোষধি।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫২ টাকা।

জ্বরের বিজ্ঞের সেনান করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। মান আহার স্বাভাবিক।

জ্বরমলীন বিক্রেতাগণের টাকার-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আব্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ব্রাক প্রত্যেক ৮০ ডজন ২০
কোয়ার্ট ১০ ১০

ব্রাক পাইট প্রত্যেক ১০, ডজন ২৫০,
কোয়ার্ট প্রত্যেক ১০, ডজন ৫১০, লাল পাইট
প্রত্যেক ৮০, ডজন ৫২, কোয়ার্ট ১৮, ডজন
৬ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৭ বছর মধ্যে সর্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া
যায় কুইনাইন ঝাইবার আবশ্যক হয় না।
চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা
ম্যালেরিয়া সম্বৃত কুইনাইন আটকান জ্বর,
বহুত, প্রীহা, ন্যাবা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি
অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১০, মাঝারি ৫০,
ছোট ১০, প্যাকিং ও ডাকমাওল স্বতন্ত্র
লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামক কল্যাণী কাছেও কল্যাণী। এই
তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দন করিলে
এক অপূর্ণ আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভাত
হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী
গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্বেদ মতে ইহা খাঁটি তিল তৈলে
প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কেবল ও
যান্ত্রিক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।
প্রতি লিটার মূল্য ৮ আনা, ডজন ৮১০ টাকা।
ডি: পি: বরুচ স্বতন্ত্র জানিবেন। মক: শ্রম
ধরিদারদ্বিগের বিশেষ বড় লওয়া হয়।

পি, এম, ফিল এণ্ড কোং, সোল জোয়াইন্টারি বি, সি, স্টোরী, ৩৩ নং বহুবাজার টোল সেন, কলিকাতা।

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০টা সেট,

‘কাজের লোক’

২৭ টাকা মূল্যে মাত্র ১২৫০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য কেন।

“Kajer-Loke” or Businessman— * * *
is replete with useful articles on art and Industry.
Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”
Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture
Bengalee.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.”
The Indian Nation.

* * “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”
Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”
Gardeners Magazine.

‘কাজের লোকের’ বিদ্যুত সমালোচনা আগাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুনির্মিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাত্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি কেবল সারসংক্ষেপ, সেটুকুই উপযোগী!” বঙ্গবন্ধু।

‘কাজের লোক’

“এই মাসিকপত্রটিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই সরকারী বিষয় সোজা কথার ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীলগার।

আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে মনোহর হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”
মুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাত্রেই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বাহুব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন ‘বেকারের’ বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রকৃতি অবগত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র জ্ঞান নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ বধা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অত্রাঙ্গ অসংখ্য সংবাদপত্রও ভ্রূয়োগী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানান্তরবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এনোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এনোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বস্ত্র ও অন্যান্য, মুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসমূল্যে বিক্রয় করি। যতঃসম্ভব অর্ডারগ্রন্থকারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্মান নং) বিত্তম আমেরিকান ঔষধ টিউব শিলিতে প্রতি ড্রাম / ৫ ও / ১০ । কলেরা ও গুল-চিকিৎসার বাহ্য ঔষধ কোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিলি যথাক্রমে ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫ ও ১১০ । সুগার মোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ । যতঃসম্ভব মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭ ।

১৬১ নং ব্রাধবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হারিসন রোড ।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকুণী, চেন, পার্শী ও ইতালী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাঁদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বর্ষা “বন্দে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি সেধা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূবসী প্রেসংসিডে পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি বাইরা নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অল্পই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,

ইন্ড গ্যাম্বল্যাকচারাস,

৩৩ নং চক্ৰডাখা রোড, কলিকাতা ।

অতি সুলভে ছাপার কাজ !

১। রক্ত খোদাই, ইলেক্ট্রো রক্ত, জিক, হাপটোন রক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল সকল ছাপার কাজ, এক দাপিয়া, পুস্তক, গেটাপ হেডিং, খ্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর খ্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

“কাজের লোক”

১৭ নং অকুর দত্তের লেন, কলিকাতা ।

কাজের লোক, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৪০ দশ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও ইচ্ছা হয় তাহা হইলে অধিক বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১০ এক আনার ভাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর মুচীপত্র পাঠান যায়, মুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টবর দস্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী। হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও হুগলি।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পরমা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস, ফেঁটা-কেলা বস্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি বৎসরে ২১০, ৩১০, ৪১০, ৫১০ ও ১২১০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, প্লোবিউন্স, পিলিউন্স ইত্যাদিও স্থলভ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২২ সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৫০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়াল-মেডিকা; কাপড়ে বাধান মূল্য ৫০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বরূপ মেটরিয়াল-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০ টাকা।
- ৭। জমেনেল্লিরের পীড়। (উপদেশ প্রমেহ প্রকৃতি রক্তজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ১৫০ আনা।
- ৮। ব্যবসায়ী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৫০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ফোর—১০ নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।
বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য বৎসিস্তর স্থলভ, অতি তৎপরতায় প্রকৃতি পরিবর্তন।

কালের লোক, কলিকাতা।

THE LONDON DIRECTORY

(Published Annually)

Enables traders throughout the World communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of **EXPORT MERCHANTS**

with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings;

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freight paid, on receipt of postal Order for 25s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £3.

The London Directory Company, Ltd.,
25, Abchurch Lane, London, E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



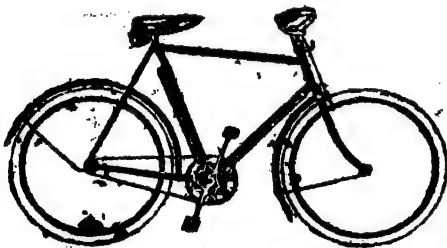
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তু ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিপণন - টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ার্ভিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বার, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এম; নিতাইচরণ হাসদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিপণনকার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ!

আমাদের মালারটিংস নং: ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পর্যন্ত ৮০। ইহার কমে আমদানি পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্ট্রিস,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রিট অংশ, ব্রাহ্ম:—৪৫ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রিট, কলিকাতা



প্রত্যেক কালের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। বেইহুত অল্প সময়ে অধিক কাজ করার ক্ষমতা। কালেরলোক মাত্রেই যে ইহা স্বর্গীয় আবশ্যিক, ইহা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উচ্চ পর্যায়ের সর্বদা পাওয়া যায়। ছই পরবার টিকিটস, পজ লিথিংসেই গুটিত কাটিংস পাঠান যায়।

স্যাণ্ডের স্পিৎ ডাব্বেল



টেরিস গ্রিপ, ও চেই- এক্সপাণ্ডার হাণ্ডা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে স্বস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া হয়। ইহা এক সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে

১০৭৭ না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ মূল্যে নিম্ন-মূল্যে ঠিকানার সর্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পজ লিথিংসেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা-গানের সুনন্দকার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিত্তহীন আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটুকরো কলের গান রাখুন, ১২ খনি উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০, টাকা মাত্র। ইতালির গ্রামোফোন আছে, ওয়াশিংটন বডি অসম্ভব করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবেই আমরা প্রতি মাসে নতুন রেকর্ডের তালিকা বখানসহ তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু: কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর স্বস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অতিরিক্ত বা অবিধ ইচ্ছার সেবনের ফলে জননেদ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা স্বপ্নমোহ ও অনিচ্ছায় উত্ক্রান্ত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রেমের ও রক্তপ্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ । ইহা যক্ষা, ক্ষয়, হাঁপানী, শ্বস্ম, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও ফুস-ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্যে মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মার । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

কবিরাজ যশধর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

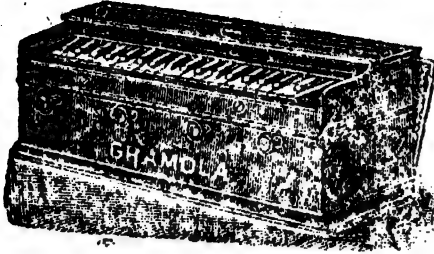
আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১১১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

কালের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বপ্রথম বিবেচিত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খরাপ হয় না। ইহার স্বর অতীব মধুর। শুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

০ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২০, ৩ ২৫,
ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩০, ৩ ৪৫,
দক্ষিণাবারু প্রস্তুত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২৫।

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহারাই কালের লোকের মূল্য ২৫০ এবং মাত্র ১০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কালের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাওল দত্তের লাগিবে। ম্যানেজার, কালের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographie and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc, etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814),

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Cc Address: "ANNUALS, LONDON"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেটিং স্ট্রীট হইতে ৮১১২ নং বেটিং স্ট্রীট হ বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫১৯ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতিজ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অনন্দ্য হইবেন। ১ সেট্-রিড্-বুক ১৫০, ২০০ এবং ২৫০। ২ সেট্-বিড্-বুক ২৫০, ২৭৫, ৩০০, ৩৫০, ৪০০, ৫০০ এবং তৎসকল মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানী রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৫ টাকা, ডিসমিস ৪ খানী রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০০ এতদ্বির অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ইংবৎসর গায়িকা দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১১২ নং নং বেটিং স্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যাশ্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মশুকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বস্তুপ্রয়োগে দূষিত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদ।

বড় শিশি ১০/০

মাঝারী ৫/০

ছোট ১/০

ডাকমাস্তুল, ডিঃ পিঃ স্ত্রল্ল।

কিটিংসের কফ লিভার—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৮/০।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৮/০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিলস লেন, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গাহস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।

৪র্থ সংখ্যা।

New Series

April 1918.

নব পর্য্যায়।

এপ্রেল ১৯১৮।

Vol. XII

No. 4

শিল্পই পরিত্রাণের উপায়।

তাই উপায়ে মানবের ভীষিক উপার্জনের জটিল পন্থা সহজ-গম্য হইয়া থাকে। কৃষি এবং শিল্প। ইহার মধ্যে শিল্পই প্রধান। কারণ কৃষিতে হাজা শুকা আছে, কিন্তু দেশজাত শিল্পের উৎকর্ষতা সাধিত হইলে অল্প দেশের উৎপন্ন শস্ত আয়ত্বাবান হইয়া যায়। ইয়োরোপ শিল্প প্রধান দেশ, সেই শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অল্প দেশজাত শস্ত সহজেই আয়ত্বাবান করিতে পারে। তথাপি, বৈজ্ঞানিক কৃষিক্ষেত্রে ইহার কৃষিজাত দ্রব্য ও কম উৎপাদন করে না। আনাদের দেশের স্বাভাবিক উৎকর্ষ ক্ষেত্রে সেইরূপ উপায় লাগাইলে এদেশে স্বর্ণ ফলিত। অতি অল্পহার কৃষিজাত শস্তও যদি এক বৎসর পূর্ণভাবে এদেশে পাওয়া যায়, তাহা হইলে

তিন বৎসরের শস্ত সংস্থান হইয়া যায়। কিন্তু এদেশের অনেক স্থানের কৃষির উপাদান জল, বৃষ্টির জল প্রচুর না হইলে জলাভাবে শস্ত জন্মে না এবং কৃষক মর্কশাস্ত হইয়া যায়। জল সেচনের সকল স্থানে ক্যালেনাদি না থাকায় শস্ত শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়—তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য। এইরূপ দুর্ঘটনা এদেশে নিত্য-ঘটনা মধ্যে পরিণত। এদেশে কৃষির জন্য রাজা বা প্রজা উন্নয়ন যোগ্য বিশেষ কিছু করিয়াছেন, একখাটা বলা চলে না। এদেশে শিল্প এবং কৃষি উভয়ই উপেক্ষিত। কৃষি ছাড়িয়া দাসত্বের জন্য আমরা বিদেশে ছুটিয়া আসি, শিল্পে আসা নাই। শিল্প-প্রধান দেশে এক টাকায় লৌহে কিরূপ কার্য্য হয় দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক টাকার লৌহে দুই টাকার বোড়ার লাল হয়। ১ টাকার লৌহে প্রায় অর্ধলক্ষ্য স্বস্ত্র সূচিকা হয়, তাহাতে ১০ টাকার মাল

জন্মে। এক টাকার লৌহে ৬৫০ টাকার ছুরি, কাটা হয়। এক টাকার লৌহে ৫০০০ টাকার ঘড়ীর স্রীং জন্মে। কিন্তু কৃষিতে তেমন লাভ হয় না সুতরাং কৃষি অপেক্ষা শিল্পই বে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই।

আমার প্রিয় পাঠকগণ উপরোক্ত হিসাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না। শিল্প প্রধান দেশে স্বস্ত্র সাহায্যে জার্মানী আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া এইরূপই নিতা করিতেছেন। এক পরসায় ২৫টা স্বস্ত্র দেখিয়া আমরা তখন অবাক হইয়া বলিতাম যে, ১ পরসায় ২৫টা স্বস্ত্র বেচিয়া ইহাদের থাকে কি? কিন্তু কত বে বেশী লাভ থাকে, তাহা আমাদের মস্তিষ্কেই আসে না। কারণ অর্থ-নীতিতে আমরা অনভিজ্ঞ, তাই এইরূপ হিসাব দেখিয়া আমরা শুধু বিস্মিত হইয়া অলিঙ্গ বিবেচনা করি।

কাঁচা মালকে কার্য্যোপযোগী করিয়া মূল্য-বান করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য জাতি

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

এই কার্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে, তাই তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্য সমগ্র জগতের অগ্র ও বানিজ্য তাহাদের করায়ত্ত।

এদেশে যখন শিল্পের আদর ছিল, তখন ভারতজাত ক্ষুদ্র শিল্প দেখিয়া সমগ্র জগত স্তম্ভিত হইত এবং চারি দিকের নদনদী যেমন তাহাদের জলরাশি সমুদ্র গর্ভে ঢালিয়া দেয়, সেইরূপ সমগ্র জগতের অর্থ রাশি ভারতেই ঢালিয়া দিয়া বাইত। সেইজন্ত ভারতের এত ধন ছিল যে, বিদেশীয় বিজ্ঞেতাগণ বারবার লুণ্ঠন-বৃত্তি পরিত্যক্ত করিয়াও এট সোনার ভারতকে নিঃস্ব করিতে পারে নাই। সম্রাট আকবর সাহ সেইজন্ত বলিয়া ছিলেন যে, ভারতের উচ্ছেদ সাধন করিলে ইহার শিল্প নষ্ট হইবে, তখন প্রকৃতই সমগ্র জগতের অনিষ্ট করা হইবে। কারণ জগতের অর্থরাশি ভারতজাত শিল্পের বিনিময়ে সাগর স্রোতের দ্বারা ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতকে এত ধনশালী রাখিয়াছে। সেইজন্ত এই সম্রাট শিল্পের উন্নতির জন্ত ভারতের শিল্পীগণকে উৎসাহিত করিয়া ছিলেন। সেই স্বভাবজাত ভারতীয় শিল্পীগণ বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দিতার মুখে আত্ম বলিদান দিয়া চিরন্তন বিদায় লইয়াছে! ভারত শিল্পের আবশ্যকতা ভুলিয়াছে, শিল্পে অনাস্থাবান হই-
রাছে, শিল্পের কথা উঠিলে কর্ণপাত করে না, শিল্পের ইতিহাস শিল্পের পুস্তকাদি সে স্পর্শও করে না। সে দাসত্ব নিয়ত হইয়া জীবনের চরম উদ্বেগ সাধন করিতেছে। সে অলস নীচ অকর্মণ্য হইয়াছে, তাহার ঘরে ভাত নাই, সে চাকরীর খাতিরে বিলাসীতাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া জাহান্নামে গিয়াছে। হায়! হায়! এ দেশ কবে বুঝিবে যে শিল্পই পরিত্রাণেরও উপায়? দেশজাত দ্রব্যই দেশের লোকের আদরের সামগ্রী। এই দেশেই সব ছিল, আজও আছে, কিন্তু চক্ষু নাই যে দেখি, প্রবৃত্তি এবং অহুরাগ নাই যে তথ্যাসন্ধান

করি। কি অধঃপতনই হইয়াছে! আজ চারিদিকে বস্ত্রের জন্ত হাহাকার উঠিয়াছে, নারীগণ লজ্জা রক্ষার অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতেছে, কিন্তু আজ যদি দেশের তুলা, দেশের চরকার চলন থাকিত, দেশের তাঁতি বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে এমনটা দেখিতে হইত কি?

লোকে ঠেকিয়া শিক্ষা লাভ করে, কিন্তু এদেশে ঠেকিয়াও শিখে না। এ দেশের শিক্ষিত লোক নাই, শিল্পের উৎসাহ দাতা নাই, তাই এত দুর্দশা হইয়াছে। পাট চাস এই দেশেই হয়, কিন্তু কেহ পাটের কল করি-
য়াছে কি? পাটের উপন্যস্ত বিদেশীয় ধর্মীর তদ্বাবধানে। কম্বী যাহারা, তাহারা সুবিধা ভোলে না। আমরা ২৫/০, ৩/০ মন পাট বেচিয়া দারিদ্র্যের জাঁতার পিষিয়া মরিব না কেন। মুক্তি কোন পথে? জাতীয় মুক্তি ঐ শিল্পে। দেশের চাস ও শিল্প অনাস্থার এই ফল হয়। পরিত্রাণ নাই, দারিদ্র্যই অপমৃত্যু জনিত মুক্তি দাতা, না থাইয়া অনাহারে মরিগেই সকল জালা জুড়াইয়া যায়। এ দেশের তাহাই হইতেছে। কৃষি এবং শিল্প উভয়ই উপেক্ষিত। কবে চৈতন্য হইবে?

ভারতের স্বাভাবিক রং উৎপাদক দ্রব্য-সম্ভার।

—:§:—

শ্রী.....লিখিত।

মাস্ত্রাজ গভর্নমেন্টের রং-তত্ত্ববিদ্যার দাফতার মার্শডেন Indian Trade Journal নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ভারতের স্বভাব-জাত রং উৎপাদক দ্রব্য-সম্ভার সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ভারতের উদ্ভিজ্জ রং দ্বারা তুলা

বা পশম রং করা কোন মতেই সম্ভব নহে; বর্তমান যুদ্ধের কালে কৃত্রিম রং দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ হঃসময়েও ভারতীয় উদ্ভিজ্জ রং দ্বারা তুলা এবং পশম রং করিলেও তাহাতে কোন বিশেষ লাভ হইবে না। কিন্তু সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের সরকারী শিল্প-বিভাগ হইতে একটি মস্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মার্শডেনের উক্তি নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। যুক্তপ্রদেশের মস্তব্যে এইরূপ লিখিত আছে:—

যুক্তপ্রদেশের সরকারী শিল্প-বিভাগে যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান পরীক্ষাশালা আছে, তথায় যুদ্ধ আরম্ভের অব্যবহিত পর হইতেই ভারতীয় রং সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা চলিতেছে। রং সাধারণতঃ উদ্ভিদ হইতে ও আকরজ বস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষে এই দুই বস্তুই প্রচুর রহিয়াছে, অথচ আমরা সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিতেছি না।

ভারত রঞ্জনপ্রিয় দেশ। এক সময়ে এ দেশের লোকে কৃত্রিম রংয়ের অভাব এই দেশেই পরিপূরিত হইয়াছে। তখন বিদেশ হইতে মাল আমদানী হইত না। ভারতীয় দ্রব্য ভারতবর্ষের লোকেই তখন ব্যবহার করিতে জানিত। আক্ষেপের বিষয়, অল্প বাবতীয় ভারত-শিল্পের দ্বারা রঞ্জন-শিল্পও ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। এখন ভারত রঞ্জন-দ্রব্যের জন্ত জার্মানির মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে। জার্মানী আত্মকাতরা হইতে যে কৃত্রিম রং প্রস্তুত করে, ভারতের রঞ্জন-ব্যবসায়ীগণের এখন তাহাই উপজীব্য। এ শিল্পের কেন অবনতি হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্ত বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। যাহা হউক, সে সম্বন্ধে আলোচনা নিম্নয়োজন। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে প্রাচীন প্রথমত উৎপাদিত রং বিজ্ঞান

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আবিষ্কৃত অভিনব রংএর সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই।

এখন এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বাভাবিক রঞ্জন দ্রব্য নষ্ট হইল কেন? ইহা কি কৃত্রিম আলকাতরা জাত রং অপেক্ষা অপকৃষ্টতর? বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। স্বাভাবিক রঞ্জন কোনও মতেই কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্য অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই এই রঞ্জন দ্রব্যগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করে নাই, কাজেই ইহাদের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা কেহই ভাল করিয়া অবগত নহে। রঞ্জন দ্রব্য স্বভাবতঃ বিস্কদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এই সমস্ত দ্রব্যে ট্যানিন, রঞ্জন এবং অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকায় তদ্বারা রংএর উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়; তদ্বাতিত আরও নানাভাবে রঞ্জিত দ্রব্যের উৎকর্ষ নষ্ট হয়। কাজেই স্বভাবতঃ যে সমস্ত রঞ্জন দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাদিগকে যথাসম্ভব পরিশোধিত করিয়া বিস্কদ্ধ রং পৃথক করিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ কার্য তত সহজসাধ্য নহে এবং প্রত্যেক দ্রব্যকে পৃথক পৃথক প্রথায় বিস্কদ্ধ করা আবশ্যক, যেহেতু একই প্রথা সর্বজাতীয় রঞ্জন-দ্রব্যের পরিশোধনে প্রয়োজ্য নহে।

এইরূপ ভাবে রং পরিশোধিত এবং বিস্কদ্ধ করিয়া স্বাভাবিক দ্রব্য-সম্ভার হইতে পৃথক করিয়া লইবার পরে ইহা অন্যান্য দ্রব্যের বা রং পাকা করিবার উপাদানসমূহের সহিত কিরূপ ক্রিয়া করে, তাহা রীতিমত পরীক্ষা করা আবশ্যক। সকল রং হয়ত কোন এক বিশেষ জাতীয় তন্তুতে নাও ধরিতে পারে। তা ছাড়া সর্ববিধ রং ধরাইবার কোনও একটি বিশেষ প্রথা নির্দিষ্ট করাও অসম্ভব।

এই সমস্ত বিষয় রীতিমত অনুধাবন করিয়া যুক্ত প্রদেশের শিল্প বিভাগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় নানাবিধ রং উৎপাদক দ্রব্য-

সম্ভার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এমন কি এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞান পরীক্ষাশালায় কর্মকর্তৃগণ মিলওয়ালা, এবং বাহারি রংএর ব্যবসায়ী ও বর্তমান যুদ্ধের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, তাঁহারাও বেশ বৃত্তিতে পারিতেছেন যে, এই সমস্ত রং কোনও অংশে কৃত্রিম রং অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে, এবং তাঁহারা যে এতকাল দেশজাত স্বাভাবিক রংকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন, তাহার কোন কারণই নাই। ইতোমধ্যেই এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, শীঘ্রই দেশজাত রংএর কারখানা বিস্তৃত হইয়া উঠিবে। যদি এ ভাব স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এত বড় ভারত-বর্ষকে রংএর জন্য সম্পূর্ণরূপে পরমুখোপেক্ষী হইতে হইবে না। অবশ্য আলকাতরা জাত সমস্ত রঞ্জন-দ্রব্য যে এইরূপে পরিহার করা যাইতে পারিবে, এইরূপ আশা ভরাশা, অধিকন্তু তাহা সম্ভবও নহে, কেননা অনেকস্থলে এই জাতীয় কৃত্রিম রং ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দেশে উৎপন্ন, মূলতঃ অগত বেশ ব্যবহারোপযোগী রংএর জন্তও আমরা পরমুখোপেক্ষী হইব, ইহা কখনও উচিত নহে। মঞ্জিষ্ঠা, সাপাং, কোয়ার সাই-ট্রিন, নীল, আল, খদির, লাক্ষা হইতে যে সমস্ত রং উৎপন্ন হয়, তাহা যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও এদেশে উৎপাদিত এবং ব্যবহৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যুক্তপ্রদেশের পরীক্ষাশালায় যে কয়েকটি রং পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল। এই কয়েকটি হইতেই বৃত্তিতে পারা যাইবে যে, কত বিভিন্ন জাতীয় রং উৎপাদিত হইতে পারে এবং একই রংএর উজ্জ্বলের কত তারতম্য করা যাইতে পারে।

উক্ত পরীক্ষাশালায় কর্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করিলে এই সমস্ত রং উৎপাদক দ্রব্য-সম্ভার কোথায় পাওয়া যায়, তাহা জানিতে পারা যাইবে।

লাল রং ।

মঞ্জিষ্ঠা (*Bubia Cordifolia*)—তুলাকে অতি উৎকৃষ্ট টাকি রেড লালবর্ণে রঞ্জিত করিতে ইহা অতীব উপযোগী। কয়েক-জাতীয় মঞ্জিষ্ঠায় হরিদ্রাত রং থাকে, এই রং পৃথক করিয়া লাগাইলে নীলাভ লাল রং হয়। মঞ্জিষ্ঠা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

পাতাং বা সাপাং কাষ্ঠ (*Caesalpiuia Sappan*)—ইহা দ্বারা যাবতীয় তন্তুতে লাল রং উৎপাদিত হয়। প্রচুর পরিমাণে এই কাষ্ঠ পাওয়া যায়। আলিউমিনা দ্বারা রং পাকা করিলে তুলাতে নানাবিধভাবে—গাঢ়তম হইতে কিকে লাল পর্য্যন্ত—লাল রং ধরাইতে পারা যায়।

আল (*Morinda Citrifolia*) ইহা মঞ্জিষ্ঠার অনুরূপ। আলিউমিনা দ্বারা পাকাইলে ইহা দ্বারা অত্যাচ্ছল লোহিত (*fiery red*) রং পাওয়া যায়।

কুমুম (*Carthamus Tinctorius*)—তুলাতে ইহা দ্বারা গোলাপী রং হয়, কিন্তু তাহা পাকা নহে।

লোহিত সাগুদা' উড (*Pterocarpus Santainus*)—দক্ষিণ ভারতে এই বৃক্ষ উৎপাদিত হয়। ইহার লাল রং অতীব মনো-হর। আলুমিনা দ্বারা পাকাইয়া ইহা তুলার লাগান যাইতে পারে।

কাঞ্চর (*Bauhinia Racemosa*)—অম্বথ (*Ficus Religiosa*)—কাঞ্চরের ছাল এবং অম্বথের মূল হইতে লাল রং উৎপাদিত হয় কিন্তু এ রং তত উৎকৃষ্ট নহে, কেননা রং অত্যন্ত “মাড় মেড়ে” হয়।

লাক্ষা—এই রং সর্বজন পরিচিত। মির্জা-পুরে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পশম, রেশম লাল রং করিতে ইহা অতীব উপযোগী।

ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

উপর্যুক্ত রং নানাবিধ রং পাকইবার

পর পৃষ্ঠায় যে তালিকা উদ্ধৃত হইতেছে,
তাছাড়া ১০০ পাউণ্ড কোনও দ্রব্য দেশজাত
রং আলাক্যের জাত রং দ্বারা রঞ্জিত করিলে
কিছুপা ব্যয় হয়, তাহার তুলনা করা হইয়াছে।

দেশজাত রঞ্জন দ্রব্য-সস্তার ।			দেশজাত দ্রব্য-সস্তারের সহিত আলকাতরা জাত রংএর তুল্যমূল্যতা ।			টিপ্পনি ।	
দ্রব্যের নাম ।	বর্তমান বাজার দর (মণ করি ।)	১০০ পাউণ্ড দ্রব্য রঞ্জিত করিবার ব্যয়।	দ্রব্যের নাম ।	বর্তমান বাজার দর (পাউণ্ড করি ।)	১০০ পাউণ্ড দ্রব্য রঞ্জিত করিবার ব্যয়।		
জালি রং	মঞ্জিষ্ঠা	১৫	২০	আলিজারিন	১০	৫০	
	সাপাং কাঠ	৮	৩	শতকরা ২০ ভাল দল।			
	লাক্ষা	৫	১০	মাদ্রাজি পাকা রং	২৫	৭৫	
বাদামী হরিজা রং	তেল ফুল	৫	৪৮/০	আনিলিন্ রং	১২	৩৬	কেবল পশমের জুতা ।
	নাসফল	৫	৪৮/০	ক্রাইসোফেনিন	১২	২৫	
	খদির	৩০	৫৬০	ক্রাইসোফেনিন	১২	২৫	কেবল পশমের জুতা ।
	দানোয়াসা	১০	২৮/০	পাকা থাকি	১২	২৫	
				ম্যান্থাসিন ব্রাউন	১৫	৪৫	

এই তালিকায় রংএর যে বাজার-দর লিখিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক নহে; যুদ্ধের জন্ত এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ অবলানোর পর আল্কাতরা-জাত কৃত্রিম রংএর মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইবে। তখন উক্ত তুলনা দ্বারা এই দুই রংএর পরিমাণ বা ব্যয় বৃদ্ধা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যদি দেশজাত রংএর আমদানি ও উৎপাদন বিষয়ে যত্ন থাকে, তাহা হইলে ইহাদেরও মূল্য বিশেষ হ্রাস হইবে।

১০০ পাউণ্ড দ্রব্য রং করিবার জন্ত যে ব্যয় লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল রং খরিশের জন্ত। অল্পবিধ ব্যবহারী ব্যয়, যথা রং পাকাইবার, রং জাল দিবার, মজুরীর ব্যয় ধরা হয় নাই।

বিজ্ঞান।

সিমলা যাত্রীর পত্র।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)।

এইত গেল এদিকের অবস্থা, তাহা ছাড়া আমাদের পশ্চাতের বারান্দার ঠিক সম্মুখে জলের কল, এবং রন্ধনশালা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিত। আমাদের দ্বিতলে যে কয়টা বাবু ছিলেন, তাঁহাদের আহাঙ্গাদির জন্ত দুইজন মহারাজ অর্থাৎ পাচক ব্রাহ্মণ, এবং তিনজন ভৃত্য নিযুক্ত ছিল। একজন ভৃত্য সমস্ত ঘরে ঝাড়ু দিবে, বিছানা তুলিবে এবং পাড়িবে আর বাবুদিগকে তামাকু দিবে। দ্বিতীয় ভৃত্য পায়খানায় জল দিবে, স্নানের জন্ত উষ্ণ জল দিবে, চা দিবে, দুগ্ধ গরম করিয়া দিবে এবং বাবুদের কোন দ্রব্যাদি আবশ্যক হইলে আনিয়া দিবে। তৃতীয় ভৃত্য বাজার করিবে, বাসন মাজিবে এবং পাচক ব্রাহ্মণদের নিকট অনবরত থাকিবে। এই সমস্ত খরচা এবং

আহাঙ্গাদির ব্যয় যাহা হয়, তাহা হিসাব করিয়া সকলে মিলিয়া বহন করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, অল্প হইতে আমিও ইহাদের মধ্যে একজন মেধর হইলাম।

কোন কর্মচারী পীড়িত হইলে সরকারী হাসপাতাল হইতে চিকিৎসা হয়, এবং বিনা-খরচে ঔষধাদি পাওয়া যায়। কঠিন পীড়া হইলে অফিসের কর্তৃপক্ষ সংবাদ দিলে সরকারী বড় ডাক্তার স্বয়ং এখানে আসিয়া চিকিৎসা করেন এবং ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, তাহার জন্ত ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের মূল্যাদি লাগে না। পাঠক, অল্প এই পর্য্যন্ত। বেলা ৯টা বাজিয়াছে, এখনই আমার গোলামাখানায় ঘণ্টা বাজিবে, একটু অপেক্ষা করুন, ক্রমশঃ সমস্তই শুনিতে পাইবেন। আমি তাড়াতাড়ি চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, রঘুবর, রঘুবর, “তৈল্ অউর গরম পাণী লেয়াও” ভৃত্য তাড়াতাড়ি একটু তৈল ও এক বাল্‌তী গরম জল আনিয়া আমার স্নানাগারে পৌছাইয়া দিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম—এ ঘরে একেবারে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না, সমস্তই ঘসা কাঁচ দিয়া বন্ধ। লোকে বলে, স্নান করিবার সময় অল্প বাতাস লাগিলে তৎক্ষণাৎ সেইখানে বেদনা ধরিবে। সেইজন্যই সরকার বাহাদুর এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি বহু কষ্টে সেই এক বাল্‌তী জলে স্নান করিয়া পুত্র সমভিষ্যাহারে ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম। মহারাজ আমাদের ২ খণ্ডা ভাত দিল, আমরা বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। অতঃপর আহাঙ্গাদি সমাপনান্তর যখন আমি ঘরে আসিতেছি, তখন দেখিলাম, আমাদের অফিসের কয়েকটা বাবু “ধড়া” “চুড়া” পরিধান করিয়া সোপানাবতরণ করিতেছেন। এখানে অধিকাংশ লোকই

কোট, পাণ্ট টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার কারণ অল্প কিছুই নয়, কেবল দারুণ শীতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত। শীতের প্রকোপ এখানে খুব বেশী। বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও এখানে রাত্রে লেপ ব্যবহার করিতে হয়। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি, কেহ বা কোটের বোতাম দিতে দিতে সবগে ধাবিত হইতেছেন, কেহ বা জুতায় ফিতা বাধিতেছেন, কেহ বা টুপিটি মস্তকে দিবারও সময় পান নাই, উহা হস্তে করিয়াই তাঁহাদের পশ্চাদাঙ্গসরণ করিতেছেন। তখন বেলা ১০টা বাজিয়াছে, আমিও তাঁহাদের দেখাদেখি ঘরে আসিয়া আমার একটা বহু প্রাচীন কোট এবং প্যাণ্ট ছিল, পরিলাম। তাহা আবার ২৩ স্থানে তালি দেওয়া। আমি সঙ্গীগণের সমকক্ষ হইবার জন্ত তাহাই পরিধান করিলাম এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলাম। ধন্য দাসত্ব! ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি! তুমিও মজিলে এবং এই সমগ্র বাঙ্গালী ভারত-বাসীকে মজাইলে! তাই কবির ৬ নবীন চন্দ্র অনেক দুঃখে বলিয়াছিলেন—

“দাসত্ব শৃঙ্খল ভার,
ঘুরিবে না জন্মে আর,

একই শৃঙ্খলে সব হ’বে শৃঙ্খলিত।”

বাস্তবিক দাসত্ব ভাব আমাদের মজ্জার ভিতর এমনি ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইদানিং উহা দূরীভূত হওয়া সূদূর পরাহত। তাই আজ আমরা বাঙ্গালী একই শীকলে বাধা পড়িয়াছি।

উপস্থিত আমি বেশ আছি গভর্ণমেন্ট অফিসে চাকুরী করিতেছি, এবং সরকারী বাঙ্গালায় বাস করিতেছি। আহাঙ্গাদিরও কোনরূপ কষ্ট নাই। আমার পুত্রটি সন্ধ্যা সন্ধ্যা ত্রিতলে বড় বাবুর কামরাতেই থাকে,

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

তাহার পুত্র সন্তান হয় নাই, সেই জন্ত তিনি ইহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, তাহার জীও ইহাকে পুত্র নির্বিশেষে গ্ৰহণ করিতেন। তাহাদের এবিধ যত্নে সেই অবাধ বালক অকালে মাতৃহারা হইয়াও পূর্বশোক একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। সে দিন দিন তাহার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিয়া বেশ দিনাতিপাত করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

Notes of Interest.

আবশ্যকায় তথ্য সংগ্রহ।

—:—:—

ভিক্ষা বৃত্তি নিবারণ চেষ্টা।—গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ জন্ত এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই বিষয়ের যথোচিত আলোচনার জন্ত এক বেসরকারী কমিটি বসিয়াছে। রেভারেন্ড ডাক্তার হিউম, মিঃ গাক্সি, মিঃ অম্বালাল সরাভাই, মিঃ পাটেল প্রভৃতি কমিটির সভ্য। যাহাতে পিতামাতা অল্প বয়স্ক বালক বালিকাকে ভিক্ষাবৃত্তি শিখাইতে না পারে, কিংবা গুরুতর যুবক চেলাদের ভিক্ষার দীক্ষিত না করে; সেইরূপ বিধি প্রণয়ন জন্তই বোম্বাই নগরে চেষ্টা চলিতেছে।

এই চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কলিকাতা নগরে ৫৬২৪ ব্যক্তি ভিক্ষাজীবী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কর্মক্ষম। সমাজ ইহাদের কর্ম হইতে বঞ্চিত হইতেছে, অধিকন্তু ইহারা একের প্রশিক্ষিত অগ্নে ভাগ বসাইতেছে। ইহারা সর্বত্রই সমাজের বোঝা হইয়া রহিয়াছে। নিম্নলিখিত ভারতের অধিবাসী মধ্যে শতকরা ১০.৩ ভিক্ষা-

জীবী অর্থাৎ ৪২ লক্ষ ২২ সহস্র ২৪১ জন লোক ভিক্ষা ব্যবসার দ্বারা উদর পূর্ণ করিতেছে। কয়লার খনিতে, চা-বাগানে, পাটের ও কাপড়ের কলে, প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে লোকের দরকার, কিন্তু খাটিবার লোক পাওয়া যাইতেছে না। কর্মক্ষম ভিক্ষারীগণ যদি ঐ সকল কার্যে নিরীহ করিত, তবে দেশের ধনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি হইত।

বস্ত্রের পুলিশ বিভাগের ব্যয়।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় পুলিশ বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ জন্ত এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পুলিশের ব্যয় প্রত্যেক বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমান বৎসর ঐ ব্যয় ৪০ লক্ষ টাকা বাড়ান হইয়াছে। গত ১২ বৎসর মধ্যে ঐ ব্যয় ৩৫ লক্ষ হইতে ১৩৭ লক্ষে পৌঁছিয়াছে। অর্থাৎ ১২ বৎসরে ব্যয় শতকরা ৩০০ বাড়ান হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন—গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক বৎসরই আমাদের এই কথা বলিতেছেন যে, পুলিশের ব্যয় না বাড়াইলে তাহারা শাস্তি রক্ষা কার্যে সমর্থ হইবেন না। এমন যুক্তি ২১ বৎসর বৎসর শুনা যাইতে পারে। তবে সরকার বাহাদুর যদি প্রত্যেক বৎসরই বলিতে থাকেন, “ঐ বাঘ” “ঐ বাঘ” তাহা হইলে সেই যুক্তি জনসাধারণ সভ্য বলিয়া মনে না করিতেও পারেন।” সুরেন্দ্রবাবু ইহাও দেখাইয়াছেন যে, গত বৎসর বিদ্রোহীদের উৎপাত বাড়ে নাই, তবু পুলিশের ব্যয় বাড়ান হইয়াছে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, জল পুলিশের জন্ত ষ্টীম লঞ্চ নির্মাণে এবং অস্থায়ী গোয়েন্দা পুলিশ বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্ত গবর্ণমেন্ট অর্থব্যয়ে সমর্থ, অথচ গবর্ণমেন্ট শিক্ষার জন্ত শতকরা ১০ টাকা বেশী ব্যয় বাড়াইতে পারিতেছেন না; পরন্তু খাল খনন ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যয় শতকরা ৩৫ টাকা হ্রাস করিয়াছেন।

যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক পানীয় জল পাইতেছে না, ম্যালেরিয়ার যে দেশ উৎসন্ন হইতেছে সেই দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যয় হ্রাস করিয়া গবর্ণমেন্ট ব্যয় সংক্ষেপ করিতেছেন। এই প্রেসিডেন্সির মিউনিসিপালিটিসমূহ পানীয় জল সরবরাহের জন্ত ১৬ প্রকার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন এবং পয়ঃপ্রণালী নির্মাণে ৪০ প্রকার উপায় দেখাইয়াছেন। উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্ত ১ লক্ষ ২৬ সহস্র মুদ্রা আবশ্যক, কিন্তু ঐ অর্থ পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশের যখন ষ্টীম লঞ্চ না হইলেই নয়, তখন ঐ সকল স্বাস্থ্যবিধি কার্যে পরিণত করিবার জন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন প্ৰত্যস্তর নাই। সজিঃ

বস্ত্র ও কেরোসিন তৈল।

বস্ত্র ও কেরোসিন তৈলের মূল্য দুইগুণ হইয়াছে, এ জন্ত দরিদ্রদিগের দারুণ ক্লেশ হইতেছে, ইহার উপর ময়দা, রুত, কয়লা, চিনি প্রভৃতি আছে। বস্ত্রের মূল্য সম্বন্ধে গত গবর্ণমেন্ট অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু যেরূপ ক্ষিপ্ৰতা সহকারে ঐ কার্য হওয়া উচিত, সেরূপ ক্ষিপ্ৰতা না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। বস্ত্রের মূল্য প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা স্বাভাবিক বৃদ্ধি বলিয়া মনে হয় না। ভরসা করি, কর্তৃপক্ষ দ্বারা সহকারে অনুসন্ধান কার্য শেষ করিবেন।

রাজা মণিলালের সুখ্যাতি।—পত্রান্তরে কোন সংবাদদাতা জানাইয়াছেন,—

“রাজা শ্রীযুক্ত মণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর বর্দ্ধমান জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত জেলার কার্যে মনোযোগ করিয়াছেন। গত ৫ই এপ্রিল শুক্রবার তিনি বর্দ্ধমান কালনা বড় রাস্তা পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। রাস্তার আটঘরিয়া নামক গ্রামের স্কুল-প্রাঙ্গণে এক সভা হয়। পল্লী-বাসীর অভাব অভিযোগ শুনিবার জন্ত রাজা

ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

সেই সভায় তিন চারি ঘণ্টাকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আটঘরিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বংশীবট সিংহ রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে গ্রামের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে এই সভায় রাজাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। তাহাতে প্রার্থনা করা হয়—এই গ্রামের স্কুল ও ডাক ঘরের মিকটবর্তী প্রশস্তময়দানে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হউক। রাজা সকল কথা শুনিয়া সেখানকার সার্কেল আফিসারের হাত দিয়া তাঁহার কাছে এ সম্বন্ধে দরখাস্ত পাঠাইতে বলিয়াছেন।

জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে রাজা মণি-লালের এই সুখ্যাতি শুনিয়া সুখী হইলাম।

কাগজের জন্ম বংশপিণ্ড।

বোম্বাই প্রদেশের কামাড়া জেলায় বিস্তৃত বাঁশ জন্মিয়া থাকে। বিখ্যাত টারনার মরিশন কোম্পানি বাঁশ হইতে কাগজ তৈয়ারির উপ-যুক্ত পিণ্ড প্রস্তুতের জন্ত উদ্যোগী হইয়াছেন,—ইহারা বোম্বাই গভর্ণমেন্টের নিকট এই জেলার বাঁশের সুবিধা পাইবার জন্ত কিছুদিন পূর্বে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। বোম্বাই গভর্ণ-মেন্ট আদেশ করিয়াছেন,—কানাড়া জেলার বাঁশবনসমূহ এই কোম্পানির নিমিত্ত হই বৎসরের পরীক্ষার জন্ত রিজার্ভ বা বিশেষরূপে রক্ষিত হইবে,—আর সাত বৎসর কাল গভর্ণ-মেন্ট এই জেলার বাঁশ এই কোম্পানি ব্যতীত অপর কাহাকেও বিক্রয় করিবেন না। আজকাল কাগজ যেরূপ ছাপা প্যা এবং ছন্দ ল্যা হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এদেশেই কাগজ তৈয়ারির চেষ্টা একান্ত আবশ্যকই বটে;—টারনার মরিশন কোম্পানি ইহার জন্ত চেষ্টিত হইয়াছেন,—ইহাও কতকটা আশা প্রদ নিশ্চিতই—তবে এই বাঁশবনগুলি একবারে সাত বৎসরের জন্ত একমাত্র ইউরোপীয়

কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া গভর্ণমেন্টের উচিত হয় নাই। দেশীয় কোম্পানীদের জন্তও ব্যবস্থা করা গভর্ণমেন্টের কর্তব্য ছিল। পক্ষান্তরে বোম্বাইয়ের অল-ইণ্ডিয়া-ইণ্ডিয়ার সিণ্ডিকেট ব্রহ্মদেশে কাগজ তৈয়ারির উপযোগী বংশপিণ্ড প্রস্তুতের আয়ো-জন করিতেছেন। এই সিণ্ডিকেটের পক্ষ হইতে এম ডি সুরানা ব্রহ্ম গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে মধ্যব্রহ্মের টুঙ্গু জেলায় এই কার্য্য করি-বার অনুমতি পাইয়াছেন। ইহারা নিজের বিশেষ প্রণালীতে বাঁশ খেংলাটয়া পিণ্ড প্রস্তুত করিবেন এবং কাগজ তৈয়ারির জন্ত তাহা বিলাতে পাঠাইয়া দিবে। ইহা হইতে ধ্বংসের উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে, তবে ১৯২০ সালের পূর্বে কার্য্যারম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। টুঙ্গু জেলায় পিণ্ড তৈয়া-রির প্রায় ত্রিশটা কারখানা বসানো হইবে বলিয়াই আপাততঃ প্রকাশ। যামাল বাদাস-বংশপিণ্ড তৈয়ারির জন্ত ব্রহ্ম বাঁশের এক-চেটিয়া অধিকার চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভারত গভর্ণমেন্ট তাহা দেন নাই। কিন্তু বোম্বাইয়ের এই ইণ্ডিয়ার সিণ্ডিকেট ব্রহ্ম গভর্ণমেন্টের এ পক্ষে সম্মতি ও সহানুভূতি পাইয়াছেন। দেখা যাউক কার্য্যতঃ কিরূপ ঘটে।

বর্ষশেষ।

বাঙ্গালায় এক বর্ষ অতিতের ক্রোড়ে অন্তর্হিত হইল। এখন এই সাল ভানামিতে আমরা যদি জীবনের একটা হিসাব করিয়া দেখি, তাহা হইলে ক্ষুদ্র হইতে হয়। এই বর্ষ শেষের সঙ্গে জীবনেরও একবর্ষ কমিয়া গেল। সেইজন্ত কবির পোপ গাহিয়াছেন :—

“Year following year,
steal something every day,
At last they steal us,
from ourselves away.”

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

“বর্ষ পরে বর্ষ আসে
চুরি করে লয়ে কিছু যায়।
জীবন লইয়া অবশেষে
চিরতরে হায়রে পলায় ॥

এ জীবনকে অমর করিতে পারিলে বর্ষ পরে বর্ষ চলিয়া যাইলেও মানবের সংকার্ষ্য তাহাকে জীবিত রাখে, সেই কীর্ত্তি এবং সং-কার্ষ্যই অমরত্ব, যাহার কীর্ত্তি থাকে, সেই অমর। বল দেখি ভাই! আমরা কয়জন এই সং-নাম, সংকীর্ত্তি রাখিতে যত্নবান? আজ আমরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় আধিপত্য যখন ভারতকে পদদলিত করে নাই, তখন অন্ধ শিক্ষিতই বল, আর মূর্থই বল, যাহারা ছিল, তাহারা এই কীর্ত্তি রক্ষার জন্তই যত্নবান হইত। ক্রমে ক্রমে দেবালয়, অতিথিশালা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা এমন অমর নাম রক্ষা করিয়া গিয়াছে, যে কত শত বর্ষ তাহারা কালের কবলে আয়তনমর্পণ করিলেও আজ তাহাদের অমর কীর্ত্তি তাহা-দিগকে জীবিত রাখিয়াছে। বর্ষ শেষ হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। জীবনের বর্ষ হিসাব করিতে হইলেই জীবনের সংকার্ষ্য গণনা করিয়া হিসাব নিকাশ করিতে হয়। “সব যায়, থাকে সংনাম, সংকীর্ত্তি অমর জগতে” হে ধীমান, শুদ্ধ আহার বিহারেই জীবনাতিপাত করিও নাম দেখিতে হইবে, জীবনের এত দীর্ঘ সময়ে আমি উল্লেখযোগ্য কি করিয়াছি—কবি সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন” A good name is rather to be choos- en than great riches” প্রচুর ধন সম্পত্তি অপেক্ষা সংনামই মূল্যবান। তাহা হইলেই জীবনের সার্থকতা হইয়া যায়।

আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ। নববর্ষ আপনাদের পক্ষে শুভ হোক, সংকার্ষ্যদ্বারা আপনাদের জীবন অমরজ্ঞ লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। মানব ধনী হউক, দরিদ্র

হউক, সংকারণের বাসনা থাকিলে তাহা তাহার পক্ষে অসাধ্য কার্য্য নহে।

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা।

Silver-Polish.

রৌপ্যের দ্রব্য পরিষ্কারের
পালিস।

কষ্টিক আমোনিয়া	...	৫ ভাগ
জল	...	২০০ ভাগ
সোডিয়াম্ হাইপোসল ফাইট	...	২৫ ভাগ
আমোনিয়াম্ ক্রোমাইড্	...	১০ ভাগ

এই মিশ্রণ রৌপ্যের দ্রব্যে মাখাইয়া তাহার পর একটু শুক হইলে শুক বস্ত্রখণ্ড বা শাময় লেদার দ্বারা মুছ ঘর্ষণ করিলেই রৌপ্য পালিস হইয় উজ্জ্বল হইয়া যায়।

যে কোন প্রকার রৌপ্য পালিস হউক না কেন, ইহা দ্বারা রৌপ্য কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অতরাং নিত্যন্ত আবশ্যক না হইলে অধিক ঘন ঘন ব্যবহার করা উচিত নহে। তবে আমরা যে চা খড়ি প্রভৃতি মাখাইয়া সজোরে ঘর্ষণ করি, তাহা অপেক্ষা ইহা দ্বারা যে কম ক্ষয় হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই আরক দ্বারা রৌপ্য দ্রব্যের ময়লা অধিক দেখেই নষ্ট হয় এবং সামান্য ঘর্ষণেই উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাকে শিশিতে পুরিয়া পেটেন্ট করিয়াও বিক্রয় করা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার চূর্ণ।

Silver Polish Powder.

হোয়াইটিং স্ক্রু চূর্ণ	...	১৫ ভাগ
সোডা	...	১০ ভাগ
সাইট্রিক অ্যাসিড্	...	৫ ভাগ

সমস্ত গুলিকে পিষিয়া স্ক্রু চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে। ব্যবহারের সময় একটু

জ্বাক্‌ডাকে জলে ভিজাইয়া এই পাউডারে স্পর্শ করিয়া তাহা দ্বারা রৌপ্য পাত্রের গাত্রে লাগাইতে হইবে, তাহার পর শুক বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই উৎকৃষ্ট পালিস হইবে। ইহাও পেটেন্ট করিয়া বিক্রয় করা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের বা কাঠের কোটায় লেবেল দিয়া বাজারে দিলে বিক্রয় হইবে।

পশম ধৌত করিবার আরক।

সোডা চূর্ণ	...	৩৫ ভাগ।
সাবান চূর্ণ	...	১০ ভাগ।
সাল আমোনিয়াক	...	১০ ভাগ।

ইহা জলের সহিত গুলিয়া পশম ধৌত করিলে পরিষ্কার হইবে। ৫৭ পৃঃ দেখুন।

সামাজিক হিত সাধন

মণ্ডলীর প্রদর্শনী।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ।

—:§:—

সংখ্যামূলক ও অপর নানা প্রকার চিত্র-দ্বারা হিত সাধন মণ্ডলী কলিকাতার অধিবাসীদের সম্মুখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয় স্পষ্ট করিবার জন্য এক প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। প্রায় ২ সপ্তাহ কাল ঐ প্রদর্শনী খোলা ছিল। কলিকাতার শিক্ষার-রাগী ব্যক্তিমাত্র ঐ প্রদর্শনীতে গমন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। পাঠক গণের নিকট আমরা উহার তথ্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। উক্ত প্রদর্শনী ভারত-বাসীর বিশেষতঃ বঙ্গদেশ বাসীর শিক্ষার-দুর্গতি যেন চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিয়া-ছেন। শিক্ষার প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ সকলের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে, চিত্রে অতি সুন্দর ভাবে তাহা অঙ্কিত করিয়া দেখান হই-
রাছে। আরও শতকরা ৫ জনের মাত্র অক্ষর

পরিচয় হইয়াছে। অত্রদেশ ভারতবর্ষের কতউর্দ্ধে রহিয়াছে। ১০০ জন মধ্যে :—

আমেরিকায়	৯৯২	
ইংলণ্ডে	৯৯	
জাপানে	৯৫	জনের

অক্ষর পরিচয় হইয়াছে, ঐ স্থানে ভারতবর্ষে ৫ জন মাত্র। বাঙ্গালীর মুর্থতাও অতি ভয়ঙ্কর। বঙ্গদেশে একতালে শতকরা ৭৭ জনের বর্ণ শিক্ষা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে দেশীয় নৃপতিদের রাজ্যে কোন কোন স্থানে শিক্ষার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে :—

ত্রিবাংকুরে	শতকরা—	১৫ জনের
বরদায়	শতকরা—	১০ জনের

বঙ্গদেশ।

বঙ্গদেশের অবস্থা কি? এই দেশের ৭ জন পুরুষ মধ্যে ৬ জনে এবং ৯৯ জন স্ত্রীলোক মধ্যে ১ জনে অক্ষর পড়িতে জানে। এই দেশে কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাও দেখুন। ১০০ জন মধ্যে

হিন্দু	১১২	
ব্রাহ্ম	৭৮২	
মুসলমান	৪১	
খৃষ্টান	৪৬৪	জনের

অক্ষর পরিচয় হইয়াছে। অল্পভাবে দেখুন। বঙ্গদেশে কোন জাতির মধ্যে লেখাপড়া কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে, নিম্নের তালিকায় তাহা দেখুন :—

শতকরা	
বৈষ্ণব	৭১২
ব্রাহ্মণ	৬৪৩
ব্রাহ্ম	৮৬৬
কৈবর্ত	২০৭
কায়স্থ	৫৬৮
নমঃশূদ্র	১০৯

১৯১১ সালের আদমশুমারী অনুসারে

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

উক্ত জিলাব দেওয়া হইয়াছে। তখন এই দেশে বৈশ্ব ৮৮৩২৪, ব্রাহ্মণ ১১৮২১৭০, ব্রাহ্ম ১৪২৯, কৈবর্ত ২০৩৬১২৯, কারক ১১০৭৩৩৭ এবং নমঃশূদ্র ১৮৬০৭০৫ ছিল।

বঙ্গদেশে ১০০ জন মধ্যে ১ জন ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে পারে। (ক্রমঃ)

গাইন্থ্য শিম্পের জের।

—:§:—

হস্তিদন্ত বক্র করিবার উপায়।—Ber zine দিয়া হস্তিদন্তকে সম্পূর্ণ তৈল শূন্য করিতে হইবে, পরে ইহা ফুটন্ত গরম জলে রাখিতে হইবে, হস্তি দন্তের পাতলা দ্রব্য ১৫।১৬ মিনিটের বেশী রাখা উচিত নয়। মোটা দ্রব্য গুলিও ২০ মিনিটের বেশী রাখা উচিত নয়। নরম হইলেই গরম জল হইতে বাহির করিয়া বাকাইয়া লইতে হয়, এবং পরে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা করিতে হয়। আবার অল্প উপায়ে হস্তি দন্ত বাকান যায়। Phosphoric acid এ ভিজাইলে নরম হয়, নরম হইলেই acid হইতে তুলিয়াই উত্তমরূপে জলে ধৌত করিয়া বাকাইয়া লওয়া যায়, পরে গরম জলে রাখিয়া দৃঢ় করিলেই হইল। এই টুকু দেখা প্রয়োজন যে, গরম জলে দিয়া দৃঢ় করিবার সময় দুই তিনটি যেন পরস্পর স্পর্শ না হয়।

পিপে বা এইরূপ কোন দ্রব্যে লিখিবার কালী।—একটা কেটলীতে দশ সের রজন গলাইয়া লও, তাহাতে আন্তে আন্তে, অল্পে অল্পে অর্ধ সের পানি ব্যবহারের চূর্ণ মিলাইয়া দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মিশ্রিত পদার্থ পরিষ্কার না হয়, ততক্ষণ ফুটাইতে থাক; তাহার পর এক সের তিসির তেলের বার্ণিস ঢালিয়া দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাক। ইহাতে দশ সের তিসির তৈলে কোন ধাতব রংএর রং ঢালিয়া দাও। অবশেষে ২ সের বাজারের

বেনজিন ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। এই রংএর বিশেষত্ব এই যে, পিপার গায়ে লিখিবা মাত্র কালী গুচ্ছ হইয়া যায়। কাজেই মুছিয়া বাইবার ভয় থাকে না। বিঃ

বিখ্যাত মিক অফ রোজ।—গুজ্র বাদাম ১৫ আউন্স, বাদামের তৈল ১৫ আউন্স, গায়ে মাখিবার সাবান (মুলাবান এবং খেত বর্ণ) ১ ড্রাম; গোলাপজল ৩ পাইট। সমস্ত গুলি মিশ্রিত করিয়া একটা মলমের মত প্রস্তুত কর। এসেল অফ রোজ ২ ফ্লুইড আউন্স মিশ্রিত কর। পরে গোলাপজল ঢালিয়া ১ পাইট কর। কেহ কেহ এই রেকটফাইড স্পিরিট এ অয়েল অফ বারগামট, অয়েল অফ ল্যাভেণ্ডার ও গোলাপের আতরের কয়েক ফোঁটা মিলাইয়া দেয়। ইহাতে মিক অফ রোজের সৌরভ বৃদ্ধি পায়, এবং ব্যবহারে পরম তৃপ্তি হয়।

গাত্র চন্দ্র পরিষ্কার রাখিবার উপায়।—সোহাগা ৬ ড্রাম, মিসারিং ৩ আউন্স, গোলাপ জল ১২ আউন্স; রানের পর গা মুছিয়া পরিষ্কার স্পঞ্জের দ্বারা উক্ত দ্রব্য কয়েকটির মিশ্রণ গায়ে লাগাইয়া অন্তর্কণ পরে মুছিয়া ফেলিলে চর্মের কোমলত্ব ও শুভ্রত্ব বৃদ্ধি পায়, বা সংরক্ষিত হয়।

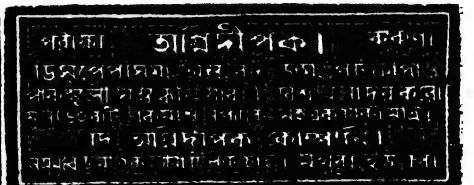
ব্যাট প্রস্তুত।

ব্যাট বল অনেকেই খেলিয়া থাকেন, কিন্তু কোন কাঠে ব্যাট প্রস্তুত হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। উইলো নামক এক প্রকার বিলাতি বৃক্ষ আছে। আমাদের দেশেও আজকাল এইরূপ গাছ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় বাগানে এই গাছ রোপণ করা হয়, দেখিতে বিশেষ সুদৃশ্য নহে। ডাল পালা সর্বদাই অবনত, মনে হয়, সর্বদাই বিষম (weeping willow)। সেইজন্য আমাদের দেশেও সর্বত্রই সাহেবদের

সমাধিক্ষেত্রে ইহার প্রাচুর্য্য অধিক। পাছটি ১৫ ইঞ্চি মোটা হইলে ব্যাটের জন্ত কাটা হয়। শীতকালেই গাছ কাটা হয়, কারণ বৃক্ষের রস তখন অতি নিম্নে থাকে। ডাল পালা বাদ দিয়া কেবল কাণ্ডটা কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। ব্যাটের দীর্ঘতার মাপে ও'ডি গুলিকে টুকরা টুকরা করা হয়। যদি একটি এক সের ভারি ব্যাট প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ২০ সের ওজনের কাঠ খণ্ড প্রয়োজন হয়।

অতঃপর ব্রেডগুলিকে মজাইতে দেওয়া হয় (seasoning) অর্থাৎ রোজ বা আর্দ্রতা লাগিলে যেন বক্র বা অল্প কোনরূপ না হয়। এইরূপে কাঠগুলি ১ বৎসর ফেলিয়া রাখা হয়। তাহার পরে বাটালী দিয়া কাঠগুলিকে ব্রেডের স্থায় সুডোল করা হয়। এইটা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য। তাহার পরে কাঠগুলিতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। কারিকরগণ বলিয়া থাকে যে, একটি ব্যাট হইতে একটা ছোট বাটার এক বাটা তৈল নিঃসৃত করা হয়।

আটটা কিম্বা অল্প সংখ্যক ব্রেড সিরিস দিয়া জুড়িয়া ব্যাটের হাতল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানে একখণ্ড রবার দেওয়া থাকে। পরে হাতলের মুখ সুন্দর করিয়া ব্যাটের ব্রেডে প্রবেশ করাইয়া অতি উৎকৃষ্ট শিরীস দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। যখন ব্রেড ও হাতল এক হইয়া যায়, তখন তাহাকে কুঁদ যন্ত্রে ফেলিয়া হাতলকে গোল করিয়া লওয়া হয়। ইয়োরোপে ইহা একটা বিশেষ অর্থকরী শিল্প।



ছাত্রগণের মাসিক প্রায় ১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

Flashes of Thoughts.

আত্মসম্মান বোধ।

"Self-love my leige, not so vile a sin as self-neglecting."

Shakespear.

King Henry—

আপনাকে অবজ্ঞা করা একটা পাপ—
সর্ব শাস্ত্রেই আত্মসম্মান বোধের প্রশংসা দেখা যায়, যাহাদের সেই আত্মসম্মান জ্ঞান নাই, তাহারা চিরস্থগীত।

পাশ্চাত্য কবি শেকসপিয়ারের "কিং হেনরীতে" উপরোক্ত স্তম্ভের উক্তিটা দেখা যায়।

"হে রাজন—আত্মপ্রেম নহেক নিকৃষ্ট পাপ তত আত্মস্থগা চেয়ে।"

হিন্দুর আত্মাই পরম পুরুষ—সে আত্মাকে যুগা করা কখনও উচিত নহে। আপনাকে যুগা করিতে করিতে মানবের ঘোর অধঃপতন অবশ্যজ্ঞাবী। দৃষ্টান্ত দেখাইবার আবশ্যক হয় না।

সৎকার্য।

ক্ষুদ্র দীপ শিখা যেমন বহুদূর আলোকিত করে, ক্ষুদ্র একটা সৎ কার্যও তেমনি বহুদূর পর্যন্তও যশস্বী বিস্তৃত করিয়া বহু শত শত অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করে, একথা অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন।

শ্রমশীলতা।

"Industry pays debt but despair increases them."

শ্রমশীল মানবের ঋণ শোধ হয়, হঃখ-দুঃখ দূরে যায়, কিন্তু হতাশা ঋণ ও হঃখ দৈন্য

বৃদ্ধি করে। শ্রমশীল হও, শিল্পশিক্ষা কর, অভাব বগিয়া বৃদ্ধিতে পারিবে না। অচিরেই লক্ষ্মীত্রী হইবে।

হঠাৎ বড়লোক হইবার জন্ত ব্যস্ত হইও না, অল্পে অল্পে লাভ করিয়া স্বাভাবিকরূপে ধন সঞ্চয়ই সঙ্গত উপায়। লর্ড চেম্বারফিল্ড তাঁহার সন্তানকে এই সত্বপদেশটা দিয়া ছিলেন—

"Do not be hurry to get rich, gradual gains are the only natural gains."

Editor in Council.

সম্পাদকের মন্তব্য সভা।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু—

প্রশ্ন। ফ্লোরিডা ওয়াটার কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

উত্তর। এ সম্বন্ধে ১৯০৯ সালের "কাজের লোকে" যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পুনরুক্তি করিবার স্থানান্তর। ক্রটি ক্ষমা করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবব্রত গোস্বামী।

গ্রাহক নং ১২১২

প্রশ্ন। পাচড়ার ঔষধ জানিতে চাহিয়াছেন।
উত্তর। মহিমবাবু নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগটা আমাদিগকে দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছিল। ভাল গন্ধকের সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ ছটাক, খাটা সরিষার তৈল ১ ছটাক উত্তমরূপে এই দুই দ্রব্যকে মিশাইয়া একখানা বাদামী কাগজে মাগাইতে হইবে এবং যোদ্ধে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর ঐ কাগজখানাকে গোল করিয়া পাকাইয়া আঙনের শিখায় ধরিলেই পুড়িয়া ছাই হইয়া পাইবে। সেই ছাইগুলি ১ স্লেয়া খাটা সরিষার তৈলে

উত্তমরূপে মিশাইয়া থোস বা পাচড়ার মালিশ করিলে ২৩ দিনেই থোস ভাল হইয়া যাইবে। অতি নিরাপদ ঔষধ এবং প্রস্তুত করিতেও কোন কষ্ট নাই।

শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র সমাদার।

যশোহর (গ্রাহক)

প্রশ্ন। অনেক স্ত্রীলোকের ও পুরুষের পা ঘামিয়া থাকে, ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

উত্তর। ডাক্তার জ্যেষ্ঠ মেডিক্যাল সমারি নামক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে—

সালিসালিক আসিড ১ ড্রাম
বোরাক্স অর্ধ আউন্স
প্রিপিয়ার্ড চক (ফুলখড়ি পূর্ণ) ১ আং।

খুব ভাল করিয়া চূর্ণ করতঃ জুতা এবং মেজার মধ্যে ছড়াইয়া পরিলে এই পা ঘামা রোগ ভাল হয়।

হোমিওপ্যাথি মতে ক্যালকেরিয়া কার্ক ৩০ ডাইলিউশন ১ মাত্রা ব্যবহার করাইলেও এই উপসর্গ যাইবার সম্ভাবনা।

চয়ন।

Medical News.

ঔষধ প্রস্তুতে-বিপত্তি।

কলিকাতা শিয়ালদহে পুলিশ মাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রাণকুমার চক্রবর্তী নামক এক কম্পাউণ্ডার অভিযুক্ত হইয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ,—ডাক্তার জে, এন, মৈত্র ২৮৫ নং অপার সাকুলার রোড নিবাসী পুলিশবিহারী সরকার নামক এক যুবকের চক্ষু প্রদাহের রোগের জন্ত আটটা পুরিয়া ঔষধের প্রেসক্রিপশন করিয়াছিলেন,—আসামী কম্পাউণ্ডার তাহাতে ট্রিকনাইন নামক তীব্র বিষ মিশ্রিত

পুরাতন "কাজের লোকে" সূচীপত্রের ১০ আনা ডাকমাওল পাঠান।

করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহাশয়ের প্রেসক্রিপশনে কিন্তু ঠীকনাইনের কোন উল্লেখই ছিল না;— এই ঔষধের ভিতর একটা মাত্র পুরিয়া থাইবার পরই রোগীর জ্বরকর কম্পন ও অঙ্গে থাইল ধরার পর অজ্ঞান হইয়া মারা গিয়াছে। এই অস্তিম সময়ে ডাক্তার ডি, এন, ঘোষাল ইহাকে দেখিবার জন্ত আহৃত হইয়াছিলেন। গত পূর্ব বৃহস্পতিবার আদালতে মামলা উঠিয়াছিল। ডাক্তার মৈত্র, পুলিশবিহারীর ভ্রাতা অতুলচন্দ্র এবং ডাক্তার ঘোষাল এ দিন সাক্ষ্য দিয়া ছিলেন। অতঃপর ১৭ই এপ্রেল মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছে। ঔষধালয়ের কন্ট্রোলিং সাবধান হউন। তাহার যেন ঔষধ কন্ট্রোলিং কম্পাউন্ডার নিয়োগ এবং কার্য পরিদর্শনাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। মনে থাকে যেন, তাহাদের ঔষধ মিশ্রণ প্রণালীর উপর বহু লোকের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। এই জন্তই বিশ্বস্ত ঔষধলায় ভিন্ন যা তা ঔষধালয় হইতে কখনও ঔষধ কিনিতে নাই। এ বিষয়ে কম্পাউন্ডারগণেরও বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। আর যে সকল ডাক্তার নিজেদের নাম যে ঔষধালয়ে ব্যবহারের অনুমতি দেন, তাহার কেবল সেই ঔষধালয়ের লাভের উচ্চ কমিশন লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঔষধালয়ের কার্য প্রণালীর প্রতিও দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। বঙ্গ:

বিপদে বুদ্ধি বাড়ে।

কডলিভার অয়েললের দাম অতিশয় বাড়িয়াছে। একজন খুঁটান মিশনারি ডাক্তার বলিয়াছেন, তিনি কডলিভারের পরিবর্তে তিসির তৈল ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত উপকার পাইয়াছেন। কডলিভার অয়েল যখন সস্তা হইবে, তখনও তিসির তৈল ব্যবহার করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার মত এই, তিসির তৈল গরুকে খাওয়াইলে গরুর ডুধ বেশী হয়, উহার স্বাদও ভাল হয়। গুজরাটের একজন মিশনারি ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, কডলিভারের পরিবর্তে কার্পাস বীজের তৈল বেশ ব্যবহার করা যায়। তিনি বলিয়াছেন, ঐ তৈল স্বতের পরিবর্তে আহার করা যাইতে পারে। তৃতীয় ডাক্তার বলিয়াছেন, মহরার তৈল অয়েলট তৈয়ারী কার্যে ব্যবহার হইতে পারে। চতুর্থ ডাক্তার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শোধক তুলার পরিবর্তে সিমুল তুলা ব্যবহার করিলে কোন অনিষ্টই হয় না। হইলে কি হয়, আমাদের দেশে ডাক্তার বাবুদের বিলাতি জিনিস ছাড়া মন উঠিবে কি?

কাল জ্বর।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে মাদ্রাজবিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে কালাজ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিয়া ক্যাপটেন প্যাটন, আই, এম, এস, যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড কারমাইকেল (বঙ্গের শাসনকর্তা) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ক্যাপটেন প্রথমেই কালাজ্বর যে কিরূপ মারাত্মক পীড়া, তৎসম্বন্ধে সন্নিহিত বর্ণনা করেন। সার উইলিয়াম লিশম্যান প্রথমে এই পীড়ার কারণ যে একপ্রকার পৰাণপুষ্ট আণবিক জীব (parasite) তাহা আবিষ্কার করেন। পরে মেজর রজারস্ এই জীব শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে শরীরের কি অবস্থান্তর হয়, তাহা নিব্বাচিত করেন। তাঁহার মতে এই সমস্ত আণবিক জীব প্রথমে কোন শোণিত-পায়ী জীব কালাজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে হইতে পুষ্টি হইয়া ঐ সমস্ত শোণিতপায়ী জীব

দষ্ট অল্প অল্প ব্যক্তির শরীরে নীত হয়। যে সমস্ত জীব রক্তপায়ী, তাহারাই এইরূপে পীড়া দেশব্যাপী করিয়া তুলে। এই সমস্ত রক্তপায়ী জীবের মধ্যে ছারপোকাই প্রধান।*

কৃষি কথা।

সিমুল আলু।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত।
পরলোকগত বঙ্গ নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে আর একটি বস্তুর চাষ প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন নূতন বস্তুর প্রতি মানুষের মন আকর্ষণ করা সহজ কথা নহে। এষ্ট দেখ গোল আলু। গোল আলু প্রদান করিয়া আমেরিকা যে পৃথিবীর কত উপকার করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু গোল আলুর চাষ সহজে মানুষের করে নাই, সহজে কেহ ইহা আহার করে নাই। প্রথম তো অপবিত্র অথাত্ত বলিয়া লোকে ইহাকে ঘৃণা করিত। “ইহা থাইলে পেট গরম হইবে” এই বলিয়া এখনও বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানের লোক ইহার পানে ফিরিয়াও চায় না। পাটশাকের ঝোল আর ভাত, তাহাদের পক্ষে তাহাই পরম উপাদেয় ও উপকারী। সহর অঞ্চলে কপির চাষ হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক পল্লীগামের লোক কপি কিরূপ বস্তু তাহা বোধ হয়, এখনও দেখে নাই। ফলে নানা কারণে নিত্যগোপাল বাবুর চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

যে দ্রব্যের চাষ বঙ্গদেশে প্রবর্তিত করিতে নিত্যগোপাল বাবু চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার

* বিহানকে ছারপোকা শূন্য করিতে হইলে কিটিন পিউটার বিহানায় ব্যবহার করিতে হয় ইহা অস্বীকার্য। বিবাক্ত নহে।

পুরাতন কালজ্বরের লোকের শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নাম “শিমুল আলু।” ইহা এদেশের দ্রব্য নহে, সেইজন্য এদেশে ইহার নাম নাই। ইহার পাতা দেখিতে সামান্যভাবে শিমুল গাছের পাতার জায়। সে জন্ত আসামে ইহা শিমুল অর্থাৎ শিমুল আলু নামে অভিহিত হইয়াছে। ইংরাজিতে ইহাকে (Cassava) বলে। ইহা হইতে আরাকট ও ময়দার জায় যে সমৃদ্ধ বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ট্যাম্পিওকা, মানিহট, মনিয়ক, ব্রিজিলের আরাকটও বলে। উদ্ভিদতত্ত্বে ইহার নাম ম্যানিহট ইউটিলিসিমা (Manihot utilisima)। এই জাতির মূলে একপ্রকার বিষ আছে, সেজন্য কাঁচা খাইতে ইহার আশ্বাদ তিক্ত। শিমুল আলুর আর এক জাতি আছে, তাহার মূল খাইতে মিষ্ট। উদ্ভিদ শাস্ত্রে এ জাতিকে ম্যানিহট আইপি (Manihot Aipi) বলে।

শিমুল আলুর আদি বাস দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিজিল দেশ, কিন্তু এখন নানা দেশে ইহার চাষ হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে, পোর্টুগাল দেশের লোক ইহাকে প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে ও পূর্বাঞ্চলের অত্রাণ্ট দেশে আনয়ন করিয়াছিল। পিনাস, শিকাপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক চীনের লোক বসতি করিয়াছে। পোর্টুগিজদিগের নিকট হইতে বীজ পাইয়া বহুদিন হইতে তাহারা এই দ্রব্যের চাষ করিতেছে। জঙ্গলের গাছ কাটিয়া ভূমি পরিষ্কার করিয়া, তাহারা এই দ্রব্যের চাষ করে। কয়েক বৎসর পরে, ভূমি যখন নিশ্চৈজ হইয়া পড়ে, তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর এক স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নূতন ভূমি প্রস্তুত করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পার্শ্বত্যা এদেশে লোকে এই প্রণালীতে নানা দ্রব্যের চাষ করে। এরূপ কৃষিকার্য্যকে “ঝুম” বলে।

পিনাস ও শিকাপুর হইতে এই দ্রব্য ব্রহ্মদেশে আনীত হয়। সে জন্ত ব্রহ্মবাসীরা ইহাকে “পিনাস ইয়ান” বলে। ব্রহ্মদেশের

কোন কোন স্থানে ইহা এখন বস্ত্র হইয়া গিয়াছে। বারেন জাতির লোক সাদরে এ দ্রব্য ভক্ষণ করে। ব্রহ্মদেশ হইতে শিমুল আলু আসামে আসিয়াছে। আসামেই ইহা শিমুল আলু বা শিমুল আলু নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আসামের লোক বেড়ার ধারে ইহার চাষ করে। রন্ধন না করিয়া কাঁচা অবস্থাতেই তাহারা শিমুল আলুর মূল ভক্ষণ করে। কোন কোন স্থানে ইহাকে গাছ-আলু এবং কোন কোন স্থানে ইহাকে রুটি-আলু বলে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণেই কিন্তু ইহার চাষ অধিক। চাউল মহার্ঘ হইয়াছে, সেজন্য ত্রিবাঙ্গুরের অনেক স্থানে ভাতের পরিবর্তে লোকে ইহা ভক্ষণ করে। এ স্থানে লোকে তিক্ত শিমুল আলুর অধিক চাষ করে। তিক্ত জাতির গুণ এই যে, ইহার গাছকে অধিক যত্ন করিতে হয় না, ইহা গরু বাছুরে খায় না, আর ইহার ফলন অধিক। ইহার দোষ এই যে, ইহাতে এক প্রকার ভয়ানক উগ্র বিষ আছে। এই বিষের ইংরেজী নাম—Hydrosyanic acid; এ বিষ খাইলে মানুষ তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। কিন্তু অধির তাপে এবিষ উবিয়া যায়। তখন তিক্ত শিমুল আলু খাইলে কোন ক্ষতি হয় না। মিষ্ট জাতীয় শিমুল আলুতে বিষ নাই। কাঁচা অবস্থায় অথবা রন্ধন করিয়া অথবা ইহার ময়দার রুটি করিয়া অথবা আরাকট করিয়া মানুষ ইহা সচ্ছন্দে আহার করিতে পারে। গোল আলুর জায় তরকারি স্বরূপ মাছের সহিত রন্ধন করিয়া অনেকে ইহা আহার করে। তামিল ভাষায় শিমুল আলুকে মারা ভুল্লি ও তেলগু ভাষায় ইহাকে মনুপে গুলম বলে।

বঙ্গদেশের সকল স্থানেই এ দ্রব্যের চাষ হইতে পারে। ইহার শাখা আধ হাত পরিমাণে খণ্ড করিয়া কাটিয়া রোপণ করিতে

হয়। তাহার পর আর কোনরূপ যত্ন করিতে হয় না। গাছ আপনা-আপনি বাড়িতে থাকে ও ভূমিতে নিম্নে সেই সঙ্গে মূলও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এক বৎসরের পর মূল তুলিবার উপযোগী হয়। কিন্তু বৎসরের শেষে মূল না তুলিলে কোন ক্ষতি নাই, এবং ভূমির নিম্নে ক্রমে ইহা আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। অবশেষে দুবৎসরে ইহা তুলিয়া ব্যবহার করিলে চলে। বাগানের বেড়ার ধারে, অথবা এইরূপ কোন স্থানে এই গাছ রোপন করিয়া রাখিলে দুঃখী লোকদিগের উপকার হইতে পারে। এ গাছের আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহা বৃষ্টির কোন ধার ধারে না। অনাবৃষ্টি হইলে বরং ইহার আনন্দ হয়। কারণ সে বৎসর ইহার গাছ দুর্বল না হইয়া সতেজে বাড়িতে থাকে।

এ গাছ সম্বন্ধে গানিং সাহেব লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রধান আহার চাউল। বৃষ্টি না হইলে উহা উৎপন্ন হয় না। আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষে কাসাভা গাছের চাষ হউক। এ গাছের মূল চাউলের জায় পুষ্টিকর এবং আলুর জায় সুস্বাদু। অনেক বৎসর ধরিয়া ভূমির নিম্নে ইহা টাটকা অবস্থায় থাকে।

জগৎ বিখ্যাত দেশ পর্যটক লিভিংষ্টোন লিখিয়াছেন, আফ্রিকার একেলা প্রদেশের মানিয়ক খাইয়া জীবন ধারণ করে। কাঁচা অবস্থায় অথবা দধি বা সিক্ত করিয়া তাহারা ইহা আহার করে। অনাবৃষ্টিতে এ গাছের কোন হানি হয় না। ইহাতে পোকা লাগে না। একেলার বাজারে এক আশার পাঁচ সের এই দ্রব্য বিক্রয় হয়।

রোপণ করিবার নিমিত্ত ঐ গাছের শাখা কোথায় মিলিতে পারে, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। ইণ্ডিয়ান গার্ডিনিং এসোসিয়েশন, বোম্বাইর ষ্ট্রিট কলিকাতা, এই ঠিকানায় লিখিলে বোধ হয় তাহারা যোগাড়

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

করিয়া দিতে পারিবেন। ইংরেজিতে ঠিকানা এইরূপ,—Indian Gardening Association, Bowbazar Street, Calcutta. আমি আপাততঃ তিন্ত জাতির চাষ করিতে পরামর্শ দিই না। যিনি কাসাতার চাষ করিতে ইচ্ছা করিবেন, মিষ্ট জাতির শাখার জ্ঞান লিখিবেন। সিঙ্গাপুরের চীনেরা বলে যে, মিষ্ট জাতির শাখা যদি উন্টা করিয়া রোপণ করা যায়; তাহা হইলে সে গাছ হইতে তিন্ত আলু উৎপন্ন হয়। এ কথা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, সারুধান হইলে কোন দোষ নাই। (বঙ্গবাসী)

জেলপাড়ার সং।

অপরূপ বৎসরের জায় এবারেও মহা সমারোহের সহিত জেলপাড়ার সং বাহির হইয়াছিল। জনতা, চেলা চেল্লীর কথাই নাই। উৎকৃষ্ট কারীকরগণের গঠিত, রাজা ও রাণী, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ, কুন্তকর্ণের যুদ্ধ, অশোক বনে চেড়ী বেষ্টিতা সীতা, ভূত, প্রেত প্রভৃতি মাটির পুতুলগুলির কারুকার্য উল্লেখযোগ্য।

সংএর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংএর স্তম্ভধার “সং” কি বলিতেছে শুনুন।—

অনেকেই জানতে চান সংএর অর্থ কি।
তাই আজ সং সেজে সবার মাঝে
বলতে এসেছি।

সংটা আর কিছু নয়, খালি ছনিয়াকে
শিক্ষা দিতে।
নিম্নে বাৎসরিক হিসাব নিকাস আসি
সংক্রান্তিতে॥

শুভ বৈশাখের প্রারম্ভ হইতে চৈত্র
সংক্রান্তি পর্যন্ত এই বারমাস ব্যাপী ৩৬৫ দিনে
কলিকাতা সহরে, বাঙ্গলাপ্রদেশে, ভারতীয়
হিন্দুসমাজে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়,
বিশেষতঃ যে সকল ঘটনা আমাদের সামাজিক

বিকারের পরিচায়ক, সেই সকল ঘটনা অবলম্বন
করিয়া ছড়ায় ও গানে সেই ঘটনার একটা
পরিষ্কৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়া জেলপাড়ার সং
সমাজের লোকের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করে।

গাড়ীর উপর ও চলা সং অনেক ছিল,
তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির সংক্ষিপ্ত
বিবরণ দেওয়া গেল।

- (১) মুন্সিপালের পুষ্টি ছেলে।
এবার বুকি যায় গো চলে॥
- (২) বিএ, এম-এ, পাশ দিয়ে।
গাঁটির দোকান খুলছে গিয়ে॥
- (৩) অসাধারণ সিদিল সাফ্ফন।
- (৪) ছটি ঘরের কথা।
- (৫) হোমরুল।
- (৬) সরস্বতীর বিপদ ভারি।
পূজা বন্ধক তকুম জারি॥
- (৭) গরবনিয়াদি।
- (৮) আধুনিক শিক্ষার পরিণাম।
পায়েইটা সংছিল,—
- (১) কালে কালে হ'ল, কি।
কাপড় না পরতে পেয়েচট পরেছি॥
- (২) ভজন। (৩) বাবু বুকল।
- (৪) হিজরের দল।
- (৫) হারুডুবু কাপ্তেন বাড়।
- (৬) ভিত্তি। (৭) পাহাড়িয়াগণ।
- (৮) ছাড়া নেড়ীর কি বাহার।
দেখে লাগবে চমৎকার॥
- (৯) কি তামাসা।
- (১০) বেঞ্জার মায়ের গঙ্গাযাত্রা।
- (১১) কলির সাধু।
- (১২) কাকার কাণ্ডিক।

ইহা ছাড়া আরও অনেক সং ছিল, তাহার
সকল গুলির উল্লেখ করিতে গেলে স্থান
সংকুলান হয় না। তবে যে কয়েকটা সংএর
কথা উপরে উল্লেখ করা গেল তাহা হইতেই

বোধ হয় পাঠক আমাদের বর্তমান সামাজিক
চিত্রের কতকটা আভাস পাইবেন।

মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্বাচন
ব্যাপার লইয়া যে সকল কেলেঙ্কারি হয়,
“মুন্সিপালের পুষ্টি ছেলে” সং তাহারই চিত্র।
একজন নির্বাচনপ্রার্থী কমিশনার, তাহার
পত্নী এবং একজন রেটপেয়ারের উক্তি লইয়া
এই সং হইয়াছে। ছড়ায় কমিশনারের উক্তি
একটু শুনুন,—

মশাই পড়েছি বিষম দার,
মান যায় প্রাণ যায়,
পিতৃমাতৃ দায়ের চেয়ে বেশী।
(তাই) দিয়ে গলায়-বস্ত্র ঘোড় করে,
ভিক্ষা করছি সবার দ্বারে,
দয়া করি ভোট গুলি দেবেন আসি॥
আনি গ্রাম্পিন মেরি, হইলি ত্রাণ্ডি,
গাজা, আফিং সিদ্ধি, টিডি,
ডাব, সরবৎ, সোডা, লেমনেড,
রাখব যোগাড় করে।
যত রকম আছে থানা,
কিছু ভাই বাদ দেবনা,
দোহাই সবাই এস দয়া করে॥

পত্নীর উক্তির একাংশ।—
ভিখারী এলে এক মুটে
চাল পায়না যার দোরে।
(আমার) গয়না বেচা টাকা খরচ
করছে অকাতরে॥
ইচ্ছে হচ্ছে শতমুখী দি সপাসপ পিটে।
তাতে যদি মুখপোড়ার একটু চক্ষু কোটে॥
রেট পেয়ারের উক্তির একাংশ।—
মুন্সিপালের পুষ্টি ছেলে,
রেট পেয়ারকে যাবে ভুলে,
ধাঙ্গড় থেকে চেয়ারম্যানের
পায়ে দিবে তেল।
রায় বাহাদুর হ'তে শেখটা,

এখন আর আরেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

প্রাণপণে করবে চেষ্টা,
তোমার আমায় মাথায় ভেঙ্গে বেলা ॥

আমাদের পল্লীসমাজকিরূপ উপেক্ষিত ও
অধঃপতিত হইয়াছে, পল্লীবাস পরিত্যাগ
করিয়া সহরের বিলাসিতার প্রোতে গা ভাসান
দেওয়াতে আমাদের কি অনিষ্ট হইতেছে,
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণে অবাধ
স্বাধীনতা প্রদান ও প্রাচ্য রীতিনীতির
প্রায় পিণ্ডদান করিয়া আমরা কি অদ্ভুত
প্রাণীতে পরিণত হইতেছি, “চুটি ঘরের কথা”
তাহারই চিত্র। নিম্নোল্লিখিত দুই একটি
ছড়ায় তাহার আভাস দেখুন,—

দুটো ঘরের কথা।

শুন গো নগরবাসী বছরে বারেক আসি
হাসি হাসি পুরাতনে দিতে গো বিদায়
রজনী প্রভাত হলে চৈত্র চিত্র যাবে চলে
নববর্ষ হর্ষে আসি বসিবে ধরায়।

আগে এই চৈত্র শেষে, আমাদের এই বঙ্গদেশে
সন্ন্যাস মেনে শিবোদ্দেশে সবাই পার্শ্বণ করতো
এই চড়কে।

তখনও জ্যাস্ত ছিল দেশের লোক,
শরীরে শক্তি, মনে রোক
থেতে পেতো-যা হোক তা হোক, হয়নি সব
গা ওজড় ম্যালেরিয়া ও মড়কে।

বাক্সালার যত জোয়ান জাত
বুকখানা তাদের সওয়া হাত
পাথরে দেখে শিব সাক্ষাৎ
করে আপন দেহের রক্তপাত

বরের তরে প্রণিপাত, করতো হরের পায়।
ছিল তাদের কত সহ, একটা মাস ব্রহ্মচর্যা
এক সন্ধ্যা মাত্র ধার্যা
হবিষ্য বা ফল আহাৰ্যা, সঙ্গে হাড়ভাঙ্গা প্রমের
কার্যা জঠরের উপায়।

উঠতো রুকে কত ছোড়া,
হুপাশে দশ লকি ফোঁড়া

আগায় তার আগুন জ্বালা,
জ্বাকড়া পোড়া ধুনো পোড়ার কি সে ধূম।
সঙ্গে ঢাকের বাজন, চলতো গাজন
হাসতো রাজন, দেখতো সাজন, তাওব নাচন
বাছতো হুপুর বুপুর কুম ॥

আজ কারো কি মনে আছে,
পিঠি কোঁড়া সেই চড়ক গাছে,
চড়চড়াচড় বাজে ঢাক
টেচামেচি দে পাক দে পাক
লাখে লাখ গলার ডাক,
বোম্ বোম্ বাবা বলে।
শিব তলাতে ধুনি জ্বালা
মূল সন্ন্যাসীর মাথা ঢালা
গলায় তার ফুলের মালা,
পিঠি তার রক্ত ঢালা
সোণার বালা দিবে মনিব
বাগ্দী প্রজায় বাবা বলে ॥

* * *

এখন সভা হয়েছেন বঙ্গমাতা
গুজরং খোদে ভরা খাতা
চাপরাস দেখলে হন দাতা
হরজায় দুখানা পড়েনা পাতা

অন্নদানের চিহ্ন।

এখন বাবুদের বাবুয়ানা মটরে
বৈঠকখানা পরিবারের কোটরে
ডিসপেন্সিয়া জঠরে
আলাপ চারী লেটারে
অপো কর্তে এলে কেউ
হন মনে মনে কিয় ॥

পৈতৃক হকো সিন্দুকে বন্ধ,
ছেলেদের মুখে চুরুটের গন্ধ,
সবার উপর সবার মন্দ,
দেখলে পরের মন্দ একটু অনন্দ,
কারও কারও হয়।

এমনি গরম করেছে টাকা,
গোষ মাদেতেও চলে পাখা,

জুতো খোলেন না ময়লা কাঁকা
খুঁড়ির কাছেও হুদের কড়ি
ছাড়া উচিত নয় ॥

হঠাৎ জামাই এলে সন্ধ্যা কালে,
শাওড়ী জ্বলেন গায়ের কালে,
বলেন কে এখন আর উনন জ্বালে,
ঝিকে ডেকে আড়ালে
পাঠান দোকানে।

তখন বিস্তর মাসি, হাতে কাঁসি,
আর এনামেন্ড কাপ,
চলে যায় প্রথমতে ফুলকো লুচির সপ
কেনে বুটের ডাল, পেরের আল, ছালেক
কালিয়া বেড়ালের নাড়ীর চপ।

তারা তাড়াতাড়ি খপ্ করে
কেরে মাগী মণ্ডা আর ডিমের ধোকা নে ॥
এখন বাবুরা এক নতুন টাইপ
চোদ্দ না পেরতেই পেকে রাইপ
মুখে আগুন জালিয়ে পাইপ
একমাত্র লাইফ ধারণ ওয়াইফের চরণ
কর্তে ধান ॥

এঁদের পড়া শুনায় আছে মন
বয়ের বোঝা হৃদয় মন
চসমা পরা পদ্মলোচন
পেন্টুল আঁটা ডনটো কেয়ার গোছ
জেন্টলম্যান ॥

এঁরা নতুন অর্থ করেন গীতার
ভুল ধরেন পরম পিতার
বলেন মরাল করেজ ছিলনা সীতার
নইলে ট্রায়াল বিনা ইন্টারন্যাশনাল
তার।

ছিলেন বশিষ্ট তো আইমিনিটার
কর্তেন শিষ্টভাবে ল.আইমিনিটার
হলে সীতা শিক্ষিতা সিষ্টার
এই বনবাসের মিনিটার মোটিভ কণ্টেন
করে কর্তেন বার ॥

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নিম্নেন বেনটেনালের তরে,
আর গমনা গাঁটার দাবী করে
বলে হনুমান রাজিষ্টারে
স্বামীর নামে শ্রমণ করে রাখতেন অনার।

কেউ বা গানো (Gano) পড়ে,
জ্ঞানের মাথায় বসে চড়ে
বলে ফেলেন বিজ্ঞার তোড়ে
দিতে পারি মানুষগড়ে
একটু প্লোটো প্লাজেম পেলে
সৃষ্টি করা নয়কো ভার।

দেবতারা সব নিদ্রাগত,
নইলে কি মানুষের সাহস এত,
এখন গার্ডেন পাটি চলবে কত
কালী ঘাটের পিঠস্থানে।
আগুণের জালা ধরে অঙ্গে,
দেখে এই শূন্য ভূমি সাধের বঙ্গে,
রঞ্জিণী ভঞ্জিণী সঞ্জিণী সঙ্গে,
ভদ্রর মন্দর জান সাগর সঙ্গমে স্নানে।
এই শিব রাত্রির সেই দিন,
দেখে এসেছে এই দীন,
ধাবুবেশে কত লজ্জাহীন,
ঘোমটা খোলা খ্যামটা নাচ
লাগাচ্ছেন তারক নাথে বসে।

পূজ়তে যথা সতীনাথে,
কত সতী পতি সাথে,
গন্ধাজল বেলপাতা হাতে
গেছেন রৌদ্রে তেতে, থেকে উপশে।
আপনারা তো এত হিন্দু,
গারে আগে না কি এক বিন্দু
দেখে এই পাপের সিদ্ধ,
তনে এই তীর্থের নিন্দা এই অপমান।
অনেকেই হুত বলবেন বচন,
এই জড়হুত তীর্থে গমন
বন্ধ করেছেন শিক্ষিত যুজন,
হয়েছে নুতন তীর্থ,

লার্জিণিং ওয়ালটোর মিহিআম।
(হায়) এই তো আমি আছি তফাতে,
কাজ কি আর অত ফেসাদে
বলে কতকগুলো জ্যাঠাতে,
নিজে নিজের ল্যাঠা কাটাতে
দেশটা করে ছার খার।

গেলো হিন্দুত্বের গৌরব,
ব্রাহ্মণের সৌরভ, স্বর্গে সৃষ্টি হলো রৌরব,
পাল পার্কন পর্কে সন শ্রেত অত্যাচার।
করজোড়ে নিবেদন করি মহাশয়,
যতদিন হিন্দুবলে দেন পরিচয়,
যতদিন তীর্থে তীর্থে হিন্দু নারীর হয় শুভোদয়
ততদিন যগা যগা পাণ্ডাদের আর
চরিত্র মহন্তদের ক্ষয় করুন দিয়ে মন।

দেখুন অস্ত্র অস্ত্র সকল ধশ্মে,
আঘাত করে লাগে তাদের মশ্মে,
ভেবে আপন কশ্ম, ছোটেন গলদ বশ্মে,
কেউবা চাবুক মেরে পিঠের চশ্মে
দড়মা বনে করেন অত্যাচারের সংশোধন।

যাহোক আজকে এই চর্কিশ শেষে,
চৈত্রের রোদে আমোদে এসে,
না গিয়ে ব্যারাকপুর রেশে আমাদের
সং দেখতে এই সংএর বেশে দেছেন দরশন।

তাই জন্তু হে লোকারণা,
নগরের যত গণ্য মাণা
প্রাণভরে কচ্ছে ধন্ত ধন্ত
সাজ পাঙ্গ সঙ্গে এ অধীন জন।
“ছোটো ঘরের কথা” সংএর একটা গান
শুুন ;—

গীত

হায় হায় কোথায় গেল আমাদের
সেই অসভ্য সে কাল।
হ'ল সভ্য হয়ে লভ্যমাত্র
গোবীর চোরা চাল।



মুখে বলি লম্বা কথা, ভালবাসি দেশ,
দেশের আচার ব্যাভার রং তামাসা
সব হয়েছে শেষ
আছে মাত্র গাজে কালো রংটি অবশেষ
তাও ধবধবাতে ধবল করে
সাবানেতে বসি ছাল।

দেশকে ভালবাসি বলে ছাড়ি চাপকান চোগা,
আগে রাখতুম দাড়ি,
এখন মুড়ুই গোঁফের ডগা।

মাকে রেখে গাঁ আগলাতে
মাগের সঙ্গে সঙ্গে সহরেতে কাটাই কাল।
সাহেব সাজ, মোগল সাজ, সাজ ইণ্ডিয়ান,
বান্দালী নামের কোরোনাক গরার পিণ্ডিয়ান,
বাংলার পাল পার্কণ খেলা ধুলা
রাখ নিজের জাতের ভাবের থালা
ভাড়াটে কোঠার চেয়ে
অনেক ভাল বাস্ত ভিটের খড়ের চাল।

আরও অনেক কথা শুনাইবার ছিল, কিন্তু
স্থানান্তর, অগত্যা এইখানমেই উপসংহার
করিতে হইল।

পুরাতন “কালের মোকদ্দার” সূত্রপত্রের অন্ত /• আনা ডাকহাওল পাঠান।

কলিকাতার দর বাধা।—ডেপুটি কোল-কন্ট্রোল-
লিফট সাহেব গত ১৬ই এপ্রেল সংবাদপত্রে
জিজ্ঞাসন দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, শিয়ালদহের
কিচিটা, উল্টাডাকার বারটা এবং হাবড়া পঞ্চাব
লাইনের তেরটা পাথরে কয়লার ব্যবসায়ী আট
জানা মণ দরে কোক কয়লা বিক্রয় করিতে
কমত হইয়াছেন; ফলে ইহাদের নিকট হইতে
কয়লা সহিরা খুচরা কয়লা ব্যবসায়িগণ নয় জানা
মণের বেশী দরে কিছুতেই বিক্রয় করিতে
পারিবেন না, উপরিউক্ত কয়লা ব্যবসায়ীগণকে
এই কয়লা সরবরাহের জন্য প্রচুর রেলগাড়ী
দ্বিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন ডিপো-
হোল্ডার আট আনার অধিক এবং কোন

খুচরা ব্যবসায়ী নয় আনার অধিক দরে কয়লা
বিক্রয় করিলে তাহা উপরি-উক্ত ডেপুটি
কোল কন্ট্রোলারকে জানাইলে তিনি শুৎসম্মত
যথাকর্তব্য ব্যবস্থা করিবেন। গতগণ্ডে ইতি-
পূর্বে লবণের দর বাধিয়া দিয়া যেমন সাধারণের
অপেক্ষাকৃত অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছেন,
কোক কয়লারও এইরূপ দর বাধিয়া অনেকটা
সুবিধা করিয়া দিলেন; কেন না ইতিমধ্যেই
কোক কয়লার দর পাঁচ সিকায় উঠিয়াছিল।
এই ব্যবস্থার সাধারণ গৃহস্থের অনেক সুবিধা
হইবে। এইবার কাপড়ের দর বাধিয়া দ্বিবার
একটা সুব্যবস্থা করা গতগণ্ডের মনস্ত
কর্তব্য।

পাটের দর—গত মঙ্গলবার কলিকাতার
৩৬০০ হইতে ৮ টাকার দরে বিক্রয় হইয়াছে।

বিলাতী ডাক টিকেটে মূল্য।—বিলাতী
ডাক টিকেটের সর্ব নিম্ন মূল্য ১০ আনার
স্তরে ১০ করা হইয়াছে।

ভারতের ডাক।—১৯এ ডিসেম্বরের পর
সেকেন্ডারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের ডাক ইংগণে
পড়ছে নাই।

ওরিয়েন্টাল ষ্টোন্স

৪৫১৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট,

(বাজারাম অকুরের গলির তিতর)

কলিকাতা।

বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানীর একমাত্র এজেন্টস্।

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড্ রূত “দিল্লী বিস্কুটের” বিশেষত্ব কি ?

(১) ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশী অর্থ ও স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন।

(২) ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু প্রণালাতে প্রস্তুত এবং ইহাতে ডিম, চর্বি কিম্বা অন্য কোন প্রকার
ধর্মহানিকর পদার্থ নাই।

(৩) গঠনের পারিপাট্যে, স্বাদে ও লঘুতায় ইহা বিলাতী কোন বিস্কুট অপেক্ষাই হীন নহে—
অধিকন্তু দামে সস্তা।

(৪) ভারতবর্ষে প্রস্তুত সকল বিস্কুটের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম—এ কথা প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই
সর্বোচ্চ পুরস্কার ও পদকপ্রাপ্তির দ্বারা বারবার স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ক্রীম—	১৮/১০	(২ পাউণ্ড টীন)
থিন্ এরাবুট—	১৮/০	”
মিল্ড্ হাউসহোল্ড—	১৮/১০	”
জেম—	১৮/১০	”
লেমন—	১৮/০	”
নাইস্—	১৮/০	”

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অকুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

১৭১৭ মেম্বারশীপ টি, কলিকাতা, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন শ্রীমান প্রমথ চন্দ্র সরকার কর্তৃক পরিচালিত।

কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ত্রিহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকগাশুলারি স্বতন্ত্র ।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি দ্বারা আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন ।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অত্যন্ত লাভ ও চাকুরী পাকা স্বত্ব উপার্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক শুদ্ধ রহস্য আছে বাহা কেহ কাহা-কেও শিখায় না । সামান্য যে কয়খানা আছে, কেবল ১০ আনা মূল্যে দেওয়া হই-তেছে । ডাঃ সাহুল ভি, পি, স্বতন্ত্র ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহাই হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আনন্দ অনুভব করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াস সাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সং-লিখিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনিত এই পুস্তক-খানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ১১০ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র । কাপড়ে বাধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত । সামান্যই আনাইয়াছি, সুতরাং সর্ব অর্ডার ফলন ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ক্ষতি সন্নিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একই সামান্য পরিপ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোতুলকাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অঙ্গ করিবেন, পকেট সাইজ, কুণিসকাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান । মূল্য ১৬০ আনা । ভি, পি স্বতন্ত্র ।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ১১০ ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমা-দের বেশী কষ্টকারী নাই যে, সর্বস্বাই এই কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা পাঠাইতে এবং আকিসে আসিতে ব্যয় সন্ধানই, অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় । সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । বাহা আনা-দের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন শোলও পুস্তক রাখা হয় । নে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের লোক আফিস” এই ঠিকানায় পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রট, লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরক্ষকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু তাহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয় ; তাহা কাঁচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সামগ্রী । আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি । চক্ষুর বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থাসূচক চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই দে, মল্লিক এণ্ড কোং, ২ নং লালবাজার ষ্ট্রট, কলিকাতা ।

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাস্তবিক ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য । বার্ষিক মূল্য মডাক ২৯ মাত্র ।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,

কার্যাব্যাহক,

আমূল্যবোধী পোঃ, মেদা নদীয়া ।

৬ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৫ সালে

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫/- প্রত্যেকখান ৥৭০।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী নামে সর্কোংকুই পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োদী প্রশংসিত। মূল্য ১ মাত্র।

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্শীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করি। থাকি। তন্মধ্যে নানা প্রকার এটলাস, যোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্জাহর এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্সট্রাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

শিত, সাল, কাঠাল, প্রভৃতির গৃহস্থায়্য সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি দ্রুতবে বিক্রয়-ব্যবসায় দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবানান্ন বা এণ্ট্রিমেট চাহিলে তৎক্ষণাত পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের সহিত অন্ততঃ মূল্যের অনুমান অর্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:তে আদায় হয়। ঘরে ও এখানে সুবিধা হইবে।



জ্বাকুশুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সবেৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। জানান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাণ্যধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাহার বেক্সপ মাধ্যমি তিনি সেইরূপ আনন্দের আশা-মন করিতেছেন। জ্বাকুশুম তৈল সকলেরই আনন্দকরক। উৎসবের দিনে



জ্বাকুশুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

এক শিশির মূল্য ১/ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১/০ আনা। উজ্জন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক মালিশ।

দ্রবিত বিষ জন্য বাঁহাদের রক্ত ধারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার ত্রণ না কতের দিহ প্রকাশ পাটরা ভিন্ন সমাজে বিশিবার অন্তর্য্য হইয়াছে, শরীরের কাষ্ঠি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে সূখার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১১০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যাতক বেদনানাশক মালিস

* * * * * যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, “খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূষিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় স্বর্ণবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশ্রয় কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বছর পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, ১০ শিশি উত্তম ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস সি

১৭, চাটালী এণ্ড সন্স

খোকসিনা কারখানা



আফিসের বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখ সেরবার বেলায় এক ডজন “কাছারাইডিন”
 আনতে যেন ভুলো না। এক ডজন কিনলে ২০ ন টাকাতাই হবে।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
 ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
 কলিকাতা**



১২শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা।

New Series.
May 1918.

বৃহত্তম সংস্করণ।
মে ১৯১৮।

Vol. XII.
No 5.



শানমেটো। SANMETTO.

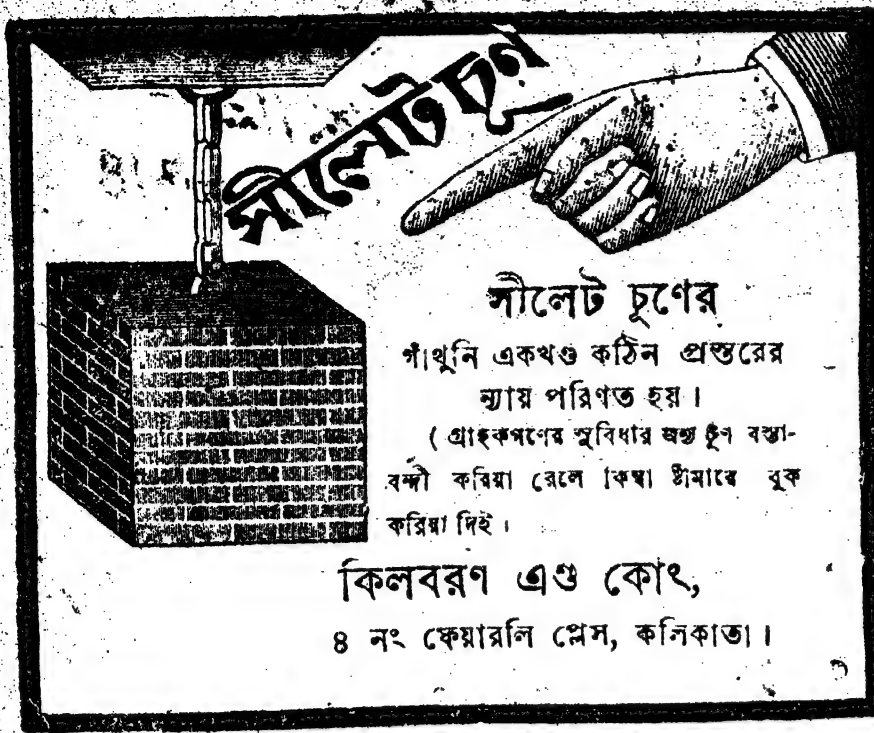
শ্রী পুরুষ ও কালক বাসিকাম্পের মূত্র এবং জননযন্ত্রের বাবতীর পীড়া নিবারক
সর্বশ্রেষ্ঠ বলাকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবহা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) বাবতীর পীড়ার প্রকাশবাক্যে ভীষণ বহনায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা প্রস্রাব প্রাবে শিশু ও কালকাম্পের শয্যা মূত্রে দায়বিক, ব্যতিক বা মেহমতিত বে কোন পীড়ার প্রকাশ বার্তকা দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জমন যন্ত্রের বসবিধান করিতে শান-মেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

কাজি অধিক কোন বেসার জিনিষ নাই। কালক, বৃদ্ধ সকলেরই নিরুপে ব্যবহা। এটি গৃহেই শানমেটো বাক উচিত প্রত্যেক শিশুর নিকট ব্যবহাণ থাকে। মূল্য প্রতি শিশু ৩/০ সকল ডাক্তারদ্বারা পান্য প্রায়।

সাম্রাট শানমেটোর প্রকমার প্রস্তুতকারক।

আমাদের কারখানা লোন্ডন এবং যার। সকল প্যাকেজ উপরে দেখিয়া লইজন।
কড চেম কোম্পানি লিমিটেড এবং ৩১ ব্যারো স্ট্রিট, মিউ ইংল্যান্ড, ইন্ড, এল, এ।
ODCHEM CO. 31 and 33, Barrow Street New York, U.S.A.



সীলট চুণ

সীলট চুণের
গাখুনি একথণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলো কিম্বা ষ্টামারে বুক
করিয়া দিই।)

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিবিশনে

সুবর্ণ এবং রৌপ্য পদক প্রাপ্ত

ম্যালেরিয়া জ্বর, ইনফ্লুয়েন্সা এবং মূত্ৰপ্লেগে
জন্ম বাটলীওয়ালাস "এণ্ড মিক্‌চার" এবং
"পিল" ১, ব্যবহার করিতে পারেন। দুর্বল শিশু-
দের জন্য বাটলীওয়ালাস "বাল্যম কট" ১।

অন্যান্য বিখ্যাত ঔষধাবলী—বাটলীওয়া-
লাস বিস্তৃত বুইনাইন টেবলেট ১ গ্রেন হইতে
২ গ্রেন প্রত্যেক বোতলে ১০০ পিল থাকে।
৫০ ও ১০, এণ্ড মিক্‌চার ছোট ১০, কলেরোল
কলেরা এবং উদরায়ম এবং বমির জন্য ১০,
দন্ত মঞ্জনা ১০, টনিক পিল এম্‌জিয়াস ব্রাউ,
রক্তহীনতা এবং স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য ১০০,
দাঁদের ঔষধ।। ভারতের সর্বত্রই বিক্রয় হয়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay

Telegraphic Address :—

BATLIWALLA, WARLI Bombay.

শ্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও **ALETRIS CORDIAL RIO**

বাবতীয় স্ত্রীরোগ বধা বধক, অতিরিক্ত, এবং শ্বেতপ্রদর, জন্মদুঃখ দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্ম সমগ্র
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলতার উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। মোবনোমুখী
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ ছাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio
Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি
এক আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
১৮ বারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাছের লোক, কলিকাতা।

শ্যামলেশ্বরী জ্বরের
নবোদয়।

জ্বরমলীন

মঙ্গলপ্রকার জ্বরের
মহোদয়।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫৮ টাকা।

জ্বরে নিঃস্বপ্নে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

জ্বরমলীন বিক্রেতাগণের টাকার-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আব্র, গোল্ডিন এণ্ড কোং ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

চণ্ডী পাঁচন।

কল্যাণী তৈল।

ব্রাক্স প্রত্যেক ১০ ডজন ২৮
বোতল ১০ ১০

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বপ্রকারে জ্বর চাড়িয়া
যায় কুইনাইন খাইবার আবশ্যক হয় না।
চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্বেদ যন্তে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা
শ্যামলেশ্বরী সজ্জ কুইনাইন আটকান হয়,
যত্ন, দ্রীক, ন্যায্য জ্বর উৎপন্ন প্রভৃতি অতি
অনাগলে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

নামেও কল্যাণী কাছের কল্যাণী। এই
তৈল সামান্য পরিমাণে যত্নে যত্ন করিলে
এক অপূর্ণ আনন্দ লাগিতা সুগন্ধি প্রতিভা
হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্বাস্থ্য
গরু থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

ব্রাক্স পাঁচন প্রত্যেক ১০ ডজন ১৮,
বোতল প্রত্যেক ১০ ডজন ১৮, লাল পাঁচন
প্রত্যেক ১০ ডজন ১৮, বোতল ১০ ডজন
১৮।

ব্রাক্স—বড় বোতল ১৮, মাঝারি ৮,
ছোট ১০, প্যাকিং ও জাকমাটল বহু
লাগিবে।

আয়ুর্বেদ যন্তে ইহা বাঁচি তিল তৈলে
প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষার উত্তীর্ণ। বেশ ও
মজিক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।
প্রতি লিটার মূল্য ৮ আনা, ডজন ৮০ টাকা।
ভিঃ পি বরুণ স্বতন্ত্র জানিবেন। যত্নে
খরিদারদিগের বিশেষ দয় লভ্য হয়।

সি. এম. বিল এণ্ড কোং, লেন কোয়েইটার বি. সি. ল্যাটারী, ৩৩ নং স্কোরিটোঙ্গো লেন, কলিকাতা।

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০টা সেট

“কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৯০ টাকা।

আমরা কিহ বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—
is replete with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”

Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture

Bengalee.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আগাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই একপক্ষ, সুনির্দিষ্ট ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার কাজোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-খানির ইহল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একপক্ষ ক্রমি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গতঃ কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সূক্ষ্মা হুসিদ্ধ হয়।”

সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বৎপরোন্নাতি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।”

বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই প্রকারী বিষয় সোজা কথার ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও কল প্রচার কামনা করি

শীঘ্র।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায়

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”

খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাসিকই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্দব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পত্রিলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপাধীন “বেকারের” বন্ধু।

বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিকার করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সুবাদপত্র সমূহ বধা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও হুয়োগী প্রার্থনা করিয়াছেন, হুয়োগী বিষয়, স্থানোত্তাপনতঃ সকলগুলি শিল্পে পারিগত নাই।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

এলোপ্যাথিক বিভাগ :

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বস্ত্র ও অন্যান্য, সুগন্ধিবা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া দখলমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অডারামুসারিক মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অস্বাভাবিক নহে) বিখ্যাত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম / ৫ ও / ১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাল ঔষধ ফোটা ফেলা বস্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২০, ৩০, ৩৫, ৪০, ৫০ ও ১১০। সুগার ম্যোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্যে। মফঃস্বলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যা'রসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিক্কী, চেন, পার্শা ও ইহদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিব্যর মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রূক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সুন্দর সংবাদপত্রে কুসলী প্রশংসিত পোস্টকার্ড লিখিতেই আমাদের অভিনিধি থাকিব। মনুলগ্নি দেখাইয়া আসিবেন। অল্পই লিখুন।

মেঃ দাস ও সন্ত এণ্ড সন্স,

১৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট,

কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ।

- ১। ব্রক খোদাই, ইলেকট্রো ব্রক, জিক, হাপটোন ব্রক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক মাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্রাকার্ড, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্যায় লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১১ নং অক্ষর গভীর সেন, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৫০ দশ টাকার বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১/৫ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রস্তাবলীর মুচীপত্র পাঠান যায়, মুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী। হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১ নং বনফিল্ড সেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ১/১০ ও ১/১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস্ক, ফেঁটা-কেলা বস ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি স্বাক্ষরে ২১০, ৩৫০, ৪৮০, ৬০০, ৮০০, ১০০০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও সুলভ।

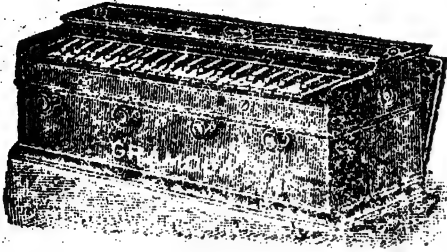
- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০।
- ২। লংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৫০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাজেরই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়াল-মেডিকা; কাপড়ে বাধান মূল্য ৫০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাজেরই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বতন্ত্র মেটরিয়াল-মেডিকা, ২ খণ্ড সমাপ্ত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০ টাকা।
- ৭। জনসেন্সিভের পীড়। (উপদেশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৫০ আনা।
- ৮। ব্যবসারী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৫০ আনা।

আমাদের এনোপ্যাথিক স্টোর—১০ নং বনফিল্ড সেন, কলিকাতা।

বিলাসী ঔষধি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য অসামান্য সুলভ, অতি অল্পপরিমাণে প্রার্থনা করিলে সরবরাহ।

কাজের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই স্থখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সমস্তে খারাপ হয় না। ইহার স্বর অত্যন্ত মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ইঞ্চি মূল্য ২০, ও ২৫,
ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ইঞ্চি মূল্য ৩০, ও ৪৫,
দক্ষিণাবারু প্রস্তুত হারমোনিয়ম শিফা, মূল্য . ২৫.

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহাই কাজের লোকের মূল্য ২৥০ এবং মাত্র ৥০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মকঃস্বনে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাওল সত্বর লাগিবে। মানোজ্ঞার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographie and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores,

etc, etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814).

45, Abchurch Lane, London, E.C.

Cs Address: "ANNUAIRE, LONDON"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেটিং স্ট্রীট হইতে ৮১১২ নং বেটিং স্ট্রীট বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫১৩ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতিজ্ঞ বাক্তি দ্বারা স্বর বাঁকা—বাজার হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র বাইবেন। ১ সেট, রিড যুক্ত ১৫, ২০, এবং ২৫, ২ সেট, রিড যুক্ত ২৫, ২৭, ৩০, ৩৫, ৪০, ৫০ এবং তদুর্দ্ধ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১১ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৫০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০, এতদ্বিধ অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুবের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১১২ নং বেটিং স্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীটনষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে. ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূলা-
বান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু
লওনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র
১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা
মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকার, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া
লইবেন। সমস্ত কোটার কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি ১০/-

মাঝারী ৫/-

ছোট ২/-

ডাকমাণ্ডল, ভিঃ পিঃ স্ট্রাস।

কিটিংসের কফ লভেঞ্জস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশির অমোঘ ঔষধ ১০/-।

কিটিংসের বনবন—সর্বপ্রকার জিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫/-।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোম্বেস্ট্রল লেন, কলিকাতা।

কাছের লোক, কলিকাতা।

THE LONDON DIRECTORY (Published Annually)

Enables traders throughout the World communicate direct with English MANUFACTURERS & DEALERS in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings;

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freight paid, on receipt of postal Order for 25s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £3.

The London Directory Company, Ltd.,
25, Abchurch Lane, London, E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



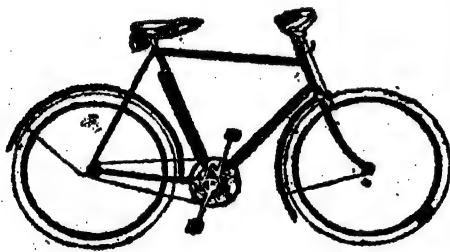
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তু ঐষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঐষধ বিজ্ঞান—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এম; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্বচিকিৎসকগণ আমাদের ঐষধের বিজ্ঞতার জন্যই আমাদের ঐষধ ব্যবস্থা করেন।

মূল্যে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুঃখ! আমাদের যাদুঘরটিংচার ৮০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ গ্রাম পর্যন্ত ৮০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস,

৮০ নং হ্যাবিসন রোড, কলেজ স্ট্রীট অংশন, ব্রাহ্ম:—৪৫ নং ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলিকাতা



প্রত্যেক কাছের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। বেহেতুক অল্প সময়ের অধিক কাজ করার দরকার। কাছেরলোক সাইকেলই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিস্তো-জন। আমাদের নিকট সকল বকম সাইকেল উহার সবজাত সর্বদা পাওয়া যায়। ছই পয়সার টিকিটবহু, পঞ্চ দিখিলেই সচিব কর্তৃক পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর

স্পিণ্ড ডায়েন



টেরিস্ গ্রিপ, ও চেট-এক্সপাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে স্বস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা প্রবৃত্তি। ফুট-বল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে

পারে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীর জিনিষ মূল্যে নির-সিদ্ধি ঠিকানার সর্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র দিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িক-গণের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটুকর কলের গান রাখুন, ১২ পানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের লাম ৬০০ টাকা মাত্র। ইত্যাদির আমোদন আছে, তাঁহারা যদি আগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নতুন রেকর্ডের তালিকা বখানসহ তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যাবিসন রোড, কলিকাতা

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর-করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এক এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচার প্রেরিত হয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে অনমনোজ্ঞেয় যে কোন প্রকারেরই পীড়া জড়ক না কেন, উল্লেখ্য আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা মূলদোষ ও অনিচ্ছার শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, ঘোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবক, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীৱনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজবিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

কাসাস্তক

এই বটিকার নাম বেল্লপ ইহার গুণও সেরূপ । ইহা কশ্ম, কফ, ইপানী, শ্বসন, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও কুশ-কুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা কফ, কশ্ম প্রভৃতি রোগের অন্তক বরূপ, তখন সামান্ত সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

ইপানি নাশন

সকল প্রকার ইপানির ব্রহ্মাস্ত্র । যে কোন প্রকারের ইপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অতিশয়ই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

কবিরাজ মণিধর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ট্রাট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :— ১২১১ বহুবাজার, কলিকাতা ।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।

৫ম সংখ্যা।

New Series

May 1918.

নব পর্যায়।

মে ১৯১৮।

Vol. XII

No. 5

চরিত্র বল।

“Character is one of the greatest motive powers in the world.” চরিত্র পৃথিবীতে একটা বড় শক্তি। যে জাতির চরিত্র বলের অভাব, তাহারা শক্তিহীন।

প্রত্যেক চরিত্রবান লোকের দ্বারা সমাজ সুস্থ সুদৃঢ় হয়। যে সমাজে চরিত্রহীন লোকের সংখ্যা অধিক, সে সমাজের পতন অবশ্যস্থায়ী।

সমাজ সুদৃঢ় হইলে জাতীয়তা শক্তিশালী হয়। সে জাতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করে, সমগ্র জগৎ সে জাতির সম্মান করে।

সংচরিত্রে স্বার্থপরতা থাকে না, চরিত্রবান ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন, ঘেঁষ, হিংসা পরিত্যাগ করিয়া জাতির

মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, প্রাণ বাইলেও অত্যাচার পক্ষে পদার্পণ করেন না। এইরূপ লোক যে ধর্মাবলম্বী, সে দেশের, যে জাতিরই হউক, সমাজ তাহাতে দেবত্ব দেখিয়া নতশিরে তাঁহার আদেশ অমুরোধ পালন করিয়া থাকে, সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতিটা তাহার শক্তিস্বরূপে দণ্ডায়মান হয়; বাস্তবিক সে শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে কাহারও সাহস হয় না। তাই সকল দেশের, সকল জাতিই স্বীকার করে যে, চরিত্রবল একটা বড় বল।

আমাদের সে কালের আশা শিক্ষায় সেই জন্ত চরিত্র গঠনের এত আয়োজন ছিল, আত্মসংযম, স্বার্থভাগ ও বিধেপ্রেম শিক্ষা দিবার এত আয়োজন ছিল। যে শিক্ষায় মানব দেবত্ব পরিণত হয়, যে শিক্ষায় সমাজ ও জাতীয়তা দৃঢ় হয়, যে শিক্ষার সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইয়া মানব হিংসা ঘেঁষ ভুলিয়া দেবত্ব

প্রাপ্ত হয়, তখন সেই শিক্ষাই লোকের জন্য এবং জবলধনীয় ছিল।

আজ আমরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত, ইহা চরিত্র গঠিত হয় নাই, সংযম শিক্ষা হয় নাই, আমরা উদ্ধত হইয়াছি, হিংসা ঘেঁষে পরিণত হইয়াছি, কথায় কথায় ল্যাটিন আদর্শ দেখাইতে শিক্ষা করিয়া অতি সামান্য কালে মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া দেশকে নিঃকবিতাছি।

চরিত্র বলের যে একটা অসীম শক্তি, তাহা লিখ্য হইয়া উদ্ধত প্রকৃতির পার্শ্ববিক বর্তমান লোক সমাজকে আপনার বশে আনিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু অনেক স্থলেই কৃতকা হইতে পারিতেছি না।

আমরা ত ভারতে আজ একটা চরিত্রবান

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

লোক দেখিয়া ধস্ত হইতেছি। তিনি মহাত্মা গান্ধী। কি চরিত্রবল! কি সহিষ্ণুতা! কি বার্ষজাগ!

পরের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিলে পরের প্রাণ পাইবার আশা ছরাশা মাত্র। প্রকৃত চরিত্রবান ব্যক্তি মানবরূপী দেবতা, সে মানবের সম্মুখে যে কেহ আসিবে, স্বেচ্ছায় তাহার নিকট বশ্ততা স্বীকার করিবে, কারণ চরিত্র একটা শক্তি।

এদেশে আমরা এমনি চরিত্রবান কি আর দেখিতে পাইব না? উচ্চ শিক্ষার বড়াই করিলে কি হইবে, গোড়ায় গলদেই যে নাটি করিয়াছে।

সে কালে এমন চরিত্রবানের সংখ্যা অধিক ছিল। লোকে পরস্পরকে বিশ্বাস করিত, এবং কথায় কথায় দেনা পাওনা চুকিয়া ঘাইত, রাজদ্বারে ঘাইতে হইত না। মামলা মোকদ্দমা ছিল না, লোকের সামান্য আয়েই কত বড় বড় কাজ করিয়া অমর কীৰ্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই চরিত্রবল হারাইয়া আমরা সর্বনাশ করিয়াছি, তাই, আজ ভাই ভাই ঠাই ঠাই, আজ কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। আবার কি সেদিন আসিবে, যখন আমরা প্রকৃত সত্যপথ অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাচীন নীতিতে আস্থাবান হইয়া আদর্শ চরিত্রের অসীম শক্তিবলে জন্মভূমির পূজা করিয়া ধন্ত হইব?

কোন সমাজ বা জাতিকে উন্নত করিতে হইলে ব্যক্তিগত মহত্বের বিকাশ প্রয়াসী হওয়া চাই। সত্য পথে থাকিয়া দগ্ধ দাক্ষিণ্য দেখাইয়া, কথায় ও কাণ্ডে ঠিক রাখিয়া, চলার জন্ত যে একটা সংগ্রাম, তাহা কম মূল্যবান

নহে। অসং পথাবলম্বী হইয়া ধনসঞ্চয় হইতে পারে, কিন্তু মানুষ গতায় হইলে ধন অপেক্ষা সং কার্যের ও সং নামেরই অনন্তকাল স্থিতি ও প্রশংসা থাকে—মানুষ মরিলেও অমরত্ব লাভ করে। সেকালে লোকে এই সংগ্রামেরই জন্ত চরিত্র রক্ষা করিত, তাহারা বৃথিত, ধনৈর্ঘ্য অপেক্ষা সং নামই ভাল।

এখনকার শিক্ষার সে ভাব নাই। কু শিক্ষায় আমরা চরিত্রবল হারাইয়াছি—অতি সংকীর্ণমনা হইয়া নিজ স্বার্থে দেশ, জাতি, আত্মীয় ভুলিয়া পশুত্ব লাভ করিয়াছি—এই স্থানেই গলদ হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্ত পরস্পর পরস্পরকে অনিষ্টাস, মামলা মোকদ্দমায় দেশ নিঃস্ব। এ সকল আমরা প্রত্যেকেই ত বুঝি, কিন্তু চরিত্র সংশোধনের প্রয়াসী কম জন?

প্রত্যেক প্রকৃত চরিত্রবান লোকই জগতের Great man মহাত্মা। একরূপ লোক জগতে যদি না থাকিত, তাহা হইলে এ জগত বসবাসের অযোগ্য হইত।

আপনার সন্তান সন্ততিকে মহৎ চরিত্রবান লোকের জীবনীর আখ্যা শুনাইয়া চরিত্রবান করিতে এখন কয়জন পিতা প্রয়াসী? এই চরিত্র বলের মূল্য আজ কোন পিতা মাতারই বোধ নাই। বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সন্তানের শিক্ষার ভার ও আমোজনারামা দিয়াই আজ আমরা পিতার কর্তব্য শেষ করিতেছি, তাই সেই সন্তান আজ মিলিটারি হইয়া থাঁকী সিগারেট মুখে দিয়াই গুরুজনের সম্মুখে আসিতে কুণ্ঠিত হয় না। প্রিয় পাঠক মহাশয়, থাঁকী সিগারেট কাহাকে বলে জানেন কি? থাঁকী সিগারেট অর্থাৎ পাতার বিড়ি। ইহার রং আজ কালের সৈনিকদের থাঁকী রংয়ের

পোষাকের মত। নব্য সম্রাট এই মিলিটারী যুগে পরসায় ৮টা বিড়ীকে সাদরে থাঁকী সিগারেট নাম দিয়াছেন। তাহারা বলেন, এ মিলিটারী যুগে এই থাঁকী সিগারেট মুখে দিয়া গুরুজনের সম্মুখে আসিতে কোন আপত্তি নাই। হা ভগবান! কলির সন্ধ্যার আর কত দেবী?

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

সামাজিক হিতসাধন

মণ্ডলীর প্রদর্শনী।

কো-অপারেটিভ সোসাইটি।

পাঠকগণকে গতবারে সামাজিক হিতসাধন মণ্ডলীর বহুতথ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম, এবারও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় দেখাইলাম।

নিম্নলিখিত তালিকায় ১৯০৭ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের কো-অপারেটিভ সোসাইটি সমূহে যত টাকা গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে:—

১৯০৭	১৮,০৫৬ টাকা।
১৯০৮	৩৩,১৮৬ „
১৯০৯	৪৬,১৩৭ „
১৯১০	১,১২,৭৫৩ „
১৯১১	১,২৫,৭২৭ „
১৯১২	৫,৩৬,৯৮১ „
১৯১৩	৭,৭১,০৮৫ „
১৯১৪	১২,৪২,৪৭১ „
১৯১৫	১৪,৯২,০২০ „
১৯১৬	১২,৯৮,৪৫৮ „
১৯১৭	১৪,১২,৩৩১ „

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

মোট কারবার।

১৯১৭ সালে বঙ্গদেশে কো-অপারেটিভ কারবারে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ মূল্য খাটিয়াছে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটীর
মজুত টাকা।

১৯০৭	১১,৭৮৯ টাকা।
১৯০৮	২৪,২৬০ „
১৯০৯	২৮,৯৭৩ „
১৯১০	৬৫,০৩৭ „
১৯১১	১,২১১৬৩ „
১৯১২	১,৬০,৬৫৩ „
১৯১৩	২,৮১,৫৭৯ „
১৯১৪	৪,১৯,৮৯১ „
১৯১৫	৫,৯৫,০৭৫ „
১৯১৬	৮,২৪,৬০১ „
১৯১৭	১০,৬৬,৯৭২ „

সভাসংখ্যা।

১৯০৭ সাল হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ১১ বৎসরে বঙ্গের কো-অপারেটিভ সোসাইটি সমূহে সভ্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার হইয়াছে।

বঙ্গের অধিবাসীদের ধর্ম।

হিন্দু	১ কোটি ৪ লক্ষ।
মুসলমান	২ কোটি ৪২ লক্ষ।
বৌদ্ধ	২ লক্ষ।
খ্রীষ্টান	১ লক্ষ ৩৩ হাজার।
জহ্ম পূজক	৭ লক্ষ ৩৩ হাজার।
জৈন	৭ হাজার।
ব্রাহ্ম	৩ হাজার
শিখ	২ হাজার।
অপর ধর্মাবলম্বী	১ হাজার।

জন সংখ্যা ও জনকরা আয়।

পৃথিবীর কতিপয় রাজ্য।

চীন—জনসংখ্যা ৪০ কোটি।

জনকরা আয় ৩০০ টাকা।

ভারতবর্ষ—জনসংখ্যা ৩১ কোটি।

জনকরা আয় ৩০০ টাকা।

কম্বিয়া—জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ।

জনকরা আয় ১২৮৮ টাকা।

ভারতবর্ষের ৪ গুণ।

জাপান—জনসংখ্যা ৬ কোটি ৭০ লক্ষ।

জনকরা আয় ৭৫০ টাকা।

ভারতবর্ষের ২৥ গুণ।

মার্কিন যুক্তরাজ্য—জনসংখ্যা ১০ কোটি।

জনকরা আয় ৫৮৯৫।

ভারতবর্ষের ১৯ গুণের বেশী।

জার্মানী—জনসংখ্যা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ।

জনকরা আয় ৩৭০০ টাকা।

ভারতবর্ষের ১২ গুণের অধিক।

গ্রেট ব্রিটন—জনসংখ্যা ৪ কোটি ৫০ লক্ষ।

জনকরা আয় ৫৭০০।

ভারতবর্ষের ১৯ গুণ।

ফ্রান্স—জনসংখ্যা ৪ কোটি।

জনকরা আয় ৩৭৫০।

ভারতবর্ষের ১২৥ গুণ।

বঙ্গের সর্পদংশনে মৃত্যু।

১৯০৩—৪	১০,৬৮৪
১৯০৮—৯	৭,৪০২
১৯১৩—১৪	৪,৪২৬
১৯১৫—১৬	৫,৭০৯

স্বাস্থ্যবিধির সুফল।

কলিকাতা নগরে স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করায় এই নগরে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। নিম্নের তালিকায় হাজার করা মৃত্যু সংখ্যা দেখান হইল।

১৯০০	৪৫এর কাছাকাছি।
১৯০৫	৩৫ হইতে ৪০ মধ্যে।
১৯১০	৩০ হইতে ৩৫ মধ্যে।
১৯১৫	২৫ হইতে ৩০ মধ্যে।

ভারতের চামযোগ্য জমি।

ভারতের পরিমাণকল ১৮০২৬২৯ বর্গ মাইল, ইহার এক তৃতীয়াংশ জমি কর্ষণযোগ্য, এই দেশে ৪২ সহস্র মাইল খনি আছে।

জাপানের পরিমাণ ১৪৮৭৫৬ বর্গ মাইল, কিন্তু কর্ষণযোগ্য জমি এক ষষ্ঠাংশ অংশ।

রেলওয়ে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্যের রেলওয়ে :—

মার্কিন যুক্তরাজ্য ২৫৫০০০ মাইল।

রুশিয়া ৪৪৯২০ „

জার্মানী ৩৭০২৬ „

ভারতবর্ষ ৩৩৪৮৪ „

কানাডা ২৫৪০০ „

ফ্রান্স ২৪১৯১ „

ইংলণ্ড ২৩৩৮৭ „

চীন ৬০০০ „

জাপান ৬০০০ „

পৃথিবীর বাণিজ্য।

জাপান—১৩৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৩৫ সহস্র টাকা।

চীন—১৫১ কোটি ২৭ সহস্র ৮০ সহস্র টাকা।

বেলজিয়ম—৩৭০ কোটি ৭২ লক্ষ ৯০ সহস্র টাকা।

ভারতবর্ষ—৪৩৫ কোটি ৮৮ লক্ষ ৮৪ সহস্র ২১৫।

আমদানী—১৯৭ কোটি ৫০ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৫০।

রপ্তানি—২৩৮ কোটি ৩৬ লক্ষ ২১ হাজার ৩৬৫।

হল্যান্ড—৬০৪ কোটি ৮৩ লক্ষ।

ফ্রান্স—৬৭৭ কোটি ৬ লক্ষ ৪০ সহস্র মার্কিন যুক্তরাজ্য ৯৫২ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৫ সহস্র।

জার্মানী ১১৩৯ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭ সহস্র।

ইংলণ্ড ১৬৩২ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৫ সহস্র।

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

মাতলামির জঘ্ন দণ্ডপ্রাপ্ত।

বঙ্গে।

১৯১০-১১	২২৮৭
১৯১৫-১৬	২২৭৮
১৯১৬-১৭	২৮৬৫

কলিকাতায়।

১৯১০-১১	৮৮১৬
১৯১৫-১৬	৬৭৬৩
১৯১৬-১৭	৬৯৬৫

কলিকাতায় ছোট চুরি ও বিড়ির দোকান।

কলিকাতায় বিড়ির দোকান যত বাড়িতেছে, ছোট ছোট চুরির সংখ্যা তত কমিতেছে।

দোকান

চুরি

১৯০৫	২০০	২৩৪৬
১৯২০	৮০০	২০২৪
১৯১৫	১৩০০	১৮৮৪
১৯১৬	২৪০০	১৪৩৬

বঙ্গে মাদক দ্রব্যের কাটতি।

নদের কাটতি।

১৯১৫-৩১৩৯৫০০	সের।
১৯১৬-৩০১০০০০	সের।
১৯১৭-৩১৮৫০০০	সের।

গাঁজা।

১৯১৫-২২০১৬	সের।
১৯১৬-৭৩২৯৮	সের।
১৯১৭-৭৫৩৯৩	সের।

আফিং।

১৯১৫-৫২৮২৩	সের।
১৯১৬-৪৩৪৭৯	সের।
১৯১৭-৩৮১১৮	সের।

অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশে গাঁজা খোর আফিং খোর কমিতেছে, কিন্তু, মাতালের সংখ্যা বাড়িতেছে।

নানারোগ।

প্রত্যেক ১৫ ব্যক্তির মধ্যে ৬ জনের চক্ষু

খারাপ। প্রত্যেক ৫ জন মধ্যে ১ জনের দাঁত খারাপ। প্রতি ৬ জন মধ্যে ২ জন টনসিল এবং ৭ জন মধ্যে ১ জনের স্বফলা রোগে ভুগিতেছে।

চিনি।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর ১১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩১ সহস্র ৪৮০ টাকার চিনি বিদেশ হইতে আইসে, ১৪ লক্ষ ৬৫ সহস্র ৫৭৫ টাকার চিনি বিদেশে প্রেরিত হয়।

যক্ষ্মা।

ভীষণ মৃত্যু।

ব্রিটিশ ভারতে যক্ষ্মারোগে প্রত্যেক বৎসর ৬ লক্ষ লোক মরে, গ্রেট ব্রিটনের বার্ষিক মৃত্যু সংখ্যা ৬০ সহস্র। এই নিবার্গা ব্যাধিতে ভারতে—

বৎসরে ৬ লক্ষ।

নাসে ৪৩ সহস্র ২ শত।

দিনে ১৪৪০ জন।

ঘণ্টায় ৬০ জন।

মিনিটে ১ জন লোক

মরিতেছে অর্থাৎ এই সুবৃহৎ নগরে যত লোক বাস করে, ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর উহার প্রায় ৬ লক্ষ মরিতেছে। কি ভীষণ মৃত্যু! এই মৃত্যুর কথা ভাবিলে কি স্তম্ভিত হইতে হয় না! মনে রাখিবেন এই মৃত্যুর গতিরোধ করা যাইতে পারে।

এড়াইবার উপায় কি?

যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে গুলুন;—

১। অমিতাচার বর্জন।

২। অতিরিক্ত পরিশ্রম বর্জন।

৩। রুদ্ধ-গৃহে—(দরজা জানলা বন্ধ করিয়া) শয়ন না করা।

৪। যে ঘরে অধিক লোক আছে, সেই ঘরে শয়ন না করা।

৫। নাক মুখ ঢাকিয়া শয়ন না করা।

৬। খালের সঙ্গে ধূম গ্রহণ না করা।

৭। দেহে বা আহাৰ্য্য ও পানীয় দ্রব্যে বাহাতে মাছি না পড়ে।

৮। মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ না করা।

৯। মেজের উপর থুথু না ফেলা।

১০। যক্ষ্মা রোগীর সংস্রব হইতে দূরে থাকা।

১১। ধূলিময়, সঁাত সঁাতে ও অন্ধকার গৃহে বাস না করা।

১২। "যাহাতে দেহ দুর্বল হয়, এমন কিছু না করা।

১৩। শীতল বিস্তৃত বায়ু অথবা নৈশ বায়ুকে ভয় না করা।

১৪। যে খাদ্য উপাদেয় ও পুষ্টিকর নহে, তাহা গ্রহণ না করা।

১৫। খাদ্য দ্রব্য যেন পর্যাপ্ত হয়।

মাতা বৈরী।

জননী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত, তিনি সন্তানে তাহার পুত্রমুখ চুষন করিতেছেন, কিন্তু হায়, ঐ চুষন দ্বারা তিনি আপন দেহের ব্যাধি পুত্র-দেহে সঞ্চারিত করিলেন।

শিশুদের দ্বারা রোগ প্রসার।

অনেক শিশু প্লেটে থুথু দেয়, হাতের থুথু পুস্তকের পৃষ্ঠায় লইয়া পাতা উন্টাইয়া থাকে, অল্প শিশু ঐ থুথু মাখান প্লেট বা পুস্তক হইতে তাহার রোগের বীজাণু গ্রহণ করে।

পানওয়ালা।

রুম্মা পানওয়ালীর নিকট হইতে পানের সহিত এই রোগ অনেকে গ্রহণ করে।

বাজারের মিঠাই।

বাজারের মিঠাইর মধ্যে সকল প্রকার অপবিত্রাই থাকিতে পারে, ঐ মিঠাই হইতে এই রোগ ব্যাপ্ত হয়।

এক হুকায় তামাক খাওয়া।

একজনে যে হুকায় তামাক খায়, যজা-

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল তৎপন্ন লউন।

ভিন্না সেই হকার তামাক খাইতে সংকোচ বোধ করেন না। এইরূপ একজনের খুখু অস্ত্রে গ্রহণ করায় এই রোগ, একজনের দেহে প্রবেশ করে।

এরূপ এক জনের মুখের জিনিস অস্ত্রে খাইলে, এক বাসনে খাইলে, এই ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কেমন করিয়া রোগ ছড়াইয়া পড়ে।

যক্ষ্মা রোগী খুখু ফেলিল, ঐ খুখুর উপর মাছি বসিল, মাছি উড়িয়া যাহার উপর পড়িলে, তাহারই ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার কথা। আবার মেথর ঐ খুখু কাটার দ্বারা ধুলির সহিত মিশাইয়া উড়াইয়া দিল, নিকটে যে শিশু খেলিতে ছিল, তাহার দেহ ঐ ধুলির দ্বারা ধূসর হইল, এরূপে সে ঐ রোগের বীজাণু গ্রহণ করিল।

সং।

সর্প ও বন্যজন্তুর উৎপাত। - আসাম প্রদেশে গত ১৯১৭ সালে সর্প ও বন্যজন্তুর কর্তৃক ২৮৯ জন নিহত হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা ৩৪০। আলোচ্য বর্ষে ১৪৯০ টা এবং ১৯১৬ সালে ১৫৬২ টা বন্যজন্তু নিহত হইয়াছে। ৩৩২টা সর্প মারা হইয়াছে। তৎপূর্ব বৎসর ১৪০৯ সর্প বধ করা হইয়াছিল। ১৩৮ জন বন্যজন্তুর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির শিক্ষার উন্নতি। - ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার কিরূপ প্রসার হইতেছে, ইহা অবগত হইবার জন্ত বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট তত্ত্বেরে বলিয়াছেন:-

বিভাগে	ব্রাহ্মণের	মুসলমান
ব্রাহ্মণ ছাত্র	হিন্দু ছাত্র	ছাত্র
১৯১২	২৮৫০৫	১৬৩০৪৬
১৯১০	২৯১১২	১৬৯৮০৬
১৯১৪	২৯৬১০	১৭০৯৩৫
১৯১৫	৩০৬২৪	১৭৩৩৮৯
১৯১৬	৩২৬৫৩	১৮১২০৩

অনেকেই বলেন বঙ্গদেশে হিন্দুদের মধ্যে যেমন বিদ্যা চর্চা হইতেছে, মুসলমানদের মধ্যে তেমন নয়। জন সংখ্যার তুলনায় তেমন হয় নাই বটে, কিন্তু মোটের উপর স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১৯১০ সালে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা যত ছিল, ১৯১৬ সালে তাহা অপেক্ষা ৫৩৬১ বেশী হইয়াছে। ব্রাহ্মণের হিন্দু সংখ্যা ১৮১১৭ ও ব্রাহ্মণ ছাত্র সংখ্যা ৪১৪৮ পড়িয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার জন্ত মুসলমানদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই মুসলমান ছাত্র সংখ্যা হিন্দুর দ্বিগুণ হইবে। হিন্দু সাধারণতঃ নির্বিকার ও অলস, মুসলমান তেজস্বী ও কর্মী। এই পার্থক্য হেতু হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের উন্নতি দ্রুততর হইতেছে।

ঢাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

একাদশ অধিবেশন।

গত ৩০এ চৈত্র ও ১লা বৈশাখ ঢাকা নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির কার্য করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা মধ্যে তিনি বলিয়াছেন—

“আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্ব-তন্ত্র, স্বাধীন, স্বাধীন সামাজিক প্রস্তুত হইবে। যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে দৃঢ়তা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে, দেশে নূতন শিল্প, নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে। নূতন সাহিত্যের নবগঙ্গা আনয়ন করিবে, নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা

করিবে, নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে।

এমন মানুষ হয় না কেন?

কেন বর্তমান শিক্ষা প্রণালীতে এমন মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না? বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, অধাবসায়ের অভাব নাই, তথাপি এরূপ হইতেছে কেন? আমাদের শিক্ষা কেন বন্ধা হইতেছে, শিক্ষিত কেন পশু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ বাঙ্গালাকে “শিক্ষার বাহন” না করিয়া নিদেহা ভাষার দ্বারা শিক্ষা-দান।

বিদ্রূপ।

আমাদের শিক্ষার্থীরা নৃপন করিয়া পাশ করে বলিয়া বিদ্রূপ করা হয়, বস্ত্র শিথেনা, বাক্য শিখে, তারা গতাত্মগতিক, তাহাদের মৌলিকতা নাই।” ঠিক কথাই তাহাই।

তাতাকোম্পানীর শিল্পব্যাক।

লর্ড রোণাল্ডসের বক্তৃতা।

সেদিন কলিকাতার তাতা কোম্পানীর শিল্প ব্যাকের শাখা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। লর্ড রোণাল্ডসে এই কার্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাইরেক্টর সমিতির চেয়ারম্যান সার দোরাব তাতার অল্প-স্থিতি হেতু সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডাইরেক্টর ও অংশীদারগণের পক্ষ হইতে গবর্ণর বাহাদুরকে সাদর অভিনন্দন করেন। সার রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতা শাখার চেয়ারম্যান।

গবর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা।

আমরা আশা করি যে, ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের অভ্যুদয়কাল আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। অস্তিত্ব কালের চিহ্নসমূহ হইতে উহাই অন্বেষিত হয়। “শিল্পবাণিজ্য” এই বাক্য মানবের যে স্ববৃহৎ কর্তব্য-প্রচেষ্টাকে ব্যক্ত করে, উহার ভিত্তি কোথায়?

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

প্রধানতঃ উহা (১) অর্থ (২) সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের পরিশ্রম (৩) যাত্রাত্তরের সুব্যবস্থা (৪) স্বাভাবিক উপকরণরাজির উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষে এই সমুদয়ের কোনটিরই অভাব নাই। বাহবন্ধ চেষ্টার দ্বারা এই সকলকে কার্যে না লাগাইলে ইহার অচল জড়বৎ থাকে।

যদি কার্যে লাগাইবার জন্ত সংগৃহীত না হয় ত স্বাভাবিক উপকরণরাজির মূল্য কি? শ্রমজীবীদের যদি কাজ শিখাইয়া কার্যে না লাগান যায় ত শ্রমের অর্থ কি? নাটির ভিতরে টাকা রাখিলে উহার দ্বারা কি লাভ হইবে?

বঙ্গীয় শ্রমজীবীর প্রশংসা।

২ দিন পূর্বে আমি এক সামরিক কারখানার গোলা প্রভৃতি সামরিক উপকরণ নির্মাণ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। একচালায় গোটা ১২ চুল্লী জলিতেছিল, সেইখানে লোহা পোড়াইয়া রক্তবর্ণ করা হইতেছিল, তথায় এমন ভীষণ উত্তাপ যে, আমি যখন বাহিরে রোদ্রে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছিল। কিন্তু বাঙ্গালী শ্রমজীবীরা সেখানে স্বচ্ছন্দে হাতুড়ি পিটিতেছিল। এই কারখানায় অল্পদিন পূর্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞের মত ইহার আসিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রমজীবীর মতই কার্য করিতেছে।

এখানে আপনারা শ্রম নহে, অর্থকে বাহবদ্ধ করিয়া কাজে লাগাইবেন। আমি অবগত আছি যে, এইরূপ ব্যক্তিই জন্মগত শ্রমজীবীদের প্রাণ।

আপনারা দেশের অর্থ এক ঠাই করণ, উহার চতুর্দিকে জনমণ্ডলী সমবেত হউক, তারপরে আপনারা তাহাদিগকে নানা প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত করুন।

লোক সাধারণ।

এই দেশের লোক সাধারণের প্রকৃতি

রক্ষণশীল। আপনারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিন যে, টাকা হইতে বিশ্বাস মূল্যবান। আপনারা তাহাদিগকে উহাই শিখান যে, টাকা মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখায় কোন লাভ নাই। আপনারা লোক সাধারণকে ইহাই বুঝাইয়া দিন যে, কারেন্সি নোট টাকার অপেক্ষা মূল্যবান। মানবদেহের রক্তসঞ্চালন যেমন ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত একান্ত আবশ্যিক, দেশের স্বাভাবিক সুস্থতার জন্ত অর্থের আদান প্রদান তেমন দরকার।

তাতা ব্যাঙ্কের মূলধন ৭ কোটি টাকা এবং এই টাকা ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইবে, এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড হইতেও ১ কি ২ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে।”

সিমলা যাত্রীর পত্র।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

আজ দুই সপ্তাহ হইল, এখানে আসিয়াছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও বেড়াইতে যাই নাই। চলুন পাঠক, আজ আপনাকে লইয়া সিমলার রাস্তায় বেড়াইয়া আসি। প্রাতঃকাল, বেলা ৬টা বাজিয়াছে। আমি সম্মুখের বারান্দার দ্বার উন্মোচন করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম, অরণ দেব সবে মাত্র তাঁহার পাতে বসিয়াছেন। তখনও দূরস্থিত পাহাড় সমূহ বরফে আবৃত রহিয়াছে, ঠিক সেই সময় আমরা পিতা পুত্র বহির্গত হইলাম। পথে নামিয়া আমাদের বাংলাটা বামভাগে রাখিয়া বরাবর সোজা চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বামভাগে একটা প্রকাণ্ড চড়াই—ইহাতে সোপানাদি কিছুই নাই, একেবারে প্রায় ১০০ শত ফিট উপরে উঠিতে হয়। আমরা বহু কষ্টে উপরে উঠিলাম। এই চড়াইয়ের ঠিক উপরিভাগে বামপার্শ্ব দিয়া আর একটা রাস্তা ক্রমনিম্নভাবে গিয়াছে, আমরা সেই পথ ধরিয়া বরাবর

চলিয়াছি। ক্রিয়দূর যাইয়া দক্ষিণ দিকে গভর্ণমেন্ট হাসপাতাল দেখিতে পাইলাম। আরও কিছুদূর যাইয়া কয়েকটা মুদির দোকান এবং মিষ্টানের দোকান পার হইয়া কয়েকটা সোপান অতিক্রম করিয়া আর একটা স্বল্প প্রশস্ত পথে উঠিলাম। পাঠক, এইটা বাজারের পথ। প্রথমেই দুই পার্শ্বে কেবল ফলের দোকান। এখানে অল্প কোন ফল নাই, কেবল আপেল, নাসপাতি, দালিম, আঙ্গুর, পিচ্বেদানা, সর্দা, কিচমিচ, পেস্তা, আখ-রোট, মনকা প্রভৃতি মেওয়া ফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহার মূল্যও আশাতীত সুলভ। এখান হইতে ৮।১০ মাইল দূরে “কুলু” নামক একটা পাহাড় আছে, তথাকার আপেল ও নাসপাতি অতিশয় সুমিষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য। আমরা মিষ্টান্ন জল খাবারের পরিবর্তে উহাই ব্যবহার করিতাম। এখানে নাসপাতি পরসায় চারিটা এবং আপেলে এক পরসায় ১টা, বড় হইলে ২ কিম্বা তিন পরসায় পাওয়া যায়। আখরোট এক পরসায় ১২টা, কিচমিচ এক সের ১০ মনকা সের ১০ আনা, খুব উৎকৃষ্ট বড় আঙ্গুর সের ১০ আনা। কিন্তু এখানে কচি ডাব আদৌ মিলে না, আর পক্ক কদলী বড়ই দুস্প্রাপ্য, বাঙ্গালা দেশে যে কদলী এক পরসায় ৪।৫ টা পাওয়া যায়, তাহা এখানে ১টা এক পরসায় এবং সময় সময় একটা ২ পরসায়ও বিক্রয় হয়। ১টা খুনা নারিকেল ভাঙ্গিয়া তাহাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া এক টুকরা এক পরসায় বিক্রয় করিয়া একটা নারিকেল অন্ততঃ ১০ আনার বিক্রয় হয়। পান এখানে বড়ই মহার্ঘ। এই ত গেল ফলের বাজার—তাহার পর আর একটু নিরে অবতরণ করিয়া এক পার্শ্বে মৎস্তের বাজার। এখানে মৎস্ত বড়ই মহার্ঘ, ১.০ এবং ১।০ টাকা সের বিক্রয় হয়। ছাগ মাংস ১০ আনা সের এবং ভেড়ার মাংস ১০ আনা সেরে বিক্রয় হয়। অপর পার্শ্বে মাংস এবং হংস মুরগী

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা ছিল, আর লইব না।

প্রভুতির বাজার। এই বাজারটির চতুর্দিক ঘেরা এবং সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিত। ইহার প্রবেশ দ্বার পশ্চাত্তাগ দিয়া। মোটের উপর এটির সহিত বাজারের কোন সংশ্রব নাই। তাহার পর তরকারী এবং শাক সবজীর বাজার। এখানে তরকারী আলু, বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঢেড়শ, কপি, বিটপালং, শাল গম, গাজর, সিম প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া পালং, নটে, ডেঙ্গ প্রভৃতি সর্ব প্রকার শাকও উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। অস্ত্রাত্ত তরকারী অপেক্ষা আলু এখানে খুব সুলভ। সময় সময় উৎকৃষ্ট বড় আলু ৩৪ পয়সা সের পাওয়া যায়। এখানে এক প্রকার বড়ই আশ্চর্য লক্ষ্য দেখা গেল, উহা দেখিতে ঠিক এক একটা বড় বেগুনের স্থায় এবং ইহা সবুজ, ব্লু এবং লোহিত বর্ণের হইয়া থাকে। ইহাতে ঝাল অতি অল্প। এখানকার লোকে ঐ এক একটা লক্ষ্য এক এক তরকারীতে চালাইয়া দেয়, ইহার বলে, এই লক্ষ্য তরকারীতে দিলে নাকি তরকারী পাইতে অতিশয় সুস্বাদু হয়। এই বাজার অতিক্রম করিয়া আর একটু চড়াই ভাঙ্গিয়া একটু উপরে উঠিয়া আর একটা রাস্তা পাইলাম। ইহাও ঐ বাজারের সংলগ্ন পথ। এখানে এক পার্শ্বে বিস্তর মসলার দোকান, পানের দোকান, কাপড়ের দোকান, দিয়াসলাই এবং বিড়ির দোকান, মিষ্টান্ন বিক্রেতায় দোকান। অপর পার্শ্বে পিতল কাঁসার বাসনের দোকান, এনামেল এবং এলুমিনিয়াম বাসনের দোকান, কাঁচের বাসনের দোকান, নানা প্রকার মনোহারী দ্রব্যের দোকান, কয়েকটা জুতার দোকান এবং একটা সোডা লেমনেডের কল দেখিতে পাইলাম। এই স্থানটা দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন কলিকাতার মুরগীহাটা অথবা চিনা বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বাম পার্শ্বে কয়েকটা সোপান দেখিতে পাইলাম। ইহা

প্রায় ত্রিতল সমান উচ্চ। আমরা এই সোপান অতিক্রম করিতে লাগিলাম, ইহার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট ঘরের মধ্যে কয়েকটা টিন মিস্টার দোকান এবং মুসলমানদের রুটি বিক্রেতের দোকান দেখিতে পাইলাম। অতঃপর আমরা সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া একটা বেশ প্রশস্ত পথে উঠিলাম। ইহাই মল্ রোড নামে অভিহিত এবং এখানকার মধ্যে এইটাই প্রধান রাস্তা। এখানে কুক এণ্ড কেলভী, হ্যামিলটন, জে, বসেক প্রভৃতি কয়েকটা সুনাম খ্যাত জুয়েলারি, এবং ঘড়ির দোকান, বড় বড় ঔষধের দোকান, হোয়াইট ওয়েলেড্-ল ফ্রান্সিস্ হ্যারিসন, হল এণ্ডারসন, রাস্কেন কোং প্রভৃতি রাশি রাশি ঈশ্বরাজ বণিকের দোকানে এই রাস্তাটা পরিপূর্ণ। ইহাদের দোকান গুলি এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত, মনে হয় যেন, আরও দুইটা চক্ষু হইলে দেখিয়া সাপ মিটিত। তাহা ছাড়া এখানে আরও কয়েকটা পার্শ্ব, গুজরাটী মুসলমান এবং মারওয়াড়ী ধন কুবেরের দোকান দেখিলাম, বলা বাহুল্য এ গুলিও পূর্বোক্ত দোকান গুলি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমরা সরাপ-ওয়ালা জি, এক্ কেল্‌নায় কোং দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর থ্যেকারস্পিংয়ের দোকানের নিকট আসিয়া ঘড়িতে দেখিলাম, ৯টা বাজিয়াছে; আমার গোলাপী থানায় ঘণ্টা বাজিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। অগ্ন আমায় বেড়ান এই পর্য্যন্ত। আমি তাড়াতাড়ি বাসাভিমুখে ফিরিলাম। পাঠক, অগ্ন অনেক ঘুরিলেন, একটু বিশ্রাম করুন। আবার কল্যা প্রাতে আপনাকে লইয়া বাহির হইব। আমি বাসায় আসিয়া মহারাজের নিকট দুই চারি গ্রাস্‌ অন্ন নাকে মুখে গুজিয়া আমার সহ-যোগী কর্মচারীদের পশ্চাত্তাধাবন করিলাম। আমি প্রায়-এক ঘণ্টা কাল বেড়াইয়াও কোন রূপ ক্লান্তি বোধ করি নাই। যতই ভ্রমণ করিতেছি, ততই বিবিধ প্রকার পাদপ রাজি

নয়ন গোচর হইতেছে। এখানে 'বেলু' এবং 'কেলু' নামক দুই প্রকার বৃক্ষ জন্মে, এই সকল বৃক্ষ উচ্চতায় ৩০৪০ ফিট হয় এবং ইহার শাখা প্রশাখা অধিক বিস্তৃত হয় না। 'বেলু' বৃক্ষের পাতা আমাদের দেশে তেতুল পাতার ন্যায় এবং কেলু বৃক্ষেরপাতা আমাদের দেশের খাউ গাছে ন্যায় হইয়া থাকে। ইহাতে হলুদের ন্যায় এক প্রকার ফল জন্মে। এখানকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, যে এই বৃক্ষদ্বয়ে (oxygen) জীবনী শক্তি এত অধিক পরিমাণে বর্তমান আছে যে, অন্য কোন প্রকার বৃক্ষে তত নাই; এবং ইহার বায়ু মানব দেহে সঞ্চালিত হইলে শরীরের নব শোণিত জন্মিয়া জীবনী শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সেই জন্য এখানকার প্রত্যেক উদ্ভাদেই এই বৃক্ষের এত পাচুর্য্য দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীনাথকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

An Excellent Tooth Powder.

অনেকে বলেন যে, ইহা পিস্‌লবিন নামক জগত বিখ্যাত ফারমের টুথ পাউডার বা দস্ত মণ্ডন।

প্রিসিপেটেড চক বা	
উৎকৃষ্ট চা খড়ির গুঁড়া	১ পাউণ্ড
অরিস পাউডার	১ পাঃ
কারমাইন	অর্দ্ধ ড্রাম
চিনি উৎকৃষ্ট চূর্ণ	সিকি পাঃ

উত্তমরূপে থলে পিষিয়া কোটায় পুরিবার পূর্বে ইহাতে ১ ড্রাম অটোডি রোজ বা নিরোলী দিয়া আবার একবার উত্তমরূপে পিষিয়া লইয়া কোটায় পুরিতে হইবে। ইহা উৎকৃষ্ট টুথ পাউডার।

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ডাঃ রিজিনীর

কয়প্রাপ্ত দস্তুর উৎকৃষ্ট

দস্ত্র ধাবন।

ক্রিয়োজোট	৫ ড্রাম
রেক্টিফায়েড স্পিরিট	৫ ফ্লু : ড্রাম
টাং কচিনীল (strong)	১ ”
অয়েল অফ পিপারমেন্ট	অল্প ড্রাম

শিশিতে পুরিয়া খুব বাঁকরাটয়া মিশাইতে
হইবে। ইহা কয়প্রাপ্ত, নড়া দস্তুর উৎকৃষ্ট
ঔষধ।

BANANA SYRUP.

কলার সরবৎ।

এই সিরাপ অতি মনোরম। পাইলে
মর্তমান কলার ঞায় সৌরভ উঠিয়া থাকে।

Oil Banana	2 dr.
Tartaric acid	1 dr.
Simple Syrup	6 pints.

সিম্পল বা সাদা সিরাপ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া
ইতিপূর্বে “কাজের লোকে” শিক্ষা দেওয়া
হইয়াছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

A GOOD INK POWDER
BLOCK.

কালার বটিকা।

Aleppo galls	3 pounds
Copperas	1 lb
Gum arabic	¼ pd.
White sugar	¼ pd.

এইগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তরল গদের
জলের দ্বারা কর্দমবৎ করিয়া নড়ি পাকাইতে
হইবে। উপরোক্ত পাউডার ১ পাইট গরম
জলে দ্রব করিলে অতি সুন্দর লিখিবার কালী
হইবে।

VINIGARS.

সির্কা।

পাশ্চাত্য উন্নত প্রণালীতে ভিনিগার বা
সির্কা প্রস্তুত করিতে হইলে পরিষ্কার করিবার
জন্ত জেনারেটর প্রভৃতি কতকগুলি সামগ্রীর
আবশ্যক হয়।

সাধারণ ভিনিগার প্রস্তুতের কয়েকটি
করমুলা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পাঠকগণের
কেহ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক হইলে পরীক্ষা
করিয়া দেখিতে পারেন। থাইবার ভিনিগার
এবং বেশভূষার ব্যবহার্য্য ভিনিগার এই দুই
প্রকারের ভিনিগার ব্যবহৃত হয়। বিলাতি
মটনের ভিনিগার প্রসিদ্ধ, সাহেবেরা ইহা
ব্যবহার করেন।

(১)

গুড়	...	২ কোয়ার্ট
ইষ্ট	...	১ কোয়ার্ট
সক্ট ওয়াটার		৬ গ্যালন।

একটা মৃত্তিকার বা কড়ির জালায় পুরিয়া
মুখে তারের জাল দিয়া ঢাকিয়া একটু গরম
স্থানে ৩ সপ্তাহ রাখিয়া দিতে হয়। যখন
গাঁজিয়া উঠে, তখন পরিষ্কার ব্লটফিল্টার
করিয়া লইলে যে পরিষ্কার তরল পদার্থ পাওয়া
যাইবে, তাহাই ভিনিগার।

(২)

(দ্বিতীয় প্রকার)

গ্রাসিটিক গ্রাসিড	৩ পাউণ্ড
গুড়	২ কো:
জল	২০ গ্যালন।

উপরোক্ত প্রকার কড়ির জালায় পুরিয়া
খুব নাড়িয়া দিয়া ২১৩ সপ্তাহ রাখিয়া দিলেই
গাঁজিয়া উঠিবে। উপরের প্রক্রিয়ায় ফিল্টার
করিয়া লইতে হইবে।

(৩)

সাইডার	...	২০ গ্যালন
--------	-----	-----------

জল	...	১০ গ্যালন
ইষ্ট	...	২ গ্যালন।
প্রক্রিয়া—পূর্ববৎ।		

(৪)

স্বলভ ভিনিগার।

গুড়	...	২ গ্যালন
ইষ্ট	...	২ কোয়ার্ট
বৃষ্টির জল গরম করিয়া		১২১০ গ্যালন।

প্রক্রিয়া পূর্ববৎ। ভিনিগার যেমন যেমন
থরচ করিতে আরম্ভ হইবে, আন্দাজ বুঝিয়া
উপরোক্ত মসলা ঐ জালায় ফেলিয়া দিলে
আবার নূতন ভিনিগার হইবে। ইষ্ট জিনিসটা
পাউরুটী প্রস্তুতের জন্ত ব্যবহার হয়, ইহা
বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের দেশী রুটী-
ওয়ালারা ইষ্ট না দিয়া পাউরুটীতে তাড়ী
ব্যবহার করে, কিন্তু ভিনিগার প্রস্তুতে যে
তাড়ী ব্যবহৃত হয় কি না, তাহা আমরা বলিতে
পারি না। ভিনিগার অনেক বাঙ্গালীও প্রস্তুত
করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে।

AROMATIC VINIGAR.

Glacial Acetic acid	1 pound.
90 P. C. Alcohol	2 fl. ounce.
Camphor (Pure crushed)	2 ½ oz.
Oil of cloves (English)	1 ½ dr.
Oil Rose Merry	1 dr.
„ Bergamot	¾ dr.
„ Cinamon	½ dr.
„ Lavender	1/2 dr.
„ Piments	1/2 dr.
„ Neroli	1/2 dr.

Mix the above ingredients in
a glass stoppered bottle and agitate
until the camphor is dissolved. This
is a very fine and highly esteemed
viniger.

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

HOUSEHOLD INFORMATION.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। *

—(০)—

অতিসার।

বেলুণ্ট, জায়ফল, জীরা, মুখা প্রত্যেকে সমান পরিমাণে আতপ চাউলের চেলুনী দিয়া বাটিয়া ৫ রতি বটিকা করিবে, কর্পূরের জল দিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর ১টী করিয়া খাওয়াইলে অতিসার বন্ধ হয়। অবশ্য বয়স ভেদে মাত্রার হ্রাস করিতে হইবে।

শিশুদিগের—জন্ম বটের খুরির টুকরা ৪।৫টী, মোরি ৪।৫টী, বেনার মূল ৪।৫টী টুকরা একত্রে আতপ চাউল ধোয়াজল দিয়া হাত ধসা করিয়া দিনে ২।৩ বার খাওয়াইলে বন্ধ হয়।

অজীর্ণ।

শাঁকের চূর্ণ ১, গোলমরিচ ১, সৈন্ধব লবণ ১, জল কিম্বা লেবুর রস দিয়া বাটিয়া ১/০ আনা পরিমাণ বটিকা জল কিম্বা লেবুর রস দিয়া সেব্য।

কাগজী বা পাতি লেবুর রসে ১/০ আনা সৈন্ধব বা বিট লবণ দিয়া খাইলে উপকার হয়।

লবঙ্গ ও বিট লবণ ১, মোরি ১, ঘোয়ান ১, লেবুর রসে বাটিয়া ৫ রতি বটিকা করিয়া আতপচাউলের চেলুনীর জল সহিত সেবন করিলে অপাক নিবারণ হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

অনিদ্রা।

সুগুনি সাকের কোল খাইলে অনিদ্রা হয়। তেলাকুচার পাতা, কাঁচা হলুদ, কোন তৈলের সহিত ফেনাইয়া মস্তকে ও পদে মালিস করিলে নিদ্রা হয়; ক্ষুদ্রে পেঁয়াজের রস পদ তলে মালিস করিলেও হয়।

* এই প্রবন্ধে আমরা কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনরঞ্জন সেন লিখিত কতিপয় গাছ গাছড়ার সুবিধোগ এখানে সন্নিবেশিত করিলাম।

অন্ন পিত্ত।

চা খড়ির গুড়া ১/০ আনা বা সোডা ১/০ জল দিয়া খাইলে পেট-খুঁচুনী, কড়ার নিচে কামড়ান, গলা ও বুক জ্বালায় শান্তি হয়। বচ-কালের পুরাতন চূর্ণ ১ ভাগ, পুরাতন তেঁতুল গাছের চটা ভয় ১ ভাগ, ১/০ মাত্রায় পলতার রস ও ডাবের জল অনুপানে সেবন করিলে অন্নপিত্ত ভাল হয় ও খুঁ খুঁ যন্ত্রণার সময়ে ২ঘণ্টা অন্তর ঐ পুরিয়া খাইলে অন্নশূল উপশম হয়। রাত্রে ধনে, নালতে ও মিছরি একত্রে ভিজাইয়া প্রাতে খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

অর্শ।

খোসা তোলা কৃষ্ণ তিল বাটা ১০ তোলা, মিছরি ১০ তোলা নাগেশ্বর ফুলের বেগু ১/০ আনা একত্রে খাইলে উপকার হয়।

কুকুর শোকার রস গাওয়া ঘূতের সহিত পাক করিয়া বলিতে দিলে উপকার হয়।

আগুনে পোড়া।

আমের কুলীর জল করিয়া রাখিলে ঐ জল পোড়া স্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যায় ও ফোঁকা হয় না। হাঁসের ডিমের কুস্তম, ঘূত, কুমারীর রস এবং মাখন একত্রে ফেটাইয়া পোড়া স্থানে দিয়া তুলা দিয়া বাধিয়া দিলে জ্বালা যায়।

আনাশায়।

বিহি দানা ১০ আনা, জৈষগুণ্ডল ১০ আনা, বাবলা আটা ১০ আনা, মিছরি ১০ আনা, ১/০ পোয়া গরম জলে সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া প্রাতে ছাঁকিয়া শিশির মধ্যে রাখিতে হইবে, অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ২।৩ দিনে রক্ত আমাশায় নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

কচি কুলের পাতা ১/০, ঘোয়ান ১/০, সৈন্ধব লবণ ১/০ আনা, গোলমরিচ ১/০, জল দিয়া বাটিয়া খালি পেটে সেবন করিলে ২।৩ দিন উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

একশিঁ।

আপাঙের শিকড় বাধিলে ভাল হয়। জয়ন্তী পাতা, নিশিন্দা পাতা, বেলপাতা, ধুতুরা পাতা অন্ন বাটিয়া রুটির মত আগুনে সঁকিয়া কোষে বাধিলে ব্যথা ও ফোলায় উপশম হয়।

এঁড়েলাগা।

লবঙ্গ, ঘোয়ান, মোরি, হরিতকী, আমলা, চিরতার ফুল, ঘবক্ষার, সোহাগার ঐ প্রত্যেকে সমানভাবে একত্রে মিশাইয়া ২ রতি করিয়া জলের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেব্য।

কাউরের ঘা।

শোরগোঁজা জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ৩.৪ দিনে ভাল হইয়া যায়। কচ্ছপের খোলা পোড়াইয়া খাঁটা সরিষার তৈল দিয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়।

কান পচা ও ব্যথা।

বাঘের গোঁপ এক গাছি কানের মধ্যে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হয়।

ঘোড়ার বিষ্ঠার রসে অর্দ্ধ রতি সমুদ্র ফেন চূর্ণ দিয়া ঐ রস কর্ণের মধ্যে দিলে যন্ত্রণা যায়, প্রতি দিন কর্ণ পরিষ্কার করিয়া শামুকের পোঁটা সরিষার তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল ২।৩ ফোঁটা কাণের মধ্যে দিলে কাণের পুঁজ পড়া ভাল হয়।

কামল (ম্যাবা)।

আনারস অর্দ্ধ ছটাক চিনির সহিত প্রত্যহ ২।৩ বার খাইলে ২।৪ দিনের মধ্যে ফল হয়, মেদি পাতার রস খাইলেও হয়।

পলতার রস, কাঁচা হলুদের রস ও চুণের জল একত্রে প্রত্যহ ২ বার খাইলে অতি সত্ত্বর আরোগ্য হয়।

কাশ।

বচ, জোষ্ঠমধু, পিপ্পল, কুড় প্রত্যেকে সমানভাবে একত্রে মিশাইয়া ১/০ আনা মাত্রায় মধুর সহিত দিনে ২।৩ বার অবলহনে উপকার হয়।

পুরাতন “কাঁজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১/০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

শিশুদিগের—মধুরগুচ্ছ ভস্ম ও কাল তুলসী পত্রের রস মধুর সহিত অবলেহন করিতে দিবে।

কুমি।

পলাশ বীজ, সোমরাজ, বন ধোয়ান, বিট-লবণ, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমান সমষ্টির, সম পরিমাণ জাঙ্গি হরিতকী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ইহার এক আনা পরিমাণ; ছোট খেজুর গাছের গের্গেড়া ও চুণের জল অথবা আনারসের পাতার রস ও চুণের জল সেবন করিলে কুমি বেশ আরোগ্য হয়।

খোস।

আকন্দর আটা, গাঁজা, মোমছাল বা নিম পাতা সরিষার তৈলে ভাজিয়া তৈল ছাকিয়া লইবে, ঐ তৈল খোসে লাগাইলে ৩৫ দিনে ভাল হইবে।

যুংরা।

সান্ধে শাকের শীকড় ৩৪ রতি খেত চন্দন ঘসা একত্রে বাটিয়া দিবসে ২ বার সেবন বিধি।

গরল।

কাঁচা হলুদ, নিম পাতা ও আয়্যাপানের পাতা বাটিয়া লাগাইলে ভাল হয়।

গলাভাঙ্গা।

কচি কুল পাতা ঘিয়ে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া সদাসর্বদা ঐ চূর্ণ মুখে রাখিলে ভাল হয়।

গা বমি বমি।

মোরির জলে ফুলখড়ি ঘষিয়া পাইলে ভাল হয়।

ত্রিফলার ও ধনে ভিজার জলে কিছু মধু প্রক্ষেপ দিয়া খাইলে ভাল হয়।

ঘা।

ধুনা, সরিষার তৈল, মোম, আকন্দর আটা একত্রে কুটাইয়া মলম করিয়া লাগাইলে ঘা ভাল হয়।

চষিপোকা।

মেটে সিন্দুর লাগাইলে চষি পোকা সারে।

চোকউঠা।

রসত, ঘৃতকুমারীর রস, ২১৩ রতি আফিম একত্রে মিলাইয়া চক্ষুর চারি দিকে প্রলেপ দিলে ৩৪ দিনে চোক উঠা আবেগ্য হয়।

টাকশড়া।

প্রথমে ডুনুর পাতা দিয়া ঘসিয়া জবা ফুলের কলি ঘসিয়া দিলে ভাল হয়; কেততে, হীরা-কস, ছোট পেয়াঙ্গ ও চিনি একত্রে বাটিয়া টাক স্থলে প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

টোয়া ঢেকুর।

মিছরীর জলে ৪৫টা গোলমরীচ চূর্ণ দিয়া পান করিলে অথবা লেবুর রসে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ দিয়া সেই রস পান করিলে ভাল হয়।

ঠুনকো।

পুরাতন ঘৃত, সফেদা ও আফিং একত্রে প্রলেপ দিলে নিশ্চয় ঠুনকো আরোগ্য হয়।

ঠোঁট ফাটা।

মাখন ও ২১৩ রতি কটুকিরি চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ঠোঁট ফাটা নিবারণ হয়।

দাঁতে পোকা।

বড় পানার শিকড় ও কর্পূর একত্রে পোকাকর গর্তে দিলে পোকা মরিয়া যায়—গোল মরিচ চূর্ণ ও কর্পূর দিলে উপস্থিত বস্তুরা কমে। দাঁতের পোকাকর ভ্রত গাল ফুলিলে আফিম ও মুসব্বর একত্রে গরম করিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

পাঁকুই।

রাত্রে শয়ন কালে বাতাসা চূর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে দিলে আরোগ্য হয়; কেবল তেল নেকড়া রাখিলেও বিশেষ উপকার হয়।

পা ফাটা।

আমের আটা ও মোম ফাটা স্থানে দিলে

আরোগ্য হয়, মোম ও ধুনা একত্রে গলাইয়া দিলে ও হয়।

পিত্ত বৃদ্ধি।

ধনে, মিছরি ও নাগতে ভিজান জল খাইলে সারে। (সংগ্রহ)

ডবল বিসর্জন।

—:—:—

(রূপান্তরিত সত্য ঘটনা)।

(১)

প্রজাত রৌদ্রের রংটা যেমন একটু সোণালী রকমের দেখাইতেছে। বাতাস একটু শীতল হইয়াছে, আর গায়ে সেকালি কদম্বের গন্ধ মাখিয়াছে। লোকের মনের ভিতর হইতে একটা ভারী আনন্দ সাড়া দিয়া উঠিতেছে। সপ্তমসর পরে মা আনন্দময়ী ধরায় আসিতেছেন, চারি দিকে একটা পূজা পূজা গন্ধ বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালীর মরা গাঙ্গে আবার একটু জোয়ার আসিয়াছে, বাঙ্গালীর অসাড় প্রাণে আবার একটু উৎসাহ দেখা দিয়াছে। পূজাটা এখন চৌদ্দ আনা তামসিক হইলেও দুর্গোৎসবটা বাঙ্গালী জীবনের মহাপূজা, মহা সাধনা, সকল উৎসবের মহোৎসব।

হরিপুরের জমিদার বাড়ীর পূজার তুলনায় রামেশ্বর বিশ্বাসদেবের বাড়ীর পূজা পূর্ণ চক্রে নিকট খতোৎসব হইলেও সেখানে যেমন একটা আন্তরিকতা দেখিতে পাই, একটা জীবন্ত ভাব দেখিতে পাই, মনে হয়, মা জগদম্বা যেন তাঁহার বাড়ীতেই পূজা খাইতে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অতি সামান্য গৃহস্থ, তাঁহার জমার দিকে মাত্র কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি, আর শিষ্য সেবকের সামান্য কিছু বার্ষিক দান, সমারোহ ব্যাপারে বিদায়টা উপরি পাওনা। ধরতের দিকটা কিন্তু নিতান্ত কম নয়। তিনি স্বয়ং,

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

এক বিধবা কস্তা, গরু বাছুর, বিগ্রহ রাধানাথ, বুদ্ধাদাসী ফটকের মা, কুমাণ বাঁশী খুড়া, চারি পাঁচটা ছাত্র, আর অতিথি অভ্যাগত। তাঁহার ব্রাহ্মণী নাই, এক অন্নপূর্ণা ব্যতীত আর সন্তানাদিও জীবিত নাই, দয়া করিয়া সম রাজা একে একে সকলকেই লইয়াছেন। প্রতি বৎসরেই বাড়ীতেই তর্গোৎসব হয়। তাহার ব্যয় ভার শিষ্য সেবকেরা বহন করে, আর নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ যে বার্ষিক পান, তাহাতেও অনেকটা সাহায্য হয়। এই বার্ষিক আদায়ের জন্ত বিচারক মহাশয়কে তাদ্র মাসের শেষে বা আশ্বিনের প্রথমে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বাইতে হয়। এই সময়ে ছাত্রেরা বাড়ী যায়, আর রাধানাথের সেবা করেন চরনাথ বাচস্পতি নামে তাঁহার এক আত্মীয়। গরু বাছুরের ভার পড়ে তাঁহার কস্তা অন্নপূর্ণার উপরে, আর ছোট বাছুর করিয়া দেয় ফটকের মা, বাঁশী-খুড়াকে বিদ্যারত্নের সঙ্গে বাইতে হয়।

পূজার কার্য্য অতি ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণ নিজেই হরনাথের সাহায্যে সম্পন্ন করেন। ভোগ রাখেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা, আর প্রসাদ পায় যে আসিয়া পাত পাড়িয়া বসে—পূজার প্রত্যেক দিন প্রায় তিন শত লোক। পাড়ার তিন চারি জন অন্ধ বয়স্ক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করেন, ভাতের থালা ধরেন স্বয়ং বিদ্যারত্ন, সে কি উৎসাহ! কি আনন্দ! তিনি যখন কোমরে ঘামছা বাঁধিয়া পরিবেশন করেন, তখন যেন তাঁহাকে পঁচিশ বৎসরের যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। নিজ ও অগ্রাণ্ড গ্রামের লোক তাঁহার বাটীতে প্রতিমা দর্শন করিতে গেলে সকলেই বড় সরার এক সরা জলপান ও চারিটা করিয়া নারিকেল লাড়ু পাইয়া থাকে। তাহাতেই লোকের কত আনন্দ! এখনকার লোলাও কালিয়া বা লুটী সন্দেহও তেমন হয় না। ছোট ছোট ছেলে মেয়ের কি

আনন্দ! প্রফুল্ল মুখে নতুন কাপড় পরিয়া কৌছড়ে করিয়া জলপান খাওয়া আর কি দেখিব।

বিদ্যারত্নের বয়স ষাট বৎসরের কম নয়, কিন্তু শোক তাপ ও অর্থাত্তাব তাঁহাকে বৃদ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহাকে চশমার সাহায্যে চারি চক্ষু অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতে হয় না, দিন রাত পরিশ্রম করিয়াও তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন না, আনন্দ ও সন্তোষ তাঁহার চিরসহচর, ব্রহ্মণ্য তেজ তাঁহার শরীর হইতে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। লোকের আপদে বিপদে তিনি বুক দিয়া পড়েন, গ্রামের ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, তিনি সকলেরই উপদেষ্টা ও শুভানুধ্যায়ী।

পূজা নিকটবর্তী, আর এক মাসও বিলম্ব নাই, চণ্ডী মণ্ডপে কুণ্ডকার একখানি ছোট প্রতিমা নির্মাণ করিতেছে। বাটীতে চাউল, ধান, সুপারী কাটা, বড়ি দেওয়া, পইতা তোলা প্রভৃতি কার্য্য অন্নপূর্ণা সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন। ব্রাহ্মণ সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, কস্তার হাতে তাহা সমর্পণ করিয়া বার্ষিক আদায়ের জন্ত বাঁশী খুড়াকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

(২)

দত্ত বাবুদের বাড়ীতে পূজার খুব ধুম লাগিয়া গিয়াছে, নহবতে গ্রাম ইহারই মধ্যে মুখরিত হইয়াছে। হরিপুরে তাঁহাদের বহু কালের বাস, তাঁহারা বনিয়াদি জমিদার। তাঁহাদের জমিদারী বহু বিস্তৃত না হইলেও এ প্রদেশে তাঁহাদের তুল্য ধনী আর আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের প্রতাপে গায়ে বলদে এক ঘাটে জল থায়। কর্তব্য ছই তাই, ছোট প্রভুল কলিকাতার একটা হাউসের সুসজ্জি, অনেক টাকা উপার্জন করেন। তিনি সেইখানেই থাকেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও চাল চলন আলোক প্রাপ্ত বড় মানুষের

ছেলের মত, তাহার উপর মোসাহেবের কুসঙ্গ আছে, তবে ধনবান ও বলবান বলিয়া কেহ তাঁহার নিন্দা করিতে সাহস করে না। বড় অতুল বাবু সেকালের ধরণের লোক, বেশী ইংরাজী লেখা পড়া শিখেন নাই। তিনি সাদা সিধা লোক, ধর্ম্মেও একটু মতি গতি আছে, আবার পাকা জমিদারও বটেন। জমিদারী সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম দেওয়ানজীর সাহায্যে সমস্তই তিনি করেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। প্রভুলের এক কস্তা ও এক পুত্র। কস্তার নাম দিমলা, তাহার বয়স উনিশ বৎসর, গত বৎসর তাদ্র মাসে একটা পুত্র সন্তান জন্মিবার পর তাহার কপাল পুড়িয়াছে। পুত্রের নাম নীলমণি, তাহার বয়স ষোল বৎসর, কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া করে। ছোট বাবু কস্তা পুত্রের পিতা হইলেও এবং যৌবনের সীমা অতিক্রম করিলেও তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হয় নাই, বিলাসের ভিতর দিয়া দিন গুলি কাটিত বলিয়া তিনি সংযম শিক্ষা করেন নাই। জোষ্ঠ সহোদর অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পদে পদে বিফল হইয়া তাঁহাকে ছাপ ছাড়িতে হইয়াছে। প্রভুল যখন হরিপুরে থাকিতেন, তখন লোকের সুন্দরী বউ ঝি লইয়া বাস করা বড় বিপজ্জনক ছিল। তাঁহার কলিকাতা গমনে গ্রাম জুড়াইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যখন বাটী আসেন, তখন সকলকেই সমর্পণ গৃহে বাস করিতে হয়। তিনি যখন কলিকাতা হইতে বাটী আসেন, তখন অনেক লোক জন ও দ্রব্যাদি তাঁহার সঙ্গে আসে, সুতরাং নৌকাযোগেই আসেন, হরিপুর হইতে বজরা ও ভাউলিয়া যায়। অদ্য মহা-লগ্ন, আজ হইতে তাহার হাউস বন্ধ, সুতরাং বাটার সকলেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনি না আসা পর্য্যন্ত গ্রাম যেন অসাড় হইয়া থাকে। পূজাও জাঁকে না, বাড়ীটা একেবারেই পূজা বাড়ী বলিয়া জানায় না।

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

(৩)

বার্ষিক আদায়ের জন্ত বিদ্যারত্ন যেখানেই যান না কেন, মহালয়ার পূর্বদিন তিনি নিশ্চিত হরিপুরে আসেন, কোথাও থাকেন না, এবার কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। আজ মহালয়ার দিনও অবসান প্রায়, এখনও বিদ্যারত্নের দেখা নাই। অন্নপূর্ণা বড় উৎকণ্ঠিতা হইলেন, তিনি খর বাহির করিতে লাগিলেন। পিতার আগমন প্রতি মুহূর্ত্তেই সম্ভব মনে করিয়া প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে চারি পাঁচ বার গঙ্গার ঘাটে গেলেন, বিদ্যারত্ন নোকা যোগে যাতায়াত করিতেন। তাহাতে বার্ষিক কম পড়িত এবং এটা-সেটা আনা লওয়ারও সুবিধা হইত।

দিবা অবসান হইল, সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশ রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া পাটে বসিলেন, গঙ্গার গৈরিক জলে তাহার ছবি পড়িল, সমস্ত জগৎ যেন একখানি গোলাপী রঙ্গে ছোপান বস্ত্র পরিধান করিল। ফটকের মা গঙ্গার ঘাটে বাসন মাজিতেছে, অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া জলপূর্ণ কলসী কক্ষে সিন্ধু বস্ত্রে তাহার অপেক্ষায় কুলে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার গৌরবর্ণ লাল মেঘের আভাষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আলুলায়িত বন কৃষ্ণ কেশ রাশি গুল্ম পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। সে মুক্তি কি সুন্দর! কি শান্ত! কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল! সিন্ধু বস্ত্র ছুটিয়া তাঁহার রূপ বাহির হইতেছে, যৌবন তরঙ্গ বাধা মানিতেছ না, তাহাকে যেন মন্মথর প্রস্থরে ভাস্কর খোদিত একখানি প্রতিমার মত দেখাইতেছে। ভগবান তাহার মত দরিত্রকে এত রূপ দিয়াছিলেন কেন? দিয়াছিলেন যদি, তবে তাহার কপাল পড়াইলে কেন?

ঘাটে একখানি বজরা আসিয়া লাগিল। অন্নপূর্ণার অজ্ঞাতে হুইটা উৎসুক নয়ন তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, সে দৃষ্টি আর ফিরিল না।

নৌকারোহী সে মোহিনী রূপে মজিলেন অন্নপূর্ণা যতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তিনি অতৃপ্ত নয়নে সেই রূপস্বধা পান করিলেন। আরোহী জমিদার বাড়ার ছোট বাবু প্রতুল। তিনি কলিকাতা হইতে পূজা উপলক্ষে বাটা আসিলেন। অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলে তিনি তাঁহার পেয়াবের খানসামা প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কলসী কাকে দাঁড়াইয়াছিল ও কে রে পেসা?”

“ওকে চিনেন না? ও যে বিদ্যারত্ন ঠাকুরের মেয়ে অন্নপূর্ণা, বড় বাবু চার শ টাকা খরচ করে যার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। আহা! কি পোড়া কপাল! বছর না ফিরতেই জামাইটা জলে ডুবে মারা গেল!”

“অন্নপূর্ণা বিধবা হয়েছে!”

“কপাল মন্দ না হলে আর বাপের বাড়ী থাকে?”

“ভারি সুন্দরী ত!”

“জোড়া মেলা ভার! পাড়াগায়ে ত নাই-ই, কলিকাতাতেও কোন দিন চোখে পড়ে নি।”

“স্বভাব চরিত্র কেমন, জানিস?”

“ওরে বাপ রে! বিদ্যারত্নের মেয়ে—সাক্ষাৎ সীতা সাবিত্রী! এত নিষ্ঠে কেউ কখন দেখে নি। বিদ্যারত্ন কোথায় লাগে! মেয়েটা বাপের বাবা।”

“ঘাটে বাসন মাজছিল, ও কে?”

“ফটকের মা, বাড়ীর কাজ কন্ম করে।”

“ওরে দিয়ে বলে দেখলে হয় না?”

“সর্বনাশ! এমন কাজ কে করবে—কার এমন বুকের পাটা—কার ঘাড়ে একটার বেশী নাথা?”

“ভারী সুন্দরী! ঠিক কথা—জোড়া মেলা ভারই বটে! এ লোভ সামলান যায় না।”

“দোহাই ছোট বাবু! ওদিকে চাবেন না। জল জেয়াস্ত আগুন—যে ছৌবে, সেই পুড়ে মরবে।”

“ছৌবার ঝেংগাড় ত কর, তার পর পুড়ে মরতে হয়, না হয় মরাই যাবে।”

“কেউ পারবে না—তেনন ঠাই-ই নয়। হাজার হাজার দিলেও কেউ পারবে না।”

“পারবে না কি! তুই-ই পারবি।”

“দোহাই ছুজুর! আমাকে মাফ করবেন! গরীব ছাপোষা—ঝাড়ে বংশে কেউ থাকবে না।”

“আচ্ছা, দেখা যাবে—সীতা হরণ ত আর কেউ বারণ করে নি।”

ছোট বাবুর বজরা কাছারীর ঘাটে গিয়া ভিড়িল। ডকা বাজিতেই দলে দলে ভূতা, গাইক, প্রজা, কর্মচারী প্রতিবেশী ও ছোট বালক বালিকায় ঘাট ভরিয়া গেল। প্রতুল বাবু বজরা হইতে অবতরণ করিলেন, উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিল, তিনিও সকলকে সাদর সম্ভাবণ ও তাহাদের কুশলাদি প্রশ্ন করিয়া বাটার দিকে গমন করিলেন। ভূতগণ বজরা হইতে দ্রব্য সম্ভার নামাইতে লাগিল।

ছোট বাবুর আগমনে সকলেই আনন্দিত হইল, কেবল প্রসন্নর মনটা নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া রহিল।

(৪)

মহালয়ার দিন রামেশ্বর বিদ্যারত্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। এই দিবস প্রতি বৎসর কয়েকটা ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইত, বিদ্যারত্নের অবর্তমানে এ বৎসর তাহা আর হইল না। পিতৃবৎসলা কন্তা অন্নপূর্ণা অতি উৎকণ্ঠার সহিত রাত্রি কাটাইলেন; পিতার কত অমঙ্গল চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিল, তাহার হিসাব নাই—সংসারে পিতা ভিন্ন তাঁহার আর কেই ছিল না। রাত্রিতে তাঁহার ভাল নিদ্রা হইল না—কতক দুর্ভাবনায়, কতক পিতার আগমনের আশায়। ফটকের মা বারান্দায় শয়ন করিয়া যে প্রকার নাসিকা গর্জন করিয়া নিদ্রা ঘাইতেছে, তাহাতে বিজা-

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

রত্ন আসিয়া ডাকিলে সে যে বাটার দ্বার খুলিয়া দিবে, সে ভরসা নাই; অন্নপূর্ণাকেই দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে; সুতরাং তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিলে যদি পিতা আসিয়া ডাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দ্বার খুলিয়া দিবে কে? প্রতিপদের দিনও বিজ্ঞানরত্ন আসিলেন না। অন্নপূর্ণা সমস্ত দিন ঘর বাহির করিয়া কাটাইলেন। মাইনাকার পূজার জন্ত কি কি উত্তোগ আয়োজন করিতে হয়, তিনি সমস্তই জ্ঞানিতেন এবং করিয়াও রাখিয়াছেন অনেক, যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা পিতা কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিবেন; সুতরাং অন্নপূর্ণার কুরিবার মত বিশেষ কাজ ছিল না। তাঁহার মনটা যে প্রকার বিচলিত হইয়াছিল, কাজ থাকিলেও তাহাতে হাত দিতে পারিতেন না। উদ্ভিগ্ধচিত্তে তিনি কয়েকবার গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত গেলেন; কিন্তু বিজ্ঞানরত্নের নোকার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না।

অপরাকে জমিদার বাড়ীর একজন পাইক আসিয়া বিজ্ঞানরত্নের বাড়ীর চতুর্দিকটা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। বাটার পশ্চাতে যেখানে লাউ মাচা ছিল, সেইখানেই তাহার নজরটা বিশেষ করিয়া পড়িয়াছিল। ফটিকের মা পুস্করিণী হইতে আসিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরে ভজা ওখানে কি করছিস? ভজা বলিল “ও মাসী! আমার কাল বক্কাটাকে দেখেছিস গা?”

“লাউ মাচায় বকনা কিরে হারামজাদা?”

“ওখানটার কি খস্ খস্ করছে, তাই দেখছিলাম। হাঁ গা মাসী! দাদা ঠাকুর বাড়ীতে আছেন?”

“কেন, দাদা ঠাকুরকে কি দরকার?”

এই পূজার ত দেবী নেই, পেসাদীকে আনবো, তাই একটা দিন দেখাতে হবে।”

“দাদা ঠাকুর কি গায়ে আছে? বাস্তবিক আনতে গেছে আজও কিরে নি।”

বলিস্ কি মাসী! আজও কিরে নি? পূজার আর দেবী কই? আনান বছর ত এমন সময় কিরে আসে।”

“কি জানি বাপু! এ বছর আজও কেন ফিরল না। অস্থখ বিষখ হল কি না, তাই বা কে জানে! একটা খবর পর্য্যন্ত নেই! মেয়েটা ভেবে সারা হ’ল।”

“না অস্থখ বিষখ হতে বানে কেন? সঙ্গে কেউ আছে, না একলা গেছে?”

“আর কে থাকবে? বাশী আছে।”

“বাশী মানা যখন সঙ্গে আছে, তখন ভাবনা নেই। তা মাসী! বাশী মানা যদি সঙ্গে গেল, তবে বাড়ীতে কে থাকে? রাতে কেউ শোয় ব’লি?”

“আর কে থাকবে? আমরা দুটী প্রাণীতে থাকি। রাতে ত কেউ শোয় না—আনি দালানে, অন্নপূর্ণা ঘরে শোয়।”

“তা মাসী! তোরা দুটী মেয়ে মানুষ, তোদের ভয় করে না?”

“ভয় কিসের? বড় বাবুর পেরতাপে চোর ডাকাত আসবার যো নেই, তবে ভূত পেত্নী তা বাবা ঠাকুরের মন্তরের চোটে খেসবার যো কি? বাবা ঠাকুর যাবার সময় বাড়ী বন্দন করে গেছে।”

“তবে আর ভয় কি? তা দেখি মাসী! কাল বকনাটা কোথায় গেল,” বলিয়া ভজা চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)।

PUNCTUALITY.

সময়-নিষ্ঠ।

বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী একজন কারিকরকে একটা কাজ দিয়াছিলেন, ব্যবসায়ী যথাসময়ে যথা কর্তব্য কার্যে অতিশয় লক্ষ্য রাখিতেন এবং এই মহৎগুণের জন্তই তিনি জগতে খ্যাতি এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াই বড়লোক হইয়াছিলেন। কারিকরের কিন্তু এইগুণ ছিল না, যথা সময়ে কর্তব্য কাজও

করিত না এবং লোকের সহিত কথারও ঠিক রাখিতে পারিত না। প্রায় সকল দেশেই নিম্ন শ্রেণীর কারিকরগণের এই দশা, এই জন্তই ইহাদের অন্নের অভাব।

ব্যবসায়ী বারবার তাগাদা করিয়া বলিলেন দেখ, তুমি তোমার নিজের সুবিধা মত একটা দিন স্থির করিয়া দাও, নচেৎ প্রতিদিন আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাওয়া আমার অভ্যস্ত নাই। কারিকরগণ যেমন অভ্যস্ত, সেই অভ্যাস বশে বলিল—“ও দিন, পরে নিশ্চয়ই পাইবেন কোন ক্রমেই হতাশ হইবেন না।”

৩ দিবস পরে যথাসময়ে ব্যবসায়ী কারিকরের দ্বারে উপস্থিত, কিন্তু কারিকর কুম্ভজে হাত ও দেয় নাই অধিকন্তু বাড়ীর লোকজনকে বাড়ীতে নাই বলিতে বলিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

ব্যবসায়ী হতাশ হইয়া বরাবর একটা দৈনিক পত্রের আফিসে যাইয়া যে স্তম্ভে মৃত্যু সংবাদে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, সেই স্তম্ভে বিজ্ঞাপন দিয়া গেলেন যে, মেকানিক মিঃ জন ওয়াকার মরিয়া গিয়াছেন, বিলাতে কারিকর হইলেও কাগজ পড়ে, সকালে কারিকর মহাশয় দেখিলেন যে, তাহার মৃত্যুসংবাদ প্রচার হইয়া গিয়াছে। সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কাগজের মুদ্রাকর Printerএর নিকট যাইয়া শুনিগ যে, প্রেই ব্যবসায়ী এই কাণ্ড করিয়াছেন। কারিকর তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উদ্ভাসিত হইল এবং এইরূপ সংবাদ প্রচারের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। ব্যবসায়ী বলিলেন—“তুমি যদি বাচিয়া থাকিতে, তবে নিশ্চয়ই নিজের কথায় ঠিক রাখিতে। যাহার কথায় ঠিক থাকে না, সে যে বাচিয়া আছে, এ বিশ্বাস আমার নাই” সেইদিন হইতে তাহার শিক্ষা হইল বটে, কিন্তু মৃত্যু সংবাদ প্রচারে বহু লোক বাহারা তাহার হাতে কাজ দিয়া বারবার হতাশ হইতেছিল, তাহার তাহাদের দ্রব্য ফেরৎ লইয়া যাইবার জন্ত তাহার দ্বারে হট-গোল করিতে আরম্ভ করিল, কারিকর শপথ

পুরাতন “কাঁজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

করিয়া বলিল যেসে মরে নাই, কিন্তু অনেকে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বাহা হউক, সেইদিন হইতে তাহার শিক্ষা হইল। সে অবিলম্বে বাকী কাজগুলি কয়েক দিনে শেষ করিয়া যথা সময়ে যথা কর্তব্য জ্ঞান অর্জন করিল। কথায় ও কার্যে ঠিক রাখা মানব চরিত্রের একটি আবশ্যকীয় উপাদান কিন্তু আমাদের দেশের অনেকেরই এই অতি আবশ্যকীয় গুণ নাই এই জন্ত এত দুর্দশা।

ভূতিকা সংবাদ

(বিশেষ সংবাদ দাতার পত্র)।

—(০)—

কোন সময়ে একজন জাপানী কৃষক সং-কার্য করিয়া স্বর্গে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল, স্বর্গের নানা প্রকার ঐশ্বর্য দেখিয়া সে স্বাধীন ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে একটা এক-জিবিশনের দ্বারে উপস্থিত হইল। দার রক্ষক সাদরে তাহাকে সেই প্রদর্শনী গৃহের মধ্যে লইয়া তাহার ভিতর মর্ত্যলোকে মানবের কৃত কর্মের বহু দৃশ্য দেখাইতে লাগিল। একটা গৃহ কক্ষে প্রবেশ করিল এবং একটা সুন্দর গ্রাস কেশের ভিতর কতকগুলি নানা আকারের মাংসখণ্ডের দ্বারা অঙ্কিত রকমের জিনিস সাজান রাখিয়াছে দেখিল।

কৃষক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এগুলি কি? ইহাতে কি “সুপ” প্রস্তুত হয়। জাপানী গণ ভারি সুপ ভালবাসে, সুপ ইহাদের একটা ভরকারী।

স্বর্গীয় সহচর বলিল “না—এগুলি মানুষের কাণ।”

মানুষের কাণ? কৃষক বিস্মিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিল—স্বর্গের লোকে কান কাটার ব্যবসা করেন নাকি।

স্বর্গীয় সহচর বলিল তাহা নয়, বাহ্য কিছু ভাল তাহাই স্বর্গে চলিয়া আসে। এই কাণ গুলি মর্ত্যের মানুষেরই কাণ ছিল। এই কর্ণ সকল যদি কেহ সং উপদেশ দিত, তাহা শুনিত কিন্তু সেই মানবগণ সহুপদেশ মনোযোগ দিয়া শুনিতেও উপদেশ মত সংকার্য্য করেনও করিত না, তাই কর্ণ দুটা স্বর্গে আসিতে পারিয়াছে কিন্তু দেহটা মর্ত্যলোকে পড়িয়া আছে।”

কৃষক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিল—সেখানেও সেইরূপ মাংসের দ্বারা অসংখ্য লম্বা লম্বা মাংস খণ্ড দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, স্বর্গীয় সহচর! এ মাংস খণ্ডগুলি কি?

“স্বর্গীয় সহচর বলিল, এগুলি মর্ত্য লোকের মানুষের জীহ্বা। এই জীহ্বাগুলি বহু সংউপদেশ লোকসকলকে দিয়াছিল, কিন্তু লোকেরা কখনও সংকার্য্য করে নাই, কথায় ও কার্যে ঠিক ছিল না। এইজন্ত তাহাদের দেহ সেখানে পড়িয়া আছে, কিন্তু জীহ্বা গুলি সর্বদাই সং কার্য্যের জন্ত স্বর্গ লাভে সমর্থ হইয়াছে—সং কার্য্যের পুরস্কার আছে। কৃষক ভূমি ধন্ত, তাই সমস্ত সংকার্য্য করিয়া আজ সম্পূর্ণ শরীরে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু পরিচাপ, বাঙ্গালার লোকের একটা কাণ বা কাটা জীহ্বা একজিবিশনে স্থান নাই—কারণ আমাদের কথায় ও ঠিক নাই। সং উপদেশ ও শুনি না কিন্তু শুনা যায়, আগে যখন বাঙ্গালীদের কথায় ও কার্যে ঠিক ছিল তখন সম্পূর্ণ শরীর লইয়াই লোকে স্বর্গে গিয়াছিল। স্বর্গের এই নূতন প্রদর্শনীর তখন সৃষ্টি হয় নাই, এখন লোকে আর গোটা দেহ লইয়া স্বর্গে যাইতেই-পায় না।

স্বর্গের সংবাদ পত্র সমূহে মাঝে মাঝে

একজ খুব আন্দোলনও হয়—এখন একেবারেই সংকর্ণ বা সং জীহ্বার আর স্বর্গে আমদানী হইতেছেনা, সেইজন্ত স্বর্গের লোকে কীত হইয়াছে যে বোধ হয় বা ক্রমে এই প্রদর্শনীটা উঠিয়া যাইবে।

EDITOR IN COUNCIL

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

—:~:—

শ্রীযুক্ত জিপুরা চরণ ভদ্র, গ্রাহক ২১৩৪, প্রঃ। মহাশয়,

“পুত্ৰজীব, বৃক্ষ কোথাও দেখিয়াছেন কি?” কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই বৃক্ষের গুণ কি আপনার প্রসিদ্ধ “কাজের লোকে” প্রকাশ করিলে কৃতার্থ হইব।

উঃ। পুত্ৰজীব বৃক্ষ ইতিপূর্বে কাছাকে বলে, আমরা জানিতাম না, সম্প্রতি কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উদ্যান মধ্যে বৃক্ষ সকলের নাম দিয়া গাছে লেবেল দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা গাছের নাম দেখিলাম পুত্ৰজীব ইহার ইংরাজী নাম দেওয়া আছে “Putanjiva Roxburghie,” বৃক্ষের আকৃতি বড়, অঙ্গুতঃ ১৮২০ ফীট উচ্চ। যখন ইহার ফল খসিয়া পড়িয়া যায়, তখন বহুলোক ইহার বীজ কুড়াইয়া লইয়া যাইত দেখিতাম, কিন্তু তখনও বৃক্ষের নাম জানিতাম না। আপনার অনুসন্ধানের অল্প আনুর্ভেদীয় শাস্ত্রের দ্রব্য গুণ সংগ্রহে দেখিতেছি, ইহা মধুর লবণ রস, রক্ষ, মগ মুত্রভেদক, চক্ষুর হিতকর এবং গর্ভ রক্ষক, বোধ হয় এইজন্ত ইহার নাম “পুত্ৰজীব” হইয়া থাকিবে। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ এবং স্নেহের উপশম কারক। কিন্তু ইহার প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। আপনি কোন ভাল দ্রব্যগুণ

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা ছিল, আর লইব না।

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

চর্মরঞ্জন কারখানা ।

বঙ্গীয় গৃহ-শিল্প-সমিতির উদ্যোগে ঢাকা চৌধুরী বাজারে একটি চর্মরঞ্জন কারখানা খোলা হইয়াছে। চর্মকারদিগকে চর্মরঞ্জন বিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রকাশ, এই কারখানার প্রস্তুত ও রঞ্জিত চর্ম অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইবে।

WHAT A TON OF COAL YIELDS.

As an illustration of the resources of modern chemistry it may be

mentioned that from one ton of ordinary gas coal may be produced 1, 500 pounds of coke, 20 gallons of ammonia water, and 140 pounds of coal tar. By destructive distillation the coal-tar will yield 69. 6 pounds of pitch, 17 pounds of Creosote, 14 pounds heavy oils, 9.5 pounds naphtha(yellow), 6.3 pounds naphthaline, 4.75 pounds naphthol, 2.25 pounds alazarin, 2.1 pounds solvent naphtha, 1.5 pounds phenol, 1.2 pounds aurine, 1.1 pounds

benzine, 1.1 pounds aniline, 0.71 of a pound toluidine, 0.49 of a pound anthracine, and 0.9 of a pound tolund toluene. From the latter is obtained the new substance known as "Saccharine" which is 230 times as sweet as the best Canesugar, one part of it giving a very sweet taste to 1,000 parts of water.—*Practical Druggist and Review of Reviews.*

ওরিয়েন্টাল ষ্টোন্স

৪৫/৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট,

(বাজারাম অক্জুরের গলির ভিতর)

কলিকাতা ।

বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানীর একমাত্র এজেন্টস্ ।

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড্ "দিল্লী বিস্কুটের" বিশেষত্ব কি ?

- (১) ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশী অর্থের ও স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন ।
- (২) ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু প্রথাতে প্রস্তুত এবং ইহাতে ডিম, চর্বি কিম্বা অন্য কোন প্রকার ধর্মহানিকর পদার্থ নাই ।
- (৩) গঠনের পারিপাট্য, স্বাদে ও লঘুতায় ইহা বিলাতী কোন বিস্কুট অপেক্ষাই হীন নহে— অধিকন্তু দামে সস্তা ।
- (৪) ভারতবর্ষে প্রস্তুত সকল বিস্কুটের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম—এ কথা প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই সর্বোচ্চ পুরস্কার ও পদক প্রাপ্তির দ্বারা বরাবর স্বীকৃত হইয়াছে ।

ক্রীম—	১৮/১০	(১ পাউণ্ড টীন)
থিন্ এরাকট—	১৮/০	"
মিল্ড হাউসহোল্ড—	১৮/০	"
জেম—	১৮/১০	"
লেমন—	১৮/০	"
নাইফ—	১৮/০	"

কাজের লোক আফিস ।

১৭নং অক্জুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ।

এই কারখানার উদ্দেশ্য হলো, দেশের লোকের চর্মরঞ্জন করা এবং দেশের লোকের চর্মরঞ্জন করার জন্য একটি কারখানা খোলার।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর ।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ী স্বভাগময় হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে সুকুটুম্বী রাজ্যধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। বীহার যেক্রপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে

জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১/ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১/ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। উজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা ।

দ্বিভিন্ন বিব জন্য বীহাষের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভ্রম সমাজে মিশিবার অন্তর্য হইয়াছে, শরীরের কাশি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৪০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, “খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহীন হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বামী বলগ্রন্থ। সঞ্চিত পোণিতকে জলীয় বর্ষাবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া স্নেহে স্নেহে উপকার করে। এত আশু বলগ্রন্থ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং জিপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

কৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



আফিসের বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখ ফেরবার বেলায় এক ডজন “কান্ট্রাইডিন”
যেন আন্ডুলোত না। এক ডজন কিনলে ২০ ন টাকাতেই হবে।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা**

কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ঐহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র ।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সরিবেশিত । মূল্য ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন ।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত । কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে যেরূপে বসিয়া অশ্রান্ত কাজ ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক শুদ্ধ রহস্য আছে বাহা কেহ কাহা-কেও শিখায় না । সামান্য যে করণানী আছে, কেবল ১০ আনা মূল্যে দেওয়া হই-তেছে । ডাঃ মান্নল ভি, পি, স্বতন্ত্র ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাজীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অত্মরোধ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইংরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনার্যাস সাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-লিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তক-খানিই যেন জ্ঞান করিবেন । মূল্য ১০ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র । কাপড়ে বাকান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত । সামান্যই আনইয়াছি, সুতরাং সবার অর্জার করুন ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কলি সন্ধিও অতি অনার্যাস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদ্দা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু সামান্য পরিভ্রম, অব্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সরিবেশিত হইয়াছে । কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্জার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসকাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান । মূল্য ১০০ আনা । ভি, পি স্বতন্ত্র ।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ১০০ ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমা-দের বেশী কর্মচারী নাই যে, সর্বদাই এই কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় । সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । বাহা আমা-দের নাই, কেমন পুস্তকও অর্জার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন শেলেও পুস্তক রাখা হয় । নে বকোবতের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানার পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রটের সেন, বহুবাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিরাছি, যখন চক্ষুর লোব ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরস্বকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু তাহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয় ; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সামগ্রী । আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি । চক্ষুর বিবরণ আমাদের কাছে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-পরীক্ষাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থাপক চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই ।
ডে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা ।

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক সফল চিকিৎসা বিবরণক মাসিক পত্র মফঃসলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য সড়াক ২২ মাত্র ।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্যাব্যাক,

আলুগুড়িয়া পোঃ, মেলা নদীয়া ।

কাজের লোক, কলিকাতা।

৬ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৫ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫, প্রত্যেকখানি ৥৭০।

হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী নামে সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল্য ১ বাত।

শ্রী গুরুদাস চ.টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা জুল পাঠ্য বাবতীর ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। জটিল নানা প্রকার এটলাস, মোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা পূর্ত করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্জহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্স্ট্রাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

শিত, মাল, বর্ডার, আভিষ্কার গৃহস্থায়ী সমস্ত কার্য ও দরজা, জানলা ইত্যাদি অতি সুন্দর খিটকর কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া কারখানার নকশা পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এক্সিমেন্ট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের নথিও অর্ডার দ্বারা সমস্ত অর্ডার জরিপ পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:কে আদায় হয়। দর ও প্রমাণ প্রার্থনা করুন।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হঠাৎ ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সার্বধান রোগী অপের ও মেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই মেখে, ফুৎ, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীত ও নিশ্চিন্ত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।
* সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাসীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিং বাস

একমাত্র সর্বোষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবাসের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে সমস্তর শেষ (৩) সস্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি সে মতি বখাও, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে বেখুন। মূল্য বড় ২৫০, ছোট (অর্ধেক) ১৫০।

আর, লগিন এও কোং—মানুস্যাক্চারিং কেমিকেল্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কন্ডারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৮ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ " "	৫ " "	৪ " "	৩ " "
৩ " "	৩ " "	৩ " "	২ " "
১ কলাম	৫ " "	২ " "	২ " "
২ " "	১৫ " "	১ " "	১ " "

৩২ বৎসরের কালক। ইহার কম বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্যাদক্ষ

“কাজের লোক”।

১৭ নং অক্টুর দস্তুর লেন, বহুবাজার, কলি কাতা।



কেশরঞ্জন

ওগের তুলনায় অদ্বিতীয়।

কেশকোমল ও মন্থন করিতে—কেশরঞ্জনের নাম
দ্বিতীয় উপাদান আর নাই। কেশের উন্নতি, উজ্জলতা
বৃদ্ধি ও মন্থনতা সাধন করিতেই কেশরঞ্জনের আবির্ভাব ও
নামের সার্থকতা। টাক নিবারণে ও অকালে কেশপকতা
নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়।

এক শিশির মূল্য ১৮ টাকা, মাণ্ডলাদি ১/০ আনা।

মেডিক্যাল এন্ড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অফ কেমিক্যাল ইণ্ডস্ট্রির সভা,

জীনগেন্দ্রনাথ সেন ও পুত্র কবিরাজের আয়ুর্বেদীয় ওষধালয়, ১৮/১ ও ১২ নং চিংপুর বোড, কলিকতা।

বিশুদ্ধ হীরামতি অপেক্ষাও একবিন্দু বিশুদ্ধ শোণিতের মূল্য বেশী।

খুব সোজা কথায় বুঝাইয়া দিই। আপনি হয় ত খুব
ক্ষীণ ও ঐশ্বর্যবান। কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে, কষ্ট-ফলে আপনার
শোণিত-বিকৃতি ঘটিয়াছে। কবে কোন ঐষধের সঙ্গে পার্থক্য
সেবন করিয়াছিলেন—তাহার ফল দেখা দিয়াছে। গানের
সর্বোচ্চ চাকা চাকা দাগ, ফোটক, ক্ষত, কষ্টগ্রস্ত-ক্ষীণ
অনিদ্রা, অক্ষুধা প্রভৃতি লইয়া আপনি বড়ই ভুগিতেছেন।
হয়তঃ—বাহিরের কোন কাজে আপনাকে ঘাইতে হইল।
আপনি বড় জুড়ী চড়িয়া হীরা মতিতে ভূষিত হইয়া বহুমূল্য
পোষাকে দেহাবৃত করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। পথে হয়তঃ
রোগের যাতনা খুব বৃদ্ধি হইল। তখনই কি আক্ষেপের
সহিত আপনি বলিবেন না—“হায়! এ হীরামতি অপেক্ষা
লবণবিন্দু বিশুদ্ধ-শোণিত আমার শরীরে কেহ আনিয়া দিতে
পারে না।” সত্যই আপনি তখন এত অসুস্থ। যাহারা
আপনার মত কষ্ট পাইতেছেন, তাহাদেরও বলিতেছি, সময়
নষ্ট না করিয়া আমাদের আয়ুর্বেদীয় মহা-মালগা অমৃতবরী
কষায় সেবন করুন। দুই সপ্তাহে শরীরে অমৃত ভক্ষণের
ফল দেখিবেন।

এক শিশির মূল্য ১৮ টাকা; মাণ্ডলাদি ১/০ আনা।

তিন শিশির মূল্য ৫০ আনা।

নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সন্থকীয় ২টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি
এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সন্থকে যাহারা গবেষণা ও হৃদয়পূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে
পারিবেন, তাহাদিগকে যোগ্যতাসম্মানে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০

২য় পুরস্কার ৫০০

৩য় পুরস্কার ২৫০

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০

২য় পুরস্কার ৩০০

৩য় পুরস্কার ১০০

৪র্থ পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ৫০ হিসাবে

৫ম পুরস্কার (১০টি) প্রত্যেকটি ১০ হিসাবে

নিয়ম:—যাহাদের কৃষি কার্যে অগ্রগতি আছে, তাহাদের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন
বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ একত্রে না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে
জানিতে দেওয়া হইবে না। পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাহাকে
পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্যন্ত। আরও বিজ্ঞপ্তির
বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1, Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,

কলিকতা।

154

BENGALI TRANSLATION
CALCUTTA
1918

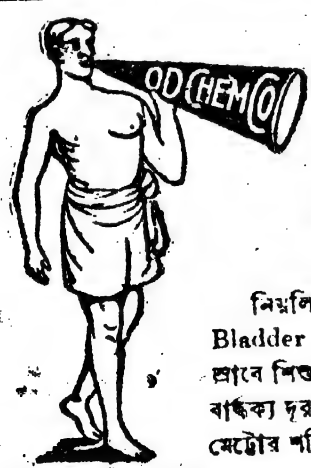
Vol 200
300/18



New Series.
June 1918

নতুন সংস্করণ।
জুন ১৯১৮।

Vol. XII.
No 6



শানমেটো। SANMETTO.

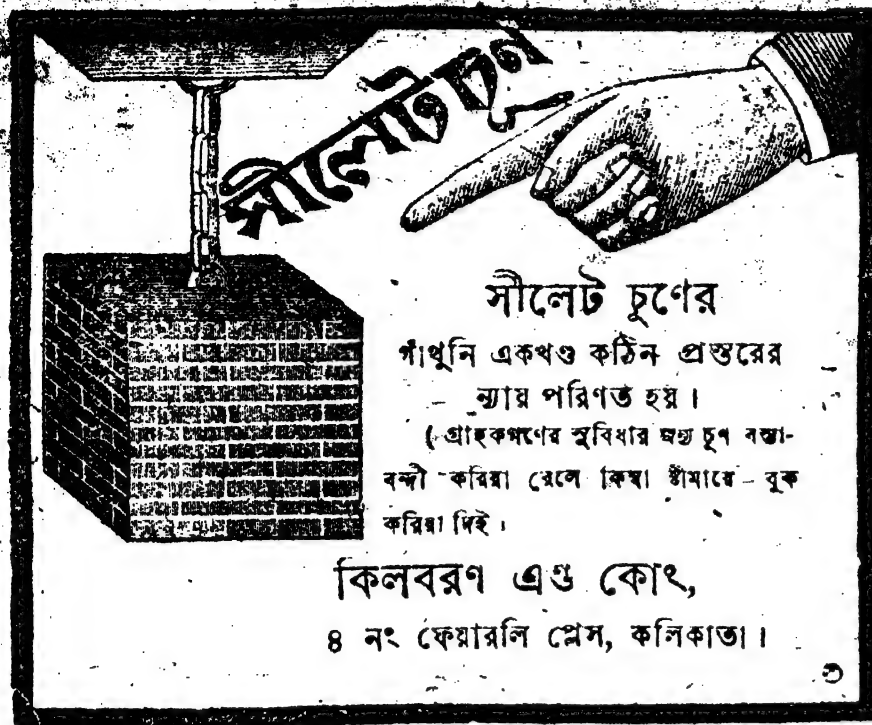
শ্রী পুরুষ ও বালক বালিকাপণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের দাবতীয় পীড়া নিবারক
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবহা করেন। মূত্রথলের (Kidney and Bladder) দাবতীয় পীড়ার প্রস্তাবকালে তীব্র বহুনাশ রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ প্রাবে নিত ও বালকপণের শয্যা মূত্র প্রায়বিক, দাহিক বা মেহশক্তি হে কোন পীড়ার অকাল বার্ষিকা দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নিরীহে ব্যবহার্য। প্রাণি গৃহেই শানমেটো থাক। উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবহা পত্র থাকে। মূল্য প্রাণি শিশি ৩/৬। সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মাকা সকল প্যাকের উপরে দেওয়া লইবেন।
অফ চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।
ODCHEM CO. 59 and 61 Barrow Street, New York U. S. A.



সীলেট চূর্ণ

সীলেট চূর্ণের
গাধুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
— দ্বারা পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূর্ণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলের দ্বারা গীমারে—বুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিভিশনে
যে এই রৌপ্য পদক প্রাপ্ত
মালেরিয়া জ্বর, ইন্ফুয়েন্সা এবং মূত্ররোগের
জন্য বাটলীওয়ালার "এণ্ড মিক্চার" এবং
"পিল" ১, ব্যবহার করিবেন। ফুর্সল-মি-
নের জন্য বাটলীওয়ালার "বালাম ক্রুট ১"।
অন্যান্য বিখ্যাত ঔষধাবলী—বাটলীওয়ালার
বিভিন্ন কুইনাইন টেবলেট ১ গ্রেন হইতে
২ গ্রেন প্রত্যেক বোতলে ১০০ পিল থাকে,
৫০ ও ১০, এণ্ড মিক্চার ছোট ৪০, কলেমোল
কলেরা এবং উদরাময় এবং বমির জন্য ১০,
দস্ত মজন ১০, টনিক পিল এম্‌ট্রিয়াল দ্বিতীয়,
রক্তহীনতা এবং আয়বিক দুর্বলতার জন্য ১০,
দাঁদের ঔষধ ১০। ভারতের সর্বত্রই বিক্রয় হয়।
Sole EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.
Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay.

স্ট্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ট্রীমোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং হেঁতপ্রদর, জরাস্থ দোষজনিত মৃতবৎসী দোষাদির জন্য সমস্ত
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহা করেন, কারণ স্ট্রীমোগের একপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
ইহা নাগাদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপদর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোদ্ভূত
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রত্যেকগণ জ্ঞান করিতেছেন। জন্মের সমস্ত লেবেলের উপর Rio
Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি ব্রিটিশ
৩৫০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাছের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের
মহোষধ।

জারমলীন

মর্দকপ্রকার জ্বরের
মহোষধ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫৮ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আব্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

চণ্ডী পাঁচন।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাছের কল্যাণী। এই
তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দন করিলে,
এক অপূর্ণ আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভা
হয়। ব্যবহারের পরেও হইে নিবস সুখী,
সকল থাকে। বাজারের চলিত তৈল আপেকা
উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আরুর্জন সঙ্গে ইহা বাঁটি তিল তৈলে
প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষার উত্তীর্ণ। কেবল
বহুতল গুঁড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।
প্রতি শিশির মূল্য ৮০ আনা, ডজন ৮০ টাকা।
তিং পি বরচ বস্ত্র জানিবেন। 'মকল'ল
পরিচালকদের বিশেষ বস্ত্র লভ্য হয়।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে মর্দকপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া
যার কুইনাইন বাইবার আবশ্যক হয় না।
চণ্ডী পাঁচন আরুর্জন নতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা
ম্যালেরিয়া সঞ্চিত কুইনাইন আটকান জ্বর,
বহুত, দীর্ঘা, ন্যাংবা, জ্বর উন্নয়ী প্রভৃতি অতি
অসহ্যসে অঙ্গ সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১৮, মাঝারি ৮০,
ছোট ৪০, গ্যাবিং ও ডাক্ষাওল বস্ত্র
লাগিবে।

রাসিক প্রত্যেক ১০, ডজন ২৮,
কোয়াট প্রত্যেক ১০, ডজন ৪০, লাল-পাইট
প্রত্যেক ১০, ডজন ২৮, কোয়াট ১০, ডজন
৮০ টাকা।

পি, এম, সিং এন্ড কোং, লেন্স কোম্পানী, বি, সি, চার্টার্ড, ৬৮ নং সফারীয়ালা সেন, কলিকাতা।

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টী সেট

“কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৯০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— * * *
is replete with useful articles on art and Industry.
Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and
speculation.” *Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an
excellent trade journal, devoted to useful art and
manufacture *Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine
is the serial publication of recipes relating to
patent medicines and manufacture of articles of
every day necessity, etc. We heartily wish our
contemporary all success in his noble endeavours.”

The Indian Nation.

* * * “The Businessman” is on the whole an
excellent monthly and deserves wide circulation.
The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an
appeal, no one who would not profit in mind and
in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে
সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুনির্মিত ও
আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাঙ্গ পাঠ না করিলে
প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-
খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সজ্ঞা বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা
বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা
সম্পাদকেরা কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন
পূর্ণতা লাভ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত
হইলাম। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ
গুলি সেরূপ সারসংক্ষেপ, সেইরূপই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী
বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার
কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা
এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই
কাজের লোক হওয়া যায় * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাতে
অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্বাধিত ও উন্নতি কামনা
করি।” খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাজেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

যেদিনী বাকব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক
পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি
জ্ঞান, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে।
পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়েহীন
“বেকারের” বন্ধু। * * * বিজ্ঞানচর্চাপত্র

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য
শিক্ষা করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন
করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়ো-
জনীয় জ্ঞান প্রভৃতির প্রণালী, শিল্পের পরিচর প্রভৃতি অবশ্য
জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর
নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাহী”, “বঙ্গ-
বাসী”, “বঙ্গবন্ধু”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রের তুলনায়
প্রাধান্য করিয়াছেন, চুপের বিষয়, বাণিজ্যবলত: সকলগুলি
হিতে পারিলাম না।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

এনোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এনোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বস্ত্র ও অন্যান্য, সুগন্ধিভূষা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অভ্যন্তরীণ মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্বাভাবিক নহে) বিস্তৃত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম ৫ ও ১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৬০ ও ১১৫। সুগার প্লোবিউন গিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড ।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, পার্শী ও ইহনী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। বৌদ্ধাদি দিব্য মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বনেন্দ্ৰ মাহিম" "সুখে থাক ইত্যাদি লেণা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক, টাইম্পিস, সোনা রূপার গ্যাকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে কলসী প্রকাশিত
পোস্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি
যাইয়া কলসী দেখাইয়া আসিবেন। অল্পই
মূল্যে।

সেই যাম ওস্ত এণ্ড সন্স,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট,

কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ ।

- ১। রক খোদাই, ইলেকট্রিক, ড্রিক, হাপটোন রক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্রাকার্ড, প্রভৃতি অতি সস্তরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৫ নং অক্ষয় নগর রোড, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২০০ দশ টাকার বিক্রয় হইতেছে। যদি একঘারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

মাস্টেনজার “কাজের লোক”

১৭ নং অজুর হাটের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী। হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৯ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, তবানীপুর, কলিকাতা। ঢাক, ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পরস।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস, কোটা-কেলা বস ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০০ শিশি বর্ষাক্রমে ২১০, ৩৬০, ৪৮০, ৭২০ ও ১২০০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস, পিলিউলস ইত্যাদিও স্থলভ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত; কাগড়ে বাধান মূল্য ১০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৫০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ যাদেরই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়-মেডিকা; কাগড়ে বাধান মূল্য ৫০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ যাদেরই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও কার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাগড়ে বাধান মূল্য ১০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্ববহৎ মেটরিয়-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাগড়ে বাধান মূল্য ১০ টাকা।
- ৭। জননেদ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৫০ আনা।
- ৮। বাবলারী—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাগড়ে বাধান মূল্য ৫০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

বিলাসী ওষুধি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য বর্ষাক্রমে স্থলভ, অতি ভৎপূরতাসহ ওষুধি পরবর্তক।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই স্থখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খায়াপ হয় না। ইহার স্বর অতীব মধুর। শুধু গানের ইহার দান অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ইঞ্চি মূল্য ২০, ৩ ২৫,
৫ ৩ই সেট রীড, ৪ বা ৫ ইঞ্চি মূল্য ৩০, ৩ ৪৫,
৪ কিনাবাবু প্রস্তুত হারমোনিয়ম পিকা, মূল্য ২১।

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহেই কাজের লোকের মূল্য ২১০ এবং মাত্র ১০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাগজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। যকঃম্লে ডি: পি: ও ডাকমাণ্ডল দত্তর লাগিবে। ম্যানেজার, কাগজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographs and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £5.10 upwards.

Shipments of Products Sold on Account.

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Address: "ANNULAR, LONDON."

বিশেষ ড্রফ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে ৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার ক্রোমাধার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫১৬ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতি ব্যক্তি হারা সুব বাক্য—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অনন্দ্য বাইবেন। ১ সেট্‌ রিডব্লক ১৫০, ২০০ এবং ২৫০। ২ সেট্‌ রিডব্লক ২৫০, ২৭৫, ৩০০, ৩৫০, ৪০০, ৫০০ এক শুদ্ধ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৫ টাকা, ডিসকিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০০ ওভারসি অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষ। এতদ্ব্যতীত হারমোনিয়মের সুবের জন্য ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং নং বেকিং স্ট্রিট, (লালবাজারের মোড় হইতে বাম দিকে বাস ফুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীটনষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যাশ্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, খাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূবীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা অস্ত্রের পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেয়ই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকার, বেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটার কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি ১০/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকমাণ্ডল, ডিঃ শিঃ হস্তে।

কিটিংসের বক লভেজেন্স—সর্বপ্রকার সর্দি কাশির অমোঘ ঔষধ ৫০/০।

কিটিংসের বর্ণবদন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং

৭নং বোম্বেফিলস সেন, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

THE LONDON DIRECTORY

(Published Annually)

Enables traders throughout the World communicate direct with English MANUFACTURERS & DEALERS in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings;

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freight paid, on receipt of postal Order for 25s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £3.

The London Directory Company, Ltd.,
25 Abchurch Lane, London, E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



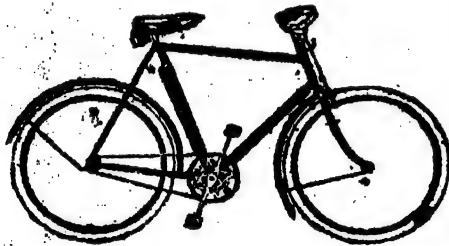
অন্যাই ভাবিতে হইবে, যে বস্তু ঐষ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সকল হয় না। আমাদের সমস্ত ঐষ বিতরণ—টাকা, আমেরিকার এমিট ঐষ প্রভৃতির বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, বোহু এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ফীরোজ এসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ আমাদের ঐষের বিতরণের জন্যই আমাদের ঐষ ব্যবস্থা করেন।

মূল্যে পরমা বাজিত পারে, কিন্তু রোগী বাচে না—এইটাই ঐষ। আমাদের মাদার ট্রিচার ১/০; ১—২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ গ্রাম পর্যন্ত ১/০। ইহার কমে আমরা পারি না। স্থানান্তরিক বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউন,

৩০ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রীট অংশ, ব্রাক:—৪৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা



প্রত্যেক কাজের লোকেরই পাইকেল আবশ্যিক। বেহেতুক আর সমস্ত অধিক কাজ করার যন্ত্রকর্ম। কলিকাতার লোকেরই যে টাই। সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সমস্তই সর্বস্ব। পাওয়া যায়। দুই পরস্পর টিকিট, পক্ষ লিখিলেই সচিব কার্য্যলয় পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর স্পিঞ্জ ডায়েন



টেরিস্ এগ, ও চেট-এক্সপাণ্ডার হাটা নিয়ম মত ব্যাখ্যা করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া হয়, ইহা প্রবৃত্ত। সুট-বল খেলার আনন্দ কাহারোও বলিতে

পারে না। সুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার ব্যবহার্য্য জিনিষ মূল্যে নিম্ন-লিখিত ঠিকানার সর্বস্ব। প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পক্ষ লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদের সনস্কৃতকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিতরণ আনন্দ উপভোগ করিতে চান, তবে একটুকর কলের গান রাখুন, ১২ বা ১৬ উৎকৃষ্ট গানসমূহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০ টাকা মাত্র। গানের প্রামোদন আছে, উল্লেখ্য যদি অগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নতুন রেকর্ডের তালিকা বর্ধমানের তাহাবিগকে পাঠাইতে পারি।

বোহু এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু: কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম বধ্যবধরূপে পালনের উপর নিম্নের নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অধিক ইন্দ্রিয় সেরনের কলে জননেত্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই হুঁড়ি হউক না কেন, উক্ত আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা বম্বদোষ ও অনিচ্ছা-কল্পণাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিণাম শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, সুব্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজবিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বথেই সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

কাসাস্তক

এই বটিকার নাম বেরূপ ইহার ভণ্ড সেজন্য । ইহা বম্বা, কফ, হাঁপানী, বরজ, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও কুস-কুসের ও শ্বাস বস্তুর অন্ত্যস্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা কফ, বম্বা প্রভৃতি রোগের অন্তক বরূপ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা সেখা বাহ্য্য মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ঔষধ । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অতিশয়ই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ পিলি ১ টাকা ।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বঙ্কিমজী ট্রাট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১১১১১ বঙ্কিমজী, কলিকাতা ।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গাহ'স্থ্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ ।
৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

New Series
June 1918.

নব পর্যায় ।
জুন ১৯১৮ ।

Vol. XII
No. 6

Business Hints.

Advice to Business Men.

The man who wishes to succeed in this age, must take some chances.

No man ever achieved success by saying and believing that it could not to be done.

When a man in trade reaches the "Sit-by" stage, he is headed for the "Good-bye" point.

The first essential of an effective advertisement is that it be sufficiently attractive to catch the eye of the reader.

When climbing the ladder of fortune, have a decent respect for those above you and consideration for those below.

Business and Living go hand in hand. A first-class living is the fruit of a prosperous business ; and a prosperous business availeth not unless it gives a first-class living.

Don't go into debt. However little you may earn, save something ; you will then acquire a habit of thrift, an indispensable element in the reach for independence, in the acquirement of responsibility and finally in gaining a large margin of leisure.

THE PENALTIES OF SUCCESS.

Every man that has made his mark in any walk of life, must feel

not only the strain of attainment, but the greater strain of sustaining himself. The author that has struck twelve in his first book is hardly dealt with by the critics if he strikes eleven the next time. The preacher who has a deserved reputation for eloquence, disappoints his audience if he does not always equal his best. The wise administrator that makes one mistake of judgment is blamed unmercifully by the graceful public that forgets his ninety-nine successes.

It is our constant strain of keeping up to a high level of efficiency that wears out the brain and nerves as nothing else.

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান ।

at the successful men and women that, apparently, have not lived out half their days, that have died in middle life or but little beyond it. Spurgeon, with his magnificent physique ; great-hearted, mighty-limbed Moody ; the talent and eloquent Frances E. Willard ; the winsome and gifted Cuthbert Hall ; the beloved Maltbie Babcock, to mention but a few names of those eminent in religious circles that occur to us. The wear and tear of political and business life are equally severe, and are felt most by those in the highest spheres. Few Presidents of the United States have lived long after their term of office expired, and there is not a single ex-President living to-day.

It is very well to say to the successful men : "Don't worry ; take things easily. The world got along very well before you came into it, and will wag on just the same after you go out of it." They know this as we do. Yet there is a responsibility that comes with opportunity which the most trustful can not escape, a strain on the physical system which the most trustful cannot escape, a strain on the physical system which the strongest must endure.

I call attention to these obvious facts that they may make some of

us more contented with our humbles lots. We are not "Napoleons of finance," but then, we have not Napoleon's load to carry. We are not gifted with eloquence ; but then, we haven't an eloquent man's reputation to sustain. We are that we shall live longer and do happier while we do live than if we exchanged places with the employer whom we envy.

It is possible for every one to live an honest, pure, God-fearing, and useful life. This, after all, is the highest type of success, and no penalties attend it.

The Christian Endeavor World

THE WEAPONS FOR THE FORTUNE,

THERE are, of course, many degrees of success, but if you are determined to achieve very great success, you must possess and cultivate the four virtues represented by the letters F. A. C. E. - Friends, Ability, Concentration, and Enthusiasm. The word F.A.C.E. will help you to keep those four cardinal points always in your mind's eye.

Emerson, one of the greatest philosophers who ever lived, said : "Our chief want in life is somebody who shall make us do what we can."

In other words we need to be driven to make full use of such talents as we have. True, the "driving" is frequently done under the guise of "leading," as in the case of the tactful wife, for instance, who expresses so profound a belief in her husband's abilities, that he simply has to succeed, if only to justify her belief. If you have not such a friend—man or woman—strong enough to keep you "toeing the mark," get one at once."

THE L. S. D. ON FRIENDSHIP.

REMEMBER, in the first place, that every time you throw away the chance of making a friend, however humble, you may be losing the finest stepping-stone to fortune which ever presented itself. "All success in life," a millionaire has said, "depends mainly upon the art of making—and keeping—friends."

It does, undoubtedly ; but such is human vanity, that we do not always like to reflect upon how much we owe to older people. The very millionaire quoted above owes all his wealth to the fact that he made a personal friend of his first office-boy—his only employee,

পুরাতন "কালের লোক" শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

PAYING INDUSTRIES FOR INDIA,

Hosiery Machines (for making Socks, Stockings, Gloves, Vests, Caps, Jabkets, &c. in fact nearly all the garments for persons of all ages). These machines can be worked by hand or power, and can be recommended both for female or boys' schools, as they will introduce into our country a new industry and are far more paying than needle work, with Singer's or other sewing machines, which only encourage the spread of foreign piece-goods. A sound and reliable machine can be had for about Rs. 150. Intending purchasers may write to the following firms or their agents :

(1). Automatic Knitting Machinery Co., Ltd., 67, Southwark Street, London, S. E.

(2). James Forster, 41, Frigate—Preston, England.

The first Company's machines are generally preferred.

Card-board Box Machinery for making fancy cardboard boxes of various shapes and styles, can be supplied by The Remus Co., Ltd., 30-34, Tabernacle Street, London, E. C. The approximate cost of the whole plant would be about Rs. 2,000 or so.

Envelope-making Machinery.—

Foreign made envelopes which are sold by stationers all over India, are made by special machinery which can be had for about Rs. 2,000 from Edwin Ermold. Manufacturer of Envelope Machinery, 652-654, Hudson Street, New York, U. S. A. With the aid of this machinery from 30,000 to 70,000 envelopes can be turned out in a day. The processes of cutting, gumming and even counting are done automatically. Apply to this Company, sending samples of the kind of envelopes you wish to make.

Brick-making Machinery.—The Arnold-Creagher Co., Brickmaking Machine Builders of Cincinnati, O, U. S. A. undertake to examine free of charge all kinds of clay for Brick and Pottery purposes and will give their expert opinion regarding the suitability of different clays. Their machinery appears to be very popular in America.

Machinery for Metal Sheet Buttons, (with four holes, hollow ground), with the help of six presses, six tools, and two stamps for impressing the name of the manufacturer, thousands of buttons can be turned out every day. Cost of this machinery would be about £60 or nearly Rs. 1,000. For further particulars apply to D. J. Keymer & Co., I, Whitefriar's Street, London, E. C.

NOTES OF INTEREST.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

এদেশের শিক্ষা।

জাপানের সহিত তুলনা করিলে এদেশের দুর্গতি সমুজ্জল হইয়া উঠে। জাপানের ১০০ জন বালক মধ্যে ৯৯ জনে এবং ১০০ জন বালিকা মধ্যে ৯৮ জনে পড়িতে জানে, ভারত-বর্ষ ১০০ বালক মধ্যে ২৩ এবং ১০০ বালিকা-মধ্যে ৩ জনে পড়িতে শিখিয়াছে।

বঙ্গের জিলা অনুসারে হিসাব।

বঙ্গদেশের জিলাগুলিতে শতকরা কত জনে লেখাপড়া শিখিয়াছে তাহা দেখিয়া প্রত্যেক জিলা স্ব স্ব মূর্ত্তার পরিমাণ বুঝিয়া লউন :—

১। দারজিলিং	১০
২। জলপাইগুড়ি	৬
৩। কোচবিহার	৭।০
৪। দিনাজপুর	৩
৫। রঙ্গপুর	৪।০
৬। মালদহ	৫
৭। বাজসাহী	৫
৮। বগুড়া	৬
৯। ময়মনসিংহ	৫
১০। ঢাকা	৮
১১। পাবনা	৫
১২। নদীয়া	৩
১৩। মুর্শিদাবাদ	৩
১৪। বীরভূম	৮
১৫। বঙ্গবান	১০
১৬। বাকুড়া	৯
১৭। মেদিনীপুর	৯
১৮। হুগলি	১১
১৯। হাওড়া	৩০
২০। চব্বিশপরগণা	১১
২১। যশোহর	৭

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লাইব না।

২২। ফরিদপুর	৬
২৩। খুলনা	৮
২৪। বরিশাল	৯
২৫। নোয়াখালি	৬
২৬। ত্রিপুরা	৭
২৭। পার্শ্বতা ত্রিপুরা	৪
২৮। পার্শ্বতা চট্টগ্রাম	৭
২৯। চট্টগ্রাম	৭
৩০। কলিকাতা	৩২

নগরে নারী সংখ্যা।

নগরে স্ত্রী পুরুষ সংখ্যায় বৈবন্ধ্য দৃষ্ট হয়।
বোম্বাই নগরে ১০০০ পুরুষে ৫৩০ জন স্ত্রী-
হাওড়ার ১০০০ পুরুষে ৫৬ জন স্ত্রী, বাস
করিতেছে।

নরনারী সংখ্যা তুল্য।

কুলি চালানো নারী সংখ্যা।

কুলি চালানো প্রত্যেক ৫ জন পুরুষে ২ জন
স্ত্রী চালান দেওয়া হয়। ইহার ফলে নারীদের
১ অংশ পতিতা হয়।

ভারতবাসীর পেশা।

ভারতবর্ষে শতকরা :—

শিল্পী	১০
বণিক	১
কৃষক	৭০
ভিক্ষুক	১৩
ছোটদোকানদার	৬
যাজক বা পুরোহিত	৯
অর্থাৎ ৩ কোটি ১৫ লক্ষ শিল্পীর ৭ লক্ষ ৪৪	
হাজার ৭০৪, বণিকের ১৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৯১	
হাজার ৭৩১ জন, কৃষকের ৪২ লক্ষ ২২ হাজার।	
২৪১ জন ভিখারির, ১৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৫৮	
জন ক্ষুদ্র দোকানীর এবং ২৭ লক্ষ ১৮ হাজার	
৮১২ জন পুরোহিতের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে।	

যৌথ কারবার।

১৯০২ সালে ভারতে :—

১৩৭৮ টা যৌথ কারবারে ৩৭ কোটি ৯০
লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৯৫ টাকা খাটিত। ঐ কার-
বার বাড়িয়া ১৯১২ সালে কারবার সংখ্যা
২৪০৯ এবং মূলধন ৬৯ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫৭ হাজার
৪৮০ টাকা হয়।

শিশুর মৃত্যু।

কলিকাতার যোড়াসাঁকো ও বড় বাজার
অঞ্চলে বতশিশু জন্মে, উহার মধ্যে হাজার
করা ৬৭৫ জন এবং আর্শেনিয়ান ষ্ট্রীটে ও রাধা
বাজারে ৫০৫ মরিয়া থাকে। লগুনে ১ হাজারে
১ শত জন মাত্র শিশু মরে। কলিকাতা নগরে
শিশু মৃত্যু অতি ভীষণ সমস্যা। এই নগরে ৯
জন শিশু জন্মিলে ৩ জন মরিবেই তাহা একরূপ
জানা কথা। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের শিশু
মৃত্যুর সহিত ইয়ুরোপের কতিপয় রাজ্য ও
জাপানের শিশু মৃত্যু তুলনা করণ :—

হাজার করা শিশু মৃত্যু :—

ইংলণ্ড	১২৭
স্কটল্যান্ড	১১৬
ফ্রান্স	১৩২
জার্মানী	১৮৬
অষ্ট্রিয়া	২০৭
রুশিয়া	১৬০
জাপান	১৬০
বঙ্গদেশ	২৭০
মাদ্রাজ	১৯৯
বোম্বাই	৩২০
পাঞ্জাব	৩০৬
যুক্তপ্রদেশ	৩৫২
বিহার	৩০৪
ব্রহ্মদেশ	৩৩২

এই কলিকাতা নগরে গড়ে ৩১০, বোম্বাই
নগরে ভদ্র পল্লীতে ৩১০, নগরের ইতর সাধা

রণদের অঞ্চলে ৪৫৫ জন মরিতেছে, লগুন
নগরে হাজারে কেবল ১০০ মরে।

মৃত্যু।

মৃত্যুর সংখ্যায়ও বাঙ্গালী পৃথিবীর অন্য
সকলকে ছাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্য
সকল প্রদেশে জন্ম হার মৃত্যু হইতে অধিক
কিন্তু বঙ্গদেশে যত মরে, তত জন্মে না। ভারত-
বর্ষের মৃত্যুহার ফ্রান্সের ১ গুণ, ডেনমার্কের ৩
গুণ, সুইডেনের ৩ গুণ এবং ইংলণ্ডের ২ গুণ।
গ্রেট ব্রিটনে শতকরা ১৫.৪
জার্মানী ১৮.৪
ফ্রান্স ১৯.৭
ভারতবর্ষে ৩২.০১ মরে
১৯১৫ সালের ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের
হাজার করা জন্ম মৃত্যুর তালিকা নিয়ে দেওয়া
গেল, উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালী
মৃত্যুর দিকেই চলিয়াছে, অন্য প্রদেশের লোক
সংখ্যা মোটের উপর বাড়ি, বঙ্গদেশেই
বাড়ে না।

হাজার করা হিসাব।

	জন্ম	মৃত্যু
বঙ্গদেশ	৩১	৩২
বিহার	৪০ এর বেশী ৩২ এর নীচে,	
আসাম	৩২ এর উপর ৩১ এর কাছাকাছি	
মাদ্রাজ	৩৯	২৯
পাঞ্জাব	৪৫	৩৫
যুক্ত প্রদেশ	প্রায় ৪৫	৩০ এর নীচে
মধ্যপ্রদেশও	প্রায় ৫০	প্রায় ৩৫
উত্তর ব্রহ্মদেশ	৩৫ এর উপর ৩০ এর উপর	
নিম্ন ব্রহ্মদেশ	৩০ এর উপর ২৫ এর নীচে	

মৃত্যু ও চিকিৎসা।

যে দেশে এতলোক মরে, সে দেশে সর্বত্রই
চিকিৎসক থাকা উচিত কিন্তু হুজুগা ক্রমে
ভারতবর্ষের একের তিন অংশ স্থানের লোকই
চিকিৎসকের সহায়তা পায়না। এই দেশের

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

লোক সাধারণত বসন্ত কলেরা আমাশয় প্রেগ ও জরে বেশী মরে। ভাল চিকিৎসার অভাবও—ইহার মুখ্য কারণ।

শতকরা হিসাব।

জরে	১৭.৬৩ মৃত্যু
প্রেগ	৩.০৭
কলেরা	১.৪৮
আমাশয়	১.০৬
বসন্ত	২.২৫

অর্থাৎ ভারবর্ষে জরে প্রতিবৎসর প্রায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার, প্রেগে ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার, কলেরায় ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার, বসন্তে ৫৮ হাজার ৫ শত মরিয়া থাকে। কি ভয়ানক মৃত্যু সংখ্যা!

কলিকাতা নগরের মৃত্যু সংখ্যা।

প্রধান প্রধান রোগে কলিকাতা নগরে ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে যত লোক মরিয়াছে তাহার তালিকা এই :—

রোগ	১৯১৫।	১৯১৬।
ডায়াইটিস	৩১৫০ প্রায়	৩১৫০ প্রায়
বসন্ত	২৩৫০	৩
যক্ষ্মা	১৫০০	প্রায় ১৫০০
আমাশয়	১৬৫০	১৯৫০
কলেরা	১৩৫০	১৩৫০
জর	১৩৫০	প্রায় ১৩৫০
ম্যালেরিয়া	১২০০	১৩৫০
নিউমোনিয়া প্রায়	৯০০	প্রায় ১০০০
টিটেনাস অর্থাৎ মছক্কির	২৭০ এর উপর	৭৫০ এর উপর।
প্রসব জন্ম	প্রায় ৪৫০	প্রায় ৪৫০

সিমলা যাত্রীর পত্র।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

বেলা ১১টা বাজিয়াছে, অফিসে জলখাবার ছুটি হইয়াছে। এই অবকাশে আমি চতুঃপার্শ্ব বাগিচা দেখিয়া বেড়াইতেছি। খুব রোদ্দ—কিন্তু এখানে তপনদেবের কিরণ তত প্রখর বোধ হয় না; এই রোদ্দে সজীবনী সুধার বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি জনৈক গহস্থের কুটার পার্শ্বেও ২১টা এই বৃক্ষ লক্ষিত হয়। আমি অফিসে ফিরিবার সময় পথি পার্শ্বে এক অপূর্ণ গোলাপ উগ্গান দেখিতে পাইলাম। এক একটা বৃক্ষ প্রায় ৪৫ হাত লম্বা, ইহার শাখা প্রশাখাগুলি প্রায় ৬ ইঞ্চি মোটা, বৃক্ষের মূল শুড়িটা প্রায় ১ইঞ্চি মোটা। এক গোলাপ বৃক্ষ ইতিপূর্বে কোথাও দেখা যায় নাই। এইরূপ একত্রে শতাধিক বৃক্ষে প্রায় চারি পাঁচ শত গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। এক একটা পুষ্প প্রায় ৬ইঞ্চি গোলাকার, আবার মধ্যে মধ্যে পবন হিলোলে ঐ পুষ্পের রাশি রাশি পাপড়ি ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহাতে উগ্গানটী যে কি অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে আমার লেখনী হার মানিল। সে বাহা হউক যেখানে ৪০০ শত সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ একত্রে সমাবেশ, তাহার স্নগন্ধে দিগন্ত আমোদিত হয়; কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ণ বিধি! এখানকার গোলাপে সোরভের লেশমাত্রও নাই।

এদেশের জন বায়ু।

এখানকার জলবায়ু, অতিশয় স্বাস্থ্যকর। পূর্বেই বলা হইয়াছে ‘বেলু’ এবং ‘কেলু’ বৃক্ষের বাতাসে মানব শরীরে নূতন শোণিত সঞ্চারিত হয় এবং দেহের মাংস বৃদ্ধি করিয়া শরীরকে ওজনে বৃদ্ধি করে। আর পাহাড়ের

ঝরণায় জল মানব দেহের পক্ষে যে কত উপকারী, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এই জলে নানা প্রকার খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকায় ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। জল এবং বায়ু এই দুইটাই মানবজীবনের প্রধান উপাদান; এখানে এই দুইটা উপকরণই সমানভাবে বর্তমান আছে। কিন্তু তাহা হইলেও এখানে সকলেরই সচরাচর একটু কোষ্ঠকাঠিন্য হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতেও কাহারও স্বাস্থ্য হানি হইতে দেখা যায় নাই।

এখানে সমুদ্র বৎসরের মধ্যে সেপ্টেম্বর অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসই পরিবর্তনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়।

সিমলা মিউনিসিপ্যালিটি এখান হইতে ৮১০, মাইল দূরস্থিত পাহাড়ের ঝরণা হইতে পাইপে করিয়া জল আনয়ন করিয়া একস্থানে জমা করিয়া রাখেন এবং সেই জল সমগ্র সিমলায় পাইপের ভিতর দিয়া সরবরাহ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এখানকার জল সোডা, চুণ প্রভৃতি দিয়া রিকাইন করা হয় না।

সিমলার অধিবাসী।

এখানকার আদীম নিবাসী অধিকাংশই পাহাড়ী। ইহারা প্রায় সকলেই অশিক্ষিত, ইহাদের ভাষা আমরা আদৌ বুঝিতে পারি না। মহিষ ছাগাদি পালন ও কৃষিকার্য ইহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এখান হইতে ৫১৬ মাইল নিয়ে ইহারা বাস করে; এই পাহাড়ী জাতি বড়ই পরিশ্রমী। ইহারা জী পুষ্কবে তাহাদের ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের জীলোকেরা প্রত্যহ প্রভাতে তাহাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য এই সিমলার বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে। ইহাদের মধ্যে এখনও সৌধিন্দ্র প্রবেশ করে নাই, ইহারা বেশ মোটামুটি চালে জীবন কাটায়। ইহাদের

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম /০ আনা ভাকমাগুল পাঠান।

পুরুষদের কোন পরিচ্ছদের পারিপাটা, নাই কেবল একটি পায়জামা একটি ফতুয়া তাহার উপর একটি চাপ্কান কিম্বা কোট, মস্তকে একটি পাগড়ী, আর কাহারও পায়ে নাগোরা জুতা, কেহ বা রিক্ত পদেই ভ্রমণ করিতেছে, স্ত্রীলোকেরাও পায়জামা পরিধান করে এবং ফতুয়া গায়ে দেয়, কেবল চাপ্কানের পরিবর্তে একখানি ওড়না ব্যবহার করে। ইহারা স্বর্ণ, রোপা কিম্বা মুক্তালঙ্কার ব্যবহার করে না। অলঙ্কারের মধ্যে গলায় পলার কর্ণহার, কর্ণে সেই পলার কুণ্ডল, হস্তে কংশ নির্মিত বাউটি এবং চরণে কংশ নির্মিত বাঁক। ইহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। রাজা, জমিদার প্রভৃতি উচ্চ বংশীয় ব্যক্তিদিগের চাল চলনে ইহাদের অপেক্ষা কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

ইহাদের স্ত্রীলোকেরা দেখিতে বেশ সুশ্রী, সচরাচর একটু খর্বাকৃতি। রং ফর্সা, দেহ বেশ বলিষ্ঠ। তবে হৃৎকের বিষয় এই ইহাদের খগরাজ বিনির্দিত নাসিকাও নাই আর খঞ্জন জিনিয়া নেত্রও নাই। ইহাদের ললাট প্রশস্ত, মস্তকের কেশদাম ফণিনী বেশে পৃষ্ঠদেশে দোহুলামান, কর্ণ দুইটি লম্বা, চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র ও রক্তবর্ণ। গাসিকাটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং একটু চেপ্টা, ওষ্ঠ যুগল বেশ রক্তাক্ত কিন্তু কিঞ্চিং মোটা, গণ্ড-দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতেছে। পাঠক আর অধিক কি বলিব, ইহাতেই বোধ হয় আপনার তাহাদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইয়াছে।

হিন্দুনীতি।

কৃত্তে বিশ্বহিতে দেবী বিশেষ:

পরমেশ্বরী।

প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো

বিশ্বং তদাপ্রিতম্ ॥

মহানির্দান তস্মৈ ভগবান্ মহাদেব

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

পার্কতীকে কহিয়াছিলেন, হে দেবী! পরমেশ্বরী! বিশ্বের হিত অর্থাৎ উপকার করিলে বিশ্বের ঈশ্বর প্রীত হইবেন, কারণ তিনিই বিশ্বের আত্মা, এই বিশ্ব কেবল তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। সুতরাং পরের প্রতি দয়াই শ্রেষ্ঠ পুণ্য।

“আলোচ্য সর্বশাস্ত্রানি

বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।

পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ

পরপীড়নে ॥” কবিবাক্য।

সর্ব শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ইহাই স্থির হইয়াছে যে, পরোপকারই পুণ্য এবং পরপীড়নই পাপ।

নিগুণৈশ্বপি সত্বেষু দয়াঃ

কর্কশ্বি সাধবঃ।

নহি সংহরতে জ্যোৎস্নাঃ চন্দ্র-

শচণ্ডাল বৈশ্বানি।

(হিতোপদেশ)

সাধুগণ নিগুণ ব্যক্তিকেও দয়া করিয়া থাকেন, কারণ চন্দ্র চণ্ডাল গৃহ হইতে কখন জ্যোৎস্না রশ্মি হরণ করেন না। দয়াই সর্ব শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম, যে ব্যক্তির হৃদয়ে দয়ার অভাব, সে নররূপী পিশাচ। দয়ালু ব্যক্তি সর্বদাই ক্ষমাশীল! সহজে দয়ালু ব্যক্তির অপরের সহিত মনান্তর ঘটে না। অতি পাষাণও দয়ার গুণে পদানত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করে। মনু বলিয়াছেন :—

নারুস্তদঃ শ্রাত্তার্থোহপি

ন পরদ্রোহ কর্ম্মধীঃ।

যস্মাশ্চো দ্বিজতে বাচানালোকাঃ

তামুদীরয়েৎ ॥

কোন ব্যক্তি কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইলেও তাহার মর্ম্ম পীড়াকর দোষ উল্লেখ করিবে না। বাহাতে পরের অপকার হয়, এমন কোন চিন্তা বা কার্য্য করিবে না। অথবা যে বাক্য কহিলে অস্ত্রের মর্ম্ম ব্যথা

জন্মে, কদাচ এমন মর্ম্মপীড়াকর স্বর্গপথ বিরোধী বাক্যও প্রয়োগ করিবে না। কি উচ্চনীতি। আমরা এখন এই সমূহ নীতিমার্গ উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া শাস্তিময় সংসারকেই নরকে পরিণত করিয়াছি।

ডবল বিসর্জন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

বিষ্ণুরত্নের বাড়ী থানি কাঁচা পাকায় মিশ্রিত। দুইখানি একতলা শয়ন গৃহ পাকা, তাহার কোলে পাকা দালান, দালানের ভিতর ছাদে উঠিবার সিঁড়ি, সিঁড়ির ছাদের পার্শ্বে রাধানাথের একটি ছোট কুঠারী, অধিকাংশ ঠাকুর ঘরের যে আয়তন ইহারও তাই। অন্তঃপুরের অবশিষ্ট ঘর গুলি কাঁচা, অর্থাৎ মৃৎপ্রাচীরের উপর খড়ের চাল। বহির্কোণীতে চণ্ডীমণ্ডপ ও ছাত্রদিগের একখানি লম্বা দুই চালা ঘর। ইষ্টকের প্রাচীর দ্বারা সমস্ত বাড়ী থানি বেষ্টিত। বাটীর পশ্চাতে বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা একটু ছোট বাগান ছিল। তাহাতে শাক সবজী হইত, আর কতকগুলি ফুল গাছ ছিল। অন্তঃপুরের একখানি ঘরে বিষ্ণুরত্ন ও অন্ন থানিতে অন্নপূর্ণা শয়ন করিতেন। বিষ্ণুরত্ন বাটীতে না থাকিলে ফটকের মা দালানে শয্যা পাতিত; নতুবা সে নিজের বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইত না। বহির্কোণীতে ছাত্রেরা শীতকালে চালা থানিতে ও অন্ন সময়ে চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিত, বাঁশী খুড়া বার মাসই চণ্ডীমণ্ডপে পড়িয়া থাকিত।

বেলা নাই। ফটকের মা রাধানাথের বাসনগুলা মাজিবার অন্ন গন্ধার ঘাটে গিয়াছে, অন্নপূর্ণা দালানের কোলে যে সন্ন রোগাক

টুকু ছিল, সেইখানে বসিয়া সলিতা পাকা-ইতেছেন, এমন সময়ে মাথার আধ ঘোমটা দিয়া নাপিত বউ প্রবেশ করিল। তাহার বয়স ত্রিশ পার হইলেও তাহার দেহের গঠনের গুণে যে তাহাকে নূতন দেখিত, সে কুড়ির উপর উঠিত না, তাহাকে দেখিতে মন্দ নয়, তাহার প্রাণে রসও যথেষ্ট ছিল। তাহার সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া পাড়ার লোকে তাহাকে বাজা নাপিতনী বলিত, তবে তাহার সাক্ষাতে কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। গ্রামের বউ হইলেও সে সকল পুরুষের সহিতই রসিকতা করিত। এই জন্য মন্দ লোকে তাহাকে মন্দ বলিত, আর ইহাও প্রকাশ ছিল যে, জমিদার বাড়ীর ছোট বাবু তাহাকে দুই তিন খানা সোণার গহনা দিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা তাহার সঙ্গটা বড় পছন্দ করিতেন না, তবে পাছে নাপিত বউ অসন্তুষ্ট হয়, এই জন্ত দুই চারিটা কথা কহিয়া পাশ কাটাইতেন।

নাপিত বউ বাটীতে প্রবেশ করিলে অন্নপূর্ণা তাহাকে বসিতে বলিয়া তাহার শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বিশেষ কোন কারণ না দেখাইয়া বলিল, “দিব্যা পিরতিমে হয়েছে, এখন সাজালেই হয়।” দুই একটা কথা কহিয়া অন্নপূর্ণা সলিতা লইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, অর্থাৎ নাপিত বউকে বিদায় দিতেছেন, এমন সময়ে সে বলিল, “বামুন ঠাকুর বি! একটা কথা বলিব? যদি ভাই রাগ না করিস, তা হলে, বলি; নইলে মিছে কেন মুখ নষ্ট করি?” অন্নপূর্ণা তাহার কথা শুনিতে সন্মত হইলেন। অনেক ভূমিকা করিয়া নাপিত বউ তাহার বক্তব্য বলিল। সে কি কথা, তাহা আর বলিয়া স্রুচির সীমা অতিক্রম করিব না। তৎপ্রবণে অন্নপূর্ণা অতি স্থগার সহিত বলিলেন, “দেখ, নাপিত বউ! তুমি আমার বাড়ীতে এসেছ, সেই জন্তে কিছু বললাম না; কিন্তু এক কথা যদি অজ্ঞ জায়গার বলতে, তা হ’লে এতক্ষণ ঐ মুখে

বাটার কাঠি ফুটে থাকত। নাপিত বউ রাগে গর গর করিয়া উঠিল এবং যাইবার সময় বলিয়া গেল, “ঢের ঢের সতী সাবিত্তিরি দেখিছি! নাও, আর বড়াই করতে হবে না, ছোট বাবুর হাত থেকে কেমন করে বাঁচ, দেখা যাবে।

কথাটা ফটকের মায়ের কাণে গেল। বাসনের গোছা ঘাড়ে করিয়া ভিজা কাপড়ে বাটীতে প্রবেশ করিতেই সে দেখিল, নাপিত বউ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হন্ হন্ করিয়া বাটার বাহির হইয়া যাইতেছে। ফটকের মা “কি হয়েছে? কি হয়েছে? ফের, ফের” বলিয়া কত ডাকাডাকি করিল; কিন্তু নাপিত বউ ফিরিল না। অবশেষে অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে দিদি ঠাকরণ? নাপিত বউ অমন করে কি বলতে বলতে গেল?” অন্নপূর্ণা বলিলেন, “ও কিছু নয়, তুই কাপড় ছাড়ুগে যা।” ফটকের মা যে নাপিত বউয়ের প্রস্তাব ও অন্নপূর্ণার উত্তর একেবারেই বুঝিল না, এমন বোধ হয় না। তাহার অনুমান খণ্ডে এমনও লেখে যে, নাপিত বউয়ের প্রস্তাবের সহিত ভজার বকনা খুঁজিতে আসিবার অবশ্য একটা সম্বন্ধ আছে। গত কল্যা অন্নপূর্ণার প্রতি প্রভুল বাবুর লোলুপ দৃষ্টিও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। একটু প্রয়োজন আছে বলিয়া সে একবার বাড়ী গেল এবং রাত্রিতে বিজ্ঞানত্বের চণ্ডীমণ্ডপে ফটকের শয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিল। ফটক পূর্বে জমিদার বাবুদের সরকারে লাঠিয়াল ছিল। এ কার্যে সে একজন ওস্তাদ, অনেকেই তাহাকে সদ্ধার বলিয়া মানিত ও ভয় করিত। একবার পাকুড়হাটার জমিদার কুণ্ডুবাবুদের সহিত হরিপুরের দত্ত বাবুদের একটা হাট দখল লইয়া দাঙ্গা বাধে। তাহাতে কুণ্ডুবাবুদের অনেক লোক জখম ও একটা খুন হয়। পুলিশ লে মোকদ্দমার ফটককে চালান দেয় ও তাহার

একবৎসর জেল হয়। ফটকের বিশ্বাস, দত্ত বাবুয়া ভাল করিয়া মোকদ্দমা তদবির করেন নাই এবং তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় অনেকটা বিমুখ ছিলেন। তন্নিম্ন তাহার কারাবাসকালে তাহার পরিবার বর্গের মাস-হারা দেন নাই। ইহাতে তাহারা বড় কষ্ট পাইয়াছে; কেবল তাহার মাতা বিজ্ঞানত্বের সাহায্যে উদ্ধাদিগকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই সকল কারণে জেল হইতে থালাস পাইয়া সে আর দত্ত বাবুদের চাকরী করে না, চাষ বাস করিয়া থায়। চাকরী না করিবার কারণ সে বলে, জেল খাটিয়া তাহার শরীরে আর তাকৎ নাই; কিন্তু আমরা জানি, সে তখনও দশজন লাঠিয়ালের মোহাড়া লইতে পারিত।

(৭)

গা ঢাকা অন্ধকার হইবা মাত্র নাপিত বউ এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে দত্ত বাবুদের বাগান বাড়ীতে প্রবেশ করিল। পুকুরধারে ছোটবাবু তাহার অপেক্ষায় পদচারণ করিতে ছিলেন। অল্পক্ষণের উভয়ে কি কথা বার্তা হইল। তাহাতে ছোটবাবু বড় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন “আচ্ছা, তুই যা, কি করে বাঁকা বাঁশ সোজা করতে হয়, তা আমি জানি। সহজে রাজী হবে না জেনেই আমি ভজাকে দিয়া বাঁকা পথ ঠিক করে রেখেছি।” নাপিত বউ ঘোমটা টানিয়া চলিয়া গেল, প্রভুল বাবু মনে মনে বলিলেন,

“ইহু কি দেয় রস দয়া করিলে?”

রাত্রি প্রহরাতীত হইতেই পল্লী নিস্তব্ধ হইল। ফটক তখন একগাছি বাঁশের পাকা লাঠি লইয়া আসিয়া মাতাকে ডাকিল। তাহার মাতা সদর দ্বার খুলিয়া দিল, ফটক বাটীতে প্রবেশ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিল। অন্নপূর্ণা রাত্রিতে ফটকের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ফটকের মা বলিল, “বাড়ীতে কতকগুলি কুটুম এসেছে, শোবার জায়গা

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

নেই, তাই ফটিক এখানে শুতে এসেছে।”
অন্নপূর্ণা আর বিরক্তি করিলেন না।

অন্তান্ত দিনের স্থায় অন্নপূর্ণা গৃহ মধ্যে শয়ন করিলেন, আর ফটিকের মা দালানে তাহার শয্যা পাতিল। অন্নপূর্ণার মধ্যে অন্নপূর্ণা নিজিতা হইলেন, কিন্তু যে ফটিকের মার নাসিকা ধ্বনির জ্বালয় সাত বাড়ীর লোকের সুনিত্রা হয় না, সে জাগিয়া রহিল। যত রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল, সে একটা ভাবী অমঙ্গলের গন্ধ পাইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত না হইতেই বাটীর পশ্চাতে লোক সমাগমের ও অনুচ্চস্বরে কথা বার্তার শব্দ পাওয়া গেল, তাহাতে কিন্তু অন্নপূর্ণার নিজার ব্যাঘাত হইল না। ফটিকের মা উঠিল এবং নিঃশব্দে দালানের প্রান্তভাগের দ্বার খুলিয়া ফটিককে ডাকিতে গেল; কিন্তু দেখিল, ফটিক তখন দ্বার খুলিয়া বাটীর বাহির হইয়া যাইতেছে। ফটিকও লোক সমাগমের গন্ধ পাইয়াছে, মনে করিয়া বুদ্ধা দালানের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া অন্নপূর্ণাকে জাগাইল এবং সংক্ষেপে বিপদের কথা জানাইয়া তাঁহাকে বাটী হইতে পলায়ন করিতে বলিল। অন্নপূর্ণা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল, তাহার পা উঠিল না। এদিকে বাটীর পশ্চাতে লাঠির ঠকাঠক শব্দ ও হাঁক ডাক প্রবল হইয়া উঠিল, মশাল জলিল, বিথারত্বের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া একটা গোলমাল হইতে লাগিল; কিন্তু ডাকাতের সম্মুখীন কেহই হইল না, ফটিক একা বীর বিক্রমে আট দশজন লাঠিয়ালের সহিত নড়িতে লাগিল। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া অন্নপূর্ণার জড়তা ভাঙ্গিল, তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, ফটিকের মা তাঁহার অনুসরণ করিল। ফটিক অনেকক্ষণ ধরিয়া লাঠিয়ালগণের সহিত নড়িয়া তাহা-দিগকে আটক করিয়া রাখিল; কিন্তু অন্ন-

পূর্ণাকে রক্ষা করিতে সে পারিল না। তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়া কিয়দূর যাইতে না যাইতেই একজন লাঠিয়াল তাঁহাকে ধৃত করিল। ফটিকের মা চিৎকার করিয়া উঠি-তেই আর একজন লাঠিয়াল আসিয়া তাহাকে লাঠির দ্বারা প্রহার করিল, সে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণাও চৈতন্য হারাইলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ধৃত করিয়াছিল, সে তাঁহাকে বহন করিয়া প্রস্থান করিল, ফটিকের মাকে যে প্রহার করিয়াছিল, সেও তাহার অনুসরণ করিল। যাইবার সময় সে বলিল “মাসী! বকনাটা পেয়েছি।” সে কথা ফটিকের মার কর্ণে প্রবেশ করিল না। কিয়-দূর যাইয়া লাঠিয়ালদ্বয় একটা সঙ্কেত সূচক চিৎকার করিল তৎপরে যাহারা ফটিকের সহিত লড়িতেছিল, তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ লইয়া যে যে দিকে পারিল, সে সেইদিকে দৌড়িল। ফটিক সেই সঙ্কেত ধ্বনির অর্থ জানিত, সে বুঝিল, বিপক্ষ পক্ষ কার্যোদ্ধার করিয়াছে। সে নিরুৎসাহ না হইয়া যাহারা সেই ধ্বনি করিয়াছিল, তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল; কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করিল, নৈরাশ্রে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। পথে আসিতে আসিতে তাহার মৃতবৎ জননীকে ভূপতিতা দেখিয়া তাহাকে বহন করিয়া বিথারত্বের বাটীতে উপস্থিত হইল। তখন অনেক লোক জমা হইয়াছে, তাহাদিগের সাহায্যে ফটিক তাহার জননীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া এবং যে স্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, ছিন্নবস্ত্রের দ্বারা সে স্থান বাঁধিয়া দিল। সেই রাত্রিতেই অন্নপূর্ণার অপহরণ বৃত্তান্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শুনিল, সমস্ত গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, কিন্তু ছোটবাবুর বিরুদ্ধে দুই চারি জন ইতর লোক ভিন্ন আর কেহ একটা কথাও বলিতে সাহস করিল না, বা অন্ন-

পূর্ণাকে তাঁহার পাপ কবল হইতে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইল না। সকলের মনেই কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এক জন বলিল, “গ্রামথানা মগের মুন্সুফ হয়ে উঠেছে, এখানে আর কি বউ লইয়া বাস করা চলে না।”

(ক্রমশঃ)

কার্পাস চাম।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ।

১নং পত্রিকা, ১৯১৮।

বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়া ও মাটির গুণে ভ্রমণ ভাল তুলা না জন্মিলও আজকাল তুলা, যুতা এবং কাপড়ের মূল্যাধিক্যে তুলার চাষের যাত্রা হয় মন্দের ভাল বিবেচনা করিয়া বঙ্গের অনেকে কার্পাস চাষ করিতে উদগ্রীব, হইয়াছেন তাঁহাদের অবগতির জন্ত সংক্ষেপে চাষের প্রণালী দেওয়া গেল।

কার্পাস অনেক প্রকার। তন্মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চলের গারো কার্পাস এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলের বুড়ি কাপাস বঙ্গদেশে উৎপন্ন জাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য; তুলার আঁশের দীর্ঘতা, দৃঢ়তা এবং চিকণতার উপর উহার গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। আমেরিকার, ইজিপ্টের এমন কি বোম্বাই প্রদেশের তুলার চেয়েও আমাদের বঙ্গের তুলা ঐ সকল বিষয়ে নিরুপ্ত। অধুনা বোম্বাই প্রদেশের ধারোয়ার অঞ্চলে আমেরিকার উৎকৃষ্ট কার্পাস চাষ করিয়া সফলপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কর্মচারী বাবু ভবতোষ দত্ত, বাবু বিনোদলাল মুখার্জি এবং বাবু সতীশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি যাহাদের সাহায্যে সন্ধ্যা ধারোয়ার আমেরিকা কাপাসের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা সকলেই বঙ্গে এই জাতীয় কার্পাস চাষের পক্ষ-

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

পাতী। তাই এ বৎসর বোম্বাই অঞ্চল হইতে বর্ধমান বিভাগীয়-কৃষি-দেীর বজের নানাহানে ন্যূনাধিক চারি সহস্র বিঘার চাষের উপযোগী এই জাতীয় বীজ আনয়নের সহায়তা করিতেছে। ফলাফলের উপর কৃতকার্যতা নির্ভর করে।

জমির পাট।

যে জমিতে জল দাঁড়ায় না এমন উচ্চভূমি, বাহা নাকি অড়হর চাষের উপযোগী, তাহাই কার্পাসের পক্ষেও উপযোগী; বিধাপ্রতি ৪৫ গাড়ী গোবর সার প্রয়োগ করিতে পারিলে, ভাল হয়। সম্ভবপর হইলে ছাই ও চূণ, সার প্রয়োগ বিধি। যে প্রদেশে বৃষ্টির পরিমাণ বৎসরে ৩০ ইঞ্চিতে ৪০ ইঞ্চি, তথায় কার্পাস ভাল জন্মে।

সাধারণতঃ বৎসরে দুইবার কার্পাসের বীজ বপন করা যাইতে পারে, যথা বর্ষার পূর্বে এবং শীতের পূর্বে। বর্ষাকালে যে কার্পাস হয়, তাহাতে জল সেচনের দরকার হয় না এবং ফলনেও অধিক হইয়া থাকে। এইজন্য শীতকালের চাষ বঙ্গে বন্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ।

লোকে কথায় বলে “শতক চামে মূলো, তার অর্দ্ধেক তুলো” অর্থাৎ কার্পাসের জমি আলুর জমির মত অতি সুন্দর চাষ করিয়া তৈয়ার করিতে হইবে! তারপর মই দিয়া জমি সমান করিয়া তিনফুট অন্তর অন্তর লাঙ্গলের সাহায্যে লাইন করিয়া প্রতি লাইনে দুই ফুট দূর দূর এক এক স্থানে ২৩টি করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। বপনের পূর্বে বীজ গুলি গোবরে ও ছাইয়ে ঘসিয়া লইলে অঙ্কুর তাড়াতাড়ি ফুটিয়া বাহির হয়। বীজ এমন জমির বুনিতে হইবে, যেন বপনের পর মই দিয়া জমি সমান করিতে বীজগুলি আনুমানিক মাটির ২ ইঞ্চি নীচে পড়ে। বিধাপ্রতি দুই লের বীজের দরকার হয়।

গাছের পরিচর্যা।

গাছগুলি যখন প্রায় আধ হাত লম্বা হয়, তখন প্রত্যেক স্থলের ২৩টি চারার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সতেজ গাছটি রাখিয়া অপরাগুণি উপড়াইয়া ফেলিয়া দিবে। ফলে তিন ফুট সারিতে দুই ফুট অন্তর অন্তর এক একটা সুন্দর এবং সতেজ গাছ রহিয়া যাইবে। আনুমানিক এক হাত লম্বা হইলে মাঝের ডগা ভাঙ্গিয়া দিলে গাছের কাড় হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে যখন গাছগুলি বেশ ঝাড়াল হইয়া উঠে, তখন তাহার গোড়ায় কোদালীর সাহায্যে মাটি দিতে হইবে। নচেৎ ডালপালার ভরে গাছ হেলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য যে, মাঝে মাঝে নিড়ান দিয়া জমি পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

কার্পাস সংগ্রহ।

কার্ত্তিক মাস হইতে কার্পাস ফুটিতে আরম্ভ হয়। তিন চারি মাস পর্য্যন্ত ফুটিতে থাকে। কার্পাস সংগ্রহে যদি বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সাহায্য লওয়া হয়, তবে অতি অল্প খরচে তুলা সংগ্রহ হইতে পারে। শিশির সিক্ত কার্পাস সংগ্রহ করা উচিত নয়। খোসা সমেত না তুলিয়া খোসার ভিতর হইতে তুলা তুলিয়া লইবে। ৩৪ বারে জমির সমস্ত কার্পাস তুলিতে হইবে। বিধাপ্রতি একরূপ বীজ সমেত তুলা প্রায় তিন মণ ফলে। তন্মধ্যে সাধারণতঃ দুই মণ বীজ ও এক মণ তুলা পাওয়া গিয়া থাকে।

আয়-ব্যয়।

বীজ ছাড়ান এক মণ তুলার দাম প্রায় ৩০ টাকা এবং বিধাপ্রতি খরচ ১০ টাকা হইতে ১৫ টাকা। খরচ খরচা বাদে ভাল চামে বিঘায় প্রায় ২০ টাকা লাভ থাকে। ইহার বীজ হইতে মূল্যবান তৈল হয় এবং খৈল গবাদির পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও জমির পক্ষে মূল্যবান সার।

রোগ ও প্রতিকার।

পোকার উৎপাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে কাপাসের জমি সর্বদাই পরিষ্কার রাখিতে হইবে। গাছগুলি পরিষ্কার ও সতেজ রাখিতে পারিলে রোগের আশঙ্কা কম থাকে। নিম্নলিখিত কয়েক রকম পোকার উৎপাত কার্পাস ক্ষেত্রে অনেক স্থলে দেখা যায়—

১। চূঙ্গিপোকা।

কাপাস গাছের পাতা চূঙ্গির মত জুড়িয়া যাইতে দেখিলেই বুঝিতে হইবে, চূঙ্গি পোকার উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে।

২। জাবাপোকা পাতা ও কচি ডাটার রস চুষিয়া খায়।

৩। ঝাঙ্গা পোকা গান্ধি জাতীয় লাল পোকা বিশেষ, ইহার দলে দলে কাপাসের গুটির উপর বসিয়া উহার রস চুষিয়া খায়।

৪। গুটিপোকার প্রজাপতি প্রথমতঃ কাপাসের গুটির উপর এখানে ওখানে এক একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিলে পোকা গুটি কিংবা ফুলের কুড়ির ভিতর প্রবেশ করে। আক্রান্ত পাতা এবং ডালপালা গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষেত্রের বাহিরে জ্বালাইয়া দিলে কিম্বা মাটির নীচে পুতিয়া ফেলিলে পোকার বংশ বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

শীতকালে যখন তুলা ফোটা বন্ধ হইয়া যায়, তখন কার্পাস গাছ দ্বিতীয় ফসলের জন্য রাখিয়া দিলেও যে গাছে কাপাসের আশঙ্কা কম। তাহা এবং শুষ্ক ডগা, গাছ ও গুটি জ্বালাইয়া দিতে হয়।

পোকার উৎপাতের সময় কেহ কেহ ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে গামলায় কেরোসিন মিশ্রিত জল রাখিয়া দিয়া থাকে। কেহ কেহ বা রাত্রিকালে ক্ষেত্রের নিকটবর্তী প্রদেশে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাকে। পোকা ঝাপিয়া পড়ায় কতকটা নিবৃত্তি হয়।

পুরাতন “কাঁচের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

এফ. শ্মিথ.

ডেপুটি ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার,
রাইটারস বিল্ডিংস, কলিকাতা।

জে. এন্. সরকার।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব এগ্রিকালচার,
বর্ধমান বিভাগ।

বস্ত্রশিল্পের সমুদায়।

সম্প্রতি সহযোগী “নায়ক” এ সম্বন্ধে কয়েকটা পত্ৰা নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বয়স্কট বা বহিষ্কারের যে পত্ৰা নির্দেশ করিয়াছেন, দেশের সর্বসাধারণে যদি সেই পত্ৰা অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহা হইলে কাপড়ের এই উৎকট দরটা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবার আশা করা যায়। নায়ক বলেন—“কাপড়ের বাজার চড়াইতে নামাইতে এক মারবাড়ীই পারে এবং জানে। এই যুদ্ধের গোড়া হইতে এই কাজটা মারবাড়ী খুব চতুরতার সহিত চালাইয়াছে। সেই চাতুরীর ফলে আজ দুই টাকা জোড়ার কাপড়খানা ছয় টাকা জোড়ার খরিদ করিতে হইতেছে। আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের মূল্য তিন গুণ চারিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বাবুর দল, গৃহস্থের দল কাঁচনী আরম্ভ করিয়াছেন; সকলেই বলিতেছে,—“বাপ রে, প্রাণ গেল, এইবার বুঝি দিগম্বর হইতে হয়! আর ত অগ্নিমূল্যে কাপড় কিনিতে পারিতেছি না।” এই কাঁচনী এক দিকে, অল্প দিকে দরিদ্র কুল-মহিলার সরমে মরম ফাটিয়া যাইতেছে, তাহারা বজ্রাভাবে আত্মহত্যা করিতেছে! এই সব দেখিয়া শুনিয়া সত্যই লজ্জার হেঁটমুণ্ড হইতে হয়। আমরা যে মনুষ্যত্ব বর্জিত হইতেছি, ভয়ানক দুর্জলতা আমাদের মধ্যে প্রকট হইয়াছে, আমাদের সমাজ নাই, সমাজ ধর্ম

নাই, এইটুকু মনে হইলেই লজ্জার অধোবদন হইতে হয়।

আসল কথা বাজারে এখনও পর্যাপ্ত বিলাতী বস্ত্র সঞ্চিত আছে, মাঝে মাঝে এক আধ জাহাজ কাপড় বিলাত হইতে আসিতেছে ও বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলে পর্যাপ্ত কাপড় তৈয়ার হইতেছে। ধূতীর চারি পাঁচ গুণ দাম চড়িয়া যাইবার অবস্থা এখনও বাজারের হয় নাই। যে মাল জমা আছে, তাহাতে ভারতবর্ষের বজ্রাভাব এখনও বৎসরকাল স্বচ্ছন্দে দূর হইতে পারে। তবে এ দাম চড়িল কেন? এমন চারি পাঁচ গুণ দাম চড়াইলে কে? উত্তরে বলিব, মারবাড়ীদের তেজীমন্দী খেলায়, বাজে সওয়া করার চালবাজীতেই এতটা দাম চড়াইয়া তোলা হইয়াছে। তেমন জোর আমদানী থাকিলে এ চাল চলিত না, অথবা গবর্ণমেন্ট মারবাড়ীর গলাটিপিয়া ধরিতে পারিলে কোল কন্ট্রোলারের মতন কাপড়ের কন্ট্রোলার নিযুক্ত করিয়া বাজার কুৎ করিতে পারিলে এ ডাকাতির কাণ্ড ঘটিত না।

এখন উপায়?

সর্বসে ভাল উপায় যদি বাঙ্গালী বা ভারত-বাসী অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে এককথায় সকল গোল মিটিয়া যায়। প্রত্যহ নগদ টাকার আমদানী না হইলে; প্রত্যহ খরিদ বিক্রয় না চলিলে মারবাড়ী ব্যবসায়ী পক্ষকালও টিকিয়া থাকিতে পারে না। উহাদের বাহা কিছু চালবাজী বা চাতুরী, সবই প্রত্যহ নগদ আমদানীর উপর নির্ভর করে। এক কাজ করিতে পার? এমনিও ছেঁড়া কাপড় পরি-তেছ, অমনেও মাসেককালের মধ্যে দিগম্বর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এই সময়ে অন্ততঃ তিন মাসের জন্য মারবাড়ীর দোকানে বিলাতী কাপড় খরিদ করা বন্ধ করিতে পার? মার বাড়ী দোকানদারকে এবং মারবাড়ী দোকা-

র বিলাতী এবং দেশী কলের তৈয়ারী কাপড় সকলের আবার

বয়স্কট—বহিষ্কার

করিতে পার? তিন মাস চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলে—মারবাড়ী দোকানে খরিদ বিক্রয় নী হইলে সব সায়েস্তা হইয়া যাইবে। কিন্তু এ মতলবে ধনী দরিদ্র সকলে এক হইয়া কাজ করিতে হইবে। বিবাহে, শ্রাদ্ধে, পূজায়, উৎসবে অতিমাত্রায় নূতন কাপড় কিনিবার নিয়ম তুলিয়া দেও, সামান্য দুই চারি জোড়া তাঁতের ধুতি কিনিয়া, নিয়ম রক্ষা কর। আর যে পুরাতন কাপড় সঞ্চিত আছে, তাহা পরিয়া এই তিন মাস কাটাইয়া দেও। দেখিবে, এক মাসের পরেই বিলাতী ধূতীর দাম অর্ধেক কমিয়া যাইবে। তোমরা খরিদার, ব্যবসায়ী দোকানদের লক্ষ্য। তোমরা তাহাদের পক্ষে কলতরু হইলে তাহারা যে সামগ্রীর যে মূল্য চাহিবে, তাহাই দিতে প্রস্তুত হইলে তাহারা না চাহিবে কেন? যদি দুই টাকা জোড়ার ধূতীর দাম ছয় টাকা বলিলে তোমরা স্ববোধ বালকের মত নীরবে ছয় টাকা দিয়া কাপড় খরিদ করিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলে দোকানদার তেমন ফরমাইস তোমার কাছে করিবে না কেন? দোষ ত তোমাদেরই; ভারতবর্ষের খরিদারদিগের ভদ্রতাটাই তাহাদিগকে এতটা দারিদ্র্যের নিপীড়ন করিতেছে; পার যদি খরিদারের একটা জোট বাধিয়া সকলে মিলিয়া কাপড় কেনা বন্ধ কর, ফুল বাবুয়ানী ছাড়, দরিদ্র সমাজের অগণিত দরিদ্রগণের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া স্বীয় ধনস্বর্গের বিকট বিকাশ বন্ধ রাখ। লক্ষ্মী-ছাড়া বাবুয়ানীর চাল একেবারে বর্জন কর, দেখিবে, তিন মাসের মধ্যে সমাজের শ্রী বদলাইয়া যাইবে, সমাজের নূতন শক্তি সঞ্চিত হইবে, তোমরা খরিদার, তোমাদের আর ব্যবসায়ী দোকানদারের গোলামী করিতে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

হইবে না। বাঙ্গালার ধনী দরিদ্র সবাই মিলিয়া এই কাজটি তিন মাসের জন্ত করিতে পারিবেন কি?”

সে জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালীর এত দুর্দশা?

তাপিণ তৈলের ব্যবসায়।

সম্প্রতি ইম্পেরিয়েল ইনষ্টিটিউটের বুলেটিনে প্রকাশ, ব্রিটিশ বার্নিস ব্যবসায়ীগণ ভারতবর্ষে উৎপন্ন তাপিণ-তৈল ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত সম্ভাষণক ফললাভ করিয়াছে। প্রত্যেক হান্দর ওজনের তাপিণ-তৈল বিলাতে ও আমেরিকায় ১২৪ শিলিং মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ১৯১২ অব্দে ভারতবর্ষে মোট ৪৯৩৭ হান্দর উঠিয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তাপিণ-তৈল প্রস্তুতের কল কারখানা স্থাপনের বিশেষ সুবিধা আছে। দেশীয় ধনিগণ এই সমুদয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে এদেশে বেশ লাভজনক ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি।

মিঃ ফিল্ডে শিরাজ ১৯১৭ অব্দের শেষে কলিকাতায় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির কি পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার এক হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। লবণের শতকরা ৪৯৮, সুতার বিভিন্ন প্রকারের খাত শতকরা ১৮৮, সুতার জিনিষ ১৭৩ ও তুলা ১৪৯ হারে চড়িয়াছিল। চিনি, কেরোসীন তৈল, কয়লা, নীল, পশম, ঘি, চামড়ার দাম যথাক্রমে শতকরা ৮৮, ৫৩, ১৬০, ৭১, ৩৬, ৩২, ১০ হারে বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে খাত শস্ত ও তৈল বীজের মূল্য যথাক্রমে শতকরা ৮ ও ১২ হারে কমে। মফঃস্বলে জিনিষের মূল্য তদপেক্ষা অধিক চড়িয়াছে। শুধু বঙ্গদেশে নহে, ভারতের

সর্বত্রই এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কোন কোনও প্রদেশে দ্রব্য বিশেষের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, পঞ্জাবে কেরোসিন তৈল প্রতি টিন ১০৭ টাকা বিক্রয় হইতেছে। মূল্য বৃদ্ধির সুযোগে ব্যবসায়ীগণ অতিরিক্ত পরিমাণে লাভবান হইতেছে। কিন্তু খাত শস্তের মূল্য হ্রাস হওয়ায় দেশের জনসাধারণ নিত্য ব্যবহার্য্য অপরাপর দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিতেছে না। চট্টগ্রামে সম্প্রতি সর্বপ তৈলের মূল্য দেড়গুণ চড়িয়াছে। ক্রমশঃ দ্বিগুণ আড়াই গুণও উঠিতে পারে। গবর্ণমেন্ট অগোণে প্রত্যেক ব্যবহার্য্য জিনিষের মূল্য নিরূপণ করিয়া না দিলে দেশে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হইবে। সময়।

Industries of Small Capital.

অল্প পুঁজীর কার্য্য।

CURLING FLUID.

চুল কৌকড়াইবার আরক।

A piece of Bees-wax, about the size of a pice

Olive oil . . . 1 oz.

Attar of Rose . . . 5 drops.

প্রক্রিয়া—প্রথমে মোমোমকে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহাতে অলিত অয়েলটা ঢালিয়া দিয়া মিলাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর আতর দিয়া নাড়িয়া মিলাইতে হইবে। ব্যবহার প্রণালী অঙ্গুলি দ্বারা চুলের গোড়ায় লাগাইয়া ইচ্ছামত চুল কৌকড়াইয়া বান্ধিয়া রাখিতে হইবে, ক্রমে চুল কৌকড়াইয়া যাইবে। ইহাকে পেটেন্ট করিয়া বাজারে দিলে বিক্রয় হইবে। আধুনিক বাঙ্গালীর ছেলের চুলের পারিপাঠ্য বিধানই দিবসের অর্ধেক করিয়া যায়। ক্রেতার অভাব হইবে না।

POMATUM HAIR-DYE.

পমেটম হেয়ার ডাই।

ইহা একটা অভিনব চুলের কলপ। নাইট্রেট অফ সিলভার ১ ভাগ, নাইট্রিক অ্যাসিড ২ ভাগ, উখার লোহের যে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ পড়িবে তাহার ২ ভাগ সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রে একটা থলে পিষিয়া ৪৫ ঘণ্টা এক স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর সমস্তটাকে ২ ভাগ ওটমিল চূর্ণের সহিত মিলাইয়া ঘুটিয়া ক্রিমের মত করিতে হইবে, ইহার সহিত কোনপ্রকার মিশ্র স্বেদক যথা ২১৪ কোঁটা অটো প্রভৃতি দিলে গন্ধও ভাল হইবে। চুল ফিরাইবার সময় এই পমেটম ব্যবহার করিলে চুলের পারিপাঠ্য ও সহজসাধ্য হইবে এবং ঘন কৃশবর্ণ চুলের রঙ থাকিবে।

VARNISHES FOR COLOURED PRINTS.

1. Take 1 oz. Canada balsam, and 2 oz. spirits of turpentine. Mix them together. Before this composition is applied, the drawing or print should be sized with a solution of isinglass in water, and when dry, apply the varnish with a camel's-hair brush. 2. Dissolve 1 oz. of the best isinglass in about a pint of water, by boiling it over the fire; strain it through fine muslin, and keep it for use. Dry the size on a piece of paper moderately warm, and if it glistens, it is too thick; add more water. If it soaks into the paper, it is too thin; add or diminish the isinglass till it

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

merely dulls the surface; then give your drawing two or three coats, letting it dry between each, being careful (particularly in the first coat) to bear very lightly on the brush, which should be a flat tin camel's-hair, and the size should flow freely from it, otherwise you may damage the drawing. Then take the best mastic varnish, and with it give at least three coats, and the effect will answer your most sanguine wishes. This is the method used by many eminent artists, and is found superior to any that has been tried.—3. Dilute ¼ lb. Venice turpentine with 1 gill of spirits of wine: if too thick, a little more of the last; if not enough, a little more of the former, so that you bring it to the consistence of milk; lay one coat of this on the right side of the print, and, when dry, it will shine like glass. If it be not to your liking, you may lay on another coat.

Hobby.

Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

HYPERICUM.

হাই পেরিকম।

যদি কেহ এই ঔষধের ভৈষজ্য-তত্ত্ব পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার স্মরণ থাকিতে পারে যে, হাইপেরিকম ঔষধটি কোন

বিশেষ প্রকারের আঘাত জনিত কতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাক্তার কেট—“হোমিওপ্যাথিক এন্ডার” নামক পত্রিকায় এই ঔষধ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধে হাইপেরিকমের অত্যন্ত ঔষধের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পাঠকগণের জ্ঞান এই প্রবন্ধে অতীত সারাংশ প্রদান করিলাম। আকস্মিক দুর্ভিক্ষের সময়ে এই ঔষধটির কথা মনে হইলে বহু জীবন রক্ষা হইতে পারে।

Sentiment nerves অর্থাৎ যে স্নায়ু দ্বারা আমাদের স্পর্শজ্ঞান জন্মে, সেই নার্ভ বা স্নায়ু সমূহে কোন বিশেষ প্রকারের আঘাত লাগিলে তাহার পরিমাণ অনেক স্থলে Titanus বা ধক্কটকার—ভাঙ্গা যে সংঘাতিক, তাহা সাধারণ পাঠক মাত্রের বৃত্তিতে পারেন এই বিপদ হইতে রক্ষার একমাত্র হাইপেরিকম উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিলে অতুক্তি হয় না।

হোমিওপ্যাথিক অস্ত্রোপচার বা surgical চিকিৎসায় অধিক পরিমাণে অর্গিকা, রসটক্স, লেডম্ ষ্টাফিসেগিয়া, ক্যালকেরিয়া এবং হাইপেরিকম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোন প্রকার ঘস্‌ড়ানী লাগিয়া সেখানে কালসিরে পড়া, খেঁতলান, তজ্জন্ত সেই স্থানের বেদনা, বা সর্কাসে বেদনা এই সকল স্থলে অর্গিকা উৎকৃষ্ট, কিন্তু যেখানে মাংশপেশী (Muscles and tendum) আক্রান্ত, সেখানে অর্গিকা অপেক্ষা রসটক্স ভাল—যদি রসটক্স ব্যবহারের পরেও বাতের জ্বাশ মাংশপেশীর বেদনা টাটান ভাব থাকিয়া যায়, কিন্তু চলিয়া ফিবিয়া বেড়াইলে তখন বেদনা বোধ না হয়, তখন ক্যালকেরিয়া দিলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা যায়। উপরোক্ত তিনটি ঔষধের আমাদের একটা series আছে, কিন্তু হাইপেরিকমের সহিত ইহাদের পার্থক্য স্থির করাই আবশ্যকীয় বিষয়।

হাইপেরিকম—বেঁসড়ান, খেঁতলান, মচকান

প্রভৃতি আকস্মিক আঘাত সমূহের জ্ঞান Minor remedy নিম্ন শ্রেণীর ঔষধ।

হাইপেরিকম এবং লেডাম এই দুই ঔষধ ঠিক পাশাপাশি যায়। স্নায়ু আঘাত প্রাপ্ত হইলে এই ২টি ঔষধের বিষয়ই বিবেচনাধীন হইয়া দাঁড়ায়।

মাংস পেশীর আঘাত এবং বেদনা যেমন অর্গিকা, রসটক্স এবং ক্যালকেরিয়ার কার্যক্ষেত্র, স্নায়ু সমূহের আঘাত জনিত বেদনা এবং প্রদাহ সেইরূপ লেডাম এবং হাইপেরিকমের কার্যক্ষেত্র, সুতরাং এই দুই ঔষধের প্রয়োগস্থল স্থির ও পার্থক্য নিরূপণ একান্ত আবশ্যিক।

“When the finger end or toes have been bruised or lacerated, or a nail has become pinched between a hammer and the bone, in a blow, and that nerve becomes inflamed, and you can trace the pain up along the nerve and it is gradually extending towards the body from the injured part with stinging, darting pains coming and going, or shooting up from the region of injury towards the body a dangerous condition is coming on. In this condition **Hypericum** is above all remedies the medicine to be thought of and hardly any other medicine is likely to come in.”

যখন অঙ্গুলীর মাথায় কিম্বা পদের গোঁয়া-লীতে আঘাত লাগিয়া ছিঁড়িয়া গিয়া, অথবা কোন প্রকারে হাতুড়ির আঘাত লাগিয়া, অথবা আঙ্গুলের মাথায় চিমটান গিয়া স্নায়ু মণ্ডলী আহত হয়, এবং সেই বেদনা বরাবর

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

সেই দায়ুর গতি অনুসারে শরীরের উর্দ্ধদিকে যাইতে থাকে, এবং তৎসঙ্গে সূচীবোধবৎ বেদনা সহসা আসে এবং সহসা চলিয়া যায় এবং সেই বেদনা যখন শরীরের উর্দ্ধদিকে যাইতে থাকে, তখন সেই অবস্থা অতি ভয়াবহ অর্থাৎ ধমুষ্ঠকার, ও চোয়ালবন্ধ হইবার পূর্ক লক্ষণ। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার কেণ্ট বলিয়াছেন, অত্যাশ্রয় ঔষধ মনে হইবার পূর্কে অগ্রেই হাট পেরিকমের কথা চিন্তা করা উচিত। এরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় ইহাই প্রকৃত ঔষধ।

(ক্রমশঃ)

Some Hints

চিকিৎসা সংকেত।

যে সুকল কেরাণীকে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হয়, বা যাহারা সর্বদা দাঁড়াইয়া কাজ করে, তাহাদের পক্ষে একপ্রকার ক্ষত হয়। সে স্থলে কয়েক মাত্রা Ruta রিউটা ব্যবহারে আরোগ্য সাধিত হয়।

টীকা লওয়ার পর যে কোনপ্রকার অসুখ যথা পেটের অসুখ, ক্ষীণতা প্রভৃতি উপসর্গ হইলে (Thuja) খুন্সা ব্যবহারে সে সমস্ত প্রশমিত হয়।

টীকা লইবার পূর্কে যদি মালান্ড্রুম (Malandrum) ১ মাত্রা ব্যবহার করান যায়, তাহা হইলে বাহ্যে বেশী বা হইতে পারে না।

ডাক্তার স্পেন্সার বলেন Ignatia বিবিধ চর্ম রোগেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

Homoeopathic Envoy.

ম্যালেরিয়া পীড়িত রোগীর অর বন্ধের পর কয়েক মাত্রা Alstonea মাদার টিংচার এক আউন্স জলে ১ ফোঁটা মাত্রায় প্রাতে ১বার করিয়া দেওয়ায় রোগী বলপ্রাপ্ত হয় এবং আর পুনরাক্রমণ হয় না ইহা আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কাঃ সঃ

দ্রব্য-গুণ-সংগ্রহ।

ভাংড়া (Wedelia Calendulacea)

বা

ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ভে।

ভাষানাম।

আঃ—হীজীজ, ফাঃ—জমদীর; হিং ও উঃ

—ভাংড়া, বাঃ—ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ভে; ইং—

ট্রেলিং ইক্লিপ্টা (Trailing Eclipta)

তৈঃ—গুণ্টকলগরচেট; বোম্বায়ে—পিবল-

ভাংর; গুঃ—ভাংরো; কঃ—করগমর; উঃ—

কালকেশুর্ভা।

পরিচয়।

ইহা এক প্রকার লতা। ইহা বাগানে, ক্ষেত্রে এবং জলাশয়ের পার্শ্বে জন্মিয়া থাকে। ইহা তিন প্রকার যথা—শ্বেত, হরিদ্রা ও কৃষ্ণবর্ণ। লতার যে বর্ণ, উহার ফুলেরও সেই বর্ণ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণ ভাংড়ার গাছ সচরাচর পাওয়া যায়। ইহা প্রায় এক গজ লম্বা হয়। ইহার পাতা ডালিমের পাতার স্থায় বা উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, প্রায় পুদিনার পাতার স্থায়। ইহার বীজ কাস্মিনির বীজের স্থায় বা উহা অপেক্ষা একটু ছোট ও ত্রিভুজাকার।

প্রকৃতি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে উষ্ণ ও কক্ষ।

আম্রাদ।

তিক্ত।

অপকারিতা।

উষ্ণ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের পক্ষে অপকারী।

শোষণ।

গোলমরিচ, মধু ও আদা।

প্রতিনিধি।

কোন কোন সময় নাকসিকনী ও কোন কোন সময় বাহুলী (কাপাসের বীজ)।

ক্রিয়া।

চক্ষুর জ্যোতিঃ ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে।

মাত্রা।

পাতা ৩ মাষা হইতে ৬ মাষা। রস ২ মাষা হইতে এক তোলা।

আমন্ত্রিক-প্রয়োগ।

ইহার পাতার রস পান করিলে রতিশক্তি ও চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করে। ইহা শরীরের রস শোধন করে। ইহার রস দ্বারা কুল্লি করিলে দাঁতের বেদনা ও মুখের রোগ দূর হয়। ইহার রস চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা নিবারণ হয়। ইহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্বপ্রকার দাদ ও চর্ম রোগে উপকারী। কাল ভাংড়ার রস সেবন করিলে মাথার চুল কাল হয়। ভাংড়া পাতার রস ১৩০ মাষা সন পরিমাণে লবণের সহিত মিশাইয়া পান করিলে শূলবেদনায় তৎক্ষণাত্ উপকার পাওয়া যায় ও পেটের বেদনা দূর হয়। ভাংড়ার পাতা লবণের সহিত খাইলে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা কাসি, প্লীহা প্রভৃতিতেও উপকারী।

আম্লুর্ষেদীয়া মত।

ভৃঙ্গরাজ—কটু, তীক্ষ্ণ, কক্ষ, উষ্ণবীর্ষ্য, কেশের ও ত্বকের হিতকারক, রসায়ন, বলকারক, ও দন্তের দৃঢ়তা সম্পাদক। ইহা কক্ষ, বাত, ক্রিমি, ঝাস, কাস, শোথ, আমদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ নেত্ররোগ ও শিরোরোগ নাশক। মাত্রা—১০ আনা।

মধুসহ ভৃঙ্গরাজের রস কক্ষকাসে হিতকর। তৈলের দশগুণ ভৃঙ্গ-রাজের রসের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করিবে। ইহা সেবনে ঝাস, কাশ প্রশমিত হয়। যে অল্প-পিত্তরোগীর আহাৰাস্তে বমন হয়, তাহাকে হরতকী ও ভৃঙ্গরাজচূর্ণ সমভাগে পুরাতন ইক্ষু-গুড়ের সহিত সেবন করা বিধেয়। ভৃঙ্গরাজের মূল ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ পূর্ক প্রলেপ দিলে ঘোর বরাহদাশনাঘ্ন বিসর্গ প্রশমিত হয়।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আশী ভাকমাণ্ডল পাঠান।

চুই ও ভুঙ্গরাজের রস মিলিত ৮ সের এবং ষষ্টিমধুর কক্ক ৮ তোলা সহ এক সের তিল তৈল যথাবিধি পাক করিয়া উহার নশ্ত গ্রহণ করিলে কেশের অকালপকতা নিবৃত্তি পায়। মাছের ডিম কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া কেশরাজের সহিত ভক্ষণ করিলে রাতকানা আরাম হয়।

আমরকান্তিসার রোগে কেশরাজকে জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্বক পান করিবে।

আয়ুর্বেদোক্ত কোন মথুর সহিত বিধ-মূল ছাল এবং ভুঙ্গরাজের মূল সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া পান করিলে, প্রসবাস্তে বোনী-শূল প্রশমিত হয়।

ভুঙ্গরাজের রস দ্বারা উপদংশের ক্ষত ধৌত করিবে। লোহ বা প্রস্তর নির্মিত পাত্রে ছাগীদুগ্ধ ও ভুঙ্গরাজের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যাপক করিবে। ইহার নশ্ত গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ (বেলাবৃদ্ধির সহিত যে শিরোরোগ বর্দ্ধিত হয়) প্রশমিত হয়।

ষড়বিন্দু তৈল।

এরওমূল, তগরপাছকা, শলুফা, জীবন্তী, রাক্সা, সৈন্ধব, দারচিনি, বিড়ঙ্গ, ষষ্টিমধু, শুঠ, তিলতৈল ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; তৈলেব চতুর্গুণ ভুঙ্গরাজের রস দিয়া পাক করিবে। এই তৈলের নশ্ত গ্রহণ করিলে সকল প্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

গাঙ্গারীমূল, নীলবিষ্টিফুগ, কেশকীমূল, লৌহচূর্ণ, ভুঙ্গরাজ ও ত্রিফলা দ্বারা তৈল পাক করিবে। পরে উহা লৌহপাত্রে রাখিয়া একমাসকাল মাটির ভিতরে পুতিয়া রাখিবে। তৎপরে উত্তোলন করিয়া কেশে লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ভুঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমপরিমাণে লইয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া নশ্ত টানিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নষ্ট হয়। ভুঙ্গরাজের রস একমাসকাল সেবন ও দুগ্ধপান

করিলে বল, বর্ণ ও আয়ুর্ভক্তি হয়। ভুঙ্গরাজের রস মস্তকে মর্দন করিলে কেশোদ্ভব হয়।

ডাক্তারী মত।

কম্পোজিটা জাতীয় ওয়েডেলিয়া ক্যালেন্ডুলেসিয়া নাম ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার পত্রের রস দ্বারা নশ্ত লইলে শিরোবেদনা বিনষ্ট হয়। চর্ম্মরোগে ও শিরোরোগেও এই ঔষধ ব্যবহার করা হয়। ইহার পাতার রস শুভ্রবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কেশুরিয়ার রস ও নারিকেল তৈল একত্র পাক করিয়া উপদংশীয় ক্ষতে স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। কেশুরিয়ার মূল বিরেচক ও বমনকারক, প্লীহা, যকৃৎ ও উদরী-রোগে ব্যবহার করিয়া ডাঃ জে, স্মিথ ও মুডিন শৈরিক উপকার লাভ করিয়াছেন। ইহার পাতার রসের ক্রিয়া ট্যারাক্সিকনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সস্ত কেশুরিয়া গাছ বাটিয়া ও তিলতৈল মিশাইয়া গোদে লাগাইলে উপকার হয়। ইহার পাতার রস যমনার সহিত প্রতিজ্ঞায়, কাস এবং প্লীহা ও যকৃৎের বিবুদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রলেপ গ্রন্থি-ক্ষীতি, প্লীপদ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে উপকারী। ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে দিলে কর্ণশূল প্রশ-মিত হয় এবং এরও তৈল সহ সেবনে কোষ্ঠা-শ্রিত কৃমি পতित হইয়া যায়। শুভ্রকেশ, কৃষ্ণবর্ণ করণার্থে ভুঙ্গরাজ ব্যবহৃত হয়।

হাকিম।

নূতন শিল্পবিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

—:—:—

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করি-তেছি যে, কলিকাতা বেলগাছিয়া হইতে The Business World, নামক এক খানি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় ইংরাজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। কাগজখানি

পুরাতন “কাজের লোক” খেব হইতে চলিল তৎপর লউন।

রয়াল আর্থ পেঞ্জী, আমরা মার্চ এবং এপ্রিল সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ১ম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই দুই সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্পাদক মিঃ কে. সি., সরকার F. I. P. S. (Lond) এবং মিঃ এইচ, এন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারী মিঃ হীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

আমরা এই নব সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি, এদেশে এইরূপ পত্রিকার মত পত্রিকার যত আধিক্য হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

আলোক্য সংখ্যায়—Self-supporting Education By Captain Petavel R. E. (Retd) Principal of The Maharaja of Kassim bazar's Polytechnical Institute—বিশেষঃ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, মহারাজ বাহাদুরের এই স্কুল সম্বন্ধে আমরা বহু বার “কাজের লোকে” আলোচনা করিয়াছিলাম। অত্যন্ত প্রবন্ধের মধ্যে Ice-making in small scale. The mineral wealth of India, Industreis of oil and oil cakes, Coco-nut oil etc. উল্লেখ যোগ্য।

ওঃখের বিষয়, ছাপা ভাল হইতেছে না। পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা এ ক্রটি সংশোধন হইবে বলিয়া আশা রাখি।

দেশীয় কার্বন পেপার এবং রিবন।

—:—:—

এদেশে অধুনা প্রত্যেক আফিসেই টাইপ-রাইটিং কল দ্বারা চিঠিপত্র লিখিত হইতেছে, এমন কি বহুগৃহস্থ লোকেও এখন টাইপরাইটিং কল ব্যবহার করিতেছেন। একারণে চিঠিপত্রের

নকল রাধিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে কার্কিন পেপার ব্যবহার করিতে হয়। যুদ্ধের জন্য কার্কিন পেপার ও রিবন বা ফিতা প্রভৃতির আমদানী, কম সুতরাং বাজারে বিদেশী আমদানী এই সকল দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। আমরা অকস্মাৎ মুর্শিদাবাদ, পরনামপুর, হইতে একখানি টিসু কার্কিন পেপার পাইয়া বিস্মিত এবং বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ইহা দেশী কি বিলাতি, তাহা স্থির করা কঠিন, এতই সর্বস্ব হইয়াছে। এই কার্কিন পেপার দ্বারা আমাদের নিজেদের কলে ছয় আনা কপি করিয়াছিলাম, সমস্ত কপিগুলিই সর্বস্ব হইয়াছিল। ইহার আকার ১৮ইঞ্চি X ২২ইঞ্চি ডিমাট সাইজ, ব্লু বা নীলবর্ণ। মূল্য ১ রীম ২৫ টাকা মাত্র মূল্য বিলাতির প্রায় অর্ধেক। প্রস্তুত কারক মে: বঙ্গচারী ব্রাদার্স, পরনামপুর, চোয়া পো: মুর্শিদাবাদ।

এদেশে অতি নিকট শ্রেণীর কার্কিন পেপার অনেকদিন হইতে প্রস্তুত হইয়া ডাকঘর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু এত সূক্ষ্ম Fine কাগজ, এত সর্বস্ব হইয়া যে এদেশে হইতে পারিবে, ইহা আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। প্রত্যেক এদেশীয় বাবসায়ী, পোষ্টাফিস এবং সরকারী অফিস সমূহে এই সর্বস্ব কার্কিন পেপার ব্যবহার করা উচিত নহে কি? আমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, ইহার টাইপরাইট: কলের রিবণও প্রস্তুত করিতেছেন। প্রত্যেক লোকই এই কার্কিন পেপার দেখিয়া যুগপৎ আনন্দিত এবং বিস্মিত হইবেন। শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর বল মহাশয় এই শিল্পোন্নতির উত্তোগী এবং পৃষ্ঠ-পোষক দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কিন্তু এই কার্কিন পেপার শিল্প দেশীয় শ্রমের দ্বারা সমাদৃত না হয়, তাহা হইলে

বুঝিব যে এদেশের খুবই অধঃপতন হইয়াছে, দেশীয় শিল্প বলিয়া যবেষণা এবং চিংকারের কোন মূল্য নাই। আমরা এই নূতন কারখানাটির দীর্ঘজীবন কামনা করি। কার্কিন পেপার গুলি দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

“To appear rich become Poor.”

ধনী সাজিতে যাইয়া গরীব।

—:—

আমি যদি প্রকৃতই বড় লোক অর্থাৎ ধনী হইতে চাছি, তাহা হইলে খুব সাধা সিধে ভাবেই চলিতে হয়। কিন্তু আমরা যতটা নহি, ততটা দেখাইতে যাইয়াই দরিদ্র হইয়া পড়ি। “To appear rich, we become poor., ইহা খুবই সত্য কথা। যত প্রকৃত ধনীর ইতিহাস পাঠ করা যায়, তাহার বিলাসিতা বর্জিত—অতি সাধা সিধা চাল চলনেই প্রচুর অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়া বড় বড় জনহিতকর কার্য সমূহ দ্বারা অমর কর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এদেশের এখন শতকরা ৮০ জন অপব্যয়ী। “Becoming poor to appear rich., ধনী সাজিতে যাইয়া নির্ধন হইয়া পড়িয়া থাকেন। বাস্তবিক “Pride costs us more than hunger thirst and cold,” আহার বিহার পানাদির ব্যয় অপেক্ষা জাকজমক অহঙ্কারেই আমাদের ব্যয় অধিক। কিন্তু অহুতাপ যতক্ষণ পর্যন্ত না আসে, ততক্ষণ উপদেশে ঠিক রাস্তায় কেহ চলিতে চাহে না।

এদেশের বহুলোক ধনী, দেশের হিত সাধন করিলে যে অমরত্ব লাভ হয়, তাহাও অনেকে বুঝেন, কিন্তু অনেক স্থলে তাহার to appear rich has become poor,

উপরে ঠাট বাট বেশ, কিন্তু ভিতর কাঁপা, সংস্কার্য করে কে?

অনেক এগুলো ইঞ্জিয়ান উপর দেখি যাই স্থির করেন, ভারতবাসী ধনী, অর্থ থাকিতেও ব্যয় করে না। এ আবার একটা নূতন বিপত্তি—রাজার জাতির এমন দ্রাস্ত ধারণা এদেশের পক্ষে শুভকরী নহে। যাহারা ধনী সাজিতে যাইয়া দরিদ্র হইতে প্রবাসী, তাহার নিজে, অপরের এবং দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধন করে। যে ধনী সে দরিদ্রের বেশে মিতব্যয়ী হইয়া বেড়ায়, কিন্তু যাহার সারস্ব নাই—সে সাজিয়া বড়লোক বলাইতে চায়। এই রোগটা অধুনা এদেশে বিকট আকারে উৎকট—দাঁড়াইয়াছে। মিতব্যয়ী হইয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় কর, সেই অর্থ দ্বারায় দেশের ও দেশের হিত সাধন কর, ইহাই উৎকৃষ্ট নীতি—এই নীতি যাহারা উপেক্ষা করে, তাহাদের দ্বারা দেশের হিত প্রত্যাশা করা যায় না। সঞ্চয়ী না হইলে ধনী হওয়া অসম্ভব। ধন না থাকিলে নিজের বা দেশের মঙ্গল হইতে পারে না। কিন্তু আমরা দেশের যে সকল ছেলে মেয়ের উপর ভাবিত আশা করিয়া থাকি, তাহার ঘোর বিলাসী এবং অপব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছে। ইহার বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই ধনী সন্তান এবং নিজের অবস্থার কোন পার্থক্য দেখিতে পায় না। ধনী সহিত সমানভাবে চলিতে যায়—ধনী সাজিতে যাইয়া প্রকৃতই দরিদ্র হইয়া পড়ে। সেই সকল যুবক সংসারে হুকিয়া রিক্তহস্তে আর কি করিতে পারে? তখন চাকরী ভিন্ন গতি থাকে না। দরিদ্র, কিন্তু অভ্যস্তচাল ছাড়িতে পারে না। সেই চাল দেখিয়া যাহারা ধনী ভাবে, তাহার দ্রাস্ত।

এই যে অপব্যয়িতা বিলাসিতা আমাদের যুবকগণের মধ্যে এতটা বিকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা কতকটা বর্তমান শিক্ষার

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৮০ টাকা ছিল, আর লইব না।

একটি কৃতকর্ম পিতামাতার দোষে।
সমস্যা Economy বা মিতব্যয়িতা
শিক্ষা দেওয়াই হয় না বরং বিলাসিতার
ও অপব্যয়েরই প্রভাব দেওয়া হয়। ইংলণ্ড ও
আমেরিকার শিশুদিগকেও সঞ্চয় শিক্ষার
উৎসাহদান করে পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।
এদেশে তেমন উৎসাহ দেওয়া হইলে দেশে
মিতব্যয়িতা শিক্ষা হইত, কিন্তু তেমন পদ্ধতি
এ দেশের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় অপরাধ পিতা মাতার, শৈশব
হইতে বিলাসিতা ও অপব্যয়িতা আমরা নিজে-
রাই শিক্ষা দিয়া থাকি। দীন হইলেও ছেলেকে
রাজপুত্র ও ধনী সাজাইতে না পারিলে বরং

আমরা কান্দে। সেই যে বিস্কট বিলাসিতার
ও অপব্যয়িতার রোগবীজ তাহা আমরা
অতি শৈশব কালেই সযত্নে ছেলের ভিতর
প্রবেশ করাইয়া দিই—সে ছেলে—যে আশৈশব
বিলাস সাগরে ডুবিয়া ছিল, সে কি যৌবনে
অভ্যাস ভুলিতে পারে? সে আর সঞ্চয়
করিতে পারে না—“To appear rich
becomes poor., ইহাদের আবার থাকিবে
কি, ইহারা আবার করিবে কি? চাল ঠিক
রাখিয়া বাইবে কিন্তু অল্পসংসার শূন্য। এমন
লোকের দ্বারা বড় বড় বচন ভিন্ন কাজ
পাইবে না বরং ইহারা কিছু হাতাইবার
চেষ্টায় ফিরিবে এবং সুবিধা হইলে কিছু
লইয়া সরিয়া পড়িবে।

টাকা না থাকিলে কিছু হয় না—সেই
না। সেই জন্য বসি, সাজা ধনী হইয়া
কাজ নাই, ধনবল বৃদ্ধি কর, সেই অর্থে নিজের
গ্রামের স্থানীয় উন্নতি কর, নিজেদের স্থানীয়
উন্নতি করিয়া দশজন জিলিয়া নিজেরাই
যেমন সেকালে ছিল, সেরূপ মধ্যস্থ দ্বারা
বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া মামলা মোকদ্দমার
ব্যয় কমাতে পারিলেই দেশ ধনশালী হইবে
তখন এ দেশের বিলাসিতা, জড়তা দূর হইবে
সকল লোকই তখন এদেশের মূল্য বুঝিবে
ধনী সাজিতে যাইয়া দরিদ্র হওয়া ঠিক নয়।

ওরিয়েন্টাল ষ্টোন্স

৪৫/৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট,

(বাঙ্গারাম অক্টোবর গলির ভিতর)

কলিকাতা।

বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানীর একমাত্র এজেন্টস্।

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড “দিল্লী বিস্কুটের” বিশেষত্ব কি ?

- (১) ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশী অর্থ ও স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন।
- (২) ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু প্রণালাতে প্রস্তুত এবং ইহাতে ডিম, চর্কি কিম্বা অন্য কোনক প্রকার
ধর্মাহানিকর পদার্থ নাই।
- (৩) গঠনের পারিপাট্য, স্বাস্থ্যদে ও লঘুতায় ইহা বিলাতী কোন বিস্কুট অপেক্ষাই হীন নহে—
অধিকন্তু দামে সস্তা।
- (৪) ভারতবর্ষে প্রস্তুত সকল বিস্কুটের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম—এ কথা প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই
সর্বোচ্চ পুরস্কার ও পদক প্রাপ্তির দ্বারা বরাবর স্বীকৃত হইয়াছে।

ক্রীম—

১৮/১০

(২ পাউণ্ড টীন)

থিন্ এরাবুট—

১৮/০

”

মিল্ড্ হাউসহোল্ড—

১৮/১০

”

সেম—

১৮/১০

”

ক্রসন্—

১৮/০

”

মাইন্—

১৮/০

”

ক্যাডেন্স লোক অফিস

১৭নং অক্টোবর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কালের লোক, কলিকাতা।



জবাকুশুম তৈল

গন্ধে অভুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,
নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর স্ততাগমন হইবে। সামান্য
কুটীরবাসী হইতে সুকুটুম্বারী রাজাদিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই স্ততাদিসের
প্রতীক্ষা করিতেছেন। ষাঁহার বৈরাগ্য সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়ো-
জন করিতেছেন। জবাকুশুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে



জবাকুশুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১/ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। শুজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দ্রুতি বিব জন্য ষাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার অণ বা ক্তের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভ্রম সমাজে মিশিবার অন্তরায়
হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৪০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, — কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা বত দিনের পুরাতন হউক,
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য জ্বরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান
করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা হারী কলগ্রন্থ। মক্তিত শোপিতকে অলীয় কর্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে
উপকার করে। এত আশু কলগ্রন্থ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা ক মালিস এবং

কৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



আবিসের বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখ সেরবার বেলায় এক ডজন "ক্যাছারাইডিন" যেন আনতেলোত না। এক ডজন কিনলে ২ ন টাকাতেই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ইংলিশ চাকরীর প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকনাউলারি খতম ।

অসংখ্য হাতে যেতেই জিনিস প্রস্তুত
প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপ
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-
প্রণালী ইহাতে সমিবেশিত । মূল্য
১০০ কাপি সাত্র আছে, পত্র পাঠ
পত্র লিখুন ।

সিক্রেট অফ এ নিউ ট্রেড ।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন
করিয়া অল্প পুজিতে ঘরে বসিয়া অল্প
কাজ ও চাকরী থাকা স্বত্বেও উপার্জন করিতে
পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও
অনেক গুণ রহস্য আছে বাহা কেহ কাহা-
কেও নিখার না । সামান্য বে করখানা
আছে, কেবল ১০ আনা মূল্যে নেওয়া হই-
তেছে । ডাঃ মামুল ডি, পি, খতম ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং
শ্রমিকের পঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা
প্ররোচনা করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-
প্রণালী নহে, বরং উপায়ে অল্প সময়ে ইমোরোপ
মাসেরিকার লোকে ঘনকূলের হইতে পারে,
কাজের অন্যান্য সাধ্য উপায় সহই বর্তমান
সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সাক-
্ষাৎ এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে
পারে, যখন আমরা আবার এই পুস্তক-
খানি পড়ি তখন কহিব, মূল্য ১০-
১২ কাপি । কামের লোকের পুস্তক
খানি, জিনিস প্রস্তুত । সমিবেশিত
প্রণালী, ইংলিশ চাকরী, পত্র লিখুন ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূল্য নাই অথচ কি উপায়ে
মূল্য নাই সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা
যায়, এই সকলের কবি সন্ধিও অতি অন্যান্য
সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত
পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একই
সামান্য পরিপ্রদ, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন
করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া
সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই
সমিবেশিত হইয়াছে । কৌতুহলাক্রান্ত
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য
নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার
করিবেন, পকেট সাইজ, মূল্য ১০০
১০০ পেন্সি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান ।
মূল্য ১০০ আনা । ডি, পি, খতম ।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস
প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী
পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে
জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ১০০ ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আনা-
য়ের বেশী কর্তব্য নাই যে, সর্বত্রই এই
কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা
পাঠাইতে এবং আকিসে আসিতে ব্যয় সমানই,
অনিকন্ত ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় ।
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের
লোকের প্রয়োজনের সুবিধার জন্য আমরা
এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । বাহা আনা-
য়ের নাই, কেমন পুস্তক অর্ডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন
শেষেও পুস্তক রাখা হয় । নে বন্দোবস্তের
জন্য । ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের
লোক আকিস” এই ঠিকানার পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আকিস,

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রিট, লেন,

বহুলাকার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

জাপানার পক্ষে চম্চু বড় মূল্যবান—অমূল্য
রত্নস্বরূপ । কিন্তু অনেকের মেথিয়ারি, যখন
চম্চুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য
দ্রব্যের একখানি কাঁচের চম্চু দিয়া সেই
অমূল্য চম্চুর পক্ষে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু
তাহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নিরীক্ষণ দ্বারা
উৎকৃষ্ট ব্রেলি প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয় ;
তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই
চম্চুর রক্ষার বার্থ সামগ্রী । আমরা চম্চু
পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনা ইরাছি ।
চম্চুর বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি
অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-
বিশিষ্টাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল
কলেজের ব্যবহার্য চম্চু প্রস্তুত করিয়া দিই
নে, মলিক এণ্ড কোং,
২ নং মালবারী স্ট্রিট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাকালি ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকদের
দ্বারা পরিচালিত ও এক ক্ষমতাসম্পন্ন চিকিৎসা
মাসিক পত্র মকসুদের প্রত্যেক পত্রী চিকিৎসা
সকলের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য
সতাক ২৫ মাত্র ।

ডাঃ ডি, এন, হালদার,

কার্যাব্যাক,

আম্বলবর্ডী পোঃ, মেসারী বসু

কাজের লোক, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রোগারটরী সমেৎ সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োদী প্রমাণিত। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণদাস চ.টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

৬০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্থূল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। অতিশয় নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্জহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্সট্রাক্টরস।

বেণ্ড সরাই।

শিউ, দাল, কাঠাল, প্রভৃতির গৃহস্থকার সমস্ত সামগ্রী ও বহরজা আনলা ইত্যাদি অতি মূল্যে বিক্রয় কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভাড়াভর সমস্ত পাঠাইয়া থাকি। অতিশয় দিব্যকার বা এন্ট্রিমেট চাহিলে তৎক্ষণাত পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অভ্যাসে শ্রমিক অত্যন্ত সুযোগে অত্যন্ত অল্পের অতিশয় পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি: দ্বারা আদায় হয়। বহর ও প্রকৃত সুবিধা দিই।

ভাষার লোক, কলিকাতা।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না।

এক রোপের হাজার ঐক্য আজকাল পাওয়া তা' বার, কিন্তু রাববান রোপী অর্পের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ টিক ঐক্যটাই দেখে, বুঝে, ঠাট্টা করে নেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আক্রান্ত হয়ই, খাবকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাসীসমুহ বড় হচ্ছে যে

হিন্দিংবাস

একমাত্র মনোবধ। অন্য অনেক ঐক্য থাকিতে পারে, যাহাতে আক্রান্ত হয়, কিন্তু হিন্দিংবাসের বিশেষ (১) প্রতি মাত্রার কল (২) ১০ দিনে মন্ত্রণার শেষ (৩) মস্তাহে আরোপ। এই কথগুলি যে অতি রবাব, তাহা আমাদের তালিকাশূন্যকে বড় বড় ভাঙারের প্রকৃতিবাদের মধ্যেই আছে—অব্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২০০, ছোট (অর্ধেক) ১৫০।

আর, লগিন এও কোং—মানুস্যাক্চারিং কমিউন,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রিট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিন্দিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১১ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাড়া।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	১১ টাকা প্রতি মাসে	১১ টাকা প্রতি মাসে	১১ টাকা প্রতি মাসে
২ পৃষ্ঠা	২২	২২	২২
৩ পৃষ্ঠা	৩৩	৩৩	৩৩
৪ পৃষ্ঠা	৪৪	৪৪	৪৪
৫ পৃষ্ঠা	৫৫	৫৫	৫৫
৬ পৃষ্ঠা	৬৬	৬৬	৬৬
৭ পৃষ্ঠা	৭৭	৭৭	৭৭
৮ পৃষ্ঠা	৮৮	৮৮	৮৮
৯ পৃষ্ঠা	৯৯	৯৯	৯৯
১০ পৃষ্ঠা	১১০	১১০	১১০

১২ মাসের কাকত। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাড়া। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্যাব্যয়

“কাজের লোক”।

১৭ নং প্রকৃত ঘণ্টার লেন, বহুবাজার, কলি কাতা।



কেশরঞ্জন

গুণের তুলনায় অদ্বিতীয় ।

কেশকোমল ও মন্থন করিতে—কেশরঞ্জনের ন্যায় দ্বিতীয় উপাদান আর নাই। কেশের উন্নতি, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও মন্থন সাধন করিতেই কেশরঞ্জনের আবির্ভাব ও নামের সার্থকতা। চাক নিবারণে ও অকালে কেশপকতা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়।

এক শিলির মূল্য ১৮ টাকা, মাণ্ডলাদি ৮০ আনা।

গেটিক্যাল এড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অফ কেমিক্যাল ইণ্ডস্ট্রির সভা,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন ও গুপ্ত কবিরাজের আবুর্কেন্দার ওবখালর, ১৮১ ও ১২ নং চিংপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ !

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কবি সম্বন্ধীয় ২৮টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কবি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে বাহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাহাদিগকে যোগ্যতাসমারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০

২য় পুরস্কার ৫০০

৩য় পুরস্কার ২৫০

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০

২য় পুরস্কার ৩০০

৩য় পুরস্কার ১০০

৪র্থ পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ৫০ হিসাবে

৫ম পুরস্কার (১০টি) প্রত্যেকটি ১০ হিসাবে

নিয়মঃ—তাহাদের কবি কার্যে অমুরাগ আছে, তাহাদের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২ জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিবন্দী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পদীকার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম টিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেবল চাহিলে তাহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত টিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১ নং রয়াল একসচেঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা।

CALCUTTA

Doc 100-100000

THE

BUSINESSMAN

কাডেবলোক

१२७ वर्ष,
१५ म२ था।

**New Series,
July 1918.**

નવન મશ્વરણ
જુલાઈ ૧૯૧૮

Vol. XII.
No 7.



শান্মেটো।
SANMETTO.

শ্রী গুরুত্ব ও সামাজিক বাস্তবিকতার মূখ্য ধারণা জননবোধের মাধ্যমে শীঘ্র নিবারণ
করিতে চেষ্টা করিতে হবে।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারের শানমেট্রাই ব্যবস্থা করেন। মুতকণ্ডের (Kidney and Bladder) হৃৎকীর পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার বহু মিশ্রিত প্রস্রাব বা অনাবিষ্ট প্রস্রাবে নিষ্ঠ ও বাসকগণের শয্যা মুখে স্বহিষিক, হারিক বা মেহাট্ট যে কোন পীড়ার অকাল বার্ষিক্য দূর করিয়া বোমন স্থাপন করিতে এবং মুক্ত ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্রাইর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আজি আমি কোন নেয়ার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্কিয়ে ব্যবহার্য। প্রতি গ্রহেই শাননমতো
বাঁকা উচ্চতর প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবহাণীয় থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/০ সকল ডাকারখানার পাওয়া যায়।

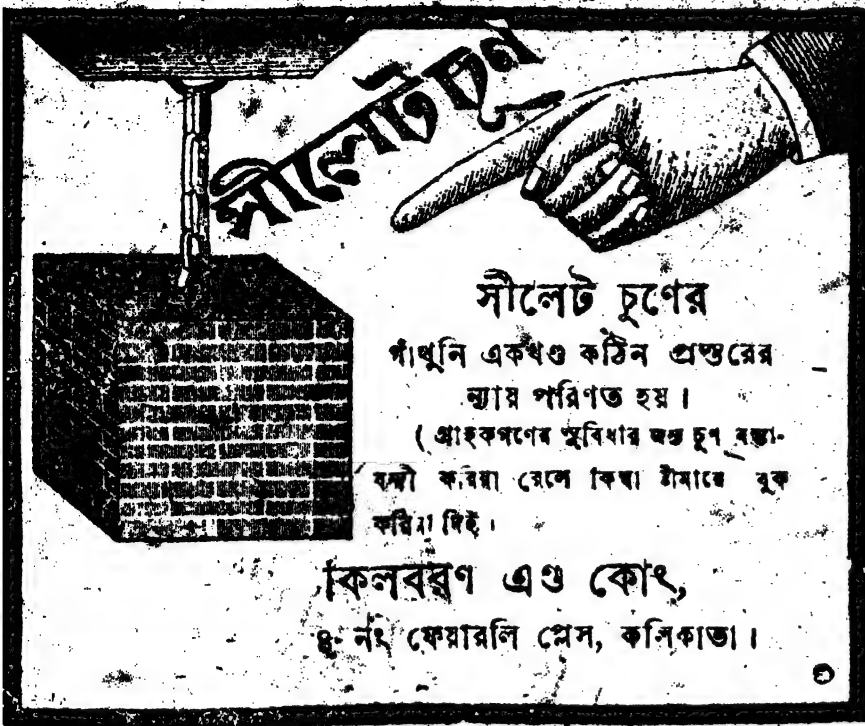
স্বাক্ষর করি নারায়ণচন্দ্র একমাত্র প্রস্তুতকারক ।

স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে অসহযোগিতা সকল প্যারাদেশ উপরে যেভাবে দেখানো হয়েছে।

କଟକ ଫିଲ୍ମ କୋର୍ପ., ୧୨ ଏବଂ ୩୨ ବାସନ୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ନିଉ ଇସ୍ପର୍କ୍, ବେଢ଼, ଏମ୍. ଏ.

OD CHEM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

কমিউনাল জায়গা, ১১ নং ব্লক, বহুবল স্টেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, কলিকাতা



সীলট চুণের
 পাখুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
 দ্বারা পরিণত হয়।
 (গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-
 বন্দী করিয়া রেলো কিম্বা ইম্বারে বুক
 করিয়া দিই।)

কিলবয়ণ এণ্ড কোং,
 ৪-নং ফেরারলি প্লেস, কলিকাতা।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিবিশনে
 স্বর্ণ এবং বর্ণিত প্রাণ
 ম্যাগেরিয়া অর, বর্ণিত প্রাণ এবং বর্ণিত প্রাণ
 অল্প বাটলীওয়ালার "এণ্ড মিক্চার" এক
 "পিল" ১১, ব্যবহার করিবেন। হর্সল পি-
 মের জন্য বাটলীওয়ালার "বাকাম কুট ১২।
 * অন্যান্য বিখ্যাত ঔষধাবলী—বাটলীওয়া-
 লার বিতরু বইনাইন টেবলেট ১ গ্রেন বইতে
 ২ গ্রেন প্রত্যেক বোতলে ১০০ পিল থাকে,
 ৫০ ও ১১, এণ্ড মিক্চার ছোট ১০, কলোরাল
 কলোরা এক: উদরাময় এবং বমির জন্য ১২,
 দস্ত মজন ১০, টনিক পিল এম্ব্রিয়াল ব্রাড,
 রক্তহীনতা এবং স্নায়বিক হর্সলতার জন্য ১৪,
 দাঁদের ঔষধ ১০। ভারতের সর্বত্রই বিক্রয় হয়।
 Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
 Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
 Worli, Laboratory Bombay
 Telegraphic Address: —
BATLIWALLA, WARLI Bombay

শ্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ **এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও** **ALETRIS CORDIAL RIO**

যাবতীয় শ্রীলোগ বধা বাধক, অতিরিক্ত, এবং বৈতণ্যের, জ্বরায়ুর্ন দোষজনিত মৃতবৎসা, দোষায়ুর্ন অল্প সময়ে
 অসুস্থের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহা করেন, কারণ শ্রীলোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
 ইহা নাশীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী
 বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
 সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রত্যায়িত হইবেন না।

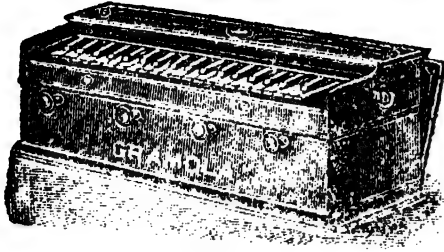
এলিট্রিস কর্ডিয়ালের স্বত্বাধিকার কেবল প্রত্যায়িত করিয়া রাখিতেছে। জারের সমরবেলের উপর Rio
 Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, কেবল তাহে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি
 ৩৫০ আনা মাত্র।

মো রাইও কেমিক্যাল কোং,
 ১৮৭০ সালে স্থাপিত।
 ১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
 আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
 (Founded 1870)
 79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাঁচের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সবশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই স্বাধীনতা আছে। ইহা সহজে খামাপ হয় না। ইহার স্বর অত্যন্ত মধুর। যুগের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট ব্রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ৩ ২৫,
৫ ৫ই সেট ব্রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩ ৩ ৪৫,
দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিখা, মূল্য ২১.

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের স্বযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রই কাজের লোকের মূল্য ২০ এবং মাত্র ১০ অধিক দিলেই ১৯১৫ সালের ৭ মূল্যের একখানি "কাঁচের লোক" হাতে পাঠাবেন। মফঃস্বলে ডি: পি: ও ডাকমাণ্ডল সতত লাগিবে। স্যানেজার, কাঁচের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographic and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814),

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Cc Address: "ANNUAIRE, LONDON"

বিশেষ দ্রব্য—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে ৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বান ধারের কুটপাথের উপর ৫৬ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন কব্বা কাঠের প্রস্তুত—স্বরণে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাঁকা—বাঁজা হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া আগে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যর বাইবেন। ১ সেট্‌ রিডবুক ১৫, ২০, এবং ২৫। ২ সেট্‌ রিডবুক ২৫, ২৭, ৩০, ৩৫, ৪০, ৫০ এবং তদুচ্চ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০০ এতদ্বির অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের স্বরের জন্য ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বান কুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে। ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান।

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি ১৬/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১/০

ডাকমাণ্ডল, ভিঃ পিঃ স্ট্রস্স।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেলস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৫০/০।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোন্ফিলস লেন, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

THE LONDON DIRECTORY (Published Annually)

Enables traders throughout the World communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply ;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings ;

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freight paid, on receipt of postal Order for 25s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £3.

The London Directory Company, Ltd.,
25, Abchurch Lane, London, E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



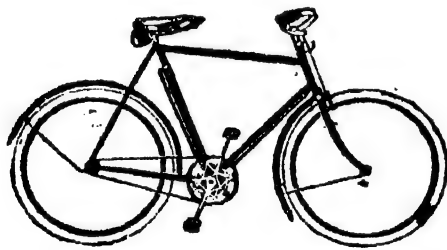
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তু ঐষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিভক্ত—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ালিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি ; ডি, এন, মায়, এম ডি ; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস ; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস ; নিতাইচরণ হানদার এল, এম, এস ; কীরোধ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস ; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্বচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিভক্ততার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। মূলভে পরসী বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচেন না—এইটাই দুঃখ।

আমাদের মাদারটিংচার ১০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পর্যন্ত ১০, ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্ট্রি,

৩০ নং হ্যারিসন রোড, কলকাতা হাট ভাণ্ডার, ব্রাক—৪৫ নং ওয়েলসলি হাট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। যেহেতুক অল্প সময়ের অধিক কাজ করার স্বরকার। কাজেরলোক কারেবই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সবজায় সর্বদা পাওয়া যায়। দুই পরসার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিৎ কলিকাতা পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর স্পিণ্ড ডায়েন



৭-৭০ না। কুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ মূলভে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন। মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



সদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা-দিগের গনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিভক্ত আশ্রয় উপভোগ করিতে চান, তবে একটুকর কলের গান রাখুন, ১২ পানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০ টাকা মাত্র। গায়কের প্রমোজন আছে, তাঁহারা যদি অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা বধাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর স্বস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে অননৈশ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই শীড়া চটক না কেন, উল্ল আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছার গুরুপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, সুবহু, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও বক্ত্রস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

কামাস্তক

এই বটিকার নাম যেকোন ইহার গুণও সেরূপ । ইহা যক্ষা, ক্ষয়, হাঁপানী, শ্বস্বতঙ্গ, গলা থুসুথু প্রভৃতি ও কুসু-ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষা প্রভৃতি রোগের অগ্রক পত্ৰপ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্য মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

হাঁপানি মামন

সকল প্রকার হাঁপানির ঔষধ । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১৯১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

কামের লোক, কলিকাতা।

ন্যাংলোরিয়া জ্বরের
নবোষধ।

জ্বরমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের
নবোষধ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫০ টাকা।

জ্বরে নিঃস্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহাৰ স্বাভাবিক।

জ্বরমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আম্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

চণ্ডী পাঁচন।

কল্যাণী তৈল।

মূল্য একডোজ ১০, ডজন ২০,
মোট ১০০ ১০০ ১০০

২৪ বটীর মধ্যে সর্বপ্রকার জ্বর হাড়িয়া
যার কুইনাইন খাইবার আবশ্যিক হয় না।
চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা
ম্যালেরিয়া স্ফুট কুইনাইন আটকান জ্বর,
বম্বত, প্রীক, নসাবা, জ্বর উন্নয়ন প্রভৃতি অতি
অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১০, মাঝারি ৫০,
ছোট ১০, প্যাকিং ও ডাকসামল বহু
লাগিত।

নামেও কল্যাণী কামেও কল্যাণী। এই
তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দন করিলে
এক অপূর্ণ আনন্দ দায়িকা স্মৃতি প্রতিভা
হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী
গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্বেদ মতে ইহা বাঁটি তিল তৈলে
প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষার উত্তীর্ণ। কেবল
যত্ন নীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।
প্রতি শিশির মূল্য ৮ আনা ডজন ৮০ টাকা।
তিঃ পি বরুণ স্বস্ত্র আমিনে। মক্কেল
বারিফার্মসিয়ার বিশেষ বহু লভ্য হয়।

মূল্য একডোজ ১০, ডজন ২০,
মোট ১০০ ১০০ ১০০

সি, এস, ডিক এন্ড কোং, লেন্স এন্ড ইন্সট্রুমেন্ট বি, সি, স্ট্রীট, ৯৬ নং লীকারীটোল রোড, কলিকাতা।

শুভাবনীয় স্বযোগ ১৯০১ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টী সেট

“কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৫০ টাকা।

আমরা কি বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—
is replete with useful articles on art and Industry.
Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”
Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture
Bengalee.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.”

The Indian Nation.

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই এক্ষণে সুন্দর, সুনিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার কাজোপায় পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানি বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।”
বনোদর।

“সত্য বলিতে কি, এক্ষণে কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাভ্যাসে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সফল হইতে পারে।”
সুন্দর।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বঙ্গদেশোন্মত্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ ও গল্প সঙ্গীত, সেইসঙ্গে উপযোগী।”
বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এক্ষণে পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

সীতার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাসিকই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

এক্সপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পত্রিলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অজ্ঞবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন “বেকারের” বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মারা কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিকা করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ প্রকার মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ বলা “হিতবাদী”, “বঙ্গ-দাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অজ্ঞান অসংখ্য সংবাদপত্রও ভুলোটা প্রমাণ করিয়াছেন, হুগলের বিষয়, স্থানভাবশক্তি সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, মুগ্ধকিঁজবা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া দখলভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। যক্ষ্মঃস্বলের অভ্যাসমুসারিক মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্বাস্য নহে) বিত্তম্ভ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গুল্ম-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ কোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২১, ৩১, ৩৬, ৪৮, ৬০ ও ১১৪। সুগার মোঃবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। যক্ষ্মঃস্বলের মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, চেম্ ড় আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

শিশি সোনার প্রস্তুত চিকণী, ডেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুলভ দমন। বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাদি দিবার মত অনেক রকম সুলভ সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। অগ্নি সঙ্কল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে কুরসী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিথিনেই আমাদের এতিনিমি লিখিয়া সঙ্কলার দেখাইয়া আসিবেন। অল্পই লিখুন।

মোঃ হান্স ওপ্ত এণ্ড সন্স,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট,

কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ !

- ১। রুক খোদাই, ইলেক্ট্রো রুক, দ্বিক, হাপটোন রুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, শ্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সস্তরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর শ্রীতি উপহার মাল করিয়া পূর্ণাঙ্গ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অক্ষয় লতের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত কাজের লোক।

অপূর্ণ প্রমাণ—২৭ টাকার স্থলে ১৭৪০ বৎ টাকার বিজ্ঞপ্তি হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে বাধ্য হইত তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া বাইতে পারে। ১০ এক আসার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রমাণের সুচীপত্র পাঠির দ্বারা, সুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা লিখিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। শত্রু লিপুন।

স্বাধীনতার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্টোবর বঙ্গের লেন, বহনকার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এও কোং ইকনমিক ফার্মেসী হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—১৩ নং হাইও স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এও কোং, ১৩ নং বহনকার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং বাল্যারোড, ডবলীপুর, কলিকাতা। টাক. ও মুদ্রা

বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিম্নলিখিত দ্রুপ ১/১০ ও ১/১৫ পরমা।

কলো ও গুইচিকিন্সার বাস, কোটা-কোলা ময় ও পুতকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৫, ৬০ ও ১০০ শিলি বৎজনে ২/১০,

১১ ও ১৭৪০ টাকা। ইংলান্ডী পুস্তক, কর্ণ, মোবিউলস, পিসিউলস ইত্যাদিও প্রস্তুত।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—২৪ সাকরণ; সচিব পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাগজে বাধান বুল্য ১/১০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিব বাধান বুল্য ৫০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাঝেরই উপকারী।

৩। প্রস্তুতীকৃত ও চিকিৎসা—অ্যাকটিভ ও সেকিউরা-সেডিকা; কাগজে বাধান বুল্য ৫০ আনা।

৪। প্রস্তুতীকৃত চিকিৎসা—৪৫ সাকরণ; বুল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাঝেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও হোমিওকোপিয়া; ৪৫ সাকরণ; কাগজে বাধান বুল্য ১/১০ টাকা।

৬। ভেষজসকল-সংগ্রহ—সুপার সেকিউরা-সেডিকা, ২ সাকরণ; কাগজে বাধান বুল্য ১/১০ টাকা।

৭। জননেত্রিরের সীতা (উপরে সেরে একটি সাকরণের সমান)।—বুল্য ৫০ আনা।

৮। সারসারী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এও কোং; ৪৫ সাকরণ; কাগজে বাধান বুল্য ৫০ আনা।

৯। স্বাস্থ্যের প্রলোপ্যাথিক ভৌর—১৩ নং বহনকার স্ট্রীট, কলিকাতা।

১০। স্বাস্থ্যের প্রলোপ্যাথিক ভৌর—১৩ নং বহনকার স্ট্রীট, কলিকাতা।

THE BUSINESS MAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্রস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।

৭ম সংখ্যা।

New Series

July 1918.

নব পর্য্যায়।

জুলাই ১৯১৮।

Vol. XII

No. 7

The world is one big family. We get from it what we give to it. A smile for a smile, a frown for a frown; good for good evil for evil.

The brightest jewel in the crown of life is that of service, for service means sacrifice, and no character can reach its best without sacrifice.

We may die to-day, but our thoughts live on. Years after we are buried our thoughts may inspire other to rise higher than we can rise.

How much we like to be parlor-soldiers! How we shun doing anything that is not according to custom, or that will engender strife of thought!

There is more religion in doing your duty to-day, as well as you can, than there is in pulling a long face and getting upon your knees to tell the Lord how to run things.

When we suspect another of being less holy than we, even though he be picked from the gutter or occupy a felon's cell, we play the part of the Pharisee and tread upon dangerous ground.

Before we can accomplish much for any cause, we must get simply vessels in the service of mankind to an end, our work will not be worth a great deal.

Signogram.

THE REQUISITES TO SUCCESS.

There are three requisites to success in business.

The first is ability to buy, and the second is ability to sell, and the third is ability to attract trade.

It is obvious that the man who can not buy right can never sell with profit, and that the man who can both buy and sell right, and

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের দ্বারা /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

doesn't know how to get trade, can not do business.

It is evident that the long-time paying buyer can't buy at bottom, and can't compete with the cash buyer.

The profit of business is in right buying—Ex.

WHAT IS BUSINESS?

What is it to be business-like? As the American world stands today it means, very often, to be shrewd and cunning. What is the business man? He is, in many men's minds the wide-awake fellow who has discovered a way of getting much more than we earn. What is business? As very often understood among us, it is the art of juggling money out of your neighbour's pocket into your own. There is a world in which to earn your bread by honest and continuous labor which is not to be business-like—is not even to be "in business." In that world, to take advantage of opportunities, to conceal what you may have learned, and to trade upon your knowledge, is business. Misleading even, if secrecy can not otherwise be obtained; that is business. In short, in that world to be business-like is to be unscrupulous. A lover of fine

art may continue to hope that its devotees will not too rapidly become business men in that sense.—

From "A Field of Art," in July Scribner's

Failure in business is a great disaster. When a man fails he sees nothing for the time being but a hopeless future. His efforts seem to have been in vain. His ambition receives a death blow, and he too often settles down to a life of uselessness. How many men there are who are examples of this very things! They do not have the heart to try again and treat their failures as stepping-stones to further effort. We have heard the pessimist a man gets but one trial in business life, and failure places him where he can never hope to rise again. Such a view as this, held by many, would soon increase the class of men who have lost faith in themselves to such an extent that the word "ambition" would cease to be applicable to concrete cases. Many of the most successful men in the world have made their way to wealth and fame by using their failures as stepping-stones. Men who profit by their failures are those who take the lessons which they have gained to heart. They do not sit down by

the wayside and become inactive, sorrowing over their mistakes, but study the cause of their failure, and proceed to further effort, enriched by experience dearly bought. No one need view and honorable failure as cause for inactivity. It should be an incentive to greater exertion and foresight. The best plan is to use failures as stepping-stones to further effort.

Social Entertainment as a Business Factor.

The practice of entertaining buyers when they are in town is one which is not at all new. It is as old as the human race, yet many of its features are of recent date. It is well known that in Asiatic countries, Japan in particular, the intending purchaser is shown into a room and is given a cup of tea before any mention is made by either the purchaser or the seller as to goods. In fact, on entering the room, the purchaser sees nothing in sight. The merchant's wares are all contained in boxes, which are very carefully stowed away. Many other countries have this same custom of entertaining their customers preliminary to any business transactions.

The amount of money spent annually in a city like New York for the entertainment of out-of-

এখন আর অর্ধেক মূল্য নাইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

town customers is very large. It has been stated as being over 2,000,000, dollars but of course an estimate of the exact amount would be impossible, as the money spent in this way is usually charged to general expenses, and it would be very hard to obtain from a house any precise information as to the amount spent yearly by them in the entertainment of their customers.

There is no question that this method of providing out-of-town customers with amusements during their leisure hours has brought New York City into great popularity. To be sure, the custom is not exclusively a New York one, as many cities in our country do the same thing.

There are two kinds of entertainment; one where the customer is a personal friend of the head of the house, and in other than business ways has been associated with him for years. This kind of entertainment is not what this article refers to, as it is purely social and would be given whether there were to be business transactions or not. The other kind of entertainment is where a customer of the house is taken in hand immediately upon his arrival, by some member of the firm, who is usually regularly

delegated to the work of entertaining out-of-town customers. He is often met at the train and taken to his hotel, all his plans being learned, as far as possible, and every effort is made to insure his comfort and provide him with the necessary informations for his business transactions. Should the buyer have his entire transactions to make at one house, his entertainment is a very simple matter. When evening comes, he is taken in hand by one of the members of the firm, or possibly the salesman who has charge of his territory, and who is supposed to be very well acquainted with him. He is taken to the theaters, and if it is summer time, visits the seaside resorts, where his entire entertainment is attended to by his escort.

Some firms in New York City pay special attention to entertainment. During the season in which their customers come to town, they make arrangements with some locally situated restaurant or hotel and provide daily lunches for their customers. Other firms have become members of large down town clubs, such, for example, as the Merchants' Association at the corner of Broadway and Leonard street. A library, reading room, and in fact, every other club necessity are provided.

The quiet and seclusion of the reading-room is especially noteworthy, as it is kept entirely for the use of the costumers and not the members. Soliciting of business is not allowed in the room, as it is entirely set aside for the privacy of customer guests in their hours of relaxation. Here they can not be intruded upon, and they may be sure to find that the rules of the club in this respect are very carefully kept.

The custom of entertaining guests has become so universal that the house that does not do it is a great exception. Some firms entertain less than others, as their particular lines of business call for less entertainment, while it is a fact that many others give as much attention to the entertainment of their out-of-town customers as they do to the proper shipment of goods.

The customer is not made to feel at any time that he will pay, indirectly, for his entertainment. At one time, the custom was terribly misused, as guests were very often made to feel that they were under obligations to their entertainers, and sales were often made where the liberality of the customer was made abnormal by too much wine, but now the matter

পুরাতন "কালের লোক" শেষ হইতে চলিল তৎপর লেটন।

is entirely different. It is expected that the guest will accept the entertainment whether he buys a large or small amount of goods, and his entertainment on his next visit is in no way lessened, if his last visit did not result in much business to the firm. In other words, it is more a feeling of goodwill to-day than a spur to urge the customer to buy larger amounts than he might possibly take under other circumstances. Much of the prominence of New York's position as a good city to buy in is due to the entertaining custom which is now so thoroughly in vogue.

Business, New York.

সহযোগী দর্শন বলেন :—“বর্তমান স্বায়ত্ত-শাসনের কেন্দ্র মিউনিসিপ্যালিটি খাঁটা ইউরোপীয়ান মাল; এবং কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই নগর ইউরোপের অনেকটা কাছে বলিয়া বোধ হয় জনহিতকর কার্যে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিকে সর্বাগ্রে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এখন নিত্যব্যবহার্য সমস্ত জিনিষের দাম বাড়িয়া গিয়াছে—গরীব লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। এই কষ্ট বথাসম্ভব দূর করিবার জন্য সস্তায় জিনিষপত্র বিক্রয়ার্থ দোকান খুলিবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি ৫০০০ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ২৫০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়াছেন। ইহার সুফল কলিবেই; কলিকাতাতে ফলিয়াছে। কোল কন্টোলারের নির্দেশ অনুসারে নর আনা মণ দরে কয়লা বিক্রয়ের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি

দোকান খুলিতে না খুলিতে অল্প দোকানদাররা কয়লার দাম কমাইয়া দিয়াছে। কোল কন্টোলারের হুকুমের পরেও খুচরা দোকানদাররা খুঁত খুঁত করিতেছিল, নানা ওজর আপত্তি করিতেছিল, কয়লা নাই বলিয়া খরিদার ফিরাইতেছিল; কিন্তু যাহাতক মিউনিসিপ্যালিটির দোকান খোলা হইল, অমনি সকলের স্রু ফিরিয়া গেল; আর কোন উপায় না দেখিয়া তাহারাও ঐ দরে কয়লা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। মিউনিসিপ্যালিটি যদি কাপড়ের দোকান খুলেন এবং কেনা দরের উপর দোকান ভাড়া ও লোকজনের বেতনাদি চড়াইয়া অর্থাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া পড়তা দরে, অথবা নিতান্ত যদি তা না পারেন, তবে সামান্য লাভ রাখিয়া, বস্ত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কাপড়ের দোকানদাররাও এক দিনে সোজা হইয়া যায়। তবে ইহাতে গবর্ণ-লেন্টের অনুমতি ও অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে কি না জ্ঞানি না। মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে কাপড়ের দোকান খোলা গবর্ণমেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ হইলে, এবং গবর্ণমেন্ট বস্ত্র-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে ষ্ঠের অনিচ্ছক তাহাতে, বস্ত্রাভাবজনিত কষ্ট দূর হইবার আশা অতি অল্প। তবে করিতে পারিলে যে খুবই সুফল ফলিত, সে কথা বলা বাহুল্য। তাহা হইলে করদাতার অর্থপুট মিউনিসিপ্যালিটি করদাতাদের ষ্ঠার্থ একটি হিতসাধন করিতে পারিতেন।” আমরা বলি, ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব।

সমর ঋণ।

২৫শে জুন পর্যন্ত ১৫,৯২,২০,৪০৯ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বাকী হইতে ৭,৭৭,২৪,২০০ ও বোম্বাই হইতে ৩,৮৩, ৮৫,২০০ টাকা প্রাপ্ত গিয়াছে।

কত কাপড় আছে।

কলিকাতা ও হাওড়ায় কত কাপড় ও সূতা মজুত আছে, গবর্ণমেন্ট তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। আগামী ৭ই জুলাই এর মধ্যে ব্যবসায়ীদের সেই হিসাব ডিরেক্টর অব সিভিল সপ্লাইএর নিকট দিতে হইবে। যদি কেহ সত্য খবর না দেন, তবে তাঁহার খানা তল্লাস হইবে। কাপড় সম্বন্ধে তবে সদাশয় গবর্ণমেন্ট প্রজার মুখের দিকে তাকাইয়া কিছু সতপায় করিবেন না কি?

বস্ত্র সাহায্য সমিতি।

যাহারা বস্ত্রের অভাবে ক্রেশ পাইতেছে সেই সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ব্রিটিশ সালের বস্ত্র সাহায্য সমিতি নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতি অভাবগ্রস্ত-দিগকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। তদুপরি এই সমিতি তুলার বীজ বিতরণ এবং চরকার পুনঃ প্রবর্তনে চেষ্টিত হইয়া স্থায়ী কল্যাণ-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

সূতা ও কাপড়।

গত বৎসরের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এই বৎসরের ৩১শে মে পর্যন্ত ৯ মাসে বোম্বাই নগরে ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৪৯ গাঁট সূতা আসিয়াছে গতবৎসর আসিয়াছিল ২৮,১৭,০০৭ গাঁট। প্রতি গাঁটে ৫ মণ। সুতরাং দেখা যায় এই বৎসরের আমদানী গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ২৯ এবং তৎপূর্ব বৎসরের অপেক্ষা ৩৯ কম। এইরূপ আমদানী কম হওয়া সত্ত্বেও বোম্বাই হইতে আপানীরা গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর ১২,২৪০ গাঁট সূতা বেশী নিরাছে। ফলে সূতাব দর অত্যধিক চড়িয়াছে। গত বর্ষ ১২ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের ভারতীয় কলের কাপড় বিদেশে রপ্তানী

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত হাজিরগের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

হইয়াছে। তৎপূর্ব রংমের নিম্নাছিল ১৬ কোটি পাউণ্ড। ১৯১৭—১৮ ভারতের কল-সমূহে ২৭ কোটি টাকায় কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। বিদেশ হইতে আসিয়াছে ৫২ কোটি টাকায়।

ভারতে ধানের আবাদ।

ভারতবর্ষের প্রায় ২৪০০০০০০০ কোটি বিঘাতে ধানের আবাদ হইয়া থাকে ও তাহার ফলে সাড়ে তিনকোটি টন (১ টন প্রায় ২৭ মণের সমান) চাউল উৎপন্ন হয়। এই চাউলের অধিকাংশ আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে জন্মে। কত ধান হইতে এত চাউল “ছাঁটাই” হয়, তাহা সহজেই ধরিয়া লওয়া বাইতে পারে। একজন ইউরোপীয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এত ধান যে ‘ছাঁটাই’ হয়, তাহা হইলে নিশ্চিতই বাঙ্গালা দেশে বিস্তার ছাঁটাই কল আছে। টেকি দ্বারা কখনই এত বড় ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে না; কিন্তু ঐ ইউরোপীয় ভুল বুঝিয়াছেন। টেকির সাহায্যেই আমাদের দেশে কোটি কোটি মণ চাউল তৈয়ারী হয়। কারণ আমাদের দেশের গ্রামে ঘর ঘর টেকি চলে। প্রত্যেক গৃহস্থেই একটা টেকি অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু ধান ছাঁটাইয়ের কল কয়জনে কিনিতে পারে? বাঙ্গালার বস্ত্রপাতি ও কলের নিম্মাণ কোশল অতি সহজ এবং অতি সুলভ। বাঙ্গালা দেশে জল সেবন হয়, অতি সহজে এবং অতি সুলভে। বস্ত্রবয়ন ও সূতা তৈয়ারী হয় অতি সহজে এবং অতি সুলভে। আমাদের সকল যন্ত্রই এমন ভাবে নির্মিত, যাহাতে বহু লোক স্বাধীন ও অপরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া অন্নের সংস্থান করিতে পারে। সুতরাং টেকিকে নিষা করিলে চলিবে কেন। এত ছাঁটাইয়ের কল আসিয়াছে, কিন্তু টেকির

তিরোভাব এখনও ঘটে নাই, দরিদ্র কৃষক ও গৃহস্থের এখনও ইহাই অবলম্বন। বিশেষ টেকি ছাঁটা চাউলের সহিত কল ছাঁটা চাউলের পার্থক্য অনেক।

কলিকাতায়

শিক্ষার জন্ত ১০ লক্ষ টাকা দান।

একজন ইউরোপীয় কলিকাতার ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় লোকের শিক্ষার জন্ত ১০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণ-মেন্ট তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দাঁত কি সার ডেনিয়েল হেমিণ্টন?

(১) ঐ টাকা হইতে একজন খাটি ইউরোপীয় বালককে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্ত পাঠাইতে হইবে।

(২) একজন খাটি ইউরোপীয় বালিকাকে ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্ত পাঠাইতে হইবে।

(৩) ইউরেশীয় বালক বালিকাদের উন্নতির জন্ত বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) কলিকাতার বাহিরে বালকদের জন্ত অনাথ আশ্রম স্থাপনার্থ আইরিশ ক্রিস্টিয়ান ব্রাদার্স এর হস্তে টাকা দিতে হইবে।

(৫) কারসিংয়ের ডাউসিং বালিকা বিদ্যালয় বড় করিবার জন্ত টাকা দিতে হইবে।

(৬) কলিকাতা সহরে ভারতীয় বালকদের জন্ত পাঠশালা নিম্মাণ ও রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে।

(৭) কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে পাঠশালা নিম্মাণ ও রক্ষার জন্ত অর্থ দিতে হইবে।

(৮) শিবপুর কলেজের ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদিগকে ইংলণ্ডে

শিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্ত বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে। দাঁত যিনিই হউন, তিনি এদেশবাসীর পরম ধন্যবাদের পাত্র।

শোক সংবাদ।

আমরা অতি সন্তুষ্ট হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, “সময়” সম্পাদক বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস মহাশয়া গত ৯ই আষাঢ় লোকান্তরিতা হইয়াছেন। এই মহিলা সুশিক্ষিতা ও নানা সঙ্গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। “কাজের লোক” সম্পাদক তাঁহার নাতব্য মেহের জন্ত আজীবন চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। দেশ হিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানে এবং জাতীয় মহাসমিতির কার্যে ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৮৯ সালে শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারী দেবী ও ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর সহিত ইনি বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির কার্যে যোগদানের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। ইনি চিরদিনই স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর ছিল, জ্ঞানেন্দ্রবাবু সহকর্মিণী ও সহধর্মিণী হারাইয়া আজ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। ভগবান জ্ঞানেন্দ্রবাবুর হৃদয়ে শান্তিদান করুন, এখন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মহীশূর রাজ্যের অবস্থা

ও

উন্নতির প্রচেষ্টা।

সংপ্রতি মহীশূর রাজ্যে তদ্রূপ অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনার নিমিত্ত এক কনফারেন্স হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে প্রধান দেওয়ান সার বিম্বেশ্বর রায় বলিয়াছিলেন :—

মহীশূর রাজ্যের পরিমাণ ফল ২৯ সহস্র

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ৬০ লক্ষ। এই দেশের জনসাধারণের অর্থাগমের মূল উৎস এই :—	
রাজস্ব	৩৪ কোটি টাকা।
খাল হইতে আর	৩৫ কোটি „
নতুন পরঃপ্রণালীর আর	৩ কোটি „
বনবিভাগ	১০ কোটি „
খনিজ দ্রব্যের আর	৬৫ কোটি „
ব্যক্তিগত বাড়ীর আর	২৩ কোটি „
সাধারণ বাড়ীর আর	৩ কোটি „
মণি হজরত ও আসবাব	১০ কোটি „
গৃহপালিত পশু পক্ষী কৃষি যন্ত্র	
ইত্যাদি	২০ কোটি „
রেলওয়ে	৫ কোটি „
রাস্তা	৩ কোটি „
বৈজ্ঞানিক কারখানা	১ কোটি „
বাণিজ্য দ্রব্য	১৫ কোটি „
ব্যাঙ্ক জয়েন্ট ষ্টক, সমবায়	
ইত্যাদি	২ কোটি „
সোনা রূপার মুদ্রা	৩ কোটি „

মোট ২০৩ কোটি

ইহাতে এই রাজ্যে প্রতি জনের আর ৩৮৮, হয়। যুদ্ধের পূর্বে মাথাপিছু বার্ষিক আর গ্রেট ব্রিটল ৬০০০, কানাডায় ৪০০, অষ্ট্রেলিয়ার ৩২০০ টাকা ছিল।

কৃষির দ্বারা কোন জাতি সমৃদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং ইহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, জন সংখ্যার চতুর্থ কি পঞ্চমাংশ আধুনিক প্রণালীতে ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকে। কৃষি বারিবর্ষণের উপর নির্ভর করে, এই দেশে বাণিজ্যে একান্ত অনিশ্চিত।

অর্থনৈতিক ভাব প্রচার।

অধুনা শিল্প বাণিজ্য কিরূপ পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়, সেই সকল কথা লোক

সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। লোকের মন হইতে সে কালের ধারণা উৎপাদিত করিয়া ফেলিতে হইবে।

কিরূপে দলবদ্ধ হইয়া কার্য করিতে হয়, উহা বক্তৃতা দ্বারা লোকসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের মাঝার যে সকল অপ্রকৃত অস্পষ্ট ভাব আছে, উহার স্থলে জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক শিখা জ্বালাইয়া দিতে হইবে। সমবায়ের ভাব জীবনের সকল বিভাগের কার্যমধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যাপারই ক্লাব, লীগ, সমিতি প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইবে। সমবায়ের তত্ত্ব বিদ্যালয়ে, সভাস্থলে, বক্তৃতায়, পুস্তিকায় এবং সংবাদ পত্রে ঘোষিত হউক।

যে স্থলে ছোট ছোট ব্যবসায় আছে, সম্ভব হইলেই সেখানে বৃহৎ কুঠী, কারখানা বা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যে সকল ব্যবসায় এখন ব্যক্তি বিশেষের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে, উহা কোন সুগঠিত যৌথ সমিতির হস্তে যাওয়া উচিত।

প্রত্যেক ব্যবসায়, শিল্প বিজ্ঞান কলকারখানা বাহা কিছু আছে, সমস্তই বর্তমানে যতদূর বৃদ্ধি করা যায়, তজ্জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের কৃষিজীবী জনমণ্ডলীকে সুনির্মিত শিল্প বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।

নগর ও পল্লী-নির্মাণ।

যাহাতে লোক সাধারণের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, আমাদের নগর ও গ্রামগুলি উহার উপযোগী করিয়া গঠন করিতে হইবে। পৃথিবীর অত্র সকল দেশের শ্রেষ্ঠ নগরগুলির আদর্শে আমরা নগর নির্মাণ করিব। আমরা যদি শিল্প বিজ্ঞানের যথোচিত উন্নতি সাধন করিতে চাই, তাহা হইলে নগরের অধিবাসী সংখ্যা শতকরা ৫০ বাড়াইতে হইবে। প্রত্যেক নগরেই বাড়াইয়া তুলিতে হইবে, উপকণ্ঠে শিল্প প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ধারিত রাখিতে হইবে।

নগরে কি থাকিবে ?

- ১। টাউন হল।
- ২। গ্রন্থালয় ও পাঠাগার।
- ৩। তদন্ত আফিস। স্থানীয় উৎপন্ন কৃষি দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য চিত্রশালিকা।
- ৪। ব্যাঙ্ক বা মহীশূর ব্যাঙ্কের একটি শাখা।
- ৫। শাখা বাণিজ্য সমিতি।
- ৬। বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের উন্নতির বিধানার্থ সমিতি।
- ৭। কো-অপারেটিভ সমিতি।
- ৮। কৃষির বীজ, সার, যন্ত্র প্রভৃতির কো-অপারেটিভ ভাণ্ডার।
- ৯। বিদ্যালয় সমূহে ব্যবসায় শিক্ষার আয়োজন।
- ১০। বাহির হইতে যে সকল ভ্রমণকারী, দর্শক ও বিদ্যালয়ের ছাত্র আইসে, তাহাদের বাসোপযোগী বাস ও আহারের স্থান থাকিবে।
- ১১। উচ্চ বিদ্যালয় হইতে নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা পর্যন্ত সর্বপ্রকার বিদ্যালয় থাকিবে, যাহাতে শিক্ষার্থীদের অন্ততঃ শতকরা ৭৫ জন বিভাগশিক্ষা করিতে পারে।
- ১২। আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষসাধন জন্য একটি তদন্ত কমিটি বা সব কমিটি থাকিবে।

গ্রাম।

গ্রামেও সভার ঘর, গ্রন্থালয়, কো-অপারেটিভ সমিতি, ভ্রমণকারীদের বাসগৃহ, বিদ্যালয়, গ্রামের উন্নতি বিধানী শক্তিসঞ্চারের ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকিবে।

মহীশূরের দেওয়ানের মনে যে সকল চিন্তার উদয় হইয়াছে, ব্রিটিশ ভারতের কোন গবর্ণরের মনে কখনও কি ঐরূপ চিন্তার উদয় হইয়া থাকে ?

সজ্জি:

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল তৎপন্ন লউন।

“গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন” বিল।

“গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন” বিল পাস হইলে উপবিভাগ সমূহ “লোকালবোর্ড” থাকিবে না; তৎপরিবর্তে দুই একটি থানা লইয়া এক একটি সার্কলবোর্ড হইবে। চৌকীদারী পঞ্চায়ৎ এবং গ্রাম্য সমিতি থাকিবে না; তৎপরিবর্তে গ্রাম্য-কমিটি হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থাকিবে; কিন্তু এই গ্রাম্য কমিটির এবং সার্কলবোর্ডের উপর তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। তাঁহারা শুধু গবর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত বোডুসেস বাবদ টাকা গ্রাম্য কমিটি সমূহে বিভাগ করিয়া দিবেন। কিন্তু গ্রাম্যকমিটির কার্য্য কলাপ পরিদর্শন অথবা কাহাকেও প্রশংসা ও তিরস্কার অথবা বহাল বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে না। গ্রাম্যকমিটি ও লোকালবোর্ড এতদ্বতর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিবে।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বা তাঁহাদের সভাপত্যিকে কোন ক্ষমতা না দিয়া তাহা জিলায় মাজিষ্ট্রেটের হাতে দেওয়া স্বায়ত্ত-শাসনের মূলনীতির বিরোধী এই বিষয়টা গ্রামের অবস্থাস্ত ও এবং মঙ্গলাকাজী লোকদের বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত।

এতদিন জিলায় মাজিষ্ট্রেট ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং এতদ্বতরের কোন পার্থক্য ছিল না। অধুনা কোন কোন ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে বে-সরকারী লোক বিনা বেতনে এই চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হইতে ছেন। সম্ভবত দশ পনের বৎসর পরে সকল ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডেই বে-সরকারী লোক চেয়ারম্যান হইবেন। গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনে এই জন্তই গ্রাম্যকমিটির এবং লোকালবোর্ডের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সভাপত্যিকে না দিয়া জিলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেওয়া হইবে?

এই কথা ঠিক যে, দুই প্রকৃকে কেহই সন্দেহ করিতে পারে না। সুতরাং লোকাল-বোর্ড ও গ্রাম্যকমিটি হয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের না হয় ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যানের অধীন হইবে। কাহার অধীন হইলে গ্রামবাসীদের অধিক কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাই বিচারের বিষয়। গ্রাম্য কমিটির এবং লোকালবোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ সভ্য মনোনিত হইবেন; এই সভ্যরাই তাঁহাদের অনৈতনিক সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি এবং বেতনভোগী সম্পাদক বহাল ও বরখাস্ত করিবেন। তাঁহাদের কার্য্য সুশৃঙ্খলারূপে সম্পাদিত হইতেছে কি না, তাহা পরিদর্শন জন্ত জিলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপবিভাগের মাজিষ্ট্রেট এবং সার্কল অফিসার (সবডিপুটী বাবু) নিযুক্ত থাকিবেন; ইহাদের বেতন গবর্ণমেন্ট দিবেন। যদি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে এই পরিদর্শন কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে বেতন দিয়া এই প্রকার উপযুক্ত লোক রাখিতে হইবে। বিশেষতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি বিষয়ে যে অর্থ ব্যয় করা বাইতে পারে তাহা হইতে এই ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হইবে। যে সে লোক দ্বারা গ্রাম্য কমিটির এবং লোকালবোর্ডের কার্য্য পরিদর্শন হইবে না। যে সকল লোক সাধারণতঃ ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সভ্য হয়েন, তাঁহাদের অধেকের অবসর নাই এবং অবসর থাকিলে পরিদর্শন কার্য্যে যথেষ্ট শিক্ষা নাই এবং শিক্ষা থাকিলেও প্রবৃত্তি নাই যে, ঘরের খাইয়া তাহারা লোকালবোর্ডের ও গ্রাম্য সমিতির কার্য্য পরিদর্শন করেন। এই সকল কারণে গবর্ণমেন্টের বেতন ভোগী মাজিষ্ট্রেট, সবডিভিসনের অফিসার এবং সবডিপুটী বাবুকে “গ্রামের স্বায়ত্তশাসন” শাসন করিবার ভার দেওয়া উচিত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখুন।

অপরন্তু যদি মাজিষ্ট্রেট এবং তাঁহাদের

বশবর্তী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং সবডিপুটী বাবু গ্রাম্যকমিটি এবং লোকালবোর্ড শাসন করিলেন, তবে তাহাকে “স্বায়ত্তশাসন” নাম দিলে শুধু লোক-ভোলান চেষ্টা করা হয় কিনা, তাহাও সকলের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এই ৩০।৩৫ বৎসর স্বায়ত্তশাসনের নাম দিয়া যে মিউনিসিপালিটি এবং ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এবং লোকালবোর্ড সমূহে এবং পঞ্চায়তি ও গ্রাম্য সমিতিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এবং তদধীন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের শাসন চলিতেছে; তাহাতে যদি গ্রামবাসীদের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, এবং অল্প কোন প্রণালীতে যদি তৎ-পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে মঙ্গল সাধনের সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহা পরিবর্তন চেষ্টা হইয়াছে কেন? সোভাগ্যের বিষয় যে, শ্রীর এস, পি, সিংহ মহোদয় তাঁহার পাণ্ডুলিপির উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে গ্রাম্যসমিতির ও চৌকীদারী পঞ্চায়তের এবং লোকালবোর্ডের কার্য্য এখন ভাল চলিতেছে না। একজ্ঞ গ্রাম্য সমিতি ও চৌকীদারী পঞ্চায়তকে মিলিত করিয়া গ্রাম্য কমিটি গঠন করা হইবে, এবং লোকাল বোর্ডের পরিবর্তে ২৩০টি করিয়া সার্কলবোর্ড হইবে। কিন্তু এই সকল সমিতির দেহে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির শাসন যে প্রবলরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না। এই জন্ত অনেকে আশঙ্কা করেন, মাজিষ্ট্রেট পরিচালিত গ্রাম্যকমিটির বা সার্কলবোর্ডের শাসনদ্বারা গ্রামবাসীর মঙ্গল অভিশাষারূপ কিছু হইবে না।

মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটীমাজিষ্ট্রেটের পরিচালিত ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড লোকালবোর্ডে এবং গ্রাম্য পঞ্চায়তি সমূহদ্বারা দেশের বিশেষ-উপকার হয় নাই। ইহার একটা প্রধান কারণ এই যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা বিদেশী। দেশের ভাষা ও আচার নীতি কিছুই জানেন না; অনেকের তাহা জানিবার ইচ্ছাও নাই। তাহারা দেশের লোকের সহিত এক গাড়ীতে চড়েন

এখন আর আর্য্যক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

না, একসঙ্গে আহার আনন্দ করেন না। তাঁহারা যেতনের জন্ত এদেশে আসেন; দেশের জ্ঞানের মঙ্গল সাধন করিতে গেলে কোন কোন সময় তাঁহাদের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। সার হেনরী কটনের প্রেত আত্মা পরলোক হইতে আমাদের কথায় সাগ দিতেছেন। বিশেষতঃ উচ্চবেতনের অনুরোধে কোন মাজিষ্ট্রেট, সবডিভিসনাল অফিসার কোথায়ও গড়পরতা ২১৩ বৎসর অধিক সময় থাকেন না। স্তত্রাং সদিচ্ছা এবং সাধুচেষ্ঠা থাকিলেও এ-হেন মাজিষ্ট্রেট এবং জার্ট বা ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট পরিচালিত ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও লোকালবোর্ড দ্বারায় এই ৩০ বৎসর দেশের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। গবর্ণমেন্ট তাহা জানেন। এবং সার এম পি সিংহ তাহা প্রকাশ্য স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি “গ্রামা স্বায়ত্তশাসন” এই প্রকার লোকবিমোহনকারী নাম দিয়া এই বর্তমান প্রথা জীবিত রাখিবার জন্ত নূতন আইন করা হইতেছে। ইহাতে গ্রামের লোকেরা ভুলিবে না এবং সহরের লোকেরাও মুগ্ধ হইবে না, বিলাতের লোকেরা ভুলিতে পারেন।

উপরন্তু যে সকল জজ, সব-জজ, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি দেশী লোকেরা সরকারী কার্য করিয়া পরিদর্শন কার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সাড়েপনের আনা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাড়ী করিয়াছেন; ক্ষুদ্র সহর ছাড়িয়া কলিকাতায় অথবা কাশী, দার্জিলিং, মধুপুর, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বা স্বাস্থ্যকর দেশে অবস্থান করিতেছেন। স্তত্রাং দেশের যে কার্যে বেতন লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহার জন্ত তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। বাকী আছেন উকীল মহাশয়েরা। তাঁহারা উপার্জনে উদ্যোগী হইয়া দেশের কার্য করিতে অবসর পান না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর হইলেও

গ্রামের কোন কার্যের পরিদর্শন তাঁহাদের দ্বারা সুস্পন্ন হয় না। তাঁহারা যদি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড প্রভৃতির অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলেই যেন স্বদেশবাসীকে যথেষ্ট কৃতার্থ করিলেন বলিয়া মনে করেন। এই সকল কথা সত্য হইলে যে জিলার বা জিলার উপবিভাগে যাহাদের জন্ত যেস্থানের লোকদের সঙ্গে যাহাদের নিত্য আচার ব্যবহার আনান প্রদান এবং আহার বিহার চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে সেই জিলাবাসীর বা উপবিভাগবাসীর যেমন অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব, নিত্য পরিবর্তনশীল মাজিষ্ট্রেট এবং ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা তাঁহাদের সেই অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি যে অধিক বিশ্বাসযোগ্য, বোধ হয় তাহাতে কোন প্রকারে সন্দেহ করা যায় না। দেশে সাধু লোক এবং কর্মশীল লোক যথেষ্ট আছেন, কিন্তু যে কার্যে আত্মমর্যাদা রক্ষা পায় না, তাহারা কেহই সেই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না। গবর্ণমেন্টের চাকুরী হইতে অবকাশপ্রাপ্ত এবং দেশের অজ্ঞাত চরিত্রবান এবং স্বদেশ প্রেমিক লোক এজন্ত “স্বায়ত্তশাসন” সমিতি সমূহের মেম্বর হইয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট বা ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট মাথা হেট করিতে চাহেন না।

গ্রামের চৌকীদারেরা মাজিষ্ট্রেটের অধীন, গ্রামের চৌকীদারেরা গ্রামা সমিতির অধীন না থাকিলে, তাহারা গ্রামবাসীদের বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইবে। আমরা এই প্রস্তাব রস্তু বলিয়াছি যে, দুই প্রভুর দাসত্ব করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমাদের দেশের যেমন অবস্থা, তাহাতে গবর্ণমেন্ট গ্রামা চৌকী দারের দরমাহা সরকারী তহবিল হইতে দিয়া তাহাদিগকে গ্রামা সমিতির সভাপতির অধীনে রাখা আবশ্যিক, এবং চৌকীদার থানাতে কি মিথ্যা রিপোর্ট দেয়, না সত্যরিপোর্ট দেয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ক্ষমতা

গ্রামা সমিতির সভাপতির থাকা নিত্য প্রয়োজন।

গ্রামের লোকেই রোডসেস এবং অজ্ঞাত নূতন সেস দিবে। তাহারা ইহার অপব্যবহার করিবে না। তাহাদের ভালমন্দ বোঝে না, এবং গ্রামবাসীর মধ্যে কে সংলোক, কে নিঃস্বার্থ লোক, কে বোগা লোক, গ্রামবাসীরা জানে না এবং তাহাদের নেতৃত্ব শিরোধার্য করিয়া চলে না, আমরা একথা স্বীকার করি না। এজন্ত বলি যে, যদি সমগ্র গ্রামবাসী লোককে গ্রামা কমিটির সকল সভ্য এবং গ্রাম্যকমিটির সভ্যদিগকে সার্কলবোর্ডের সভ্য, এবং গ্রামের চৌকীদার ও এই সকল বোর্ডের সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের উপর সার্কলবোর্ডের পরিদর্শন ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা হইলে কোন আশঙ্কার বিষয় দেখিতেছি না।

অবশেষে আমাদের বক্তব্য যে, গ্রামা কমিটি এবং সার্কলবোর্ডের সভ্যপদে সম্মান করিবার জন্ত এই নিয়ম করা উচিত যে, গ্রাম্যকমিটির সভ্যেরা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সভ্য নির্বাচন করিবেন। সজ্জিবনী।

ডবল বিসর্জন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

৭

পরদিন বেলা এক প্রহরের সময় রামেশ্বর বিহারস্থ প্রতিমার সাজ ও পূজার নানাবিধ সামগ্রী পাইয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। লোক হইতে নামিয়া বাটীতে যাইতে যাইতে তাঁহার বিপদের কথা শাখা প্রাশংগিক সহিত সমস্ত শুনিলেন। বাটীতে পৌছিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে মহামোহর প্রভিসার

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লাইব না।

একদিন সন্ধ্যায় পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু ছিল ও কতক অন্ধত্ব হইয়া পড়িল, কলিকাতার সহিত একটা কথাও কহিতে পারিলেন না। প্রতিবেশীগণ এতদ্ব্যতীত তাঁহার শিখরে সহায়ত্ব প্রদর্শন করিল ও তাঁহাকে শান্তনা দিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার কণে একটা কথাও প্রবেশ করিয়াছে, এমন লক্ষণ দেখা গেল না।

এমন সময়ে একটা গোলমাল উঠিল যে, বাবুদের বাগান বাড়ীর পুকুরিণীতে অন্নপূর্ণার মৃতদেহ ভাসিতেছে। তৎপ্রবণে বিচারস্থল যেন কতকটা আরাম পাইলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে এক বিন্দুও অশ্রু নির্গত হইল না। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পুকুরিণীর দিকে ছুটিল কিন্তু দারবান গেট বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, কেহই বাগানে প্রবেশ করিতে পারিল না, বাহারা পূর্বে প্রবেশ করিয়াছিল, রাম সিং লচমন সিং প্রভৃতি ভোজপুরিয়াগণ তাহাঙ্গিকে বাহির করিয়া দিল। বৃক্ষতলে পথের ধারে সে লোকের বাটীর সম্মুখে দলে দলে প্রেমবাসীগণ সমবেত হইয়া অশ্রুচরিত্রের ঘটনার সমালোচনা করিতে লাগিল। বিচারস্থলের দূর্ভাগ্যে সকলেই দুঃখিত হইল। বাঁশী খুঁড়া শব্দ দেখিয়া আসিয়া বলিল, উহা অন্নপূর্ণারই বটে।

ধানার সংবাদ গেল, দলবল সহ দারগা বাবু অক্লান্তে উপস্থিত হইলেন। ছোট বাবু তাঁহাকে বৈঠক ধানার ডাকিয়া পাঠাইলেন, দেখানো তাঁহার পান খাইবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল; মহামায়ার আগমনের পূর্বেই লক্ষী আসিয়া তাঁহার পকেটের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দারগা বাবু বুঝিলেন যে, একটা আশঙ্ক্য বাধাইয়া কাহাকেও আসামী প্রেরিত করিয়া উলান দিলে আদালতে অনেক গলায় জড়িয়া হইবার সম্ভাবনা, অতঃপর অন্নপূর্ণার মৃতদেহের কথাটি প্রকাশ করিয়া দিলেন, এই প্রকার রিপোর্ট

দিতে হইবে। কথাপি তাঁহার মনে হইল যে, বাহারা বিচক্ষণ কর্মচারী, তাঁহার শাখের করাতের মত বাইতে আসিবে, উত্তর দিকেই কাটেন। বিচক্ষণ কর্মচারী হইতে তাঁহার লোভ জন্মিল। তিনি লাস ডাকার উঠাইবার হুকুম দিয়া বিচারস্থল, ফটিক ও ফটিকের মাঝে খপর দিলেন এবং কোশল পূর্বক এই মোকদ্দমা সাজাইলেন যে, উহার তিন জনে অন্নপূর্ণাকে পূর্ব রাত্রিতে হত্যা করিয়া গোপনে বাবুদের পুকুরিণীতে লাস ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছে। দারগা বাবুর কোন প্রশ্নেরই উত্তর ফটিক ও তাহার মাতা দিল না; তাহারা বলিল, বাহা বলিতে হয় হাকিমের সম্মুখে বলিবে। বিচারস্থল বলিলেন, “হাঁ বাবা! আমিই আনার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল, অন্ধের ষষ্টি একমাত্র কন্যাকে হত্যা করিয়াছি, আমাকে চালান দাও, ফটিক ও তাহার মাঝে জড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই, উহার নিদোষ।” দারগা বাবু বলিলেন, “আপনি কবুল দিতেছেন?”

“হাঁ বাবা! আমি কল্যাণ রাত্রিতে কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত ঘোষের বাটীতে থাকিলেও আসামী আর কেহ নহে, আমিই হত্যা করিয়াছি, আমাকে চালান দাও।”

দারগা বাবু বড় নিরুৎসাহ হইলেন; পানের কোন আশাই ত নাই, একটা বিড়ীর কড়ি আদায় হইবারও সম্ভাবনা দেখিলেন না। এমন সময় অতুল বাবু বিচারস্থল মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

* * *

প্রতুল বাবুর পুত্র নীলমণিই একমাত্র বংশের তিলক। সে তাহার জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয়, তাঁহার নয়নের মণি। তাহার বয়স বোড়শ বর্ষ হইলেও সে এখনও জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের সহিত এক শয্যা শয়ন করে। গত রাত্রিতে তাহার অত্যন্ত অর হইয়াছে এবং মনের প্রাবল্যে কত কি ভুল করিয়াছে।

ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, অরটা একটু বাধা হইতে পারে, রোগীর আত্মীয়দিগকে একটু ভয় না দেখাইয়া পকেট অধিক ভরি হইবে কেন? অতুল বাবুর রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই, তাঁহাকে বসিয়া আগিতে হইয়াছে, প্রাতঃকালে নীলমণি ঘুমাইলে অল্পক্ষণ চক্ষু বুজিয়া ছিলেন মাত্র। সেই জন্ত তাঁহার শরীরটা ভাল নহে। অনেক বেলায় বাহিরে আসিয়া অন্নপূর্ণার মৃত্যুর জন্ত গোলমাল শুনিলেন ও পুলিশ এবং লোকের জনতা দেখিলেন। নিকটে ভজা ছিল, অতুল বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? ভজা বড় গোলমাল করিয়া ও ঢোক গিলিয়া তাঁহার কথার উত্তর দিল। সে মিথ্যা বলিতেছে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি চাবুক আনিবার হুকুম দিলেন; তখন ভজা সমস্ত কথা প্রকাশ করিল এবং বলিল যে, অন্নপূর্ণা প্রতুল বাবুর বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া কোথায় গিয়াছেন, তাহা সে জানিত না, অথ প্রাতে তাঁহার মৃতদেহ ভাসিতে দেখিয়াছে। অতুল বাবু সবস্তুই বুঝিলেন এবং ছোট বাবু যে তাঁহাকে খুন করেন নাই, তাঁহার এমন বিশ্বাসও হইল; কিন্তু তিনিই যে সত্য আত্মীয়ের মৃত্যুর কারণ, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি প্রতুল বাবুর এই ভয়ঙ্কর অধর্ম্যচরণ, অত্যাচার ও পশুতুল্য ব্যবহারের জন্ত তাঁহার উপর মর্মান্তিক বিরক্ত হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, এই পাপে না জানি কি সর্বনাশ ঘটিবে। নীলমণির আরোগ্যের জন্ত তিনি মা কালী-ঘাটের কালীর পূজা মানসিক করিলেন।

যখন পুলিশ আসিয়া প্রথমেই ছোট বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, তখন অন্নপূর্ণার মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার কি পরিণাম হইবে, তাহা তাঁহার মত বিচক্ষণ জনিদারের বুঝিতে বাকী রহিল না; কিন্তু অপরাধের

পূজারক্ষা কলিকাতা-রোড শের হইতে চলিল তৎপরে রাত্ৰি।

উল্লসিত হইয়া, ইহাও তাঁহার অনভিপ্রেত নহে। প্রাতঃ দণ্ড, কলহ ও মাথা হেট হইলে তিনি যে সুখী হইবেন, তাহা নহে; কিন্তু তদভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত হয় না। সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি বিস্তারিত ভাঙিতে পারাইলেন। অতঃপাশ্বে তিনি পৌছিয়াছেন, এ সংবাদ অতুল বাবু ভক্তার মুখেই শুনিয়া ছিলেন।

দুইটানা সন্ধ্যা অতুল বাবুর সহিত বিস্তারিত অনেক কথা হইল। অবশেষে অতুল বাবু বলিলেন, “আপনি কি প্রতুলকে অমনি ছাড়িয়া দিতে চাহেন? মোকদ্দমা করিবেন না?”

না বাবা! তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অর্থ ব্যয় ও মোকদ্দমার তদবির করিবার সামর্থ্যহীন। “আমি অর্থ দিব তদবির করিবার ভারও লইব।” “মনে করুন, ছোট বাবুর বিচারে দণ্ড হইল, আপনি সহোদর ভাই হইয়া তাহার হেতু হইবেন?”

“সহোদর ভাই বলিয়াই হেতু হইতে চাহিতেছি। অপরাধের দণ্ড না হইলে পাপ ক্ষয় হইবে কেন?”

“না বাবা! তাঁহাকে দণ্ডিত করিয়া আমার লাভ নাই, আমার কষ্টাও ফিরিবে না, কলহও ঘুচিবে না।”

“আমার লাভ আছে—আপনি করিয়া দী হইয়া তাহার রাজদণ্ডের ব্যবস্থা না করিলে হয় ত কোন গুরুতর দণ্ড অতঃ দিক হইতে আসিতে পারে।

“দণ্ড যুগের কর্ত্তা ভগবান, যাহা করিতে হয়, তিনি নিশ্চিতই করিবেন, আমি তাহার হেতু হইতে পারিব না।”

বিস্তারিত বখন কিছুতেই অতুল বাবুর প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলেন না, তখন তিনি দারগা বাবুকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত কি পরামর্শ

করিলেন। দারগা বাবু সাব্যস্ত করিলেন যে, অল্পপূর্ণি আশ্রয়ত্যা করিয়াছে এবং ইতিমধ্যে আলাইবার হকুম বিয়া খানার প্রস্থান করিলেন, বধা সময়ে মৃত দেহের সংস্কার করিয়া বিস্তারিত শ্রুত গৃহে গমন করিলেন। গ্রামস্থ সকল লোকেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল ও বিপদে সহায়ত্ব প্রকাশ করিল।

পরদিবস বিস্তারিত চণ্ডীমণ্ডপ শ্রুত করিয়া মহামায়ার অসম্পূর্ণ প্রতিমাখানি গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার বাটীতে পৈতৃক দুর্গোৎসব বন্ধ হইল—এমন ঘটনা আর কখন ঘটে নাই। গ্রামের সকল লোকেই স্থির করিল যে, কষ্টার শোকে ও কলহের ভারে বিস্তারিতের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটয়াছে। বিস্তারিত সঙ্কল্প করিলেন যে, ভ্রাসন ও জমি জমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া কাশীবাস করিবেন; কিন্তু কেহই উহা ক্রয় করিতে সম্মত হইল না। অতুল বাবু এ কথা শুনিয়া তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি একটি পরসোও গ্রহণ করিলেন না। কেহই বখন তাঁহার সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে টলাইতে পারিল না এবং বাটী ও জমির ক্রেতা মিলিল না, তখন বাণী খুড়ার উপর জমির চাষবাস ও ফটিকের মার-উপর বাটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারপূর্ণ করিয়া বিস্তারিত গৃহ ত্যাগ করিবার উত্তোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। চরনাথ বাচস্পতি রাধানাথের সেবার ভার পাইলেন।

পূজা আসিল। গ্রামের কয়েক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীতে পূজা হয়, কিন্তু জমিদার বাটীতে পূজায় যে প্রকার দানধ্যান, পান ভোজন ও আমোদ প্রমোদ হয়, তেমন আর কোন বাটীতেই হয় না। অত্যাশ্রিত বৎসরের জ্ঞান এ বৎসরেও জমিদার বাটীতে ধুম ধাম চলিতে লাগিল; কিন্তু সকল উৎসবই আগ্রহীণ বলিয়া বোধ হইল। তাহার কারণ এই যে, অতুল বাবুর এক মাত্র পুত্র কঠিন রোগে

ক্রান্ত। সেই যে তাহার মরণ হইয়াছে, তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে; এমন কি রোগে সামান্য আকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় বড় ডাক্তার আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সাহেব ডাক্তারগণ আসিতেছেন বাইতেছেন; কিন্তু রোগের কিছু মাত্র প্রতিকার হইতেছে না। বাটীর সকলে নিম্নত উপস্থিত থাকিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন, সকলেরই মুখ দুর্ভাবনার মলিন ও চিন্তাক্রান্ত। তাঁহার পূজারদিকে একবারও দেখিতে পারিতেছেন না, বাধা নিয়ম অল্পসারে পূজার কার্য চলিতেছে, নারের গোমস্তা যত্ন করিতেছেন। তাহাই হইতেছে। অতুল বাবুর আদেশে সদব্রাহ্মণগণ রোগীর মঙ্গল কামনায় শান্তি স্বস্তরন, গ্রহপূজা, তুলসী দান, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি দৈবকার্য সম্পাদন করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। নবমীর রাত্রিতে নীলমণির অবস্থা বড়ই খারাপ হইল, তাহার নাড়ী ছাড়িয়া গেল, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসাদেই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা হইল। সকলেই সেই শেষ মুহূর্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু হইতে পারে, সকলেই এইপ্রকার আশঙ্কায় রাত্রি বাপন করিলেন।

অতুল বাবু বুঝিলেন যে, ছোট বাবুর পাপেই এই বিপদ ঘটয়াছে এবং ব্রহ্মলোকে যে বংশের দুলালকে হারাইতে হইবে; তাহাতে সংশয় নাই। তাঁহার মনে এই ক্ষীণ আশার উদয় হইল যে, কোন প্রকারে বিস্তারিতের হাতে পাপে ধরিয়া কমা দিয়া দিতে পারিলে হয় ত নীলমণি আরোগ্য লাভ করিতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে দলবীর মিলিতভাবে তিনি স্বয়ং বিস্তারিতের সহিত দারগাভায়ে গিয়া তাঁহার ঘরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বাটীর ঘর ভালাবদ্ধ দেবদেবী তিনি পড়িলেন। প্রতিবেশীগণকে বিস্তারিতের সহিত

জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার
এয়ের উত্তর দিতে পারিল না।

সমস্ত দিন ডাক্তারদিগের সহিত ক্রমাগত
লড়াই চলিল। সকলেই নীলমণির আশায়
জল দিলেন। আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই
দেখিয়া পুত্রকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য
অতুল বাবুকে সংবাদ দেওয়া হইল। পীড়ারস্ত
হইতে তাঁহাকে এ পর্যন্ত নীলমণির গৃহ
অপবিজ্ঞ করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনিও
কেবল একমাত্র পুত্রের অবস্থা শুনিয়া গিয়া-
ছেন, তাহাকে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন
নাই; সমস্ত স্ত্রী লজ্জা ধিকার ডুবায়া
দিবার জন্য এক দিন তিনি কেবল বিলাতি
বারুণী দেবীর পূজা করিয়াছেন, মহামায়ার
পূজা কোথা দিয়া গিয়াছে, তাহার সে জ্ঞান
ছিল না। নীলমণিকে দেখিয়া অতুল
বাবুর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, এ তো
হইয়া গিয়াছে আর দেখিব কি? অতুল
বাবু কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “হাঁ ভাই!
ব্রাহ্মণের শাপে দত্তবংশ নিবংশ হইল, আর
মহামায়ার বিজয়ার সহিত মালিনী ও এ পুরী
ভাগ করিলেন।”

সেই দিন সন্ধ্যা কালে বহুতর আলো,
বাঁজী, বাজনা প্রভৃতি সমারোহের সহিত
দত্ত বাড়ী হইতে চুইটা শোভা যাত্রা বাহির
হইল। “একদল বলিল বল হুগামারী কি অর”
“আর একদল বলিল “বল হরি, হরিবোল।”
গঙ্গার বাটে দশভুজার প্রতিমা নামাইয়া
তাঁহার সমুখে চিতা সজ্জিত হইল। দত্ত
বাঁজীর স্রব, সোভাগ্য ও লক্ষ্মীপ্রী আশুনে
পুড়িল—ধর্ম, অর্থ, শক্তি জলে ডুবিল।

মহামায়ার প্রতিমার সহিত বংশের তিলক
লিখন দিয়া অতুল বাবু দলবল সহ বাটীতে
প্রত্যাবর্তন করিলেন। বৌদি উপর মল্ল
কর্তৃক হইলে তাঁহাদিগের বংশের প্রথা
অনুসারে একটি খোয়ার অগ্নি সংযোগ করা

হইল। বোমার হুড়ুম শব্দ মিলাইতে না
মিলাইতে একটা পিঁপড়ার শব্দ হইল। সকলে
সতর্ক দেখিলেন, অতুল বাবুর প্রাণশূন্য
দেহ হ্রস্ব করিয়া পুজার দালানে পড়িয়া গেল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়

নীতলাতা লেন, নারিকেল ডাঙ্গা,
কলিকাতা।

চুটকী।

১। এক চাকর কোর ব্রাহ্ম পরিবারে
চাকরী করতে গেছে। তাহার সহিত কথা-
বার্তা পাকাপাকি হইলে গৃহিণী বলিলেন,
“তোমার নাম কি? চাকর বলিল—“পাহু”।
গৃ—তোমার ভাল নাম কি? আমরা
তোমার ভাল নাম ধরে ডাকব।

চা—আজ্ঞে, আমার ভাল নাম—আপনার
পছন্দ করুন না।

গৃ—খুব পছন্দ করব—বলই না তোমার
নাম।

চা—আজ্ঞে আমার ভাল নাম প্রাণমাথ।

গৃ—হ্যাঁ নামটা সকলের সাক্ষাতে বলবার
মত সুবিধা জনক নয়।

২। এক নাস্তিক যুত্মাশয়্যার শায়িত।
তাঁর ছেলে বন্ধে—বাবা একবার “কালী,
কালী” বল। নাস্তিক বলিল—“এখন আর
অত কথা কইবার শক্তি নেই কাছা।”

ছেলে বন্ধে, বাবা এত কথা বলতে
পারলেন আর—“কর্তা চিরতরে চক্ষু
মুদিলেন।”

৩। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নৌকা যোগে শিলা
চলিয়াছেন। পৌছিতে সন্ধ্যা হইবে, তাই
পথে নদীর ধামে নামিয়া কিঞ্চিৎ কলাহার
করিবার ইচ্ছা আছে। তিনি বাঁধিগিকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—ওরে ঐ বাটের পাশে
মলমূত্র নেই তো? আমাকে কলার কর্তে হবে।
বাঁধিগা হেঁকে বাটের লোককে জিজ্ঞাসা
করিল; এ বাটে শুষ্ক আছে? তাহার
কহিল “কেন?” ঠাকুরমশায় কলার করুন।

৪। জ্যোতিষী মহাশয় গবে মাত্র বক্তৃতা
শেষ করিয়াছেন। এমন সময় সত্কার ভিতর
হইতে এক কথ ব্যক্তি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া
তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, “মহাশয়, আপনি কি
বলিলেন? চার লক্ষ বছর পরে দ্বাদশ সূর্যের
উদয় হবে, আর আমরা সব পুড়ে যাব?”
“আজ্ঞে না, চল্লিশ লক্ষ বৎসর পরে।” “ওঃ
তাই বলুন। তবে আর ভয় কি? মা কালী
রক্ষা করেছেন।”

৫। শ্রামবাবু রামবাবুর প্রতিবেশী।
রামবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রটা মারা গেছে। রামবাবু
শ্রামবাবুকে বলিলেন, “ভাই ব্রাহ্মের দিনে
তুমি একবার দাঁড়িয়ে থেক। আমার অবস্থা
ত বুছছ!” নির্দিষ্ট দিনে শ্রামবাবুর দেখা
নাই। পরের দিন সাক্ষাৎ হইলে রামবাবু
বলিলেন, “ভাই তুমি এলে না, আমাকে এক-
লাই সব কর্তে হল।” শ্রামবাবু বলিলেন,
ভাই কাল আমার বাহিরে একটা জরুরী কাজ
ছিল। তা তোমার হুঁখ কি ভাই, এবার না
হয় নাই থাকতে পেরেছি, তোমার ত আরও
ছেলে আছে।”

৬। ঘি দুধ খেয়ে রামধন বাবুর শরীরটা
বেশ বড়ই হয়েছে। তাঁর বাড়ী রেল লাইনের
ওপারে। একটা ছোট গেটপার হয়ে যেতে
হয়। রাত্রি ৮টার পর গেট বন্ধ হয়ে যায়।
আটটা বোধ হয় বেজেছে। রামধনবাবু ছুটে
চলেছেন। একজন চাষা লাইনের ওপার
থেকে আসছে দেখে রামধন জিজ্ঞাসা করেন,

“কিছুক্ষণ আগে কবেক মূল্য লাইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।”

“তবে আমি পেট নিয়ে পেরোতে পারি ? চাকর ওর বিরাট দেহের দিকে খানিকক্ষণ ঘেঁরে বলে, অজ্ঞে, কর্তা বোধ হয় পারবেন, আজ সকালে মন্ত এক পালুই খড় ওর এক গরুর গাড়ী ওর ভিতর দিয়ে পেরিয়ে ছিল।

৭। সাহেব তাঁর এক বাঙ্গালী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বলুন দেখি, আপনাদের দেশের লোকেরা একটা কথার সঙ্গে সেই রকম আর একটা অনাবশ্যক কথা জুড়ে দেয় কেন ? যখন যেন “জল টল।” বাবুটা বলেন, আচ্ছা কি জানেন, ওসব কি আর বাবুটাবুরা বলে ও রকম ছোট টোটো লোকেই বলে থাকে।

শ্রী অনিলচন্দ্র দে, বি, এ।

ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিলে জরুগণদের সাহায্য করা হয় কিরূপে ?

যুদ্ধে জয়লাভের জন্ত আমি কিরূপে সাহায্য করিতে পারি ? এই প্রশ্ন আজ কাল প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে উদ্ভিত হওয়া উচিত। ফ্রান্সে, মেসোপটেমিয়ার, মিশরে, প্যালােষ্টাইনে এবং অন্যান্য স্থানে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য বৃটিশ-বন্ধুগণের সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছে। ভারতীয় লক্ষেরা ও ভারতের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত শ্রমিক দল প্রভূত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। অবশ্য সকলেই যুদ্ধে বাইতে পারে না, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত সৈন্যগণকে কোন না কোন উপায়ে সাহায্য করিতে পারেন না, এমন লোক প্রায়ই নাই। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যগণ ভারতবর্ষকে শত্রুর হুঁহু হইতে রক্ষা করিতেছে। শত্রুর যদি আর

লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা ভারতবর্ষ শূন্য করিবে, ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করিবে। সুতরাং ভারতবাসীর জন্ত বাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, সেই সৈন্যদলকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা ভারতবাসীমাত্রেই কর্তব্য। তথাপি ইহা আশ্চর্য জনক হইলেও একান্ত সত্য যে, এখন ভারতে এমন অনেক লোক আছে, বাহারা যুদ্ধজয়ের জন্ত সাহায্য করা দূরে থাক, সৈন্যদলের চেষ্টায় বাধা দিতেছে, এমন কি শত্রুকে সাহায্য করিতেছে। তাহারা যে কি অনিষ্ট করিতেছে জানে না। তাহারা ইহা বুঝে না যে, তাহাদের অসুস্থিত কার্যের ফলে আমাদের জয়লাভ করা এবং সারা পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি স্থাপন করা হুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক যুদ্ধ ব্যাপারে কেবল সৈন্যগণের পারদর্শিতার উপর সাফল্য নির্ভর করে না। তাহাদিগকে বন্দুক, কামান, গোলা, বারুদ, আহাৰ্য্য ও অন্যান্য অনেক জিনিসপত্র যোগাইয়া দিতে হয়। বাহারা গৃহে থাকে, তাহারা এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া জাহাজে বোঝাই দিয়া সূত্রবর্তী সমুদ্রপারে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবে, তবে যুদ্ধ চলিবে। বাহারা এই সকল সামগ্রী, উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা করে, কিবা জাহাজে বোঝাই দিয়া যুদ্ধগণের নিকট পাঠাইতে অসুবিধা জন্মায়, তাহারা প্রকারান্তরে জরুগণকে ও জরুগণমিত্রগণকে সাহায্য করিয়া থাকে; বস্তুতঃ তাহারা যেন শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে।

বলা বাইতে পারে যে, ভারতে কেহ ইচ্ছাপূর্বক যুদ্ধের অনিষ্ট সাধন করিবে না, কিবা তাহাদের কষ্টভার বাড়াইয়া তুলিবে না। একথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু ইহাও সত্য যে যুদ্ধের সময় বাহারা মাটির ভিতর টাকা পুড়িয়া রাখে, বাস্তব চাকি বন্ধ করিয়া

টাকা রাখে, কিবা টাকা গলাইয়া গরম প্রস্তুত করে, তাহারা যুদ্ধের এবং বাহারা যুদ্ধে জাতির স্বাধীনতারক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছে। এমন কি, যে সকল অবিবেচক ব্যক্তি রূপায় গহনা খরিদ করে, তাহারাও টাকা গলাইয়া প্রস্তুত দেয়; কারণ গহনা প্রস্তুতের জন্ত যে রূপা প্রয়োজন, তাহা এ সময়ে অন্য কোনরূপে পাইবার উপায় নাই। এই সকল ব্যক্তি সম্ভবতঃ জানেন না যে, এদেশে টাকা জমাইয়া রাখিলে ভারত গবর্নমেন্টকে সূত্র পররাষ্ট্রো রূপা কিনিয়া আনিতে হয় এবং বহুদূর হইতে তাহা জাহাজে করিয়া এদেশে আনিতে হয়। সেই রূপায় নূতন টাকা প্রস্তুত হইলে দেশের বাকলা বাণিজ্য চলে। ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিলে কি হয় তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। ভারতের অবিবেচক ব্যক্তিগণ যে টাকা ঘরে জমা রাখিয়াছে, তাহার পছন্দে গবর্নমেন্টকে দুই বৎসরের মধ্যে অল্প পঞ্চাশ কোটি টাকা যুদ্ধের নিমিত্ত রূপা খরিদ করিতে হইয়াছে। তথাপি গবর্নমেন্ট এখন দেখিতেছেন যে, মার্কিন রাজ্য হইতে আরও পঞ্চাশ কোটি টাকা যুদ্ধের উপযুক্ত রূপা এদেশে প্রয়োজন। এই রূপা বেশীর ভাগ ভারতে চালান আসিতেছে, অবশিষ্ট শীর্ষই আসিবে।

বিদেশ হইতে এত অধিক পরিমাণ রূপা খরিদ করিয়া আনা নানাদিকে অত্যন্ত কতিজনক। প্রথমতঃ এরূপ রূপা খরিদের অর্থ এই যে, কেবল খাত্ত্র ব্যবসার পরিমর্মে ভারতের ধন কিম্বশে চালান দিতে হয়। এই রূপা খরিদ করিতে যত টাকা লাগে, তাহা যদি ভারত গবর্নমেন্ট কাছাকাছি রাখিতেন, তাহা হইলে গবর্নমেন্ট বহুদূর পাত কোটি টাকার অধিক হুদ পাইতেন। এই ক্ষয় হইলে গবর্নমেন্ট হুদ হুদ হুদ

পুরাতন “কাজের লোক” সূচীপত্রের ১০ নম্বর প্রকাশিত পাঠান।

করিতে পারিতেন, অথবা শিক্ষা বিস্তার, স্বাভ্যাস্তি বা অন্য কোন দেশ হিতকর কার্যে অধিক ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারিতেন।

এই ব্যাপারে আমরা শত্রুর নিকট একটা শিক্ষা লাভ করিতে পারি। জর্মণী এইজন্ত এতদিন যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম হইয়াছে যে, তাঁহারা একটা মূল নীতি ধরিয়াছে, কিছুই নষ্ট করিব না। ভারতের ঘরে ঘরে রূপা জমাইয়া রাখা, যুদ্ধের একটা মহা অপব্যয়। সোণা জমাইয়া রাখা সম্বন্ধেও ঠিক এই খাটে। শত্রুর বিরুদ্ধে গোলাগুলি প্রয়োগ করিতে না দিয়া তাহা লুকাইয়া রাখিলে যে দোষ হয়, ইহাও ঠিক সেই দোষ। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, আমরা রূপার গুলি লুকাইয়া রাখিতেছি। ফলে তাহা যুদ্ধ জয়ের সহায়ক হইতেছে না।

এক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক যে, ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর সকল রাজ্যে নোটের প্রচলন বহুলভাবে হইয়াছে এবং সেই সেই রাজ্যের অধিবাসিগণ তাহা আগ্রহেব সহিত গ্রহণ করিয়াছে। ফলে ধাতুমুদ্রার প্রয়োজন তথায় অনেক কমিয়াছে। জাপানের অবস্থাও এইরূপ, সেখানে সত্য সত্যই অধুনা অনেক অল্পমূল্যের নোট চলিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষেই নোটের পরিবর্তে ধাতুমুদ্রা বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ফল হইতেছে যে, বর্তমান নীতি অবলম্বন করিয়া অস্ত্রাস্ত্র দেশ প্রভূত লাভবান হইতেছে এবং ভারতের ধনে তাহাদের অদৃষ্ট ফিরিতেছে।

ভারতের অর্থ ঘরে ঘরে জমাইয়া রাখার ফল যে শুধু এই, তাহা নহে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মার্কিন রাজ্যের খনিসমূহ হইতে রূপা তুলিতে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন। তাহারা রূপা উত্তোলন কার্যে নিযুক্ত না হইলে যুদ্ধের কার্যে লাগিতে, পারিত। মার্কিনেরা আমাদের পক্ষে লড়িতেছেন।

তাঁহারা যে সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের জন্ত প্রচুর খাদ্য ও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম দরকার। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে ঐ সকল সামগ্রী যোগাইতেই হইবে। মার্কিনেরা ভারতের জন্ত যে রূপা পাঠাইতেছে তাহা ট্রেনে করিয়া বন্দরে আনিতে হয়। এ সময়ে যুদ্ধের দ্রব্যসম্ভার বহিতে ট্রেনসমূহ ব্যস্ত; কাজেই তাহাতে রূপা আনিতে গেলে মার্কিন রেলের অসুবিধা ঘটে। তাহার পর রূপা বন্দরে পৌঁছিলে তথা হইতে জাহাজে চড়াইয়া হাজার হাজার মাইল দূরে এদেশে আনিতে হয়। এ সময়ে যুদ্ধের জন্ত প্রত্যেক জাহাজখানিরই দরকার। তাছাড়া কাপড় লবণ প্রভৃতি জিনিস এদেশে আনিবার জন্ত জাহাজ অপরিহার্য। জাহাজের অভাবে ঐ সকল জিনিসের আমদানি হ্রাস হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন রূপার পরিবর্তে কাপড় লবণ আনিবার জন্ত জাহাজ পাইলে এদেশবাসী আনন্দিত হইত।

ইহা দেখান হইয়াছে যে, গত দুই বৎসরের মধ্যে ভারত গবরনমেন্ট প্রচুর রোপা আমদানি করিয়াছেন। কিন্তু যদি ঘরে টাকা জমাইয়া রাখা বরাবর চলিতে থাকে, তাহা হইলে ইহাতেও কুলাইবে না। ঘরে টাকা জমাইয়া রাখার অভ্যাস যে ভারতবাসীর পক্ষে ও ভারতীয় সৈনিকগণের পক্ষে একান্ত অনিষ্টকর, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রথমতঃ রূপা খরিদের জন্ত অর্থ ব্যয় না করিয়া ভারতবর্ষ উহার সুদ পাইতে পারিত এবং সেই টাকা সৈন্যগণের বন্দুকে, কাপড় চোপড়ে এবং খাদ্যে খরচ করা যাইত। এমন কি, আরও জাহাজ প্রস্তুত হইত এবং সেই জাহাজে কাপড় লবণ প্রভৃতি সর্বজন প্রয়োজনীয় দ্রব্য এদেশে আনা চলিত। দ্বিতীয়তঃ ঘরে টাকা মজুত করিয়া রাখায় কাপড় লবণ প্রভৃতি সামগ্রী উত্তরোত্তর হ্রাসাপ্য হইয়া উঠিতেছে। ফলে ঐ সকল

জিনিসের দাম ও খাদ্য সামগ্রীর দাম দিন দিন বাড়িতেছে। বস্তুতঃ বাহারা ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা নিজেদের ও বন্ধুবান্ধবের ক্ষতি করিতেছে।

ভারতের অধিবাসিগণের পক্ষে ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিবার হেতু নাই। গবরনমেন্ট শ্রায়পর ও শক্তিশালী। আপাততঃ উদ্ধৃত্ত অর্থ সরকারী ঋণে নিরাপদভাবে দিবার নানা সুবিধা রহিয়াছে। সমৃদ্ধ ও অর্থশালী বৈদেশিক রাজ্যসমূহের অধিবাসিগণ ঘরে টাকা জমাইয়া না রাখিয়া আরও অর্থার্জন উদ্দেশ্যে তাহা খাটাইয়া থাকে। ইহাতে যে কেবল তাহারাই লাভবান হয় তাহা নহে; পরন্তু সমগ্র সমাজ লাভবান হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কে কিম্বা সরকারী ঋণে টাকা লগ্নি করিতে পারে। ইহাতে তাহারাই সুদ পাইবে, অথচ টাকা হারাইবার বা চুরি হইবার ভয় থাকিবে না। এদেশে অনেকে ঘরে টাকা জমাইয়া রাখে; তাহাতে কিন্তু টাকা চুরি যাইবার বা হারাইবার আশঙ্কা আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিবার কত সুবিধা রহিয়াছে। ঐ পন্থা অবলম্বন করিলে লাভজনক সুদও পাওয়া যায়! কাহারও অতিরিক্ত অর্থ অল্পদিনের মধ্যে আবশ্যক হইবে এরূপ বোধ হইলে তাঁহার পক্ষে উহা ডাক ঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখা উচিত অথবা উহা দ্বারা ডাকঘরের ক্যাস সাটিক্কেট ক্রয় করা কর্তব্য। ঐ অতিরিক্ত অর্থ শীঘ্র প্রয়োজন হইবে না, এরূপ বুঝা গেলে তাহা “ওয়ার বণ্ডে” লগ্নি করা উচিত; কারণ তাহাতে উচ্চহারে সুদ পাওয়া যায়। এই উত্তরবিধ পন্থার যে কোনটাই টাকার মালিকের পক্ষে যেমন লাভজনক, দেশের পক্ষেও তেমনই হিতকর; কারণ গবরনমেন্টকে যে টাকা ধার দেওয়া হইবে, তাহা এই দেশেই খরচ হইবে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

গবরমেন্ট ঐ টাকার সৈন্তদলের জন্ত গম ও চাউলাদি খাদ্য সামগ্রী, পাট, তুলা, চামড়া, জুতা এদেশ হইতে ক্রয় করিবেন। বাজারে এই সকল জিনিসের টান পড়িলে প্রজারাও উৎপাদনকারীগণ লাভবান হইবে। ফলে সারা দেশের অর্থ ও সমৃদ্ধি বাড়িবে।

ঘরে টাকা জমাইয়া রাখা সম্বন্ধে যিনি বুদ্ধিমানের মত বুঝিয়া দেখিবেন, তিনিই বলিবেন যে, ঐ অভ্যাস অত্যন্ত দুষ্ট ও নির্ভুল জিনিসের পরিচায়ক। ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিলে ভারতের জন্ত যুদ্ধ নিরন্তর সৈন্তগণের ক্ষতি করা হয়; অধিকন্তু ভারতবাসীর শত্রুদের সাহায্য করা হয়। ইহাতে স্বদেশের দক্ষ লাভও পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে টাকার অভাবে গবরমেন্ট যুদ্ধনিরন্তর সৈন্তদলের জন্ত ভারতীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে পারেন না।

বিচার-বুদ্ধির অভাবে পৃথিবীতে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ভারতবাসীর পক্ষে ঘরে টাকা জমাইয়া রাখা ইহার এক নিদর্শন। অবশ্য ইহা বিশ্বাস করা যায় যে, স্বদেশহিতৈষী ভারতবাসীগণ ঘরে টাকা জমাইয়া রাখার কুফল একবার বুঝিতে পারিলে নিজেরা ত ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেনই; অধিকন্তু তাঁহারা প্রতিবেশিগণকে ঘরে টাকা জমাইয়া না রাখিতে প্ররোচিত করিবেন।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

Johnstone's Artificial Manure.

জনস্টনের কৃত্রিম সার প্রস্তুত প্রণালী।

Sodium Sulph—

১১ পাউণ্ড।

কাঠের ছাই

২৮ ”

সাধারণ লবণ ১ হড্রেট ওয়েট বা হন্দর।
Crude Ammonium Sulph ১ হন্দর।
হাড়ের গুড়া ৭ ক্রসেল।

একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া শব্দ ক্ষেত্রে দিলে জমীর উর্বরতা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা বৈজ্ঞানিক সার, উপরোক্ত পরিমাণ এক বিঘা জমীর উপযুক্ত। বর্ষার বহু পূর্বে এই সার প্রয়োগ করা উচিত।

তাহাতে ইহা পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া শস্যের পক্ষে হিতকর হয়। বৈজ্ঞানিক সারে জমী সরস থাকে এবং ১ বৎসর দিলে ২০ বৎসর কার্যকারী থাকে সুতরাং ব্যয় বাছিয়া হইলেও পোসাইয়া যায়।

CRISTALIZED FRUITS.

ফলকে দানাদার করিবার প্রণালী।

যে কোন ফলকে দানাদার করিয়া অনেক দিবস সুন্দর ভাবে রাখা যাইতে পারে এবং বিদেশেও চালান দেওয়া যাইতে পারে। ইহাকে দানাদার মোরক্বাও বলা যাইতে পারে। এদেশে মোরক্বার কার্য্য একটা উৎকৃষ্ট লাভজনক ব্যবসায়। বাঙ্গালার মধ্যে বীরভূমের মোরক্বা বিখ্যাত, যদিও বীরভূমের মোরক্বার কার্য্য এক্ষণে পূর্বাংগে অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি এখনও ইহার পূর্বার্জিত সুনাম নষ্ট হয় নাই।

এদেশে নানা প্রকার ফল মূল-পাওয়া যায়। কলিকাতায় সুবর্ণবর্ণিক মহাশয়গণ এবিষয়ে কতকটা অভিজ্ঞ দেখা যায়।

ইহা প্রস্তুতের সহজ উপায় বলিতেছি। ফলের দানাদার মোরক্বা করিতে হইলে ফলটা বেশ সুন্দর নিটোল এবং অর্ধপক—বাহাকে ডাসান ফল বলে, সেইরূপ ফলই প্রস্তুত। ফলটা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া তাহার পর সামান্য জলে ফলগুলিকে সিদ্ধ করিয়া, জল হইতে তুলিয়া খুব গাঢ় গরম চিনির রসে কেঁচিয়া

দিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় ২ দিন কোন-স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে, ২ দিবস পরে সেই রস সমেত ফলগুলিকে পুনরায় অগ্নিতে চড়াইয়া ফুটাইতে হইবে, যখন রস পূর্বাংগে গাঢ় হইয়া আসিবে তখন পুনরায় নামাইয়া একস্থানে অন্ততঃ চারিদিন স্থিরভাবে রাখিয়া দিতে হইবে, তাহারপর পুনরায় অগ্নিতে চড়াইয়া কিয়ৎকণ ফুটাইয়া ফলগুলিকে তুলিয়া অথবা উদ্বৃত্ত চিনির রস ঢালিয়া লইয়া একটা তাওয়ার উপর ফলগুলিকে সাজাইয়া একটা তাওয়া অগ্নির উপর চড়াইলেই ফলের গাত্রহ রসগুলি দানাইয়া যাইবে। কেহ কেহ বলেন, দানাদার চিনি আগে তাওয়ার উপর দিয়া তাহারপর রস হইতে তুলিয়া সেই চিনির উপর ফলগুলি সাজাইয়া অগ্নিতে চড়াইতে হইবে এবং চিনির উপর সেই উত্তপ্ত—অবস্থাতেই গড়াইয়া লইয়া তুলিয়া লইতে হইবে। বেশ শীতল হইলে বাক্সের ভিতর প্যাক করিয়া বা মুখ প্রশস্ত ফাইলে Air tight করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। আম, আনারস, কলা আমলকি, শতমূলী, কাঁচা বেল প্রভৃতি ফলের এই প্রকার শুষ্ক মোরক্বা বাড়ীর মহিলাগণও প্রস্তুত করিয়া ক্ষুদ্র অর্থকরী ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। আমরা ১৯১০ সালের “কাজের লোকে” এই মোরক্বা সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করিয়াছিলাম, এবং বহু প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলাম। বোধ হয়, অনেক পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

LOTIONS TO REMOVE FRICLES.

ত্রণ বিশিষ্ট মুখের জন্ত লোসন।

ইহা ব্যবহারে মুখশ্রীনষ্টকারী ত্রণ বিদূরিত হইয়া মুখশ্রী বর্দ্ধিত হয়।

Alum (ফটকিরী)	১ আউন্স।
Lemon juice	১ আউন্স।
Rose water	১ পাইট।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল তৎপরি লউন।

উত্তমরূপে কাঁকরাইয়া মিশ্রিত করিয়া বোয়ালে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবে। প্রত্যহ দুই তিন বার এই লোশনে মুখমণ্ডল ধুইলে আর ত্রণ হইবে না।

SUN-BURN LOTION.

সূর্য্যদগ্ধ বা মেছেতার ঔষধ।

জীলোকের সূ-কোমল মুখত্ৰী এই রোগ দ্বারা চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়। নিম্নলিখিত লোশন দ্বারা মেছেতা নষ্ট হইবে এবং মুখত্ৰী বর্দ্ধিত হইবে।

গ্লিসেরিন ১ আউন্স।

ডিসটিল্ড ওয়াটার ১২ আউন্স।

উপরোক্ত ২টা দ্রব্য একত্র মিশাইয়া একটা বোতলে পুরিয়া রাখিবে এবং প্রত্যহ ২১৩ বার মুখমণ্ডল ধুইবে—নষ্ট মুখত্ৰী উদ্ধার হইবে।

FRENCH MILK OF ROSE.

Tinct of Benzoin simple) ½ Fluid ounce, Tint Styrax ½ Fl. ounce, Spirit de Rose one or two fluid dram, Rectified spirit 2½ Fluid ounce.

Mix and add gradually with agitation, of Rose Water 16½ Fl. ounce.

MOSQUITO LOTIONS.

Acqua Ammonia 2 oz.

Glycerine 1 oz.

Rose water 8 oz.

Mix and bottle

এই মিকচার হাতে পায়ে মর্দন করিয়া বসিয়া থাকিলে মশক দংশন নিবারিত হয়।

HOMCEOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

কলিকাতার বহু ব্যাপকরূপে একপ্রকার আর দেখা দিয়াছে, আমাদের “কাজের লোক”

দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে এরূপ অস্বা-
ক্রান্ত বহু রোগী আদিতেছে। সাধারণে
বলিতেছে ইহা ডেঙ্গু, কেহবা বলিতেছেন
ওয়ারকিবার, ট্রেকফিবার ইত্যাদি।

রোগীগণের লক্ষণ—

সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় বেদনা, মাথার যন্ত্রণা—
শুক কাশী (কাহারও কাহারও), গাঁটে গাঁটে
বেদনা। কিন্তু ডেঙ্গুজ্বরের যে একপ্রকার
লাল লাল উদ্ভেদ বাহির হয়, কোন রোগীরই
তাহা দেখিতেছি না।

যাহা হউক, আমরা প্রথমেই রসটক্স ৬
দিয়া চিকিৎসা করিতেছি, ইহাতে বেদনা কমিয়া
যাইতেছে, প্রবল জ্বরও কমিয়া যাইতেছে—
কোন কোন রোগীর—পিত্ত বমন বা গা বমি
বমি লক্ষণ থাকায় ইপিক্যাক দেওয়ার সমুহ
উপকার হইয়াছে, অল্প ঔষধ আর আবশ্যক হয়
নাই। কোন কোন রোগীর রসটক্স দেওয়ার
পরে গাত্র বেদনা এবং জ্বর কমিলেও, বাহ্যের
আদৌ চেষ্টা ছিল না, পিপাসা অধিক, কাশিলে
মাথা পর্য্যন্ত বন বন করিয়া উঠে, বুকের পার্শ্বে
কাশিবার সময় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ ছিল,
সেই অল্প ব্রাইওনিয়া ৩০ ১১২ মাত্রা দেওয়ারতেই
রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।

“কাজের লোকের” ১৯১২ সালে আমরা ডেঙ্গু
জ্বর চিকিৎসা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা
করিয়াছিলাম। ১৯১২ সালের বেশ ব্যাপক
রূপে ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ হইয়াছিল, আমাদের
পুরাতন গ্রাহকগণ সে সমুদয় দেখিতে পাবেন।
ডেঙ্গুজ্বরের চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতেই যে
সহজসাধ্য হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এবারে অশ্রাণ কয়েকটা আবশ্যকীয়
তত্ত্বপরিহার্য বিষয়—“কাজের লোক” সন্নি-
বেশিত হওয়ার হোমিওপ্যাথিক তথ্য অধিক
বাইতে পারিল না। তজ্জন্ত এই প্রবন্ধের
পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

হোমিওপ্যাথিক নূতন মাসিক পত্র।

কলিকাতা ১২৯১ নং বহুবাজার ষ্ট্রাট
হইতে আমরা “হানিম্যান” নামক এক
খানি নূতন প্রকাশিত মাসিকপত্র, পাইয়া
অতিশয় আনন্দিত হইলাম। “হানিম্যান”
হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্র, বার্ষিক মূল্য ২৫০
প্রতি সংখ্যা ১০ আনা মাত্র। সম্পাদক ডাঃ
আর, আর, ঘোষ, এম, বি, সহকারী সম্পাদক
ডাক্তার জি, দীর্ঘাঙ্গী। আলোচ্য সংখ্যাটাই
প্রথম সংখ্যা। বহুদিন হইতে আমরা বাঙ্গালা
ভাষায় এইরূপ একখানি মাসিক পত্রের জন্ত
আশা করিতে ছিলাম। এই প্রথম সংখ্যাতেই
“হানিম্যানের” বিষয় নির্বাচন দেখিয়া আশা
করিতে পারিতেছি যে “হানিম্যান” প্রকৃতই
বাঙ্গালাভাষায় হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্রের
অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইবেন। ভাষা,
ছাপা, কাগজ সমস্তই ভাল, আমরা সর্ব্বান্তঃ-
করণে এই নবসহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা
করি।

এবর্ষের একটা প্রসিদ্ধ দিন।

১৩২৫১২৪শে আষাঢ় ৮ই মে ১৯১৮।
অন্ত প্রাতে ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগ
সাহেবের ভারতের শাসন সংস্কার বিষয়ক
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

পরীক্ষা **আগ্নিদীপক।** কলিকাতা
ডিসপেনসারি, ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার
পাকস্থলী সম্বন্ধীয় সমস্ত রোগের চিকিৎসা
মূল্য ৬০০০ টি ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার
নি **আগ্নিদীপক কোম্পানি।**
বঙ্গব্রহ্ম চক্র এক আদ্যাত্মিক চক্র। মূল্য ২৫০০

এরূপ আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ভূমিকম্প ।

সমুদ্র উপরায় ৪।১৫ মিনিটের সময় ভূমিকম্পিত হইলেন। হিন্দু শাস্ত্রে এই ভূমিকম্প অমঙ্গল জনক লক্ষণ ।

কম্পন প্রায় ১ মিনিটের উপর স্থায়ী হইয়াছিল, কম্পন মৃদু হইলেও কলিকাতার অনেক বড় বড় বাড়ী ফাটিয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম সহরেও অনেক বাড়ী কাঁপিয়া ফাটিয়া গিয়াছে এবং ২ জন লোকও বাড়ী চাপা পড়িয়া মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বাহা ইউক, ১৮৯৭ সালের প্রবল ভূমিকম্পের স্মৃতি এখনও লোকের মনে বিদ্যমান থাকায় আর সমস্ত লোকই বিব্রত হইয়া ঘরের বাহির

হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে বিলম্ব কর্তির সংবাদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই মকঃবলের সংবাদ এখনও জানা যায় নাই।

কাপড় এবং কাগজের দুস্মূল্যতায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ।

কাপড়ের ও কাগজের মূল্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, কাপড়ের জন্য গরীব লোকের তুঃখের সীমা নাই, পরিতাপ, সদাশয় গবর্ণমেন্ট গরিব প্রজার মুখের দিকে তাকাইয়া এপর্যন্ত কোন প্রতিকার করিলেন না। দেশে যে কাপড়ের জন্য হাহাকার উঠিতেছে, তাহার

কোন প্রতিকার করার কি সম্ভাব্যতা এখন মেন্ট মনে করেন না ?

কাগজের জন্য ছাপাখানার হাহাকার, কত গ্রন্থকার, কত মাসিক পত্র লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, এই উভয় দ্রব্যের একটা সম্ভবত দর বাড়িয়া না দিলে সর্বনাশ হইয়া যায়। গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে এই দুইটা স্মৃতি অপরিহার্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের দর স্থির করিয়া দিয়া ভারতের কোটী কোটী প্রজার জন্মের গভীর-তন এদেশের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করণ, ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই শুভ ফল হইবে।

ওরিয়েন্টাল ষ্টোন্স

৪৫।৩° ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,

(বাজারাম অক্লুরের গলির ভিতর)

কলিকাতা ।

বৃদ্ধ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানীর একমাত্র এজেন্টস্ ।

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড্ “দিল্লী বিস্কুটের” বিশেষত্ব কি ?

(১) ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশী অর্থ ও স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন ।

(২) ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু প্রণালাতে প্রস্তুত এবং ইহাতে ডিন, চর্কি কিম্বা অন্য কোনও প্রকার ধর্মহানিকর পদার্থ নাই ।

(৩) গঠনের পারিপাট্যে, স্বাদে ও লঘুতায় ইহা বিলাতী কোন বিস্কুট অপেক্ষাই হীন নহে— অধিকন্তু দামে সস্তা ।

(৪) ভারতবর্ষে প্রস্তুত সকল বিস্কুটের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম—এ কথা প্রত্যেক প্রদর্শনাতেই সর্বোচ্চ পুরস্কার ও পদক প্রাপ্তির দ্বারা বরাবর স্বীকৃত হইয়াছে ।

ক্রীম—	১।৮।০০	(২ পাউণ্ড টীন)
থিন্ এয়ারকট—	১।৮।০০	"
মিল্কড্ হাউসডোন্ড—	১।৮।১০	"
জেম—	১।৮।১০	"
লেমন—	১।৮।০০	"
বাইস্—	১।৮।০০	"

কাগজের লোক আফিস ।

১৭নং অক্লুর দণ্ডের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ।

কাণ্ডের লোক, কলিকাতা।



জবাকুসুম তৈল

—সঙ্গে অভুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবানী হইতে মুকুটধারী রাজ্যধিরাহ পৰ্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহার যেক্ষণ সাধ্য তিনি সেইক্ষণ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে



জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৮ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১৮/০ আনা। উজ্জন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা

সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

কৃত্রিম বিব জন্ম বাহাদের রক্ত ধারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার ত্রণ বা কতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভিন্ন সমাজে মিশিবার লক্ষ্য হইয়াছে, শরীরের কাস্তি ও পুষ্টির ক্রান হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৮০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২২ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • বে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, “খোকসিনা” ২১৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহীন হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা সারী বলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় স্বর্ণবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু বলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ডিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।



আক্ষিপের বেলা হল, দুইবার উঠতে হবে। আর দেখ কেবল বেলায় এক ডজন “কাস্তারাইডিন”
যেন আনভুলোত না। এক ডজন কিনলে ২ ন টাকাতেই হবে।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা**

কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি যত্ন ।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । মূল্য ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন ।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন করিয়া অল্প পুঞ্জিতে ঘরে বসিয়া অত্যন্ত কষ্ট ও চাকুরী থাকা বহুত্ব উপার্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক শুভ রহস্য আছে যাহা কেহ কাহা-কেও লিখায় না । সামান্য বে কর্মখানা আছে, কেবল ১০ আনা মূল্যে দেখা হই-তেছে । ডাঃ মামুল ভি, পি, যত্ন ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহাই হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাজীরা পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াস সাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সং-লিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের জানীত এই পুস্তক-খানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ১০ টাকা ভি পি যত্ন । কাপড়ে বান্ধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত । সামান্যই আদায়, সুতরাং সমস্ত অর্ডার করুন ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফল সন্নিবেশিত অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোতুললাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসকাপ ১৬ পেজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান । মূল্য ১০০ আনা । ভি, পি যত্ন ।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী পুস্তক । ইংরাজী অতিশয় ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ১০ ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমা-দের বেনী কল্যাণী নাই যে, সর্বদাই এই কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সন্ধান, অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাচান যায় । সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । যাহা আমা-দের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন শেলেও পুস্তক রাখা হয় । নে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের লোক আফিস” এই ঠিকানায় পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্ষর দত্তের লেন,
বহানাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য নামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরক্ষকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু তাহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেন্ডের প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয় ; তাহা কাঁচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সামগ্রী । আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনা ইয়াছি । চক্ষের বিবরণ আমাদের কাছে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাঙ্গালী ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মকস্‌বলের প্রত্যেক পত্রী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য সডাক ২৫ মাত্র ।

ডাঃ ডি, এন্, হান্সলর,

কার্যাব্যাস,

আনন্দবোড়িয়া পোঃ, বেঙ্গল নদীয়া ।

কাছের লোক, কলিকাতা।

৬ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৫ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫, প্রত্যেকখানি ৯০।

হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী নামে সংকলিত পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োদী প্রমাণিত। মূল্য ১ মাত্র।

শ্রী গুরুদাস চ. ট্রোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার এসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। ভিত্তি নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। লিঙ্ক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্জাহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্সট্রাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

শিঙ, সাল, কাঁটাল, প্রভৃতির গৃহদ্বার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুদৃঢ়ে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সকল পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এন্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাত পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের সুবিধা অল্পতঃ মূল্যের অনুমান অর্ধেক অধিক পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:তে আদায় হয়। ঘরে ও এখানে স্থাপিত হইবে।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক ঘণ্টার কাজের ঐক্য আত্মকাল পাওয়া তা' বার, কিন্তু দাবানল রোগী অর্থের ও বেহের অপব্যবহার নিবারণার্থে ঐক্যটাই বেখে, বুঝে, ঠাট্টা করে কিনেন। এতে শরীর শীত ও নিশ্চিন্ত আরাম হয়ই, খানকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।
সর্বপ্রকার বেহের অন্য, আত্মকাল সর্বব্যবসায়িত নত হচ্ছে যে

হিংস্রাঙ্গ

একমাত্র মনোবধ। অন্য অমেক ঐক্য থাকিতে পারে, বাহ্যতে আশ্রয় হয়, কিন্তু হিংস্রাঙ্গের বিশেষ (১) প্রতি মাত্রার কল (২) ১দিনে মস্তপার শেষ (৩) মস্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি বর্ধার, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রমাণাবাদের মধ্যেই আছে—মহা পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১২০।

আরু. লগিন এণ্ড কোং—মানুষ্যাক্চারিং কেমিস্টন্স

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিমালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিংস্র” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫. কলিকাতা।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

১। কতদিন চারি পৃষ্ঠার-বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া আনিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইকি প্রতি বার ১২ টাকা করা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৭ " "	৬ " "	৫ " "
৩ "	৬ " "	৫ " "	৪ " "
৪ কলাম	৫ " "	৪ " "	৩ " "
৫ " "	৪ " "	৩ " "	২ " "
৬ " "	৩ " "	২ " "	১ " "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্যধ্যক্ষ

“কাজের লোক”।

১৭ নং অক্টোবর ঘণ্টার লেন, বহুবাজার, কলি কাতা



কেশরঞ্জন

গুণের তুলনায় অদ্বিতীয়।

কেশকোমল ও মন্থন করিতে—কেশরঞ্জনের ন্যায় দ্বিতীয় উপাদান আর নাই। কেশের উন্নতি, উজ্জলতা বৃদ্ধি ও মন্থনতা সাধন করিতেই কেশরঞ্জনের আবির্ভাব ও নামের সার্থকতা। চাঁক নিবারণে ও অকালে কেশচক্ষুর নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা, মাগুলাদি ১০ আনা।

মেডিক্যাল এন্ড সোসাইটি ও গুরু সোসাইটি অফ কেমিস্ট্র্যাল ইণ্ডস্ট্রীর মত,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের আনুর্ভবীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১২ নং চিংপুর রোড, কলিকতা।

নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং ভাষার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে বাহারা গবেষণা ও সৃষ্টিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

- ১ম পুরস্কার ১০০০
- ২য় পুরস্কার ৫০০
- ৩য় পুরস্কার ২৫০

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

- ১ম পুরস্কার ৬০০
- ২য় পুরস্কার ৩০০
- ৩য় পুরস্কার ১০০
- ৪র্থ পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ৬০ হিসাবে
- ৫ম পুরস্কার (১০টি) প্রত্যেকটি ১০ হিসাবে

নিয়ম:—যাহাদের কৃষি কার্যে অগ্রগতি আছে, তাঁহাদের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকা পাত দ্বারা নির্ধারিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ রক্ষণ নাই হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পুরস্কার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের মকল কেই চাহিলে তাহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,
১ নং রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকতা।



১২শ বর্ষ,
৮ম সংখ্যা।

New Series,
August 1918.

মৃত্যু সংস্করণ।
আগষ্ট ১৯১৮।

Vol. XII.
No 8.

*Returned to the B. Librarian
1919*



শানমেটো। SANMETTO.

দ্রো পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননকেন্দ্রের ব্যবহারী পীড়া নিবারক
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ভুক্তা হইয়া শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রথলির (Kidney and Bladder) ব্যবহারী পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ ভাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্র দ্বারা দূষিত, যান্ত্রিক বা মেহশক্তি যে কোন পীড়ার অকাল বর্জ্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

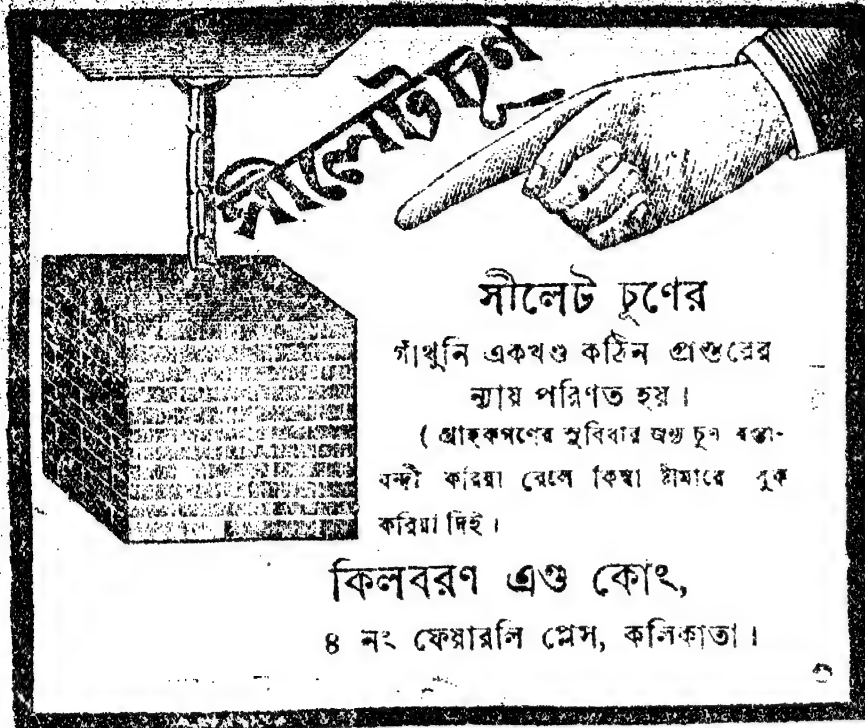
আফিং আদি কোন নেশার ভিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেই নিশ্চিন্তে ব্যবহার্য। প্রাণি গতেই শানমেটো বা কা উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রাণি শিশি ৩/০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কী সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক. ইউ. এস. এ.

OD CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.



সীলট চূণ

গাখুনি একষণ্ড কঠিন প্রাপ্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(আঁকপণের সুবিধার অল্প চূণ বন্ধ-
বন্দী করিয়া বেলে কিম্বা পীমারে ঢুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেরারলি প্রেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাট্‌লিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিসনে
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার ঔষধ, চুর্ন, পিচক
জন্য ১/০।

বাট্‌লিওয়ালার অলাক্যোরকন সর্ষপ্রকৃ
শিঃপীড়া জ্বাংতজনিত ও
যন্ত্রণার জন্য ১/০।

বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, স্বাস্থ্যতা এবং
চুর্নিত হার জন্য ১০০।

বাট্‌লিওয়ালার (কলেবোল) কলেবোল এবং
বক্ষমাশ্রয়ে জন্য ১।

বাট্‌লিওয়ালার অদিল হুইনাইল টেনসেট
প্রত্যেক বোতল (১ শ্রেণ
করিয়া) ১০।

ভারতের বর্ষা পাতক্য গাছ।

FOR EVERYWHERE IN INDIA and also by
Dr. H. L. Bahwalla Sons & Co., Ltd.

World Laboratory Bombay.

Telephone Address —
LITTONALLA, W. 1111 Bombay

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক, অতিরিক্ত, এবং স্নেহপ্রাপ্ত, অস্বাভাবিক স্ত্রীলোকের স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক সমস্ত
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীলোকের একপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
ইহা নারীলোকের সমস্ত দুর্ভাগ্যের উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নহস্ত্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোৎকর্ষী
বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রত্যাহিত চাইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের রুটকার্যতা দেখিয়া প্রত্যেকগণ স্থান করিতেছে। জেহের সময় সেবনের উপর Rio
Chemical Company, New York City, U. S. A. বৃদ্ধিত আছে, দেখিয়া তবে শইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি
৩০. আমা যাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
১২ ব্যাংকো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের
মহৌষধ।

জারমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের
মহৌষধ।

মূল্য ১০ আনা, ডজন ৫০ টাকা।

জ্বরের বিজ্ঞের সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিণেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ব্রাক প্রত্যেক ১০ ডজন ২০
মোহাট . ১০ . ১০

ব্র্যাক পাইট প্রত্যেক ১০ ডজন ২৫০,
কোয়াট প্রত্যেক ১০, ডজন ৪০, লাল পাইট
প্রত্যেক ১০, ডজন ৪০, কোয়াট ১০, ডজন
৮ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া
যায় কুইনাইন খাইবার আবশ্যক হয় না।
চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা
ম্যালেরিয়া সন্তৃত কুইনাইন আটকান জ্বর,
বহুত, প্রীহা, ন্যাবা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি
অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১০, মাঝারি ৫০,
ছোট ১০, প্যাকিং ও ডাকমাওল স্বতন্ত্র
লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কালোও কল্যাণী। এই
তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দন করিলে
এক অপূর্ণ আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভাত
হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী
গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্বেদ মতে ইহা ঝাঁটি তিল তৈলে
প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বেশ ও
মস্তক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

প্রতি শিশির মূল্য ৫০ আনা, ডজন ৮০০ টাকা।

ডিঃ পি ষরৎ স্বতন্ত্র জানিবেন। মফঃস্বল
খরিদারদিগের বিশেষ যত্ন লবণীয় হয়।

পি, এম, মিত্র এণ্ড কোং, সোল প্রোপ্রাইটার বি, সি, চ্যাটার্জী, ৩৯ নং সঁকারীটোলা লেন, কলিকাতা।

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টি সেট

“কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২।০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— * * *
is replete with useful articles on art and Industry.
Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and
speculation.” *Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an
excellent trade journal, devoted to useful art and
manufacture. *Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine
is the serial publication of recipes relating to
patent medicines and manufacture of articles of
every day necessity, etc. We heartily wish our
contemporary all success in his noble endeavours.
The Indian Nation.

* * “The Businessman” is on the whole an
excellent monthly and deserves wide circulation.
The monthly, we presume, will satisfy all alike.”
Telegraph.

“There is none to whom it does not make an
appeal, no one who would not profit in mind and
in pocket by reading “Kajerloke.”

“Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে
সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও
আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাস্ত পাঠ না করিলে
প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-
খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা
বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা
সর্বাত্মকরূপে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন
সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত
হইরাছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ-
গুলি বেকরপ সারসংগত, সেইরূপই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিথিবার অনেকই দরকারী
বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার
কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা
একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পার “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই
কাজের লোক হওয়া যায় * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইরাছি। ইহাতে
অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা
করি।” খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাত্রেই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক
পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি
জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাসের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে।
পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন
“বেকারের” বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য
শিক্ষা করে, বঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন
করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়ো-
জনীয় ত্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য
জাতব্য বিষয় আছে। বঙ্গালীর এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর
নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বঙ্গালী।

বঙ্গালীর সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গ-
বাসী”, “বঙ্গবতী”, এবং অন্যান্য সংবাদপত্রও ভ্রমণী
প্রশংসা করিয়াছেন, হৃৎথের বিষয়, স্থানান্তরাদি: সকলগুলি
দিতে পারিলাম না।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা
শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

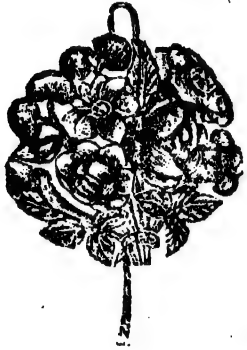
১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, মৃগবিশ্রব্যা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অভ্যন্তরীণ মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্বাভাবিক) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও /১০। কলেরা ও বৃহৎ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ ও ১১৪। সুগার মোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,
জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড ।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। খোঁজুকাঁদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বধা “বন্ধে মাতরম্” “সুখে থাক” ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুপ, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

**দেশীয় ছাপার
কালী**

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি বাইয়া নমুনা দি দেখাইয়া আসিবেন। অল্পই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,

ইক ম্যাথ্যাক্যাচারাস,

৫৫ নং চক্ৰবর্তী রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ ।

- ১। ব্লক খোদাই, ইলেক্ট্রো ব্লক, জিদ্দ, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিল, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্যায়ঃ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

“কাজের লোক”

১৭ নং অরুণ দত্তের লেন, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক ।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৯০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে । যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও চেষ্টা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে । ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । পত্র লিখুন ।

মানেন্জার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

দ্রাক—৯ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । ঢাক ও কুমিল্লা :

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পয়সা ।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস্ক, কোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিনি যথাক্রমে ২১০, ৩৯০, ৪৮০,

৭১০ ও ১২৪০ টাকা । ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউন্স, পিলিউন্স ইত্যাদিও সুলভ ।

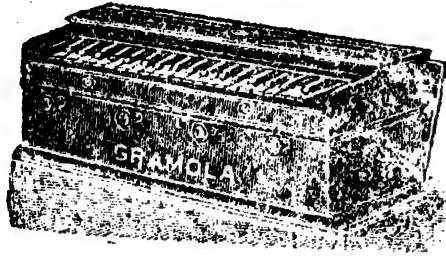
- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২ম সংস্করণ ; সচিত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০ ।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৬০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী ।
- ৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়াল-মেডিকা ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৬০ আনা ।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৪ম সংস্করণ ; মূল্য ১০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী ।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া ; ৪র্থ সংস্করণ ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০ টাকা ।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্ববহু মেটরিয়াল-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭৪০ টাকা ।
- ৭। জননেত্রির পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ১০ আনা ।
- ৮। বাবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ; ৩য় সংস্করণ ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৬০ আনা ।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা ।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী ; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ স্রব্যাদি সরবরাহ ।

কাগজের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার স্বর অতীব মধুর। শুণের তুলনায় ইহার স্বর অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২০/- ও ২৫/-
ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩০/- ও ৪৪/-
দক্ষিণাবারু প্রস্তুত হারমোনিয়ম শিফা, মূল্য ২৮/-

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক হইলেই কাগজের লোকের মূল্য ২৪০ এবং মাত্র ৪০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাগজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। বন্ধ: দলে তি: পি: ও ডাকমাণ্ডল সত্তর লাগিবে। ম্যানেজার, কাগজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographs and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc, etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Cc Address: "ANNUAIRE, LONDON."

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

সেন্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে ৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের কুটপাথের উপর ৫১৩ খানা মাত্র বাড়ী পবেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতিজ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাঁধা—যাহা হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটা মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিডবুক ১৫/-, ২০/- এবং ২৫/-। ২ সেট্ রিডবুক ২৫/-, ২৭/-, ৩০/-, ৩৫/-, ৪০/-, ৫০/- এবং তদুর্দ্ধ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৪০ টাকা, ভিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০/- এতদ্বিধা অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুবের জন্য ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং নং বেকিং স্ট্রিট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম কুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, তাই অশ্রুতাক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূলা-বান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লওনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন ভুলকি নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকায় ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের নামের দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের নামের থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি ১০/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকমাগুল, ভিঃ পিঃ সত্বর।

কিটিংসের কফ লঞ্জেস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৮০/০।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৮০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

THE LONDON DIRECTORY (Published Annually)

Enables traders throughout the World communicate direct with English MANUFACTURERS & DEALERS in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of

EXPORT MERCHANTS.

with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings;

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freight paid, on receipt of postal Order for 25s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £3.

The London Directory Company, Ltd.,
25, Abchurch Lane, London, E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



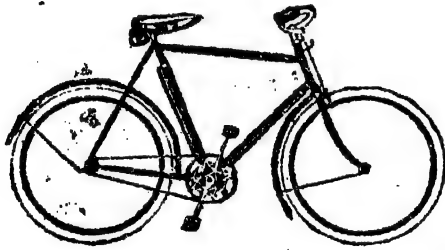
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তুক ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিপণী—টটিকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এম, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; নিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্বচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিপণীকৃত্য জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। মূলভেদে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুঃ!

আমাদের মাদারটিংচার ১০/৬—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ গ্রাম পর্যন্ত ১০/৬। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্ট্রিস,

৮০ নং হ্যারিসন রোড, কলকাতা টাউন, ব্রাহ্মণ—২৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। বেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক কাজেরই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিম্প্রোক্তন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উচ্চতর সবজাম সর্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিব ক্যাটলগ পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর স্পিৎ ডাব্বেল



টেরিস গ্রিপ, ও চেট-এক্সপ্যান্ডার হারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া হয়, ইহা প্রব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে পারবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ মূলভেদে নিম্নলিখিত ঠিকানাঃ সর্বদা প্রচুর পাইবেন। মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক মারিকা-দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিস্তর আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০/- টাকা মাত্র। হাঙ্গারের প্রমোফন আছে, তাঁহারি যদি অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নতুন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু: কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচার প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেত্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা যন্ত্রদোষ ও অনিচ্ছায় তরুণত্ব একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, বুবুদ, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও বক্তশ্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা।

কামাস্তক

এই বটিকার নাম বেরুপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, শরভঙ্গ, গলা বুসবুস প্রভৃতি ও কৃমি-ফুসের ও বাস যন্ত্রের অন্ত্যন্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয় :—১১১/১ বড়বাজার, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক !

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র !

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ ।	New Series	নব পর্যায় ।	Vol. XII
৮ম সংখ্যা ।	August 1918.	আগস্ট ১৯১৮ ।	No. 8

Notes of Interest.

ভারতে গিনি ।

ভারতে টাঁকশালে সেণার গিনি তৈয়ার করা হইবার সব ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গিয়াছে । ইতিমধ্যে বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে । এই জুলাই মাসেরই শেষেই এই মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া বাজারে বাহির হইবার সম্ভাবনা ।

সাগরতটে নোট ।

কলিকতায় সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষে প্রচলিত নোট কতগুলি পাঁচ টাকার ও দশ টাকার নোট ইংলণ্ডের দক্ষিণে সাগরতটে ফেলিয়া উঠিয়াছে । এই নোটগুলি বৈধরূপে প্রচলিত হইবে না ; সুতরাং এই সকল নোট

এক্ষণে মূল্যহীন । ভারত গবর্নমেন্ট ইহার মূল্য দিয়া গহন করিবেনই না, পরন্তু ভারতবর্ষে ইহাদের আমদানীতেও বাধা দিবেন ।

নেশাখাল ইউনিভার্সিটি ।

গত ১০ই জুলাই নেশাখাল ইউনিভার্সিটির প্রো-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ আয়ার নেশাখালের ইউনিভার্সিটি ও সংশ্লিষ্ট কৃষি কলেজ খুলিয়া দিয়াছেন । মিসেস বেমান্ত সনরোপমোহিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন । নেশাখাল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হইতে পারেন নাই ।

আসামে তান্ত্রখনি ।

আসাম-গোহাটীর ৩৫৩৬ মাইল দূরে

রামনার পাহাড়ে তান্ত্রখনি আছে বলিয়া জনগণের বিশ্বাস । ইতিমধ্যেই বহু ব্যক্তিই এই স্থানে পাহারা লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন । দেশীয় লোকে নাকে সরিষার তৈল দিয়া ঘুসাইবে, আর বিদেশীয় লোক আসিয়া ঐ তান্ত্রখনি জমা করিয়া লইবে ।

ঢাকায় গবর্নর ।

পূর্ববঙ্গের কয়েকটি স্থান পর্যাটন করিয়া বঙ্গের গবর্নর লর্ড বোণার্ডশে গতপূর্ব ব্রহ্মপতিবার ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন । আগামী মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি ঢাকায় থাকিবেন । ঢাকায় ১৯শে আগস্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে ।

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা ছিল, আর লইব না ।

বন্যায় বিজ্ঞাট।

২৩শে জুলাইয়ের “ইংলিশমানে” প্রকাশ, আসাম-শ্রীহট্ট হাইলোকান্ডিতে ২৪শে আবারের ভূমিকম্পের পর হইতেই অতিবর্ণনের ফলে বজা হইয়াছে। জলার ধানজমিসমূহ জলে ভুবিয়াছে। বস্তিবাসিগণ মাচার বাস করিতেছে। অনেক গবাদি মায়া গিয়াছে। অনেক চা-বাগান এবং রাস্তা জলে ডুবিয়া রহিয়াছে।

সব-কমিটির আফিস।

ইউ-ইণ্ডিয়ান রেল কর্তৃক বস্ত প্রেরণের বিধি বিধান সম্বন্ধে ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাইসকে সাহায্য করিবার জন্ত যে সব-কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার আফিসের ঠিকানা,—২১ নং ক্যানিং ষ্ট্রট, কলিকাতা। ২২শে জুলাই হইতে এই কমিটি ওয়াগনের দর-খাস্ত গ্রহণ করিতেছেন।

পুত্র-বলী।

মেদিনীপুরের প্রথম অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ এইচ, সি, মেটল্যাণ্ডের এজলাসে হরিপদ কুলশী নামক এক ব্যক্তি পুত্র বলি দিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগে প্রকাশ,—আসামী কালীপূজা কালে তাহার দেড় মাস বয়স্ক ঘুমন্ত পুত্রটিকে বলি দিয়াছে। বিচারান্তে উই জন এসেসরই বলিয়াছিলেন,—আগামী নির্দোষ, জজ কিন্তু ইহাদের সহিত একমত না হইয়া আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

ই-আই রেলওয়ে।

আগামী ইংরেজী বৎসরে অর্থাৎ ১৮১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভারত-গবরনমেন্টের সহিত ই-আই রেলের চুক্তির মেয়াদ অতীত

হইয়া যাইবে। ভারতের টেট সেক্রেটারী নোটিশ দিয়াছেন। নতুন চুক্তি না হইলে ই-আই রেল কোম্পানির সহিত এই রেলের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে; ই-আই রেল খাস গবরনমেন্ট রেলের পরিণত হইবে। অনেকে ই-আই রেল গবরনমেন্ট রেল হওয়ারই পক্ষ-পাতি। দেখা যাউক, কিরূপ ঘটে।

মানহানির মামলা।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস অনারেবল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এক লক্ষ টাকার দাবি দিয়া মানহানির নালিশ করিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় শ্রীযুক্ত পাঁচ-কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও “নায়ক” ও “বাঙ্গালী” সংবাদপত্রে তাঁহার মানহানিজনক বিষয় লেখার অভিযোগে এক এক লক্ষ টাকার দাবি দিয়া নালিশ রুজু করিয়াছেন। পাঁচ-কড়ি বাবুর নামে শমন জারি হইয়াছে।

রাহমন্।

রাহমন্ একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি বৈরাম খাঁর পুত্র বলিয়া কথিত “রাহমন্ শতক” নামক একখানি পুস্তক ছাপা হইয়াছিল বলিয়াও শুনিয়াছি—দেপি নাই।

রাহমন্ চিত্রকূটে ফকীর বেশে গেলে কেহ বলেন “তুমি আমীর পুত্র, ফকীরের বেশে ‘এখানে’ কেন? উত্তর :—

আমি রাম রাহমন্ কহ সীতা সহিত এহি দেশ।

যাকে বিপদ অন্তর হয়

সো আর এহি দেশ।

“রাহমন্ বলিতেছেন শ্রীরাম সীতাসহ এখানে আসিয়াছিলেন; যাহার উপর বিপদ পড়ে, সেই এখানে আসে।”

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

চলছে কলঙ্কের কারণ রাহমন্ বলিয়া

ছিলেন :—

বাকে জনক কে জল গিয়ে রহিকোর।

তাকো স্নাতকে হৃদয় মে।

কহে না কালিমা হোর।

—যাহার জনকের (=সমুদ্র মছনে চল্লের উৎপত্তি—সুতরাং লবণ সমুদ্রই চল্লের জনক) জল কেহ পান করে না (=জল আচরণীয় নহেন—অজাত হইয়া আছেন। তাহার (সেই পুত্রের) হৃদয়ে কালিমা কেন পড়িবে না?

এড়ু:

বিহারে কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, সরকারের একজন উচ্চতম কর্মচারী আত্মীয়কে দেখিতে বাকিপুর হইতে রাচি যাইতেছিলেন। তিনি হাইকোর্টের জজীয়তীও করিয়াছেন। পথে তিনি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে নিদ্রা যাইতে ছিলেন। মধ্যাহ্নী একটি ষ্টেশনে একজন যুরোপীয় সেই কামরায় প্রবেশ করে। যুরোপীয় একটা বড় চাকরী করে। একজন “নেটিভ” যে সত্য সত্যই প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিয়া যাইতে পারে, ইহা যুরোপীয়টির কল্পনা-তীত। তাই সে সুখাসন সন্ধান করিয়া সুখস্বপ্ন বিহারী ভদ্রলোকটির উদরের উপর উপবেশনের চেষ্টা করিল। তাহার স্পর্শে বিহারীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপারটা কি?” যুরোপীয় সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া, পান্টা জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এখানে কেন?” বিহারী বলিলেন, “ভাড়া দিয়াছি বলিয়া।” যুরোপীয় বলিল, “দেখি তোমার টিকিট।” বিহারী টিকিট দেখাইতে অস্বীকার করিলে সে টিকিট কালেকটরকে ডাকিল। গোরাবর দেশে টিকিট কালেকটর বিহারীর সিকট টিকিট চাহিলে, তিনি বলিলেন, “এত রাত্রিতে তুমি প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর কাছে টিকিট চাহিতে পার না।” বেচারী দেখিল বিপদ, এক দিকে

গোৱার আদেশ, আর এক দিকে রেলের নিয়ম। সে ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া আনিল। ষ্টেশনমাষ্টার গোৱাঙ্গের নির্দেশে বিহারীর টিকিট দেখিতে চাহিলে, তিনি প্রথমে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া শেষে দেখাইলেন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গোৱাঙ্গটির টিকিটও দেখিতে বলিলেন। তাহার পর তিনি গোৱাঙ্গের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কোঁস করিয়া উঠিল—“আমি কে জান?” বিহারী স্থির ভাবে বলিলেন, “তুমি শয়তান হইলে তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। নামটা বল। তাহার নাম লইয়া তিনি তাহাকে তাঁহার নাম বলিলেন। গোৱাঙ্গের তেজ সহসা অস্তিত্ব হইল। নাম শুনিয়া তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে বলিল, “মিষ্টার ই—ম আমি আপনাকে চিনি তাম না, আমাকে ক্ষমা করুন।” বিহারী বলিলেন, “এই ত কলির সন্ধ্যা—এখনই ক্ষমা! তোমাকে আদালতে কাঁদাইয়া তবে ছাড়িব।” হইয়াছেও তাহাই। তিনি পনের হাজার টাকার দাবিতে নালিশ রুজু করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবেন। বাহারা ভারতবাসীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতে পারে, তাহারা ক্ষমা চাহিলেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিলে ক্ষমার অপমান করা হয়। এই বিহারী কে? মিষ্টার হাসান ইমাম হাটকোটের ভূতপূর্ব্ব জজ।

বঙ্গবাসী

চরকা।

—:—

আজকাল বঙ্গদেশে অনেকে চরকার খোজ করিতেছেন। বাহারা চরকার বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা কলিকাতা বাহুবাগান গেলে বিভাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র বিভাসার

মহাশয়কে বা ৩৫ নং মণ্ডল ষ্ট্রীট বাইলেনে বি, ব্যানার্জী এণ্ড ব্রাদার্সের নিকট পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।—

বস্তুসমস্যা।

সরকার লবণের মূল্যে যেমন সর্বোচ্চ হার বাধিয়া দিয়াছেন, কাপড়ের সম্বন্ধে কেন তেমন করেন নাই, লর্ড রোণাল্ডসে সর্বোপযোগে তাহাই বুঝাইয়াছেন—সাধারণতঃ বিদেশ হইতে যে পরিমাণ কাপড় ভারতে আমদানী হয়, যুদ্ধের জন্য তাহা হইতেছে না। যুদ্ধের পূর্বে বিদেশ হইতে কলিকাতায় প্রতিমাসে গড়ে ১৩ কোটি ২০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইত; গত বৎসর মাসে গড়ে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজ আমদানী হইয়াছিল; বর্তমান বৎসর তাহাও হয় নাই কেবল ৫ কোটি ৪০ লক্ষ গজ হিসাবে আমদানী হইয়াছে। বিলাতে সূতার কাপড়ের দর অত্যন্ত চড়িয়াছে এবং কাপড় আনিবার জাহাজ কমিয়াছে। সুতরাং কাপড়ের দর এ দেশেও চড়িবে। সরকার যদি ব্যবসায়ীদিগকে বলেন, তাহারা নির্দিষ্ট দরের অধিক মূল্যে মাল বেচিতে পাইবে না, তবে তাহারা উত্তর দিবে—তাহারা লোকশান দিয়া মাল বেচিবে না, মাল আমদানী করা বন্ধ করিবে। তাহার ফলে যে কয়দিন আমদানী করা কাপড় থাকিবে, ততদিন লোক অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে কাপড় পাইবে বটে; কিন্তু সে সকল মাল দুরাইলে চড়াদাম দিলেও আর মাল মিলিবে না। যুদ্ধের পূর্বে কলিকাতায় যে ধুতীর দাম ১ টাকা ৩ আনা ছিল, এখন তাহার দাম ৩ টাকা ১ আনা। কিন্তু সেই ধুতী এখন বিলাত হইতে আনিতে পড়ত ৪ টাকা ১২ আনা পড়ে। মিহি ধুতীর দাম পূর্বে ছিল ১ টাকা ১৪ আনা, এখন হইয়াছে ৫ টাকা ৮ আনা, বিলাত হইতে আনাইলে পড়ত পড়ে ৭ টাকা ৮ আনা। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, মাল কম পড়ায় দর চড়িয়াছে। যদি মধ্যবর্তী বেপারীরা অগ্রায়

লাভ করিত বুঝাইত—তবে সরকার তাহার প্রতীকার করিতেন। কিন্তু এখন বাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমদানী বাড়াইবার উপায় করিতে না পারিলে সরকার এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না।

তবে বাস্তবিক বাজারে কত মাল মজুদ আছে, সরকার সে বিষয়ে সন্ধান লইতেছেন। কাপড়ের আদমশুমারী করা হইয়াছে—কোথায় কত কাপড় মজুদ আছে, তাহার তত্ত্ব লওয়া হইয়াছে। সন্ধানফল আজও জানা যায় নাই। যদি জানা যায় যে, বেপারীরা মাল বাজার হইতে সরাইয়া রাখিয়া কাপড়ের দাম চড়াইতেছে, তবে সরকার সে বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু বোধ হয়, সন্ধানফলে দেখা যাইবে, সাধারণ সময়ে বাজারে যত কাপড় মজুদ থাকে, এমন তত কাপড়ই নাই। তাহা হইলে মাল সরবরাহ বাড়াইতে না পারিলে কাপড়ের দাম কমান সম্ভব হইবে না।

আমদানী মালের পরিমাণ-বৃদ্ধির উপায় কি? বঙ্গদেশে অধিক তুলা উৎপন্ন হয় না, কাপড়ের কলও অধিক নাই। লর্ড রোণাল্ডসের অনুরোধে বঙ্গীয় কৃষি-সমিতি বঙ্গদেশে বয়নশিল্প উৎকর্ষ শিল্পরূপে পুনরায় প্রচলিত করিবার বিবেচনা করিতেছেন। বাঙ্গালার নানা পল্লীগ్రামে কৃষকরা আপনাদের ব্যবহারের জন্য অল্প পরিমাণে তুলার চাষ করিতে পারে। এক কালে এ দেশে ঘরে ঘরে চরকা ছিল—তাহাতে সূতা কাটা হইত। আবার তাহা কি হয় না?

সে বাটাই হউক, বঙ্গদেশকে কাপড়ের জন্য বিদেশের আমদানীর উপর নির্ভর করিতেই হইবে। বিলাত হইতে কাপড় আনাইবার সুবিধা কম—কাজেই জাপান ও বোম্বাই বাঙ্গালার প্রধান অবলম্বন হইবে। জাপান এ দেশে যথাসম্ভব কাপড় রপ্তানী

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

করিবে, করিতেছেও বটে, বোম্বাইতে সরকার কাপড়ের মূল্যসঞ্চকে একটি সমিতি গঠিত করিয়াছেন। সে সমিতির নির্দারণ এখন সরকারের বিচারাধীন। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষ হইতে যে কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, তাহার রপ্তানী বন্ধ করিলে এদেশে অধিক কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারকে এ কথা জানাইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে সব দেশে ভারতবর্ষ হইতে কাপড় রপ্তানী হয়, ভারতবর্ষে রপ্তানী বন্ধ করিলে সে সব দেশকে অল্প কোন দেশ হইতে কাপড় আনা হইতেই হইবে। ট্রেটস সেটলমেন্টে ভারতবর্ষ হইতে কাপড় যায়—তাহা বন্ধ হইলে তাহার জাপান হইতে কাপড় লইবে। সুতরাং জাপান হইতে যে কাপড় ভারতবর্ষে আসিত, তাহাও তথায় যাইবে—ভারতবর্ষে হরে দরে হাঁটু জলই থাকিলে।

আর কাপড়ের সমস্যা-সমাধান-সংক্ষেপে লর্ড রোনাল্ডসেব চেষ্টাও সেই হরে দরে হাঁটু জলই থাকিল। কোন নীমাংসা হইল না। কৃষিসমিতির অধিবেশনে লর্ড রোনাল্ডসে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালার কাপড় বাড়াইবার উপায় কি? বাঙ্গালার যে সব স্থানে বর্তমানে তুলার চাষ হয় না। সে সব স্থানে তুলার চাষ হইতে পারে। কিন্তু সূতা করিতে না পারিলে তুলার চাষে কি ফল হইবে? যদি ঘরে ঘরে আবার চরকার চলন হয়—কৃষক কিছু তুলার চাষ করে ও তাহার স্ত্রীকন্যা চরকার সূতা কাটে, তবেই এ সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকগুলি “বদি”র বাধা আছে। সত্য বটে, অবসরকালে এদেশে রমণীরা চরকার সূতা কাটিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে পরিশ্রমের কোন মূল্য ধরা হয় না। জিনিষের দাম খতাইতে হইলে পরিশ্রমের

দাম ধরিতে হয়। নহিলে দামের হিসাব ঠিক হয় না। যদি আমরা সে পরিশ্রমের দাম নাও ধরি, তাহা হইলেই বা কি হয়? কৃষি-বিভাগ হইতে আজও তুলার চাষের পরীক্ষা হয় নাই—পরীক্ষা শেষ করিয়া তুলার চাষ করিয়া সেই তুলার সূতা কাটা পর্য্যন্ত কি যুদ্ধ চলিবে? আর যে চরকা চলিত আছে, তাহাতে সূতা কাটিয়া কি কখন কলের সূতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইতে পারে। বাঙ্গারের বর্তমান অবস্থা যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থা, তাহা স্থায়ী হইবে না। তবে এই সময় যদি পুরস্কার বোঝা করিয়া চরকার উন্নতিসাধন করা যায় এবং এদেশের রমণীরা সেই চরকার সূতা কাটা অভ্যাস করেন, তবেই যুদ্ধের পরও বঙ্গদেশে তুলার চাষ করিয়া সেই তুলার সূতা কাটিয়া কাপড় বুনান সম্ভব হইতে পারে।

কিন্তু আপাততঃ বোধ হয় আনাদিগকে পূজার সময় আরও চড়া দরে কাপড় কিনিতে হইবে। কারণ, লর্ড রোনাল্ডসে বলিয়াছেন, যে ধুতী পূর্বে ১ টাকা ৩ আনায় বিক্ৰীত, তাহা এখন ৩ টাকা ১ আনায় বিক্ৰীতেছে, তাজকাল তাহারই পড়ন ৪ টাকা ১০ আনা। সুতরাং পূজার বাজারে তাহারই দর ৫ টাকা ৪ আনা হওয়া সম্ভব।

সরকার আশু প্রতীকারের কোন উপায় করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভবিষ্যতের কোন উপায় করিবেন কি? এবার যুদ্ধে আমাদের পরমুখাপেক্ষিতার ফল দেখিয়া আমরাও শিখিব কি? স্বদেশের সময় যখন বাঙ্গালার লোক “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়” ম'র আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তখন যে জাতীয় ধনভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে কি এ দেশে চরকার উন্নতি-সাধনের জন্য পুরস্কার বোঝিত হইতে পারে না? সে টাকাটা রাজনীতির চোরাবালুতে না ফেলিয়া তাহার দ্বারা দেশের

দারিদ্র-সমস্যার সমাধানোপায় করিলে অকাজ হইবে না। অন্ততঃ গোলদীঘীর পাড়ের আশি সারকুলার সোসাইটিতে টাকা দেওয়ার অপেক্ষা আপত্তিজনক কাজ হইবে না!

বিলাতের কলে যদি মার্কিনের ও মিশরের তুলার কাজ চলে, তবে বাঙ্গালাতেও মিশরের বা পঞ্জাবের তুলার কাজ চালাইয়া লাভ হইতে পারে। সেই তুলার সূতা বুনবার পক্ষে বোম্বাইয়ের যদি অধিক সুবিধা থাকে অর্থাৎ মাল লইবার খরচ কম পড়ে, তবে তেমনি সেই সূতায় কাপড় বুনবার পক্ষে বাঙ্গালার অধিক সুবিধা আছে। সে সুবিধা প্রকৃতিপ্রদত্ত। বাঙ্গালার হাওয়ায় আর্দ্রতা অধিক বলিয়া বস্ত্রের সুবিধা হয়। কুষ্টিয়া মোহিনী মিলস ১২০ নম্বর সূতা সূতার কাপড়ও বুনিতেন—কোন অসুবিধাই হইতেছে না। আনন্দাবাদ প্রভৃতি স্থানের কলে সূতা সূতার কাপড় বুনিত হইলে কৃত্রিম উপায়ে ঘরের হাওয়ার আর্দ্রতা-সঞ্চার করিতে হয়। বাঙ্গালার বাঙ্গালীর যে কয়টা কাপড়ের কল আছে, তাহাতে সূতা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে বা বাড়াইতে হইবে। যাহাতে আপনাদের বয়নোপযোগী সূতা লইয়া সেই সব কল দেশের তাঁতীদের হাতের তাঁতের জন্তও সূতা যোগাইতে পারে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ যুদ্ধের জন্ত আমরা এবার যে স্বযোগ পাইয়াছি, তাহা যেন আমরা হেলায় না হারাই। চরকা চলে ভাল—চরকার উন্নতি হয়, আরও ভাল—কিন্তু বর্তমান সময়ে বিদেশী প্রতিযোগিতা প্রহত করিতে হইলে কল প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। আর তাহার মাহেজুকণ সমুপস্থিত। কারণ, এখন ম্যাকেষ্টোরের প্রতিযোগিতা *ফ্লুই-রাছে—আমরা প্রকারান্তরে রক্ষাওকের সুবিধা পাইয়াছি। আমরা কি এই সময়েও “যে তিমরে সে তিমিরে থাকিয়া” দারিদ্র্যের গভীরতর পক্ষে পতিত হইবে? (বং)

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

এই সকল তথ্য তো বুঝিলাম, কিন্তু তুলার চাঁস করিয়া চরকার হুতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় বুনিয়া পরিতে তো এখন অনেক দূরের কথা, তাহাতে আবার এদেশের লোক যেক্রপ উত্তোগী তাহাতে তেমন আশা করা এদেশের পক্ষে বাতুলতা বলিলেও অত্যয় হয় না। এখন আপাততঃ উপায় কি? এদেশের ধনশালী ব্যক্তিগণ যত মূল্যই হউক, কিনিয়া পরিতে পারিবেন, কিন্তু যাহারা একবেলাই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের উপায় কি? ৬ মন ধাত্ত বিক্রয় করিলে তবে একজোড়া কাপড় হয়। ৬ মন ধাত্তে একটা লোকের প্রায় ৪ মাসের খোরাক, সুতরাং তাহাদের পক্ষে অনশন ও বস্ত্রভাব উভয়ই শঙ্কট। ইহাদের মুখের পানে তাকাইবার জ্ঞাত কি দেশে কেহই নাই?

চৈতন্য হইল কৈ?

কাপড়ের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির জ্ঞাত লোকে আশা করিয়াছিল যে, হয়ত গবর্ণমেন্ট অবিলম্বেই এই বস্ত্র শঙ্কটের একটা প্রতিকার করিবেন। কিন্তু সেদিন বরিশালে ঘাইয়া লর্ড বোনাল্‌সে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আশার কথা দূরে থাক, আশঙ্কার কথাই আভাষ পাওয়া যায়, কাপড়ের মূল্য আরও চড়িতে পারে। বস্ত্র সমস্তা প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার বক্তৃতার সার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে, বস্ত্র শঙ্কট আরো ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে।

বস্ত্র সম্বন্ধে দেশের মাননীয় গবর্ণর সাহেবের উক্তি পাঠকগণ অবগত হইলেন। দেশে তুলার চাষ করিয়া তাহা হইতে হুতা প্রস্তুত করতঃ বস্ত্র পরিতে হইবে। কিন্তু তাহাত সময় সাপেক্ষ, এক্ষণে বর্তমান বস্ত্র শঙ্কটের আশু প্রতিকার না করিতে পারিলে

দিগম্বর হইতে হয়, ইহা এদেশের ধনবান লোকে না বুঝিলেও দীন পল্লীবাসী এবং কৃষক সম্প্রদায় হাড়ে হাড়ে তাহা বুঝিতেছে। কিন্তু চৈতন্য হইল কৈ? প্রকৃতই এখনও কার্পাষ চাষের বাঙ্গলা দেশে কি আয়োজন হইতেছে? কৃষকগণ বলে যে, তুলার চাষ এক দুইজন করা চলে না, একটা মাঠে সমুদয় কৃষক একত্র যদি তুলা চাষ না করে, তাহা হইলে ফাঁকা মাঠে গরু ছাগলেই তুলাগাছ খাইয়া ফেলিবে। তুলা এক আশ বিঘা কোন মাঠে থাকিলে চোরে রাত্রে কুটস্থ তুলা চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, বহুবায় হইবে, কিন্তু ব্যয় উঠিবে না এবং মজুরীও পোষাইবে না। কৃষক সম্প্রদায় এবং মধ্যবিত্ত লোকের বস্ত্রাভাবে দুর্দশার একশেষ হইবে, আর নাকে কাঁদিবে, এই হইল এদেশের দার। একটা ধূয়া উঠিলে সমগ্র দেশ সেই হুজুকে মাতিয়া উঠিবে, ঘোরতর বক্তৃতা এবং সংবাদ পত্রাদিতে আলোচনা হইবে, কিন্তু একজনও আদর্শ দেখাইতে অগ্রসর হইবে না। এই হইল একদেশের মায়ুলী চাল। কৃষক সন্তান হাল ছাড়িয়া বরং সহরে আসিয়া ৩ বেতন এবং বৎসরে ৪ খানা কাপড়ের আশায় ক্রীতদাসের আয় চাকরী করিবে, তথাপি সে কৃষির উন্নতি করিয়া স্বাধীন জীবিকা উপার্জন করিবে না। তাই বলিতে ছিলাম, দেশেরও রোগ অনেক। কেবল গবর্ণমেন্টের নিকট দেহি দেহি করিয়া শঙ্কট হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা করাকেই যাহারা সাব ভাবিয়া লইয়া থাকে, তাহাদের দুর্দশা ঘুচায় কে? গবর্ণমেন্ট সহসা এ বস্ত্র সমস্তার কোন প্রতিবিধান করিতে সক্ষম নহেন। নিজেদের কিছু Practically করিতে হইবে, তবে চুঃখ ঘুচিবে। এ বৎসরেও লোকে কোনরূপে পুরাতন বস্ত্রাদি দ্বারা না হয় কাটাইতে পারিবে, মানিয়া লইলাম, কিন্তু যদি যুদ্ধ কিছুদিন চলে, যদি বিলাতী বস্ত্র বা হুতার

আমদানী কোন কারণে না হয়, তখন কি হইবে? তখন ধনী দরিদ্র সকলের অবস্থাই সমান হইবে; যাহার টাকা আছে সে টাকা দিয়াও বস্ত্র পাইবে না, যাহার নাই, সেত দিগম্বর হইয়াই আছে। সুতরাং আনাদিগকে এখন হইতে পরবর্ষের জন্য প্রস্তুত না হইলেই নহে।

কিন্তু আমরা কৃষকের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। একটা উপায় আছে, তবে কৃষকেরা এই তুলা চাষে নামিতে পারে। ইহাতে জমিদার এবং গৃহস্থগণ মনোযোগী হইবেন, তবে উপায় হয়। প্রত্যেক জমিদার যদি প্রত্যেক প্রজাকে অন্ততঃ ২ বিঘা জমীতে তুলার চাষ করিতে বাধ্য করেন, প্রত্যেক গৃহস্থ, যাহারা নিজে চাষ করেন না, প্রজাকে যদি ভাগ জোতে জমী বিলি করেন, প্রজাকে ৫১০ বিঘা জমী দেন, তাহারা যদি অন্ততঃ ২ বিঘা জমীতে তুলা চাষের সর্ব লিখাইয়া তুলা চাষ করাইতে পারেন, তুলা চাষে প্রজা স্বীকৃত না হইলে তাহাকে জমী না দেন, তাহা হইলে অনেক প্রজা একমাঠে একজোটে তুলা চাষ করিতে সম্মত হয়। পরবর্ষে আর প্রজাদিগকে বলিতে হয় না, তাহারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় চাষ করে। যখন বর্তমানের অনেক গ্রামের প্রজারা আলুর চাষ করিতে সম্মত হয় নাই, তখন অনেক প্রজার নিকট জমী ছাড়াইয়া লওয়ায় তাহারা আলুর চাষে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে আর কাহাকেও আলুর চাষের জ্ঞাত বাধ্য করিতে হয় না। বস্ত্রের বহুস্থানে আগে খুব অধিক পরিমাণ জমীতেই তুলার চাষ হইত, লেখকও চরকার কার্য দেখিয়াছেন, হুতা কাটা কাপড়ও পরিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন, কুণ্ডিত হওয়া দূরের কথা, তানন্দ প্রকাশ করিতেন। সে কাপড় দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং মোলায়েম হইত, গ্রামের তাঁতি এবং জোলা

পত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল; আর লইব না।

দিগকে স্ত্রী দেওয়া হইত, তাহারা কাপড় বুনিয়া দিয়া বাইত। তখন কি স্ত্রের দিনই গিয়াছে! পরমুখপেক্ষীতা ছিল না, বিলাসিতা ছিল না, মান অপমান জ্ঞান ছিল না, ধনী দরিদ্রের সমান দশা। সে দিন আবার কি আসিবে? তাহার পর বিলাতি বস্ত্রের আমদানী হইতে লাগিল, যন্ত্র বস্ত্র দেখিয়া লোকে আশ্বাসী হইল, তুলা চাষ উঠিয়া গেল, চরকার উনান পুঞ্জ হইয়া গেল, এক চক্ষু হরিণের মত আমরা আর ভবিষ্যত ভাবিয়া দেখিবারও আবশ্যকতা দেখিলাম না। ফলে অনেকের আজ কোপিন সার হইয়াছে, বেশ হইয়াছে। এখনও চৈতন্য হইবে কি? ও সকল বাজে আন্দোলনে দেশের হুঃখ বুচিবে না। আসল কাজ, তুলার চাষ করিয়া বস্ত্রশঙ্কট হইতে নিজেরা উদ্ধার হওয়া। প্রত্যেক জমীদারের, প্রত্যেক ভদ্র গৃহস্থ, বাহার ১০ বিঘাও জমী আছে, তাঁহারা নিজেরা বা প্রজাধারা তুলার চাষ করুন, আবার মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লউন, তবে বস্ত্র শঙ্কটের কিনারা হইবে, নচেৎ নাকে কান্দিয়া কোন ফল হইবে না। এই আসল কথা।

ঢাকার ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রের জন্য যে যন্ত্র প্রস্তুত হইত, সেই স্ত্রী ১ সের তুলার ৫৮০ মাইল লম্বা স্ত্রী হইত, এবং যখন ১৮৫০ সালে আমাদের ভূতপূর্ব মহামান্য ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্বামীর প্রযত্নে বিলাতে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তখন তাহাতে এই স্ত্রী প্রেরিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া বিলাতের নরনারী বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। এই যন্ত্র দেখিয়া ডাক্তার টেলর বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় রমণীগণের কোমল অনুলি স্পর্শে যে স্ত্রী প্রস্তুত হয়, তাহা অসুবিধা সাহায্যে না দেখিলে চম্চকে দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রী সর্বদা সুন্দর, সুগোল, এমন সুন্দর স্ত্রী মাঝেমাঝের শিল্পিগণ বহুচক্র এবং যন্ত্র

সম্বিত কলেও প্রস্তুত করিতে পারেন না। সেই শিল্প বিলাতি আমদানী বস্ত্রের প্রতিযোগীতার দাঁড়াইতে পারে নাই। আবার চেষ্টা করিলে যে তেমন না হইবে, এমন নহে, এদেশের লোকে পরমুখপেক্ষীতা পরিত্যাগ করিলেই আবার স্ত্রের দিন দেখা দিবে, কিন্তু প্রকৃত চেষ্টা এবং আন্তরিকতার সহিত কাজ করিতেই আধুনিক লোকে তুলিয়া গিয়াছে, তাই এদেশের এত দুর্দশ।

স্বাস্থ্য।

HEALTH. *

"Better to hunt in the field
for health unbought.
Than fee for Doctors
for a nouseous draught.
The wise of cure on excise depends,
God never made his work
for men to mend."

DRYDEN.

"ডাক্তারের কি দিয়া নকারজনক ঔষধ খাওয়া অপেক্ষা বনে জঙ্গলে শিকার করিয়া বিনা মূল্যের স্বাস্থ্যলাভ ভাল। আরোগ্য পরিশ্রম বা ব্যায়াম দ্বারা লাভ হয়, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা, পরমেশ্বর তাঁহার কার্য মানবের দ্বারা সংস্কৃত হয়, এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নাই।" কবি ড্রাইডেন এই সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন আৰ্য্য স্বাস্থ্যনীতিতে—অহরহ শ্রমশীল থাকিবার উদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে পুষ্প চয়ন হইতে হটযোগাদি বহুপ্রকার শ্রমের ব্যবহার

* ১০ নং বাবুরামশীলের লেনস্থ শান্তি ইন্সটিটিউটের দ্বিতীয় শাখার অধিবেশনে "কাজেরলোক" সম্পাদক কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ।

ছিল, সেই অল্প বিনা ঔষধেই মানব শতাব্দিক বৃদ্ধ জীবিত থাকিত, জরা বার্দ্ধক্য দ্বারা আধুনিক ডাক্তার এবং ঔষধবাহ্য নবযুগের মত অকালে জীবন বিসর্জন করিত না। আপনারা অল্পবয়স্ক বালক এবং যুবক-গণ যে স্বাস্থ্যের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আনন্দের সীমা নাই। আমি যে অল্প কিছু অধিক বলিতে সক্ষম হইব, তাহা মনে করি না, কারণ এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়, হুঃখের বিষয় আমি তেমন প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারি নাই এবং আমার সময়েরও নিতান্ত অভাব।

নিয়মিত শ্রম, পরিমিতাহার, মিতাচার, হিংসা, রাগ, দ্বেষ পরিত্যাগ এইগুলির উপরই স্বাস্থ্য নির্ভর করে। সেকালে এইগুলি ধর্মের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া লোকে মানিত এবং নিরোগী থাকিত। অধুনা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মও অসংখ্য, রোগও অসংখ্য। কেন এমন হয়?

আধুনিক চিকিৎসা সম্বন্ধে আধুনিক বহু ধনস্বত্বী-কর পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং ডাক্তার-গণ বড় হতাশাপূর্ণ মন্তব্য সকল প্রকাশ করিয়াছেন। সেগুলি পাঠ করিলেই মনে হয় যে, আধুনিক চিকিৎসা বা ঔষধ দ্বারা স্বাস্থ্য-লাভের আশা কতদূর ভীতিহীন।

শ্রাব এডওয়ার্ড রিচার্ডসন এম, ডি, বলিয়াছেন যে, মানুষের স্বাভাবিক পরমাণু ১১০ বৎসর। যদি কেহ স্বাস্থ্যিকভাবে উপদ্রব-শূন্য হইয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এতদিন বাঁচিতে সক্ষম হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন, পীড়ার অল্প ধর্ম এবং মিতাচারই প্রকৃত গভী। অধর্ম এবং অমিতাচার করিবামাত্র রোগ সেই গভী পার হইয়া আক্রমণ করে।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল তৎপন্ন লউন।

মহামানবী প্রফেসর জোসেফ এস, আইল, এম, ডি, বলিয়াছেন “ঔষধে রোগ আরোগ্য হয় না, রোগ আরোগ্য হয় প্রকৃতির (Nature's) আরোগ্যকারী ক্ষমতার।”

মেডিক্যাল কাউন্সিলের ডাক্তার পল নিমেষার বলিয়াছেন, “মানুষের যখন পীড়া হয়, তখন ঔষধ যে দিন হইতে বন্ধ হয়, সেই দিন হইতেই প্রকৃত আরোগ্যের স্বরূপাত হয়।”

বেকন বলেন,—যাহারা পান ভোজনে মিতাচারী, ঔষধ তাহাদের অনাবশ্যক বস্তু। রিচার্ড বলিয়াছেন,—আমি বলি, ভূমি তোমার অর্ধেক ডাক্তারকে বিদায় দিয়া কেবল বায়ু, আকাশ, এবং জল এই তিন চিকিৎসকের চিকিৎসায় থাক, আরোগ্য হইবে।

কবি লংকেলো বলিয়াছেন :—

“Joy, temperance and repose,
Stamp the door on Doctor's nose.”
মিতাচারী হও এবং ডাক্তারের নাকের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া থাক।

প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ডাক্তার এসলি কুপার বলিয়াছেন,—“The science of medicine was founded on conjecture and improved by murder.” অর্থাৎ অল্পমান হইতেই জৈবজ্ঞ সমূহের উৎপত্তি এবং নরহত্যা দ্বারা উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে।

Dr. Dickenson wrote that the ancients endeavoured to elevate Phisics to the dignity of a science, the moderns have reduced it to the level of a trade.

সেকালের চিকিৎসকগণ ইহাকে বিজ্ঞানের পদবীতে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেন, আধুনিকগণ ইহাকে অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রকে ব্যবসা দারীতে পরিণত করিয়াছেন।

Professor Clerk বলিয়াছেন,—“In their zeal to do good, Physicians

have done much harm. They have hurried thousands to the grave who would have recovered if left to the nature. উপকার করিবার আগ্রহাতিশয্যে চিকিৎসকগণ হাজার হাজার লোককে অকালে শমন ভবনে প্রেরণ করেন কিন্তু তাহারা স্বভাবের উপর নির্ভর করিলে বাঁচিয়া যাইত। নেপোলিয়ন যখন সেন্টহেলেনার পীড়িত, তখন মৃত্যুর পূর্বে তাহার চিকিৎসকগণকে বলিয়াছিলেন, “এই ঔষধ পত্রগুলি ফেলিয়া দাও, ইহা না ব্যবহার করাই মানবের পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ মানবজীবন একটা দুর্গবৎ, সেই দুর্গের ভূমিও কিছু জান না, আমিও কিছু জানি না, তবে কেন তাহার আশ্রয়কার পথে বাধা দাও, আশ্রয়কার্থে তাহারই মধ্যে যে শক্তি, বল, উপায় আছে, তাহা তোমাদের সমুদয় অস্ত্র, শস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

বাস্তবিক বস্তু ইতর প্রাণীদের বিষয় পর্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা সুন্দর ভাবে আশ্রয়লাভ করিয়া চলিয়া যায়। সাঁওতাল ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণের নরনারীর স্বাস্থ্য দেখিলে কি মনে হয়? যত চিকিৎসা হইতে দূরে থাকা যায়, ততই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পরসেখর এই দেহেই এমন সকল দ্রব্য দিয়াছেন যে, তাহা দ্বারায় স্বভাবের নিয়মে চলিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে। সভ্যতা বিস্তারের সহিত ঔষধ ও চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু অকাল মৃত্যু কমে না কেন? নিত্যই নূতন রোগের সৃষ্টি হইয়া গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর উজাড় হইতেছে কেন?

ঔষধ পত্র দ্বারা, খুব গরম খাত্তে, কাপড় চোপরে বস্তা সাজিয়া থাকিলে স্বাস্থ্য থাকে না, অসভ্য বস্ত্র জাতি সামান্ত শাক পাত

খাইয়া ঔষধ বা ডাক্তার নী পাইয়াই তো বেশ ভাল থাকে।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাখাত্তের বিচার উঠিয়া গিয়াছে, অল্পকরণই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য অল্পকরণে আমরা এখন হোটলে খাইতে শিখিয়াছি, একই উচ্ছিষ্ট চুপট, বিড়ী দশজন খাইতে শিখিয়া তাত্ত্বাত্ত্বের পর-কাষ্ট দেখাইয়া নানা ব্যাধিকে দেহ মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছি, তাই আজ আমাদের এত অকাল মৃত্যু। মাস্তাজ বোধে এবং পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা আমাদের বাঙ্গালার মৃত্যুসংখ্যা অধিক, ইহার কারণ বাঙ্গালী স্বধর্মত্যাগী, যথেষ্টাচারী, আহার বিহার, পরিচ্ছদে বাঙ্গালী অমিতাচারী স্বাস্থ্য, তাই আমাদের ভাল নহে, পূর্বোক্ত প্রদেশ সমূহের লোকে এখনও স্বধর্ম আস্থাবান, এখনও স্বাভিক আহার বিহারে শ্রদ্ধাবান, এখনও বিলাসিতা হইতে দূরে অবস্থিত, তাই তাহাদের আমাদের অপেক্ষা স্বাস্থ্য ভাল। বাঙ্গালী সকল দিকেই মরিয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীই অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত, এই অজীর্ণতাই সকল রোগের আকর, ইহা আমাদের বিলাসিতা প্রসূত যথেষ্টাচারিতার বিষময় ফল, হে ধীমান-গণ! পুনরায় প্রাচীন রীতিনীতিতে আস্থাবান হইয়া মিতাচারী হও, দেখিবে; বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতি অবশ্যসাধ্য।

রাসায়নিক কোতুক।

—:—

নিম্নলিখিত কোতুক দেখাইতে যে সমস্ত জিনিস ও ঔষধাদি আবশ্যক হইবে, তাহা যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বিক্রেতার দোকানেই পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, যাহারা সামান্ত মাত্রও Chemistry পড়িয়াছেন, এই সমস্ত দ্রব্য তাহাদের নিকট স্থপরিচিত।

পুরাতন “কাভের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

১। ওষধ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত
করণ।

(ক) চারিটা পর্শিলেন বেসিন (Porcelain Basin) বা পাত্র লইয়া প্রত্যেকটিতে অল্প পরিমাণ পারমেন্গেনেট অব পটাশের সূক্ষ্ম চূর্ণ রাখ এবং ৩৪ ফোঁটা জলদ্বারা তাহা আর্দ্র কর। ২১০ ফিট লম্বা একটি ষষ্টির অগ্রভাগে একটি টেষ্টটিউব (Test tube) বাধিয়া লও। এই টিউব দ্বারা অর্ধডাম ট্রু: সালফিউরিক এসিড এক নম্বর পাত্রে ঢাল। দেখিতে পাইবে, পাত্রে কি একটা রাসায়নিক কার্য চলিতেছে এবং কাল কাল ধূম উঠিতেছে। ইহাতে অল্প পরিমাণ গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিলে ইঠাঃ সমস্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে।

(খ) দ্বিতীয় পাত্রে পূর্ববৎ সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া টেষ্টটিউবের সাহায্যে তাহাতে কয়েক ফোঁটা এলকোহল ঢালিয়া দিলেও আগুণ জলিয়া উঠিবে।

(গ) তৃতীয় পাত্রে পূর্ববৎ এসিড ঢালিয়া তাহাতে কলাই প্রমাণ কস্ফরাস্ নিক্ষেপ করিলে আগুণ জলিয়া উঠিবে।

(ঘ) চতুর্থ পাত্রে ও পূর্ববৎ সালফিউরিক এসিড ঢাল। যদি একটি রবারের নলদ্বারা গ্লাসজেট (Glassjet) এক প্রান্তে সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট গ্লাসের নল ও গ্যাসের পাইপ সংযুক্ত করিয়া গ্লাস জেট পাত্রের উপর ধরা যায়, তবে নলের মুখে আগুণ জলিয়া উঠিবে। হুই আঙ্গুল দ্বারা রবারের নল সজোরে ধরিলে গ্যাস বন্ধ হওয়াতে আগুণ নিবিয়া যাইবে কিন্তু আবার আঙ্গুল ছাড়িয়া দিলেই আগুণ জলিয়া উঠিবে।

(ঙ) প্রায় অর্ধ ডাম ইথার ধরের মেজের উপর ঢালিয়া দাও। ১টা গ্লাস রড্ ৪ নম্বর পাত্রে ডুবাইয়া ইথার স্পর্শ কর। অমনি ইথার জলিয়া উঠিবে, কিন্তু মেজের কাপড়ের কোন অনিষ্ট হইবে না।

(চ) ৪ নম্বর পাত্রে আবার গ্লাস রড্ (Rod) ডুবাইয়া একটি নির্ধারিত প্লিরিট ল্যাম্পের সলিডার ধর। ল্যাম্প জলিয়া উঠিবে।

২। চিনিতে অক্সিজেনের অস্তিত্ব
প্রমাণ—

একটি পাত্রে কিছু চিনি রাখিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া দিলে ইহা হইতে প্রথমতঃ ধূম নির্গত হইতে থাকিবে। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত চিনি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।

৩। অদৃশ্য লিখা—

ডাইলিউট সালফিউরিক এসিড দ্বারা সাদা কাগজের উপর কিছু লিখিলে লিখা অদৃশ্য থাকিবে, কিন্তু আগুণের উপর ধরিলে লিখা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে।

৪। সময়তানের আগুণ বা

আলোয়া

একটা ফ্লোরেন্স-ফ্লাস্কের (Florence-Flask) ভিতরে $\frac{1}{2}$ আউন্স ভিজা চুন রাখ এবং একখণ্ড মটর প্রমাণ কস্ফরাস্ তাহাতে দিয়া ভালরকম কর্ক বন্ধ কর! এই কর্কের মধ্য ভাগে পূর্বেই একটি ছিদ্র করিয়া লইবে। এই ছিদ্রে একটি ডেলিভারি টিউব (Delivery tube) বসাইয়া টিউবের মুখ অল্প পাত্রস্থ জলের নীচে ধর। এক্ষণে ফ্লাস্ককে (Flask) আন্তে আন্তে গরম করিতে থাকিলে কস্ফুরেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হইয়া জল মধ্য হইতে বহির্গত হইতে থাকিবে এবং বায়ু সংস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হইয়া অঙ্গুরি আকারে উপরে উখিত হইতে থাকিবে। অন্ধকারে ইহা বড়ই সুন্দর দেখায়।

৫। বিনা আগুণে গ্যাস

প্রজ্জ্বলিত করণ।

কয়েক গ্রাইন প্লেটিনাম ক্লোরাইড কয়েক

ফোঁটা জলে দ্রব কর। অল্পপরিমাণ সূত্রবৎ এসবেসটোস (Asbestos) লইয়া তাহার এক প্রান্তে ক্ষুদ্রতার দ্বারা (ব্রাসের মত) একখণ্ড তারার তারের অগ্রভাগে বাধ। উপরোক্ত প্লেটিনাম সলিউসনে এই এসবেসটোস ব্রাস ডুবাইয়া আগুণের মধ্যে ধরিলে সমস্ত পুড়িয়া যাইবে এবং প্লেটিনাম ধাতু অতি সূক্ষ্মাকারে ইহাতে লাগিয়া থাকিবে। এই প্লেটিনামের নাম Spongy platinum, ঠাণ্ডা হইলে ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। কোল গ্যাসের (Coal-gas) মধ্যে ধরিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া লাল হইবে এবং গ্যাস প্রজ্জ্বলিত করিবে। অল্প কাল বাজারে সিগার লাইটার নামক যে যন্ত্র আমদানী হইয়াছে, ইহাতেও উপরোক্ত প্লেটিনাম আছে এবং তাহা এলকোহলের গ্যাসে গরম হয়।

৬। বর্ণহীন জল দ্বারা নীলবর্ণ

করণ।

হীরাবস জলে দ্রব করিয়া কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক এসিড মিশাও! কিছু তুলা ইহাতে ডুবাইয়া শুকাইয়া লও। তুলার বর্ণ সামান্য মাত্র পরিবর্তিত হইবে। একগ্লাস জলে অল্প পরিমাণ পটাসিয়াম ফেরিসাইয়েনাইড দ্রব করিলে জলের বর্ণ প্রায় বর্ণ হীন থাকিবে। এইজলে পূর্বোক্ত তুলা ভিজাইলে গাঢ় নীলবর্ণে রঞ্জিত হইবে।

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দাস।

নিলামি বাজার (সিলেট)।

**Informations for the
people.**

সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়।

টেলিগ্রাফের মাণ্ডল বৃদ্ধি।

তার বিভাগের কর্তৃপক্ষ আদেশ করিয়াছেন যে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে টেলিগ্রাফের

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

এক টাকার বৃদ্ধি করা হইবে। এই তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। আরম্ভ হইলে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে এক টাকার স্থানে দেড় টাকা এবং আরও অভিনাশি বা সাধারণ খবরের মাধ্যমে আট আনার পরিবর্তে বার আনা করা হইবে। আর প্রত্যেক অভিরিক্ত শব্দের মাধ্যমে দুই পয়সার পরিবর্তে এক আনা হইবে।

১। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস।

মূলধন ১০ লক্ষ, কিন্তু ৫ লক্ষ ৭০ হাজার মাত্র শেয়ারের টাকা পাওয়া গিয়াছে। ৭০ হাজার টাকা রিজার্ভ ফণ্ড জমাইয়া রাখা হইয়াছে জমী ও কল কারখার সমস্ত দাম ৩ লক্ষ, ৮০ হাজার। নগদ টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার আছে; প্রায় ১৬০ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হয় এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ধরচা বাদে লাভ হয়। শতকরা ১২ হিঃ সুদ দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, বাক্সালার যৌথ কারবারের গৌরব।

Household informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

মুষ্টি-বোগ।

—:—:—

১। আহারের পূর্বে আদা এবং লবণ ভক্ষণ করিলে অকচি ভাল হয়।

২। ছাগের সেবা, ছাগ মাংস, ছাগ দলের মধ্যে শয়ন, ছাগদুগ, ছাগদুগ খাইলে বলা রোগ আরোগ্য হয়।

৩। আম আটার শাঁস ১০ তোলা, আমলকী কল ২ টা, হরিতকী ২টা, বহেড়া ১টা লৌহচূর্ণ ২ তোলা, জল সহ উত্তমরূপে বাটিয়া লৌহ পাণ্ডে মুটিতে থাকিবে, ১ দিন এক রাত্র

লৌহপাণ্ডেই রাখিয়া দিবে। পরদিন তাহা লইয়া পাকচূলে প্রলেপ দিয়া ২ বক্টা পর কেশ খোঁচ করিলে দেখিবে, চুল ঘন ঘন কৃষ্ণ-বর্ণ হইয়াছে, এই কলপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা শাস্ত্রীয় চুলের কলপ।

৪। মুখে যৌবন পীড়কা বা বয়সত্রণ হইয়া মুখখী নষ্ট করিয়া কলে। তীক্ষ্ণ সিমুলের কাঁটা ২০টা ছুঙ্কের সহিত বাটিয়া ২০ দিন মূলে প্রলেপ দিলে মুখ প্রফুল্ল অরবিন্দের ন্যায় সুন্দর হইবে।

৫। বরুণ ছাল ছাগী মুখে উত্তমরূপে পেচণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মেহেতা ভাল হয়। মস্তুরের ডাল দুগ্ধে বাটিয়া ঘৃত মিশাইয়া এক সপ্তাহ কাল মুখে প্রলেপ দিলে মুখের বিকৃত চিহ্ন দূরীভূত হইয়া গুম্বোপম মুখখী হইয়া থাকে।

৬। শুট ও হরিতকী গুড় অথবা লবণের সহিত প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এবং অজীর্ণ রোগ প্রশমিত হয়।

৭। বুনা নারকেলের মধ্যে পাঙ্গা লবণ ভরিয়া মুখ আঁটিয়া ঘুঁটের পোড়ে পোড়াইয়া ফেলিবে, ইহা কয়েকদিবস খালিপেটে জ্বপ পরিমাণে ভক্ষণ করিলে ক্রিমির জড় মরিয়া যায়।

৮। মরিচের সহিত অগস্ত্য ফুলের রসের নস্ত গ্রহণ করিলে গৃহীণী আরোগ্য হয়।

করলা।

‘করলা’র গুণাগুণ সম্বন্ধে ঋষি নামক পত্রে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিবার পূর্বে ‘করলা’ চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। করলা ও উচ্ছে একজাতীয় বলিয়া উভয়কেই করলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। উক্ত প্রবন্ধ-লেখকও ঐরূপ অর্থে ‘করলা’ অর্থে ‘উচ্ছে’ একথাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ‘করলা’

বলিলেই আমরা সাধারণতঃ লম্বা করলাই বুঝিয়া থাকি। ‘করলা’ লতা জাতীয় গাছ। অপরিশুদ্ধ কল রন্ধন করিয়া আহাৰ্য্য রূপে ব্যবহৃত হয়। ফলগুলি গোল ও ১০।১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। উচ্ছে ছোট ছোট গোল গোল হয়। খুব বড় গুলি ৩৪ অঙ্গুলির বেশী বড় হয় না।

ফলের রং ঘোর সবুজ, পাকিলে কমলা-লেবুর স্তায় রং হয়। পাকা কলা কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফলের আবাদন তিক্ত। যেতরকারী করলা বা উচ্ছে দিয়া রন্ধন করা যায়, তাহাও তিক্ত লাগে—তবে বেশী তিক্ত নহে। এইরূপ সামান্ত তিক্ত তরকারী অনেকেই পরিভুক্তির আহাৰ্য্য করিয়া থাকেন।

বপনের কাল।—ফাল্গুন হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত।

সাধারণ দোয়াঁস সারযুক্ত মৃত্তিকায় ইহার গাছ বেশ জন্মে।

দুই হাত অন্তর ‘মানা’ বা গর্ত করিয়া, প্রত্যেক মানায় ৩৪টা বীজ বপন করিতে হয়। পরে গাছ বড় হইলে কঞ্চি বা গাছের ডাল পালা পুতিয়া তাহাতে গাছ লাগাইয়া দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হয়।

বাক্সালা নাম—করলা বা করেলা, উচ্ছে; হিন্দি নাম—করোলী; ইংরাজী নাম—মমর-ডিকা চরণসিয়া (Momordica Charantia) সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কারবেলং ত্রাং কারবেলী, ততো লঘুঃ। সংস্কৃত নাম—কারবেল, কঠিন। অন্ত্যনাম—কঠিনকা, সুখী, শুখী, কারবেলক, উচ্ছিসিত, জোরবলী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুক, সুকাণ্ড উগ্রকাণ্ড, নানাস-বেদন, পটু। ক্ষুদ্র উচ্ছের সংস্কৃত নাম—কারবেলী। ইহা সচরাচর ‘উচ্ছে’ নামেই প্রসিদ্ধ, কেহ কেহ “পুটলে উচ্ছে” ও বলিয়া থাকে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

উভয় প্রকার উচ্ছেদ ভারতের প্রায় সর্বত্রই কল্পিত থাকে। করলা উচ্ছেদ সচরাচর ১৯১২ অব্দে দীর্ঘ হইয়া থাকে। উর্বরা ভূমি হইলে ১৭১৮ অব্দে পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু, খুদে উচ্ছেদ প্রায়ই ৩৫ আঙ্গুলের অপেক্ষা বড় হয় না।

কারবেলং হিং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
অরপিতকফাশয়ঃ পাণ্ডু মেহ ক্রিমিন্ হরেৎ ॥
তদুণা কারবেলী তাদ্ বিবোধীপনী লঘুঃ।
(করলার) রস তিক্ত, বিপাক—কটু;
বীৰ্য, শীত; গুণ—কফপিত্ত নাশক, বায়ুর
অধিরোধী, লঘু অর পাণ্ডু ও ক্রিমি (তিক্ত-
হেতু) নাশক। প্রভাব—ভেদক, মেহ নাশক।
উচ্ছেদ গুণাদি করলার জায় বিশেষতঃ ইহা
অগ্নিদীপক ও করলা অপেক্ষা লঘু।

প্রয়োগ—করলা উচ্ছে ও পুটলে উচ্ছের
মূল, পাতা, ফুল প্রভৃতি সমস্তই ঔষধ বা
পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফল—উৎকৃষ্ট
তরকারী; তিক্ত বলিয়া সকলের প্রিয় না
হইলেও ইহার কফপিত্ত নাশক, কুচি ও
বলকারক গুণ থাকাতে, অরাস্তে-চুর্কল ব্যক্তির
পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার ফুল—
ধারক ও রক্তপিত্ত নাশক। রক্তপিত্তরোগে
স্বত সৈন্ধবস্ত করলাফুলের তরকারী খাওয়ার
ব্যবস্থা করিলে পথ্য ও ঔষধ উভয় উদ্দেশ্যই
সাধিত হয়।

উচ্ছে পাতার রস আধছটাক, একটু
গরম করিয়া ১০ আনা বিটলবর্ণ সংযোগে পান
করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। শুষ্ক লতার প্রলেপে
ক্ষত শাঙ্গই আরোগ্য হয়। নিমপাতার অভাবে
ইহার শুষ্ক পাতালতা সিদ্ধ জলে বা ধোয়ান
চলিত্ত পারে। পাতার রস অরয়। কবিমাজ-
পণ পিত্তশ্রেষ্ট অরে অল্প ঔষধের অল্পপানরূপে
ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন অরেও
ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অনেক পালাজরের
ঔষধে ইহার ভাবনা আবশ্যক হয়।

স্ববী পত্রনিধ্যায়ঃ হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্তম্।
রোমাস্তী অর বিফোট রহুরী শান্তরে পিবেৎ ॥
করলা পত্রের রস হরিদ্রাচূর্ণসহ সেবন করিলে,
হাসঅর, বিফোট ও বসন্ত উপশমিত হয়।
স্ববী পত্র পত্র কর্ণমোট কুঠারকাঃ।
পৃথগেতে প্রলেপেন গজীরত্রণরোপণাঃ ॥

করলাপাতা, শালিকশাক, কর্ণমোট ও
কুঠারক এই করটার কোন একটি বাটির
প্রলেপ দিলে শীত্ৰই ত্রণ আরোগ্য হয়।
নবজরের বৈদ্যনাথ বটী, জীর্ণ অরের
শীতান্নি রস, বিদ্যাবল্লভ রস প্রভৃতি ঔষধে
উচ্ছেপাতার রসের প্রয়োজন হয়।

লাক্ষা ও গালা।

—:—

গালার সংস্কৃত নাম লাক্ষা ও জুত। হিন্দীতে
লাক্ বলে। ইংরাজীতেও ইহাকে লাক্ বলিয়া
থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় লাক্ষা শব্দের অপভ্রংশে
লা কিম্বা লাহা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

লাক্ষা একটি ভারতবর্ষীয় প্রধান বাণিজ্য
দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। ছোটনাগপুর হইতে
মধ্যভারতবর্ষ পর্যন্ত লাক্ষার জন্মভূমি। এই
সকল প্রদেশের কুল, অম্বথ, পলাশ, কুসুম
প্রভৃতি বৃক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাক্ষা জন্মিয়া
থাকে। এই লাক্ষা হইতে গালা প্রস্তুত হইয়া,
ইউরোপ প্রদেশে প্রেরিত হয়।

লাক্ষা-কৃষি অদ্যাবধি অশিক্ষিত অঙ্গলাজ্ঞাতের
মধ্যেই আছে; ইহাতে কোন বাঙ্গালী কৃষক
এ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এরূপ কথা
শুনি নাই। অল্প ব্যয়ে অধিক আয়ের কৃষিকার্য্য
যদি কিছু থাকে, তবে তাহা লাক্ষা। লাক্ষার
আবাদ করাকে “লাহা চালা” বলে। এক
বৃক্ষের লাক্ষা কীট অল্প বৃক্ষে পরিচালন করাই
লাহা চালা। লাক্ষা কীট দেখিতে অতি ক্ষুদ্র
পিস্তলবর্ণ পিপীলিকার জায়। অল্পবীক্ষণ বয়ে

সাধ্য ব্যতীত এই কীটের অর্ধ প্রত্যক্ষ উদ্ভব-
রূপে পরিগণিত হয় না। আমরা চশমা দ্বারা
বাহা দেখিরাছি; তাহাতে অতি ক্ষুদ্র পক্ষিহীন
ওরানির জায় বোধ হয়। এই কীট-সমষ্টি
বিষ্ঠা ও সুখের লাল দ্বারা বৃক্ষশাখায় বে গৃহ
নির্মাণ করে, তাহাই লাক্ষা নামে অভিহিত।
ইহার কৃষি অভিশয় সুলভসাধ্য। একটি
বৃক্ষে লাক্ষার আবাদ করিতে হইলে বৃক্ষের
খাজনা একবার লাহা চালার জন্য বার্ষিক আট
আনা। ঐ একটি বৃক্ষে যে বীজ বাধিতে হয়,
তাহার মূল্য চারি টাকা। এই সাড়ে চারি
বায় করিতে পারিলেই, চারি মাস অন্তে ঐ
বৃক্ষে অনান পাঁচ মণ লাক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়।
বাঙ্গারের অবস্থা সাতিশর মন্ড হইলেও, এই
পাঁচ মণ লাক্ষার মূল্য ৩০ বা ৩৫ টাকা
হইয়া থাকে। এই কৃষিকার্য্যে কৃষকের বিশেষ
কোমল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হইলে, ফলের কিঞ্চিৎ ন্যূনা-
ধিক্য হইয়া থাকে মাত্র। আমরা বেক্রপ
ফলের কথা লিখিলাম, ইহা ন্যূনকণ্ঠেই
বুঝিতে হইবে। এই কৃষির আর একটি দ্রুতি
আছে, তাহা পূর্ব-বায়ু। পূর্ব-বায়ু সমুদ্র
হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া, ঐ বায়ুর সহিত
লবণকণা থাকে; সুতরাং লবণাক্ত বায়ু
কর্তৃক লাক্ষা কীটগুলি সমস্তই কালগ্রাসে
পতিত হয়, ইহাই তৎপ্রদেশের কৃষকদিগের
বিশ্বাস।

এক বৃক্ষ হইতে বীজগুলি লইয়া, অল্প
বৃক্ষে বাধিয়া দিলে, তাহার কীটগুলি তাহাদের
পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন বৃক্ষে গৃহ
নির্মাণ করে। ঐগুলি ‘কুকী’ লাহা নামে
অভিহিত হয়। আষাঢ় মাসে লাক্ষা চালান করা
হয়, কার্তিকমাসে তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া
যায়; এই লাক্ষার নামই ‘কুসুমী’ লাহা। ইহা
কুসুম বৃক্ষে উৎপন্ন হয়। মাঘ মাসে কুলবৃক্ষে
যে লাহা চালান হয়, বৈশাখ মাসে তাহার ফল

পত্র ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লাইব না।

পাওয়া যায়, ইহাকেই সাধারণে 'বৈশাখী' লাহা বলে।

যেমন প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা ইক্ষুরস হইতে শুষ্ক চিনি মিছরী প্রস্তুত হয়, তজ্জন লাক্ষা হইতে গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। মানভূম, হাজারিবাগ, রাঁচি, চাঁইবাঙ্গা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার বাঙ্গালিদিগের অনেক-গুলি গালায় কুটি আছে। ইংরেজগণও এই গালায় কার্যে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জন করিয়া থাকেন। মৃদাপুর ও কলিকাতা রাজধানীতে ইংরেজদিগের কয়েকটি কুটি আছে, তাহাতে গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যেমন ণালার নীলকুঠিজাত নীল হইতে ইংরেজের নীল অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা যায়, তেমনি বাঙ্গালীর গালা হইতে ইংরেজের গালা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। লাক্ষাগুলি যখন বৃক্ষশাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিবেষ্টিত থাকে, তখন তাহাকে 'খাড়ি' লাহা বলে। পরে উহাকে যখন কাঠখণ্ড হইতে পৃথক করা হয়, তখন উহাকে 'ডাইল' নামে অভিহিত করা হয়। ঐ ডাইলগুলি উত্তমরূপে জলে ভিজাইয়া রাখিলে, উহা হইতে এক প্রকার রক্তবর্ণ কাথ নির্গত হয়, তাহাকে রঙ্গজল বলে। ঐ রঙ্গজল হইতে নীলবড়ীর মত এক প্রকার রঙ্গবড়ী প্রস্তুত হয়। বাজারে ইহা প্রতি মণ ৭০ বা ৮০ টাকা মূল্যে পূর্বে বিক্রীত হইত। এখন আর কুসুমী রঙ্গের বড়ী বাজারে বিক্রীত হয় না। ফ্রেঞ্চ রঙ্গের আমদানি হওয়ার কুসুমী রঙ্গের কাটতি এক-কালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন ঐ রঙ্গজল গুলি মজুর দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে পূর্কোক্ত ভিজা লাক্ষাখণ্ডগুলি উত্তমরূপে বাজিরা বসিয়া পরিষ্কার করিয়া সাজিরাটির জলে ভিজাইয়া, পুনরায় উহাকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। যখন দেখা যাইবে যে, উহা উত্তম পীতবর্ণ

ধারণ করিয়াছে, তখন উহাকে অগ্নিসত্তাপ দ্বারা মোটা কাপড়ে ছাকিয়া কলাগাছের খোলার সাহায্যে, চাঁচ গালা বা বড় গালা প্রস্তুত করিয়া গুণ্ডা হইতে থাকে।

লাক্ষার আড়াই গুণ মূল্যে গালা বিক্রিত হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে ইহা হইতে বার্ষিক রঙ্গ প্রস্তুত হয়। কার্ভের কার্যে এই এই বার্ষিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(বঙ্গবাসী)

HOMEOPATHIC NOTES. POINTERS.

শুভ্র বায়ুগ্রন্থা হিষ্টিরিয়ার রোগিনী যখন গলদেশে গোলা উঠিতেছে এইরূপ উপসর্গের কথা প্রকাশ করে, সে স্থলে ইগ্নেসিয়াই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যে সকল রোগিনী মস্তকের নিম্নে হস্ত-স্থাপন করিয়া শয়ন করে, তখন আসেনিক বেলেডোনা, প্লাটিনা এবং জেলসিমিনমের কথা স্মরণ করা উচিত। প্লাটিনমের রোগিনী মস্তকের উপরে হস্ত-স্থাপন করিয়া শয়ন করে, তাহার জননেজিয়ে অতিশয় টাটানী ভাব (Tenderness) থাকে, তাহা স্পর্শ করিতেও সে কাতর। ক্রিমি রোগে যখন শিশু তাহার মস্তক পশ্চাদ্বর্ত্তে হেলাইয়া শয়ন করে (Throws backward) তখন তাহাকে সিনা দেওয়াই প্রশস্ত।

স্পঞ্জিয়ার রোগীও যখন নিদ্রা যায় বা বসিয়া থাকে, তখন তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তে মস্তক হেলাইয়া দেয়। যে সকল রোগীর (Heart disease) হৃদ-যন্ত্র পীড়িত, তাহারাও পশ্চাদ্বর্ত্তে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকে।

টাকিসেগ্রিয়ার রোগী সমুখদিকে মুকিয়া থাকে, মুখ হইতে জীহ্বা বাহির হইয়া

পড়ে, এবং ইহাদের জীহ্বার বেদনা এবং কুলা বিচ্ছিন্ন থাকে।

পীড়ার সময় স্কীলোকেরা মাথার উপর হাত স্থাপন করিয়া নিদ্রা যায়। এই অবস্থার জন্য অন্যান্য ঔষধের এই লক্ষণ থাকিলেও Pulsatilla পলসেটিলা একটা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঔষধ।

পুষ্কবের এইরূপ অবস্থায় Nuxvomica একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

American Physician.

HYPERICUM. হাইপেরিকম।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)।

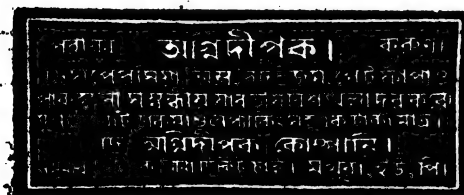
কোন পুরাতন ক্ষত কোন দ্রব্যে লাগিয়া আহত হইলে তাহার পর সেই ক্ষত স্থানে যত্ননা আরম্ভ হইয়া যদি তাহা শরীরের মধ্যে একটা স্রাবু ধরিয়া ছুঁচ কুটনর মত তীব্র বেদনা প্রদান করিতে লাগিল, ঘাড় ও পৃষ্ঠ-বংশ বা মেরুদণ্ড বেদনায়ুক্ত হইতে লাগিল তখন হাইপেরিকমই উৎকৃষ্ট ঔষধ (the medicine)। তাহার পর এইরূপ ক্ষতের জন্য অন্যান্য ঔষধও অনেক আছে, তাহার মধ্যে আর্শিকা একটা ঔষধ, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু যেখানে ঘর্ষণ বা আঘাত লাগিয়া বেদনা, সে বেদনা পূর্বকথিত বেদনার জ্ঞার উর্দ্ধদিকে স্রাবু ধরিয়া যেখানে না যায়, সেখানে আর্শিকা দ্বারা উপকার হয়। কিন্তু ক্ষত মুখে কদাচ আর্শিকা ব্যবহার করা উচিত নহে, ইহা দ্বারা ইরিসিমাস বা বিসর্প রোগ আনয়ন করা হয়, তাহাও সাংঘাতিক পীড়া। অনেক অজ্ঞ লোক না বুঝিয়া এই সর্বনাশ করিয়া বসে।

"Bruises of Bone and Bruises of Cartilages, Bruises of tendons, of

পুরাতন "কার্ভের লোক" শেষ হইতে চলিল তৎপর মন্টন।

the insertion of tendons, bruises about cartilages, about joints *Ruta* is better remedy than any other medicines; if we study the proving of *Ruta*, we will not be surprised, because it produces such things. Lingering sore, bruised places on bones, in joint and upon cartilages. But *Lendum* comes in very often as preventive medicine. It is a preventive medicine which an accident happens in the fingers. If some body steps on a nail or tack or sticks a splinter under a finger-nail or into the foot. If a horse picks up a nail, pull it out and give him a dose of *Ledum*; there will never be trouble, he will not go into lock-jaw. These punctured wounds rat-bites, cat-bites &c. are all *Ledum*; that is *Ledum* prevents the shooting pains that naturally comes and nerves will never be involved, again if the pain is dull aching in that part that was injured, in the wounds *Ledum* still is the remedy, if it shoots from the wound up the nerve of the arms, it is more like *Hypericum*.

(ক্রমঃ)।



Home Industries.

গাইদ্যা-শিল্প।

পিতলের উপর বিবিধ প্রকার রং

কলাইবার প্রণালী।

পিতলের ভিন্নবৈধ উপর নানা প্রকার রং করিবার কতকগুলি উপায় আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি পাঠকগণের অজ্ঞ প্রদত্ত হইল।

পিতলের উপর কমলালেবুর ত্রায় অথবা খাটা স্বর্ণের ত্রায় রং করিবার উপায়। প্রথমে পিতলের দ্রব্যকে উত্তমরূপে পালিশ করিয়া লইতে হইবে, তাহার পর Neutral solution of crystalized copper acetate নিউট্রাল সলুশন অব ক্রিস্টালাইজড্ কপার এসিটেট্ একরেক সেকেন্ডের জন্য ডুবাইয়া তুলিয়া লইয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই ঠিক খাটা স্বর্ণের ন্যায় পিতলের রং হইয়া যাইবে।

২। যদি পিতলকে শুষ্ক কপার সলুশনের বাথে ঐরূপ ডুবাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে Grayish green রং হইয়া যায়।

৩। পিতলের উপর ভাওলেট বা বেগুনী রং করিতে হইলে পিতলকে এমন ভাবে গরম করিয়া লইতে হইবে যে, তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায়, এইরূপ উত্তপ্ত করিয়া লইয়া Chloride of Antimony, ক্লোরাইড্ অফ্ আন্টিমোনির সলুশনে ডুবাইয়া লইয়া একটা কাঠখণ্ডে কাপড় জড়াইয়া পালিশ করিলে Violate colour হইয়া যায়।

STEEL BLUE COLOUR ON BRASS.

সলফাইড্ আন্টিমনি ৩ ড্রাম।

ক্যালসাইড্ সোডা ৪ আ:

১। পাইট জলে দ্রব করিয়া একটা সলুইশন কর।

এই সলুইশনে ৫১ ড্রাম Ferraes দিয়া ফিলটার করিয়া লও। এই সলুইশনটাকে টারটার, ১১ ড্রাম সোডা হাইপোসলফাইড্ সলুইশনে মিশাইয়া লও, যদি পিতলের পালিশ করা পাতকে, উপরোক্ত সলুইশনকে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে ডুবাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ইস্পাতের যেমন একটা উজ্জল নীলাভ রং থাকে, পিতলের উপর সেই প্রকার রং হইয়া যাইবে।

উইপোকার দৌরাভ্য নিবারণের উপায়।

এই উইপোকার বিনাশ সাধন মানববুদ্ধির অসাধ্য বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। তবে কতকগুলি উপায়ে ইহার দৌরাভ্য অনেকটা নিবারণ করিতে পারা যায়। অনেকে আমাদেরকে ইহাদের বিনাশ সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু একেবারে ইহা সবংশে বিনাশের উপায় জানি না বলিলেই ঠিক সত্য কথা বলা হয়।

দৌরাভ্য নিবারণের উপায়।

১। কিউংস পাউডার—পুস্তকাদির আলমারী বাক্সে ছড়াইয়া রাখিলে উই ধরে না।

২। ন্যাপ্থালিন দিয়া রাখিলে ইহার সে দিকে ঘেঁষে না।

৩। ক্যারোসিন, আলকাতরা।

৪। ব্রুনোলিনম "Brunolinum" ইহা কাঠে দেওয়ালে রাখাইয়া দিলে উই ধরে না। কলিকাতার ইহার সোল এজেন্ট Messrs. Grandage, Moir & Co. Ltd., 15, Clive Row, Calcutta.

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

Collections.

সারসংগ্রহ।

বিলাতি বেগুন—

এখন আমরা তরকারিতে বা চাটনি প্রস্তুত করিয়া টমাটো খাইতে শিখিয়াছি। যুরোপীয়গণ টমাটো অতিবিস্তার ব্যবহার করেন। অনেকের ধারণা টমাটো খাইলে চেহারা লাল হয়। এ ধারণা, অমূলক নহে। রক্তপাতলা হইলে রক্তে লৌহভাগ কমিয়া গেলে লোকের চেহারা ফঁাকাফঁাকে হইয়া যায়। খাঞ্চে লৌহের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই তখন একমাত্র উপায়, ডাক্তারেরা বলেন—

“Tomato—As a food for supplying iron, it is far superior to many of the combination of iron so commonly used as a means of enriching the blood” অর্থাৎ রক্তের সংশোধন মানসে লৌহের সংমিশ্রনে যত প্রকার ঔষধাদি ব্যবহার করি, টমেটো তাহাদের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহা আহাৰ এবং ঔষধ—হুই। টমেটো বা বিলাতি বেগুন এদেশেও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে।

মূলধন

শ্রী প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেক্রেটারি, ধাত্রিগ্রাম

কৃষি-ব্যাক লিখিত।

ধনাৎ ধর্মঃ ততঃ সুখম্।

আমরা পরের কাজ বেশ গুছাইয়া করিতে পারি, পরের কাজে হাড়জাল প্রদর্শন করিতে আমরা কুঠিত হই না, কিন্তু আপনার কাজে যে দারিদ্র্য নিজের স্বক্ষে লইতে হয়, যে অধ্যবসায়ের আবল্যক হয়, যে রূপ সকল দিকে

চক্ষু রাখিয়া চলিতে হয় আমাদের সেই অভ্যাসগুলি ক্রমশঃ অকর্ষিত হইয়াছে। আমরা পরমুখাপেক্ষী হইয়া এই সদগুণগুলি হারাইতেছি। নিজের অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন কাজে সিদ্ধিলাভ হয় না। কাজে না নামিলে আমাদের কি অভাব আমরা বুঝিতে পারি না। ঠেকিয়া না শিখিলে মানুষের চরিত্র গঠন হয় না। কর্মক্ষেত্রেই আমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্র। কাজ করিতে করিতেই আমরা কাজে দড় ও দৃঢ় হই—এক কথায় কাজের লোক হই। পরের আজ্ঞাবাহী হইয়া থাকিলে এ সকল গুণ অর্জনের অবসর কোথায়?

ত্যাগীর কথা স্বতন্ত্র। সংসারে থাকিতে হইলে অর্থের নিত্য প্রয়োজন। বর্ণাশ্রম ধর্মের দিন এখন আর নাই। আমাদের (বাস্তালীর) মধ্যে স্ত্রদ্ধারী ব্রাহ্মণ বা মসী জীবী ক্ষত্রিয়ের অভাব না থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে আমাদের অধিকাংশই এখন বৈশ্য ও শূদ্র।

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্বকর্ম স্বভাবজন্ম।
পরিচর্যাস্বকং কর্ম শূদ্র স্তাবি স্বভাবজন্ম॥

গীতা ১৮৪৪

আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই উল্লিখিত কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত আছি। আমাদের বাহ্যিক চাকচিক্য ভাল হইলেও বৈদেশিক বিলাস দ্রব্যে প্রলুদ্ধ হওয়ার সঙ্করের অভ্যাস একবারে লোপ পাইয়াছে। ফলে দিন মজুরি করা ছাড়া আমাদের গতান্তর নাই। আত্ম নির্ভরশীল হইয়া শিল্প বাণিজ্যাদির যে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলেই প্রথম আবশ্যক মূলধনের। ধন বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, অর্থ উপার্জন করিতে হইলে তিনটি জিনিষের আবশ্যক :—

১। স্বভাবদত্ত সুবিধা

২। পরিশ্রম।

৩। (Capital) মূলধন অর্থাৎ যে ধন হইতে অন্ত্র ধনের উৎপত্তি হয়।

প্রথম দুইটি অর্থাৎ স্বভাবদত্ত সুবিধা ও পরিশ্রম ইচ্ছা করিলে সকলেরই আয়স্বাধীন কিন্তু মূলধন বিলাই কঠিন কথা। মূলধন সঞ্চয় সাপেক্ষ! আমাদের শাস্ত্রেও অর্থ সঞ্চয়ের নানা উপদেশ আছে যথা—

অর্থেনহি বিমুক্তস্ত পুরুষস্তান্ন চেতসঃ।

বিচ্ছিত্তস্তে ক্রিয়াঃ সৰ্বাঃ গ্রীয়ে কুসমিতা যথা॥

যত্বার্থস্তত্ত্ব মিত্রানি যত্বার্থস্তত্ত্ব বান্ধবাঃ।

যত্বার্থাঃ স পুমান্ লোকে যত্বার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥

যত্বার্থঃ স মহাবাহু যত্বার্থাঃ স গুণাধিকঃ॥

রামায়ণম্।

কর্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যম্...॥

অর্থাগমো নিত্যম্...জীবলোকেষু

সুখানি রাজন্॥

ন বন্ধু মধ্যে ধন হীন জীবনম্... হিতোপদেশঃ।

দারিদ্র্য দোষঃ গুণরাশি...। ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তি স্বভাবদত্ত বনজ পুশ্প সংগ্রহে পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া এবং সেই সংগৃহীত পুশ্প বিক্রয় দ্বারা (মূলধন ব্যতিরেকে) অর্থ উপার্জন করিতে পারে। তাঁহার আহাৰাদির ব্যয় বাদে ঐ উপার্জিত অর্থের যে অংশ ভবিষ্যতে অর্থোপার্জন উদ্দেশ্যে নিয়োগের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহাই মূলধন। সুতরাং দেখা বাইতেছে যে সঞ্চয় ব্যতীত কেহ আত্ম নির্ভরশীল হইতে পার না।

শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক গৃহস্থকে আয়ের চতুর্থাংশ সঞ্চয় করিতে উপদেশ দিতেছেন। সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধেক সংসারের কল্যাণে অসময়ে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে, অপরাধ যোগ, দান, অতিথিসংকার ও স্বদেশ সেবার নিয়োজিত হইবে। এই প্রকার প্রণালী মত কৃষি বা ব্যবসায় বাহাতে যে মূলধন নিয়োগ করা হইবে, তাহা ৩ অংশে ভাগ করিয়া একাংশ লইয়া কার্যে আরম্ভ করিবে, দ্বিতীয়াংশ সাময়িক অভাব পূরণের নিমিত্ত নিয়োজিত থাকিবে এবং লভ্য মুদ্রকা হইতে তাহা যথা-

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের অন্ত ১০ আনা ডাকস্বাক্ষর পাঠান।

সমস্ত পুঁজি করিয়া রাখিতে হইবে। অবশিষ্টাংশ সঞ্চিত থাকিবে। অভাবনীয় কোন বিষয় বিপদ হেতু অন্ত কার্যে কতি খ্যাতিসাধন হইলে তবে তাহা হইতে স্বল্পরূপ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে এবং সুবিধা পাইলেই স্তম্ভ সমেত সেই স্বল্প পরিশোধ করা হইবে। উচিত সময়ে আবশ্যিক মত অর্থ না মিলিলে কার্যের বিলম্ব হয়। মূলধনকে এ প্রকার তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিলে কোন কাজেই নিষ্ফল প্রয়াস হইবে না।

শুনিতে পাওয়া যায় জাপানে প্রত্যেক ছাত্রকে বিদ্যালয় সংলগ্ন সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং বাহাদুরের সঞ্চয় অধিক হয়, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষপণ পারিতোষিক দিয়া উৎসাহিত করেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় সে দেশের ছাত্রগণ পাঠ সমাপনান্তে যখন জীবন সংগ্রামের দ্বার দেশে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকে আমাদের দ্বায় ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতে হয় না।

অর্থ উপার্জন অপেক্ষা সঞ্চয় করা কঠিন তর কার্য। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, নগদ টাকা হাত ছাড়া না করিলে তাহার যেন “হাত পা” হয় অর্থাৎ কোন দিক দিয়া যে খরচ হইয়া যায়, তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। সেই জন্তই লোকে নিম্নলিখিত উপায়ে হাতের টাকা জোড়া করিয়া ফেলে।

১। অলঙ্কার তৈয়ারী করা।

২। তেজারতী বা ধার দেওয়া।

৩। কোন মহাজনের (ব্যবসাদারের) নিকট জমা রাখা।

৪। কোন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া।

৫। ডাক ঘরে জমা দেওয়া।

৬। জমি খরিদ।

উল্লিখিত কার্যগুলির সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে আমরা একে একে আলোচনা করিব।

১। অলঙ্কার তৈয়ারী—সঞ্চয় উদ্দেশ্যে অলঙ্কার তৈয়ারী করার আমরা পক্ষপাতী নহি, —কারণ (ক) স্বর্ণকারকে বাণি পান মরতা হিসাবে যেমন করিয়াই হউক শতকরা ২০ টাকা দিতেই হইবে। সুতরাং গড়ানর সময়ই একশত টাকার জন্য ৮০ টাকা হইয়া গেল। (খ) শিল্প বাণিজ্যের অভাবে—আমাদের দিন যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, একমাত্র শোভা বর্জন ছাড়া আয়কর নহে এমন কোন কাজে অর্থ নিয়োগ করা অসুচিত। (গ) ইহাতে বিলাস বাসনা বর্ধিত হয়। শতকরা ২০, ২৫ টাকা লোকশান দিয়া এরূপ মানসিক অবনতি ক্রয় করা সুবুদ্ধির কার্য নহে। ইত্যাদি।

২। তেজারতী বা টাকা ধার দেওয়া—এই কাজটীতে লাভ বা আয়স্বস্থ আছে, কিন্তু সুদের লোভে টাকা ধার দিয়া অনেক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইতে হয়।

৩। কোন ব্যবসাদারের নিকট টাকা খাটাইলে শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা পর্যন্ত সুদ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু (যে দেশে শতকরা ৮ জন লোক পল্লীগামবাসী ও কৃষক শ্রেণীস্থ) পল্লীগামের লোকের সে সুবিধা অত্যন্ত অল্প, কারণ সেরূপ নামজাদা, বড় ও বিশ্বাসী ব্যবসাদার সহর বাজারেই পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া দুই এক টাকা করিয়া জমা দিয়া বাহাদিগকে সঞ্চয় করিতে হইবে, সেই সকল লোকের সহিত এই শ্রেণীর মহাজনেরা কারবার করিতে প্রস্তুত হন না।

৪। কোন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া—এরূপ ব্যাঙ্ক সহরেই আছে সুতরাং পল্লীগামের লোকের উহাতে টাকা জমা দেওয়া সকল সময়ে সুবিধা হয় না। ইহা গ্যাতীত তাঁহারা দুই এক টাকা লন না। সুদের লোভ “কোথাকার কে ঠিক নাই” এমন স্থানে

আমাদের মত লোক শিকানবিশের টাকা রাখিতেও সাহস হয় না। সে দিন বর্ণা ব্যাঙ্ক, পিপলস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কেল হওয়ার কত লোকের সর্বনাশ হইয়া গেল।

৫। ডাকঘরে টাকা জমা রাখা নিরাপদ সন্দেহ নাই কিন্তু সুদ নাম মাত্র। যে টাকা চাহিবা মাত্র (At call) পাওয়া যায়, তাহা সঞ্চয় করা কঠিন বা অসম্ভব।

৬। জমি খরিদ নিরাপদ সত্য, কিন্তু খাজনার হিসাবে সাধারণতঃ বার্ষিক শতকরা ৫ টাকার বেশী আয় হয় না। দুই এক টাকার জমি খরিদ হয় না? সে কারণ প্রথমতঃ সঞ্চয় না করিলে একাধারে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব।

সঞ্চয়ের সহপায়—১৯১২ সালের ২ আইন অনুসারে প্রতি পল্লীতে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী স্থাপন করিয়া অন্ততঃ দুই এক টাকা করিয়াও তাহাতে সঞ্চয় করুন।

সুবিধা।

১। এরূপ অধিক হারে সুদ কোন ব্যাঙ্কই (কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ব্যতীত) দিতে পারে না।

২। আমানতকারীগণ ইহার কার্য পরিচালনা করায় ইহার শুভাশুভ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারেন।

৩। ব্যাঙ্ক সংগৃহীত অর্থ সাধারণ কুসীদ জীবগণ অপেক্ষা অল্প সুদে দান করিয়া গৃহ-শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

৪। এইরূপ ব্যাঙ্ক (of unlimited liability) স্থায়ী আমানত (fixed deposit) ভিন্ন অন্তরূপ আনামতের নিয়ম না থাকায় সঞ্চিত অর্থ সহসা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

৫। ঋণ করিতে হইলে অধিক সুদ দিয়া কুসীদজীবির দ্বারস্থ হইতে হইবে না, এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ লইবার চক্রবর্তী সুদ, ব্যাগার, ওয়াশীল ছাট প্রভৃতির ভরসা নাই।

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

৬। এইরূপ ব্যাকের লাভের টাকা হইতে যে রিজার্ভ কণ্ড খোলা হয়, তাহার গ্রাম্য বাস্ত্যায়িত্ব প্রভৃতি নানা দেশহিতকর কার্যের অর্থায়ন করিতে পারেন।

৭। গ্রাম্য বারওয়ারি প্রভৃতি নানা তহবিলের টাকা অনেকে আশ্রয় করে। এইরূপ একটা ব্যাক নিকটে থাকিলে ঐ সকল তহবিলের টাকা উহাতে জমা রাখিয়া উহার তহবিল বন্ধ করিয়া অনেক সংকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

আমরাও বলি, এইরূপ ব্যাক প্রত্যেক গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কাঃ সঃ।

রঙ করিবার গাছ গাছড়া।

উত্তর সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই কাঁঠাল বৃক্ষ জন্মায়, ইহার কাঠে নানাপ্রকার আসবাব তৈয়ারি হয়। নানা-প্রকার খোদা দ্রব্য ও ফ্রসের তলা তৈয়ারি জন্ত এই কাঠ বহুল পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে, ইহার ফল, কি কাঁচা কি পাকা উভয় অবস্থাতেই আমাদের যত উপকারে লাগে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। আবার অন্ত্যন্ত ফলের বীজ বা আঁটা যেমন ফেলিয়া দেওয়া হয়, ইহার তরুণ নয়। কাঁঠাল বীজ, কেবল আমরা কেন, সাহেবেরাও আদর পূর্বক খাইয়া থাকেন, কিন্তু খাত্ত ও আসবাব ছাড়া আরও কোন বিষয়ের জন্ত কাঁঠাল কাঠ আবশ্যক তাহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। কাঁঠাল কাঠে সুন্দর পীত রঙ তৈয়ার হয়, কাঠ ছাড়া কাঁচা ফলও কখন কখন রং করিবার জন্ত দরকার হয়। অযোধ্যায় ইহার ছাল এবং স্তম্ভা ও যব দীপে ইহার শিকড় হইতে ও এই দেশে ইহার ফল ও কাঠে নানা-প্রকার রং প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশীয়দিগকে অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়া

থাকিবেন, যে সকল রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা যায়, তাহার মধ্যে পীত বর্ণের বস্ত্র বা চাদরই অধিক। বিশেষতঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পুরোহিত মাত্রেই পীতবসন পরিধান করিয়া থাকেন, এই পীত বর্ণ প্রধানতঃ কাঁঠাল কাঠ হইতেই তৈয়ারি হয়।

প্রোম, বাসিল ও পেণ্ড জেলায়ই কাঁঠাল কাঠের সারভাগকে “পানে নাই” বলে, এই সারভাগ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ও জলে সিদ্ধ করিয়া ও ছাঁকিয়া পরে তাহাতে অক্টো-লিয়া দেশোৎপন্ন “গ্যাপেল ওয়াট” নামক বৃক্ষের ছাল সিদ্ধ করিয়া অল্প জলের কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিলেই পাকা পীত বর্ণ তৈয়ার হয়, ইহাতে রেশমী সূতা ছোপাইলে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে।

বঙ্গ দেশের মধ্যে রাজসাহী ও মালদহ জেলায় অনেক রঙরাজ আছে, ইহারা কখন শুদ্ধ কাঁঠালের করাতেই গুঁড়া, কখনও বা গুঁড়া ও ফটকিরী একত্রে সিদ্ধ করিয়া রঙ প্রস্তুত করে। চট্টগ্রামে করাতেই গুঁড়ার পরিবর্তে কাঁঠালের ছাল এবং অসার অংশ বাদ দিয়া সার ভাগ টুকুকে গুঁড়া করিয়া সিদ্ধ করা হয়। ত্রিশ সের জলে পাঁচ পোয়া হইতে দেড় সের করাতেই গুঁড়া অল্প টিমা জালে সিদ্ধ করিয়া আন্দাজ বার সের থাকিতে নামাইয়া জলটুকু বেশ ঠাণ্ডা হইলে উহাতে রেশমী সূতা দুই ঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়। দুই ঘণ্টা পরে সূতাকে নিংড়াইয়া ও ছায়ায় শুকাইয়া লইলেই পীতবর্ণ হয়, কিন্তু একবার ছোপাইলে ভাল রঙ হয় না। এজন্ত উপর্যুপরি ২১৩ বার ঐরূপ করা দরকার। শুদ্ধ কাঠের রঙ অধিককাল স্থায়ী হয় না, এজন্ত কাঠ সিদ্ধ করিবার সময় একটু ফটকিরী বা অপর কোন অল্প জল দেওয়া আবশ্যক। রঙ গাঢ় করিতে হইলে কিঞ্চিৎ হরিদ্রাও মিশাইতে পারা যায়।

ফটকিরী না মিশাইয়া অন্য প্রকারেও রঙ করা হইতে পারে, প্রথমতঃ যে কাপড় বা সূতাগুলিকে রঙ করিতে হইবে, তাহা গরম জলে একটু সাজিয়াটা দিয়া যেই জলে ধুইতে হয়, তারপর তাহাকে শুকাইয়া আবার ফটকিরী জলে ডুবাইয়া শুদ্ধ করিতে হয়, অবশেষে পূর্ব কথিত গুঁড়া ও খুব ছোট টুকরা কাঠ সিদ্ধ করিয়া ঐ জলে সূতাগুলিকে আবার দুইবার ছোপাইয়া ছায়ায় শুদ্ধ করি-করিলেই আবশ্যকীয় রঙ প্রস্তুত হইতে পারে।

নীলবড়িও কাঁঠালের গুঁড়ায় সবুজ রঙ তৈয়ার হয়, ইচড়ের রস ও আইচের শিকড় একটু চূণের সহিত সিদ্ধ করিলে এক প্রকার লাল রঙ তৈয়ার হয়।

লটকানে ক্ষার মিশাইলে রং শীঘ্র গলিয়া যায়, কিন্তু বর্ণটা একটু হলদে হইয়া পড়ে, কিন্তু এইরূপ হলদে রঙযুক্ত রেশমকে তিনি-গার, ফটকিরী জল বা লেবুর রসে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলেই উহা পুনরায় জরদা রঙে পরিণত হয়। বঙ্গদেশে কেবলমাত্র বীজভিজান বা সিদ্ধ করা জলে দেশী রঙরাজেরা রেশমী সূতা বা বস্ত্রাদি রঙ করে তাহা অধিক দিন থাকে না। কোন কোন স্থলে ১ ভাগ বীজ ২৪ ভাগ জলে ৩৪ ঘণ্টা ভিজিয়া নরম হইলে তাহা অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ১ অংশ জল মরিয়া গেলে জলটা নামাইয়া তাহাতে ফটকিরী ও কিঞ্চিৎ নারিকেল জল মিশাইয়াও ছাঁকিয়া তাহাতেই বস্ত্রাদি রঙ করা হয়, কিন্তু এ সকল উপকরণ অপেক্ষা ফটকিরী ও লেবুর রসই রঙ স্থায়ী করিবার পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়।

পলাশ, লটকান, সাজিয়াটাও ফটকিরীতে জরদা রঙ প্রস্তুত হয়, কিন্তু ইহা অধিক দিন থাকে না। কমল গুঁড়ির সহিত লটকান মিলিত হইতে যে সুন্দর জরদা রঙ তৈয়ার হয়, তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা ছিল, আর লইব না।

আজ যা নারহরিজায় রঙ করিবার পূর্বে
গাউকালের ছাল সিদ্ধ করা জলে সেই বস্ত্রের
"জমি" করিয়া লইলে আচের লাল রঙ ভাল
রকম ধরে। সর্বজয়ার বীজ খণ্ড খণ্ড
করিয়া জলে সিদ্ধ ও কিঞ্চিৎ ফটকিরী মিশা-
ইলে লাল রঙ প্রস্তুত হয়। আর শৈফালিকা
ফুলের হরিদাত বোটা গুলি রোদ্রে শুষ্ক
করিয়া পরে ফটকিরীসহ জলে সিদ্ধ করিলে
সুন্দর পীতবর্ণ হয়। ইহাতে কাপড় ছোপা-
ইলে দীর্ঘকাল রঙ থাকে। কৃঃ

লেঃ—শ্রী গুরুচরণ রক্ষিত
কুশিদা (মুরশিদাবাদ।)

Every man is bound by
every law of life to do the best for
himself. It will not prevent him
from doing his best for other
people, but we must remember
this fact : there is one great prin-
ciple governing the world, which is
that of self-interest.

—Joseph Lyons

হস্তিদন্ত জুড়িবার সিমেন্ট।

উত্তম জলে কটকিরি দ্রবীভূত করিয়া
অতিশয় ঘন কর। অতঃপর তদ্রূপে
প্রত্যেকটির অংশের মুখে লাগাইয়া বেশ করিয়া
ছইটি মুখ জুড়িয়া বন্ধ না হইলে, ততক্ষণ
টিপিয়া ধর। এইরূপে ছুড়িলে জোড় অনেক
দিন টিক থাকে।

ওরিয়েন্টাল ষ্টোন্স

৪৫।৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,

(বাঙ্গারাম অকুরের গলির ভিতর)

কলিকাতা।

বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানীর একমাত্র এজেন্টস্ :

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড "দিল্লী বিস্কুটের" বিশেষত্ব কি ?

(১) ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশী অর্থ ও স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন।

(২) ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু প্রণালীতে প্রস্তুত এবং ইহাতে ডিম, চর্কি কিম্বা অন্য কোনও প্রকার
ধর্মহানিকর পদার্থ নাই।

(৩) গঠনের পারিপাট্য, স্বাদাদে ও লঘুতায় ইহা বিলাতী কোন বিস্কুট অপেক্ষাই হীন নহে—
অধিকন্তু দামে সস্তা।

(৪) ভারতবর্ষে প্রস্তুত সকল বিস্কুটের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম—এ কথা প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই
সর্বোচ্চ পুরস্কার ও পদক প্রাপ্তির দ্বারা বরাবর স্বীকৃত হইয়াছে।

ক্রীম—	১।৮/১০	(২ পাউণ্ড টীন)
খিন্ এরাকট—	১।৮/০	"
মিল্কড্ হাউসহোল্ড—	১।৮/১০	"
জেন—	১।৮/১০	"
লেমন—	১।৮/০	"
নাইস্—	১।৮/০	"

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অকুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ বেঙ্গলবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরকারী প্রেসে প্রিন্টারদ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

কাজের লোক, কলিকাতা।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়,

গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বাহার যেক্রপ সাধ্য তিনি সেইক্রপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে



জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। ভজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দুর্ভিত বিধ জন্য স্বাহাদের রক্ত ধারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার ত্রণ বা কতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভক্ত সমাজে মিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কাস্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৫০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, — কলিকাতা।

খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

* * * যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা বত দিনের পুরাতন হউক, “খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

কৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



আফিসের বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখ ফেরবার বেলায় এক ডজন “কাপ্তারাইডিন” যেন আনভুলোত না। এক ডজন কিনলে ২০ ন টাকাতাই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

ঐহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল্য ১০ ডাকমাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ এ নিউ ট্রেড।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে যেরে বনিয়া অসংখ্য কাজ ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুণ রহস্য আছে বাহা কেহ কাহা-কেও লিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাজীরা পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অমুরাধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনিত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২ টাকা তিন পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বানান, পরিষ্কার জকারে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের অন্ত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কৃষ্ণি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোতুললাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফ্লিসকাপ ১৬ পেজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ১০ আনা। চি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতি পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২ যুদ্ধের অন্ত মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আসা-দের বেশী কপ্তচারী নাই যে, সর্বদাই এই কাব্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকতর ডাকে লহলে সময় বাচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাহা কানা-দের নাই, কেমন পুস্তক অডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যাবু। এই বিভাগে কমিশন শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্ধোবস্তের জন্য মানোদ্যাপপুস্তক বিভাগ, “কাজের লোক আফিস” এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্টর দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিং তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নিদোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাঁচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সাহায্য। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি; চক্ষের বিবরণ আলাদাভাবে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা হোষ্টেলি কলেজের ব্যবহৃত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই দে, মল্লিক এণ্ড কোং, ২ নং লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালী ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। বার্ষিক মূল্য মজার ২৭ মাত্র।

ডাঃ ডি. এন. হালদার,

কারিগার,

আমূলবেড়িয়া পোঃ, জেলা নদীয়া।

কাজের লোক, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ। মূল্য একটাকা মাত্র।

শ্রী গুরুদাস চ. টোপাধ্যায় এম.সি.সি.

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্থূল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও বাণ্য পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। ভিত্তি নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাপ্রগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্জহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্সট্রাক্টরস।

বেণ্ড সরাই।

লিভ, মাল, কাঠান, প্রভৃতির গৃহস্থায়ী সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুন্দর বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এন্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রস্তুত অর্ডারের সহিত অল্পকাল মূল্যের সমস্তমান অর্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:কে আদায় হয়। যেরূপ ও ক্রমাদে সুবিধা হয়।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না ।

এক রোগের হাওয়ার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' বায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্ধেক ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই বেছে
লুণ্ঠ, ঠাউরে কিনেন । এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে ।
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিং বাস্ম

একমাত্র মলৌষধ । অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিং বাস্মের বিশেষ (১) প্রতি যাত্রার ফল (২)
১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সম্ভ্রাহে আরোগ্য । এই কথাগুলি যে অতি বর্বার, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের
প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—মহা পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন । মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১২০ ।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুষ্যাক্চারিং কেমিস্ট্‌স্‌,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা ।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা । টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা ।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার ।

১। কতখানি চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না । পত্র লিপিয়া জানিতে হয় ।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১২ টাকা ধরা হয় । সং ব্যৱসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৬ "	৪ "	৩৪০ "
৩ "	৫ "	৩৪০ "	২৭ "
১ কলাম	৩৭ "	২৪০ "	২৭ "
২ "	১২০ "	১৪০ "	১১০ "

১২ বৎসরের কাগজ । ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না । অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানিহি ।

কার্যাব্যয়

“কাজের লোক” ।

১৫ নং অজুর দস্তুর, লেন, বহুবাজার, কলি কাতা



এক দিনের ভ্রমের দারুণ পরিণাম !

অসং-সংসর্গে পড়িয়া, নির্দোষ সুবকগণ, অবিবেচনার দোষে অনেক সময় অনেক কুংসিত রোগে ভুগিতে থাকেন। লোকলজ্জাতরে, তাহারা রোগের কথা—অভিভাবকের নিকট বলিজে পারেন না, এবং অনির্দিষ্ট চিকিৎসায় আরও রোগবৃদ্ধি করেন। ঔপসর্গিক প্রমেহ বা গণোরিয়ায় ন্যায় ভীষণ ব্যাধি আর দ্বিতীয় নাই। পৰিণামে ইহা হইতে দারুণ মূত্রকৃচ্ছ, রোগ জন্মে। আজীবন প্রকৃষ্টতা-বিহীন হইয়া থাকিতে হয়। শরীরে—গ্লানি যেন লাগিয়াই আছে—আজ মাথাধরা, কাল জ্বর, পরন্তু অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি নানারূপ উপদ্রবে তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়েন। আমাদের “প্রমেহবিন্দু” যে এই কষ্টকর রোগের একমাত্র প্রতিকারক মনোবোধ—ইহা জানিতে পারিলে তাঁহাদের বোধ হয় একরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। প্রমেহবিন্দু ব্যবহারে, মূত্রনাশীর জ্বালা, প্রস্রাবের কষ্ট, খড়িবৎ ও ঘোলা প্রাব প্রভৃতি নির্দোষে নিবারিত হয়। পিচকারী প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। কেবলমাত্র ঔষধের সহায়তায়—দারুণ গণোরিয়া হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

মূল্যাদি—প্রতি শিশি প্রমেহবিন্দু ও এক কোটা বটিকার মূল্য ১।।০ দেড় টাকা। ডাকনাঙ্কলাদি ব্যয় ৮০ সাত আনা।

গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ !

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সঙ্ঘীয় ২টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় মধ্যস্থে, তাহারা গবেষণা ও হস্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাহাদিগকে যোগ্যতাসম্মত নিম্নলিখিত হায়ে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০

২য় পুরস্কার ৫০০

৩য় পুরস্কার ২৫০

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০

২য় পুরস্কার ৩০০

৩য় পুরস্কার ১০০

৪র্থ পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ৬০ হিসাবে

৫ম পুরস্কার (১০টি) প্রত্যেকটি ১০ হিসাবে

নিয়মঃ—তাহাদের কৃষি কার্যে অগ্রগতি আছে, তাহাদের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নিরূপিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পদীকার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা।

৭৭৭

৬২২৮
৩০৭১৮ ২৫/৭



১২শ বর্ষ,
৯ম সংখ্যা।

New Series.
September 1918.

Return
৬/১০/১৮

ষষ্ঠন সংস্করণ।
সেপ্টেম্বর ১৯১৮।

Vol. XII.
No 9.



শানমেটো। SANMETTO.

দ্বী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননকেন্দ্রের যাবতীর পীড়া নিবারণক
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিয়মিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রকেন্দ্র (Kidney and Bladder) যাবতীর পীড়ার প্রত্যাবকালে ভীষণ যন্ত্রণার রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা জ্বলবিষ প্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে দায়বিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বার্ক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন কেন্দ্রের কলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

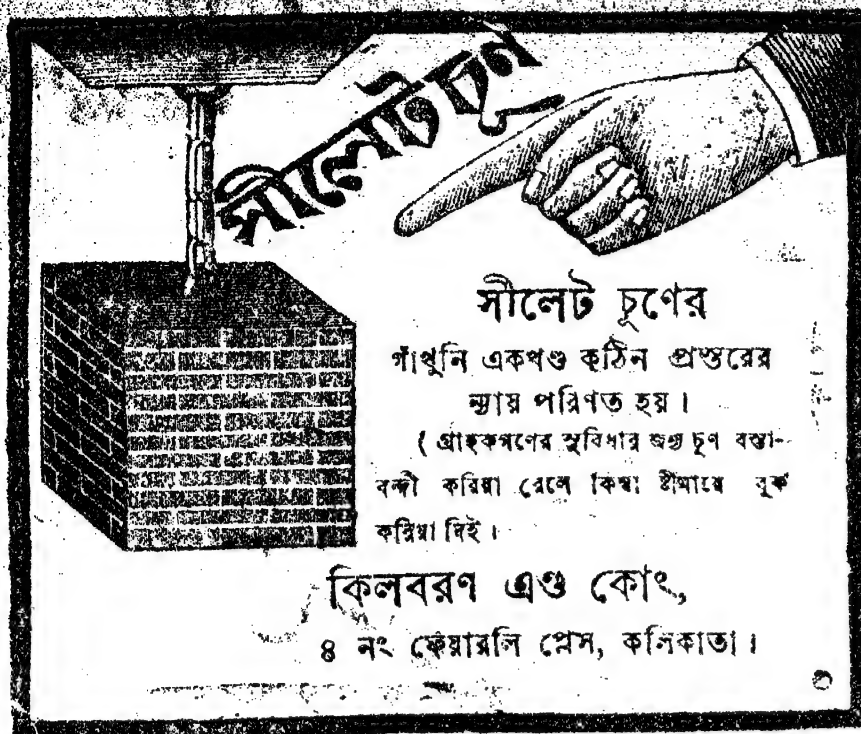
আফিং আদি কোন নোসার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ভিয়ে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩০/- সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কী সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।
অড চেম কোং, ৫৯ ও ৬১ কারো প্লট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।
OD GHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের লোক আফিস, ১৭ নং মজুর হাউস রোড, বুদ্ধাবাজার, ঢাকা।

A



সীলট চুণের
গাখুনি একপঙ কঠিন প্রস্তরের
স্তায় পরিণত হয়।
(আঁকসূঁচের সুবিধার অগ্র চুণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলো কিংবা পীমারে বুক
করিয়া দিই।)

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং কেরারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।
ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিভিশনে
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।
বাটলিওয়ালার বালামৃত, হৃকল পিত্তের
জন্য ১/০।
বাটলিওয়ালার অলকিয়োরবাস, সর্পপ্রকার
শিঃপীড়া প্লামাভ্রমিঃ এ
যন্ত্রণার জন্য ০/০।
বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্রান্ত এবং
হৃকলতার জন্য ১০/০।
বাটলিওয়ালার (কলেমোল) কলেরার এবং
রক্তমাশের জন্য ১/০।
বাটলিওয়ালার পাদল হুইনাইন টেবলেট
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেন
করিয়া) ১/০।
ভারতের সুপার পাণ্ডা দায়।
Sole EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. B. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
World Laboratory Bombay.
Telegraphic Address —
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ
এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও
ALETTRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীলোক যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং স্বেচ্ছায়, অস্বাভাবিক মৌসুমিক মৌসুমিক রোগাদির প্রভু সমগ্র
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীলোকের একপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
ইহা নারীলোকের সমস্ত দুর্বলকর উপদ্রব বিদূরিত করিয়া স্বাভাবিক ভাবস্বাভা পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোত্তর
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রসারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রচারকগণ ছালা করিতেছে। ক্রয়ের সমস্ত লেবেলের উপর Rio
Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি
৩৫০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের
মহৌষধ।

জার্মলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের
মহৌষধ।

মূল্য ১০ আনা, ডজন ৫ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর হাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

জার্মলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আব্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ব্রাক প্রত্যেক ১০ ডজন ২১
কোয়ার্ট ২০ . ১০

ব্রাক পাইট প্রত্যেক ১০, ডজন ২৫,
কোয়ার্ট প্রত্যেক ১০, ডজন ৪০, লাল পাইট
প্রত্যেক ১০, ডজন ৪০, কোয়ার্ট ১০, ডজন
১ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া
যায় কুইনাইন খাইবার আবশ্যক হয় না।
চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা
ম্যালেরিয়া সন্তৃত কুইনাইন আটকান জ্বর,
বহুত, স্রীষা, ন্যাযা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি
অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১২, মাকারি ৫০,
ছোট ১০, প্যাকিং ও ডাকমাওল স্বতন্ত্র
লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাজেও কল্যাণী। এই
তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দন করিলে
এক অপূর্ণ আনন্দ দায়িকা অগতি প্রতিভাত
হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী
গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্বেদ মতে ইহা ঝাঁটি তিল তৈলে
প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বেশ ও
মস্তক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।
প্রতি শিশির মূল্য ৫০ আনা, ডজন ৮০ টাকা।
ভিঃ পি বরচ স্বতন্ত্র জানিবেন। মফঃস্বল
প্রদিকারদিগের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

শি, এম, মিঃ এণ্ড কোং, সোল প্রোপাইটার বি, সি, চ্যাটার্জী, ৩৩ নং সাকারীচৌলা লেন, কলিকাতা।

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট,

“কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৥০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—
is replete with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”

Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture

Bengalee.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আশাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-পানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” বশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। আমরা সর্কাস্তঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ সহঃ উদ্দেশ্য যেন সর্কথা সুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইরাছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ-গুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কাণ্ডাকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সমস্ত আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পার ‘কাজের লোক’ পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * * *

দৈনিকচলিতিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে নতুই হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”

খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাত্রেই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন “বেকারের” বন্ধু। * * * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্সা করে, বঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে স্বীকৃতি উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বঙ্গালীর এ প্রণালীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বঙ্গালী।

বঙ্গালীর সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গ-বাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অজ্ঞান অসংখ্য সংবাদপত্রও ভ্রমণী প্রেংসা করিয়াছেন, হুঃখের বিষয়, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অন্যান্য, ঔষধিভূষা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(জন্মান নহে) বিত্তক আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০০ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুগার গ্লোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের নাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড ।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, পার্শী ও ইতালী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাদি দিব্যর মত অনেক রকম সুন্দর গহনা “বন্ধে মাতরম” “সুখে স্বাক” ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রূক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠিবেন।

**দেশীয় ছাপার
কালী**

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি বাইরা নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অন্তই লিখুন।

মেঃ দাস ও সন্ত এণ্ড সন্স,

ইক ম্যাকফ্যাকচারার্স,

১৫ নং চক্ৰভাড়া রোড, কলিকাতা ।

অতি সুলভে ছাপার কাজ ।

- ১। বুক পোদাই, ইলেক্ট্রো বুক, প্রিন্স, হাপটোন বুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দাখিল। পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাক্যাড, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি-উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

“কাজের লোক”

১৭ নং অক্ষয় দত্তের লেন, কলিকাতা ।

কাজের লোক, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২১০ সাড়ে বার টাকার বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও হইত তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রেস্টিজের সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এও কোং

ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধশালার,

হেড অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১ নং বনফিল্ড লেন, ১৯২ নং বহুবাজার স্ট্রিট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ৩১২ নং রসারোড, তবানীপুর, কলিকাতা। ডাক ও কুদিল।

বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পরস।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস্ক, ফেণ্টা-ফেনা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিলি যথাক্রমে ২১০, ৩৬০, ৪৮০, ১১০ ও ১২৪০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস, পিলিউলস ইত্যাদিও স্থলভ।

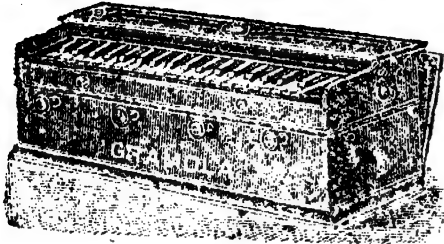
- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২ম সংস্করণ; সচিব পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৫০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাধান মূল্য ৫০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুস্বাদু মেটরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭৪০ টাকা।
- ৭। জননেদ্রিয়ার পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রক্তজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ১৮০ আনা।
- ৮। বাবসারী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৫০ আনা।

আমাদের এনোপ্যাথিক স্টোর—১০ নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব স্থলভ, অতি তৎপরতাসহ ক্রয়াদি পরবরাহ।

কাঁজের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে পারাপ হয় না। ইহার স্বর অত্যন্ত মধুর। শুণের তুলনায় ইহার স্বর অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২০, ৩ ২৫,
ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩০, ৩ ৪৫,
দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২১।

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

প্ৰথম গ্রাহক মাসেই কাঁজের লোকের মূল্য ২০ এবং মাত্র ১০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাঁজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাওল সত্তর লাগিবে। ম্যানেজার, কাঁজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographie and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account.

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Address: "ANNUAIRE, LONDON."

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে ৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট হ বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাঙ্গার চৌমাঝার মোড় হইতে বাম ধারের কুটপাথের উপর ৫১৮ খানা মাত্র বাড়ী পূর্বেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাঁঠের প্রস্তুত—স্বরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাঁজা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটা স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, শুধু অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্‌ রিড্‌বুক্‌ ১৫, ২০ এবং ২৫। ২ সেট্‌ রিড্‌বুক্‌ ২৫, ২৭, ৩০, ৩৫, ৪০, ৫০ এবং তদুচ্চ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০, এতদ্বিধি অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট, (লালবাঙ্গারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম কুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকারিবার ঔষধ

মানব ক্রমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যাশ্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিংবা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা অস্ত্রের পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেয়ই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় নিশি ১১/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকমাডল, ভিঃ পিঃ স্কট।

কিটিংসের কফ লেজেঞ্জস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশির অমোঘ ঔষধ ৬২/০।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৬০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

THE LONDON DIRECTORY

(Published Annually)

Enables traders throughout the World communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply ;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings ;

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freight paid, on receipt of postal Order for 25s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £3.

The London Directory Company, Ltd.,
25, Abchurch Lane, London, E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



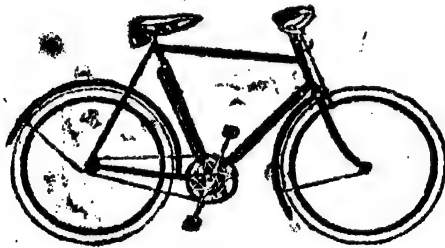
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে যতদূর উৎসাহ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সকল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিভাগ—টোটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ার্ডিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বাস, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হান্দার এল, এম, এস; ফারোদ প্রমাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রকৃতি, স্ট্রুটিকিংসকগল আমাদের ঔষধের বিতরণতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। মূলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু বোগী বাঁচে না—এইটাই চঃখ।

আমাদের যাদ্যবটিংচার ৮০; ১—২২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৮০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হইবে।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস,

৮০ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রিট অংশন, ব্রাক:—৪৫ নং ওয়েলসলি ষ্ট্রিট, কলিকাতা



প্রত্যেক কাজের লোকেরই নাইকেল আবশ্যিক। বেছেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার ব্যবহার। কাজেরলোক যন্ত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিস্তোত্রম। আমাদের নিকট সকল বকম সাইকেল উৎকর্ষ স্বরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিব ক্যাটালগ পাঠান হইবে।

স্যাণ্ডোর স্পিণ্ড ডায়েল



২০০০ না! ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ মূলভে নিম্ন লিখিত ঠিকানার সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান হইবে।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা-দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিস্তৃত আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ বাঁনা উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০, টাকা মাত্র। বাঁদাদের আমেরিকান আছে, পাহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নুতন রেকর্ডের তালিকা বর্ধাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিশন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইঞ্জিয় সেবনের ফলে জননেদ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা যন্ত্রদোষ ও অনিচ্ছায় উৎপন্ন একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রেম, প্রদয় ও বক্তব্য আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটেই সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

কাসাস্তক

এই বটিকার নাম যেকোন ইহাৰ গুণও সেরূপ : ইহা বক্ষা, কফ, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা থমথুম প্রভৃতি ও কৃম-কৃমের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্জনবিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা কফ, বক্ষা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ঔষাদ । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১১১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c

কাজের লোক ।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ ।

New Series

নব পর্যায় ।

Vol. XII

৯ ম সংখ্যা ।

September 1918.

সেপ্টেম্বর ১৯১৮ ।

No. 9

Selections.

EYE-CATCHERS.

There are advertising experts who hold that the use of 'eye-catchers' is out of date, and that the advertiser's whole effort should be directed toward convincing the reader. This is a very pretty theory, but lacks practical efficiency when generally applied. Eye-catchers are useful in all cases and essential in many cases. The mammoth ads of the large department stores do not find them a necessity, because those ads. are largely watched for each day by a big army of bargain hunters; but

there can be no reasonable doubt that the surest way for a small ad. to compete successfully with the gigantic announcements by which it is surrounded is by the employment of what are termed "eye-catchers" An ad. must catch the eye of the reader before it has an opportunity to proceed with the good work of convincing him. —*Profitable Advertising.*

ADVERTISING POINTERS.

There is the story told of the man who once came out of the pangs of doubt with the firm resolve to advertise. He did so conscientiously for five consecutive

days and began to figure industriously on results as soon as his contract with the publisher had been entered into. At the end of this abbreviated test he was astounded to find that he had not grown rich and prosperous in business. He was just as sensible and sanguine as the youthful granger, who planted corn in the evening with a view to having roasting ears for breakfast. So this man stopped his advertising, returned to the old rut, soured on the community because it did not give him a paying patronage, and finally closed his mercantile establishment at the suggestion of the sheriff.

পত্রাঙ্ক "কাজের লোকের" সচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান ।

Such is very apt to be the fate of back numbers. Another instance of what is liable to befall the man who does not advertise is shown in the story of the worthy bachelor who would now have been the happy head of a family had not fate dealt with him through a merchant who would probably have been up to date a century ago. The bachelor purchased a pair of socks. This is not mentioned as anything unusual even on the part of a man who has no wife to look after him, but in the toe of one of the stockings was found a note which read : "I am a young lady of 20, and would like to correspond with a bachelor, with a view to matrimony." This struck the recipient as a direct interposition of providence and he at once entered the lists in response to the direct invitation. He wrote her a perfumed letter, carefully studied and prepared with a view to making the best possible impression. Back came an answer by return mail : "I was married five years ago last Christmas. The man with whom I was formerly employed did not advertise." The unfortunate bachelor who had it thus "socked" to him has never since found a fitting object for his affections, and is living through a gloomy, comfortless old age.

The *Book-Keeper* has no intention of betraying state secrets, but it has had experience with many of the short-sighted men who will not advertise. They may take chances on all other kinds of investments, even to the buying of goods that are out of date or to accepting prices in accordance with quotations that are from a week to sixty days of age, but they can not be induced to make that one sure investment that is to be had in the judicious use of printer's ink. They will cling tenaciously to a dollar that would make them ten, if judiciously used in the direction indicated, or, in case they make a venture, are disgruntled if returns are not both numerous and enormous. A certain dealer recently plunged to the extent of putting a single advertisement in the *Book-Keeper* at a cost of \$6. As soon as practicable after the issue was out he wrote that he had received but 292 replies to the ad., and for that reason concluded that the publication was a snare and delusion. It was evident that he expected an order from every one of our subscribers, and as the returns did not exceed five or six hundred times the amount he expended, we would not be surprised to have him commence a damage suit at any time. —*The Book-Keeper*.

A LESSON IN ADVERTISING.

A wholesaler in this city had one of the brightest and most impressive lectures on advertising read to him by a country merchant last week that he has ever heard in his life. This country merchant is not one of the ordinary merchants. He is a character in his way, a Hibernian, and with his full share of the proverbial wit. This merchant lives in a small city of the State, and buys the better part of his goods in this city. He was in on a buying trip, and passing a wholesale house, he observed paper napkins in the windows. He went to look at them, for he had sale for such things in his store.

"An' do ye have paper napkins to sell?" he asked of the wholesaler. He did have them, he said : "An' how the devil do I be knowin' that ye have paper napkins to sell, if I don't come down here and happen to see them in the windy? Why don't ye tell a man ye have paper napkins? Why don't ye advertise in the *Commercial Bulletin*? Then we'd know what ye had to sell." The merchant told him that he did advertise in the *Bulletin*, which was true.

"Ah, yis," said the merchant, "An' how do ye advertise? Ye put

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

a cut of your buildin' in the paper. Now, what the devil do I be wantin' to see the cut o' yer building for? I don't care for yer old buildin'. It's what's in yer buildin' that interests me. If ye have paper napkins, say ye have paper napkins, and don't be a showin' us a picture of your big sthore. That's the way I'm a goin' to sell these paper napkins. I am buyin' of ye. I put an advertisement in me paper at home to tell the people of me town that I have paper napkins to sell and the price they have to pay for them." This wholesaler told me that he had more good advertising sense rubbed into him in ten minutes by this merchant than he had found in books in the past ten years.—*Hardware Trade.*

CIRCUMSTANCES.

Circumstances make the successful advertiser, as well as the statesman, and the man who makes his announcements at the right time and in the proper manner, hits the popular vein. Such a man does not need to rely on the suggestion of superannuated ad-smiths. He studies his surroundings, observes the characteristics of the people, and puts on sale those articles which will suit them and at prices they can afford to pay.—*National Advertiser.*

SUCCESS IN ADVERTISING.

It is but seldom that success in advertising is attained by accident. Intelligent, persistent effort is the main factor in its achievement.

There is no other one thing with which I have so much trouble as this lack of persistency among advertisers. They lack the nerve to fight long and hard. While they will expend a good deal of cash and energy in making a single plunge, they will grow tired if called upon to expend the same amount through a campaign of six months. The road to success is an uphill road all the way. Do not try to spurt. For a little way it goes easy and you get over the ground fast; but the goal seems all the further way when the nervous energy in that spurt is spent. There are but 40 per cent. of advertisers who make their advertising pay. The rest never learned that persistency in advertising is the one vital necessity. They jumped into advertising without preparation in the way of the money to meet the expense or the experience to keep from wasting it. They failed to consider that the creation of trade through advertising was long process. They plunged, got a little business for a time, and failed ultimately, or soon found that advertising was costing

them far too much for the amount of business they did.—*Inland Printer.*

DON'T OVERDO.

Don't overdo a thing. It is better to be your plain self and tell the truth, than put on too many airs and try to deceive the public. A smooth-faced man might look prettier with a full beard, but his friends wouldn't recognise him till they learned the truth of the sudden growth of whiskers. So, if you are running a smooth-faced business don't parade with a whole train load of goods at 33 cents on the dollar, until you prepare the public for the astonishing revelation. The public doesn't like surprises. It is liable to run away from them.—*Exchange.*

মৃত্যু-নিবারণ ও পুনরুজ্জীবন।

প্রায় প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে, আমাদের শরীরে একুপ কতকগুলি যন্ত্র আছে, —যথা মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ইত্যাদি— যাহাদের সুচারু কার্যকারিতাশক্তির উপরেই জীবন নির্ভর করিতেছে। ইহাদের অভাব হইলে বা ইহারা প্রচণ্ডরূপে আহত হইলে মৃত্যু অনিবার্য। আবার আমাদের শরীরে এমনও কতকগুলি যন্ত্র রহিয়াছে যে, তাহাদের সম্পূর্ণ অভাব বা তাহারা গুরুতররূপে আঘাত

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

প্রাপ্ত হইলেও আমাদের জীবন বিনষ্ট হয় না। উপরোক্ত অভিন্নত অবস্থা কতক পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যাহাকে আজ কাল মৃত্যুজনক আঘাত বলিতেছি, ভবিষ্যতে হয়ত এমন একদিন আসিতে পারে যে, তখন এই সমস্ত আঘাত একরূপ ভাবে আদৌ বিবেচিত হইবে না। আমরা বর্তমানে জানি, যদি কোন ব্যক্তি হস্ত বা পদ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এই সমস্ত যন্ত্র থাকিলে যতকাল জীবিত থাকিত, এই সমস্ত হারাইয়াও ততকাল নিরাপদে জীবিত থাকে।

কতিপয় বৎসর পূর্বে লোকে জানিত যে, পাকস্থলী এবং প্রস্রাবস্থলী জীবন রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা বর্তমানে জানি যে, এই দুই যন্ত্র অপসারিত করিলেও সহসা মৃত্যু হয় না। তবে ভবিষ্যতে খাণ্ড পরিপাক করিবার শক্তির অভাবে এবং মূত্রাশয়ের পীড়ায় এই দুই যন্ত্র-বঞ্চিত মানব অকালে প্রাণত্যাগ করিতে পারে। শ্বাসসম্প্রদ (Asphyxia) বা শ্বাস অবরোধ জনিত মূচ্ছা, হৃদপিণ্ডের ক্ষত, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে জীবনের সাংঘাতিক ব্যাধি বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনও প্রায় তাহাই বটে, তবে যদি আশু প্রতিকার করিবার উপায় থাকে, ঔষধাবলী, যন্ত্রাবলী এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে জীবন রক্ষা সম্ভব হইতেছে। আজ পর্যন্ত লোকে জানে যে গ্যাব্‌ডো-মিনাল গ্যাওরটা (Abdominal aorta) বা তলপেটের বৃহৎ রক্ত প্রণালীতে অস্ত্রাঘাত করিলে, এবং সহসা ভয়ঙ্কর রক্তস্রাব হইলে মৃত্যু অনিবার্য; কিন্তু নিয়ে একটি ঘটনা বর্ণিত হইবে, তাহাতে দেখা যাইবে যে, জ্বংঘন্ত্রের কার্য বন্ধ হইবার ৯ মিনিট পরেও জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে।

অধুনাতনকালে বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই অব-

গত আছেন যে, মানুষ মৃত হইলে তাহার শরীরের অস্ত্র যন্ত্রাদি মৃত না ও হইতে পারে। এই যন্ত্রগুলির অধিকাংশই অস্ত্রের শরীরে সংস্থাপিত করা যাইতে পারে এবং এই নূতন আশ্রয়ে তাহারা অনেক কাল জীবিত থাকিতে পারে। অতএব “জীবন” বা “আমরা বাঁচিয়া আছি” বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যে সমস্ত যন্ত্রাদির দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত, সেই সমস্ত যন্ত্র একযোগে কৰ্ম সাধন করিতেছে এবং “জীবন” তাহাদেরই একত্রে স্বতঃ কৰ্ম-কারিতার ফলস্বরূপ। “স্বতঃ” এই কথাটির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। কেননা কৃত্রিম উপায়ে শরীরের কোন অংশের বা প্রায় সমগ্র অংশের জীবন রক্ষার ব্যাপার বাস্তবিক জীবন রক্ষা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাউক, কোন লোকের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবার পরে কিয়ৎকাল যাবৎ এই মস্তকবিলীন লোকের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া, কৃষ্ণ কৃসের ক্রিয়া, পাকস্থলীর ক্রিয়া ইত্যাদি জীবনের লক্ষণ সূচক যাবতীয় ক্রিয়া পরিচালিত হইলেও এই মস্তকশূন্য লোকটিকে কিছুতেই জীবিত বলিতে পারা যায় না। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যন্ত্র সমূহের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে শরীরে অনেক কাল জীবিত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আমরা জীবিত, পশু পক্ষী জীবিত, একরূপ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, সমস্ত যন্ত্রের একযোগে স্বতঃ কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। একরূপ এক-যোগে এবং স্বতঃ কার্যকারিতার প্রয়োজন কি?—প্রত্যেক যন্ত্র কার্য করিয়া অস্ত্র যন্ত্রের কৰ্মে সহায়তা করে বা তাহাতে শক্তি সঞ্চালিত করে এবং আমাদের স্নায়ু সন্নিবেশ অস্ত্র যন্ত্রাদির কার্যের সুব্যবস্থাপক।

কোন কোন অংশে জীবিত শরীরকে একটা মোটর গাড়ীর সহিত তুলনা করা

যাইতে পারে। মোটর গাড়ীর নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু ইহা যদি নিজে স্বাধীনভাবে না নড়ে, তাহা হইলে ইহাকে “জীবিত” মোটর কার বলিতে পারা যায় না। তুলনাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মোটরকার নড়িলেই, মোটর কারের সমগ্র যন্ত্রাদির কার্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা ঠিক নহে, কেননা অস্ত্র কোন কল বা জন্তুর দ্বারা ইহা চালাইতে পারা যায়। একরূপ অবস্থায় মোটরকার চলিতেছে বটে, কিন্তু মোটরকারটি “মৃত” কারণ স্বয়ং চলিতে অক্ষম। মস্তকবিহীন মানবের শারীরিক অস্ত্র যন্ত্রাদির কার্যশীলতাও ঠিক “মৃত” মোটরকারের স্থায়। মোটরকারের অস্ত্র যন্ত্রাদি ঠিক থাকিলেও কোন বিশেষ একটি যন্ত্র অপসারিত হইলে বা বিশৃঙ্খল হইলে বা কোনওরূপে নষ্ট হইলে মোটরকার “মরিয়া” গায়। মনে করুন, কারবুরেটর বা ম্যাগনেটে কিম্বা মোটরের কোন অংশ অকৰ্মণ্য হইয়া হইয়া পড়িল; এ অবস্থায় গাড়ী অবশ্য অলক্ষণে চলিতে পারে বটে, কিন্তু শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, গাড়ী একবারে থামিয়া যাইবে। আবার মনে করুন গাড়ী ঠিক আছে, কিন্তু পরিচালক জ্ঞানশূন্য, মদোন্মত্ত বা অস্বাভাবিক অবস্থাপন্ন অথবা গাড়ীর ষ্টিয়ারিং গিয়ারটির অবস্থা ভাল নহে। একরূপ অবস্থায় গাড়ী “জীবিত” বটে, কিন্তু গাড়ী যে কখন “মরিবে” তাহার স্থিরতা নাই, ইহার “অপমৃত্যু” অনিবার্য। কখন কাহার সহিত সংঘর্ষে আসিয়া গাড়ী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। ইহার ব্যবস্থাপক ভাল করিয়া কাজ করিতে পারিতেছে না। এখন শরীরের স্নায়ু সন্নিবেশ এই পরিচালক বা ষ্টিয়ারিং গিয়ারের সহিত তুলিত হইতে পারে। আমাদের স্নায়ু মণ্ডল যদি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অবধারিত। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

স্ব স্ব কার্য সাধন করিলেও করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের কার্য পরস্পরের সহায়তা না করিয়া পরস্পরের কার্যে বিঘ্ন প্রতি-বন্ধকতা প্রদান করে, ফলে একতায় কার্য করিবার প্রণালী বিনষ্ট হয়, কাজেই অল্পপরে তাহাদের কাহারও স্বতঃ কার্যকারিতা শক্তি থাকে না, অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে। স্বাস্থ্যস্তম্ভে মৃত ব্যক্তির ধটনা হইতে স্নায়ুমণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে। মনে করুন ক্রমাগত কোন গ্যাস শ্বাস গ্রহণ করায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, কৃত্রিম উপায়ে নানাবিধ চেষ্টা করিয়া তাহার শ্বাস প্রস্বাস ক্রিয়া পুনঃ স্থাপিত হইল, নিশ্বাস বহিতে লাগিল, নাড়ী দেখা দিল, শরীর উত্তপ্ত হইল, কিন্তু অল্প পরেই আবার মারা গেল। এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রতি সহরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, অল্প যন্ত্রাদির কার্য পরিচালিত হইলেও স্নায়ুমণ্ডলী এত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে এই কার্য স্বব্যবস্থিত হইতেছে না। কাম্বেই যন্ত্রাদির কার্য পুনরায় আপনা আপনিই বন্ধ হইতেছে, অর্থাৎ লোকটি বাঁচিতে পারিতেছে না। একদা এক যুবক একখণ্ড তার সহযোগে উদ্ভ-ক্লে প্রাণতাগ করে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল, তখন দেখা গেল যে, তাহার জীবনের কোন লক্ষণই বর্তমান নাই—শ্বাস প্রস্বাস বা হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন অর্থাৎ নাড়ীর বেগ ইত্যাদি সমস্ত তিরোহিত হইয়াছে। এক টুকরা রবারের নল একটা অক্সিজেনের আধার হইতে তাহার নাসিকা গহ্বরে সংযোজিত হইল, তাহার শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ তালে তালে দোলাইতে আরম্ভ করা হইল—আশা, যদি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রস্বাস আরম্ভ হয়। এক ঘণ্টা পর-শ্রমের পর হৃৎপিণ্ডের এবং ফুসফুসের কার্য-শক্তি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। বাস্তবিক

মোটামুটি জীবিত বলিলে বাহা বুঝায়, যুবকের অবস্থা সেইরূপ হইল। তাহার শরীরে হৃচিকা বিদ্ধ করিলে, শরীরে প্রতিক্রিয়া হইল। কিন্তু যুবকের জ্ঞানোদয় হইল না, বা নয়নের পলক পড়িল না এক্ষণে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রস্বাস পরিচালন পদ্ধতি স্থগিত করা হইল এবং গাড়ীতে করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। পথে তাহার শরীরে প্রচণ্ড আক্ষেপ উপস্থিত হইল, তাহার শরীর উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তপ্ত হইতে লাগিল, নাড়ীর বেগ এক বৃদ্ধি পাইল, যে গণনা করা অসম্ভব। হাসপাতালে উপস্থিত হইলে শারীরিক আক্ষেপ কয়েক মুহূর্তের জন্ত স্থগিত রহিল, কিন্তু নাড়ীর বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শারীরিক তাপমাত্রা ১১০ ডিগ্রি হইল। থারমোমিটারে ইহা অপেক্ষা অধিক তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় না। রোগী মাঝে মাঝে অনেকবার শারীরিক আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হইল, এবং মৃত্যুর পূর্বে মুহূর্ত পর্বান্ত তাহার শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাকে উদ্বলন অবস্থায় প্রাপ্ত হইবার ৬ঘণ্টা পরে তাহার পুনরায় মৃত্যু ঘটিল। শরীর ব্যবচ্ছেদে শারী-রিক যন্ত্রের কোনরূপ বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

উপরোক্ত ঘটনায় অনেকগুলি ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। জীবনের বাবতীয় লক্ষণ, শ্বাস প্রস্বাসের ক্রিয়া, নাড়ীর ক্রিয়া, উত্তাপ ইত্যাদি যা কিছু সমস্তই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি খুব সম্ভবতঃ vagi nerves সমিবেশ এরূপ বিপর্যস্ত হইয়াছিল যে, স্নায়-মণ্ডলী অত্যন্ত ব্যপাতির কার্যসমূহ ব্যবস্থিত করিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই হৃদযন্ত্র অদম্য হইয়া উঠিল। এইরূপ ঘটনাসমূহ মৃত্যুর কারণ, জীবন রক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়ো-জনীয় হই বা ততোধিক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলতা বা

অপচয় অথবা স্নায়ুমণ্ডলী ক্ষমতা পুনর্লভ করিতে পারে না। অতএব জীবনের শেষ হয়। যদি হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা শক্তির ব্যত্যয় ঘটে, যদি হৃৎপিণ্ডের রক্ত প্রণালীর রীতিমত শোণিত সরবরাহ হয়, তাহা হৃৎ-কোষে কার্য সম্পাদনের উপযোগী না হয়, তাহা হইলেই কেবল মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

অতএব যে সমস্ত স্থলে কেবল হৃদযন্ত্রের স্পন্দন করিবার শক্তির অভাব হইয়াছে, তত্তৎস্থলে পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। এই পুনরুজ্জীবন দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে :—(১) সাময়িক, (২) স্থায়ী। সাময়িক পুনরুজ্জীবন এই বাক্যের অর্থ এই যে, জীবন সংরক্ষার জন্ত বা জীবন রক্ষা করে অবশ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে কাণ্ডো উদ্ভিক্ত করা। ইহাতে এই ফল হয় যে, যে মুহূর্তে এই কৃত্রিম উত্তেজনা বা কৃত্রিম শক্তি অপসারিত হয়, সেই মুহূর্তেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। স্থায়ী পুনরুজ্জীবন অসম্ভব নহে, এক্ষেত্রেও জীবনরক্ষার প্রধান প্রধান যন্ত্র গুলিকে কৃত্রিম উপায়ে কন্ট্রোল করিয়া তোলা হয়। প্রথমে এই সমস্ত যন্ত্রের যে বিকৃতি সংঘটিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা পুনঃ সংশোধনীয়; কাজেই কৃত্রিম উপায়ে একবার এই সমস্ত যন্ত্রকে কন্ট্রোল করিয়া তুলিতে পারিলেই, তাহারা আবার স্ব স্ব স্বাভাবিক শক্তিলভ করে। ইহা হইতে বৃদ্ধিতে পারা যাইতেছে, যদি স্নায়ু মণ্ডলীর কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে, তাহা হইলে পুনরুজ্জীবন অসাধ্য নহে।

এই পুনরুজ্জীবন ব্যাপারে হৃৎপিণ্ডকে পুনরায় কন্ট্রোল করাই সর্বাপেক্ষা আয়াসসাধ্য। বাম হৃৎপিণ্ডে কোন বস্তু প্রবেশ করাইতে হইলেই ইহার অন্নবিস্তার ক্ষতি হইয়া থাকে। দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডে যেক্ষেপে অনায়াসে কোনরূপ উত্তেজক দ্রাব্য প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে,

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

বাম হৃৎপিণ্ডেও যদি সেইরূপ সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা আদৌ কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হইত না। ইহার কারণ কি দেখা যাউক। হৃদযন্ত্রের বাম ভাগে একটা ধমনী বা রক্ত প্রণালী রহিয়াছে; ইহাই হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে। হৃদযন্ত্রের গতিরোধ, কৰ্ম শক্তিহীনতা, রক্তহীনতাই জীবের মৃত্যু বলিয়া গণ্য। কাজেই আজকাল যে পদার্থ প্রযুক্ত হয়, তদপেক্ষা যদি আরও উৎকৃষ্টতর কোন দ্রাবণ পাওয়া যায়, এবং এই দ্রাবণ হৃদযন্ত্রস্থ ব্যবহার দ্বারা অপচিত ও অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় পদার্থকে অপসারিত করিয়া যন্ত্রকে নূতন উত্তেজনায় উদ্রুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে বর্তমানে পুনরুজ্জীবনে যে ফল পাওয়া যাইয়া থাকে, তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট নিশ্চিতও ফল পাওয়া সম্ভব। যদি পূৰ্ণোক্ত রক্ত প্রণালীকে কোন উত্তেজক দ্রাবণ দ্বারা বিধৌত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মরফিন, কোকেন, ইথার, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি দ্বারা অথবা শ্বাসরোধ, রক্তশ্রাব ইত্যাদি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে কিয়ৎকালপরে পুনরুজ্জীবিত করা আদৌ অসম্ভব নহে। এ সমস্ত স্থলে কেবল হৃদযন্ত্রের অবসন্নতা বা শক্তি হীনতা বা রক্তহীনতা ইত্যাদি মৃত্যুর কারণ, আবার যদিও যন্ত্রের কোনরূপ বিকৃতি হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও যদি অতি শীঘ্র উৎকৃষ্ট বিকৃতি নষ্ট করা হয়, বা যন্ত্রের ভগ্ন অংশ মেরামত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও রক্ষা সম্ভব।

নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত তরল পদার্থ দ্বারা হৃদযন্ত্রের কৰ্ম শীলতা পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে শোণিতই সৰ্ব্ব প্রধান। যে সমস্ত জীব রক্তশ্রাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে হৃৎযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহাদিগকে

পুনরুজ্জীবিত করিয়া রীতিমত জল পাওয়া গিয়াছে। এইসকলে কেবল বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উরুদেশীয় রক্তবহা নাড়ীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রক্তশ্রাব করাইয়া কোন জীবকে হত্যা করা হইল। বায়ু নালী দ্বারা বাতাস বা অল্প কোন বায়বীয় পদার্থ তাহার শরীরে পাম্প দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকিল। থোরাক্স (thorax) বা বক্ষঃস্থল এমন সময়ে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া হৃদযন্ত্রকে প্রকাশিত করা হইল। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন যখন স্থগিত হইয়া গিয়াছিল, কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন কার্য্যও সময়ে সময়ে স্থগিত এবং পুনরাবদ্ধ করা হইল। বচিঃস্থ গলদেশীয় শিরা দ্বারা অল্প জন্তুর রক্ত পরিচালিত হইতে লাগিল। জীবন নষ্ট হইবার ৭ মিনিট পরে পুনরায় হৃদয়ের স্পন্দনও জীবন পুনঃস্থাপিত হইল। রক্ত ব্যতীত অল্প কোন দ্রাবণ পরিচালিত করিলে কোন ফলই হইত না। আরও অনেক প্রাণী এই রূপ রক্তমোক্ষণ দ্বারা হত করা হইল। কিন্তু তাহাদের থোরাক্স ব্যবচ্ছিন্ন হইল না। কাজেই তাহারও মৃত্যু লক্ষণের ৯ মিনিট পরে পুনঃসজ্জীবিত হইল। স্নায়ুগাণ্ডী (aorta), এবং হৃৎ প্রকোষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিয়া ভয়ানক রক্তশ্রাব দ্বারা কতকগুলি জীবকে হত্যা করা হইল। এবং মৃত্যু লক্ষণের ৯ মিনিট পরে এই ক্ষত মেরামত করিয়া দিয়া হত প্রাণীকে পুনরায় জীবিত করা হইল। এক অভিনব প্রথায় এই ক্ষত সেলাই করা হইয়া থাকে। সূর্যের তরকে বন্ধ করিয়া অতি ক্ষুদ্র ধনুকের মত করা থাকে, ইহার ভিতরে হ্যাগ্রবং ছোট ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে। এই ধনুকের মত ক্ষুদ্র সূর্য তারা দ্বারা রক্ত স্থালীর কাটা মুখস্থ একরূপ ভাবে জুড়িয়া দেওয়া হয় যে, আদৌ ফাঁক থাকে না, এবং ছিন্ন অংশ গুলি পরস্পরের ঠিক মুখা মুখী

থাকে। কৃত্রিম নানা উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। কখনও জিহ্বা টানিয়া, কখনও বক্ষঃস্থল চাপিয়া, কখনও বা বাষ্প সহযোগে বায়ু নালিতে বায়ু প্রবেশ করাইয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালিত করিতে হয়।

মৃত্যু নিরাকরণের অল্প হৃদযন্ত্রের কার্য্য লক্ষ্য করাই প্রধান এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য। অনেক স্থলে ইহার কার্য্য বন্ধ হওয়ার অল্পই মৃত্যু প্রতীয়মান হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ নিউমোনিয়ার কথা বলা যাইতে পারে। যদি এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের কার্য্য কয়েক দিবস বেশ অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে, তাহা হইলে মৃত্যু নিরাকরণ অসম্ভব নহে। হৃদযন্ত্র বিষাক্ত শোণিত দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে। কাজেই বিপুল শোণিত অতি অল্পই প্রবাহিত হয়, অথচ হৃদযন্ত্রকে পূৰ্ণোপেক্ষা কঠিনতর কার্য্য করিতে হয়। কোনও চিকিৎসক ইহা লক্ষ্য করিয়া পূৰ্ণোক্ত গলদেশীয় শিরা দ্বারা কোন নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীর রক্ত নিষ্কাশ করাইয়া পরে অল্প সূক্ষ্ম ব্যক্তির রক্ত রোগীর হৃদয়ে পরিচালিত করিয়া সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়াছিলেন। প্রায়ই দেখা যায় যে অধিক রক্তশ্রাব জমিত মৃত্যু হইলে সূক্ষ্ম ব্যক্তির রক্ত সঞ্চালিত করিয়া মৃত্যুর অনেক কাল পরে পুনরায় জীবিত করা যাইতে পারে। অতএব যদি একরূপ বুঝা যায় যে, স্নায়ুগাণ্ডীর কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই; তাহা হইলে পূৰ্ণোক্ত গলদেশীয় শিরা দ্বারা আত্ম মৃতের শরীরে যদি অল্প ব্যক্তির সূক্ষ্ম এবং নীরোগ রক্ত মৃতের হৃদযন্ত্রে প্রবাহিত করান যায়, তাহা হইলে, অধিকাংশ স্থলেই মৃত্যুরোধ করা সম্ভব।

(বিজ্ঞান)

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বিপথগামিনী।

কাটালগাছির গোপাল খাড়া, আভিতে কৈবর্ত। এক সময়ে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বহুতে লাকল ধরিয়া চাষ আবাদ করিয়াছে এবং ফল মূল ও শাক শবজীর চাকারী মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে। পাটের ব্যবসার ও তেজারতি কারবার করিয়া সে এখন বেশ গুছাইয়া লইয়াছে। গ্রামের মধ্যে তাহার তুল্য সম্পন্ন ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। সংসারে তাহার স্ত্রী ও কন্যা এবং বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও তাহার একটি পুত্র ভিন্ন আর কেহই ছিল না। কন্যার নাম হরিমতি কিন্তু হরি নামটা 'ছ'কড়া ন'কড়া' হইয়া পড়াতে সকলে তাহাকে মতি বলিয়া ডাকিত। আর ভ্রাতৃপুত্রের নাম ভুবন। তাহারা উভয়েই প্রায় সমবয়সী।

হরিমতির জন্মের আট বৎসর পরে গোপালের স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিল কিন্তু স্নতিকাগারে সেই যে কাশপীড়া ধরিল, তাহা হইতে আর আরোগ্য লাভ করিতে পারিল না। এক বৎসরের উপর রোগ ভোগ করিয়া ইহসংসার ত্যাগ করিল। শিশুর জেঠাই মা রোগে শোকে জীর্ণ ছিল, তাহার উপর সংসারের সমস্ত ভার এখন তাহার স্বন্ধে পড়াতে তারিণীকে দেখিবার তাহার অবকাশই হইয়া উঠে না। সংসারে আপনার লোক আর কেহ না থাকাতে হরিমতিই ছোট ভাইটিকে মানুষ করিতে লাগিল, তাহার বালিকা হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিল।

হরিমতি দেখিতে বড় সুন্দরী ছিল, কৈবর্তের ঘরে তেমন মেয়ে কদাচিত্ জন্মে; তবে সে বড় খরস্কায়া, তাহাকে দেখিয়া নয় বৎসরের বালিকা বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিত না। হরিমতি এই বয়সেই বড় বুদ্ধিমতী বলিয়া গোপাল খাড়া তাহাকে বালিকা বিছালয়ে ভর্তি

করিয়া দিয়াছিল। সে অতি মনোবোগের সহিত লেখা পড়া করিত এবং কারু ব্রাহ্মণের কন্যাদের সহিত মিলা মিশা করিয়া অনেকটা মার্জিত স্বভাবও পাইয়াছিল। তাহার ভাগ্যে অধিক লেখা পড়া শিক্ষা করা ঘটিল না—যে দিন হইতে ছোট ভাইটির লালন পালনের ভার সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর পড়িল, সেই দিন হইতে তাহার বিছালয়ে যাওয়া বন্ধ হইল। সময় পাইলে সে গৃহে বসিয়া বিনা সাহায্যে লিখিত পড়িত; কিন্তু তারিণী যত বড় হইতে লাগিল এবং উঠিয়া ইঠিয়া বেড়াইতে শিখিল, ততই মতির সময়ভাব ঘটতে লাগিল। এই প্রকারে চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

মা থাকিতেই হরিমতির বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়স নিতান্ত অল্প বলিয়া গোপাল তাহাকে এ পর্য্যন্ত স্বস্ত্রালয়ে পাঠায় নাই। এখন তাহার বয়স তের উত্তীর্ণ হইয়া চৌদ্দর পড়িয়াছে; দেখিতে ছোট হইলেও স্বামীর ঘর করিবার সময় আসিয়াছে। তাহার স্বস্ত্র পুত্রবধূকে নিজালয়ে লইয়া ঘাইবার জন্ত গোপাল খাড়াকে ধরিয়া বসিল। গোপাল বড় বিপদেই পড়িল—মতিকে পাঠাইলে তারিণীকে দেখে কে? হরিমতিকে ছাড়িয়া সে এক দণ্ডও জেঠাইমার কাছে থাকে না, মতি না হইলে তাহাকে স্নান করান, খাওয়ান কিছুই হয় না। এ দিকে বেয়াইও ছাড়ে না, আর চতুর্দশ বর্ষীয়া কন্যাকে ঘরে রাখাও ভাল দেখায় না। ভ্রাতৃজায়ার সহিত পরামর্শ করিয়া তারিণীকে লালন পালন করিবার জন্ত গোপাল তাহার এক বালবিধবা শ্রালিকাকে গৃহে আনিল, কিন্তু তাহাতে কোন দিকেই ফললাভ হইল না, কুলোকে গোপালের নিন্দা করিতে লাগিল।

তারিণী মাসীর কাছে গেল না। নিঃসন্তান মাসীও স্নেহ মমতার ধার ধারিত না, স্ত্রত্যং কোন মতেই তারিণীকে সে আপনার করিতে

পারিল না, তাহার চিন্তাও ছিল অল্প দিকে। তারিণীকে আপনার করিতে না পারিলেও অল্প দিনেই তাহার দুর্বল চিন্তা বিপন্নীক পিতাকে আপনার করিয়া ফেলিল। লোক মিলা গ্রাহ না করিয়া সে যুত ভদ্রীর স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সেই এখন গৃহিণী, ভুবনের মা যেন কেহই নহে। গোপালও তাহার কথা উঠে বসে। এই সকল কারণে হরিমতি মাতৃহীন ছোট ভাইটিকে সঙ্গে লইয়াই স্বস্ত্রালয়ে গেল।

হরিমতির স্বস্ত্রালয় কামারপাড়া গ্রামে। তাহার স্বস্ত্র চাষী গৃহস্থ এবং সংসারটা নিতান্ত ছোট নহে। মাঠের, গোপার ও হাটের কাজ কর্ম পুরুষেরা করে, আর ঘর সংসারের কাজ স্ত্রীলোকদিগের হস্তে। দাস দাসীর পাট সেখানে ছিল না। বাটার সকলেই অশিক্ষিত—যিনি বড় পণ্ডিত, তিনি বানান ভুল করিয়া কোন মতে নামটা সাক্ষর করিতে পারিতেন।

হরিমতি ভাইটিকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিল বটে; কিন্তু পরিজনবর্গ তাহাকে বড় স্নানজরে দেখিল না। দুটা ভাত দিতে তাহারা কাতর না থাকিলেও তাহাকে লইয়া হরিমতির দিন কাটিয়া যায়, সংসারের কাজ তাহার দ্বারা তেমন হয় না। ইহাতে তাহারা বালকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। মাতৃহীন বালকের আবদারও কম নহে। তাহার উপর সে দিন দিন বড় অশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে একে মারে, ওরে গালি দেয়, এটা ভাঙ্গে, ওটা হারায়, ভালমন্দ সামগ্রী পাইলে চুরি করিয়া খায়। পক্ষিণী যেমন শাবককে পক্ষ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে, হরিমতি তাহাকে তেমনি করিয়া রক্ষা করিত। ইহাতে বাটার স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিতে ও গালি দিতে আরম্ভ করিল। সে অকাতরে

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা ছিল, আর লইব না।

সমস্ত সহ্য করিত; কিন্তু তারিণীর যখন নির্ঘাতন আরম্ভ হইল, তখন সে বাহিনীর মত সকলের সহিত কগড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ক্রমে তারিণীর জ্বর হরিমতিও সকলের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল, তাহার স্বামীও তাহাকে স্নানজরে দেখিত না। সংসারের যত কঠিন কাজ এখন তাহার উপর পড়িল। সমস্ত দিনে তাহার কাজ ফুরাইত না। অগ্নান বদনে সে সমস্তই করিয়া যাইত এবং উহারই মধ্যে অবসর করিয়া তারিণীর প্রতিও দৃষ্টি রাখিত। ইচ্ছা করিয়াই পরিজনবর্গ তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল। অশ্রান্ত বউ ঝির মত তাহাকে খাইতে পরিতে দেয় না। কোন কাজে একটু ক্রটি পাইলে তাহার হৃগতির সীমা থাকিত না, সময়ে সময়ে তাহাকে প্রহারও খাইতে হইত, অনেক পাচন বাড়ী তাহার পৃষ্ঠে ভাজিত। চারি বৎসর সে এই প্রকার কষ্টে ঋতুরালয়ে কাটাইল, আর সহ্য করিতে পারিল না, তাহার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হইল। যে দিন সামান্য একটু দোষের জন্ত তারিণী একটা চোরের মার খাইল, সেই দিন সে একটা লোক সঙ্গে দিয়া তারিণীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল। তারিণী এখন বড় হইয়াছে একটু তাহার জ্ঞানও জন্মিয়াছে, সে কাঁটালগাছিতে বাইতে কোন প্রকার আপত্তি করিল না। যে লোক তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, সে সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিল। তারিণী নির্ঝিয়ে পিতার নিকট গিয়াছে শুনিয়া মতি নিশ্চিন্ত হইল এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে আশ্বে আশ্বে নিজেও ঋতুরালয় ত্যাগ করিল; মহা অন্তত মুহুর্তে বাটী হইতে পা বাড়াইল।

কিয়দূর পথ চলিয়া হরিমতি একটা বৃক্ষতলে রাত্রি কাটাইল। পরদিন প্রাতঃকালে সে একটা বড় রাস্তা দেখিতে পাইল এবং ঐ পথে বরাবর পূর্বমুখে চলিতে লাগিল। যখন

মধ্যাহ্ন যোজ্যে তরু পল্লবের মত অমনত হইয়া পড়িল এবং কুখার তৃষ্ণার ও পথশ্রমে তাহার আর পা উঠিল না, তখন সে পক্ষার তীরে উপস্থিত হইয়াছে। পথ বাট তাহার কিছুই জানা ছিল না, কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝিল না। কয়েক জন বারাকনা সেই সময় চুঁচুড়ার বাবু ঘাটে স্নান করিতে আসিয়াছিল। হরিমতি কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেই চতুরা এক নারী তাহাকে পাইয়া বসিল এবং বহুকালের পরিচিত আপনার লোকের মত তাহাকে ভুলাইয়া নিজালয়ে লইয়া গেল। সেখানে সে আহালাদি করিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিল। কুক্ষণে তাহাকে শয়তানের চর লুফিয়া লইল।

অনেক দিন হরিমতি প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিল, কিন্তু অনন্তোপায় হইয়া তাহাকে শেষে মজিতে হইল। পিতার ও মাসীর যে চরিত্র দেখিয়া তাহার ঘৃণা হইয়াছিল এবং যাহার জন্ত তাহার পিত্রালয়ে পলাইয়া যাইবার প্রবৃত্তি হয় নাই, এখন তাহাকে সেই চরিত্র অবলম্বন করিতে হইল। তাহার রূপ ছিল, সে এখন সেই রূপের ব্যবসা খুলিয়া বসিল। ঋতুরালয়ের নির্ঘাতনের অপেক্ষা এ পথ তাহার মন্দ বোধ হইল না। কত লোককে যে তাহার অবস্থায় পড়িয়া কুল-ত্যাগিনী হইতে হইয়াছে, তাহার সংবাদ কে রাখে? অভাগিনী হরিমতি রূপবতী, বোড়বী, একটু লেখা পড়াও জানে এবং নিতান্ত অসভ্যও নহে; সুতরাং শীঘ্রই সে বিস্তর টাকা জন্মাইয়া ফেলিল। তাহাকে সর্বদা আমোদ প্রমোদে রত ও তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লোকে মনে করিত, সে বড় সুখে আছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পাপাশ্রিতে অহর্নিশ তাহার হৃদয় জলিয়া যাইত, আর ছোট ভাইটির জন্ত তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

পূর্বোক্ত ঘটনার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। গোপাল ধাড়ার আত্মজার মৃত্যু হইয়াছে। মাতার অর্ন্তমানে নানা প্রকার কষ্ট পাইয়া ভুবন তাহার মাতুলালয়ে বাস করিতেছে। গোপাল ধাড়া তারিণীকে লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং প্রথমে সে অতি মনোযোগের সহিত বিত্তার্জন করিল কিন্তু যত তাহার জ্ঞানোদয় হইতে লাগিল ততই তাহার পড়া শুনার অবহেলা দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে সে বিত্তালয় ত্যাগ করিয়া অসং সংসর্গে মিশিল, পিতার চরিত্র দেখিয়া নিজের চরিত্র গড়িয়া তুলিল, অধিকন্তু সুরাপনে করিতে শিখিল। তাহার টাকার প্রয়োজন হইলেই গোপালকে সরবরাহ করিতে হয়, না দিলেই পিতাকে ও মাসীকে কাটিতে যায়। কখন কখন সে সিদ্দুক পেটরা ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পলায়ন করিত, এমনও শুনা গিয়াছে।

পাঁচ জনের পরামর্শে একটা বড় মেয়ে দেখিয়া গোপাল ধাড়া তারিণীর বিবাহ দিল। কস্তাটী সুন্দরী ও বুদ্ধিমতীও মিলিয়াছিল; কিন্তু তারিণী কিছুতেই ঘরবাসী হইল না। তাহার জ্ঞী তাহার চরিত্র সম্বন্ধে অনুযোগ করিলেই মার খাইয়া তাহার প্রাণ যাইত। অশ্রান্ত বিষয়েও তারিণী তাহাকে এত সুখে রাখিয়াছিল যে, বিনা চক্ষের জলে তাহার দিন যাইত না।

(ক্রমশঃ)

পরিচয়: তাগিদীপক। ককণা
ডিসপেনসারি, অম. বদরচন্দ্র, পেট্রোপাও
পাকস্থলী সমস্তীয় যাবতীয় বিষয়াদির কল্যাণ
মুনা ৬০০০ টাকার মূল্য পাকস্থলী এক টাকার মাত্র।
দি তাগিদীপক কোম্পানি।
বঙ্গবাজার এক অক্ষয় টিকিট চান। মূল্য ১০০ টাক।

পুরাতন “কাঙ্কের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

কেমন করিয়া বৃদ্ধ না

হওয়া যায়।

—:—:—

মানুষ বয়সে বৃদ্ধ হয় না, মনে বৃদ্ধ ভাবিয়াই অধিকাংশ সময় বার্ধক্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। বৃদ্ধ হওয়াটা মনের ধারণার কাজ। “As a man thinketh in his heart, so he is” যদি কেহ যৌবনের সীমা উত্তীর্ণ হইয়াই মনে করেন যে, আমি বৃদ্ধ হইতেছি, তাহা হইলে প্রকৃতই তাঁহাতে বার্ধক্যের সমস্ত লক্ষণই একে একে প্রকাশ পাইবে। মানসিক শক্তির উপর শারিরিক শক্তি নির্ভর করে। যাহারা জীবনকে দুই হাতে ধরিয়া ঝুলিতে থাকেন, তাঁহাদের অদৃষ্ট তাঁহাদের উপর সদয় হয়। আর যিনি অনায়াসে জীবনকে যাইতে দেন, মৃত্যু তাঁহাকেই অচিরে আশ্রয় করিয়া থাকে। যখন মানব কার্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করে, অধ্যয়নে পরিশ্রমে বিরত হইয়া কল্প-শ্রায় বার্ধক্যের করে আত্মসমর্পণ করিতে থাকে, তখন আতপতপ্ত শুক বৃক্ষের শ্রায় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া মৃত্যুর সন্নিকট হইতে থাকে। চিরযৌবন রক্ষা করিতে মনের বল চাই, বহু অশিতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ব্যক্তি নব যৌবন সম্পন্ন যুবাকেও পরিশ্রমে উৎসাহে পরাস্ত করিয়া থাকে। অনেক যুবকও যৌবনে বৃদ্ধ হইয়া যায়, মনের শক্তির তারতম্যই ইহার কারণ। দীর্ঘ জীবন লাভের প্রধান উপায়, মনের শক্তি সঞ্চয় (The will power)—বৈজ্ঞানিক আমেরিকাগণ বলেন, “To keep oneself decrepitude is some what a matter of will power.”

অভিজ্ঞের উপদেশ।

মানুষ কখন শক্তিহীন হয়? যখন সে কাজ দেখিয়া ভয় পায়।

অপরকে সুখ না দিলে সুখ পাওয়া যায় না। যদি নিজের সুখী হইতে চাও, অপরের সুখেও উদাসীন হইও না।

নর চরিত্র চক্ষু এবং কর্ণ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, কেবল দেখ, শুন, আর বহুদর্শিতা দ্বারা চরিত্র পুষ্ট হয়।

দুঃখ কষ্ট চিরকালই আছে, স্বার্থপর! কেবল নিজের দুঃখ ভাবিয়া কাতর হইবে, আর বিবাদ-কালিমা-মণ্ডিত মুখ দেখাইয়া জগতকে বিবাদিত করিবে?—যাও—একবার রাজপথে যাইয়া দাঁড়াইয়া দেখ, তোমাকে কত দুঃখী, কত শোকাতুর, কত অনাথ-খুলায় ধুসরিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সুখের সঙ্গে দুঃখ এত জড়িত যে দুঃখ বাদ দিয়া কদাচ সুখ পাইবে না। সর্বদা আনন্দে রহ—কর্তব্য প্রতিপালন কর। ছি! ছি! দুঃখের ভাবনার কাতর হইও না!

যাহারা দুর্বল, তাহারা জীবনের মমতা বেশী করিয়া থাকে। ইহাদের রোগ সংক্রামক, দুই দিন অতি বড় সাহসীর নিকট থাকিলেও তাহাকে সংক্রামিত করিয়া তুলে। যে দেশে এইরূপ প্রেণীর লোক বৃদ্ধি পায়, সেজাতি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। নামে মানুষ থাকে মাত্র।

আত্মবিধাবই দুর্বলের কদরে বলধান করে। পিপিলিকা অতি ক্ষুদ্র, মানবের সঙ্গে তুলনার অতি দুর্বল, কিন্তু তাহারা তাহাদের দলসমষ্টি অপেক্ষা প্রকাণ্ড এক খণ্ড মিষ্টান্নকে বহিয়া লইয়া বাইতে সাহসী হয়, এবং প্রকৃতই বহিয়া লইয়া যায়, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। ইহাদের আত্মশক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

মানুষ অনেক সময় আত্মরক্ষার জন্ত ভগবানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমাদের বোধ হয় পরমেশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নয়। কারণ তিনি জীব মাতাকেই আত্মরক্ষার জন্ত শরীরের মধ্যে কিছু কিছু শক্তি দিয়াই সৃজন করিয়াছেন। একবার মহান্দের শিষ্যবর্গ মহান্দের সহিত এক প্রান্তরে] অতিশয় ক্লান্ত হইয়া আসিয়া পড়েন। কিরংকণ বিশ্রামের পর, মহান্দ সঙ্গীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! তোমাদের উটুগুলিকে সাবধানে রাখিয়াছ ত? শিষ্যগণ উত্তর করিলেন, খোদাবন্দ! সাক্ষাৎ জৈশ্বর যখন সঙ্গে রহিয়াছেন, তখন আর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যক কি? মহান্দ উত্তর করিয়াছিলেন, না ইহা জৈশ্বের অভিপ্রেত নহে, তাহার জ্ঞান এবং বুদ্ধিতে মানুষ আগে আপনাকে, নিজ সম্পত্তিকে রক্ষা করিবে, তবে সে ভগবানের অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য হইবে।” সকল জীবই বিপদকালে নিজের যথাসাধ্য শক্তি দেখাইতে চাড়ে না। যে নিজের আত্মরক্ষার জন্ত কোন চেষ্টা করিবে না, ভগবান কেন তাহাকে রক্ষা করিবেন?

অনেকে অপকর্ম করে, কিন্তু তাহাদের নিজের নিজের বিবেক যখন কশাঘাত করিতে থাকে, যখন সমাজ সহস্র জীব্যের কৃতকর্মের

পুণ্ডিত “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল তৎপর লড়ন।

তীব্র সমালোচনা করিতে থাকে, তখন এই সকল কাপুরুষ বলে, কি করিব—আমি কি করিব? পেটের দার বড় দার, পেটের দারে স্বদেশ স্বজন বুঝি না। কিন্তু এ ছবমন পেট ত সকলেরই আছে, সকলেই এমন করে না কেন? ক্ষুদ্র পেট কি মানুষকে দুর্কর্মে রত করে—তাহা নয়—স্বভাবে। সকলের স্বভাব সমান নয় সেইটাই রক্ষা।

কখনও পর-নিন্দাকারীকে প্রশ্ন দিও না। ইহা দ্বারা তুমি দেশের সমাজের ও নিজের যে অতি বড় অনিষ্ট করিতেছ—অতি অবশ্য তাহা স্বরণ রাখিবে। এদেশের লোক শিক্ষার গোরব করে বটে, কিন্তু যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন করিতে পারে নাই, সে শিক্ষার কোন গোরবই নাই। উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে—যাহারা দেশমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তির মানি করিয়া বেড়ায়, শিক্ষিত বলিয়া অভিমান থাকিলে এইরূপ ব্যক্তিগণের কথার সতর্ক হইয়া কর্ণপাত করা উচিত। পরনিন্দাকারী দুরাত্মাগণ তোমারও নিন্দা করিতে ছাড়িবে না।

পরের বিপদে উল্লাস প্রকাশ করিও না—চক্রবৎ মানবের দশা পরিবর্তনশীল—তোমারও বিপদ হওয়া অসম্ভব নয়। পতিত ব্যক্তির হস্ত ধরিয়া উঠানই মহত্ব।

জল মগ্নোন্মুখ ব্যক্তিকে আরও নিমজ্জিত করিয়া যদি কাহারও পাশবিক হৃদয় উল্লাসিত হয়, তাহাকে উদ্ধার করিয়া যে কি অপার আনন্দ, সেটা—দেখিলে পাশবিক স্বভাবের পরিবর্তন হইতে পারে।

পরদৃষ্টিতে সহায়ত্ব দেখাইতে বাঙ্গালী সর্বদাই পশ্চাৎপদ—ইজাতিপ্রেম কি বস্ত্র ইহা বাঙ্গালীর হৃদয়ে নাই। সেই জন্ত অপরের দৃষ্টিতে সে দৃষ্টিত হয় না। সেই জন্ত একতাও বাঙ্গালীর জন্মেও না। বচনে জাতীয়তা আসে না, জাতীয় উন্নতি ও হয় না। আগে নীচতা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে থাক, তুমি আগে আমার জন্ত প্রাণ দাও, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিই, এইটা আগে অভ্যাস করিতে শিখ। পরে দেশের কথা—দেশের জন্ত প্রাণ দেওয়া তো এখনও অনেক দূরে।

সময় বিশেষে মানব একটু বাক্য সংযম করিয়া থাকিতে পারিলে অনেক দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পায়।

বাক্যের অপব্যয়ী অনেক সময় সত্যেরও কান্দাল।

পরীক্ষাই সকলকাম হইবার উপায়, প্রত্যেক পরীক্ষার সম্মুখে বাধা থাকেই, সেই বাধায় কাতর হইয়া ফিরিলে কৃতকার্য হওয়া যায় না—ধৈর্য্যই সেখানে একমাত্র আশ্রয়।

যাহারা সুসময়ের আশায় বসিয়া থাকে, সুসময় তাহারা পায় মা, কিন্তু যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া সুসময়ের জন্ত হস্ত প্রসারণ করে, সুসময় প্রকৃতই তাহাদিগকে আলিঙ্গন করে। এই বুঝিয়া বাহা ভাল হয় করিও।

অন্ধ বিশ্বাসও অনেক সময় মানুষকে সফলাশ করে। মানুষ বেশী ভাবিয়া চিন্তিয়া হীন সাহস হয়—মুক্তিপ্রার্থী অন্ধ বিশ্বাসেই মুক্তি পায়।

কাহারও মতের সহিত কাহারও মতের ঠিক না হইলেই মানুষ তাহার প্রতিবাদীকে মুখ বলিয়া কেলে, ইহা ত স্বাভাবিক, ইহাতে আশ্চর্য্য হইও না।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, 'Every fox praises his own tail' প্রত্যেক শৃগালই তাহার নিজের পুচ্ছটার প্রশংসা করে। বাঙ্গালীর সকলেই 'হামবড়া' সে যখন তাহার নিজের যুক্তি দেখাইবে, তুল বুঝিলেও তাহা স্বীকার করিবে না। স্বাভাবিক বুদ্ধিই উৎকৃষ্ট বুদ্ধি।

প্রবলের চক্ষু রাঙ্গানী অপেক্ষা দুর্বল দীন হীরের অশ্রুজল প্রকৃতই ভয়ানক। দীনের ক্রন্দন একবারে ঠিকানায় পৌছ ছিয়া যায়, জগতে এমন কেহ আছেন যিনি অহরহ দীনের মুখের পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

Home industries.

গার্হস্থ্য শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

টাকের জন্য হৈল।

ইহা বিক্রয়যোগ্য জিনিস।

প্রস্তুত প্রণালী।

সুইট অয়েল	৥ আধসের
বাদাম তৈল	৥ „ „
ওরিগেনম	আধ কাঁচা
রোজমেরি	৬০ কোঁটা
ল্যাভেণ্ডার তৈল	৪০ কোঁটা

একত্র মিশ্রিত করিয়া ছোট শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিলে লাভ হইবে। এই সকল দ্রব্য ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা প্রকৃতি পাঠান।

ফেস্ পাউডার ।

টাইক—১ পাউণ্ড

অফ্ সাইড্ অফ্ বিসমথ ৪ আউন্স
উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ২৪ ফোঁটা যে কোন
এসেন্স বা আতর দিলেই মুখে মাখিবার
পাউডার হইল। তারপর কোটার পুরিয়া
লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে পার।

পারল পাউডার ।

ইহাও মুখে মাখিবার জন্য ব্যবহার হয়।

অফ্ সাইড্ অফ্ বিসমথ—১ আউন্স

অফ্ সাইড্ অফ্ জিফ—১ আউন্স

ফ্রেশ চক্ ১ পাউণ্ড

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলেই পাউডার হইল।

হেয়ার রেটোরেটিভ ফুড ।

ইহা দ্বারা চুলের কলপের ছায় চুলে
দাগ হয় না বটে, কিন্তু চুলের স্বাভাবিক রং
ফিরিয়া আসে। ইহা বেশ বিক্রয় হইতে
পারে। ইহাকে মুড্‌স্ হেয়ার রেটোরেটিভ
বলে।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া :

ল্যাক সল্ফার ৪ ড্রাম

সুগার অফ্ লেড্ ২ ড্রাম

১ পাইন্ট রোজ ওয়াটার

একত্র মিশ্রিত করিয়া চুল উত্তমরূপে সাবান
দিয়া ধুইয়া লাগাইলে কিছু দিন পরে চুল
ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে।

ভস্ম হইতে রবার বা মারবেল ।

পাথুরিয়া কয়লা পুড়িয়া ছাই হইয়া
যাইলেই তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কয়লা
হইলে গ্যাস, কোক, আলকাতরা, ম্যামোনিয়া
সাথকেট, বেনজোল ইত্যাদি ব্যবহার্য পদার্থ
পুকেই বাহির করিয়া লওয়া হয়। এবং ইহা
হইতে বহুবিধ কারখানা ও কারবার পরি-

চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ
কয়লার ভস্ম হইতেও যে একরূপ অতি উৎকৃষ্ট
পদার্থ উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা
প্রমাণ করিয়াছেন। যে পদার্থ উৎপাদিত হয়,
তাহা রবার এবং মারবেলের ছায় সুদৃশ্য ও
অনুরূপ। আর্দ্রতা, উত্তাপ বা দ্রাবক ইহাকে
আদৌ আক্রমণ করিতে পারে না এবং ইহা
সম্পূর্ণ তাপ ও তড়িৎ অপরিচালক। কাজেই
এরূপ কার্যে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে
পারে। ইহার মূল্যও অত্যন্ত সুলভ। উৎপাদন
করিবার প্রণালীও সরূপ ব্যর-সাধ্য বা
জটিল নহে। প্রথমতঃ ভস্মকে ছাঁকিয়া লইয়া,
শীতল সোডার জল ও কোপাল বারিশ দিয়া
দলিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়, অবশেষে মারবেল
বা রবারের ছায় রং করিয়া লইতে হয়;
আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করিয়া
দেখিতে পারেন।

কৃত্রিম মর্শ্বর ।

কোন আমেরিকান পত্রিকার মতে কৃত্রিম
মর্শ্বরের প্রধান উপাদান জিপসাম। ইহা এরূপ
কঠিন হওয়া উচিত যেন ইহা পালিশ করা
যায়। ধূলিবৎ চূর্ণ ছাঁকা জিপসামে প্রায় সম
পরিমাণ মর্শ্বর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাহাকে
জল দিয়া দলা হয়, অতঃপর তাহাতে কোন
আঠাল পদার্থ বিগলিত করিয়া ঢালিয়া দেওয়া
হয়। এই কৃত্রিম মারবেলে আসল মারবেলের
ছায় অবিকল দাগ করা এবং রং করাই
কারিকর গণের মুখ্যচেষ্টা। সময়ে সময়ে
শুক উপাদানে ধাতব বর্ণ মিশ্রিত করিয়া
দেওয়া হয় অথবা যে সময়ে কৃত্রিম মারবেল
শুক হইয়া কঠিন হইতে থাকে, সেই সময়ে
কোন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া
হয়। রেখা রঞ্জিত মারবেল প্রস্তুত করিতে
হইলে প্রায়ই বড় বড় জিপসাম তালের সহিত
বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাল মিশ্রিত

করিয়া পৃথক পৃথক দলা হয়। এই সমস্ত
তাল হইতে পাতলা পাতলা পাত কাটিয়া
তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখা হয় এবং
তাহাদিগকে একটা আর্দ্রস্থানে রাখা করিয়া
অতি অধিক চাপ প্রয়োগে একত্রীভূত করা
হয়। পরে যন্ত্র সহযোগে সমতল করা হয়।
এইরূপে সমতল করিতে যে দারুণ পরিশ্রম
হয়, সেই দারুণ পরিশ্রমের হাত হইতে পরিত্রাণ
পাইবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা হয়।
একটা কাচের চাদর লওয়া হয়। ইহা অতিশয়
পালিশ করা। ইহার উপরি ভাগ তৈলাক্ত
করা থাকে। ইহাতে মারবেলের ছায় রঞ্জিত
রেখা সকল পাত করা থাকে। তৎপরে
ইহা মোটা করিয়া ইচ্ছানুরূপ রং মিশ্রিত
জিপসাম বিছাইয়া দেওয়া হয়। সেই স্থানেই
ইহাকে দৃঢ়ীভূত করা হয়। কঠিন হইয়া
যাইলে এই জিপসাম মারবেলকে অতি
সাবধানতার সহিত অপসারিত করা হয়।
কাচের চাদরে সংস্পৃষ্ট অংশ রীতিমত পালিশ
হইয়া যায় এবং তাহাকে আর সমতল করিবার
প্রয়োজন হয় না।

বিবিধ তথ্য ।

মজার কল। মার্কিংয়ের সবই অদ্ভুত।
টার্ণার নামক জনৈক মার্কিং ব্যবসায়ী
একটা বড় মজার কল আবিষ্কার করিয়া-
ছেন। কলটির নাম ডিক্টো-গ্রাফ; কলটি
দেখিতে ঠিক একটি বাজের মত; ইহার
বিশেষত্ব এই যে, এই বাজটা যে ঘরে
থাকিবে, সে ঘরের লোক যে সমস্ত কথা-
বার্তা বলিবে, কলটি সে সব কণ্ঠস্থ করিয়া
রাখিবে! পরে আবার কলটি ঘুরাইয়া
দিলেই সে পূর্ব কথিত কথাগুলি পুনরাবৃত্তি
করিবে। এই কলটি 'মনিব' লোকদের
খুব কাজে লাগিবে, সন্দেহ নাই; কর্মচারীরা
যেখানে বসিয়া কাজকর্ম করে, মনিব সেখানে
এই কলটি রাখিয়া দিলে কলের মুখে কর্ম-

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা ছিল, আর লইয়া না।

চারীদের সমস্ত কথাবার্তা শুনিতে পাইবেন। অনেক অকসেসে এখন ডিস্টোগ্রাফ প্রচলিত হইয়াছে। ইহাযারা কাজের সুবিধা হইয়াছে।

সর্পাঘাতের ঔষধ। সিরাজগঞ্জ বাগবাটী হইতে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,—
কুদে মানকুনের ডাটা সর্পদষ্ট ব্যক্তির দুই কানের মধ্যে দিয়া, যে পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি যতনা বোধ করিতে থাকিবে, সে পর্যন্ত কানের মধ্যেই রাখিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই গাছের ডাটা, সর্পবিষ রক্তে না থাকিলে, কানের মধ্যে দিলে কোনও যন্ত্রণা বোধ হয় না। “কুদে মানকুনের কোন প্রদেশে নাম ‘কুদে মানুদ’ কোন প্রদেশে নাম ‘মানকুনী’। ইহা ময়না জাতীয় পাখীর কান উঠিবার সময় যে ব্যাধি হয়, তাহারও বিশেষ উপকারী বলিয়া ব্যবহৃত হয়।—সঞ্জীবনী।

কড়া এবং আঁচিল প্রভৃতি রোগে পেঁপের আটা ১২ গ্রেণ, সোহাগা ৫ গ্রেণ, জল ১ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া তুলি দিয়া দুইবার লাগাইয়া দিলে আঁচিলের মাংস গলিয়া গিয়া ভাল হয়। দ্রুত রোগে পেঁপের আটা দিলেও দাদ ভাল হয়।

জনৈক ডাক্তার বলেন, ৬০ ফোঁটা পেঁপের আটা দিয়া একটু চিনির কদমের মত করিয়া ২১টা বটিকা প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ ২ বা ৩ টা করিয়া সেবন করিলে দুরারোগ্য প্রীহা ও বহুত আরোগ্য হয়।

গেছাফুল ও মশক।

গেছাফুলের গন্ধে মশক আসিতে পারে না। কৃষক।

আঁচিলের ঔষধ।

আঁচিলের উপর প্রত্যহ একবার রেড়ীর তৈল মালিস করিলে ২৩ সপ্তাহ পরে আঁচিল পড়িয়া যায়।

আঁচিলের গোড়ার চুল বাক্সিয়া কাগজের খোঁয়া দিলেও পড়িয়া যায়।

ছেলেদের কাপড় চোপার অদাছ করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ ইহারা অসাবধান, প্রায় ল্যাম্পের ও প্রদীপের ধার দিয়া ঘাইয়া কাপড়ে আগুণ ধরাইয়া মারা যায়। যে সংসারে ছেলে আছে, সে সকল ঘরে দেওয়ালে টাকান ল্যাম্প ব্যবহার করা উচিত। বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না।

ইহাদের কাপড়কে খানিকটা গরম জলে ফটুকি গলাইয়া সেই জলে কাপড় ভিজাইয়া শুখাইয়া পরিতে দেওয়া উচিত। কাপড়ে লাগিবে না। কারণ ফটুকির অদাছ পদার্থ।

লেবুর গুণ।

করেকজন ভৈষজ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত বলেন যে, লেবুর কলেরার বিষ নষ্ট করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। লেবুর রসে কলেরার বিষ ১৫ মিনিটের মধ্যে নষ্ট লইয়া রোগী রক্ষা পায়। পল্লীগ্রামে জল পরিশুদ্ধ করিবার ফিল্টার প্রভৃতি কেহ রাখে না, কিন্তু জলে ফোঁটা কতক লেবুর রস দিলে জল বিশুদ্ধ এবং পরিশুদ্ধ হইয়া যায়।

সর্প বিষে।

আলকল শাকের রস।

ডাক্তার জে, বিশ্বাস বলেন, সাপে কাটিলে আলকল শাকের রস খাওয়াইয়া দিলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, পরীক্ষা করা উচিত।

পেঁপের আটা।

জনৈক সাহেব ডাক্তার বলিয়াছেন :—
পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগীর বৃহৎ প্রীহা ও বহুত রোগে পেঁপের আটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতিদিন এক ছটাক আন্দাজ চিনির সরবতের সহিত ২ ফোঁটা পেঁপের আটা সেবন করিলে। প্রীহা ও বহুত ভাল হইয়া যায়।

টাকার বাটা।

টাকা ভাঙ্গাইতে দুই এক পরসা বাটা দিতে হয়। ভারত গবর্ণমেন্ট এই বে-আইনী কার্য নিবারণের জন্য ভারতরক্ষা আইনে এই-রূপ এক ধারা নির্বিষ্ট করিয়াছেন যে, কেহ টাকা, সবারেণ, মোহর প্রভৃতির যে দাম নির্দিষ্ট আছে, তাহা অপেক্ষা বেশী দাম কেহ চাহিতে পারে না। যদি বাটা চায়, তবে শ্রুতি পাইতে হইবে। আমরা সর্বসাধারণকে এই অনুরোধ করিতেছি, কেহ যদি বাটা চায়, তবে তাহার নাম পুলিশের নিকট প্রেরণ করিবেন।

সর্পাঘাতে ও বন্যজন্তুর আক্রমণে মুতু।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত বৎসরে একমাত্র সর্পাঘাতে ভারতে ২৪০০০ লোক মরিয়াছে। আর হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ২০০০ লোকের প্রাণ গিয়াছে। হাজার লোককে বাঘে খাইয়াছে, ৩০০ লোক চিতাবাঘের কবলে পড়িয়াছে, আর নেকড়ে বাঘ ও ভালুকের উদরে ২৮০ জন গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হাতি ও হম্বো বাঘের দোরায়ে ও চারি কুড়ি লোক নষ্ট হইয়াছে। ৭৪০০০ সর্প, ১২০০ বাঘ, ৬০০০ চিতা বাঘ, ২০০০ ভালুক ও ২০০০ নেকড়ে বাঘ শীকারীরা নিহত করিয়া সরকারের নিকট পুরস্কার পাইয়াছে।

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

Agrioultural Notes

কৃষি তথ্য।

মৎস্ত টাটকা (তাজা) রাখিবার

উপায়।

বরফের পরিবর্তে কার্বনিক এসিডের গ্যাস (Carboinic Acid Gas) দ্বারা মৎস্ত টাটকা রাখিবার এক প্রকার নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই নূতন উপায়ে বরফের খরচায় ৮ ভাগের ১ ভাগ খরচায় মৎস্ত টাটকা রাখিতে পারা যায়। কেবলমাত্র একটা কারণে এই প্রণালী কার্যে পরিণত করা যাইতেছে না। এই নূতন প্রণালী রডল্ফ (H. T. Roudolph Hemming Cheltenham) নামক একজন আইনজ্ঞ দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। মাছ টাটকা রাখিতে হইলে, মাছ হইতে সমস্ত হাওয়া বাহির করিয়া দিলে মাছ টাটকা থাকে। নিম্নলিখিত উপায়ে মাছ হইতে সমস্ত হাওয়া বাহির করিয়া দিতে পারা যায়। একটা আবদ্ধ পাত্রে মাছ রাখিয়া ১ বর্গ ইঞ্চি ৬০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ সের পরিমিত চাপে এই গ্যাস পাত্রে প্রবেশ করাইতে হয়। ইহার সফলতা প্রমাণের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

গোবর ও গোমূত্র সংরক্ষণ।

যে রূপ ভাবে পল্লীগ্রামে গোবর সঞ্চিত হয়, তাহাতে মূত্রের ভাগ অতি কমই থাকে, ও বাহিরে ফেলিয়া রাখার দরুন উহার সারাংশ অনেক পরিমাণে খুইয়া যায়। যত্নপূর্বক সঞ্চিত ও সংরক্ষিত গোবর ও মূত্রের গুণ সাধারণ গোবরের অপেক্ষা অনেক বেশী।

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানে জ্বালানি

কাঠের অভাবে লোকে ঘুঁটে ব্যবহার করে। গোবর জ্বালানি উহার অভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ সার পদার্থ নষ্ট হয়, ছাই মাত্র থাকে। ছাইয়েও সার থাকে, কিন্তু গোবরের অপেক্ষা কম। গোবর সার ও গোবরের ছাই সার পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, ছাই অপেক্ষা গোবর ক্ষেতে দিলে ফসল মাত্র ১১০ বা কখন কখন দুইগুণ বাড়িয়া যায়। সুতরাং গোবর মিলিলে আর গোবরের ছাইয়ের অপেক্ষা করা উচিত নহে। যেখানে গোবর পুড়াইতে হয়, তথায় অগত্যা ছাই ব্যবহার করিতেই হইবে। যেখানে জ্বালানি কাঠ বা পাথুরে করলা সস্তা পাওয়া যায়, সেখানে গোবর কদাচ জ্বালানি নষ্ট করা উচিত নহে। যত্ন করিলে বেড়ার ধারে ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে অথবা স্বতন্ত্র জমিতে জ্বালানি কাঠের জন্ত নানা রকম গাছ জন্মাইতে পারা যায়।

আমাদের দেশে সারের উদ্দেশ্যে গোমূত্র রাখিবার ব্যবস্থা নাই। বস্তুতঃ গোবরের অপেক্ষা গরুর চোনায়া বেশী সার পদার্থ থাকে। সুতরাং বাহাতে গোমূত্রের অপচয় না হয় উহার ব্যবস্থা করা উচিত। গরু চরিতে গিয়া যে মূত্র পরিত্যাগ করে, উহা ধরিয়া রাখা অসম্ভব, কিন্তু গোয়ালের ভিতর যে চোনা পড়ে, উহারও অধিকাংশ মাটির ভিতর চলিয়া যায় ও নষ্ট হয়, ইহা আক্ষেপের বিষয়। ইচ্ছা করিলে গোমূত্রের সারাংশ অল্প আয়াসেই ধরিয়া রাখা যায়। গোয়াল ঘরের মেজের উপর এক স্তর খুলা মাটি ছড়াইয়া রাখিয়া দিলে, উহা চোনা শুষিয়া লয়। এক স্তর মাটিতে যত পারে চোনা শুষিয়া লইলে, উহা সরাইয়া আর এক স্তর শুঁড়া মাটি ছড়াইয়া দিতে হয়। ভিজা মাটি শুকাইয়া বার বার উহার ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোয়াল ঘরের মেজের মাটিতেও অনেক চোনা শুষিয়া লয়, মধ্যে মধ্যে চাচিয়া লইলে এই মাটিও

উৎকৃষ্ট সারের কাজ করে। কোন কোন লোকে এইরূপে চোনার সার সংগ্রহ করিয়া থাকে; কিন্তু এই প্রথা আপাততঃ অতি বিরল।

আমাদের দেশের লোকে ভাল করিয়া গোবর রাখিতে জানে না, অথবা জানিয়াও রাখে না। সাধারণতঃ দেখা যায়, গোয়ালের বাহিরে একটা গোবরের গাদা থাকে, উহার উপর রোজ গোবর ফেলা হয়; রোজ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ঢালা বা কোনরূপ আচ্ছাদন থাকে না। ফলে এই হয়, গোবরে যে সার পদার্থ থাকে, উহার অধিকাংশ বৃষ্টিতে খুইয়া যায়, অথবা রোজের তেজে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। যদি একটা বড় গর্ত করিয়া উহাতে গোবর রাখা যায়, বৃষ্টি ও রোজ না লাগে, এরূপ ভাবে গর্তের উপর একখানা চাল তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোবরের সারংশের প্রায় সমস্তই সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। চাল ঘরের চালের মত পুরু করিয়া না ছাইলেও চলে। দুচার ফোঁটা বৃষ্টি এবং সামান্য রোজ পাইলে ক্ষতি না হইয়া বরং উপকার হয়। গোবররূপ খুব শুকাইয়া গেলে অল্প জলের ছিটা দিয়া সরস করিতে হয় এবং গোময় পচাইবার জন্ত তাপের আবশ্যক, সেইজন্য সামান্য রোজ পাওয়া ভাল। বৃষ্টির জল গড়াইয়া গর্তের ভিতর প্রবেশ না করে, এই হেতু গর্তের চারিধারে আইল বাধিয়া দেওয়া কর্তব্য। প্রত্যহ গোয়াল হইতে গোবর আনিয়া গর্তে ফেলিতে থাক, মধ্যে মধ্যে কোদাল দিয়া গোবরের স্তূপ সমতল করিয়া পিটাইয়া দেও। দেখিও, যেন বেশী আলগা না থাকে। গর্তের চারিধারে ও তলায় খুব আটাল মাটি পুরু করিয়া লেপিয়া দিলে ভাল হয়, কেননা তাহা হইলে গোবরের রস চারি পাশের ও তলার মাটির ভিতর সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

হইল বা ততোধিক গৰ্ভ থাকা উচিত, কারণ পুরাতন গোবরের সহিত নতুন গোবর মিশান ঠিক নহে। গৰ্ভ ভরিয়া গেলে গোবরের উপর এক স্তর মাটির আচ্ছাদন দিলে ভাল হয়; নতুবা সারের কিয়দংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে।

বাক্সালার পূজা-সঙ্কট।

শ্রেণিতে দেখিতে পূজা ত আসিয়া পড়িল। মহামায়ার পূজার আর একমাসও দেরি নাই, সমস্ত জ্বাই হুঁশুলা। বস্ত্র প্রায় ৮ টাকা জোড়া হইতে চলিয়াছে, এই ঘোর সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায়ই নাই। বহু মন্তব্য গিয়াছে, বহু সঙ্কট ভারতের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ জনিত ঘোর সঙ্কট দরিদ্র ভারতবাসীর অস্থি মজ্জা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে বসিয়াছে, এমন হুর্দ্দিন আর কখনও আসে নাই। ভারতবাসী চর্ভিক্ষে, অজন্মায় ম্যালেরিয়া ম্লেগাদি অসংখ্য রোগের আক্রমণে মৃতপ্রায় হইয়াই আছে, ভারতবাসী কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে মাত্র। এইরূপ অবস্থায় বস্ত্র ও আহাৰ্য্য সঙ্কট যে কি ভয়ঙ্কর ভাবে ভারতের মৰ্ম্মস্থল আক্রমণ করিয়াছে, তাহা এদেশের প্রত্যেক লোকই বুঝিতেছেন। এ হেন হুর্দ্দিনে সকল দিকেই মিতব্যয় ব্যতীত পরিত্রাণের উপায় নাই। কিন্তু আমরা বিলাসিতার নিমজ্জিত, চাল বাড়াইয়া ফেলিয়াছি “To appear rich becoming poor” সাজা বড় লোক হইয়াই মারা যাইতেছি। এই পূজার তত্ত্ব তন্মাসাদিতে হাল কাশানের চাল দেখাইতে গিয়া প্রত্যেক সংসারে বহু পরিবারের বস্ত্রের আবশ্যক। কিন্তু বস্ত্রের

মূল্য অমিতুল্য। চাক্রে বাক্সালী খাবি খাইতে বসিয়াছে। কেমন করিয়া চাল বজায় হয়। বাক্সালের দোকানদার বুঝিয়াছে, বাক্সালী এ পূজার মাফুলী চাল কখনই হঠাৎ বৃদ্ধিমান হইয়া ছাড়িতেই পারে না চাল বজায় রাখিতে, to appear rich তাহাকে যথাসর্বস্ব পণ করিয়া পূজার বস্ত্র কিনিতেই হইবে, তাই খুচরা দোকানদার, বড় দোকানদার সকলেই উত্তমোত্তম মূল্য বৃদ্ধি করিতেছে।

এই সঙ্কটে একটু মিতব্যয়ী, মিতাচারী হইলে কতকটা রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা। চিরদিনই কুটুম্ব সজ্জনকে বস্ত্রাদি দিয়া তত্ত্বতন্মাস করিয়া আসিয়াছি, আজ সঙ্কটের দিনে, ঘোর মহাযাতায় দিনে যদি এক বৎসর না পারি, তাহাতে কি ক্ষতি হয়? এইটুকু মনে করিয়া লইতে একটু জায়বুদ্ধি ও সংসাহসের দরকার। যদি সকলেই এবৎসরের জন্ত যাহা না কিনিলেই নয়, যাকে না দিলেই নয়, তাহাকে ছাড়া এখন বস্ত্র ক্রয় বন্ধ করি, তাহা হইলে এই সঙ্কটের কতকটা নিরাকরণ হয় বৈকি?

সে কথা প্রায় ২ মাস পূর্বে আমরাও বলিয়াছিলাম এবং নায়ক সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুও নায়কে বলিয়াছিলেন যে ৩ মাস সকলে একঘোটে কাপড় কেনা বন্ধ করিয়াও দাও, তাহা হইলে বস্ত্র সঙ্কটের সমাধান হইবে। বস্ত্র বিক্রেতাগণ বহুলাভ করিয়া বড় লোক হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা ব্যবসার রক্ষার জন্ত অবশ্যই অতিরিক্ত মূল্য কমাতে বাধ্য হইবে। কিন্তু তাহারা বেশ জানে যে, ধুতি শাড়ী বাক্সালীকে চাল বজায় করিবার জন্ত কিনিতেই হইবে। বাক্সালার এক ঘোগে কাজ করিবার ক্ষমতা নাই, একতায় অভাবেই বাক্সালার “স্বদেশী অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া

গিয়াছে। বাক্সালীর মধ্যসর্বস্ব, কালেক্টে মরিয়া বাইলেও চাল ছাড়িতে পারিবে না। এমিকে গবর্ণমেন্ট বস্ত্র সঙ্কটের যে কোন উপায় করিতে পারেন, এমন আশাই দিতে পারিলেন না অধিকন্তু মাননীয় গবর্ণর বাহাদুরের বরিশালের বক্তৃতার পর ক্ষুদ্র দোকানদার হইতে বড় দোকানদার পর্যন্ত ব্যাপার বুঝিয়া গেল, মূল্য বৃদ্ধি করিয়া এখন কাপড় অল্প মূল্যে উঠিয়াছে। মধ্যবিত্তলোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত, কোন একটা জিনিসেরও মূল্য যদি সুবিধা জনক আছে। এমন অবদায় চক্ষু লজ্জা খাটাইয়া এবারের মত লক্ষ্যই চণ্ডাই না দেখাইয়া যাহা না হইলেই নয়, যাকে না দিলেই নয়, তাহাকে দিয়া কোন রূপে লজ্জা সরম রক্ষা করিয়া চলিলেই ভাল হইবে। যে কুটুম্ব এই ঘোর দুঃসময়ে তত্ত্বের কপড় না পাইয়া নিন্দা কুৎসা করিবেন, তাহারা অন্ন মাংস নন, তেমন লোক কিছুতেই সঙ্কট হইবার নহে। যাহারা অর্থশালী ধনী, তাহারা কিছুন, কিন্তু আমার যদি অবস্থা তেমন না হয়, তবে আমি আমার অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে যাওয়াটা পাপ নহে বরং পুণ্যের কাজ। সঙ্কট ত এখনও অনেক বাকী। যদি আশু যুদ্ধের শেষ না হয়, তবে এই দরিদ্র দেশকে এখনও বহু সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। স্ত্রীরা অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে আমা-
দিগকে বুঝিয়া না চলিলেই নয়।

মহামায়ে! কতদিনে আমাদের এই সঙ্কট দূর হইবে, কতদিনে আমরা মাংসের মত হইব, আমরা “নিজ কর্ম্ম দোষে মজা মু রাক্ষসকুল মজি মু আপনি” নিজেদের হুঃখ আমরা নিজে রাই আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া থাকি, অথচ দারিদ্রের দুর্দ্ধিসহ ভায়ে যখন নিশ্চেষ্ট হইতে থাকি, তখন নাকে কান্দি, চৈতন্য হার কৈ। আমাদের পরিত্রাতা কেহ নাই,— আমরা নিজেদের না বাঁচিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা বিলাসিতার অধিকরণে না

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কেন্দ্রীক—কাহারও কিছু নাই, শুধু উপর চিকন চাকন, বিলাস বিভ্রম। ইহা সেইরূপ একে ইঞ্জিয়ানগণ বলিতেছেন, ভারতবাসীর বহু টাকা খাটিতে পোতা আছে। কিন্তু যেপের যে কি কুবস্থা, তাহা অন্তর্দর্শী ভুলবাহিনী জানেন। এ সমস্তই আমাদের অবস্থার বাহিরে চলার বিষয় ফল। চাল ছাড়, যেমন অবস্থা, সকলে সেইরূপে চলিতে শিক্ষা কর—চক্ষুজ্ঞা পরিচয়্য কর—মিতব্যয়ী হও—আপনি বাঁচিলে বাবার নাম, তা যদি না পার, তাহা হইলে দারিদ্রের কঠোর নিষ্পেষণে মর—নাকে কান্দিও না। তোমার বরে ভাত নাই, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন হুরেলা হুমুঠো খাইতে পার না, আর তুমি যদি ৮ টাকা জোড়া জুতা, ১০ টাকা জোড়া কাপড়, রুমাল, এসেন্স, সাবান, থিয়েটার, বায়স্কোপ, মটরগাড়ী না চড়িতে পাইয়া কান্দ, তবে তোমার দশা বিধাতা স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন—তুমি না মরিবে তো মরিবে কে? খরচ খাটাইয়া দাও দেখি, দেখিবে অন্ন আরও তুমি বেশ চালাইয়া যাইতে পারিবে। তোমার অভাব হইবে না। নাকে কান্দিতে হইবে না, সভা সমিতি করিতে হইবে না, ভিক্ষা করিতে হইবে না। সুখেই দিন কাটিয়া যাইবে। সেকালের লোকের এখনকার মত আর ছিল না—কিন্তু ৫ টাকা বেতনের ডব্ললোক কত দোল হুগোৎসব, কত অভিশিখালা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শুধু পাঁচশত টাকা মাহিনা পাইয়াও হারের ভিত্তিকারীকে হারবান দিয়া তাড়াইয়া দাও কেন? তোমার দরজার দুখানা পাতা পড়ে না কেন? তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্কন করিতে বাইয়া আমরা সব মক্কাইয়াছি। আমরা মরিলে অগতে কেমন চিক থাকে না—একটা উল্লেখযোগ্য

যেহেতু থাকে না। এই সকল কারণে বিলাস আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, আমরা হারের সন্তান, তাহার পুজার আর বিবাদিত, পুজার আমাদের আমল নাই—যের যের হাফাকার উঠিয়াছে। বিলাতে বিলাস প্রবোর উপর টাকস বসাইয়াছে, এদেশে তেমন একটা কিছু হইলে মন হয় না, অন্ততঃ কলে পড়িয়াও মিলাচার শিক্ষা হয়। আমাদের শির নাই, বাণিজ্য নাই, কৃষির সুবিধা নাই, বিষয় বুদ্ধি নাই, আমাদের পক্ষে অপব্যয় সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ রোগের চিকিৎসা কে করিবে?

Homoeopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক নোটস।

১। সাধারণ উদরাময়ে প্রায়ই Chini-mum ars 3 x ট্যাবলেট ২১১ মাত্রা দিলেই সারিয়া যায়।

২। শূল বেদনার যেখানে রোগী বস্ত্রধার পা গুটাইয়া বা হাঁটুর উপর বুক দিয়া (Bends double) কাতর হইয়া থাকে, সেখানে কলোসিসই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩। কলেরার মত উদরাময়, আকম্প বা উদরে খাল ধরা, তৎসঙ্গে শীতল ঘর্ম লক্ষণে ভিরেট্রাম আলব ও ব্যবস্থা করিলে মহৎ উপকার হইয়া থাকে।

৪। রক্তামাশয়ে যেখানে রক্তের পরিমাণ অধিক, সেখানে মার্কিউরিয়াস কর ৬ দিলেই আশাহরুপ শূল পায়।

৫। কখন উদরাময়, কখন কোষ্ঠবদ্ধতা অথচ বাহ্যে পরিষ্কার হইতেছে না এবং বার-বার বিকল মলত্যাগের প্রবৃত্তি, রোগীর

সেখানে বিটাইল, এমন সময়ে মলকর্মিলা ৩১ মাত্রা দিলেই উপকার হইবে।

৬। কোষ্ঠবদ্ধতা—যেখানে রোগীর ক্রীড়া সাদা, সেখানে আত্মি কুড় দ্বারা মহৎ উপকার হইবে। এই ঔষধ বৃদ্ধদের কোষ্ঠবদ্ধতার যেখানে জিহ্বা সাদা নাও থাকে, সেখানেও উপকারী।

৭। আলুমেন—বৃদ্ধ এবং বয়স্ক ব্যক্তি-গণের Bronchial Catarrh নামক সর্দির জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। There is apt to be a sense of dryness and constriction into the throat.

৮। আনুমিনা—ঔষধটীও শুষ্ক, শীর্ণ, বৃদ্ধ বাহাদের জৈবনিক উত্তাপের অভাব হইয়াছে, সেরূপ স্থলে হিতকর। ইহা অকাল বৃদ্ধেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৯। নারবিক অজীর্ণতা (Nervous Dyspepsia) বিশেষতঃ যেখানে আহার করিলে রোগের উপশম বোধ হয়, সেখানে আনাকাডিয়ম ৩০ দিলেই উপকার হইবে।

১০। প্রার যে কোন অবস্থার যেখানে শীতল ঘর্ম হইতে থাকে, সেখানে ভিরেট্রাম আলব দ্বারা উপকার হইবে।

১১। থিয়েটারের অভিনেতাপন বাহারা রক্তমঞ্চে প্রবেশের পূর্বে ভীত হয়, তাহারা প্রবেশের পূর্বে ২১১ মাত্রা আনাকাডিয়ম সেবন করিলে এই Stage fright বিদূরিত হয়।

১২। বাড়ীর বাহিরে যাইতে ভয়, রাক্ষস যাইতে, ভীড়ের ভিতর যাইতে ভয়। একো নাইট।

১৩। সহসা গরম বোধ, গাত্র দাহ—বিশেষতঃ পায়ের তলা ও হাতের তলা জ্বালা, সলফার।

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

১৪। সমস্যা খোর খান কান্ধে কা
মান, হুলা, তৎসহ বেদনা, কণ্ঠস্থ পর্যন্ত চিড়িক
স্বাভাবিক মত বেদনা, গিলিতে বেদনা, কাইটো-
লক্ষ্য—জাপক লক্ষণ।

১৫। Echinacea Five drops a
dose is the best remedy for boils
and badblood, take twice in water.

Homeopathic Envoy.

বাঁধা।

কেহ বলিতে পারেন?

১। সিকিতে গুয়ানীতে মোট নমুনা।

গোটা টাকা হয় কয়টা।

২। এমন একটা নাম করুন, যাহা
কলিকাতা হইতে ভগলি যায়, কিন্তু আদৌ স্থান
হইতে নড়ে না। "What goes from
Calcutta to Hoogly without mov-
ing?"

৩। এমন একটা জিনিসের নাম করুন,
যাহা অপরে খুব ব্যবহার করেন, কিন্তু নিজের
দরকারের সময় খুব কম ব্যবহার হয়। উক্ত
গুলি পাঠাইলে "কাজের লোকেই" তাহা
প্রকাশিত হইবে।

সাময়িক তথ্য।

ক্রেটন সাহেবের পদচ্যুতি।

বিহার উড়িয়া গবর্ণমেন্টের পবলিক ওয়ার্কস
বিভাগের সেক্রেটারী অনারবল মিঃ এফ
ক্রেটন এক ট্রেনে যাঁতে কলিকাতা হাই-
কোর্টের ভূতপূর্ব জজ মিঃ সৈয়দ হাসান
ইমামের গাড়ের উপর বসিয়াছিলেন, এই

সময়ান্তে ১০ হাজার টাকা দান করিয়া
হন। ১৫ই আগষ্টের ইতিহাস ডেলিভিউসে
প্রকাশ, বিহার উড়িয়া গবর্ণমেন্ট মিঃ হাসান
ইমামকে অকারণে উপরিউক্তরূপে অপমানিত
করার জন্ত মিঃ ক্রেটনকে কণ্ঠচ্যুত করিয়াছেন।

নিকেলের দু আনি।

বর্তমান ইংরাজি বর্ষের প্রথম ৩ মাসে
কলিকাতা টাকশালে ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার
নিকেলের ৫-আনি নিশ্চিত হইয়াছে।

পাটের দর ১৭ টাকা হইয়াছে।

কয়েক দিবস পূর্বে ৬০০ টাকা হইতে
১৭১/৫ দরে পাট বিক্রয় হইয়াছে। গত
বৎসর ঐ দিনে পাটের দাম ৫১০ হইতে
৮৮০ ছিল।

ময়মনসিংহে চরকা প্রদর্শনী।

লর্ড রোথাল্ডসে গত ১১ই আগষ্ট পূর্বাহ্নে
ময়মনসিংহের চরকা প্রদর্শনী পরিদর্শন
করেন। কটন কমিটির প্রেসিডেন্ট মিঃ
আবদুল আলির উৎসাহে এই প্রদর্শনী
হইয়াছিল। নানা প্রকারের চরকা দেখান
হইয়াছিল। বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার এম,
এ, বি, এল তাহার নিশ্চিত চরকার কার্য
স্বয়ং দেখাইয়াছিলেন। প্রায় ২৪টি বালক
বালিকায় পুতা কাটিয়াছিল। চরকা কাটা
স্বভাব প্রদত্ত রুমাল, বৃত্তি, মশারি প্রভৃতি
প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মহানয়তাই।

২৫ বৎসর হইল, ইংলণ্ডের বালক লর্ড
ও রাণী মেরীর বিবাহ হইয়াছে। তাঁহাদের
পঞ্চবিংশ বার্ষিক বিবাহ উৎসব মহা সমারোহে
নির্কাহ করার প্রস্তাব হইয়াছিল। রাণী
বলিয়াছেন, বাজে কাষে অর্থব্যয় করার
প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের
নারীগণ উৎসবের জন্ত যে টাকা সংগ্রহ করি-
বেন, তাহা ভারতের সৈন্তদের সন্তানগণের
শিক্ষার জন্ত যদি ব্যয় করা হয়, তবে তিনি
প্ৰথম আনন্দ অনুভব করিবেন। বাঙালা
গবর্ণমেন্টে সৈন্তের মন্ত্রী সার হেনরী হইলারের
পত্নী লেডি নারজারি হইলার অর্থ সংগ্রহের
জীব গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষা দানের
মত উৎকৃষ্ট দান কমই আছে, বাঙালার নারী-
গণ এই মত কাণ্ডা অর্থদান করিতে কখনই
কুদ্বিত হইবেন না।

মার্কিন জেনারেল মার্চ বলেন, প্রতি
ডিবিসনে ৪৫ হাজার সৈন্ত হিসাবে ৮০
ডিবিসন সৈন্ত হইলেই এই যুদ্ধ শেষ করিয়া
দেওয়া চলিবে। মার্কিনে আগষ্ট পর্যন্ত প্রায়
৩০ লক্ষ সৈন্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

কাশ্মীরে চাউলের মূল্য অত্যধিক রূপে
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষণে তথায় চাউল প্রতি
মণ ১০ হিন্দাবে বিক্রীত হইতেছে।

গত ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে ৫০
লক্ষ ৮১ হাজার ১শত টাকার ওয়ার বণ্ড ডাক
বিভাগ কর্তৃক বিক্রীত হইয়াছে।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্টুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫এ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা, নিউ সব্বস্বতী প্রেসে শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

১৭নং অক্টুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোক, কলিকাতা।



জবাকুসুম তৈল

পঙ্ক অতুলনীয়,

গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর ভোগময় হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রামাদ্বিত্য পর্যন্ত সকলেই সেই ভক্তিময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। ষাঁহার যেক্রপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে



জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। ভজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দ্রবিত বিষ জন্য ষাঁহাদের রক্ত ধারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার রূপ বা ক্রতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভক্ত সমাজে নিমিষার অস্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কষ্টনিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১১০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ অং। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪১/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২২ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যাতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, “খোকসিনা” ২১০ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বামী বলপ্রদ। সজিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ষবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু বলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



আফিসের বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখ ফেব্রুয়ারি বেলার এক ডজন “কাছারাইডিন”
যেন আনভুলোত্ত না। এক ডজন কিনলে ৯ ন টাকাতেই হবে।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা**

কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ঐহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি খতব্র ।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সম্মিলিত । সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন ।

সিফ্রেট অফ এ নিউ ট্রেড ।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে যেরে বসিয়া অত্যন্ত কাজ ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুণ রহস্য আছে যাহা কেহ কাহা-কেও শিখায় না । পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইবে ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাজীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অমুরাধ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ২৭ টাকা তিঃ পি খতব্র । কাপড়ে বান্ধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত । যুদ্ধের প্রথম মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কল্পি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্ৰকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু সামান্য পরিভ্রম, অধ্যবসায় ষাটী কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সম্মিলিত হইয়াছে । কোতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্কা নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসকাপ ১৬ পেজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান । মূল্য ১০/০ আনা । তিঃ পি খতব্র ।

ONE THOUSAND RECİPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী পুস্তক । ইংরাজী অতিশয় ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২৭ যুদ্ধের প্রথম মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমাদের বেশী কন্সটারী নাই যে, সর্বদাই এই কাষে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় । সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন শেলেও পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের লোক আফিস” এই ঠিকানায় পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্টোবর দন্ডের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু তাহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নিদোষ চসমা উৎকৃষ্ট রেখিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয় ; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুর রক্ষার বর্থাৎ সামগ্রী । আমরা চক্ষু পরীক্ষার দিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনিয়াছি । চক্ষের বিবরণ আমাদেরকে যেন একবার অস্ত্র অবশ্য জ্ঞান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থাসত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই যে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং মালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাক্সালা ভাণ্ডার সুবোধ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মূল্য চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক গল্প মঞ্চেরদেব প্রত্যেক পত্রী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য সভ্যক ২৭ মাত্র ।

ডাঃ ডি, এন, হালদার,

কাঁচাঘাট,

আমূল্যবোধি পোঃ, জেলা নদীয়া ।

কাজের লোক, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়সী প্রশংসিত। মূল্য একটাকা মাত্র।

শ্রী গুরুদাস চ. ট্রোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্যব্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২১ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীশাটা) কলিকাতা।

১। আমরা ছুল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও বাধ্য পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মধ্যে নানা প্রকার এটলাস, যোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাপনকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্‌হার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট্‌ মেকার্স এণ্ড কন্‌ট্রাক্টর্স।

বেঙ সরাই।

শিত, মাল, কাঠাম, প্রভৃতির গৃহস্থ্যার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা ছানলা ইত্যাদি অতি দ্রুত বিক্রয় কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবারায় বা এন্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাত পাঠাইয়া দিই। প্রস্তুত অর্ডারের নথিত অন্ততঃ মূল্যের অনুমান অর্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি: দ্বারা আদায় হয়। ঘরে ও এখানে ক্রীড়া হইবে।

ঢাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না ।

এক ঘোমের হাটার ঔষধ আজকাল পাওয়া ভ' বার, কিন্তু দাবধান রোগী অর্ধের ৩ দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই হলে, ঠাউয়ে কিনেন । এতে শরীর শীত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' জা' কেনার খরচও বাঁচে ।
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্পবাদীসমস্ত মত হচ্ছে যে

হিলিং বাস্ম

একমাত্র মহৌষধ । অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিং বাস্মের বিশেষ (১) প্রতি যাত্রায় ফল (২) ১ দিনে স্বস্তিগার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য । এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র লিখে এই বই ১ খানি সংগ্রহ করে যেণুন । মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অঙ্কে) ১৫০ ।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুফ্যাকচারিং কেমিস্ট্‌স্‌,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা ।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা । টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা ।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার ।

১. কতাদিগে চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না । পত্র লিখিয়া জানিতে হয় ।
২. ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৮ টাকা ধরা হয় । সং বাবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৮ টাকা প্রতি মাসে	৭৮ টাকা প্রতি মাসে	৬৮ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৭৮ "	৬৮ "	৫৮ "
৩ "	৬৮ "	৫৮ "	৪৮ "
১ কলাম	৩৮ "	২৮ "	২৮ "
২ "	১৫০ "	১৮০ "	১৮০ "

১২ বৎসরের কাগজ । ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না । অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব ।

কার্যাপ্যাক

“কাজের লোক” ।

১৫ নং অক্টুর দস্তুর লেন, বহুবাজার, কলি কাতা ।

৩২ ৩/১
৪/১১/১৮

৪/১০ ৪



THE BUSINESSMAN

কাজেরলোক

১২শ বর্ষ,
১০ম সংখ্যা।

New Series,
October 1918.

বৃহত্তম সংস্করণ।
অক্টোবর ১৯১৮।

Vol. XII.
No 10

Returned to sender 1.11.18



শানমেটো। SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননপথের যাবতীয় পীড়া নিবারক
সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রথলের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে তীব্র যন্ত্রনার রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ জাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে দ্রাব্যবিক, ব্যতিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বর্জ্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন পথের দূর্বিশদান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফ্রিকা আদি কোন নেশার ভিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নিকির্মে ব্যবহায়া। প্রাণি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবহা্যপত্র থাকে। মূল্য প্রাণি শিশি ০.০০ সকল ডাক্তারখানার পাওয়া যায়। আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেজ উপরে দেখিয়া লইবেন।
অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।
OD CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

কাজেরলোক কার্ফিস, ১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রিট লেন, বহরমারি, কলিকাতা।

সীলোট চূণ

সীলোট চূণের
পাথুনি একধও কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার অশু চূণ বস্ত্র-
বন্দী করিয়া রেলো কিম্বা ঠামারে বুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এও কোং,
৪ নং ফ্লোরালি প্লেস, কলিকাতা।

বাটলিওয়ালার বালিচূণ হকিম জিহাঙ্গীর
জন্য ১/০।
বাটলিওয়ালার অলকিরোরবান, হকিম জিহাঙ্গীর
শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও
বহুবার জন্য ১/০।
বাটলিওয়ালার টনিক গিল, হকিম জিহাঙ্গীর
হৃৎকলতার জন্য ১/০।
বাটলিওয়ালার (কলোরোল) কলোরোল এবং
মজ্জামাসের জন্য ১/০।
বাটলিওয়ালার আলি হুইনাইন টেবলেট
প্রত্যেক বোতল (১ ডোজ
করিয়া) ১/০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।
Sole EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.
Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ট্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাযতীর দ্রোরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং বৈতপ্রদ, অসামান্য দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির অত্যন্ত সমগ্র
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ দ্রোরোগের একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপদ্রব নিদ্রিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রচারকগণ আল করিতেছে।—ক্রমের সময় দেবেলের উপর Rio
Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি পিপি
২৫০ আনশ মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যাজেস্ট্রিয়া জুরের
মহোদয়।

জার্মানী

সর্বপ্রকার জুরের
মহোদয়।

মূল্য ১০ আনা, ডজন ৫ টাকা।

জুরে বিজুরে সেবন করা চলে।

একদিনে জুর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে
সেবনে পথের বিচার নাই। স্বান আহাৰ স্বাভাবিক।

জার্মানী বিক্রেতাগণের টাকার-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আবু, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

THE London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply ; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10-0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

অভাবনীর স্বযোগ ১৯০৯-১৯১০ বইতে ১৯১০ পর্যন্ত ৫০টি সেট

‘কাজের লোক’

২৭ টাকা মূল্যে মাত্র ১২।০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or “Businessman”—
is replete with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”

Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture

Bengalce.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আগাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুনির্ভিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আন্তোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সহকারী পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বদাঃ চরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথাঃ সুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেকোন সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথার ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পার “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায়

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার ক্ষয়িত ও উন্নতি কামনা করি।” খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থ হস্তেই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেনিকী বাকস।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা দৃঢ়বর্তী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি পরিদ্র, অজ্ঞবিত্ত, সাধারণ গ্রন্থ এবং উপায়হীন “বেকারের” বন্ধু।

জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিকা করে, বাঙ্গালী বাহাতে দ্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রাপ্তির প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রাপ্তি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ প্রেমীয় মাসিক পত্র জার নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার জনপ্রিয় সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গবর্তী”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ত্রয়োদশী প্রনো করিয়াছেন, হুঃখের বিষয়, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি দিতে পারিলার না।

কাজের লোক, কলিকাতা।

অতি এসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্র কৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বজবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

এনোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এনোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি আনয়ন করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অভ্যাসানুসারিক মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অস্বাভাবিক) বিস্তৃত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও/১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ কোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুগার মোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং বাবু বাজার স্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

শিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পার্শী ও ইন্দী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কা দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আগরা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আনয়ন করিয়া অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা পার্শ্ববর্তী; ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার
কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূমসী প্রকাশিত পোস্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি বাইরা নমুনা দিয়া আসিবেন। অঙ্কই লিখুন।

মেঃ দাস ও সন্ত এণ্ড সন্স,

ইক্স ক্যালকাতা রোড,

৩০ নং চকুড়া রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ।

- ১। রুক খোদাই, ইলেক্ট্রো রুক, স্ক্রিপ, হাপটোন রুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দাপিলা, পুস্তক, লেটার হেড্ডিং, প্রীতি উপহার, শো-বোর্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। দিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মাহ কবিতা পর্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অক্ষর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৪০ সাড়ে বার টাকার বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। /০ এক আমার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রচেষ্টার সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

আমাদের “কাজের লোক”

১৭ নং অফিস-ঘরের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৭ নং ক্লাইক স্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুষ্টিয়া।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পরমা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস্ক, ফোঁটা-কেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২/০, ৩/০, ৪/০, ৫/০ ও ১২/০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস, পিলিউলস ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—১ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১/০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৮০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাঝেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—গ্র্যাকটিন ও মেটরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৪ম সংস্করণ; মূল্য ১/০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাঝেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও কার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১/০ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবহু মেটরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১/০ টাকা।

৭। জননেদ্রিফের লীড (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রক্তজরোপ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা।

৮। বাবসায়ী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

শিলাতী ঔষাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ প্রবাসাদি যন্ত্রবস্তু।

কাঁজের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খায়াপ হয় না। ইহার স্বর অতীব মধুর। শুণের তুলনায় ইহার শব্দ অতি জল্প।

০ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২০/- ও ২৪/-
ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩০/- ও ৪৪/-
দক্ষিণাবারু প্রস্তুত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২২/-

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাজেই কাঁজের লোকের মূল্য ২৪০ এবং মাত্র ৪০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একপানি "কাঁজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মকঃমলে তিঃ পিঃ ও ডাকমাওল সত্ত্ব লাগিবে। ম্যানেজার, কাঁজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographs and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc, etc.

Commission 2½% to 5%.

Cash Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £210 upwards.

Consignment of Produce Sold on Account.

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Address: "ANNUAIRE, LONDON."

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে ৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট বাজীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৪১২ খানা নাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুমনয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটা স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্‌ রিড বুক ১৫/-, ২০/- এবং ২৫/-। ২ সেট্‌ রিড বুক ২৫/-, ২৪০/-, ৩০/-, ৩৫/-, ৪০/-, ৫০/- এবং তদুচ্চ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এক বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৪০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০/- প্রত্যেকটির অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং নং বেকিং স্ট্রিট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, নিষ্করান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যাশ্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূলা-বান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিস্তি বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটনাশকেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান।

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটার কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি ১১/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকমাণ্ডল, ডি: পি: স্কটল।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৬৮/০।

কিটিংসের বনুবন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৬০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিল্ড স্ট্রীট, কলিকাতা।

কাঁজের লোক, কলিকাতা।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



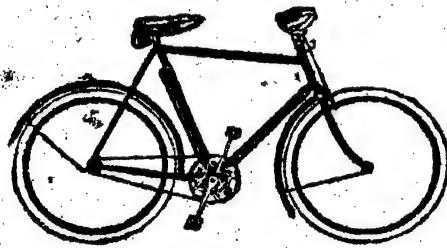
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তুক ঐহিক না হইলে চিকিৎসাকারী সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ ব্রিগুজ—টটিকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনাম এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এন, চোয় এম, ডি; চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস, নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্নকরণ আমাদের ঔষধের বিভক্ততার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যয়স্বঃ কঠোর।

পুলভে পরসী বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুম। আমাদের ফার্মাটিকার ১০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ২০ গ্রাম পর্যন্ত ১০; ইহার কমে আরও পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্ট,

১৩ নং হ্যারিসন রোড, কলকাতা ট্রাট অংশন, ব্রাকিং—৪৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা



প্রত্যেক কাঁজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। বেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাম করার ব্যবসায়। কাঁজেরলোক কাঁজেরই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিম্প্রোক্তন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল ইহার সবজাত সর্বদা পণ্ডিয়া যায়। ছই পরসাদ টিকিটসহ, পণ্ড লিখিলেই সচিব ক্যাটলগ পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর

স্পিৎ ডাব্বেল



২২৭৭ না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলায় ব্যবহারী স্মিথ গুলভে নিম্ন লিখিত দ্রিকানার সর্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পণ্ড লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিশ্বাস্ত শ্রাবক শ্রাবিকা-দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিস্তৃত আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাবুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০, টাকা দ্বারা গানদের আমোজন আছে, তাঁহারা যদি আগ্রহ করিয়া নিম্ন নাম ও ঠিকানা জানাওঁর নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা এফি মাসে নুতন রেকর্ডের তালিকা বৎসরক তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

মোঃ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ ।

New Series

নব পর্য্যায় ।

Vol. XII

১০ ম সংখ্যা ।

October 1918.

অক্টোবর ১৯১৮ ।

No. 10

শ্রী শ্রী দুর্গা ।

শরণম্ ।

চিরন্তন প্রথা অনুসারে মহামায়ার পূজোপলক্ষে আমরা আমাদের প্রিয় সমুদয় গ্রাহকগণের নিকট কয়েক দিবসের জন্ত অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি ।

আপনারা আনন্দময়ীর আগমনে কয়েকদিন সমস্ত কঠোরতা, সমস্ত অতিত দুঃখ কষ্ট তুলিয়া আনন্দ উপভোগ করুন । আবার আগামী নবম্বর মাসে বিজয়া সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন স্বরূপে ধারণ করিয়া “কাজের লোক” ও আমাদের জন্ত আপনাদের দানে উপস্থিত হইবে । অতঃপর কয়েক দিবসের জন্ত আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম ।

“কাজের লোক” কার্য্যাদ্যক্ষ ।

সেকালের পূজা ও একালের পূজা ।

—:—:—

মহামায়ার পূজা এখন নামে পূজা মাত্র, এখন আর পূজার সে আনন্দোৎসব নাই, সে শক্তি নাই, তত্ত্ব নাই, কোন রকমে টানিয়া আমোদ আক্লাদ করা মাত্র ।

ম্যালেয়িয়ার প্রকোপ, প্রাবল, অন্নসঙ্কট, বস্ত্র সঙ্কট, ঘরে ঘরে হাহাকাহ, হৃদয়ে হৃদয়ে দাবানল । এতে আর কি উৎসব আনন্দ সম্ভবে ?

সেকালে লোকে অন্ন উপার্জন করিয়াও দেশের দুঃখ মোচন করিয়া দশকে লইয়া মহামায়ার পূজায় অপার আনন্দ উপভোগ করিত । ঘরে ঘরে তিন দিন অন্নছত্র বসিয়া

বাইত, উপার্জনকর ব্যক্তিগণ দীন দুঃখীগণের সুখের পানে তাকাইতেন, অন্ন বস্ত্র মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া, বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া, দশকে লইয়া মহামায়ার পূজার মহোৎসবে কয়েকদিন স্বর্গস্থ উপভোগ করিতেন । পূজার আনন্দ হইত, পূজা সার্থক হইত ।

এখন সকলে আত্ম সুখেই মজল, Self-Sufficient, নিজের ছাড়া পরকে কাছের ঘেঁষিতে দেয় না ।

নিজে খায়, নিজে নাচে, নিজে পায় । পরস্পর পরস্পরের দ্বারেও যায় না, দরজার দুপানা পাতাও পড়ে না, কেঁহ ছটা মিষ্টান্ন, ছমুঠো অন্ন, একখানা পুরাতন বস্ত্রও পায় না । তাই আনন্দময়ীর পূজার আনন্দ নাই, পরস্পরে মিল নাই, বিপদে সম্পদে সহায়ত্ব নাই ।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন ।

আমাদের আনন্দবরী, যেখানে আনন্দ
নাই, সেখানে তিনি থাকেন না। তাই
আমাদের পূজাও তামসিক, আমাদের সংকল্পও
তামসিক। অতিষ্ঠসিদ্ধ হয় না। মা মা বলিয়া
জাকিলে সে ডাক আর তাঁহার স্বপ্ন স্পর্শও
করিতে পারে না, তাই আমাদের শান্তি নাই,
সুখ নাই।

প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি শুধু আমি আমার
নিজের ভোগ সুখেই সীমাবদ্ধ করিলে পাওয়া
যায় না। দশকে লইয়া সংসার, দশের চক্রে
লসি ফুটাইতে না পরিলে শান্তি সুখ লাভ
হয় না।

সেকালের লোকের আত্মসুখ, আত্মস্বার্থ
বোধ ছিল না। সুদূর রাজপথ পার্শ্বে সর্বস্বার্থ
ত্যাগ করিয়া জলাশয় করিয়া দিত, বাগান
করিয়া দিত, লোকে ফল জল খাইয়া যাইবে,
বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিত, লোকে ছাওয়ায় বসিবে,
পূজা উৎসব করিত, লোকে ভালমন্দ যাহা
জোটে খাইয়া আনন্দ করিবে। নিজের
বিলাসিতা, শুদ্ধ নিজের ছেলে মেয়ের সুখ
বলিয়া ভাবিত না, তাই সেকালে সংসার সুখের
ছিল। হার হার, কোথায় সেদিন? কোথায়
সেকালের মহাপূজা, কোথায় সেই হৃদয়ভরা
ভক্তি-ভরা মা মা ধ্বনি? সব আমাদের অসার
স্বার্থের জন্ত, কুশিক্ষার জন্ত, অশুকরণ
প্রিয়তার জন্ত বাঙ্গালার সংসার হইতে চির-
বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। এখন পূজার
প্রকৃত আমোদ হইয়াছে কবে দাসত্ব হইতে
অবকাশ পাইয়া যে যাহার আপনার গ্রামে
যাইয়া “বাবু” দেখাইব, বিলাসিতা প্রদর্শন
করিব, নিজে খাইব, নিজের কৃতিত্বের গুণগান
করিব, নিজে পরিব ইত্যাদি। বাস্ মহামায়ার
পূজা হইয়া গেল।

এইরূপ একটা বিকৃত তামসিক জগৎ যেদিন
হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে,
সেই দিন হইতেই বাঙ্গালার অশেষ দুঃখের
ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

সেকালের লোকের পারলৌকিক সুখের,
অমরত্ব লাভের দিকে লক্ষ্য ছিল, এখন তাহার
পরিবর্তে লোকের সংকীর্ণ কণিক সুখের
দিকে লক্ষ্য হইয়াছে।

আমাদের সর্বস্ব বিলাসিতায় যাইতেছে,
পাশ্চাত্য Luxuryর জন্ত লক্ষী ছাড়িতেছে,
শুধু গলা বাজী, সভা সমিতি করিলে কি
হইবে? সহায়ত্ব, মতসমষ্টির অভাব, এই
স্থানেই বিষম গণ্ডগোল, এই স্থানেই গলদ।

সেকালে এই সহায়ত্ব, সমবেদনা, মত-
সমষ্টির মূল্য জ্ঞান ছিল, প্রকৃত মনুষ্যত্বের
দেবতার আসন হৃদয়ে বিরাজিত ছিল, কর্তব্য
জ্ঞান ছিল, তাই সুখে দিন কাটিত। কীর্তি
খাকিয়া যাইত, লোকে যুগ যুগান্তর সেই
অমরকীর্তির জন্ত অমর হইয়া থাকিত। বা:
কি সুখের দিনই ছিল।

আজ মরিলে কাহারও রেকর্ড থাকে না,
সংকাজ নাই, কীর্তি নাই, দান নাই, শুদ্ধ পণ্ড
পক্ষীর ছায় নিজের সুখেই আত্মহারা।
আমাদের আবার অমরত্ব! কীর্তি! আমাদের
আবার পূজা, আমাদের আবার আনন্দোৎসব!

আমরা কি আবার পূজা করিব? মহামায়ার
প্রকৃত পূজা করিয়া আবার সেই সেকালের
আনন্দোৎসবে সুখী হইতে পারিব না? আবার
কি আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে, মেহ
মমতা বিলাইয়া আপনার করিতে পারিব না?
আবার কি আমরা দ্বিলাস রিভ্রস জুলিয়া

অমর ভোগ সুখে অমর বাস না করিয়া,
প্রকৃত সঙ্গী, বাস্তব হইয়া সংসারের অমর
কীর্তি রক্ষার জন্য বসবাস হইতে পারিব না?
আমরা ত অনেক ঠেকিলাম, আমরা ত
অনেক শিখিলাম, তবু কি আমাদের চৈতন্য
হইবে না?

বাধীনে অধীনে কিছু আসে যায় না।
আমরা নিজের সংসারের, নিজের সমাজের
নিজের বাসস্থানের রাজা। যদি আমরা আবার
সেকালের সাদাসিধে চালচলন ধরি, দেব-
কীর্তি পিতৃকীর্তি বজায় রাখি, সকলে মিলিয়া
কিনিয়া আপনার ক্ষুদ্র সংসারকে, আপনার
শ্রমকে সুখী করি, তাহা হইলে সংসার রাজত্ব
কেন সুখে চলিয়া যায়। মিতব্যয়ী হইলে, অর্থ
সঞ্চয়ন হয়, রাজকর দিতেও কাতরতা আসে
না, কোন কিছুতেই কষ্ট হয় না। ইহাই
কি প্রকৃত মুক্তির পন্থা নয়? এই সংসার
সম্রাট মিমাসার জন্যই ঋষি, তপস্বীগণ হিন্দুর
প্রত্যেক কর্মের সহিত ধর্মের সংযোগ
রাখিয়াছিলেন, আত্মসুখ, ক্রোধ, বিদ্বেষ,
স্বার্থপরতা বিলাস পরিত্যাগের উপদেশ
দিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিতেন, যেদিন হিন্দু
ধর্মের গণ্ডি পার হইবে, সেইদিনই নৈনক্যতার
সৃষ্টি হইয়া প্রত্যেক সংসার শাস্তির আগার
হইতে দাবানলে পরিণত হইবে। আমরা
সেই সমুদ্র আর্থনীতি পরিত্যাগ করিয়া
কেমন সুখে শান্তিতে আছি, প্রত্যেকেই এখন
তাহা অনুভব করিতেছি। তাই বলিতেছিলাম,
আমাদের এই শয়তানের প্রেত ভূমিতে এখন
আর সে পূজা নাই, আর সে উৎসবও নাই।

বাঙ্গালী আজ বস্ত্র শকট দেখিয়া মূর্খ
বাইতে বসিয়াছে। মূর্খ ত বাইবারই কথা,
কেবল উপরে চিকন চাকন, অপরিসীম
বাঙ্গালীর আবার আছে কি? বাঙ্গালী প্রকৃতই
অতি দরিদ্র, কেবল মুখে কাঁচহাসি মাত্র সার।

তবু এস.মি. সর্বস্বত্বহারিণী, সর্বস্বত্বপ-
নামিনী, আমাদের সর্বস্বত্ব দূর কর, আমাদের
মজল কর, আমাদের গিকে ঘোর বিতীষিকা
হইতে রক্ষা কর। বাকালীকে কর্তব্যপায়ণ
কর, প্রকৃত মনুষ্য লাভের শক্তি দাও,
বাকালী মানুষ হোক, আবার বাকালী তোমার
পূজা করিতে শিক্ষা করুক। বিশ্বজননী!
সেকালে পূজার স্মৃতিতেই যদি এত আনন্দ,
প্রকৃত পূজার তবে কি আনন্দ ছিল। আবার
তোমার করুণায় সাধনা সিদ্ধ হোক, তোমার
করুণায় আমাদের সর্ব অর্থ সাধিত হোক, হে
কল্যাণী, হে নারায়ণী, আমরা তোমার সর্বার্থ-
দায়িনী, রাজীব চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া
আবার ধন্ত হই।

কলিকাতায় ভীষণ দাঙ্গা।

৮ই, ৯ই এবং ১০ই কলিকাতায় মুসলমান
দিগের এক সভা হওয়ার স্থির ছিল। কিন্তু
সম্প্রতি যে সকল সভা হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে
আপত্তিজনক বিষয় উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায়
বক্তৃতা দেওয়া হয়। সেইজন্য গবর্ণমেন্ট
সভা নিষেধ করিয়া দেন, ৮ই হইতে ফোজের
ব্যবস্থা করেন। ৯ই সন্ধ্যাবেলায় জাকারিয়া
মসজিদের নিকট পরামর্শ চলিতে থাকে এবং
মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়া উঠে। গবর্ণ
মেন্টের নিষেধ সত্ত্বেও জাকারিয়া মসজিদে
এবং জাকারিয়া ষ্ট্রীটের নতুন মধ্যে মুসল-
মানেরা ১০।৯।১৮ তারিখে সভা করিয়া
উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেয়। গুণ্ডারা
লাঠি হস্তে মসজিদের নিকট ঘুরিতে থাকে।
দুই প্রহরের সময় কয়েকজন মুসলমান নেতা
গবর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
সভার জন্য আদেশ আনিতে যান। সহস্র
মুসলমান জাকারিয়া ষ্ট্রীটে আদেশের অপেক্ষা
করিতে থাকে। বিলম্ব দেখিয়া গবর্ণমেন্ট

হাউস পর্যন্ত তাহারা কাঁইবার জন্ত অগসর
হয়। লালবাজারের পুলিশ বাধা দেওয়ার
ফিরিয়া আসে। ২৫ নং জাকারিয়া ষ্ট্রীটে
একজন ধনী মাড়োয়ারী থাকেন, দরজার
বন্দুকধারী শিখ পাহারা দেয়। গুণ্ডারা
১২টার সময় সেই বাড়ীর সম্মুখে জনতা
করিতে থাকে। মাড়োয়ারী জনতা দেখিয়া
ভীত হইয়া গুলি করিবার আদেশ দেন
বলিয়া প্রকাশ। গুলিতে কয়েকজন আহত
হয়। মুসলমানদিগের চীৎকারে শত শত
লোক জড় হইয়া উক্ত বাড়ীতে ইট ও প্রস্তর
ফেলিতে থাকে এবং বাড়ীতে ঢুকিবার জন্ত
বৃথা আয়াস করিতে থাকে। পুলিশ আসিয়া
বাধা দেওয়ার রাস্তার উভয় পাশের মুসল-
মানদিগের বাড়ীগুলি হইতে তাহাদের উপর
ইট ও জুতা ফেলিতে থাকে। একজন
মাড়োয়ারীকে ছোরা মারিয়া গুণ্ডারা হত্যা
করে এবং ময়লা ফেলা টিনের মধ্যে ফেলিয়া
দেয়। ধর্মতলা হইতে বাগবাজারের ট্রাম
আসিলে আরোহীদিগকে নিশ্চয় ভাবে প্রহার
করা হয়। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদেরও বাদ
দেওয়া হয় নাই। একজন ইউরোপীয়
সার্জেন্টকে বিশেষরূপে প্রহারে আহত করা
হয়। গুণ্ডারা নিরক্ষর এবং 'নেংটা' পরা।
মাড়োয়ারিরা ধনী। লুণ্ঠন করার জন্ত
গুণ্ডারা প্রলোভিত হইয়া উঠে এবং কয়েকটি
দোকান লুণ্ঠন করে। এই অরাজকতা
ক্রমশঃ বড়বাজারের কতক অংশে, মেছুয়া-
বাজার এবং খিরিদপুরে বিস্তৃত হয়। আড়াই-
টার সময় মোটরে করিয়া পলটন আসিয়া
পড়ে। হালিডে ষ্ট্রীটে ডেপুটি কমিশনর
বার্টলের ঘাড়ে গুণ্ডারা ছোরা বসাইয়া দেয়
এবং ডেপুটি কমিশনর ইটের আঘাতে আহত
হন। এই স্থানে তিনজন ইন্সপেক্টর,
পাঁচজন দারোগা এবং ২৩জন কনষ্টেবল
আহত হয়। মেছুয়াবাজারে দাঙ্গা ভীষণমূর্ত্তি

ধারণ করে। তথায় গুলি চালান হয়।
এইস্থানে দাঙ্গাকারীদের তিনজন হত পাঁচজন
সাংবাদিকরূপ আহত এবং দশজন সামান্তরূপ
আহত হয়। মোট চারি শত লোক ষত
হইয়াছে। রাত্রে মুসলমানেরা মাড়োয়ারীর
দোকান এবং মাড়োয়ারীরা মুসলমানের
দোকান লুণ্ঠন করিয়াছে। রাত্রেও অনেক
হত ও আহত হইয়াছে। চাঁদনী ও নতুন
বাজারে কিছু কিছু লুণ্ঠন হইয়াছিল। দোকান-
দারেরা তাড়াতাড়ি দোকানপাট বন্ধ করিয়া
ফেলে।

প্রায় দুই সহস্র মুসলমান আজ্ঞা করিয়া
জাকারিয়া মসজিদটিকে হুগের জ্বর ব্যবহার
করিয়াছিল।

হাওড়ার মিলের কুলীরা সন্ধ্যাকালে
লুটের জন্ত কলিকাতা প্রবেশ চেষ্টা করে,
তাহাদের পূলের মুখে আটকান হয়।

১০।৯।১৮ তারিখ।—পুলিশকে দাঙ্গা
থামান কার্য দেখিয়া বদমায়েসেরা নানা স্থানে
লুটপাট আরম্ভ করে।

বন্দুকের গুলিতে আহত ৫৪ জন এবং
অস্ত্ররূপে আহত একশত লোক মেডিকেল
কলেজে ভর্তি হইয়াছিল। অনেক জনের মৃত্যু
হইয়াছে।

৫০০০০ হাজার কুলি মেটিয়া বুরুজ হইতে
কলিকাতা সিদুরিয়া পটীর সভায় বোগদান
করিবার জন্ত রওনা হইয়াছিল। গার্ডেন
রিচের পুলিশ তাহাদের আটক করে। সামান্য-
সেট গোরা সৈন্য আসিলে কুলিরা যুদ্ধবান্ধ
এবং "দীন দীন, আলি আলি" রব তুলিয়া
তাহাদের আক্রমণ করে। কিন্তু গুলির বেগ
সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিল।
এই সংঘর্ষে কুলীদের ২১ জন হত এবং ১৫ জন
আহত হইয়াছিল।

সকাল ৬টার সময় দাঙ্গাকারীরা বেলে-
ঘাটা লুট করিয়া মেছুয়াবাজার এবং লোদার

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

সাকুলার রোডের মোড়ে গাছপালা দিয়া দুর্গ প্রস্তুত করিয়া লাল নিশান তুলিয়া দিয়াছিল। লিনকলন রেজিমেন্টে তাহাদের গুলি চালাইয়া হঠাইয়া দিয়াছিল।

ভারতরক্ষী সৈন্যদল দুই দিন এবং দুই রাত্রি সহরের সর্বত্র উপস্থিত হইয়া শান্তি-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল।

লুণ্ঠকারীরা দোকান পাট লুট করিয়া স্থানে স্থানে কেরোসিনের দ্বারা বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়াছিল। কায়ার ব্রিগেড অগ্নি নির্বাপন করিয়াছে, দাঙ্গাকারীরা তাহাদের কিছু বলে নাই—নতুবা কলিকাতার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত।

হারিসন রোডের টাম হইতে দুইজন শিথকে বাতির করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

বক্সসিদ্ নিরাপদে

সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আর কোথাও হাঙ্গামা হয় নাই। সমস্তদিন পুলিশ ও সৈন্যগণ সশস্ত্র শান্তি রক্ষার জন্য পথে পথে ঘুরিয়াছিল, কোন স্থানে আর কোন গোলাযোগ হয় নাই। অনেকের বক্তৃতা ধারণা ও ভয় ছিল যে, হয়ত বক্সসিদ্ উপলক্ষে ভয়ানক গোলাযোগ হইতে পারে, কিন্তু সোভাগ্যের বিষয় পুলিশ এবং সৈন্যগণের চেষ্টায় কোনরূপ অশান্তিই ঘটিতে পারে নাই। এজন্য কলিকাতাবাসীগণ গভর্ণমেন্টের নিকট বহুকৃতজ্ঞ তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন সমস্ত দোকান খুলিয়াছে, বড়বাজারে কেনা বেচা চলিতেছে।

কলিকাতার বাজার দর।

(৭/১০/১৮) চাউল বালাম মোটা ৫১০ মন; নাগরা মোটা ৪৪০; গম (ছবিয়া) ৬০; মুগের ডাল (কৃষ্ণ) ৮৮; অরহর ডাল ৫১০; কলাইডাল ৭১০; লবণ ২৫০/০ চিনি (জাতা) ১১০/০; সরিষার তৈল ২১০ ময়দা ৭৮; আটা ৫১০; ঘি (মুটকি) ৭২ ৮০; আলু ৬০; কুইনাই ৩০ মন।

মৃত্যু।

বিখ্যাত পানী বংশের সার রতন টাটার ৪৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালোরের বিজ্ঞানগার তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিবে। শিক্ষার জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

বাক্স বিতরণ।

বর্তমানের কালেক্টর আট মণ তুলার বীজ বিতরণ করিবেন, যাহাদের প্রয়োজন, আবেদন করিতে পারেন। বিধা প্রতি দুই সের বীজ লাগে। তুলার জন্ত এই সময় জমি প্রস্তুত করিতে হয়।

সমস্ত ঋণ।

বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেন্টের দ্বিতীয় সমর ঋণে মোট ৩৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কোন প্রদেশে মোট কত টাকা উঠিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

বঙ্গদেশ	১৫,১৭,২৮,৮০০
বোম্বাই	১১,৩৪,৬৫,৪০০
মুক্তপ্রদেশ	২,৬১,৮৩,১০০
মাদ্রাজ	২,৩৫,৫৬,২০০
পাঞ্জাব	২,২৭,৭০,০০০
ব্রহ্মপ্রদেশ	১,৩৪,৩২,০০০
মধ্য প্রদেশ	৪৬,৬৪,৭০০
বিহার ও উড়িষ্যা	৪৪,৫২,৩০০
আসাম	৫,৫৫,৭০০
অন্ধ্রপ্রদেশ	১,০৪,৫৬,০০০
নিজাম বাহাদুর	৫০,০০,০০০
বরদা রাজ্য	৩০,০০,০০০

মোট—৩৭,২৪,৩৮,৫০০ টাকা।

বক্সসিদ্ নিরাপদে

বঙ্গদেশে ইদানীং যে সকল দৈব দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই আমরা কলিকাতা-বাসী মাড়োয়ারীদিগের সহনশীলতার পরিচয় পাইয়াছি। জলপ্লাবণে ও দুর্ভিক্ষে বহু মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী রায় শিবপ্রসাদ ঝুণ ঝুণ ওয়ালা বাহাদুর উত্তর বঙ্গের বঙ্গভাব পীড়িত নরনারীর সাহায্যার্থ পাঁচ হাজার ঘোড়া নূতন বস্ত্র দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমরা কি বলিয়া রায় বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা জানিনা। তাঁহার বদাশ্রিত্যের কথা চিরকাল বাঙ্গালী গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

বক্সসিদ্ আইন।

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে সিমলায় বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভাতে, সার জর্জ বার্নেস, বক্সসিদ্ আইনের প্রতিকারের জন্য একটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। দেশীয় কলের কাপড় বাহাতে দরিদ্র ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পাইতে পারে, এই বিধানে তাহারই ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে। আমরা এই বিধানের সমর্থন করিতেছি এবং শীঘ্র বাহাতে বাজারে স্থূলভ বস্ত্র পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি কিন্তু কেবল দেশীয় কলের বস্ত্রের উপর আইনের বিধান চালাইলে চলিবে না। অন্য দেশ হইতে আমদানি কাপড়ের উপরও এই বিধান চালান আবশ্যক। কেবল দেশীয় কলের কাপড়ের দ্বারা বস্ত্রভাব দূর হইবে না। বিদেশগত বস্ত্রের বর্তমান মূল্য থাকিলে আইন করা নিষ্ফল হইবে। হিঃ

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

বস্ত্র সম্বন্ধে আত্মনির্ভরতা।

অর্থাৎ

ধুতি ও শাড়ি সম্বন্ধে আমরা কি প্রকারে

সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর হইতে পারি।

(যশোহর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত

রায় যত্ননাথ মজুমদার বাহাদুর

কর্তৃক লিখিত)

১। সমগ্র বঙ্গদেশের নগরের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহাতে অল্প লোক বাস করে। এই সকল নগরের কথা ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালী সাধারণতঃ নিজের বাস্তুতে বাস করে ও প্রত্যেকেরই শাকশব্জি তৈয়ারের নিমিত্ত বাস্তু সংলগ্ন কিছু না কিছু জমি আছে। ঐ সকল বাস্তুসংলগ্ন জমিতে পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থান ব্যতীত অত্যন্ত বস্ত্রার বৎসরেও সাধারণতঃ বস্ত্রার জল উঠে না।

২। তুলা নিম্ন ভূমিতে জন্মান যায় না। কিন্তু সকল রকম উচ্চ ভূমিতে উহা জন্মাইতে পারা যায়। এক প্রকার তুলা আছে, যাহার চাষ প্রতি বৎসর করিতে হয়। আর এক প্রকারের তুলা আছে, যাহা একবার রোপণ করিলে ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। প্রথমোক্ত প্রকারের তুলার চাষ করিতে হইলে গভীর করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়। সার দিতে হয় এবং শেষোক্ত প্রকারের তুলা অপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে হয়। এই জন্ত আমি বাৎসরিক তুলার চাষ করিবার পরামর্শ দিই না। দীর্ঘস্থায়ী তুলার গাছের আবাদ করিতেই পরামর্শ দিই।

৩। বাঙ্গালার কাপাস, যথা দেব কাপাস, রাম কাপাস বাঙ্গালার জমিতে ভাল জন্মে; ধারওয়ালের কাপাসও লাগান যায়। তুলার বীজ বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ঠিকানা :—সুপারিন্টেন্ডেন্ট সীড স্টোর, ২৭নং অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা অথবা সুপারিন্টেন্ডেন্ট গবর্ণমেন্ট কৃষিকেন্দ্র, রামনা, ঢাকা। গবর্ণমেন্ট কৃষিবিভাগ হইতে বীজ পাওয়া না যাইলে স্থানীয় বাজার কিম্বা লোকের মিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে।

৩। তুলার বীজের মূল্য মণ প্রতি প্রায় ১০ টাকা। এক বিঘা জমিতে ১২১টা গাছের জন্ত তিন ছটাক বীজ লাগে।

৫। উচ্চ ভূমিতে ১০ ফুট কিম্বা ১২ ফুট অন্তর বীজ পুতিবে। বাড়ীর সীমানাতে কিম্বা বাগানে, কিম্বা উঠানে পুতিতে পারা যায়। কিন্তু ছাওয়ায় কোন গাছ জন্মাইবে না।

৬। পুতিবার পূর্বে যে স্থানে বীজ পুতিবে, সেই স্থানে গোবর পচা সার দিবে। একস্থানে ৩৪টা করিয়া বীজ পুতিবে। কারণ সকল বীজই অঙ্কুরিত হয় না। গাছের গোড়া বৎসরে একবার খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। এবং একবার সার দেওয়া আবশ্যক।

৭। গাছগুলি ৮।১০ ফুট লম্বা হয় এবং ৮।১০ বৎসর থাকে।

৮। এক বৎসর হইলে গাছগুলিতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং সারা বৎসরই ফল ধরে। যখনই ফলগুলি কাটিবে, তখনই তাহাদের তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা মাটিতে পড়িয়া কিম্বা বৃষ্টি ও হিমে তুলা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

৯। প্রতি বৎসর প্রতি গাছে এক সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত বিচি সমেত তুলা উৎপন্ন হয়। এই তুলাতে বিচি ও আঁশের পরিমাণ ২।১ অল্পপাতে না থাকিলেও অন্ততঃ ৩।১ অল্প-

পাতে থাকে। যদি ধরা যায় যে, প্রতি গাছে বীজ সমেত এক সের করিয়া তুলা উৎপন্ন হয় এবং বিচি ও আঁশের পরিমাণ যথাক্রমে তিন ভাগ ও একভাগ হয়, তাহা হইলে এইরূপ সর্ব-নিয়ম হারে হিসাব করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একটা গাছ হইতে অন্ততঃ এক পোয়া তুলার আঁশ পাওয়া যায়। উপরোক্ত হিসাব অতি কম এবং উহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারা যায়। ভাল গাছ হইতে প্রতি গাছে আধসের পর্য্যন্ত তুলার আঁশ পাওয়া যাইতে পারে।

১০। মোটামুটি দেখা যায় যে, একজন বাঙ্গালী পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের বৎসরে ১০ হাত করিয়া ৬ থানির অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয় না। বরং বালকদের তদপেক্ষা ছোট কাপড় লাগে। যদি সকলেই পরিণত বয়স্ক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে যে পরিবারের দশটা লোক আছে, এমন পরিবারে বৎসরে ৪০ হইতে ৪৪ ইঞ্চি বহরের ৬০ পানি দশ হাত কাপড়ের আবশ্যক হয়।

১১। ৪০ নম্বরের ঐরূপ একখানা ধুতির জন্ত ৮।১০ আধ সের সূতার প্রয়োজন। চল্লিশের অপেক্ষা অধিক নম্বরের ধুতির জন্ত আধ সেরের চেয়ে কম সূতা লাগে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ৮০ নম্বরের একখানা ধুতির জন্ত এক পোয়া সূতা লাগে।

১২। ৮০৪০ গজে এক ফেট হয়। যদি ১০ ফেট সূতা ওজনে আধ সের (১ পাউণ্ড) হয়, তাহা হইলে ঐ সূতাকে ১০ নম্বরের সূতা বলে। যদি ৪০ ফেট সূতা ওজনে আধ সের (১ পাউণ্ড) হয়, তাহাদের নম্বর ৮০ হইবে।

১৩। আমি ৪০ নম্বরের সূতার ভিত্তি ধরিয়া হিসাব দেখাইব। ৪০ নম্বরের সূতার ধুতি তত মোটা নহে। উহা ভদ্রলোকেরা

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল তৎপন্ন লউন।

অন্ন্যাসে পরিতো পারেন। আজকাল ইহা অপেক্ষাও কম নম্বরের সূতার ধুতি ভদ্র-লোকেরা পরিতোছেন। সূতার নম্বর বত কম হইবে, ধুতি তত অধিক টিকিবে।

১৪। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে পরিবারে ১০ জন লোক আছে, এমন পরি-বারবর্গের বাৎসরিক ৬০ খানি ৪৪ ইঞ্চি বহরের ১০ হাত ধুতির প্রয়োজন এবং উক্ত পরিমাণ কাপড়ের নিমিত্ত ৩০ ত্রিশ সের তুলার আঁশ আবশ্যক হয়। ১২০টা গাছ অন্ততঃ ত্রিশ সের তুলার আঁশ দেয়। এবং ইহার দ্বিগুণ পরি-মাণও দিতে পারে।

১৫। যদি কেহ এক বিবা জমিতে আগামী সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শেষে তুলা আবাদ করেন, তাহা হইলে তিনি এখন হইতে দেড় বৎসরের মধ্যে নিজ পরিবারের কাপড়ের জন্ত যতখানি তুলা আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক না হউক, অন্ততঃ ততখানি তুলা পাইতে পারেন।

১৬। ৩০ ত্রিশ সের তুলার দাম প্রায় ৩০ টাকা অন্ন্যাসেই পাওয়া যাইতে পারে। তুলা উত্তমরূপে পিজিয়া লইয়া চরকার দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিতে হয়।

১৭। ভাল চরকা শ্রীরামপুর গবর্ণমেন্ট বয়ন বিদ্যালয় হইতে প্রত্যেকটা ৪৮ চারি টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। এবং নমুনামুখারী চরকা স্থানীয় ছুতারের দ্বারা তৈয়ার করাইলে ২৮ টাকা কিম্বা ২৯০ কিম্বা কম ব্যয় পড়ে।

১৮। গাছ কাপাসের তুলার আঁশ বীচি হইতে সহজে পৃথক হয় এবং জীলোকেরা কাঁকুই বা খাউই কিম্বা কোন পিজিবার যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া হাত দিয়াই পিজিতে পারেন।

১৯। তুলা পিজিয়া চরকা দ্বারা সূতা কাটা যায়। অর্ধসের তুলায় একখানা ও এক সের তুলায় একজোড়া চল্লিশের ধুতি তৈয়ার হয়। দৈনিক ৪৫ ঘণ্টা খাটিলে একজন জীলোক একদিনে ১ ছটাক অথবা মাসে প্রায় ২ সের সূতা প্রস্তুত করিতে পারে। এইরূপে একজন জীলোক মাসে দুই জোড়া অর্থাৎ বার্ষিক ২৪ জোড়া ধুতির পরিমাণ সূতা প্রস্তুত করিতে পারে। দৈনিক ৬৭ ঘণ্টা খাটিলে ৩০ জোড়া ধুতি অর্থাৎ “১০টা লোক পরিবারের” ব্যবহারোপযোগী সূতা কাটিতে পারে। ১৫ দিন চেষ্টা করিলে সূতা কাটা শিক্ষা করা যায় এবং একমাস চেষ্টা করিলে একজন জী-লোক ৪০ নম্বর সূতা কাটা শিখিতে পারে। প্রদীপের আলোতেও সূতা কাটা যায়।

২০। ৩০ সের সূতা কাটা হইলে তাহা কোন তাঁতি বা জোলাকে দিলে সে জোড়া প্রতি ৯০ হইতে ১০০ মজুরি লইয়া কাপড় বুনিতো পারে। এই মজুরি অধিক ধরা হইল, কারণ সাধারণ কাপড় গজ প্রতি এক আনা মজুরিতেও বুনিয়া থাকে। নিজের জমিতে তুলা হইলে, ঘরে জীলোকেরা সূতা কাটিলে ৩০ টাকার ৬০ খানা ধুতি পাওয়া যাইতে পারে। উহা বর্তমানে ১৮০৮ তে খরিদ করিতে হয়। যুদ্ধের সময়ের পূর্বেও ইহা ৬০ টাকার খরিদ করিতে পারা যাইত, এবং যুদ্ধের পরে দর কমিয়া গেলেও ইহাতে লোকসানের আশঙ্কা নাই; কারণ জমিতে তুলা প্রস্তুত করিয়া ঘরে সূতা কাটা হইলে মাত্র বুনবার খরচ ৩০ টাকার ৩০ জোড়া ধুতি হইতে পারে। নিজের জমিতে তুলা প্রস্তুত ও ঘরে সূতা কাটা হইলে মানচেষ্টার ও বোম্বাই সহরের প্রতিদ্বন্দিতার কোন বাধা জন্মাইতে পারিবে না; কোন দেশে এখনও বহুসংখ্যক তাঁতি জোলা আছে, বাহার

কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে। হিমালয় প্রদেশে, আসাম, মণিপুর, বর্মার এখনও ভদ্রলোকেরা নিজের ঘরে সূতা কাটিয়া থাকে। মেদিনীপুর চন্দ্রকোণার এখনও ব্রাহ্মণেরাও কাপড় বুনিয়া থাকেন। ইতি-পূর্বে বাঙ্গলাদেশে প্রত্যেক পরিবারে সূতা কাটার প্রথা ছিল এবং এখনও ব্রাহ্মণ জীলোকেরা উপবীতের জন্ত সূতা কাটিয়া থাকেন। যখন ইংরাজেরা প্রথম এদেশে আসেন, তখন সূতা ও কাপড় বাঙ্গলা দেশের ধনের আকর ছিল এবং ইউরোপীয় বণিকেরা বেশম ও তুলাজাত দ্রব্যের জন্তই এই দেশে আসিতেন। ১৮১৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে কাপড় রপ্তানি হয়, তাহার অধিকাংশ বাঙ্গলা দেশ হইতে গিয়াছিল এবং তাহার মূল্য বর্তমান বিনিময়ের অনুযায়ী ১৯৫ লক্ষ টাকা। তাহার পূর্বে ইহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইত। পূর্বকালে বাঙ্গলা দেশে চরকার কত আদর ছিল, তাহা নিম্নো-ক্ত পল্লী-গান হইতে জানা যায়।

“চরকা আমার ভাতার পুত,

চরকা আমার নাতি,

চরকার দৌলতে আমার

দরজার বাঁধা হাতি।”

বাস্তবিক চরকাই বাঙ্গলার ধনের আকর ছিল। আমুন, আমরা আবার তুলার চাষ, চরকা ও তাঁত ব্যবহার করি; ইহাতে চির-কালের জন্ত কাপড়ের কষ্ট দূর হইবে এবং আমরা দেশ বা বিদেশের প্রতিদ্বন্দিতাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিব।

সত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা ছিল, আর লইব না।

এ বিষয়ে আমার জ্ঞান কম, বাহারা এ বিষয়ে পারদর্শী, সুদক্ষ, বিশেষতঃ সরকারী দক্ষ কর্মচারীগণের সমালোচনা আহ্বান আপনাদের বিখ্যাত পত্রিকায় ইহা মুদ্রিত করিয়া ইহার সমালোচনা করেন ইহাই আমার অনুরোধ। দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ ইহা এবং সমস্ত জমিদারবর্গ তাঁহাদের নিজ নিজ কতৃদ্ভাবীনে তুলার চাষ এবং সূতা প্রস্তুত বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। সৈপ্টেম্বর অর্থাৎ ভাদ্র মাস এবং এপ্রেল অর্থাৎ বৈশাখ মাস তুলার চাষের উপযুক্ত সময় এবং এখন ইহাতে তজ্জ্ঞ প্রস্তুত হওয়া উচিত।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তুলার বীজেও লাভ করা যায়। ৩০ সের আঁশে দুই মণ বীজ পাওয়া যায়। এইরূপে ৩০ টাকা মূল্যের ৩০ সের তুলা ব্যতীত ২০ টাকার পরিমাণে বীজও পাওয়া যাইবে। যদি বীজ ভাল না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ১০ টাকা পরিমাণে গরুর খাবার হইতে পারে।

ধানিতে বাড়িলে তুলার বীজে তৈল হয় এবং দুই মণ তুলার বীজে অন্ততঃ ১৬ সের তৈল পাওয়া যায় এবং তাহা জ্বালান যাইতে পারে ও অবশিষ্ট খইল দ্বারা সার ও গরুর খাবার হয়।

নূতন সংস্করণ ২৫ ভলিউম ২২৪ পৃষ্ঠায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা দ্রষ্টব্য। ইহাতে বীজ, সার, গরুর খাদ্য, পরিস্কৃত তৈল এবং সাবান প্রস্তুতের জন্য তৈল প্রস্তুত করণ বর্ণিত আছে।

কাপাসের গাছ অল্প লাগাইলে অল্পই তুলা বা কাপড় পাওয়া যায় না, কিন্তু অল্প লাগাইলে দেড় বৎসর পরে তুলা পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধ কতদিন থাকিবে, বলা যায় না। যুদ্ধের প্রথমে এই উল্লেখ্য করিলে আরও ভাল হইত। এই সময়ে কার্য আরম্ভ করিলে, যুদ্ধ বেশী দিন চলুক বা না চলুক, ইহাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবে। যুদ্ধের শেষেও আমাদের পর মুখাপেক্ষী না না হওয়াটা কি ভাল নয়? আপাততঃ বাহারা সূতা চান, তাহাদের তুলা কিনিয়া উহা করিতে হইবে। আর কাপড়ের খরচ কমা-ইতে হইলে, মাক্রাজীদিগের দ্বারা আমাদের কাছা আর কোচা খাট করিতে হইবে। গরিবদিগের ১০১১ হাত কাপড় পরিলে চলিবে না। বড়লোকের স্বতন্ত্র কথা। গরীব জীলোকদিগেরও ঘাঘরা করা আবশ্যক হইবে। ১০১১ হাত লম্বা কাপড় গরিবের পরিধানের পক্ষে অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা।

ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত পদ্ম-পুকুর গ্রামে স্বয়ম্বরী দাসীর খণ্ডরালয়। সংসারে স্বামী তরুণচন্দ্র মণ্ডল ও একমাত্র কন্যা কিরণবালা ব্যতীত তাহার আর কেহ ছিল না তাহার খাটা খাটুনির উপর কোনরূপে তাহাদের সংসার যাত্রা নির্ভর হইত। ইতিমধ্যে হঠাৎ অরুণচন্দ্র ভয়ানক অরে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। স্বামীর মৃত্যুর পর

গ্রামবাসীর অত্যাচারে সেখানে বাস করিতে না পারিয়া সে তাহার পিতৃদেহের গড়খালী গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সেখানে ভ্রাতৃবন্ধুদিগের সহিত একদিন বগড়া হওয়াতে তাহার ভ্রাতারা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। স্বয়ম্বরী কাদিতে কাদিতে তাহার বালিকা কন্যার হাত ধরিয়া পার্শ্ববর্তী শিবপুর গ্রামে উত্তরা নারী জনৈক। বৃদ্ধার বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লয়। পরের দ্বাদশ ভানিয়া ও চাউল বিক্রয়াদির দ্বারা তাহার সংসার যাত্রা নির্ভর হইত। গত জ্যৈষ্ঠমাস হইতে চাউল ও ধানের দ্রব্য বিক্রয় কিছু কম হওয়াতে স্বয়ম্বরী ও তাহার দশম বয়সী কন্যা এক বেলা করিয়া খাইত, কিন্তু কাপড় আর কিনিতে পারে নাই। একখান মাত্র কাপড় ছিল, তাহাই পরিয়া বেড়াইত ও কল্যাণীউলঙ্গ থাকিত। কিছুদিন পরে সে কাপড় খানিও একরূপ ভাবে ছিড়িয়া গেল যে, আর বাহিরে যাতায়াত করিতে পারিল না। খাঙ্গাদি যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহা ৩৪ দিনের মধ্যে শেষ হইয়া গেল। গত ১লা শ্রাবণ দিন রাত্রির মধ্যে আর খাওয়া হইল না। সমস্ত ব্যক্তি কুংপিপা-সার কাতর হইয়া কল্যাণী বারম্বার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—মা কুধা পাইয়াছে, খাইতে দাও। স্বয়ম্বরী সব শুনিয়া কিন্তু একটাও কথা বলিল না; কেবল নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিল। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, যদিও একখানি ছোট কাপড় থাকিত, তাহা হইলেও ভিক্ষা করিয়া কল্যাণী খাওয়াইতাম। এইরূপ ভাবনার পর স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, কল্যাণী স্বয়ম্বরীর পূর্বে সকল জ্বালার অবসান করিব। এইরূপ

এখন আর আরেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কষ্টে ও দুঃখে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। বেলা ৮। ঘটিকার সময় স্বরধরী নিকটবর্তী একটি করবীগাছ হইতে কয়েকটা ফল আনিয়া মেরেকে বলিল, তুমি এই ফলটা খাও ত মা। কস্তা ইহাতে অস্বীকার করিল। এমন সময়ে গ্রামের কোন একটা জীলোক দূর পর্বত হইয়া গুটী কতক মুড়ি তাহাদিগকে দিয়া গেল। স্বরধরী করবীর ফল গুলি বাটিয়া মুড়ির সহিত মিশ্রিত করিল ও সেই মিশ্রিত মুড়ি উভয়ে খাইতে লাগিল তারপর সন্ধরেই কস্তাটার শরীরে বিবক্রিয়া আরম্ভ হইল। হাত পা খিঁচিতে লাগিল ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে ১১ ঘটীর মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। কস্তাটি মারা যাইবার ঠিক আশ্বখণ্টা পূর্বে হইতে স্বরধরীর শরীরেও বিবক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দের নিকট সে কি করিয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিল। দর্শকমণ্ডলীর ভিতর হইতে কয়েকজন ভদ্র লোক তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বেলা ১২টার সময় হতভাগিনী সকল যন্ত্রণায় হাত হইতে নিকৃতি পাইল। তারপর গ্রামের একজন লোক মগরাহাটে থানার সংবাদ দেওয়ার, থানার সবইনস্পেক্টর সাহেব লাসের বিলি বন্দোবস্তের হুকুম দিলেন। “বার্তাবহ

ত্রিপুরার ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী এক প্রকার নূতন সূতা কাটিবার চরকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই চরকা পা দ্বারা ঘুরাইয়া সহজে সূতা প্রস্তুত করা যায়।

গত ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট ট্রেজারি ও ব্যাঙ্ক সমূহে ২৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৮১ হাজার ৮ শত টাকার ওয়ার বণ্ড বিক্রীত হইয়াছে।

যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী।

৩১১ নং বহুবাজার স্ট্রিটের বাবু মনমোহন বলিতেছেন, গত আশ্বিনী মাসে আমি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে গণনার দ্বিতীয় কল প্রকাশ করি। তাহাতে বলিয়াছিলাম যে, ১২শে জুলাই তারিখের পর আশ্বাণগণ ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হইবে। আমার সেই গণনা যে মিথ্যা হয় নাই তাহা সকলেই দেখিতেছেন। কারণ এখন মিত্রশক্তি প্রত্যহই আশ্বাণদিগকে পরাস্ত করিতেছেন। ১৩ই আগষ্টের পর মিত্রশক্তি ফ্রান্সের সীমান্তের মীরস লীল মবার্জ, শারভিল প্রভৃতি নগর উদ্ধার করিবেন, ফ্রান্সের সীমান্তে কয়েকটা ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম মাত্র আশ্বাণ অধিকারে থাকিবে। ২ রা ডিসেম্বর পর ফ্রান্সের সীমান্তে আর জর্মাণ সৈন্য থাকিবে না। ১১১২ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে এপ্রিলের মধ্যে বেলজিয়ম শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইবে। আগামী জুনমাসের ৫ই তারিখের পূর্বেই মিত্রশক্তির সেনারা জর্মাণ সাম্রাজ্যে রেহেনি পুশিয়া অধিকার করিবে এবং ১লা জুলাই তারিখের পূর্বেই জর্মাণীর প্রধান সামরিক কেন্দ্র কলোন নগরে প্রবেশ করিবে। আগামী বৎসরের ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইংরাজ জর্মাণগণকে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিবে। তট্টাচার্য মহাশয় তারিখের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধের ফল গণনা করিয়াছেন, সুতরাং সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে উহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিবেন। (হিতবাদী)

পায়ে হেঁটে গঙ্গাপার।

সন্ন্যাসীর অদ্ভুত লীলা।

“ষ্টেটসম্যানে” ছাপা হইয়াছে—গত পূর্ব শুক্রবার এক জন নবীন সন্ন্যাসী—ব্রহ্মচারী মুঠামুঠা প্রভাতে বেলা সাতটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত গঙ্গার তরল বক্ষে এক ঘণ্টাকাল অব-

লীলাক্রমে পারচারী করিয়াছিলেন। “ষ্টেটসম্যান” বলেন,—He is very wonderful yogi. কাজেই বলিতে হয় :—

“কোইপোষ সম্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারঃ ?” যোগী পদব্রজে পতিতপাবনী সুরধনীর তরল প্রবাহে পর্য্যটন করিয়াই নিরন্তর হন নাই; তিনি গঙ্গাবক্ষঃ হইতে সহসা অদৃশ্য হইয়া এক মিনিটের মধ্যে একটি কালীমন্দিরে উপনীত হন।

ইহাও শেষ নহে। তাহার পর, যোগী মুঠানইয়া কালীমন্দির হইতে নগরে যাইবার পথে এক রোগীকে দেখিতে পান। বেচারী সাংঘাতিক রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। যোগীবর তাহাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। এক মিনিট রোগীর অঙ্গে যোগীর ‘পদ্মপাণি’ নিখিষ্ট ছিল। তাহাতেই রোগীর রোগ সারিয়া গেল। সে সাধারণ ভোগীর মত উদ্ভিগা দাঁড়াইল এবং যে যোগীর চরণকমলে লুপ্তিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই লীলার পর যোগীবর শিষ্য ও সেবক-বর্গ সহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

যিনি এই অদ্ভুত সংবাদটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি বলেন, আমি ভারতে আর কখনও এমন অদ্ভুত যোগী দেখি নাই!—

তিনি তবু একবার দেখিয়াছেন, আমরা যে আদৌ দেখিতে পাইলাম না। “রাজা পশুতি কর্ণাভ্যাম্।” কিন্তু এক্ষেত্রে প্রজাকেও কর্ণ দ্বারা দেখিতে হইতেছে।

গোমুখী হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার কোথায় এঘটন ঘটয়া ছিল, কালীমন্দির কোথায় অবস্থিত, কোন নগরের পদ প্রবাহিনী সুরধনীর পুলিনে যোগশক্তির এই অভিনয় হইয়াছিল, তাহা অপ্রকাশ। যোগীবর এখন কোন দেশ পবিত্র করিতেছেন, তাহাও আমরা জানিতে পারিলাম না। (নারক)

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

গার্ডশ্যান্টিপ।

BLACK BOARD WASH OR LIQUID SLATING.

স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

—:—:—

স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড, যাহাতে ছেলেরা খড়ি দিয়া লিখিয়া থাকে, শিক্ষকগণ অঙ্ক কসিয়া দেখান, সেই বোর্ডের কথা বলিতেছি। পুরাতন বোর্ড খারাপ হইয়া যাইলে সহরে মেরামত হয়, কিন্তু বিলাতি বোর্ডের মত হয় না। চক্ চক্ করে, খড়ি কুটে না। তাহার কারণ, যেক্ষেপে ইহা পুনরায় পেণ্ট বা রং করা হয়, এদেশের অশিক্ষিত মিস্ত্রীগণ তাহা জানে না, খানিকটা ব্ল্যাক জাপান নামক কাল রং মিশাইয়া দেয়, তাহাতে তেলা ও চক্চকে হয়, খড়ী ধরিতে চাহে না, ইত্যাদি প্রকারের নানা দোষ হয়। ঠিক বিলাতি ধরণের করিতে হইলে বোর্ডের গাত্র ঠিক স্লেট পাথরের মত হইবে। পল্লী গোমের স্কুলের বোর্ড নষ্ট হইলে তাহা আর মেরামতই হইতে পায় না। কমে অকর্ণগা ও নষ্ট হইয়া যায়। তাই আমাদের কোন স্তা-কাজ্জী এবং ভারতীয় শিল্পের প্রকৃত একনিষ্ঠ অনুরক্ত মহোদয়ের অনুরোধ মত আমরা এ সম্বন্ধে যতদূর জানি, তাহাই এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত চেষ্টা করিব।

বোর্ড নতুন হইলে তাহাকে বারম্বার শিরিস কাগজ দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া সমতল এবং মসৃণ করিতে হইবে, যেন কোন স্থানে উচু নাম না থাকে, হাত বুলাইলে যেন কাচের আঁসির উপর দিয়া হাত চলিতেছে এইরূপ বোধ হয়। পুরাতন বোর্ডেরও পুরাতন রং তুলিয়া উপরোক্ত প্রকারের নতনের মতই করি হইবে।

তাহার পর নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় তাহাকে পুনরায় পেণ্ট বা রং করিতে হইবে। বোর্ডকে

রং করিতে হইলে ক্রাউ ক্রস বা চাওড়া ক্রস ব্যবহার করিতে হয়, দুই একখানায় রং দিতে দিতে অস্তিত্বতা জন্মে। ব্যবসায় হিসাবেও ইহা ভাল কাজ। ভাল বোর্ডের দামও কম নয়। কেহ এই বোর্ডের কাজ দ্বারাও জীবিকা ও ধনোপার্জননের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা দেখিতে পাইতে পারেন। যাক্, এখন পেণ্টিংএর মাল মসলা ও প্রক্রিয়ার কথা বলিতেছি।

।

১। প্রথম প্রকার।

শতকরা ৯৫ % পাসেন্ট আলকোহল।

চাচগালা	১ পাউণ্ড।
ভাল আইভরি ব্ল্যাক	৮ আ:
খুব স্কস্ এমিরি চূর্ণ	৫ আ:
আলট্রা মেরিণ ব্র	৭ আ:

এই মাল মসলাগুলির মধ্যে প্রথমে গালাকে স্কস্ চূর্ণে পরিণত করিয়া আলকোহল বা সুরাঙ্গাবে গলটিয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর অত্যন্ত দ্রব্য গুলি মিশাইয়া পাথরের খলে উত্তমরূপে ঘুটিয়া খীচ শূন্য এবং মোলায়েন-ঠিক মাথমের মত করিয়া লইতে হইবে। ইহা অবশ্য তরল পেণ্ট। একখানা Flat glass বা কাচের সার্সির উপর আবশ্যক মত ঢালিয়া Flat Vernish Brush দ্বারা বোর্ডের উপর অল্পে অল্পে মাখাইয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক হইতে কয়েক দিবস ফেলিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। যখন শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন পুনরায় ক্রা ও শিরিস দিয়া গুলি ঘষিয়া লইয়া পুনরায় আর এক কোট রং মাখাইয়া দিতে হইবে, তাহার পর শুষ্ক হইলে বেশ ভাল ব্ল্যাক বোর্ড হইবে। এই পালিস বোতলে পুরিয়া ভালরূপে কৰ্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে সহজে নষ্ট হইবে না।

দ্বিতীয় প্রকার।

Shellac varnish বা

চাচ গালা বার্ণিস	আধ গালন
ভূঁয়া	৫ আউন্স
লোহ চূর্ণ (খুব স্কস্)	৩ আউন্স।

একত্র বেশ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে ঘুটিয়া ঘুটিয়া মিশাও। যদি অধিক গাঢ় হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহাতে কিঞ্চিৎ আলকোহল বা সুরা সার মিশাইলেই পাতলা হইয়া যাইবে। বোর্ডে ৩ কোটি মাথাইলেই সুন্দর বোর্ড হইবে। Shellac varnish বাজারে পাওয়া যাইবে।

SHELLAC VARNISH.

চাচগালা বার্ণিশ।

যদি এই বার্ণিস প্রস্তুত করিয়া লইতে হইলে নিম্ন লিপিত উপায়ে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

চাচগালা চূর্ণ	৮ আউন্স
আলকোহল	১ কোয়ার্ট

একটা বোতলের মধ্যে পুরিয়া বোতলের উত্তাপে ৩৪ দিন রাখি দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিতে হইবে। গালা গুলিয়া মিশিয়া যাইলে একটা পরিষ্কার বোতলে ছাকিয়া পুরিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

বোর্ড পেণ্ট করিবার আরও অসংখ্য ফরমুলা আছে। উপরোক্ত দুই প্রকার সহজ-সাধ্য বলিয়া দেওয়া হইল। হৃৎকের বিষয় বাজারে এখন অনেক মাল মসলা পাওয়া যায় না—সেই জন্য অনেক দ্রব্যের ফরমুলা অনেক বুঝিয়া সজিয়া তবে “কাজের লোক” প্রকাশ করা হইতেছে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মেকী টাকা।

ইংরেজী ১৯১৭-১৮ বর্ষে সর্বশুদ্ধ ৯৩,২০৮টা মেকী টাকায় বিষয় কারেন্সি বিভাগের গোচর হয়। তন্মধ্যে রেলওয়ে কাস আফিস সমূহে ৪১,০২৮টা মেকী টাকা ধরা পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে আফিস হইতে ৮৬৭৩, বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে হইতে ৪১০৮, নর্থওয়েস্টার্ন রেলওয়ে হইতে ৩৮৮৩ এবং মাদ্রাজ সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে হইতে ৪০৭৩টা মেকী টাকা কারেন্সী অফিসে প্রেরিত হইয়াছিল। অথচ রেলওয়ে টাকা লইবার পূর্ব কড়াকড়ি।

বিপথগামিনী।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গোপাল বাড়ার দিন ফুগাইয়া আসিল, সে চলিয়া গেল। তারিণীর মাসী কিছু নগদ টাকা ও অলঙ্কার হস্তগত করিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল, কেহই আর সে সন্ধান পাইল না। তারিণীর এখন স্বেচ্ছাচারের পথ মত, সে মুক্ত হস্তে কষ্ট গঙ্কিত অর্থ উড়াইতে ও অধঃপতনের স্রোতে ভাসিতে লাগিল। তেলারতি কারবার উঠিয়া গিয়াছে, পাটের ব্যবসাই বা চালায় কে? গোপাল যে টাকা রাপিয়া গিয়াছিল, তারিণী প্রথমে তাহা উড়াইল, তৎপরে তাহার নিকট বাহা পাওনা ছিল, তাহাও আদায় করিয়া নষ্ট করিল। অবশেষে ঋণ করিতে আরম্ভ করিল এবং ঋণের দায়ে স্থাবর সম্পত্তিতে হাত পড়িল।

ভুবন এ পর্যন্ত তারিণীকে একটা কথাও বলে নাই এবং তাহার কোন কার্যেই বাধা দেয় নাই। এক্ষণে তারিণী যখন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বসিল, তখন সে আসিয়া জমি জমা ভাগ করিবার প্রস্তাব করিল। তারিণী

ব দিও জানিত যে, সম্পত্তিতে তাহার যে অধিকার, ভুবনেরও সেই অধিকার, কিন্তু দলিল পত্র সমস্ত তাহার হাতে থাকিতে সে ভুবনকে হাঁকাইয়া দিল এবং বলিল যে, বিনা যুদ্ধে হুচাগ ভূমিও দিবে না।

কয়েক জন মাতব্বরের পরামর্শে ভুবন আদালতের আশ্রয় লইল। গ্রামে বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। কতক লোক ভুবনের পক্ষ অবলম্বন করিল, কতক তারিণীকে সলা পরামর্শ দিতে লাগিল, কেহ বা নিরপেক্ষ রহিল। অনেক দিন ধরিয়া মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। যাহারা কোন পক্ষেরে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে নাই, এমন সব সাক্ষী ও তদাবকারী গাড়ী চড়িয়া চুঁচুড়ার কাছারীতে যাত্রা করত, ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা জল পাবার খায় এবং বাড়ী আসিবার সময় ছেলে মেয়ের জুতা কাপড় খানা, ছাতাটা, জুতাটা পরের পয়সায় ক্রয় করিয়া আনে। ভালয় ইউক, আর মন্দয় ইউক, গ্রামে সজীবতা আসিল। যেখানে বাও, সেইখানেই মোকদ্দমার কথা, ছাকিমের কথা, উকীল মোক্তারের সওয়াল জবাবের গুণপনার কথা। উভয় পক্ষ ঋণগ্রস্ত হইয়া বিস্তর টাকা উড়াইতে লাগিল। এমনটা আর গ্রামে কখন হয় নাই। পরস্পর কোন বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে কেহ আদালতে যাইয়া উকীল মক্তার আমলা পেয়াদার পেট ভরাইত না, গ্রামের জমিয়ার বা মাতব্বর প্রজাগণ সে সকল মীমাংসা করিয়া দিত।

ভুবন ও তারিণী উভয়েরই কঠাগতপ্রাণ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি সর্বস্বান্ত হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে কেহই নিরস্ত নহে। এখন আর ফিরিবার পথ নাই, অগ্রসর হইলেও সর্বস্বান্ত, পশ্চাৎপদ হইলেও সর্বস্বান্ত সাপে যেন পুঁচা ধরিয়াছে। তাহার উপর প্রত্যেকেরই জিদ হইয়াছে যে, অতুলে ধংশ করিবে প্রত্যেকেরই মাথায় যেন খুন চাপিয়াছে।

(৪)

১৪৭ নম্বর মোকদ্দমার অজ্ঞা রায় দিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা না দিয়াই হাকিম এজলাশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন কল্যা, রায় দিবেন। এখন গ্রীষ্মকাল, স্তত্রার মর্গিং কাছারী। রায় জুনিবার জুজ তারিণী ও রজনী নামে তাহার এক সন্তরঙ্গ বন্ধ চুঁচুড়ায় আসিয়া আছে। তাহার রমণী মোহন নামে এক নব্য তন্ত্রের মোক্তারের ফাঁদে পড়িয়াছে, তিনি অতিশয় আদর যত্ন করিয়া তাহাদিগকে নিজ বাসায় স্থান দিয়াছেন। তিনিও তারিণী ও তাহার বন্ধুর চরিত্রের লোক, তাই সাপের হাতি বেদেয় চিনিয়া ফেলিয়াছে।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা অতি মনোরমা, বিশেষতঃ গঙ্গার ধারে। তিনজনে বেড়াইতে বেড়াইতে একটা পল্লীতে আসিয়া পড়িলে রমণী মোহন বলিলেন, “ওহে তারিণী বাবু! পথে পথে নিজে ঘুরে কি হবে, চল একটু আমোদ করে আসা যাক। এইখানে মনোরমা বলে একজন আছে, সে যেমন দেখতে, তেমনই নাচতে, গাইতে, আলাপ সালাপ করতে, আদর অভ্যর্থনা সকল দিকে সমান। তার বিস্তর পয়সা, তবু আমাদের কি খাতিরটাই না করে।” তারিণী ও রজনী সম্মত হইল। তাহারা তিন জনেই মনোরমার বাটীতে প্রবেশ করিল। মনোরমা তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাহার গৃহে লইয়া বসাইল। ঘরটা বড় স্বচ্ছতির সহিত সাজান, সমস্ত আসবাবই বহুমূল্য। মনোরমা বাস্তবিকই সুন্দরী বটে! তাহার বয়স বোধ হয় বাইশ তেইশ বৎসর হইবে। রমণী বাবুর সহিত তাহার আলাপ ছিল, তাহার দিকে চাহিবামাত্র সে চক্ষের ইন্দ্রিতে তারিণীকে দেখাইয়া দিল। সে তারিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “আমাকে পাঁচ মিনিটের জুজ বিদায় দিন, আপনারা পান তামাক খান, আমি উপরে যাচ্ছি। আর যদি টাকাটা দেন, তা

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

হলে রেখে আসি।” তারিণী আশ্চর্য হইয়া বলিল, “টাকা!” রমণী বাবু বলিলেন, “হাঁ হাঁ টাকাটা আগে দিতে হয়, মনোরমার নিয়মই এই। যে কবজ্ঞন এখানে আমোদ প্রমোদ করবে, প্রত্যেকের দশ টাকা।

মনোরমার দাবীটা বড় বেশী বোধ হইল, কিন্তু জীলোকের সম্মুখে থাটো হইতে না পারিয়া তারিণী চল্লিশ টাকার নোট বাহির করিয়া রমণী বাবুর হস্তে দিল। দাবীর মাত্রা অধিক বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাওয়া, আর মাথাটা কাটা পড়া উভয়ই সমান। তদ্ব্যস্ত সে মনোরমার রূপে ও কথা বার্তায় কি এক রকম মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রাণ যেন তৎপ্রতি তাহাকে টানিতেছিল। মনোরমা উপরে চলিয়া গেল। “একটা কথা বলি” বলিয়া রমণী বাবু তাহার নিকটে আসিলেন এবং তাহার প্রাপ্য কমিশন দশ টাকা আদায় করিলেন।

মদ্য আসিল, মাংস প্রভৃতি নানাবিধ আহাঙ্গা আসিল, গান বাজনা হইল, যাহা যাহা দস্তুর আছে, সবই হইল। আমোদ প্রমোদের মাত্রা যতই চড়িতে লাগিল এবং মদ্যের নেশা জমিয়া উঠিল, মনোরমা তারিণীর প্রতি তনুই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। গান বাজনা বন্ধ হইলে রমণী বাবু তারিণীর পরিচয় দিয়া বলিলেন, “তারিণীবাবুকে তুমি কি যেসে লোক পাইয়াছ? কাঁটাল গাছির গোপাল খাড়ার ছেলে এই তারিণী বাবু রোজ পুকুর ধারে বসিয়া টাকার ছিনি মিনি খেলেছেন। এখন সেদিন না থাকলেও মরা হাতী লাখ টাকা।”

মনোরমা মুচ্ছিত হইয়া শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ মনে করিলেন, সে অধিক মদ্য পান করিয়াছে, তাহার নেশাটা বড় বেশী হইয়াছে। চক্ষে জলের ছিটা, মাথায় ল্যাভেণ্ডার ও বাতাস দিতে দিতে তাহার চৈতন্যোদয় হইল। এ

দিকে দশটা বাজিল, রজনীকে সঙ্গে লইয়া রমণীমোহনবাবু বাসীর গমন করিলেন।

(৫)

মনোরমা প্রকৃতিস্থ হইয়া তারিণীর সহিত আলাপ করিতে বসিল। সে যেন সহজ মনুষ্য, আস্তে তাহার নেশা হয় নাই; কিন্তু তারিণী তখন নেশায় মজবুল। তবে মনোরমা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তাহার উত্তর দিবে অক্ষম নহে। তারিণীর পিতা ও ছোটাই মা মারা গিয়াছে, তাহাও মাসা টাকা ও অলঙ্কার পত্র লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, তাহার আর ভাই ভগ্নী আছে কি না, পাটের ব্যবসা ও তেজরতি কারবার উঠিয়া গিয়াছে, সে বিবাহ করিয়াছে ও সন্তানাদি হইয়াছে কি না, ভূবন এক্ষণে মাতুলালয়ে থাকে, তাহার সহিত মামলা মোকদ্দমায় তারিণী ঋণগ্রস্থ হইয়াছে, মামলায় তাহার হার হইলে সর্বস্বান্ত হইয়া তাহাকে পথে বসিতে হইবে, সে লেখা পড়া না শিখিয়া কুসংসর্গে পড়িল কেন? কি প্রকারে মদ্যপান করিতে শিখিল, চরিত্র হীন হইল কেন, এই সকল ও অন্যান্য নানা কথা মনোরমা অনেক কৌশল করিয়া একে একে জানিয়া লইল। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার ইরিনতি নামে এক দিদি ছিল বল্গে না? সে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে ত?”

“না, সে গঙ্গা স্নান করতে এসে ইচ্ছা করে জলে ডুবে মরছে।”

“এমন ইচ্ছা তার হল কেন?”

“সে আমারই জন্তে। আমাকে সে বড় ভালবাসিত, তাই আমি তার কাছে তার স্বত্ত্ব বাড়াতে থাকতাম; কিন্তু আমাকে কেউ দেখতে পারতো না, মারতো ধরতো। সেই জন্তে তার সঙ্গে বাড়ীর সকলেরই ঝগড়া হত, তাকে বড় কষ্ট দিত।

“হঁ তার গঙ্গায় ডুবে মরানি মঙ্গল বটে।”

মনোরমা আর কিছু বলিল না, কাছে

বসিয়া তারিণীকে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী খাওয়াইল। তৎপরে তারিণীকে শয়ন গ্রহে লইয়া বাইয়া উত্তম শয্যা শয়ন করাইল। তারিণী হরার বিদ্রিত হইয়া পড়িল। মনোরমা তাহার মুখের দিকে একবার কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মনোরমা উপরে গেল এবং নিরাভরণা হইয়া একখানি মলিন বিলাতী ধুতি পারল। টাকা কড়ি অলঙ্কার পত্র যেখানে যাহা ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া তাহার সিন্দুকে পুরিল। সমস্ত বস্ত্র পেটেরা বন্ধ করিল এবং সকল ঘরে তালা লাগাইল। তারপর বাটী হইতে বাহির হইল।

(৬)

বাণুগঞ্জে বামচরণ বোমাল নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তিনি পরম ধার্মিক ও পরোপকারী। পূর্বে সেরস্তাদার ছিলেন, এখন পেন্সন লইয়া গঙ্গা তীরে বাস করেন। একবার কাশীধামে মনোরমা তাহাকে পিতৃ সম্বোধন করে। তিনি মনোরমাকে পাপ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কাশী বাস করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু মনোরমা তাহা শুনে নাই। এই রাত্রিতে মনোরমা তাহার দ্বারের পার্শ্বে বাইয়া ডাকিল, “বাবা! বাবা কি ঘুমিয়েছেন?” বোমাল মহাশয় ছাদে শয়ন করিয়াছিলেন, গীম্মাতিশয় প্রযুক্ত নিদ্রিত হন নাই। তিনি বলিলেন, “কে গা, মনো নাকি?” মনোরমা বলিল, “হাঁ বাবা! একটা বড় দরকারে এই রাত্রিতে ঘুম ভাঙাতে এসেছি।”

বোমাল মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং বৈটকখানায় বাইয়া প্রদীপ জালিলেন। মনোরমা বৈটকখানায় বাইয়া তাহার পদ প্রান্তে বসিল। বোমাল মহাশয় বলিলেন, “এত রাত্রিতে কি দরকার গা মনোরমা?” মনোরমা কাদিতে কাদিতে বলিল, “আমি আর মনো-

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

রমা নই বাবা। আমি অভাগিনী হরিমতি।
মনোরমা মরেছে।”

“কি হয়েছে কি?”

“হী বাবা! রেজিষ্টারী না করলে কি দান
পত্র সিদ্ধ হয়?”

“রেজিষ্টারী করলেই ভাল হয়, না করলে
যে অসিদ্ধ হয়, এমন নয়, তবে ভাল সাক্ষী
থাকা চাই।”

“তবে বাবা! হরিমতি ওরফে মনোরমা
দাসীর সমস্ত স্বাবর অস্বাবর সম্পত্তি কাঁটাল-
গাছি নিবাসী ৬ গোপালচন্দ্র ধাড়ার পুত্র
তারিণীচরণ ধাড়ার নামে লিখে দাও।”

“কি রে বেটা হয়েছে কি? সব না বললে
আমি লিখবো না।”

“লিখবে না? তবে শোন বাবা! আমি
আজ রাত্রিতেই কাশী যাব, এ পাপ ব্যবসা
করব না। তুমি যখন বলেছিলে, তখন না
গিয়ে ঝকঝকি করেছি।”

“হঠাৎ তোর মনে এত রাত্রিতে বৈরাগ্যো-
দয় হল কেন বল দেখি? আমাকে কিছু
লুকাব না।”

“না বাবা! লুকাব কেন? আর বেজার
লজ্জাই বা কি? এই তারিণীচরণ আমার
সহোদর ভাই, পেটের সন্তানের মত আমি
তাকে তার জন্মাবধি মানুষ করেছি। তার
চরিত্র ভাল নয়, তাই সে আজ আমাকে
চিনতে না পেলে আমার ঘরে রাত্রিযাপন
করতে এসেছে। কলিতে এখনও এক রত্তি
ধর্ম আছেন, তাই তিনি আমাকে রক্ষা
করেছেন। আমিও না চিন্তে পেলে তার
সঙ্গে বসে মদ খেয়েছি, গাঁমি বাজনা ও আমা-
দের মাঝুলি আমোদ প্রমোদ করেছি। এমন
পাপ ব্যবসা না করলে ত আর এমনটা ঘটতো
না। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।”

ঘোবাল মহাশয় অবাক হইয়া সকল কথা
ওমিয়া কিয়ৎকাল চিন্তার পর বলিলেন, “ভগ-

বানের লীলা বোঝা তার, তিনি কিসে কি
করেন, আমরা কীটাপু কীট, কি বুঝবো? তা
এত তাড়াতাড়ি কেন, দুদিন পরে কাশী গেলেই
বা ক্ষতি কি?”

“না বাবা! আমার মনে বড় ঘেমা
হয়েছে, এ পোড়া মুখ আর এ সহরে কাকেও
দেখান না, আমি রাতারাতি চলে বাব।”

অনন্তর ঘোবাল মহাশয় দানপত্র লিখিলেন,
এবং সেই রাত্রিতেই দুইজন গণ্যমান্ত লোককে
ডাকিয়া হরিমতি ওরফে মনোরমা দাসীর
স্বাক্ষরের সাক্ষী করিলেন, নিজেও একজন
সাক্ষী হইলেন। হরিমতি একবার দানপত্র-
খানি পাঠ করিল, তৎপরে রামচরণ বাবুর হস্তে
দিয়া বলিল, “বাবা! আর একটা কাজ
আপনাকে করতে হবে, তারিণীকে এই দান-
পত্রখানি কাল সকালে দিবে। আমার ঘরেই
তাকে পাবেন, যদি না পান, তবে রমণীবাবু
মোক্তারের বাসায় তার সন্ধান নেবেন। এই
আমার শেষ অনুরোধ, আর কোন দিন
আপনাকে বিরক্ত করতে আসবো না।”

ঘোবাল মহাশয় তাহার প্রত্যবে সম্মত
হইলে হরিমতি তাহার পদধূলি মন্তকে ধারণ
করিয়া বিদায় লইল।

অতঃপর কি হইল?

পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গায় ভাটা পড়িলে
একটা সুন্দরী নারীর মৃতদেহ দেখা গেল।
অনেকেই উহা মনোরমা দাসীর শব বলিয়া
সনাক্ত করিল।

এই ঘটনার পর তারিণী সমস্ত সম্পত্তি
ও পরিবারের ভরণপোষণের তার ভুবনের
হস্তে সমর্পণ করিয়া কোণার চলিয়া গেল, কেহ
আর কোন দিন তাহার সাক্ষাৎ পাইল না।

ত্রিসিদ্ধেশ্বর রায়।

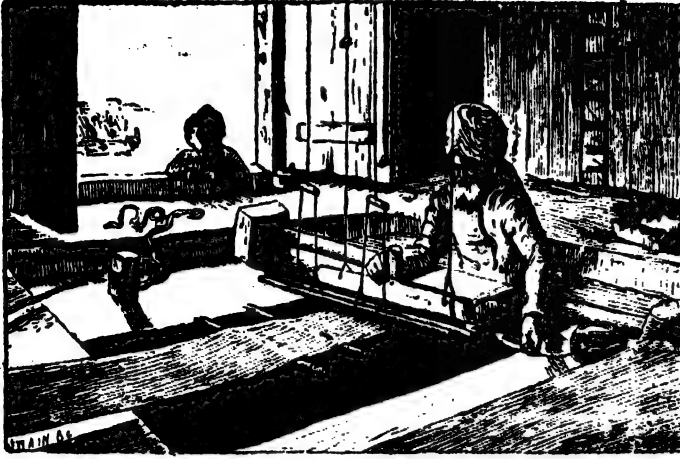
নারকেলডাঙ্গা।

জয়রাণী-গাইদ্যা-তীত।

এই তীতটী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, ইহার
আবিষ্কার কর্তা শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, নিবাস
৫৬ নং বিডন ষ্ট্রীট। আবিষ্কার কর্তা এই
তীতটী পেটেন্ট করিয়া লইয়াছেন। মূল্য—
কাঁঠ নির্মিত ১৭৫ টাকা, লোহারটী ২২২
টাকা। জয়কৃষ্ণ বাবু আমাদের আফিসে
আসিয়া দর করিয়া এই কল সম্বন্ধে বিশেষ
তথ্য সমুদয় আমাদের কাছে বলিয়া গিয়াছেন।—
আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে দুই প্রকার
তীত প্রচলিত আছে; এক সাবেক ধরণের,
দুই হাতে মাকু চালিত করিয়া কাপড় বোনা
হয়, ২য় প্রকার ঠক্ঠকি তীত, একটা দড়ির
জাল আছে, সেইটা এদিক ওদিকে টানিয়া
মাকু চলাচল করা হইয়া থাকে। সাবেকের
তীতের একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। জয়কৃষ্ণ
বাবুর তীতের বিশেষত্ব একটা চাকা
ঘুরাইলেই ৮ ঘণ্টা সময়ে ২০১২ হাত কাপড়
প্রস্তুত হয়, কলের কলকব্জা অতি সরল
একটা বালিকাও চালাইতে পারে।

স্বদেশীর সময় যখন লোকে মনের আবেগে
লোকে বিলাতি বস্ত্র বর্জনের জন্ত বন্ধপরিকর
হইয়াছিল, সেই সময় সহরের অলিতে গলিতে
তীত বসিয়াছিল, কিছুদিন পরে, সমস্ত আবেগ
খামিয়া গেল। সেই সকল মূল্যবান তীত
ঘারা উনান পুঞ্জা হইল। স্বদেশীর অনুরাগ
চিরতরে কালের অনন্ত গর্ভে নিহত হইল।
এই সময় বাহারা তীত করিয়াছিলেন, তাহা-
দের নিকট জয়কৃষ্ণ বাবু উঠিয়া যাইবার কারণ
অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, যে দেশের
তীতের দৌরাণ্যেই এই সকল কাজ চলিতে
পারে নাই। নব অনুরাগে উদ্বুদ্ধ হইয়া
বাহারা তীত ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহারা
কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তীতের সাহায্য ব্যতীত
তাহাদের কাজ চালান অসম্ভব। তীতের

মত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রপণের বার্ষিক মূল্য ১৮০ টাকা ছিল, আর লইব না।



সেকালের তাঁত।

এই সুযোগে অসম্ভব উচ্চ হারে বেতন ও দানন লইতে লাগিল, কাজেই লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষতি হইতে লাগিল। সমস্ত তাঁত উত্তিয়া গেল। এই সকল তথ্য অবগত হইয়া তাঁতির বিনা সাহায্যে শুদ্ধ বাড়ীর মহিলাগণের দ্বারা যাহাতে সহজে বস্ত্র বয়ন হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে জয়রুকবাবু বহু অর্থ ব্যয়ে শেষে কৃতকার্য হইয়া বর্তমান “জয়রাণী” বস্ত্র বয়ন বস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ কলে সৰু মোটা সকল প্রকার বস্ত্রই বয়ন হইতে পারিবে। সৰু ও মোটা হুতার স্থলত্ব ও হুম্বত্ব অনুসারে চিকুণী বা যাহাকে সানা বলে, তাহার আবশ্যক হয়। প্রত্যেকবার প্রত্যেক প্রকারের কাপড়ের জন্ত সানা কিনিলে ব্যয় বাহুল্য হয়, সেইজন্ত কোন এক প্রকার কাপড়েরই বয়ন কার্যে প্রথমে মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ এরূপ করিতে ২৩ প্রকারের সানা রাখিলেই কাজ চলিতে পারে। খান হউক, গামছা হউক, বিছানার চাদর হউক প্রথমে একই হুতার কাপড়, একই প্রকারের কাপড় বুনা উচিত। এই নবাবিকৃত বয়ন যন্ত্রে সকল প্রকারের কাপড়ই প্রস্তুত হইবে কিন্তু প্রত্যেকবার নূতন সানা কিনিতে ব্যয় আছে, সেটা লক্ষ্য রাখিবার বিষয়।

জয়রুকবাবুর কল খুব সহজ। কিন্তু তথাপি তিনি বলেন যে, অপরাপর বিস্তারিত জ্ঞান এ বিজ্ঞান ২১৪ দিন দেখিয়া শিখিতে হয়, তিনি ক্রেতাকে শিক্ষা দিতেও প্রস্তুত আছেন।

বিলাত বা জার্মানীর বহু চক্রবিশিষ্ট কলেও হুতা ছিঁড়িয়া থাকে। বিলাতি কল হইতে আমাদের দেশের সেকালে তাঁতেও হুতা ছেঁড়া রোগ আছে। এ রোগ কলের নয়, তাঁতের নয়, হুতার দোষ। যে সকল তুলার আঁশ দীর্ঘ, তাহার হুতা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়, সহজে কলে বা তাঁতে তাহা ছিঁড়ে না। এদেশের তুলার আঁশ দীর্ঘ নহে, সেইজন্ত হুতা দৃঢ় হইবার বড় বেশী আশা করা যায় না, কলের আমদানী হুতারও ভালমন্দ আছে। সেইজন্ত কলে বা তাঁতে সকল স্থানেই হুতা ছিঁড়িয়া যায়, সেইজন্য ছোড়া এবং টানার কাজ প্রভৃতি এখনও তাঁতির নিকট ১০১২ দিন শিখিলেই হইবে। তিনি টানার জন্তেও একটা কল করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কৃতকার্য হইলেই তাহাও সাধারণে প্রকাশ করিবেন। জয়রুকবাবুর তাঁত কয়েকটা গবর্ণমেন্ট বয়ন বিজ্ঞালয়েও গৃহীত হইয়াছে। তিনি নিজের কাশীতে কাশীর সিক দ্বারা এই কলে বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে

ছিলেন। আমরাও কলটা দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। হুতা ভাল হইলে ৮ ঘণ্টায় ২২১২৪ হাত কাপড় অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। যদি গৃহলক্ষ্মীগণ অবকাশ সময়ে দিনান্তে একখানা কাপড়ও প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে পারেন তাহা হইলেই গৃহস্থদের কম লাভ কি? যদি প্রত্যেক সংসার এইরূপ উপায়ে নিজেদের বস্ত্র শঙ্কট দূরীকরণের জন্ত মনোযোগী করেন, তাহা হইলে বস্ত্র সমস্যার অতি সহজেই মীমাংসা হইয়া যায়। নচেৎ পরম্পোপেক্ষীর যাহা দশা, আমাদেরও তাহাই হইবে, এজন্ত কান্দিলে ককাইলেও উপায় হইবে না। কিন্তু এখনও ককাইকেও মনোযোগ দিতে দেখিতেছি না। ৭১০, ৮ কাপড়ের নাম দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বা চৈতন্ত হইবে, এখনও তাহা হয় নাই। বার টাকা ছোড়া হইলে তবে যদি চৈতন্ত হয়। তাহাও পাছে যুদ্ধাবসানে কাপড় স্থলত্ব হইলে স্বদেশীর সময়ের অমুরাগের জ্ঞান এ অমুরাগও কালগর্ভে নিহীত হয়, আমাদের সেই ভয়। কাকের গলার গাবকল নামিলে তাহার আর পূর্ব সঙ্কট মনে থাকে না।

যাক, এই কল যাহার দেখিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি উপরোক্ত ঠিকানায় বেলা ৭টা হইলে ৯টার মধ্যে যাইয়া দেখিয়া আসিতে পারেন, তবে তৎপূর্বে তাঁহাকে সময় নির্দেশ করিয়া যাওয়াই সম্ভব।

Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

অ্যাল্‌স্টোনিয়া কনষ্টিক্টা।

ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশের ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীকে আমি Alstonia অ্যাল্‌স্টোনিয়া কনষ্টিক্টা মাদার টাংচার এক আউন্স জলের সহিত প্রাতে ১ কোঁটা মাত্রায় মাত্র ৪৫ দিবস দিয়া বহুরোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলাম।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

ইহা সেবন করিয়া রোগীগণ বলে যে, ইহা দ্বারা অবিলম্বে বল পাওয়া যায় এবং পায়ের দুর্বলতা দূর হয়।

ডাক্তার ডিউই বলেন :—Low malarial fevers : camp diarrhoeas of undigested food, when of Malarial origin : Malarial anaemia, debility dependent on lack of digestive power."

"অর্থাৎ ঘুস ঘুসে ম্যালেরিয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ, তাঁবু প্রভৃতিতে বাসের জন্ত, ম্যালেরিয়া জনিত উদরাময়, রক্তাশ্রয়তা, ম্যালেরিয়া জনিত পরিপাক শক্তির অভাব বশতঃ দুর্বলতার উৎকৃষ্ট ঔষধ।"

যাহারা প্রচুর কুইনাইন খাইয়া অ্যালোপ্যাথিক টনিক ব্যবহার করিয়াছিল এবং যাহারা কুইনাইন সেবন করিয়া টনিক না খাইয়া এই অ্যালগটোনিয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিল, একই সংসারের মধ্যে আমি দুই শ্রেণীর রোগীও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আন্ডারবের্ট বিবর, টনিক বন্ধ হওয়ার পরই, পুনরায় রোগী অরাক্ষত হইয়াছিল, কিন্তু অ্যালগটোনিয়ার রোগীর আর জ্বর হয় নাই এবং অ্যালোপ্যাথিক টনিক সেবী অপেক্ষা দীর্ঘকাল বলাবান হইয়াছিল, সেই জন্ত আমার ধারণা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগীর প্রায় সর্বপ্রকার উপসর্গেই ইহা উৎকৃষ্ট টনিক।

ডাক্তার কিপাক্স বলিয়াছেন, ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভূত দেশের লোকে যদি জ্বরের বহুব্যাপকতা কালে কুইনাইন (৩x) জেলসিমিনম (৩x) বা অ্যালগটোনিয়া কন্ট্রিক্টা (১x) সকালে ও সন্ধ্যায় মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। আমি ইহার মাদারটীং ১ কোঁটা কেবল একবার প্রাতে রোগীদিগকে দিয়া বেশ সুফল পাইয়া থাকি, ক্রমাগত দিই না, মধ্যে মধ্যে দিয়া থাকি। অতিরিক্ত পরি-

শ্রম, স্ত্রী সহবাস, ঠাণ্ডা লাগান, গুরুত্বাক্রম্য ভোজন নিষিদ্ধ। জল গরম করিয়া কিলটীর করিয়া ব্যবহার করা উচিত। খালী পেটে প্রাতঃভ্রমণ করা উচিত নহে। এই সকল সাধারণ নিয়ম অবশ্যই রক্ষা করিয়া চলিতে হয়।

ক্রিমি ও ক্রিমি জনিত উপসর্গ।

একটা বালিকার বয়স ৭ বৎসর। আমাদের দাতব্য ঔষধালয়ে চিকিৎসিত হইবার জন্ত আসে। তাহার জ্বর ১০২, পেটে বেদনা, রাতিতে দাঁত কড় মড় করে, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অত্যন্ত ক্রিমিজাপক লক্ষণ সমূহ বিদ্যমান ছিল। আমি তাহাকে সাইলিসিয়া ৩০ ব্যবস্থা করি। পরদিন ৩টা বড় বড় ক্রিমি বাহির হয়। জ্বরও মধ্য হইয়া যায়। আর জ্বর হয় নাই, ক্রমে বালিকা বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। আমি ঐ সাইলিসিয়া ১ মাত্রা মাত্র ২০০ শক্তির দিয়াছিলাম, আর কোন ঔষধ দিতে হয় নাই। এই সঙ্গে অত্যন্ত সমস্ত লক্ষণও অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আমার মন্তব্য।

সাইলিসিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা সহ ক্রিমি উপসর্গে উৎকৃষ্ট, ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সিনার বাহ্যে Loose পাতলা, সাইসেসিয়ার কোষ্ঠ বদ্ধতা, কঠিন মল। এই জন্তই বোধ হয় একমাত্রা ঔষধেই বালিকা সমস্ত উপসর্গ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল।

বেলেডোনা।

ডাক্তার সরকার বলিয়াছেন, সামান্য Brain Conjectionএ বেলেডোনা প্রয়োগ করা উচিত নহে, তাহা দ্বারা মস্তিষ্ক প্রদাহ আনীত হয়। বেলেডোনার লক্ষণ থাকিলেই বেলেডোনা ব্যবহার করা উচিত।

ডাক্তার রাইমোহন বাবু তাঁহার সরল ভৈষজ্যতত্ত্বে একথা উল্লেখ করিয়াছেন।

APIS—এপিস।

রক্তরোধে এই ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার আর একটা গুণ, গর্ভবতীকে এপিস কদাচই দেওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে গর্ভপ্রাব হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু গর্ভাবস্থার প্রথমাবস্থায় রক্তরোধ বিদ্যমান থাকে, গর্ভবতী কিংবা তাহা উত্তমরূপে স্থির না করিয়া রক্তরোধ দেখিলেই এপিস দেওয়ার গর্ভপ্রাব হইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য সতর্কতা সহকারে আগে গর্ভবতী কি প্রকৃত রক্তরোধ তাহার স্থির করিগা তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

কলেরায় গন্ধক।

কলেরা সংক্রামক স্থানের লোকে যদি জুতা ও মোজার মধ্যে গন্ধকচূর্ণ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এই সংক্রামকতা হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। ডাক্তার জার, ডাক্তার হেরিংসের এই মতের পোষকতা করিয়া গন্ধক চূর্ণ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন।

মজলিস্।

যজ্ঞমানের বাবার শ্রাদ্ধ।

এক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের স্ত্রী বললেন, পরে একটা গালিস্ নাই, শোবার কষ্টের একশেষ। এত চাষা যজ্ঞমান, একটু তুলার যোগাড় কর না।

দিন চার পরে একজনের বাপের শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্দ করেন—

ভিল	...	আধমন।
তুলসী	...	১ কাঁকা।
সিমুল তুলো	...	২ বস্তা।
সুতো	...	আধসের।
কাপড় খেরো	না হয়	টিকিন্ আধ থান।
গামছা	...	আধ থান।
দক্ষিণে	...	৪ টাকা।
দোপা	...	আধ তরি।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্ত ১/২ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

যজমান বলেন—আজ্ঞে তুলো কেন?

কেন তা তোর বুদ্ধিতে যদি আসবে, তবে আর আমরা কি কর্তে আছি। ওরে ব্যাটা এসে তুলো কাকন শ্রদ্ধ, তোর বাপ কি যেমন তেমন লোক ছিল। তোর বাপের ছাদ তুলো আর কাকন দিয়ে হবে।

পুকঠাকুর আর একজন বামুন সঙ্গে শ্রদ্ধে বসে গেলেন। এখন সঙ্গের বামুন বলে, বাপ, এত তুলো কেন? তাই সংস্কৃত করে বল্চেন—

ভাষ্যঃ ভাষ্যঃ

ছাদে কেন কাকাসং।

ভট্টাচার্য দেখলেন বেটা দেখছি গোল বামুন। তাই সংস্কৃত করেই বলেন—

চুপঃ চুপঃ

তুমুর্দঃ তুমুর্দঃ

ব্রাহ্মণ বলেন—কিং মহত!

যজমান বলে—ওঃ, কি পণ্ডিত আমার পুরুত! বাবার স্বর্গ আর না হয়েই যায় না।

খাজনার নিকেশ।

এক জমিদারের গোমস্তা মুচী বাড়ী খাজনা আদায় কতে গিয়েছেন, মুচীর নাম হরিদাস। সে সময়ে খাজনা দিতে পারতো না, গোমস্তার ও জুতা ছিঁড়ে গেলেই হরের উপর তাগাদা হতো। হবে জুতোর দায় খাজনার কাটান দিত। একদিন গোমস্তা মশায় হরের বাড়ীতে যেয়ে খুব তাগাদা কতে লাগলেন। হরে বলে “প্রশান্ত হই ঠাকুর মশায়, আমার খাজনার কত ঠেবো না, এক বছরের মধ্যেই জুতোর জুতোর তোমার নিকেশ করবো।”

সাত বোকার কাণ্ড,

সংসার লগু ভগু।

এক নির্কোষেই রক্ষা নাই, যে দেশে অনেক নির্কোষ, সে দেশের সবই লগু ভগু।

একটা গ্রামে একটা নর, একেবারে সাতটা নির্কোষ। বসে বসে খায়, তাদের কষ্টের সীমা নাই। কোন মহানুভব লোকের মনে হলো, এগুলোকে কেউ সংস্কার দেয় না? এ অকর্মণ্যগুলোর কষ্টের সীমা নাই; একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

সাত জনের কাছে যেয়ে বলেন, ওরে নির্কোষের দল না খেয়ে কি মরবি? বিদেশে যেয়ে এতলোক খেতে থাকে, আর তোরা হেলায় জীবনটা হারানী? বোকারা বলে, তাওতো বটে। কেন খেতে খেতে পার্কোনা? অমনি সকলে কোষের বৈক্রে বেরিয়ে পড়লো।

সামনে একটা হাটে চুকে যতসামান্য যা ছিল, তাই দিয়ে সকলে খাবার জিনিস কিনে হাটের বাহিরে এল। এসে মনে হলো হাটে সবাই বলে মাছুয় হারিয়ে যায়। গুন্ডে আরস্ত কল্লো। সবাই গোনবার সময় নিজেকে বাদ দিয়ে গোনো, সুতরাং একজন কম পড়লো। এই যা!—স্থির হলো, তাদের একজন হারিয়েছে। সব মাথায় হাত দিয়ে মড়া কান্না ফুড়ে দিলে। হাটের লোক সব কান্না শুনে কি হলো কি হলো বলে চারদিক ঘেঁরে ফেলো। বোকারা বলে, আমরা ৭জন এসেছিলাম, ছজন বই দেখতে পাচ্ছি না। এক ব্রাহ্মণ দেখলেন যে, যে গুন্ডে, সে নিজেকে বাদ দিলে। একটু কৌতুক দেখবার জন্মে তিনি বলেন, যদি তোদের সাতজনকে বের করে দিতে পারি, তা হলে কি হবে?

“ঠাকুর মশায়, আমরা ২ বছর বন্য মাইনের খেতে দেব।”

ঠাকুর মশায় বলেন, বেশ, কথা ঠিকতো? বোকারা পায়ে হাত দিয়ে দিকি কল্লো।

ব্রাহ্মণ সকলকে দাঁড় করিয়ে শুণে সাত জন ঠিক করে দিলেন। সাত জনই খুসি হয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গেল।

ব্রাহ্মণ একদিন যজমান বাড়ী বাবেন, সাত জনকে বলে গেলেন, দ্যাখ্ এই বাগানটা সাক্ কর।

“যে আজ্ঞে” বলিয়া সাতজনে কুড়ুল কোদাল নিয়ে বাগানের যত আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, ভাল ভাল ফুলের গাছ ছিল একেবারে কেটে চোঁটে গুলে সাক্ করে রেখে দিলে। বামুন এসে দেখেই আছড়ে পড়লো। বেটারা সর্কনাশ করেছে দেখছি! আর তো উপায় নাই, মনে মনে বলেন, বেটারা নেহাত বোকা!

ছন্দ দিন বাদে, বলেন, বেটারা নেহাত বোকা, কাজকর্ম দিলে সর্কনাশ করবে। ঠাকুরের মায়ের অমুখ, ব্রাহ্মণকে ২৪ ঘণ্টার জন্ত স্থানান্তরে যেতে হবে, কাজেই মায়ের কাছে কারও থাকা চাই। সাত জনকে ডেকে বলেন, দ্যাখ্ আমি বাড়ী হতে একবার স্থানান্তরে যাব, মার অমুখ, সাতজনে মার কাছে বসে থাক, যেন গায়ে মাছি টাছি না বসে।

“যে আজ্ঞে, যদি মাছি আসে, তাহলে কি করবো?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “মারবিরে বেটায়া।”

“যে আজ্ঞে। আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি।”

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেল। সাতজনে মাকে ঘেরে বসে আছে। মাছি এলেই মারতে হবে।

একটু পরে একটা মাছি এসে বুড়ির কানের উপর বসলো। আর যায় কোথা? সাত বেটা সেই বজ্রহাতে একেবারে বুড়ীর গালে সজোরে বড় কসিয়ে দিলে। মাছিত উড়ে পালাল। আহা বেটারা বুড়ী সঙ্গে সঙ্গেই স্কা অর্থাৎ মরে গেল। একবার মা বাবাও বলতে পার নাই। সন্ধ্যাবেলায় ব্রাহ্মণ ফিরে এসে দেখলে, মার সাড়া শব্দ নাই; ব্যাপার খানা শুনে বলেন, বোকা ব্যাটারা, আমার মাকে ঘেরে ফেলেছিস?

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

স্বাক্ষর করাই বলে, কি করবে মশায়; আমার দোষ নাই। নাহি মায়ুতে যদি না মরে, তবে দোষ কার ?

ব্রাহ্মণ দেখলেন, বোকামি ত করেই ফেলেছি, আর গোলমালে কাজ নাই। বললেন, চল বেটারা, মাকে গঙ্গায় নিয়ে চল। বাব্বা রোজা হলো, সাত বেটা কান্দে করে ছুটে লাগলো। বাব্বুন তাদের সঙ্গে দৌড়তে পারেন না, পিছিয়ে পড়ে গেলেন।

আশান ঘাটে যেয়ে বাব্বুন খুলে দেখে যে, বুড়ি ত নাই, কোথায় পড়ে গেছে। চল চল খুঁজে নিয়ে আসি। রাস্তায় খুঁজতে খুঁজতে যাচ্ছে, এমন সময় মাঠের মধ্যে দেখতে পেলো, একটা বুড়ী লাটা ধরে গুটী গুটী যাচ্ছে। সাত বেটা যেয়ে প্যাক করে ধক্কে ফেলো। বেটা, তোমাকেই ত খুঁজচী, বাব্বুন খুলে পালিয়েছে ? হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেয়ে আশানে ফেলে আশুন লাগিয়ে দিলো। যখন আধপোড়া, তখন বাব্বুন এসে দেখলেন, তারা প্রায় পুড়িয়ে শেষ করেছে। বললেন, বেটারা মুখাশি মন্ত্র কিছু হলো না পুড়িয়ে ফেলি ? কি আর হবে, দাহ শেষ করে সকলে ফিরে আসতে, দেখে না—আলু ধারে ব্রাহ্মণের মা পড়ে রয়েছে। বাব্বুন চমকে উঠলো ; বললেন, আরে বেটারা তবে কাকে পোড়ালী ? “আজ্ঞে—আপনার মা আমাদের কাঁধ হতে লাগিয়ে পড়ে পালান্ছিলেন, তাই—সেই ত পোড়াতেই হবে, আবার যদি পালান বলে আপনার আসবার আগেই পোড়াতে আরম্ভ করেছিলাম।” “আরে সর্বমাম, সে যে আমার মা নয় !—”

“আজ্ঞে—তা—তাতে আমাদের দোষ কি—তিনিও বুড়ি, ইনিও বুড়ি—এতে আমাদের দোষ কি হলো—”

আরে বেটারা মরা মানুষ কি ইঁটে যেতে পারে ?”

“আজ্ঞে—বলচেন ভাল—তা মড়াতে ইঁটে, না বসে থাকে। আমরা ত জানি না।”

ব্রাহ্মণ দেখলেন, বোর বিপদ ! বললো, বেরো বেটারা—আমি আর তোমাকে চাই

না। আবার ধরাকরি করে মাকে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে বেটাদিকে সেইখান হতেই বিদায় করে দিলেন। সাত বোকার কাণ্ড—সব লণ্ডভণ্ড, যে দেশে বড় বেশী বোকা, সে দেশের কি অবস্থা। রামজী কহো।

বস্ত্রের হিসাব।

সরকারী সংবাদ।

ভারত গবর্ণমেন্টের “কমার্স ও ইণ্ডাস্ট্রি” বিভাগ হইতে এক কমিউনিক প্রচারিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম :—গত ৬ই জুলাই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দরে অর্থাৎ কলিকাতা, বোম্বাই, রেঙ্গুন, মাদ্রাজ এবং করাচীতে বস্ত্রের সংখ্যা বা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এই বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টসমূহ ভারত গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মকরনের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ও যাহাতে গণনা হয় তাহার কল্পনাও ভারত গবর্ণমেন্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সেকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হয়।

ছোট ছোট দোকানদারগণের নিকট যে সকল কাপড় ছিল, তাহার গণনা করা হয় নাই, বলিয়া গণনা ঠিক হয় নাই। তাহার উপর এরূপ বিশ্বাস করিবারও কারণ আছে যে, কোন কোন স্থলে অনেক মজুদ কাপড় গোপন রাখিয়াছে এবং তাহা রিটার্নে উঠে নাই। যাহা হউক, সেইরূপ গণনার ফলাফলই গব্বের হিসাবে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা।—সাদা, খান কাপড় ইত্যাদি (কোরা) ৩০৮,৪৪২,০০০; ধোয়া কাপড় ১৪০,২২২,০০০; এবং রংকরা ও ছাপানো কাপড় ও ছিটের কাপড় ৫৭,৬৮৫,৮০০ গজ।

বোম্বাই—খান ইত্যাদি ১০৩,১৪৩,৫০০; ধোয়া কাপড় ৫২,৪৪৬,০০; রংকরা, ছাপানো ও ছিটের কাপড় ১৩৩,৩২৬,৫০০; অস্ত্রান্ত্র নানারকমের ফেন্ট কাপড় ২,৪১৬,৫০০।

রেঙ্গুন—খান ইত্যাদি ৭,৪১৪,১৪২; ধোয়া কাপড় ২১,২৪০,৮৬৬; রংকরা ইত্যাদি ২৭,৮৫৩,২৪৩; ফেন্ট ৫৭৭,৬০২।

মাদ্রাজ। খান ইত্যাদি ২০,২৮১,০০২

ধোয়া কাপড় ১৬,৫৩৬,০০০; রংকরা ইত্যাদি ২৩,০২৬,০০০; রংকরা ইত্যাদি ২৩,০২৬,০০০ ফেন্ট ৪৩১,০০০।

করাচী। খান ইত্যাদি ১৭,০২৫,০০০; ধোয়া কাপড় ৭১,১২২,৬০০; রংকরা ও ছাপানো, ছিট ইত্যাদি, ৩৭,৩৪৮,৫০০; ফেন্ট ২৫৭,০০০,।

দিল্লী :—খান ইত্যাদি ৫,০৪১, ৫০০০; ধোয়া ১৭,৭৪২ ৫০০০ রং করা ইত্যাদি ২৫, ০৪৬, ০০০, ফেন্ট ২, ছ ১২, ০০০।

অমৃত সহর :—খান ইত্যাদি ৫, ৮৩৮, ৭০৬, ধোয়া কাপড় ১২, ২৮০, ৬০৫, রংকরা ইত্যাদি ১০, ৭৮৮, ২২৮।

উপরের হিসাব ছাড়া বোম্বাইয়ের পোর্ট ট্রাষ্ট গুদামে ১১২, ৩১০,০০০ গজ এবং করাচীর পোর্টট্রাষ্ট গুদামে ১৩, ৪১৪,০০০ গজ কাপড় ছিল। ইহার পরবর্তী অতি-ক্ষিত রিটার্ণে ৩২,০০০,০০০ গজ কাপড় মজুদের হিসাব পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।”

“উপরের সংখ্যা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দেশে মজুদ কাপড় খুব বেশী আছে; সেইজন্য গবর্ণমেন্ট অবস্থা ভাল রকম বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। কাপড় বাজারে না ছাড়িয়া মজুদ করিয়া নিয়মিত ভাবে গাদি করিয়া রাখা হয়। যাহাতে এই নিয়ম বন্ধ করা যায়, সেই সম্বন্ধেও গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন।

“এই সম্পর্কে জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে,—বাক্সালা গবর্ণমেন্টের অনুরোধে ভারতগবর্ণমেন্ট ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে, একটা নোটাস প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতে বাক্সালা গবর্ণমেন্টের উপর এইরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে যে, বাক্সার গবর্ণমেন্ট কাপড়ের ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দিবেন। ইহার উদ্দেশ্যে এই যে, তাহা হইলে বস্ত্রের দর আর কেহ ইচ্ছামত চড়াইতে বা কমাইতে পারিবে না। অস্ত্রান্ত্র ভাবে দর বাড়ানও সম্ভবপর হইবে না।

কাজের মোক আফিস।

১৭নং অক্টুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

১৭নং অক্টুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়,

গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর ।

সংসারব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর অভ্যাসন হইবে । সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুক্তধারী স্বাধীনতার স্বর্গ্যত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন । স্বাধার যেক্রপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন । জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক । উৎসবের দিনে

জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা । ডাকমাণ্ডল ১০ আনা । ভিঃ পিতে ১১/০ আনা । জলন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা ।

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালস ।

দূষিত বিব জন্য বীহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ত্রণ বা কতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভক্ত সমাজে মিসিরিয়ার অন্তর্যাস হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন । সুরবল্লী কষায় সেবন স্থানে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না । সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় ।

১ শিশি ১১০ টাকা । ভিঃ পিতে ২/০ আনা । ৩ শিশি ৩৫০ টাকা । ভিঃ পিতে ৩১/০ আনা ।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড ।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ।

২২ নং কম্বুটোল। ষ্ট্রীট, - কলিকাতা ।

খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

* * * যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, “খোকসিনা” ২১৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদ্যারত হইবে । কটিবাত, খাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য তুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে ।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্য কলপ্রদ । সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ষাবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে । এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই । ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে । শারদিক ভিঃ পিত্ত স্বতন্ত্র ।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কারখানা এবং

কোম্পানী, কলিকাতা ।



আফিসের বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখ ফেরবার বেলায় এক ডজন “ক্যাস্টারাইডিন”
যেন আনুভুলোত না। এক ডজন কিনলে ৯ ন টাকাতেই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কলিকাতা

কাছের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিল্প।

ঐহরিণ চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকমাসাদি পত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত
প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যের
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-
প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। মূল্য
চাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ
পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

“কাছের লোক” সম্পাদক প্রণীত। কেমন
করিয়া অল্প পুজিতে যের বসিরা অস্ত্র
কাছ ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জন করিতে
পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও
অনেক গুঢ় রহস্য আছে বাহা কেহ কাহা-
কেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায়
চাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসারী এবং
ঘনাকাকীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা
অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-
প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোপ
আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে,
তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান
সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-
লিত। এই নামের অনেক পুস্তক পাঠিতে
পারে, তবে আমাদের আশীত এই পুস্তক-
খানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২১
টাকা তি: পি বস্ত্র। কাগজে বাকান, পরিষ্কার
কাছের বিলাতে প্রকাশিত। যুগের
অল্প মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাছের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা
যায়, এই সকলের কলি সন্ধিও অতি অনায়াস
সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত
পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একই
সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন
করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া
সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই
সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোতুলজাত
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক
নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার
করিবেন, পকেট সাইজ, ফ্লিসক্যাপ
১৬ পেজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান।
মূল্য ১০ আনা। তি: পি বস্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPES

বিলাতী পুস্তক, বহু সহস্রসাধ্য জিনিস
প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী
পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে
জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২১
মুদ্রের জন্ত মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমা-
দের বেশী কর্মচারী নাই যে, সর্বদাই এই
কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা
পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই,
অধিকন্তু ডাকে গইলে সময় বাঁচান যায়।
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাছের
লোকের গ্রাহকগণের হৃদয়কার জন্য আমরা
এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাহা আমা-
দের মাই, কেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কলিকাতা
শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে কলিকাতার
জন। ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাছের
লোক আফিস” এই ঠিকানার পত্র লিখুন।

কাছের লোক আফিস,

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পকেট চম্ বড় মূল্যবান—অমূল্য
বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিরাছি, যখন
চম্ পোষ বটে, তখন তিনি অতি সামান্য
নামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই
অমূল্য চম্‌রত্নকে রক্ষা করিতে বান; কিং
তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দোষ চসমা
উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয়;
তাহা কাঁচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই
চম্‌রত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চম্
পরীকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক বস্তু আনাইয়াছি।
চম্‌র বিবরণ আমাদের কাছে যেন একবার অতি
অবশ্য জ্ঞান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-
দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল
কলেজের ব্যবহার্য চসমা প্রস্তুতকরিয়া দিই
দে, মলিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাল্য ভাষার সুযোগ্য চিকিৎসকগণের
দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক
মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পত্রী চিকিৎ-
সকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। বার্ষিক মূল্য
মডাক ২১ মাত্র।

ডাঃ ডি. এন্স. হালদার,

কার্যাব্যাক,

অ.ম.স.বেড়িয়া প্রিন্টার

৩ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৫ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি পত্র ৪৫/- প্রত্যেকখানি ৯০/-

হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেগারটরী এবং সর্কোৎকট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল্য একটাকা মাত্র।

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২১ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্শীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। অস্ত্রের নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা অর্ন্ত করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্জহার এণ্ড সন্স

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্টাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

শিল্প, মাল, কাঠাল, প্রভৃতির গৃহস্থায়ী সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি মূল্যে বিক্রয় কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সকল পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবার বা এন্ট্রিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের সহিত অল্পতঃ মূল্যের অনুমান অর্ন্তক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:তে আদায় হয়। দর: ও এখানে লিখিয়া দিইবে।

কাজের লোক

তাই একটা পরামর্শ অপব্যয় করেন না।

এক ঘোড়ের হাওয়ায় ঐষথ সারাকাল পাওয়া ত' বার, কিন্তু সারাকাল ঘোড়া অর্ধেক ও ঘোড়ের অপব্যবহার বিহারশাখ টিক' ঐষথটিক' নে
যুক্ত, তাইকে কখনো। এতে শরীর শীত ও নিশ্চিন্ত আরাম হয়ই, খাবকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।
সকলপ্রকার ঘোড়ের জন্য, আজকাল সর্ববাসিন্দার মত হচ্ছে যে

হিন্দিংব্রাহ্ম

একমাত্র বহোবধ। অন্য অনেক ঐষথ থাকিতে পারে, বাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিন্দিংব্রাহ্মের বিশেষত্ব (১) প্রতি সাত্তার ফল (২)
১দিনে বস্ত্রাগার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি বখাও, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের
প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—মদ্য পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১২০।

আর, লগিন এও কোং—মানুষ্যাক্চারিং কেমিস্টন্স,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিন্দিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

১। কতরাং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৮ টাকা ধরা হয়। ১৭ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৫ "	৪ "	৩ "
৩ "	৩ "	৩ "	২ "
১ কলাম	৩ "	২ "	২ "
২ "	১৫ "	১১ "	১০ "

১২ বৎসরের কার্গজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

“কাজের লোক”।

১৪ নং অক্টোবর দস্তের লেন, বহুবাজার, কলি কাত



এক দিনের ভ্রমের দারুণ পরিণাম !

অসং-সংসর্গে গড়িয়া, নির্দোষ যুবকগণ, অবিবেচনার দোষে অনেক সময় অনেক কুৎসিত রোগে ভুগিতে থাকেন। লোকলজ্জায়, তাহারা রোগের কথা—অভিভাবকের নিকট বলিতে পারেন না, এবং অনির্দিষ্ট চিকিৎসায় আরও রোগবৃদ্ধি করেন। উপসর্গিক প্রমেহ বা গণোরিয়ায় ন্যায় ভীষণ ব্যাধি আর দ্বিতীয় নাই। পরিণামে ইহা হইতে দারুণ মৃতকঙ্কু রোগ জন্মে। আজীবন প্রকৃত্তা-বিহীন হইয়া থাকিতে হয়। শরীরে—গ্রাণি যেন লাগিয়াই আছে—আজ মাথাধরা, কাল জর, পরন্তু অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি নানারূপ উপজবে তাহারা অস্থির হইয়া পড়েন। আমাদের “প্রমেহবিন্দু” যে এই কষ্টকর রোগের একমাত্র প্রতিকারক মনোষধ—ইহা জানিতে পারিলে তাহাদের বোধ হয় এক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। প্রমেহবিন্দু ব্যবহারে, মূত্রনাগীর জালা, প্রস্রাবের কষ্ট, খড়িবৎ ও বোলা শ্রাব প্রভৃতি নির্দোষে নিবারিত হয়। গিচকারী প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। কেবলমাত্র ঔষধের সহায়তায়—দারুণ গণোরিয়া হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

মূল্যাদি—প্রতি শিল্লি প্রমেহবিন্দু ও এক কোটি বটিকার মূল্য ১১০ দেড় টাকা। ডাকঘাণ্ডলাদি ব্যয় ১০ সাত আনা।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আনুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮৩ ও ১৯ নং লোহার চিংপুকু রোড, কলিকাতা

নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ !

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২১টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে বাহারা গবেষণা ও হস্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাহাদিগকে যোগ্যতাসমারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০,

২য় পুরস্কার ৫০০,

৩য় পুরস্কার ২৫০,

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০,

২য় পুরস্কার ৩০০,

৩য় পুরস্কার ১০০,

৪র্থ পুরস্কার (৫টি) প্রত্যেকটি ৬০ হিসাবে

৫ম পুরস্কার (১০টি) প্রত্যেকটি ১০০ হিসাবে

নিয়ম :—বাহাদের কৃষি কার্যে অমুরাগ আছে, তাহাদের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্ধারিত হইবেন। সনত্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিবন্দী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পদীকার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম টিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত টিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1, Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা।

THE

BUSINESSMAN

কাজেরলোক

BR 24
1891

১২শ বর্ষ,
১১ম সংখ্যা।

New Series.
November 1918.

মুতন সংস্করণ।
নবেম্বর ১৯১৮।

Vol. XII.
No 11.



শানমেটো।

SANMETTO.

স্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের বাবতীয় পীড়া নিবারক
সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাকতীয় পীড়ার প্রস্তাবকালে তীব্র যন্ত্রনায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ প্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মুতে যন্ত্রবিক, যন্ত্রিক বা মেহবতিত যে কোন পীড়ার অকাল বর্জ্যক দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জননযন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্দোষে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রচলিত শিশির সহিত ব্যবহার্য ঔষধ থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/৬। সকল ডাক্তারপানার পাওয়া যায়।

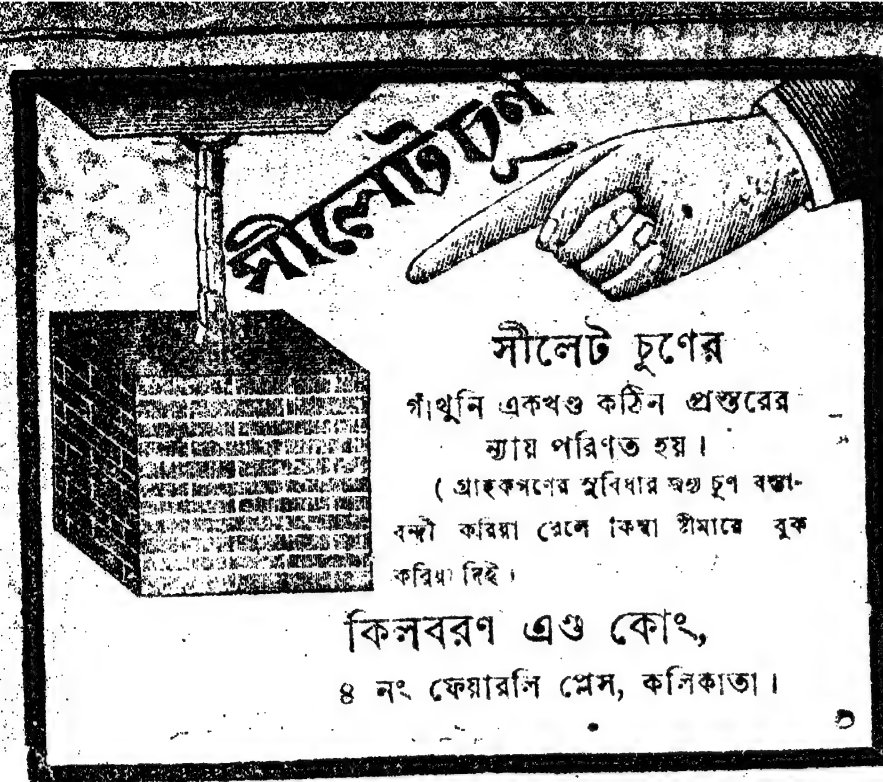
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫২ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক. ইউ, এস, এ।

OD CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের লোক বাফিস, ১৭ নং অক্টর রোডের দের, বহুবাজার, কলিকাতা।



সীলট চুণ

গাখুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ম্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকস্বপ্নের সুবিধার অল্প চূণ বস্তা-
বন্দী করিয়া গেলে কিম্বা সীমারে বুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি স্ট্রেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সবচেয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিভিসনে
বর্ণ ও রোগ্যাপনক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বানানুত, হৃদয় নিশ্চেষ্ট
জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার অলকিমোবান, সর্দি প্রকার
পিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও
যন্ত্রণার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্রান্ত এবং
হৃদয়জনিত জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার (কলেবোল) কলেবোর এবং
রক্তাক্রান্তের জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার আমল হুইনাইন টেবলেট
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রাম
করিয়া) ১/০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sole EVERYWHERE in INDIA and also in,
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worth, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address —
BATLIWALLA, WARLI Bombay.

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

হৃদয়ীয় স্ত্রীরোগ বলা বাধক, অতিশয়, এবং খেতপ্রবর, ঘ্রাণের দোষজনিত মৃতবৎসা দেহাদির অত্যন্ত মনো
ভগ্নের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলতার উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অতিশয় উৎসাহিত পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মত্ত
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের রক্তকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio
Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিলি
৩০০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কারের লোক, কলিকাতা।

বাণিজ্যিক কারের
মহোদয়।

জার্মানী

সর্বপ্রকার কারের
মহোদয়।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫০ টাকা।

জ্বরে বিজ্ঞরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর হাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে
সেবনে পথের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

জার্মানী বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জামুন।

আব্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

THE London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টী সেট

‘কাজের লোক’

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২১০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—
is repleted with useful articles on art and Industry.
Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”
Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture
Bengalee.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.”

The Indian Nation.

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিবৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুনির্দিষ্ট ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাত্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” বশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা পরীক্ষাফলস্বরূপে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মধ্য উদ্দেশ্য যেন পূর্ণতা হুসিদ্ধ হয়।”

সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বৎপরোনাতি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারসংগত, সেইরূপই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথা ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কাষাকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীতার।

আমরা মুকুর্ভ বশিতে পার ‘কাজের লোক’ পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায়

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্বাধিত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”

খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাত্রেই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বাকর।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপাধ্যায়ী “বেকারের” বন্ধু।

জ্ঞানার্গপণ।

বঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিকার করে, বঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রকৃতির প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রকৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বঙ্গালী।

বঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “বিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য কয়েকটি সংবাদপত্রও কৃষোদী প্রকাশ্যে করিয়াছেন, চাষের বিষয়, স্বাধীনতাশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলেন না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

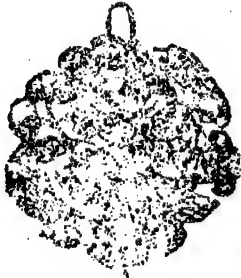
১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এনোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এনোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেক্ট ঔষধ, বহু ও অস্ট্রাচি, ইত্যাদি ইত্যাদি আমদানী করিয়া বৎসরান্তে মূলতমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অভ্যন্তরীণ নাল অতি সহজে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অখ্যান নহে) বিপুল আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম / ৫ ও / ১০ । কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার শাস্ত্র ঔষধ কোটি কোলা নল ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০ । সুদার মোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্য : মফঃস্বলের নাল অতি সহজে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।



ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭ ।

১৬১ নং বাহুবাজার স্ট্রীট, চেম্‌ব্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড ।

শিনি গোলার প্রস্তুত চিকিৎসা, চেন, পারী ও ইন্ডী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর সন্ধান বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আগ্রা সকল রকম রক্ত, টাইম্পিস, সোনা রূপায় পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিদ্যমান পাঠবেন।

দেশীয় ছাপার কালী

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে কুন্নী প্রদর্শিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদেব প্রতিনিধি বাইরা নমুনা দিখাইয়া আসিবেন। অতঃপাশ্চাত্য লিখুন।

মেঃ দাস ও সন্ত এণ্ড সন্স,

ইন্ডিয়ান ক্যালিকট্রাফ,

৩৪ নং চক্ৰবর্তী রোড, কলিকাতা ।

অতি সুলভে ছাপার কাজ ।

- ১। ব্লক বোয়ার্ড, ইলেক্ট্রো ব্লক, ড্রিক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক বারিশা, পুস্তক, লেটার হেডিং, খ্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্রাকার্ড, প্রভৃতি অতি সহজে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর খ্রীতি উপহার মাত্র কবিতা পর্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। দাবী টাকা ভিঃ পিতে আসায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অকুর দত্তের লেন, কলিকাতা

১৯০১ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত কাজের লোক ।

অপূর্ণ সুযোগ—২৭ টাকার স্থলে ১২৪০ সাড়ে বার টাকার বিক্রয় হইতেছে । যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও হইত তাহা হইলে সুবিধা যথোপযুক্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে । ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রচলিত দুটাপত্র পাঠান যায়, দুটাপত্র পাইলে না লইয়া থাকা নিকিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । পত্র লিখুন ।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্টর রোডের লেন, বহুবাজার কলিকাতা ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী । হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, হেড অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা ।

ব্রাঞ্চ—১ নং বনকিন্দ মেন, ১৪২ নং বহুবাজার স্ট্রিট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ৩১২ নং ব্রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । চাব ও ফুনিয়া ।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিলিতে ড্রাম ১/১০ ও ১/১৫ পরমা ।

কলোরা ও ব্রুসেলিসসার বায়, কোটা-ফেলা বয় ও পুত্রকনহ ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিলি বাক্যকরে ১০, ৩৬, ৬০, ৭২ ও ১২৪০ টাকা । ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস, শিলিউলস ইত্যাদিও হস্তত ।

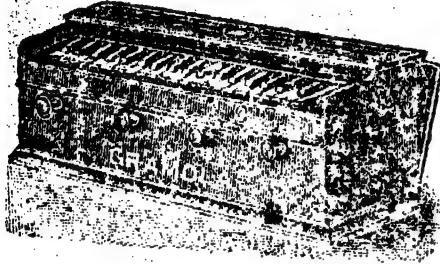
- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—৩২ সৎকরণ; সূত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বীধান মূল্য ১০ ।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সূত্র বীধান মূল্য ৫০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাঝেরই উপকারী ।
- ৩। ওসাউঠাতি ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিক ও মেডিকেল-মেডিক; কাপড়ে বীধান মূল্য ৫০ আনা ।
- ৪। ওসাউঠা চিকিৎসা—৩২ সৎকরণ; মূল্য ১০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাঝেরই উপকারী ।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৩২ সৎকরণ; কাপড়ে বীধান মূল্য ১০ টাকা ।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুগ্রহ মেডিকেল-মেডিক, ২-খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বীধান মূল্য ১৪ টাকা ।
- ৭। জননেদ্রিগের সীড (উপর্যুপ অমের প্রকৃতি রক্তরোগের বহনিত)—মূল্য ১০ আনা ।
- ৮। বাবসায়ী—ঔষধ গবেষণা ভট্টাচার্য্য প্রস্তুত; ৩২ সৎকরণ; কাপড়ে বীধান মূল্য ৫০ আনা ।

আমাদের এলোপ্যাথিক স্টোর—১০ নং বনকিন্দ মেন, কলিকাতা ।

বিশুদ্ধ ঔষধ শিলি বিশুদ্ধ ঔষধ একাইক আমদানী; মূল্য কলিকাতা হস্তত, সূত্র ও উপর্যুপের প্রকৃতি বহনিত ।

কাষের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সত্যে খারাপ হয় না। ইহার স্বর অতীব মধুর। শুণের তুলনার ইহার দ্বারা অতি অল্প।

৩ অক্টেড, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ইঞ্চ মূল্য ২০, ও ২৫,
এ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ইঞ্চ মূল্য ৩০, ও ৫৫,
দক্ষিণাবারু প্রস্তুত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২৫।

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহারাই কাজের লোকের মূল্য ২৫০ এবং মাত্র ৫০ অধিক দিলেই ১৯১১ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাষের লোক" হাতে দিতে পাইবেন। মকঃমলে ভিঃ পিঃ ও ডীকমঃগুল সতত লাগিবে। ম্যানেজার, কাষের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographs and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.
Commissions 2½ to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Samples Order from Rs. 10 upwards.
Shipment of Produce sold on Account.

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814).

1, Abchurch Lane, London, E.C.

Agents: "The Eastern" LONDON.

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রীট হইতে ৮১২ নং বেকিং স্ট্রীট বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫৬ নং পান্না মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুবলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অনন্দ হইবেন। ১ সেট্ রিড বুক ১৫, ২০, এবং ২৫। ২ সেট্ রিড বুক ২৫, ২৭৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৫০, এবং তদুচ্চ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এক বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৫ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০, এতদ্বিধ অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান বাঁধাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের স্বরের জন্য ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং বেকিং স্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, পরম কাপড়ের কীট, শিশুরাণের মশকের উকুন, মূলা-বান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” যাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা অস্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেয়ই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি ১০/-

মাঝারী ৫/-

ছোট ২/-

ডাকমাণ্ডল, ডিঃ শিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লভেজেন্স—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ১০/-।

কিটিংসের বনবন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ১০/-।

মিঃ বি. কে. পাল এণ্ড কোং

৭নং বোম্বাইল স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

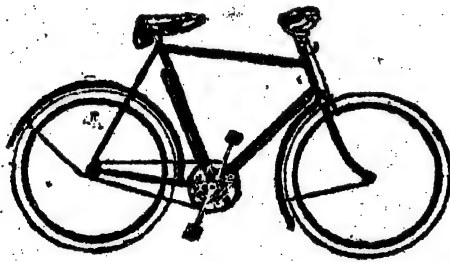


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তু ঐযদি না হইলে চিকিৎসাকার্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঐযদি বিত্ত —টাটকা, আমেরিকার এসিড ও প্রস্তুতকারক বোয়ালিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এম, নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ফীরোজ প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ আমাদের ঐযদি বিত্তের জন্যই আমাদের ঐযদি ব্যবস্থা করেন। সুসভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুঃখ। আমাদের যাদারটিংচার ১/০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ গ্রাম পর্যন্ত ১/০, ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্য তালিকা মিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্ট,

৩৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেক্ট্রিট অংশন, ব্রাক—৪৪ নং ওয়েলেসলি স্ট্রিট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাঁজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার ব্যবস্থা। কাঁজেরলোক কান্সেরই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল বকর সাইকেল ইহার সব্বাংশ সর্বসম। পাওয়া যায়। ছুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিব ক্যাটলস পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর

স্পিণ্ড ডান্সেল



টেরিস গ্রিপ, ও চেষ্ট-এক্সপ্লোরার হাতা নিয়ম মত ব্যাখ্যা করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া হয়, ইহা এক মত। স্ট্র-বল খেলার আশ্রয় কাহাকেও বলিতে ৭০০ নী। স্ট্রবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার ব্যবহারী জিনিষ সুসভে নিয়-মিথিত ঠিকানায় সর্বসম প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি হয়ে যদিও বিখ্যাত গায়ক গায়িকা দলের বসমুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিত্তর আশ্রয় উপভোগ করিতে চান, তবে একটুকর কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০ টাকা মাত্র। গানদের প্রমোদন আছে, জাহাঙ্গীর যদি অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা স্বাক্ষরিত প্রাতিদিনকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে । এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইচ্ছার সেবনের ফলে জননেত্রির যে কোন প্রকারেই পীড়া হউক না কেন, ইহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা স্বল্পদোষ ও অনিচ্ছান শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও বক্তব্যাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজবিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেকোন ইহাও শুণ্ড ও সেরুপ । ইহা বক্ষা, ক্ষয়, হাঁপানী, শ্বস্বভঙ্গ, গলা থুস্‌থুস্‌ প্রভৃতি ও কৃমি-কৃদের ও শ্বাস কৃন্তর অন্যান্য দলবিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা ক্ষয়, বক্ষা প্রভৃতি রোগের অন্তক যন্ত্রণ, তখন সামান্য সর্দি আসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র ।

মূল্য ১০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির বন্ধন । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিলি ১ টাকা ।

কবিরাজ নগিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১৯১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ ।

New Series

নব পর্য্যায় ।

Vol. XII

১১ শ সংখ্যা ।

November 1918.

নবেম্বর ১৯১৮ ।

No. 11

আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক
অগ্রগ্রাহক সহযোগী, বিজ্ঞাপনদাতা এবং
পুষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে আমরা বিজ্ঞার
সাদর সম্ভাবণ এবং অভিবাদন জ্ঞাপন
করিতেছি। আশা করি, সকলে কুশলে
আছেন।

বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই জলাভাবে প্রস্তুত
কসল শুক হইয়া যাইতেছে। মালেরিয়ার
প্রকোপে প্রত্যেক গৃহ হাঁসপাতালে পরিণত
হইয়াছে। মৃত্যু সংখ্যা সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে।
শরীগ্রামে বহু স্থলেই চিকিৎসক অভাবে
লোক বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু মুখে পতিত
হইতেছে। অতিকারের কোন উপায় নাই,
অসুস্থের পুজার লোকের হাহাকারে দীর্ঘন্ত
হইয়াছিল। সমস্তই মহামারীর ইচ্ছা—
এই যে প্রতি তাঁহার আর কৃপা কটাক
মৃত্যু। অসুস্থ জাতির প্রতি বৃষ্টি তাঁহার
মূলক শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা কর্তব্যক্ষেত্রে

আত্ম-প্রত্যয় ।

আজ আমাদের একরূপ অবস্থা কেন?
আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছি,
কোন বিষয়ে আমাদের আবলম্বন নাই, সেই
জন্য আজ আমাদের এ দুঃস্বপ্ন। আত্ম-
নির্ভরশীল জাতিরা উন্নতির পথে খরবেগে
ধাবিত হইতেছে, আর আমরা সর্বনিম্নে
পর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়া আছি। আমরা
আজকাল আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছি
কেন? ইহা আমাদের শিক্ষার দোষ,
স্বামীজি বলেন, “আজ কালকাল শিক্ষা পদ্ধতি
মহুবাধ গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া
জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে জানে। এইরূপ অনবস্থা
মূলক বা অস্থিরতা বিধারক শিক্ষা কিম্বা যে
শিক্ষা কেবল নৈতিকতাবই প্রবর্তিত করার, সে
শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষা ও ভয়ঙ্কর। একরূপ অনবস্থা-
মূলক শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা কর্তব্যক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হই বলিয়া আমাদের একরূপ দুঃস্বপ্ন
যে শিক্ষায় মনুষ্যের চরিত্র বল পরার্থ-উৎসাহ
সিংহ সাহসিকতা আইসে, যে শিক্ষায় প্রত্যেক
মনুষ্য নিজের উপর নির্ভর করিতে পারে
যে বিজ্ঞার উন্মেষে ইতর সাধারণ জাতি
সংগ্রামে সমর্থ হইতে পারে, সেই শিক্ষা
আমাদের এখন প্রয়োজন। পাশ্চাত্য
জাতিরা এইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া আত্ম-
শক্তিতে প্রভূত বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিখিয়া
ছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা আবলম্বন
যাহাদের আত্মশক্তিতে অগাধ বিশ্বাস, তাঁহারা
দাসত্ব প্রথার বিলোপানুরাগী উদার
লিন্‌কলনের ছায়া ব্যক্তি বলেন “I promise
I would do it.” তাঁহারা যে কার্য্য করিতে
সক্ষম করেন, তাহা উল্লেখন করিব।
বঙ্গগণের উপহাস, শত্রুর আক্রোশ
সহস্র বাধা সহ্য করিয়া বঙ্গবন্ধু

মূল্য ৩০ পাইসে ভূমি পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা ছিল, আর লাইব্রারী

কিন্তু এই সকল কার্যেও দুর্ভাগ্য বোধ
করেন না।

নেপোলিয়ন, বিমার্ক প্রভৃতি কৃষক-
সমূহ আত্মশক্তিতে অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল।
আত্মপ্রত্যয়ের বলে, তাঁহারা অসাধ্য সাধন
করিয়াছিলেন। সামান্য গ্রাম্য-কৃষক বালিকা-
জোয়ান-ডি-আর্ক আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবতী
ছিলেন বলিয়াই সহস্র ফরাসী সৈন্যকে বিপদ
হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

উইলিয়ম পিটকে যখন কর্মচ্যুত করা হয়,
তখন তিনি ডিউক-অফ-ডিনশায়ারকে
খলিয়াছিলেন “আমার বিশ্বাস, আমিই দেশকে
রক্ষা করিব; অন্ত কাহারও দ্বারা ইহা হইবার
সম্ভাবনা নাই।”

(Bancroft) ব্যানক্রফট বলেন যে,
১৮ সপ্তাহ ইংলণ্ড মন্ত্রীহীন হইয়াছিল, অবশেষে
ইল্ডগেথের পিটের ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া
তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যভার দেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোজে ভেন্টের
উন্নতি তাঁহার আত্ম প্রত্যয়ের জন্ত হইয়াছিল।
নেপোলিয়ান যেক্রপ নিজের ক্ষমতার উপর
বিশ্বাস করিয়া কার্য করিতেন, তিনিও সেই-
রূপ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান ছিলেন।

বাহারা দৃঢ়ব্রত, স্বাবলম্বী, আত্মশক্তিতে
বিশ্বাসবান, তাঁহাদের জন্ত কিরূপ ভাবে
সংসারে উচ্চস্থান নির্ণয় হয়, তাহা অবধান
করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির পথের
কষ্টকট আপনাই অপসারিত হয়। দারিদ্র্যতা
তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না, দুর্ভাগ্য
তাঁহার সঙ্কল্পকে বিচ্যুত করিতে পারে না, দুঃখ
কষ্ট তাঁহার উন্নতির পথে অন্তরায় হইতে
পারে না; কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকই তাঁহার
স্বপ্ন ভ্রষ্ট করাইতে সক্ষম হয় না।

যদি কেহ কখনো পান করিয়া ব্যবহার
শাস্ত্র ভাঙ্গ করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে
উৎসুক হয়, তাহা হইলে তিনি কখনো
কি ব্যবহার জীবদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ
করিতে পারিবেন? কখনই না। একরূপ
ব্যক্তির দ্বারা কোন কার্যই অসম্ভবরূপে হওয়া
সম্ভব নহে। যে কোন কার্যই কর না কেন,
উহা ভালভাবে একমনে করা উচিত; তাহা
না হইলে সে কার্যে উন্নতি করিতে পারিবে
না। যদি তুমি ভাল ব্যবহার জীবদের সহিত
আলাপ কর, তাহাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ
কর, আইনের আবহাওয়ার মধ্যে বাস কর,
নিজেকে আইন বৃক্ষে কলম বাঁধিয়া দাও, তাহা
হইলে অচিরেই ভালব্যবহারজীবী হইয়া উঠিবে।

আমাদের জনৈক ভগ্নস্বাস্থ্য উকীল বন্ধুকে
দেখিয়াছি, তিনি এত বেশী অধ্যয়ন করেন
যে আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই। বৎসরের
অধিককাল স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত তাঁহাকে
শৈলবাস করিতে হয়, তথাপি তিনি পরিশ্রম
করিতে বিরত হন না। অবিভাবক শুল্ক
সামান্য অবস্থা হইতে নিজ পরিশ্রম ও কার্যতৎ-
পরতার গুণে তিনি কিরূপ ভাবে ব্যবহার-
জীবদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার
করিয়াছেন, তাহা সকলের শিক্ষার বিষয়।

আশাহীন, উত্তমবিরহীন হইয়া নিরুৎসাহ
ভাবে দিনবাণন করিলে, কেহ কখনও উন্নতি
করিতে পারে না। অধিকাংশ ব্যক্তি সন্দেহ
দোলায় সর্ব্বদা হুলিতে থাকেন, সাহস করিয়া
স্বাধীনভাবে কোন কার্য করিতে পারেন না,
কারণ তাঁহাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নাই।
এইজন্য ইহারা সকল কার্যে অকৃতকার্য্য
হয়েন।

যতদিন তুমি অকৃতকার্য্যতার আবহাওয়ার
মধ্যে বাস করিবে এবং সন্দেহ ও উৎসাহ-
হীনতার বায়ু সেবন করিবে, ততদিন তুমি
কোন বিষয়ে সাকল্যলাভ করিতে পারিবে না।

অসম্ভবশক্তিতে ও অকৃতকার্য্যতা বিষয়ক
চিন্তা সমূহ দূর কর। বীরগণে নির্ভীক হইলে
নিজ গন্তব্যপথে অগ্রসর হও। “মস্তকের সাধন
কিন্তু শরীর পতন” জীবন বায় বাউক, কিন্তু
কার্য্য উদ্ধার করিব, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত
কার্য্য করিলে দেখিবে, তোমার সমস্ত বাধা
বিলম্ব অপসারিত হইয়া যাইবে, তুমি নূতন
রাজ্যে প্রবেশ করিবে, যেখানে সফলতা সদাই
বিরাজ করিতেছে।

প্রত্যেক বালককে শিক্ষান উচিত যে,
সে উন্নতি করিবে, তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন
হইবে। সামান্য বটবীজ অঙ্কুরিত হইয়া যেক্রপ
বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ তাহাদের
দ্বারা অশেষ প্রকার উন্নতির পথ উন্মুক্ত
হইবে।

কোমলমতি বালক বালিকাদিগকে ‘মৃৎ’
অপকার্য্য প্রভৃতি বলা উচিত নহে। “তোমা-
দের দ্বারা কিছু হইবে না, তোমরা কোন
কর্ম্মের নও” এইরূপ নেতিমূলক “শিক্ষা
বালকগণ শিশুকাল হইতে পাইলে অকর্ম্মণ্য ও
নিষ্ফল হইয়া যায়। কমন্স: উহারা একরূপ
অপকার্য্য হইয়া যায় যে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ
করিয়া কোন কার্য্য সাহস করিয়া করিতে
পারে না। তৎপ দারিদ্র্যতার জীবন নৈরাশ্র-
ময় হয়, ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। শারীরিক
পরিশ্রম করিতে লজ্জা বোধ করে, পরিশ্রম-
শীল কর্ম্মনিষ্ঠ মনুষ্য অনন্ত শক্তির আধার ইহা
যেন ভুলিয়া যায়, ক্রমে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হইতে থাকে, উহার ফলে অলস, দীর্ঘস্থলী,
মূর্থ, উদ্ধত, শঠ অবিবেকী হইয়া পড়ে।
পুনরায় সকলকে রজোগুণী হইতে হইবে।
অজ্ঞানরূপী শত্রুকে জয় করিয়া, সমৃদ্ধশালী
হইতে হইবে, তবেই পাশ্চাত্য দেশবাসীর
সমকক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা।

তোমরা স্বাবলম্বী ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস
বান হও। তোমার শিরায় শিরায় ধমনীতে

ধর্মনীতে আত্মনির্ভরশীলতা বিরাজ করুক। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া আজ আমাদের এই দুর্দশা, পুনরায় যতদিন না তোমরা সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবে, ততদিন কোন উন্নতি হইবে না।

প্রত্যেক আত্মাই নির্মল, স্বচ্ছ জলের মত, উহাতে কোনরূপ অবিলম্ব নাই। উহাকে বেরূপ আবরণে আচ্ছাদিত করিবে সেইরূপ উহা প্রতিবিম্বিত হইবে। তুমি যদি নিজেকে সর্বদা হীন মনে কর, তাহা হইলে বাস্তবিকই হীন হইয়া যাইবে এবং তোমার জীবন অন্ধকারময় ঘৃণা ও নিন্দনীয় হইয়া পড়িবে।

নিগ্রো কণ্ঠস্বর ওয়াশিংটনের ভাষায় সকলকে বুদ্ধান উদ্ভিত, "তুমি মানুষ! তোমার নিজের মাথা ঘামাইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, তোমার স্বাধীনভাবে কাজ করিবার শক্তি আছে, তুমি পেরে সাহায্য না গিয়া কাজ ও চিন্তা করিতে থাক। তুমি কর্তৃত্বপূর্ণ নানা অল্পভানের সৃষ্টি করিতে লাগিয়া যাও। তুমি কি সর্বদা অপর লোকের কেরানী মাত্র থাকিবে? তুমি কি পরকায় চিন্তার অনুবাদক মাত্র রূপে জীবন কাটাইবে? না—তুমিও লোকজন খাটাইতে শিখ। তুমিও দশজনকে কাজে নামাইতে চেষ্টা কর। তুমি মানুষ, তুমি কণ্ঠকণ্ঠী হইবার আকাঙ্ক্ষা কর, ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠকেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার জন্ত উদ্যোগী হও।"

হার! তোমরা রাজরাজেশ্বরী বিশেষরীর পুত্র হইয়া আজ ভিখারীর গ্রায় একমুঠা অন্নের জন্ত, একটির বসনের জন্ত লালায়িত। তোমাদের এরূপ ঘৃণা নিরাশাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে বাস করা সাজে না। "তোমরা অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী" অজ্ঞান আবরণে নিজেকে ভুলিয়াছ। তোমাদের আত্মবোধ জাগরুক হউক। তোমরা আবার আত্মনির্ভর শীল হও। সাধনা কর সিদ্ধ হইবে। সিদ্ধ

হইলে দেখিবে, যেন তোমাদের অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।"

শ্রীরাধারমণ সেন।

গোরকপুর।

নূতন চড়কা।

দশবৎসর পূর্বে আমি শ্রীরামপুরের হুতা ও কাপড়ের কল দেখিতে গিয়াছিলাম। এখন ঐ কলের নাম "বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল।" চড়কায় যে প্রণালীতে হুতা কাটা হয়, কলে অনেকটা তাহারই অনুলকরণ করা হইয়াছে এবং অতি দ্রুতগতিতে হুতা হইতেছে। কলে তুলা উত্তন পেঁজা হয় বলিয়া হুতাও ভাল হয়। চড়কার হুতা কাটিতে তুলা হাতে করিয়া জড়াইয়া নিতে হয় এবং হুতা পাক হইলে হাত পুনরায় টাকুরার নিকট আনিয়া হুতা জড়াইয়া দিতে হয়। টাকুরা হইতে নাটাইতে, নাটাই হইতে চড়কিতে ও চড়কি হইতে নলিতে হুতা নিতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন। হুতা প্রস্তুত সময়ে হুতা নলিতে অথবা চড়কিতে জড়াইয়া নেওয়ার কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে ননস্ত করি। তখন আমার মনে হয়, হুতার মাথায় পাক না দিয়া তুলা ঘুড়াইয়া হুতায় পাক দিলে এই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে এবং হুতাতে প্রস্তুত সময়েই পাক লাগান হইতে পারে। প্রথমতঃ আমি একটা কাটাগুত্র টাকুরার মাথায় তুলা বসাইয়া পাক দেই ও হুতা নলিতে জড়াইয়া দেই। দেখিতে পাইলাম, টাকুরার মাথায় বেশী তুলা আটকাইয়া রাখা যায় না, বেশী তুলা দিলে তুলা খসিয়া আসে। তৎপর একটা নলের ভিতর তুলা পুরিয়া ছিদ্র পথে হুতা বাহির করিবার চেষ্টা করি। ছিদ্রপথে হুতা বাহির হয় না; কেননা হুতা এদিক ওদিক হইতে আঁশ ধরিতে যায়, ছিদ্র

পথে তাহা হয় না। তখন নলের মুখে একটা লম্বা অপরিষদ কাটা দিয়া দেখিলাম, বেশ হুতা হয়। কিন্তু ঐ কাঁকের কোনার মাঝে মাঝে হুতা আটকাইয়া যায় এবং হুতা ও ঘুড়িয়া ফিরিয়া নানা স্থান হইতে আঁশ সংগ্রহ করিতে পারে না। আমার মনে হইল, একটা কাঁকের পরিবর্তে যদি কোটার মুখে স্পাইরাস স্প্রিং বসাইয়া দেই, তবে তুলাও বেশী বাহির হইতে পারিবে না, হুতাও অনেক স্থান হইতে আঁশ সংগ্রহ করিতে পারিবে। এই স্পাইরাস স্প্রিং দ্বারা আমি বিশেষ কললাভ করিয়াছি। হুতা হুতা করিতে স্পাইরাস স্প্রিংটা হস্ত তারের প্রস্তুত করিতে হয় ও স্পাইরাসের কাঁক ও কমাইয়া দিতে হয়। বিষয়টা অতি সামান্য। কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই উপায়টুকু লাভ করিতে অনেকটা সময় লাগিয়াছে। যদি আমার এই ক্ষুদ্র আবিষ্কার দ্বারা বর্তমান সময়ে দেশের কিছু উপকার হয়, তবে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

মহামাণ্ড গভর্নর সাহেবের আগমন উপলক্ষে ময়মনসিংহে একটা চড়কা প্রদর্শনী হইয়াছিল। আমি তাহাতে গভর্নর সাহেবকে আমার চড়কার কাণ্ড প্রণালী দেখাইয়া দিলাম। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "It has great possibilities" এই চড়কা অতি সহজেই "automatic" করা যাইতে পারে অর্থাৎ একটা চাকা ঘুড়াইলেই হুতাও হইবে চড়কি অথবা নলিতে কলের দ্বারা হাতের সাহায্য ব্যতীত হুতা জড়াইয়া যাইবে। তাহার সহজ উপায় আমি উদ্ভাবন করিয়াছি। কিন্তু মফঃস্বলে ভাল কারখানার অভাবে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই। স্পাইরাস স্প্রিংসহ কোটা যত দ্রুত ঘুরিবে ও যত দ্রুত হুতা টানিয়া লওয়া যাইবে, তত অধিক পরিমাণে হুতা হইবে। হাতার

পুরাতন 'কাজের লোক' শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

একপাকে যদি কোঠার ১৬ পাক হয়, তবে ইঞ্চি হুতা বাহির হয়। হাতার একপাকে কোঠার অধিক পাক দিলে সর্বদাই এই অল্পপাত রক্ষিত হইবে। দাঁতবৃদ্ধ বড় ও ছোট ঢাকা ব্যবহার করিলেই এই ফল পাওয়া যায়, তাহা অতি সহজসাধ্য। আমি কোঠার সঙ্গে এক ইঞ্চি ব্যাসের রবারের ঢাকা লাগাইয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছি আমি সাধারণতঃ কলে দুইটা বড় ঢাকা ব্যবহার করিয়া থাকি। একটা ঢাকা দিলে প্রতি সেকেণ্ডে হাতা অনেকবার ঘুড়াইতে হয়, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ পরিশ্রম হয় না। একটা ঢাকা ব্যবহার করিলে ৬ ঘণ্টায় ১ পোয়া হুতা কাটা যায়। ৪০নং এর অধিক হুতা হুতা কাটিতে সময় কিছু বেশী লাগে। হুতা যত হুতা হয়, পাকও তত বেশী লাগে। হুতা হুতা মোটা হুতা হইতে অনেকটা অপেক্ষাকৃত শক্ত। দুটা ঢাকা ব্যবহার করিলে ৬ ঘণ্টায় অর্ধসের হুতা কাটা যায়।

এই কলে ইচ্ছামত কোঠার সংযোগবৃদ্ধি করা যায়। তবে হাতের জোরে কল চালাইতে মশটা কোঠার বেশী চালান সম্ভব হইবে না। এক যোগে ৫টা কোঠা চালাইলেও আমার বিশ্বাস, একজন লোকের দৈনিক পারিশ্রমিক বেশ পোষাইবে।

এই কল কাঠের, পিতলের ও লোহার ঢাকা দ্বারা প্রস্তুত করা যায়। হুতা প্রস্তুত করিতে জোড় অতি সামান্যই লাগে, হুতার কলে কাঠের ঢাকার দাঁত নষ্ট হয় না। অনেক দিন টিকিতে পারে। দামও অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং সর্বত্র মেরামত করা যায়।

ইতি মধ্যে ঢাকার কৃষিবিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাপড়ের দাম প্রতিজোড়া কত দিলে লোকে হুতা কাটা ছাড়িয়া দিবে। আমি বলিলাম, ৭ টাকায় এক জোড়া কাপড় পাইলে লোকে হুতা কাটিবে না। এই অল্পমান ঠিক কিনা জানি না। প্রকৃতপক্ষে দেশে অনেক সংখ্যক হুতার কল প্রতিষ্ঠিত না হইলে দেশের উন্নতি দূর হইবে না। তবে চড়কা দ্বারা সাময়িক অভাব কতকটা দূর হইতে পারে। উৎসাহের সঙ্গে ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল চালাইলেও সামান্য অর্থাগম হয় না। জাপান তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

উকিল, জজকোট, ময়মনসিং।

Household Informations.

গার্হস্থ্য-জ্ঞাতব্যবিষয়।

—:—:—

১। হুত্বের শত্রু আলোক, আলোক লাগিলে হুত্বের গুণ নষ্ট হয় এবং অপকারী হইয়া থাকে। কিন্তু রন্ধীন বোতলে হুত্ব পুরিয়া রাখিলে অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

২। আব্দুল হাড়া রোগে যখন ভয়ানক দপদপানী যন্ত্রণা থাকে, তখন হিং মিশ্রিত গরম জলে আব্দুল ডুবাইয়া রাখিলে আশু যন্ত্রনার লাঘব হয়। তবে পূজ বাঞ্চিলে যে উপকার হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ।

৩। মধু এবং লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া দধি স্থানে প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রনার উপশম হয়।

৪। আজন্ম রোগীর নিকট বসিলে বা তাহার তামাক খাওয়ার ধূম খাস লইলেও এই রোগের আক্রমণ হয়, সুতরাং হাঁপানী রোগীর নিকট হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়স্কর।

৫। সর্পাঘাতে তেলাকুচার পাতার রস ব্রহ্মতালু এবং ক্ষতস্থানে মাখাইলে এবং রোগীকে ঐ রস খাওয়াইলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

দয়ালু ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক। হাগা, লোকটা তোমার কে? জী। আমার খোড়া স্বামী। চলতে পারেন না, তাই গাড়ীতে করে টেনে টেনে ভিক্ষে করে বেড়াই।

ভদ্রঃ। তবে ত তোমার ভারি কষ্ট। তোমাকেই কি সারাদিন গাড়ী টানতে হয় আর কেউ নাই?

জীলোক। আজ্ঞে কখন উনিও আমাকে টেনে নিয়ে যান, আবার কখনও আমিও টেনে নিয়ে যাই।

ভদ্রঃ। ও—হরি! তবে তোমরা কেউ খোড়া নও, খোড়া সেজে বেড়াও।

গাড়ী হতে পুরুষটা বললেন, বেটার বুচ্ছি দেখলে, জেরায় ঠকে গেল।

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য কথা।

বস্ত্র সমস্যা।

অনুসন্ধানের গবর্ণমেন্ট জানিতে পারিয়াছেন, কতকগুলি লোক বাহারা বস্ত্র-ব্যবসায়ী নহে, বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির সুবিধা দেখিয়া অনেক বস্ত্র খরিদ করিয়া মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় মাল বদ্ধ করিয়া রাখে। বাঙ্গালী গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন, বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির পূর্বে হইতে বাহারা কলিকাতায় বস্ত্রের কারবার করিতেন কেবল তাহাদেরই বস্ত্র বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইবে, লাইসেন্স ব্যতীত কেহ বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। বাহারা বস্ত্র ব্যবসায়ী নহে, তাহারা বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া বিক্রয় জন্ত ২৫।১০।১৮র পর আর বস্ত্র খরিদ করিতে পাইবে না, এবং তাহাদের মজুদ মাল ৩১।১।১৯ মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিবার জন্ত একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহাতে চারিজন সাহেব, তিনজন মাড়োয়াড়ী এবং একজন বাঙ্গালী (রাজা হুবীকেশ লাহা সি, আই-ই) আছেন, লাইসেন্স জন্ত আবেদন অবিলম্বে গ্রহণ করা হইবে। নবেম্বরের শেষ সপ্তাহ হইতে প্রতি মাসে এক হাজার গাঁট মূল্য বস্ত্র বোম্বাই মিল-সমূহ হইতে কলিকাতায় আমদানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

স্ট্যাণ্ডার্ড বস্ত্রের কথা।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন 'বস্ত্র বিল' পাশ হইয়া পাকা আইনে পরিণত হইয়াছে। স্ট্যাণ্ডার্ড অর্থাৎ "মার্ক মারা" কাপড় কিরূপ হইবে, তাহার একখানি নমুনা অনাবরণে প্রযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

দেখানো হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু তাহা দেখিয়া পছন্দ করিয়াছেন; বলিয়াছেন,—এই কাপড় বাঙ্গালা দেশে বেশ চলিবে। আমরা এই কাপড় দেখি নাই; সুতরাং কিছু বলিতে পারি না। তবে শুনিয়াছি, ইহা ২০ নম্বর হুতার কাপড়। বলা বাহুল্য, ২০ নম্বর হুতার মোটা কাপড়ই হয়। এই কাপড়ের প্রতি বর্গ-গজের খরচা পড়িবে সাড়ে পাঁচ আনা; ইহার উপর বোম্বাই হইতে বঙ্গদেশে আনিবার বহনী খরচা আছে এবং কলওয়ালাদের লাভ আছে। ফলে, একখানা আট হাত লম্বা দুই হাত চওড়া কাপড় তৈয়ারি করিতে শুধু খরচাই পড়িবে ১৮/০ এক টাকা ছয় আনা; জোড়া ২৮/০ এগার টাকা। ইহার উপর কলওয়ালার লাভ ও বহনী খরচা প্রভৃতি ধরিলে, এক জোড়া আট হাতী স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের দাম পড়িল তিন টাকা আন্দাজ। ঐ হিসাবে দশ হাত লম্বা আড়াই হাত চওড়া একখানা কাপড় তৈয়ারি করিতে খরচা পড়িবে ২৮/০ দুই টাকা দুই আনা; অর্থাৎ প্রতি জোড়া ৪৮/০ চারি টাকা চারি আনা। ইহা হইল বোম্বাইর কলের পড়তা। তাহার পর বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আনিবার খরচা আছে। অবশ্য সে জোড়া প্রতি তেমন কিছু বেশী নহে। ফলে, দেখা যাইতেছে, বস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে ঐ কাপড় এক জোড়া ৪৮/০ সাড়ে চারি টাকায় মিলিতে পারিবে। শুনা যায়, দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের জন্ত দুই রকম কাপড় তৈয়ারি হইবে; এক রকম,—৯ হাত, ৩৯ ইঞ্চি বহরের, আর এক রকম ৯ হাত, ৪২ ইঞ্চি বহরের। ইহার দামও যথাক্রমে জোড়া প্রতি ৩০ তিন টাকা চারি আনা ও ৩০ তিন টাকা আট আনা নির্দিষ্ট হইবে। দামটা টাকায় আনায় ঠিক এইরূপই না হউক, ইহার কাছাকাছি হইবার কথা। একটা সুবিধা এই হইবে যে, কোন বস্ত্রবিক্রেতাই

বাধা দামের উপর একটি পরমাণু অধিক দাবী করিতে পারিবে না। কাপড়ের ভাগো বাহাই হউক না কেন, কাপড় যেমন মোটা মোটা কিন্তুত কিমানকার হউক না কেন,—দোকানদারেরা যে হাতে মাথা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এইবার তাহাদের সে গুড়ে বালি পড়িবে। বাধা দামের উপর একটা পরমাণু বেশী লইলেই একেবারে ছয় মাস জেল। নবেম্বর মাসের প্রথমেই এক হাজার গাঁট স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বোম্বাই হইতে এদেশে আসিয়া পৌছিবার কথা। তখন হইতে প্রতি মাসে এক হাজার গাঁট করিয়া এই কাপড় গবর্ণমেন্ট আমদানী করাইয়া নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করাইবেন। এই কাপড় আমদানি হইলে, অনেক দরিদ্রেরই সুবিধা হইবে, অনেকে কতকটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। ইহার প্রভাবটা যে কিছু পরিমাণে বিলাতী কাপড়ের উপরও পড়িবে না, এমন নহে। বাজার নরম হইলে বিলাতী কাপড়েরও দাম পড়িয়া যাইবে। তবে কথা এই, নবেম্বর মাসের পূর্বে এই অল্প মূল্যের কাপড় কলিকাতায় বাজারে আসিবে না, ততদিন উপায় কি?

বীমায় জুয়াচুরী।

কলিকাতার "ইউনিভার্সাল এন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড"র ডিরেক্টর জে সরকার, স্ট্রানাচরণ সরকার এবং উপেন্দ্রনাথ সেন বি-এ, এই তিন জনের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা-চাঁদপুরের মহকুমা-মাজিষ্ট্রেটের এজলাসে যে জুয়াচুরির মোকদ্দমা চলিতেছিল, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর তাহার রায় বাহির হইয়াছে। গত বৎসর আগষ্ট মাসে এই মোকদ্দমা দায়েরা হয়; প্রায় ১৬০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল এবং ২০০ দলিলাদি দাখিল হইয়াছিল। মহকুমা-মাজিষ্ট্রেট প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৮/০ টাকা ছিল, আর লাইব না।

ব্যাপী রায় লিখিয়াছেন। প্রথম দুই জন আসামীকে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়া হাকিম প্রজেক্টের তিন দফায় যথাক্রমে তিন মাস, এক বৎসর এবং ছয় মাস করিয়া কঠোর কারাদণ্ড বিধান করেন। শুধু তাহাই নহে; ইহার উপর এক হাজার টাকা জরিমানা; টাকা না দিলে আরও ছয় মাস করিয়া সশ্রম জেল। তিন দণ্ডই এক সঙ্গে চলিবে। তৃতীয় আসামী উপেন্দ্রনাথ সেন খালাস পাইয়াছেন। বীমায় জুয়াচুরীটা এদেশে কত দিনে নিবৃত্তি পাইবে?

পাথুরে কয়লার কথা।

কোল কন্ট্রোলার বা পাথুরে কয়লার মূল্য নিয়ামক মিঃ গডফ্রে সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা এবং সহর-তল্লীর রেজেষ্টারী করা এবং লাইসেন্স লওয়া খুচরা নগদ পাথুরে কয়লা বিক্রেতার। কেহই দশ আনা মনের অধিক দরে কয়লা বিক্রয় করিতে পাইবে না;—ডিপোর দর পূর্ববৎ আট আনাই আছে। গডফ্রে সাহেব আরও বিজ্ঞাপন দিয়াছেন,—শস্ত্র এবং পশুর খাওয়াদি প্রেরণের জন্য রেলগাড়ীর অত্যন্ত টানাটানির ফলে অভাবানুযায়ী সমস্ত পাথুরে কয়লার সরবরাহের গাড়ী যোগানো এক্ষণে অসম্ভব; সুতরাং ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে গুরুতর প্রয়োজনের বিবরণ না লিখিলে, কিছ্র ইটের প্রয়োজন তাহা না লিখিলে,—ইটের প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি না হইলে ইট পোড়াইবার কয়লার নিমিত্ত স্পেশাল ইন্ডেন্টের সরবরাহের জন্য গাড়ী মঞ্জুর করা হইবে না। ভেরিফায়িং অথরীটির নিকট ইন্ডেন্টের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়তার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষের বাটি, স্কুল, ষ্টাফ কোয়ার্টার্স বা অন্য প্রয়োজনীয় আফিস

নির্ণাণের জন্য ইট তৈয়ারি বিশেষ ব্যবহার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

বঙ্গের স্বাস্থ্য সংবাদ।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য রিপোর্টে এই অসংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে ১৯১৭ সালে বঙ্গের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। ১৯১৬ সালে জন্ম সংখ্যা হাজার করা ৩১৮০ ছিল, গত বৎসর ৩৫৯১ হইয়াছে। হাওড়া ও বাঁকুড়া ব্যতীত আর সর্বত্রই জন্ম সংখ্যা বেশী হইয়াছে। ১৯১৬ সালে মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ২৭৩৭ ছিল, ১৯১৭ সালে ২৬১৯ হইয়াছে। ১৯১৬ সাল অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা ১,৮২,২৮১ বেশী ও মৃত্যু সংখ্যা ২ লক্ষ কম হইয়াছে। বঙ্গের জেলা সমূহের মধ্যে দারজিলিং জেলা ও সহর সমূহের মধ্যে কারসিয়ং সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। তরাইর জঙ্গলই দারজিলিংএর অস্বাস্থ্যকর কারণ, ঐ জেলার মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৩৮৬। কারসিয়ং সহরের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৪৯২। নন্দমার দোবেই কারসিয়ং বড় অস্বাস্থ্যকর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, ইহা খুব আনন্দের সমাচার। গত বৎসর এক বৎসরের কম বয়স্ক শতকরা ১৮.৫ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা শিশুর পক্ষে যমের বাড়ী, এখানে শতকরা ২৩.৯২ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। সাধারণ মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ২৭৩৭ কিন্তু বঙ্গের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ১৮৫। কি কি ভয়ঙ্কর কথা! কলিকাতায় হাজার শিশুর মধ্যে এক বৎসর পার না হইলেই ২৩৯ জন কালগ্রাসে পতিত হয়। বালা বিবাহ, সূতিকার ঘরের শোচনীয় অবস্থা, অশিক্ষিতা ধাত্রী ও নারীদের নির্মল বায়ু ও ব্যায়ামের অভাবই শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ। অরুই বঙ্গদেশের সাংখ্যাতিক ব্যাধি। গত বৎসর ৮,০২,৭৫৮

জন অরে মরিয়াছে। বিগত ৩ বৎসরে ইউরোপের মহাসমরে ইংলণ্ডের বত লোক কম হয় নাই, এক জর রোগে তাহা অপেক্ষা বেশী লোক বঙ্গদেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলীর মত এই, যে স্থান জলপ্লাবিত হর, যেখানকার নদনদীতে বারমাস শ্রোত থাকে, সেখানে ম্যালেরিয়া কম হয়। তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখিয়াছেন, পূর্ববাঙ্গালা বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়, নদী সকল বারমাস প্রবহমান থাকে সুতরাং ঢাকায় হাজার করা ১৩৭৪, ত্রিপুরায় ১৩৫৪ জন ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে কিন্তু উত্তর বাঙ্গালার নদী সকল মরিয়া যাইতেছে, সুতরাং দিনাজপুরে ম্যালেরিয়ায় হাজার করা ৩৩২৭, রাজসাহীতে ২৯৯০, জলপাইগুড়িতে ২৯২০ ও রঙ্গপুরে ২৭০৬ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ডাক্তার বেণ্টলী জঙ্গীপুরের কতকটা স্থান জলে ডুবাইবার আয়োজন করিয়াছেন। মিনগ্রাস নামক স্থান হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য এখানকার ভূগর্ভে নন্দমা তৈয়ার করিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ধমানের সিঙ্গারাম কয়লা খনির জল মাটির উপর দিয়া নন্দমা কাটিয়া বাহির করিবার উত্তোগ করা হইতেছে। বর্ধমানের নিকটবর্তী বাঁকা নদীর তীরে কতকগুলি গ্রাম জলে ধৌত করিবার কলনা হইয়াছে। ঐ সকল উপায়ে ম্যালেরিয়া কম হয় কিনা বর্তমান বর্ষাকালের পর তাহা বুঝা যাইবে। ফলাফল নির্ণয় করিবার জন্য কয়েকজন সবআসিষ্ট্যান্ট সার্জনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কুইনাইন যে ম্যালেরিয়ায় প্রতিষেধক, ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলায় দুয়ার অঞ্চলকে লোকে ঋশান আখ্যা দিয়াছিল। ১৯০৬ সালে ২০০ ইংরেজের মধ্যে তথায় ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু যেদিন হইতে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আর তাঁহাদের কেহ ব্রাহ্ম ওয়াটার জরে আক্রান্ত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে দ্রীহা কমই দেখা যায়। ইংরেজেরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকেন। এখন ছুরায় অনেকটা স্বাস্থ্য-কর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। স্বাস্থ্যের প্রতি গবর্ণমেন্টের আজও তেমন মনোযোগ হয় নাই। মণ্টেগু রচিত ভারতশাসন সংস্কার প্রস্তাব যদি আইনে পরিণত হয়, তবে বাঙ্গলায় স্বাস্থ্যবিভাগ বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত হইবে। তখন বাঙ্গালীর প্রাণরক্ষার জন্ত বিশেষ আয়োজন করা হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। (সঞ্জীবনী)

বঙ্গ লবণ।

বঙ্গোপসাগরের লবণায়ু হইতে পূর্বে বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত, সে লবণে বঙ্গের অভাব পূর্ণ হইতই, অধিকন্তু বিদেশেও সে লবণ রপ্তানি হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন বাঙ্গালীকে লবণের জন্ত পরমুখপ্রেক্ষী হইতে হইয়াছে। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে মেসার্স এণ্ড্রু ইউল কোম্পানি বঙ্গদেশে পুনরায় লবণ প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এজন্ত ঐ কোম্পানি মেদিনীপুর জেলাতে, সমুদ্র তীরে পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং লবণ প্রস্তুত ও পরিষ্কার করিবার জন্ত যন্ত্রাদিও আনাইয়াছেন। এই লবণের ব্যবসায়ে এণ্ড্রু ইউল কোম্পানি প্রচুর লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই। বঙ্গে ধনবানের অভাব নাই, কিন্তু এইরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া ও অর্থবৃদ্ধি করিয়া কয়জন বাঙ্গালী ধনকুবের হইতে পারেন? বঙ্গের ধনবানদিগের এইরূপ নিশ্চেষ্টতাই আমাদের দুর্ভাগ্যের অন্ততম কারণ।

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

আমরা অতীব শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, পূর্ববঙ্গের বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ১৪ই আশ্বিন সূর্যোদয় কালে তিনি তাঁহার পরিজনবর্গকে অকুল শোকসাগরে ভাসাইয়া, সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। বর্ণা-বরপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু বড়ই শোচনীয়। অর্থাভাবে তাঁহার চিকিৎসা একপ্রকার হয় নাই বলিলেও অত্যাধিক হইবে না; তারপর, আত্মীয় স্বজনভাবে তাঁহার সেবাশুশ্রূষাও রীতিমত হয় নাই; অধিকন্তু, তাঁহার শবদেহ ‘রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণ’ কর্তৃক শ্মশানে নীত ও ভস্মীভূত করা হইয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে ঢাকার সাহিত্যসেবীদিগের যে কোনই ক্রটি বা অপরাধ নাই, এমন কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। কারণ, গোবিন্দ বাবুর পীড়া বা মৃত্যুসংবাদ তাঁহার বাসার লোকেরা যথাকালে কাহাকেও জ্ঞাপন করেন নাই।

মৃত্যুর মাত্র ১০।১২ দিন পূর্বে গোবিন্দ বাবু তাঁহার ঋণপরিশোধ জন্ত অর্থসংগ্রহোদ্দেশ্যে তাঁহার নাবালক ছোট পুত্রটিকে সঙ্গে করিয়া ঢাকায় আগমন করেন। গতপূর্ণি বৃথবার দিন তিনি এই পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়ে তাঁহার কোনও রোগ ছিল না। গত রবিবার দিন সন্ধ্যাকালে স্থানীয় ‘উকিল লাইব্রেরী’ গৃহে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের’ গত অধিবেশনের হিসাব নিকাশের সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ যখন সম্মিলনের উদ্ভূত অর্থদ্বারা গোবিন্দচন্দ্রের ঋণ পরিশোধ এবং তাহার

ভাবী ভরণপোষণের জন্ত ‘গোবিন্দচন্দ্র সাহায্য ভাণ্ডার’ নামক একটি স্থায়ী তহবিল গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন উকিল শ্রীযুত কামিনীকুমার সেন মহাশয় বলেন যে, কবিবর গোবিন্দচন্দ্র আজ ৪।৫ দিন যাবত ‘সমর জরে’ শয্যাশায়ী হইয়াছেন; অর্থাভাবে তাঁহার পথা-পাঁচন চলা কঠিন হইয়াছে।

কামিনীবাবুর নিকট গোবিন্দবাবুর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া কয়েকজন বন্ধু সোমবার দিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঢাকার সাহিত্যসেবীগণ যে তাঁহার ঋণ পরিশোধ জন্ত সাহিত্য সম্মিলনের উদ্ভূত ৭০০ টাকা তাহাকে দান করিয়াছেন, সে সংবাদে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন, এবং বলেন যে, এই শুভসংবাদে তিনি আন্তরিক আনন্দানুভব করিলেও শরীর বেদনার দরুণ শারীরিক আনন্দভোগ করিতে পারিতেছেন না। আমরা তাঁহার দুই একজন বন্ধুর নিকট ইহাও শুনিয়াছি যে, সোমবার সন্ধ্যার পরে তাঁহার শরীর বেদনা একটু বৃদ্ধি পাইলেও জর খুবই কম ছিল, এবং সে সময় কেহই এরূপ অনুমান করিতে পারেন নাই যে, অল্প কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। মঙ্গলবার দিন বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হই এবং ইহাও জানিতে পারি যে, স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণই গোবিন্দচন্দ্রের শবদেহ সংকার করিবার জন্ত শ্রামপুরের শ্মশান ঘাটে লইয়া গিয়াছে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের জন্মস্থান ঢাকা জিলা-স্বর্গত ভাওয়াল পরগণাধীন জয়দেবপুর গ্রামে। গোবিন্দচন্দ্র শৈশবে পিতৃহীন হইলে, ভাওয়ালের তদানীন্তন জমিদার প্রাঃস্বরগীয়া রায় ৬কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয় দয়া করিয়া নিঃস্ব গোবিন্দচন্দ্র, তাঁহার ভ্রাতা ও

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

মাতার প্রতিপালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। গোবিন্দচন্দ্রের ৬৭ বৎসর বয়সের সময় তাহার বিচারান্ত হয়। তিনি প্রথমে তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় এক পিতৃবোর নিকট কলার পাতায় লিখিতে আরম্ভ করেন। একদিন রাজা বাহাদুর বালক গোবিন্দের অনন্তসাধারণ প্রতিভা দর্শন করিয়া তাঁহার শিক্ষার ভার রাজকুমারী শ্রীযুক্তা কৃপামণী দেবীর গৃহ-শিক্ষকের উপর অর্পণ করেন। শ্রীযুক্তা কৃপামণী দেবী ও গোবিন্দচন্দ্র প্রায় সমবয়স্ক। গোবিন্দচন্দ্রের মধুর আচরণে রাজকুমারী তাহাকে স্বীয় সহোদরের ছায়া আঁদর করিতেন। গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার অনেক স্থানেই এ বিষয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রায় ১০১১ বৎসর বয়সে রাজাভূগৃহে গোবিন্দচন্দ্র জয়দেবপুর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রবেশ করেন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাওয়ারের ‘প্রজ্ঞা সভায়’ গোবিন্দচন্দ্র স্বরচিত একটা কবিতা পাঠ করেন। এই কবিতা শ্রবণে রাজা বাহাদুর বড়ই প্রীত হন এবং তিনি গোবিন্দচন্দ্রকে ঢাকা নর্ম্ম্যাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিবার জন্ত মাসিক ৫৮ করিয়া বৃত্তি নির্ধারণ করেন। এই বৃত্তি লাভ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র দুই বৎসরকাল ঢাকা নর্ম্ম্যাল স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পরেই সাংসারিক নানা উপদ্রবে তাহাকে নর্ম্ম্যাল স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয়; কাজেই এখানেই তাহার শিক্ষালাভ শেষ হয়।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরে তিনি কয়েক বৎসর এক ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পণ্ডিতের কার্য করেন। তৎপরে অল্প কয়েকদিন তিনি ময়মনসিংহের এক জমিদার সরকারে নায়েবের কার্য করেন। কিন্তু নায়েবের কার্যে সময় সময় প্রজার উপর জোরজুলুম করিতে হয় বলিয়াই তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কার্য পরি-

ত্যাগ করতঃ বঙ্গবাণীর সেবার মনোনিবেশ করেন।

কবি জীবনে গোবিন্দচন্দ্রকে যে সকল অসহনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, আমরা আজ তাহার উল্লেখ করিব না। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, তাঁহার অনন্ত-সাধারণ কবিত্বের জন্তই তাহাকে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি ভাওয়াল পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে গিয়া আশ্রয় লইতে হয়। চরিত্রের হিসাবে গোবিন্দচন্দ্র সরল, উদার, সাহসী, নিরহঙ্কার সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে কদাচ কোনও কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই। লোকের দুঃখ কষ্ট দেখিলে তাহার হৃদয় গুলিয়া যাইত। অত্যাচারীর অত্যাচার দমনকল্পে গোবিন্দচন্দ্র চিরদিনই নির্ভয়ে লেখনী সঞ্চালন করিতেন।

গোবিন্দচন্দ্র সামান্য মাত্র সংস্কৃত জানিলেও ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিক্ষ ছিলেন। তাই, আমরা তাঁহার কবিতাগুলিকে খাটি বাঙ্গালীর কবিতা বলিয়াই ধরিয়া লইব। মাত্র পঞ্চাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ‘প্রহন’ নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রথমে আপনাকে কবি বলিয়া পরিচয় প্রদর্শন করেন। তৎবিরচিত ‘কস্তুরী, কুঙ্কুম, প্রেম ও ফুল, চন্দন, ফুল ও রেণু এবং জয়ন্তী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কিঞ্চিৎ তাঁহার শেষ জীবনে লিখিত নবাতারত, প্রতিভা ও নারায়ণ প্রভৃতি মাসিক পত্রের সাময়িক কবিতাসমূহে বৈদেশিক হাবভাব আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। এক কথায় বলিতে গেলে, কবি গোবিন্দচন্দ্রই বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বভাব-কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতারাজি কদাচ কষ্ট-কল্পনাপ্রসূত নহে। কবি গোবিন্দচন্দ্র মহেঞ্জকর্ণে লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গদেশের,—বিশেষ পূর্ববঙ্গা-সং-গত ভাওয়াল ও বিক্রমপুরের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ

আজ যে রক্তহার হইলেন, বাঙ্গালার ভাগ্যে আর কখনও তেমনটা মিলিয়া উঠিবে কি না, বিধাতাই তাহা বলিতে পারেন।

শোক সভা।

কবির গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত গত বৃহস্পতি-বার সন্ধ্যার পরে স্থানীয় বার লাত্রেবী গৃহে ‘ঢাকা সাহিত্য পরিষদের’ উদ্বোধনে এক সভা-ধিবেশন হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আর, কে, দাস মহাশয় এই সভার সভাপতি হইয়া-ছিলেন। সভাপতির আসন গ্রহণের পর বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি-এল মহাশয় প্রায় একঘণ্টাকাল মৃত মহাত্মার জীবনী ও কাব্যসম্বন্ধে সুললিত সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তদন্তর ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল, মহোদয় মৃত কবির যে, পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, এবং তাঁহাকেই যে তিনি পরিষদের আগামী বার্ষিক অধি-বেশনের সভাপতি মনোনীত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং পরিষদের, ভাগ্য দোষেই যে, তাহা ঘটতে পারিল না ইত্যাদি কথা শোকাবেগপূর্ণ ভাষায় নাতিদীর্ঘ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। এই সভায় নিয়মিত মর্ম্মের প্রকাব কয়টা যথারীতি উপস্থাপিত, সমর্থিত ও সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়—(১) কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন, এবং মৃত মহাত্মার পরিজনবর্গকে তাহাদের এই সহায়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। (২) উক্ত প্রস্তাবের এক-খণ্ড প্রতিলিপি মৃত কবিরের জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট প্রেরণ করা হউক।

ঢাকা প্রকাশ।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

বিবিধ তথ্য।

মালদ্রাজে শিল্পোন্নতি।

গত বৎসরে মালদ্রাজ প্রদেশে ৩৮টি নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ছয়টি কারখানা বন্ধ হইয়াছে। নব প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলির মধ্যে ১২টি ধানভানা কল, একটি কাপড়ের কল, দুইটি কাঠ চেরা কল, তিনটি টালি নির্মাণের কারখানা, একটি চামড়ার কারখানা এবং নয়টি কার্পাস হইতে বীজ পৃথক করিবার কারখানা। বর্তমান বৎসরের প্রথমে মালদ্রাজ প্রদেশে মোটের উপরে ৪৬৮টি কারখানা ছিল। গত বৎসর বঙ্গদেশে কয়টি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

ভৈষজ্য।

গবর্ণমেন্ট বহুদিন হইতে দারজিলিং জেলার মলসং ও মংগ নামক স্থানে সিনকোনার চাষ করিতেছেন। গত বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ নূতন গাছ লাগান হইয়াছে। সিনকোনা ব্যতীত ইপিকাকোয়ানা, ডিজিটালিস, বেলাডোনার চাষ আরম্ভ করা হইয়াছে। হকওয়ার্ন অর্থাৎ বক্রকীটের পীড়ার ঔষধ তৈয়ারির জন্তু চেলো-পাডিয়াম এর গাছও লাগান হইয়াছে।

ভারতে গিনি।

বোম্বায়ের নূতন টাকশালে গত ১৬ই নবেম্বর হইতে গিনি প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। এই গিনি ও বিলাতি গিনিতে কোন অংশে প্রভেদ নাই। রয়েল মিন্ট ব্যতীত অল্প টাকশালে সভারিন বা গিনি প্রস্তুতের আইন নাই, সেইজন্তু ভারতবর্ষে এক্ষণে রয়েল মিন্টের এক শাখা মিন্ট খোলা হইল।

শিক্ষার ব্যয়।

শিক্ষা কার্যে এই দেশে যত ব্যয় হইয়াছে তাহার মোট সমষ্টি দেখান যাইতেছে।

১৯১৬-১৭ সাল—১ হাজার ১১১ লক্ষ।

১৯১৫-১৬ " ৭৮৮ "

১৯১১-১২ " ৬১৫ "

আলোচ্য বর্ষে শিক্ষার জন্ত সর্ব সমষ্টি বাহা বাহা ব্যয় হইয়াছে, তাহার শতকরা ৫৫ অর্থাৎ ৬১৫ লক্ষ প্রাদেশিক রাজস্ব, স্থানীয় মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট শতকরা ১৭ অর্থাৎ ১২৫ লক্ষ মুজা চাঁদা হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

পঞ্চ বার্ষিক হিসাব।—১৯১৬-১৭ সালে যে পঞ্চ বর্ষ শেষ হইল। ঐ সময়ে ভারতের শিক্ষার উন্নতি কিরূপ সাধিত হইল :—

বিদ্যালয় সংখ্যা।—কলেজ শতকরা ৪
উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয় " ২০
পাঠশালা " ১৫
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ছাত্র সংখ্যা।—কলেজ " ৬১
উচ্চ ও মধ্য স্কুলে " ২৮
পাঠশালায় " ১৭
জন বাড়িয়াছে।

স্কুল।— সরকারী
বোর্ড স্কুল " ১৭
সাহায্য প্রাপ্ত " ৪০
বাড়িয়াছে।

কিন্তু বে-সরকারী স্কুল সংখ্যা শতকরা ২ কমিয়াছে। অনেক বে-সরকারী স্কুল সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা কিরূপ প্রসারিত হইয়াছে তাহার হিসাব এই :—

বৌদ্ধ ... শতকরা ৩২
ইয়ুরোপীয় ইউরেনীয় ... " ২২
মুসলমান ... " ১৭
হিন্দু ... " ১২

বাড়িয়াছে। কিন্তু পার্সীদের মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়াছে।

ছাত্র প্রতি বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার হিসাব :—

১৯১১-১২ সালে—৯ টাকা ৪ আনা ১১ পাই।
১৯১৩-১৪ " ১০ টাকা ২ আনা ৪ পাই।
১৯১৬-১৭ " ১০ টাকা ৬ আনা ৮ পাই।

(সম্মানিত)

পরমাযুরুদ্ধি ও নষ্টের উপকরণ।

বুদ্ধির উপকরণ।—(১) সরল বিবেক।
(২) মনের সহজ ও সরল অবস্থা এবং নিপু দমন। (৩) সদা সন্তুষ্ট হৃদয়। (৪) নির্মল চরিত্র। (৫) সানন্দতা। (৬) পরিকার পরিচ্ছন্নতা। (৭) সংসঙ্গ। (৮) দৈনিক পরিশ্রম-শীলতা। (৯) প্রত্যাষে শয্যাভ্যাগ। (১০) প্রতিদিন নিয়মিত ৮ হইতে ৯ ঘণ্টা সুনিদ্রা। (১১) সাময়িক ফল এবং শাক সম্মী ভোজন। (১২) স্বাস্থ্যকর জল বায়ু। (১৩) আশা। (১৪) বিত্তক আমোদ প্রমোদ। (১৫) হান্ত। (১৬) আহার বিহারে মিতাচার। (১৭) উপযুক্ত বিশ্রাম। (১৮) বাসস্থানের চতুর্দিকে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। (১৯) সূচাক্রমে আহাৰ্য্য-চর্চণ করিয়া থাওয়া। (২০) সর্ব বিষয়ে পরিমিতাচার। (২১) পুষ্টিকর সুপথ্য। (২২) আলোক এবং বায়ু সঞ্চালিত শয়নকক্ষ। (২৩) যথাযোগ্য আহার। (২৪) সর্কিবস্থায় মনের প্রশান্ততা রক্ষা।

নষ্টের উপকরণ।—(১) ভেঁজাল খাদ্য। (২) বিলাসিতা ও বাস্তিচার। (৩) ক্রোধ। (৪) সর্কদা কুটিল চিন্তা। (৫) বদমেজাজ। (৬) বাল্য বিবাহ ও অধিক বয়স্ক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ। (৭) সর্কবিষয়ে অতি ব্যস্ত বা অতি ব্যগ্রতা। (৮) অতিশয় আমোদ প্রিয়তা। (৯) গুরু পরিশ্রম। (১০) বিষাদ। (১১) যুগা। (১২) হিংসা ও পরস্পরীকাতরতা। (১৩) অগুণ্য অর্থাৎ পরের সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া কাতরতা। (১৪) আলস্য এবং শ্রমকাতরতা। (১৫) অমিতাচার। (১৬) মাদকদ্রব্য সেবন। (১৭)

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

ল্যাম্পটি। (১৮) নিদ্রাভাব বা রাজি আগরণ। (১৯) অসময়ে এবং অধিক রাতে আহার। (২০) শারীরিক এবং মানসিক গুরু পরিশ্রম। (২১) মনের অশান্তি। (২২) শোক। (২৩) গুরু আহার। (২৪) স্বপ্নাহার। (২৫) পরি-
কার পরিচ্ছন্নতার অভাব। (২৬) অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু। (২৭) অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে বাস। (২৮) অধিক বাচালতা। (২৯) অবরুদ্ধ
অঙ্গকার শয়ন গৃহ। (৩০) অতিরিক্ত ধনা-
কাজ্ঞা। (আয়ুর্বেদ)

Home Industries.

সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

চীনের সাপ্ প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

সামান্য একটু স্বেত বর্ণের চূর্ণে অগ্নি
সংযোগ করিলে ঠিক সাপের মত এক প্রকার
ভস্ম সর্পাকারে বাহির হয়, তাহা অনেকই
দেখিয়াছেন, তাহাকে সকলে চীনের সাপ বলে।
ইহা ছেলেদের খেলার জিনিস, বিলাত হইতেই
এদেশে আইসে এবং বালক বালিকাগণ ইহার
ক্রেতা। ইহা এক বাজী বিশেষ, বারুদ
বলিলেও বলা যায়। এই দ্রব্যটি এদেশে প্রস্তুত
করিয়া কেহ বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু
ইহার মালমশলাগুলি বিযাক্ত, সেইজন্য সাবধান
হইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে ইংরাজিতে
বলে "Pharoas Serpent."

প্রস্তুত প্রণালী।

Sulpho-cyanide of Mercury	2 dr.
Prusian Blue	5 gr.
Compound Tragacanth	
Powder	15 gr.

উত্তমরূপে এইগুলিকে জ্বলন্ত তরল
গন্ধের জল দ্বারা মিশ্রিত করিয়া কর্দমবৎ
করিয়া লও, তাহার পর তাহাকে সরু সরু
বাতির মত করিয়া একখানা সমতল কাচের
প্লেটের উপর পাকাইয়া শুক করিয়া লও
এবং শুক হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া একটা ক্ষুদ্র
কাগজের বাস্তের মধ্যে সামান্য তুলা দিয়া
প্যাক কর। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে দেশলাই
জালিয়া অগ্নি সংযোগ করিবামাত্র ঠিক যেন
গর্ত হইতে সাপ বাহির হয়, সেইরূপ সর্পাকার
বাহির হইবে। এই বাস্তের উপর লেবেলে
"poison বা বিযাক্ত" লিখিয়া দেওয়া উচিত।
প্রত্যেক বাস্ত ১/০ হইতে ১/০ আনা মূল্য
নির্ধারণ করিলে প্রচুর অর্থ উপার্জন হইবে।
ইহার ক্রেতা বালকবালিকা, ইহা বেশ আমোদ
জনকও বটে। মালমশলাগুলি ভাল কেমিষ্টের
দোকানে পাওয়া যায়।

রাঙ্কিবার মশলা চূর্ণ।

(CURRY POWDER)

এই কারি পাউডার বা মশলাচূর্ণ বিলাতি
প্রথা। পথিক এবং পরিব্রাজকগণের পক্ষে
বিশেষ সুবিধাজনক।

ধনে	১/১০ সের।
লবণ	১০ পোয়া।
মরিচ	১০ পোয়া।
সর্ষপ	১/১০ পোয়া।
লঙ্কা	১ তোলা।
জিরে	১/১০ পোয়া।
হরিদ্রা	১ তোলা।
মেথিচূর্ণ	অর্দ্ধ তোলা।
তেজপাতা	২ তোলা।
সা জীরা	অর্দ্ধ তোলা।
ছোট এলাচ	"
দারুচিনি	সিকি তোলা।
লবঙ্গ	"
জৈত্রী চূর্ণ	"

খুব স্বাদ চূর্ণ করিয়া বোতলে রাখিয়া
লেবেলাদি দিয়া প্রত্যেক বোতল ১০. বা
৫০ বিক্রয় হয়। ইহারই নাম কারি পাউডার।
বেশী করিলে ঐ হারে মাল মসলা অধিক
লইতে হইবে।

টাকের লোশন।

ইহা দ্বারা টাক পড়া, মাথায় চুল হয়,
সুতরাং পেটেন্ট করিয়া বিক্রয় করিলে অর্থো-
পার্জন করা যাইতে পারে।

টাংচার কাহারাইস	২ ড্রাম।
অডি কলম	২ আউন্স।
অয়েল ল্যাভেণ্ডার	১০ ফোঁটা।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দুই আউন্স
শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া ১০ হইতে ৫০
শিশি বিক্রয় করিতে হয়। ইহা প্রত্যাহ ১ বা
২ বার মস্তকে মর্দন করিতে হয়। নাসায়
ক্ষত থাকিলে অধিক ব্যবহার করিবে না।
দিবসে একবার ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট
হইবে। ২১০ সপ্তাহ ব্যবহারে চুল গজাইবে।

বিছার কামড়ানর ঔষধ।

বিছার কামড়াইলে আপাং গাছের কচি
পাতা ও শিস্ বাটিয়া প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাতঃ
যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

চয়ন।

সারগর্ভ-গবেষণা।

বৃত্তি।

বর্তমানকালে জগতে ধনোৎপাদনের জন্ত
যে কয়টা বৃত্তি প্রধানতঃ অবলম্বিত হইয়া থাকে,
তাহার মধ্যে বাণিজ্য, শিল্প এবং কৃষিই
প্রধান। মানবের আদিম অবস্থার পত্তন হনন
বা স্বচ্ছন্দ-বনজাত কলমুল সংগ্রহই জীবন-

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ধারণের উপায় ছিল। তখন প্রকৃতিদেবীর উদারতা এবং মানবের পশুবল (শারীরিক শ্রম) এই উভয়ে মিলিত হইয়া, তাহার জীবন-ধারণের উপায় করিয়া দিত। তখন মূল-ধনের উদ্ভব হয় নাই এবং জীবিকা-নির্বাহের জন্ত মূলধন, শ্রম এবং বুদ্ধিবৃত্তির সম্মিলনও হইত না। তাহার পর, কালক্রমে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য জীবিকা-নির্বাহের প্রশস্ত উপায় বলিয়া মানব সমাজে পরিগণিত হয়। তখন জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সুগম হওয়াতে এবং উৎপাদিত ধনের পরিমাণ প্রয়োজনীয় ভোগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে মূলধন সঞ্চিত এবং বৃদ্ধিত হইতে আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা-নির্বাহে বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অমুভূত হইতে থাকে। কৃষি-যুগের প্রথম অবস্থায় বিনিময়ের প্রথা অপরিজ্ঞাত থাকিলেও অল্পকাল পরেই বিনিময় প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রথমে এই প্রথা স্বল্পপরি-সরের মধ্যেই—এক পরিবার, সম্প্রদায় বা সমাজ, এক পল্লী বা গ্রামের মধ্যেই—আবদ্ধ থাকে। এখনকার মত সুদূরব্যাপী বাণিজ্য তখন নানা কারণে অসম্ভব থাকে। তাহার পরে যখন কৃষিযুগের সহিত শিল্পযুগ আসিয়া মিলিত হইল, যখন মানবের স্বাভাবিক অসু-সন্ধিস্বাস তাহাকে দেশমধ্য-প্রবাহিত নদীর উপর দিয়া বা দেশ-সীমান্তে আবদ্ধ অসীম সমুদ্রের বক্ষের উপর দিয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পোতের সাহায্যে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল, যখন তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বশীভূত অশ্বাদি তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া দূরলভ্য পার্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া নবীন জনপদে তাহাকে লইয়া যাইতে লাগিল, যখন তাহার স্বদেশজাত দ্রব্যাদি অপরিচিত জনপদের লোকগুলি সাদরে এবং আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনিময়ে তাহার শুল্ক ধনাধারগুলি উদারভাবে পূর্ণ করিয়া দিয়া বাণিজ্যের লাভ-

জনকতা স্পষ্টভাবে তাহার বোধগম্য করিয়া দিতে লাগিল, তখন হইতেই বাণিজ্য যে ধনোৎপাদনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা সপ্রমাণ হইল।

এক্ষণে ধনোৎপাদনের যে কয়েকটি বৃত্তি প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাণিজ্যই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। আমাদের এই ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিবার পূর্বে বাণিজ্য দ্বারা কিরূপে ধনোৎপাদন হইতে পারে, তাহা বর্ণনা করা প্রয়োজন। কেন-না, বাণিজ্য ধনের বিনিময়েই হইতে পারে, ইহাতে ধনের উৎপাদন বা বৃদ্ধি কিরূপে হইবে, এরূপ মনে করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব নহে।

বাণিজ্যে ধনের বৃদ্ধি যে হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বাণিজ্যের প্রধান কার্য্য—পণ্যকে স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত করা। এক ব্যক্তির কোনও দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে থাকিতে পারে যে, সে তাহা সম্যক ব্যবহার করিতে পারে না; সুতরাং তাহার পক্ষে সেই দ্রব্যের কতক অংশ অপ্রয়োজনীয় এবং মূল্যহীন। ধন বলিতে মূল্যবান পদার্থ বুঝায়। সুতরাং সেই দ্রব্যের প্রাচুর্য্যসত্ত্বেও তাহার অধিকারীর পক্ষে তাহার একাংশ অপ্রয়োজনীয় মূল্যহীন বলিয়া, তাহার সমস্তটাই ধন নহে। কিন্তু আর একজনের পক্ষে সেই দ্রব্য প্রয়োজনীয়—মূল্যবান হইতে পারে। এরূপ স্থলে যদি সেই দ্রব্যের কতকাংশ হস্তান্তরিত করিতে পারা যায় এবং তৎপরিবর্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির অধিকৃত এমন কোনও দ্রব্য প্রথম ব্যক্তিকে দিতে পারা যায়, বাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত কিন্তু প্রথম ব্যক্তির পক্ষে মূল্যবান, তাহা হইলে এই বিনিময়ের দ্বারা উভয়েরই অধিকৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সুতরাং দেশের ধন-

বাণিজ্য বাড়িয়া যায়। এইরূপে যে সকল দ্রব্য প্রাচুর্য্য-বশতঃ এবং লোকের অনভ্যাস-বশতঃ একস্থানে অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন, তাহা স্থানান্তরিত হইয়া মূল্যবান দ্রব্যরূপে পরিণত হইতে পারে। পল্লীগ্রামে যে সকল দ্রব্যের কোনই মূল্য নাই অথবা যাহা অত্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হয়। যদি কোনও পণ্যের মূল্য পল্লীগ্রামে ১ টাকা হয় এবং তাহা বণিকের দ্বারা সহরে আনীত হইলে তাহার মূল্য ২ টাকা হয়; তাহা হইলে বাণিজ্যের দ্বারা যে দেশের ধনভাণ্ডারে ১ টাকা যোগ হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এইরূপে কোনও দেশে যে দ্রব্যের উৎপাদন সহজ কিন্তু ব্যবহার অধিক নহে, সে দেশে এমন কোনও দ্রব্য আমদানি করা যায়, যাহা প্রথম দেশে কষ্টে উৎপাদন করিতে পারা যায় এবং যাহা প্রথম দেশের লোকের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়; তাহা হইলে উভয় দেশের লোকেরই বিশেষ উপকার হয় এবং উভয় দেশেরই ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যখন বিনিময়ের উদ্ভব হয় নাই, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমস্ত অভাব নিজেই পরিপূরণ করিতে হইত। কিন্তু তথাপি এখনকার সহিত তখনকার যে এই বিষয়ে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল, তাহা বুঝা কঠিন নহে। তখন মানবকে তাহার অভাব-পূরণের জন্ত বিভিন্নমুখী পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হইত। তাহার সময়ের এক অংশ আহাৰ্য্যের জন্ত ভূমিকর্ষণে বা শস্য সংগ্রহে, অপর এক অংশ পরিধেয়ের জন্ত বস্ত্রবয়নে, অত্র এক অংশ আশ্রয়ের জন্ত গৃহ-নির্মাণে, অপর এক অংশ বিলাসের জন্ত বিলাস-দ্রব্য অন্বেষণে এবং এক অংশ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত ঔষধ-সংগ্রহে ব্যয়িত হইত। এইরূপ নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, কোনও একটা বিশেষ

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে বহুদর্শিতা দ্বারা সে পারদর্শিতার উদ্ভব হয়, তখন তাহা জল্পিত ছিল। এক ব্যক্তি যদি একই কার্যে সর্বদা নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে সে কার্য তাহার পক্ষে খুব সহজ হয় এবং ক্ষিপ্ৰাকারিতা, দক্ষতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ তাহাতে বিশেষভাবে সম্ভাভ হয়। হয় তো বা প্রাকৃতিক বিধানে সে ব্যক্তি কোনও একটা বিশেষ কাজের বিশেষ উপযোগী; হয় তো তাহার শিল্পদক্ষতা একরূপ যে, একঘণ্টা শিল্পকার্য করিয়া সে ৫ টাকা মূল্যের ধনোপার্জন করিতে পারে। কিন্তু কৃষিকার্যে তাহার দক্ষতা অল্প বলিয়া এক ঘণ্টায় সে কৃষিকার্য দ্বারা ২ টাকার অধিক ধনোপাদনে সক্ষম নহে। একরূপ স্থলে সে তাহার সমস্ত দিনের পরিশ্রম—৮ ঘণ্টার কার্যকাল—যদি কেবলমাত্র শিল্প-কার্যেই নিয়োজিত রাখে, তাহা হইলে তাহার দৈনিক উৎপাদিত ধনের মূল্য হইবে—৪০ টাকা। কিন্তু শুধু শিল্প-দ্রব্যের দ্বারা লোকের জীবনধারণ চলিতে পারে না। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যের অভাব নিরাকরণের জন্ত তাহাকে কৃষিকার্যে পরিশ্রম করিতে হইবে। এইরূপে যদি সে ৪ ঘণ্টা শিল্প-কার্যে এবং ৪ ঘণ্টা কৃষিকার্যে পরিশ্রম করে, তাহা হইলে তাহার দৈনিক উপার্জিত ধনের পরিমাণ হইবে ২৮ টাকা মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমস্ত অভাব স্বকীয় বিভিন্ন-মুখী শ্রমের দ্বারা নিরাকরণ করিতে হইত, তখন তাহার উৎপাদিত ধনের পরিমাণ, অপেক্ষা অনেক অল্প হইত। কিন্তু যতদিন না বিনিময়-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তত দিন বিভিন্নমুখী পরিশ্রম ব্যতীত মানবের জীবনধারণের গতান্তর ছিল না। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, বিনিময় কি প্রকারে দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করে।

যাহা ব্যক্তির পক্ষে সত্য, তাহা সমাজের পক্ষে অনেক স্থলে সত্য। যেমন কোনও ব্যক্তির এমন বিশেষ গুণ থাকা সম্ভব, যাহাতে তাহাকে কোনও একটা বিশেষ কার্যে বিশেষ ভাবে পারদর্শী করে ও সেইরূপ কোনও জাতির সমাজের বা দেশকে কোনও এক প্রকার ধন-প্রসবের কার্যে—শিল্পে, কৃষিতে বা পশু-পালনে, বিশেষভাবে উপযোগী করিয়া তুলে। একরূপ স্থলে সেই সমাজ জাতি বা দেশ যদি আপনার বিশেষ উপযোগী কার্যে তাহার সমস্ত শ্রম, কৌশল, মূলধন প্রভৃতি নিয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক শক্তির উপযোগী ধন উপার্জিত হইতে পারে। কিন্তু যেমন ব্যক্তির পক্ষে, তেমনি সমাজের পক্ষে যে সমস্ত দ্রব্যের অভাব হয়, তাহাদের সব গুলিরই সংগ্রহ প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বৰ্য্যের বা জাতীয় বিশেষত্বের পক্ষে সুবিধাজনক না হইতে পারে। একরূপ স্থলে যদি প্রত্যেক জাতিকেই আপনার সমস্ত অভাব পরিপূরণ করিতে হয়,—যদি ইংরাজকে তাহার সমস্ত আহাৰ্য্য স্বদেশেই সংগ্রহ করিতে হয়, যদি ভারতবাসীকে তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পদ্রব্য স্বদেশেই প্রস্তুত করিতে হয়, অর্থাৎ সমস্ত দেশকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নির্ভরক্ষম (self-sufficient) হইতে হয়, তাহা হইলে জাতীয় শ্রমের একাংশ অপেক্ষাকৃত স্বল্প ধনোপাদনে ব্যয়িত হয় এবং তাহার ফলে দেশের ধনভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কৃষিকার্য ভারতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং শিল্পকার্য ইংলণ্ডের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, ভারতবাসী যদি কেবলমাত্র কৃষিকার্যে এবং ইংরাজ যদি কেবলমাত্র শিল্পকার্যে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে উভয় সমাজের বিশেষ আর্থিক কল্যাণ সংসাধিত হয় জীবন যাত্রা স্বল্পশ্রমে নির্বাহিত হইতে পারে।

যদি মনে করা যায়,—ভারতবর্ষে কৃষিকার্যে বিশেষ সুবিধা আছে, সেই জন্ত ভারতের শ্রমশক্তি এবং সমগ্র মূলধন কৃষিকার্যে নিয়োজিত থাকিলে ভারতের বার্ষিক আয় হইবে ৫ এবং ইংলণ্ডের শিল্প কার্যের বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়া সে দেশের সমস্ত শ্রমশক্তি এবং মূলধনশক্তি শিল্পকার্যে নিয়োজিত হইলে সে দেশের আয় হইবে ৫; তাহা হইলে উভয় দেশের মধ্যে বিনিময়ের দ্বারা কৃষিকার্যের জাত ৫ সংখ্যা ধন ও শিল্পকার্য দ্বারা ৫ সংখ্যা ধন, মোট ১০ সংখ্যা ধন উভয় সমাজের ভোগায় হইবে। কিন্তু যদি ভারত এবং ইংলণ্ডের মধ্যে পণ্য-বিনিময় দ্রব্য-বাণিজ্য না থাকে, তাহা হইলে ভারতবাসীকে তাহার প্রয়োজনীয় কৃষিজাত এবং শিল্পজাত উভয় প্রকার দ্রব্যই প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু শিল্পকার্য ভারতবর্ষে তত সুবিধাজনক নহে বলিয়া ভারতের শ্রম এবং কৃষিকার্যজাত ধনের পরিমাণ ৫ না হইয়া ৩ হইতে পারে। এইরূপ যদি ইংলণ্ডকেও স্ব-নির্ভরক্ষম হইতে হয়, তাহা হইলে সে স্থান কৃষিকার্যের পক্ষে তত উপযোগী নহে বলিয়া তাহার সমস্ত আয় ৫ হইতে কমিয়া গিয়া ৩ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এক্ষণে জগতের ধনভাণ্ডারে ভারতের উপার্জিত ধন ৩ এবং ইংলণ্ডের উপার্জিত অর্থ ৩, মোট ৬,—এই উভয় দেশের দ্বারা সঞ্চিত হইবে। অর্থাৎ, ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাণিজ্য-প্রথা প্রচলিত থাকিলে এই ৬, ১০ হইতে পারিত। সুতরাং এই বাণিজ্য দ্বারা শতকরা ৪০ অংশ ধনবৃদ্ধি হইতে পারিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উত্তর যাহাই উদ্ভূত না কেন, ধনবিজ্ঞান উপরের সমস্তাটির সম্বন্ধে বাণিজ্যের উপকারিতা বিষয়ে একটা মাত্রই মীমাংসা করে। সে মীমাংসাটি এই যে, বাণিজ্য ধনোপাদনের অজুতম প্রকৃষ্ট, হয় তো বা প্রকৃষ্টতম উপায়। (উপরে ভারতবর্ষ ও

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

ইংলণ্ড সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ভারতের শিল্প-প্রসব ক্ষমতা বা ইংলণ্ডের কৃষি-কার্যের উপযোগিতা নিতান্ত অল্প। উপরের দৃষ্টান্তটি একটি করুণা মাত্র।

বাণিজ্য ধন-প্রসবের অন্যতম উপায় হইলেও বর্তমান জগতে জাতীয়তার ত্রীবৃদ্ধির জন্ত অনেক জাতি স্বনির্ভরক্ষম হইতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ পরের দ্রব্যে নির্ভর করিলে শাস্তির সময় কোনও সুবিধা থাকিলেও অশান্তির সময় বা বিরোধের সময় জাতীয় জীবনের ক্ষতি হইবার ভয়ে বর্তমান জগতের অধিকাংশ জাতিই অবাধ বাণিজ্যের বিরোধী, সংরক্ষণ-নীতির পক্ষপাতী। এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ভূত নহে। তাহা “অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ নীতি” নামে অত্র প্রবন্ধে ব্যক্ত হইবে।

বাণিজ্য—ধন প্রসবের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের এই ভারতবর্ষের এই বাণিজ্য কার্য কিরূপে প্রচলিত হইতেছে এবং তাহা হইতে দেশের ধন কি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ভারতবাণিজ্যের পরিমাণ তাহার ধনোপার্জন-শক্তির পরিমাণ এবং তাহা হইতে ভারতের জাতিগত ত্রীবৃদ্ধির সহায়তা প্রভৃতি বিনীময়ে আলোচনা করিতেছি।

বাণিজ্য দুই প্রকারের, —অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য। অন্তর্বাণিজ্য প্রথমে বিকশিত হয়; পরে তাহা বহির্বাণিজ্যে পরিণত হইয়া থাকে। যে সকল দেশ সভ্যতার নিম্নতম স্তরে অবস্থিত, তাহাদের মধ্যেও কিছু না কিছু অন্তর্বাণিজ্য প্রচলিত থাকে। বহির্বাণিজ্যের সফলতার জন্ত যে ধৈর্য, শিক্ষা, সাবধানতা, দূরদৃষ্টি ও উৎসাহের প্রয়োজন, তাহা সব জাতির থাকে না। আবার বহির্বাণিজ্য যখন ভূমিপথ পরিত্যাগ করিয়া জলপথে ধাবিত হয়, যখন স্বদেশের প্রান্তবর্তী

জনপদ অতিক্রম করিয়া বহুদূর সমুদ্রান্তরস্থ অপরিচিত দেশের আবশ্যকীয় দ্রব্য-সরবরাহে নিযুক্ত হয়; তখন তাহা কেবল বিশেষ বুদ্ধিমান, নির্ভীক, এবং উত্তমশীল জাতির পক্ষেই সম্ভব হইয়া পড়ে।

অর্থ-বাণিজ্য প্রথমে সামান্য বিনিময় প্রথারূপে অল্পসংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে জন্মলাভ করে। পরে ক্রমশঃ তাহা বিস্তৃতিলাভ করিয়া সমস্ত জনপদব্যাপী হইয়া পড়ে। তাহার পর এক জনপদের লোক অত্র দেশজাত এবং স্বদেশ-দুর্লভ পণ্যের জন্ত স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্তর্বাণিজ্যই বহির্বাণিজ্যের শিক্ষাগুরু এবং অন্তর্বাণিজ্যের বিকাশের উপর বহির্বাণিজ্যের বিকাশ অনেকটা নির্ভর করে। এই প্রবন্ধের পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রেলপথ ইত্যাদির বিস্তৃতির সহিত আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশস্থ দ্রব্যাদি বিনিময়ের এবং পণ্যসমূহ একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের যেমন সুবিধা হইতেছে, ভারতের বহির্বাণিজ্যও তেমনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে।

আমরা আমাদের ইতিহাস-উপাখ্যানাদিতে দেখিতে পাই যে, অতি পুরাকালে এই দেশে অন্তর্বাণিজ্যের সন্যাক্ত বিকাশ হইয়াছিল এবং জলপথে ও স্থলপথে বহির্বাণিজ্যও বহুদূরবর্তী দেশ পর্যন্ত পৌছিয়াছিল। কোনও জনপদের বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং গতি সেই দেশের প্রাকৃতিক বিশেষত্বের উপর ভৌগোলিক-সংস্থানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। চিরকালই ভারত-পণ্যের অধিকাংশ পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইয়া আসিতেছে। একপ হইবার কারণ বোধ হয় এ প্রসিদ্ধ প্রাচীন ভূমিখণ্ডের ভৌগোলিক বিশেষত্ব। ইহার দক্ষিণে অপার জলধি। পূর্বে বঙ্গোপসাগরের পারে অসভ্য জাতি-অধ্যুষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ

ও উপদ্বীপ। উত্তরে হ্রদজল্য ভূভাগের হিমাদ্রি। কেবল পশ্চিমেই অপেক্ষাকৃত সুগম জলপথ, ইহাকে প্রাচীন পারস্ত, এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি সুসভ্য দেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চনদ-প্রদেশস্থ সুবিখ্যাত সিন্ধু-নদ দিয়া পারস্তোপসাগরে এবং তথা হইতে স্থলপথে কাশ্মিরান অথবা কুরুসাগরে, ভারত-পণ্য অতি পুরাকালে নীত হইত। প্রথমে মূল্যবান দ্রব্যসমূহ ইউরোপের সুদূর দেশসমূহে প্রেরিত হইতে আরম্ভ হয়। সমুদ্র পূর্ব-খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পারস্তোপসাগর এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বত্রপাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন—ঐ সময় চীনদেশের সহিতও পার্শ্বাত্য-দেশবাসিগণের বাণিজ্য-সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল। পারস্তোপসাগরের প্রান্ত হইতে স্থলপথে মেসোপটমিয়ার ভিতর দিয়া দলবদ্ধ পণ্য-বিক্রেতাগণ উদ্ভাদির সাহায্যে ভারতীয় দ্রব্য-সম্ভার সিরিয়া, এমন কি মিশরদেশ পর্যন্ত লইয়া যাইত। প্রধানতঃ চাউল, চন্দনকাষ্ঠ এবং ময়ূরপক্ষ ভারত হইতে রপ্তানি হইত। লোহিত সাগর হইতে আরবসাগর দিয়া যে বাণিজ্যপথ ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষকে সংযুক্ত করিয়াছে, তাহা প্রথম খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। এই সময়ে মসলা, হীরকাদি মূল্যবান দ্রব্য, বিখ্যাত মলমল এবং অত্র নানা প্রকার কার্পাস-বস্ত্র প্রভৃতির পরিবর্তে ভারতবাসিগণ পশ্চিম-দেশবাসিগণের নিকট হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, সীসক, প্রবালাদি গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে বার্ষিক কত মূল্যের পণ্য বিনিময় হইত, তাহা নির্ণীত হইবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু এ বাণিজ্যের পরিমাণ যে বিপুল ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ না থাকিবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান আছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লিনি হঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, অতি বৎসর

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৪০ টাকা ছিল, আর লাইব না।

ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রেরিত হইয়া থাকে। বর্তমান ভারতীয় রৌপ্য-মুদ্রার হিসাবে তাহার মূল্য সপ্ত-কোটির উপর ছিল। বাণিজ্যের চির-প্রচলিত রীতি এই যে, যে সকল দেশ পরস্পরের সহিত পণ্য-বিনিময় করে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে পণ্যের দ্বারাই পরস্পরের দেনা পরিশোধের চেষ্টা হয়। অবশেষে, যে দেশ হইতে অধিক মূল্যের দ্রব্য আনীত হইয়াছে, তাহার যে অবশিষ্ট পাওনা রহিয়া যায়, তাহা পরিশোধ করিবার জন্য আমদানিকারী দেশ অর্থ প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং প্লিনির উল্লিখিত সপ্ত কোটি মুদ্রা ভারত হইতে ইয়ুরোপে নীত পণ্যের ক্রয়দংশের মূল্য মাত্র। ইহার সহিত পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনীত পণ্য ও তদ্বিনিময়ে প্রেরিত ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য যোগ করিলে পুরাকালীন এই বাণিজ্যে যেবহু কোটি টাকার দ্রব্য বিনিময় হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না।

মধ্যযুগে ক্রুজেডের সময় সিরিয়া প্রদেশস্থ পথ বিপদ-সঙ্কুল হয়। সেই জন্য তৎকালে বণিকেরা চীনদেশের ভিতর দিয়া ভারতীয় দ্রব্যাদি ইউরোপে লইয়া যাইতেন। ইহার পূর্বে এই পথ ভারত-বাণিজ্য-সম্পর্কে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বোঙ্গাদ নগরের পতনের পর সিরিয়া-প্রদেশস্থ বাণিজ্য-পথও অস্বাভাবিক পরিত্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়, তিসিসিরেরা কিছুদিনের জন্য ভূমধ্য-সাগরে প্রাধাত্য লাভ করিয়া, ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক রক্ষা করে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহারা তুরস্ক-দেশবাসিদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, ভূমধ্য-সাগরের আধিপত্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসল-মানগণ মিশরদেশ অধিকার করে। সুতরাং

ভারত হইতে ইউরোপের বাণিজ্যপথ তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে আসে।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগালের অধিবাসী ডাঙ্কোডিগামা কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে মালাবার উপকূলে অনেক-গুলি সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। এই সমস্ত বন্দরে লক্ষা লক্ষা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে আগত বণিকগণ পারস্তোপসাগর বা লোহিতসাগর হইতে আগত পণ্যজীবগণের সহিত বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই বাণিজ্যের এক প্রধানাংশ ভারতবাসীর হস্তে ছিল। কিন্তু পোর্টুগিজেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছলে বলে কৌশলে তাহাদের সরলচিত্ত প্রতিনিব্বিগণ পরাস্ত করিয়া, আপনাদের প্রাধাত্য সংস্থাপন করে। পারস্তোপসাগরের প্রান্তস্থিত অর্মজ দ্বীপে তাহারা একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং গেরো ও অত্যাগ স্থানে কয়েকটি কুঠি স্থাপন করে। এইরূপে মালাবার প্রদেশের সমস্ত বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে তাহাদের করতলগত হয়। তাহার পর মালাক্কা অধিকার করিয়া তাহারা মশলা ইত্যাদির বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করে। মশলা ব্যতীত মানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন, ঔষধ, বং, সুগন্ধি-দ্রব্য, বস্ত্র ও অত্যাগ শিল্পদ্রব্য তাহারা ইউরোপে লইয়া যাইত। এই সকল পদার্থের পরিবর্তে রৌপ্য, পশমী বস্ত্র, ধাতব দ্রব্য, কাচ প্রভৃতিও ভারত-বর্ষে আনিত। পোর্টুগিজদিগের পর ডচ, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। পোর্টুগিজেরা রোমের পোপের প্রদত্ত সনন্দবলে ভারতের বাণিজ্যে একচেটিয়া দাবী করিত। কিন্তু তাহাদের এই দাবী অগ্রাহকারী ইংরাজ প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে কুঠি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে পোর্টুগিজদিগের অবনতি হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহারা বণিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, দুর্দর্শ জগদস্থ্যতে পরি-

ণত হইয়া ভারতবাসীর অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। ইংরাজ ডচ, ফরাসীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নানা কারণে ইংরাজই জয়লাভ করেন এবং ভারতীয় বাণিজ্য-পোতের কর্ণধার রূপে স্থান লাভ করেন। সেই পদে তাঁহারা এখনও বিরাজ করিতেছেন।

প্রথম প্রথম ভারতে ইউরোপীয়গণের ব্যবসায়ের পরিমাণ বর্তমান কালের তুলনায় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। সুবিধাজনক রাজবস্ত্রের অভাবে এবং এদেশ-জাত বহুপ্রকার পদার্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান না থাকাতে বিদেশীয়েরা কেবলমাত্র সমুদ্রতীরস্থিত বা বৃহৎ নদীতীরস্থ স্থান সকল হইতে যে সকল দ্রব্য পাইত, তাহাই লইয়া যাইত। দেশের সুদূর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সকল তাহাদের আয়ত্বের বহির্ভূত ছিল। সামুদ্রিক পোতের তখন এত উন্নতি হয় নাই এবং ভারত হইতে ইউরোপে বাইবার পথ তখন সুদীর্ঘ ছিল। এই সকল কারণে গুরুভার, বৃহদায়তন কিম্বা স্বল্প-মূল্যের দ্রব্য লইয়া গিয়া তখন লাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তখন অন্নাভ্যন্তর কিন্তু বহুমূল্য দ্রব্যই প্রধানতঃ রপ্তানি হইত।

১৬৭৫ খৃঃ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রেরিত পণ্যের মূল্য ৬৪ লক্ষ মুদ্রা মাত্র ছিল এবং তাহাদের দ্বারা-আনীত দ্রব্যগুলি ১৩০ লক্ষ টাকায় পরিমিত হইতে পারিত। অথচ ইংরাজেরাই তখন ভারতের বহির্বণিজ্যের অধিকাংশ দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ভারতীয় আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য সর্বসমেত ১৪ কোটি টাকা মাত্র ছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত হইতে যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হইত, তাহাদের মধ্যে রেশমী বস্ত্র, মসলা, নীল, চিনি প্রভৃতির স্থান প্রথমতঃ প্রধান ছিল। পুরাকালে বাণিজ্য-প্রসারের পথে যে সকল অন্তরায় ছিল, তাহা এই সময়ে ক্রমশঃ অপনোদিত হইতে আরম্ভ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

১৮৬৯ অব্দে সুরেজ খাল খনিত হওয়াতে ভারত হইতে বিলাত যাইবার পথ ১০০ দিনের পরিবর্তে ২০।২৫ দিবস মাত্রে পরিণত হয় এবং ভারতীয় বাণিজ্যের প্রণায় ও প্রবলভাবে হইতে থাকে। মোটের উপর সুরেজ খাল খনন এবং ভারতের অভ্যন্তরে রেলপথের বিস্তার, এই দুইটি বর্তমান বিপুল ভারতীয় বাণিজ্যের মূল কারণ। ১৮৭০—৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে বার্ষিক আমদানী দ্রব্যের মূল্য ৪১ কোটি টাকার কিঞ্চিৎ অধিক, এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ৫৮ কোটি টাকা ছিগ। ১৯০০—৪ অব্দ পর্য্যন্ত বার্ষিক আমদানী দ্রব্যের মূল্য গড়ে ১১০ কোটি টাকার উপর এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য গড়ে ১৩৬ কোটি টাকার উপর উঠিয়াছিল।

এক্কে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ যে কেবল বাড়িয়াছে, তাহা নহে; তাহাদের মূল্যের পরিবর্তন হইয়াছে। রেশম, হস্তিদন্ত, মসলা প্রভৃতি পূর্ব প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। এক্কে রপ্তানির প্রধান দ্রব্য—চাউল, গম প্রভৃতি শস্ত, তুলা, পাট প্রভৃতি। আনীত পণ্যের মধ্যে পশমী বস্ত্রাদির পূর্ব প্রাধান্য লুপ্ত হইয়াছে। এক্কে ইংলণ্ডের কার্পাস বস্ত্রই আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্যের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে। তন্মিমে লৌহাদি নির্মিত যন্ত্রাদি, চিনি, লবণ প্রভৃতির স্থান। স্বর্ণ-রৌপ্যও যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে।

উপরে বাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থানের যে বিশেষত্ব, তাহা নৌ-বাণিজ্যের পক্ষে তত উপযোগী নহে। উত্তরের হিমালয় হিমালয় অতিক্রম করিয়া, স্থলে বাণিজ্য

বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি তাহার পরিমাণ যে নিতান্ত নগণ্য তাহা নহে।

“সাহিত্য-সংবাদে”

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার, এম-এ।

স্বাস্থ্যোপায়।

আহারান্তে কিছুতেই কুলি করিয়া ঐ জল ফেলিবে না, গিলিয়া ফেলিবে, কেননা আহারান্তে কুলি করিলে অতিরিক্ত লাজা ক্ষয় হয় কাঁজেই উহা ফেলিলে পরিপাক কার্যে ব্যাঘাত হয়। পাককরা জিনিষ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতেই আহার করা উচিত, শীতল হইলে উহাতে কীট জন্মে। মৃত্তিকানিশ্চিত পান্নে আহার্য জিনিস পাক করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্যকর হয়। শূণ্ড উদরে কখনও কাঁচা ফল খাওয়া উচিত নহে কেননা শূণ্ড উদরে এসিড (অম্ল) বেগী থাকে। উহাতে কাঁচা ফল খাইলে উহা আচারের ত্রায় শক্ত হয়। ধাতু বিশেষে মধ্যো মধ্যো উপবাস পূর্ণিমা অমাবস্তার নিষিদ্ধালন উপকারী। পিত্ত প্রধান ধাতু এবং স্নেহ দেহে উপবাস বিশেষ অনিষ্টকারক। স্নেহের একটি নাম পরমায়া। ইহার ত্রায় উপকারী খাদ্য জগতে আর নাই, এবং ইহাই একমাত্র পবিত্র পাদা কিন্তু হজম না হইলে অমৃত হইয়াও বিষ-বৎ কার্য্য করিবে। কাঁচা স্নাত খাওয়া অনুচিত, স্নাত গরম করিয়া খাইবে, গরুন তক্ষে গরম স্নাত দিয়া আহার করিলে তাহার ফল অশেষ। পিত্তদগ্ন ব্যক্তি স্নাত বিষবৎ বোধ করিবে। পানটী পরিষ্কার করিয়া খৌত করিবে এবং পরিষ্কার বস্ত্রাদি দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে পরে বোটার নিকটে শিরাগুলি সন্ধিস্থান সহিত মধ্যস্থানের বড় শিরাটী ফেলিয়া দিবে, পরে

পানের ভিতর দিকে চূর্ণ জড়াইয়া দুই বৎ পানই হাতে লইয়া একটা দ্বারা অপরটা ঘর্ষণ করিয়া রাখিবে; সুপারি ভিজাইয়া তাহার বিষাক্ত কষ ফেলিয়া দিবে, চূর্ণ ছাকিয়া লইবে, কখনও উহা অনাবৃত রাখিবে না। (পাখর চূর্ণ বিষবৎ ত্যাগ করিবে, শয্যুক ও ঝিঙ্কুর চূর্ণ ব্যবহার্য্য) কাল খয়ের (সাদা খণ্ডাকৃতি খয়ের বিষবৎ তাজা) পান সুপারি চূর্ণ একত্র করিয়া মুখে দিয়া চিবাইবে। প্রথম যে রস বাহির হইবে, তাহা বিষজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে তৎপর যে রস বাহির হইবে, তাহাই পরম উপকারী। পরে ছিবড়া ফেলিয়া মুখ ধৌত করিবে।

আয়ুর্বেদ

গাইস্থ্য জাতব্য বিষয়।

বাস ও আগাছা নষ্ট করিবার

উপায়।

বাগান মধ্যস্থিত প্রস্তর বা ইষ্টক নির্মিত পথে দুইটি ইষ্টকের মধ্যস্থলে প্রায়ই বাস জন্মিয়া পথের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। বাগানের পথে একরূপ বাস আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। বাজারে যে অতি স্থূলত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বা ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়, তাহারই ৫ ভাগ ১০০ ভাগ জলে দ্রবীভূত করিয়া আগাছা তৃণাদির উপর ঢালিয়া দিলে গাছ নষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

মুক্তার ত্রায় চক্চকে বার্ষিক করিবার

উপায়।—

মাছের আঁইশ বা ঝিঙ্কুর খোলাকে প্রথমে চূর্ণ ধুলি বৎ করিতে হইবে। একট পান্নে এসিটোএমিলএসকোহলে কলোডিয়ন

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

সেলসাইড দ্রবীভূত করিতে হইবে। এই
প্রক্রিয়ায় উক্ত চূর্ণ মিশাইয়া ক্রমাগত ঘূড়িতে
হইবে। কিছুকাল পরে দেখা যাইবে যে চূর্ণ-
গুলি একত্রে একত্রে ধূসর বেড়াইতেছে। অতঃ-
পর ইহার ভিতরে ফ্রেক জিলাটিন ঢালিয়া
দিতে হইবে। এবং এই জিলাটিন ক্রমাগত
কঠিন হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ চূর্ণ যে স্বাভা-
বিক জল ভাগ ছিল তাহা একত্রে একত্রে
পৃথক হইয়া যাইল। সেই জলযোগে জিলা-
টিন কঠিন হইয়া চূর্ণ ও একত্রে একত্রে সম্পূর্ণ-
রূপে জল শুষ্ক করিল এই বার্ষিক লাগাইলে
যুদ্ধের স্থান উজ্জল হয়।

কৃত্রিম স্বর্ণ।—

নিম্নোক্ত তামা ১০০ ভাগ; দস্তা ১৭ ভাগ
(টিন হইলেই ভাল হয়); মাগনেসিয়া ৬ ভাগ
জালআমেনিয়াক ৩৬ ভাগ; পাণ্ডুরে চূর্ণ শুষ্ক
১৮ ভাগ; টারটার ৯ ভাগ। প্রথম তামা
গলাইতে হইবে। পরে অল্পে অল্পে সামান্য
সামান্য এবং ধীরে ধীরে, মাগনেসিয়া, জাল-
আমেনিয়াক, চূর্ণ এবং টারটার পৃথক পৃথক
ভাবে পরে পরে মিশাইতে হইবে। মিশাইবার
পূর্বে ইন্দ্রিয়কে ধূলিবে ও শুঁড়া করিয়া লইতে
হইবে। মিশ্রিত করিয়া অল্প খণ্টা ধূসর
বীতিমত নাড়িতে হইবে। তৎপরে দস্তা বা টিন
টুকরা টুকরা করিয়া মিশাইতে হইবে (এক

টুকরা মিশিয়া যাইলে পরে আর টুকরা মিশা-
ইতে হইবে)। যে মুহূর্তে কাজ হইতেছিল,
অতঃপর সেই মুহূর্তে ঢাকা দিয়া ৩৫ মিনিট
আঙুণে রাখিয়া দিতে হইবে, যেন ভিতরের
মাল দ্রবীভূত থাকে। অতঃপর ইহাকে ঢালি-
নেই উৎকৃষ্ট নকল সোনা তৈয়ার হইবে।
ইহাতে উৎকৃষ্ট পালিশ হয়। ময়লা হইলে
বামান্য় এসিড দিলেই পুনরায় চক্চকে হইয়া
উঠে।

কৃষি যন্ত্রে প্রলেপ দিবার উপ-

যোগী রং।—

কৃষি যন্ত্র বৎসরের এক সময়ে ব্যবহৃত
হইয়া থাকে। একত্র মরিচা ধরিয়া প্রায়ই
নষ্ট হয়। এমন কি ব্যবহারের সময়ও যদি
মরিচার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় তাহা
হইলে যন্ত্রাদি বহুকাল ব্যবহার্য থাকে। কেবল-
মাত্র ধার বাদ দিয়া অর্থাৎ রং দিলে যন্ত্রাদিতে
মরিচা পড়ে না। রংটি একপ হওয়া আবশ্যক
যেন তাহা লোহার গায়ে এনামেলের স্থায়
ধরিয়া থাকে, সহসা নষ্ট না হয়। জনৈক কৃষি-
তত্ত্ববিৎ এইরূপ রংএর মশলা আবিষ্কার করিয়া
ছেন—১২০ ভাগ উৎকৃষ্ট সুরাসারে (২৫%)
৮০ ভাগ ব্যানিলা কোপাল, ৪০ ভাগ বেনজিন
দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে ৩ ভাগ রেড্ডিও তৈল

মিশ্রিত করিয়া অতঃপর ইহাতে ক্রমাগত
রং দাও হইতে ৭ ভাগ মিশাইয়া যন্ত্রের
গায়ে ধরিয়া মাজিয়া রং লাগাইয়া দিতে হইবে।
শুকাইলে যন্ত্রের গায়ে ইহা এনামেলের স্থায়
দৃঢ় হইয়া লাগিয়া যায়।

ছুইখণ্ড পার্চমেন্ট জুড়িবার উপায়।

খণ্ড খণ্ড পার্চমেন্ট কাগজ জুড়িতে হইলে
খণ্ডদ্বয়ের যে যে অংশ জুড়িতে হইবে সেই
সেই অংশে সুরাসার লাগাইয়া দাও, পার্চমেন্ট
বেশ ভিজিয়া উঠিলে ছই খণ্ড পার্চমেন্ট সংলগ্ন
করিয়া দাও। এই রোড কিছুতেই গুলিয়া
যায় না।

ট্রেস করিবার উপযোগী কাগজ

তৈয়ারি করিবার উপায়।—

ঘুড়ির কাগজ এক দস্তা বেশ উপযুক্ত
উপরি সাগ্রাইয়া লও। একটি পাত্রে ম্যাটিক
বার্ণিশ ও তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া রাখ
অতঃপর একটি কোমল বুরুশে করিয়া কাগ-
জের বাণ্ডলের সর্বোপরি কাগজে ধীরে ধীরে
সর্বত্র সমান ভাবে ঐ বার্ষিক লাগাইয়া এক
একখানি করিয়া দড়িতে শুক করিতে দাও।
শুক হইলে উৎকৃষ্ট ট্রেসিং কাগজ হইবে।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্টুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা, নিউ সর্বস্বতী প্রেসে শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

১৭নং অক্টুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোক, কলিকাতা।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়,

গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। মানান্য
কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাণাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের
প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাহার ধৈর্য সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আশো-
জন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে



জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১/ এক টাকা। ডাকমাণ্ডুল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। শুজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক মালসা।

বৃষিত বিব জনা ষাঁড়াদের রক্ত ধারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার রোগ বা ক্রতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভয় সব্বদে নিশিবার অন্তরায়
হইয়াছে, শরীরের কাস্থি ও পুষ্টি হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১১০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, — কলিকাতা।

খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক বেদনানাশক মালিস

* * * যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক,
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান
করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্যী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ষবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে
উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।

কাজের লোক, কলিকাতা।

৩ পি, এম, বাকি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৫ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫/- প্রত্যেকখানি ৥১০।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেৎ সর্কোংকুই পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োদী প্রশংসিত। মূল্য একটাকা মাত্র।

শ্রী গুরুদাস চ. টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মধ্যে নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্মৃতি করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্জাহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্সট্রাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

শিত, দাল, কাঠাল, প্রভৃতির গৃহস্থ্যায় সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুন্দর বিক্রয় কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সকল পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার নিবানাজ বা এন্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের সহিত অন্ততঃ মূল্যের অনুমান অর্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:তে আদায় হয়। ঘরে ও এখানে স্থাপনা হইবে।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় । কাজের লোক

তাই একটি গয়সাও অপব্যয় করেন না ।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' বার, কিন্তু বাবধান রোগী অর্পণের ও মেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই খেয়ে, ঠাউরে কিনেন । এতে শরীর শীত ও নিশ্চিত আয়াম হয়ই, খাদকা বা' জা' কেনার খরচও বাঁচে ।

সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিগ্লিংবাম

একমাত্র মহৌষধ । অন্য অনেক ঔষধ ব্যকিতে পারে, বাহাতে আয়াম হয়, কিন্তু হিগ্লিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় কুল (২) ১দিনে ঘল্লণার শেষ (৩) সমাপ্তিহে আরোগ্য । এই কথাগুলি যে অতি বখাৰ্হ, তাহা আমাদের তালিকাশূঙ্ককে বড় বড় ডাক্তারের, অনস্বাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন । মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১২০ ।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুফ্যাকচারিং কেমিস্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা ।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিগ্লিং” কলিকাতা । টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা ।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার ।

- ১। কতাবিঃ চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না । পত্র লিখিয়া জানিতে হয় ।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইকি প্রতি বার ১ টাকা ধরা হয় । সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাড়া ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার ।

	৩ মাসের জন্য		৬ মাসের জন্য		১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৩	৮ টাকা প্রতি মাসে	৬	৮ টাকা প্রতি মাসে
২	৫	৪	৫	৭	৫
৩	৩	৩	৩	২	৩
৪	৩	২	২	২	২
৫	১৫	৩	৩	১	৩

১২ বৎসরের কাগজ । ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না । অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব ।

কার্যাদক্ষ

“কাজের লোক” ।

১৪ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীটের লেন, বহুবাজার, কলি কাতা

সীলট চুপের

সীলট চুপের
শীখুনি একমুণ্ড কঠিন প্রাক্তরের
স্থায় পরিণত হয়।

(প্রাচুর্যপণের স্থিতির বহু চুপ বতাবকী
করিয়া রেলে কিয়ৎ গীনায়ে বুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এও কোং,

৪ নং কেরালি প্লেস, কলিকাতা।

বুও মোহরকর কোং।

বাটলিওয়ালার বালাবু, বালক, কলিকাতা
কল্যাণ ১/০।

বাটলিওয়ালার অশ্বিনোবন, বালক, কলিকাতা
শিউলি, কলিকাতা, ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক গিল, কলিকাতা, ১/০।

বাটলিওয়ালার (কলোরোল) কলোরোল এক
রক্তমাশের জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার আসল দুইবাইন টনিক
প্রাক্তর কোডল (১/০) ১/০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ট্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

মানবীয় স্ট্রীলোকের বহু বাধক, অতিরিক্ত, এবং খেতপ্রের, অস্বাস্থ্য দোষজনিত মৃতবৎসী দোষাদির ভিত্ত সমগ্র
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহা করেন, কারণ স্ট্রীলোকের একমুণ্ড উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
ইহা নারীদেহের সমস্ত হৃৎকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নবাহ্য পুনরুজ্জীবিত করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের রতকার্যকা দেখিয়া প্রচারকগণ আল করিডে। ক্রয়ের সমস্ত লেবেলের উপর Rio
Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি
৩৫০ আসা যায়।

১৮৭০ সালে স্থাপিত।
১৯০০ সালে স্থাপিত।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

ম্যালেরিয়া জ্বরের
মহাবিপদ ।

জ্বরমলীন

মর্কপ্রকার জ্বরের
মহাবিপদ ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৮ টাকা ।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে ।

একদিনে জ্বর ছাড়ে ।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে
সেবনে পথের বিচার নাই । স্নান আহার স্বাভাবিক ।

জ্বরমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ !

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন ।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

THE

London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply ; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10-0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

অভাবনীর সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টী সেট।

‘কাজের লোক’

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৫০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—
is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”

Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal; devoted to useful art and manufacture

Bengalee.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকে” বিদ্যুত সমালোচনা আগাদিপের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই একপ স্তম্ভ, সুশিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মগোস্তা পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।”

বশোহর।

“মত্য় বলিতে কি, একপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাত্মকরূপে কামনা করি, ‘কাজের লোকে’-মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।”

সমর।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বৎসরোন্মত্তি আনন্দিত হইরাছি। ইহার শিল্প, কবি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেহেতু সারস্বত, সেইজন্যই উপযোগী।”

বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পিয়ার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথার ও সরলভাবে ব্যাখ্যার হইয়া থাকে। ইহার কাৰ্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বহু বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুগ্ধকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায়।

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা “কাজের লোক” পাঠে সন্তুষ্ট হইরাছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্বাধিত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”

খুলনাবানী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাজেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী বান্ধব।

একপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পত্রিলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপারহীন “বেকারের” বন্ধু।

জ্ঞানদূর্গ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মাতা কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী বাহাতে সাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকে’র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচর্য্য প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ বধা “দিত্যবানী”, “বঙ্গবানী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের তুলনায় প্রাণশো করিয়াছেন, হৃৎকের বিষর, স্থানান্তরিত: সকলগুলি দিতে পারিয়াছেন।

কাজের লোক, কলিকাতা।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা শ্রী উপেন্দ্র কৃষ্ণ নাগ,

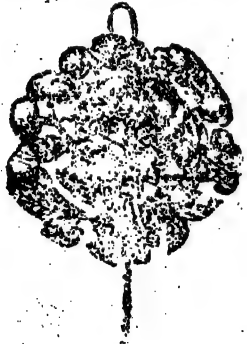
১৫৪ নং বজ্রবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেট ঔষধ, বহু ও অন্যান্য, ১৭৭৭৭৭৭ ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃব্বলের অভাবানুসারিক মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অস্থান নহে) বিজ্ঞ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও/১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার দ্বারা ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০০ শিশি যথাক্রমে ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুগার স্ট্রোব্রিউন পিল, কর্ক হুগারিও মূল্য ১। মফঃব্বলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিকোন নং ২৫২৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

শিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, পার্সা ও হুদী মাঝী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহন বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়াদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বকে মাতরম" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রূক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার কালী

ব্যবহার করুন।

সরস্বতী সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি বাইরা নমুনাদি দেখাইয়া আনিবেন। অতই লিখুন।

সেঃ দাস এণ্ড এণ্ড সন্স,

ইন্ডিয়ান ক্যালিকটারাস,

৫৫ নং চক্ৰবর্তী রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ।

- ১। ব্লক খোদাই, ইলেকট্রো ব্লক, ছিঙ্ক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্রাকার্ড, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মার কবিতা পর্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অক্ষয় নগর সেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক ।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৥০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে । যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও চেষ্টা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে । ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর মুচীপত্র পাঠান যায়, মুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । পত্র লিখুন ।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টোবর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্মেসী ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা—১ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । ঢাকা ও কুমিল্লা ।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ১/১০ ও ১/১৫ পরমা ।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস, কোঁটা-ফেলা ঔষধ ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি স্বাক্ষরিত ২/০, ৩/০, ৪/০, ৫/০, ৬/০ ও ১০/০ টাকা । ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও সুলভ ।

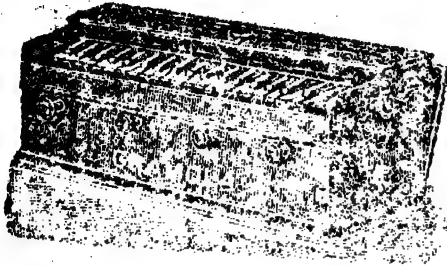
- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—১ম সংস্করণ ; সচিত্র পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১০ ।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৫০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী ।
- ৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—গ্র্যাকটিস ও মেট্রিয়া-মেডিকা ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৫০ আনা ।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ ; মূল্য ১০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী ।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া ; ৪র্থ সংস্করণ ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১০ টাকা ।
- ৬। ভেষজসংগ্রহ-সংগ্রহ—স্বরহং মেট্রিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭৫০ টাকা ।
- ৭। জননেদ্রিয়ার গীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রক্তজরোগ সহনিত)—মূল্য ১০ আনা ।
- ৮। বাবসারী—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ; ৩য় সংস্করণ ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৫০ আনা ।

আমাদের এলোপ্যাথিক স্টোর—১০ নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা ।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী ; মূল্য স্বাস্থ্যস্বত্ব সুলভ, অতি তৎপরতার সহিত প্রস্তুত ।

কাগজের লোক, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই একচেঁহা বিবেচিত হইত। আজও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সচক্ষে খাতিয়া কর না। ইহার স্বর অতীব মধুর। এতের তুলনায় ইহার স্বর অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট ব্রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২০ ০ ০
৬ অক্টেভ, একসেট ব্রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩০ ০ ০
বিশিষ্টাবাদ প্রাপ্ত হারমোনিয়ম শিকা, মূল্য ২২।

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON
No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের স্বেগ।

১৩ম গ্রাহক যাত্রাই কাগজের লোকের মূল্য ২৫০ এবং মাত্র ১০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাগজের লোক" হাতে থাকে পাঠবেন। বন্ধনেনে ডি: পি: ও ডাকমাণ্ডল দত্ত লিখিবেন। ম্যানেজার, কাগজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Hosiery, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plats and Watches, Photographie and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc, etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £5.10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1816),

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Address: "ANNULAR, LONDON"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে ৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাড়ীক চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৪১১ খানা মাত্র বাড়ী পবেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতিজ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাজা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অনগ্রহ হইবেন। ১ সেট্‌ রিডবুক ১৫০, ২০০ এবং ২৫০। ২ সেট্‌ রিডবুক ২৫০, ২৭০, ৩০০, ৩৫০, ৪০০, ৫০০ এবং তর্জ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১১ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০ এডভান্স অসংখ্য সুগায়ক পারিকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুবের জন্য ২ বৎসর পারাণ্ডি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং নং বেকিং স্ট্রিট, (লালবাড়ীক চৌমাথার মোড় হইতে মকিন দিকে বাম ফুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যাশ্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মশকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লওনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর আগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি ৥০/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকমাণ্ডুল, ডিঃ পিঃ হুজুর।

কিটিংসের কফ লজেন্ডেস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৮০/০।

কিটিংসের বনবন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৮০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোম্বাইনগর রোড, কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



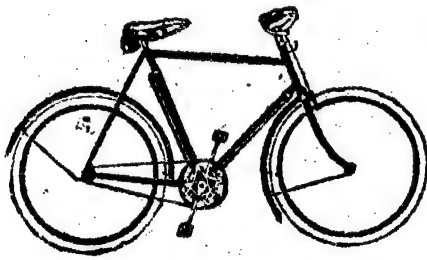
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তুক উৎস না হইলে চিকিৎসাকারী দক্ষ হই না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিভক্ত—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। প্যাভনা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি; চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এম; নিতাইচরণ হাসদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্বচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিভক্ততার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুশুভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই চূড়ান্ত।

আমাদের মাপারটিং: ৮০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ গ্রাম পর্যন্ত ৮০ : ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্য তালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

ফোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস,

৮০ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রীট সংলগ্ন, ব্রাক:—৪৫ নং ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার ব্যবস্থা। কাজেরলোক যাদেরই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল বকস সাইকেল উৎকর্ষ স্বরূপে সর্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিব ক্যাটালগ পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর

স্পিৎ ডায়েল



০০০০ না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি পেশার যাবতীয় জিনিষ সুশুভে নিম্ন লিখিত প্রিকানার সর্বদা প্রচুর পাইবেন। মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা দ্বিগুন মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিতর্ক আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একজন কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকর্ষ গানসহ একটা উৎকর্ষ কলের নাম ৩০০ টাকা মাত্র। গানদের প্রমোজন আছে, শুধুই যদি অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রথমে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম বর্থাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সোভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেত্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই ক্ষীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছার চক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্রোধ বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, সুবস, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রস্রাব ও বক্রপ্রস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১ টাকা ।

কাসাস্তক

এই বটিকার নাম যেকোন ইহার গুণও সেরূপ । ইহা কশ্মা, কশ, হাঁপানী, ধরভঙ্গ, গলা ধূসার্য প্রভৃতি ও কুস-কুসের ও কাস যন্ত্রের অন্ত্যন্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা কশ, কশ প্রভৃতি রোগের অত্যন্ত বক্রণ, তখন সামান্ত সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্যে মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১ টাকা ।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির প্রকার । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

কবিরাজ যশিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১২১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।

New Series

নব পর্ষায়।

Vol. 12

১২ শ সংখ্যা।

December 1918.

ডিসেম্বর ১৯১৮।

No. 12

প্রিয় গাহকগণ! আমি অক্টোবর মাস হইতে ভীষণ ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী আছি। এইজন্ত “কাজের লোক” ডিসেম্বর সংখ্যা বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছে। নিজগুণে এই কটীক্ষমা করিবেন। আমি এখনও দুর্বল, কাজে সম্পূর্ণ অক্ষম। সেই জন্তই এত বিলম্ব।

আমার সংকলিত “কাজের লোকের” দ্বাদশ বর্ষ এই সংখ্যার সহিত সম্পূর্ণ করিলাম। সর্ব কাছের নিরস্তা যিনি, দীর্ঘাব আদেশে বীহার ইচ্ছায় আমি দ্বাদশ বর্ষকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া, একনিষ্ঠ হইয়া “কাজের লোক” পরিচালনার বৃত্তি ছিলাম যদি আবার তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পুনরায় এই কার্য্যেই আমি বৃত্তি থাকিব ও আপনারদের সেবা করিব। সমস্তই সেই আশায়ের ইচ্ছা।

দ্বাদশবর্ষের “কাজের লোক” আমি বড় জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ করিয়াছি। সাধারণের উৎসাহে আমার আকাঙ্ক্ষিত আশা অনেকটা পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে সেট সকল পড়া সাধারণের কাজে লাগাইয়া দেশের ও দেশের হিত সাধন করিলেই আমার সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে।

“কাজের লোক” প্রথম হইতে দ্বাদশবর্ষ কাল একই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া পরিচালিত হইয়াছে। “কাজের লোকের” একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে স্বাধীন জীবিকার বিবিধ পন্থা প্রদর্শন। আমার “কাজের লোক” সে লক্ষ্য কখন ভুল করে নাই। মনে হয়, যদি কেহ দ্বাদশ বর্ষের “কাজের লোক” মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করেন, তাহা হইলেই এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমি আমার কৃণশকা হইতে সর্বদা অভিবাদন করিতেছি। যদি পরমেশ্বর আমায় দের সেবার বৃত্তি হইব। দ্বাদশবর্ষের মধ্যে হয়ত আমার কত কটীখমা পড়া পাবে, আপনারা নিজগুণে সে সকল কটীখমা করিবেন। ইতিমধ্যেই আমার গ্রাহকগণ অনেকই আমার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া অনেক পত্র লিখিয়াছেন, সকলকে পূর্ণস্বাভাবিক উত্তর দিবার আমার শক্তি নাই। তাহাদের এই সহায়ভূতি এবং অনুসন্ধান জন্ত দণ্ডবান এবং চিরকৃতজ্ঞা জ্ঞাপন করিতেছি। দ্বাদশবর্ষের বনিষ্ঠতা আমি বিস্মৃত হই নাই।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

কাজের লোকের নিকট সময় ।

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন :—

“To the businessman, time is money, he who robs him of it, makes him as great an injury as far as loss of a property concerned.”

বাহারা বাবসারী, কাজের লোক, সময় তাঁহাদের পক্ষে অতি মূল্যবান উপকরণ। যদি কেহ তাহার সহিত অথবা নাকবিতণ্ডায় বা গল্প বলবে তাহার সেই সময় নষ্ট করিয়া দেয়, বা অপব্যয় করে, তাহা হইলে সেই ক্ষতি একটা সম্পত্তি নষ্টের ক্ষতি অপেক্ষা কম নহে।

পাশ্চাত্য দেশে সামান্য কুলী মজুর হইতে সম্রাট পর্যন্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাৰ্য্য করিয়া থাকেন। আমরা অধঃপতিত বাঙ্গালী সময়ের মিতব্যয়িতার প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখি না, তাই আমাদের কারবার, আমাদের সংকল্পিত কোন কাৰ্য্যই সফলতা লাভ করিতে পারে না। সময় মনুষ্যত্বের একটি অতি আবশ্যকীয় উপকরণ। বাহারা সময়ের অপব্যয় না করেন—তাঁহারা মনুষ্য লাভে সমর্থ হইবেন। সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিয়াছিলেন যে—“Punctuality should be made not only a point of courtesy, but a point of conscience অর্থাৎ যথাসময়ে করণীয় কাৰ্য্য সম্পাদন করা শুদ্ধ ভদ্রতা রক্ষারই উপকরণ হওয়া উচিত নহে, পরন্তু ইহা মানব বিবেকের একটি অতি আবশ্যকীয় উপকরণ বা ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সম্রাট একদিন তাঁহার সেনানী-গণকে তাঁহার সহিত আহাৰ্য্য করিতে নিমন্ত্রণ

করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনানীগণ তৎসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সম্রাট নেপোলিয়ন ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেনানীগণ যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার আহাৰ্য্যে বসিয়া পড়িলেন এবং যথাসময়ে আহাৰ্য্য শেষ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের ম্যাপ লইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। একটু পরেই সেনানীগণ সম্রাটের শিবিরে আহাৰ্য্যের জন্য উপস্থিত হইলেন, সম্রাট ব্যস্ততার সহিত উদ্ভিগ্ন তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া অস্থপূটে আবেহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের ম্যাপ দেখাইয়া অবিলম্বে কোন বিশেষ স্থানে শত্রুগণের সম্মুখীন হইতে আদেশ করিলেন। আরও বিশেষ গুরুত্বের সহিত বলিলেন, মহাশয়গণ—“Punctuality should be made not only a point of courtesy but a point of conscience.”

ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছিলেন, যদি তুমি নিজেকে ভালবাস, তবে যথা সময় নষ্ট করিও না, কারণ এই সময়ের মিতব্যয়িতা দ্বারা প্রকৃত জীবন গঠিত হয়, মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভ করা যায়। কারণ বাহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তাহাই দেবত্ব।

তাই বলি হে ধীমান, সময় নষ্ট করিও না। ক্ষুদ্র সময় বলিয়া উপেক্ষা করিও না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে প্রত্যেক পলকে কাৰ্য্যে নিয়োজিত কর, তবে জীবনের উন্নতি হইবে মানুস হইবে—দেবতার গ্রাম পূজ্য হইয়া অমর নাম রাখিয়া যাইতে পারিবে।

কবি young বলিয়াছেন :—

“Think nought trifle though
small it appear,
Sands the Mountain,
Moment make the year.”

ক্ষুদ্র সময়কে ক্ষুদ্র বোধ হইলেও তাহা উপেক্ষার সামগ্রী নহে। কারণ ক্ষুদ্র বালুকাকণা

বহুতর পর্বত গঠিত হয়, সমুদ্র তৈরি হয়, তাহা কত বড় হইয়া যায়।

হার হার! বাঙ্গালী আমরা, আমাদের সেই অমূল্য সময়ের মূল্য জ্ঞান নাই। বাঙ্গালী যুগা সময় নষ্ট করিয়া আজীবনেও কিছু ভাল করিবার সময় পাগ না। আজীবন সময়ের অপব্যয় করিয়া দরিদ্রতার পেচনে জীবন বিসর্জন করে। বতদিন বাঙ্গালীর সময়ের মূল্য জ্ঞান না হইবে, তত দিন সে মানুস হইবে না।

সিমলা যাত্রার পত্র ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বেলা প্রায় ৬টা বাজে। এখনও সন্ধ্যা সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে; আমি সবে মাত্র আফিস হইতে আসিয়া আমাদের বাসার সম্মুখের বারান্দার মুক্ত বাতায়নে একখানি চৌকিতে বসিয়া এখানকার প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতেছিলাম। ভাদ্র মাস কিন্তু আকাশ বেশ পরিষ্কার। এ সময় এখানে অধিক বৃষ্টি হয় না। সম্মুখে অসংখ্য পাহাড় লক্ষিত হইতেছে; তন্মধ্যে ২টা পাহাড় খুব বৃহৎ এবং উচ্চতায় অগ্ৰাণ্ড পাহাড় অপেক্ষা অনেক অধিক বিবেচনা হইল; তন্মধ্যে ইহার একটীর নাম ‘কমলা দেবী’ অপরটীর নাম তারাদেবী; এই পাহাড় দুইটা দেখিলে মনে হয়, আমাদের এখান হইতে খুব সন্নিকট, বোধ হয় যেন ৫৬ মিনিটের রাস্তা হইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখানকার লোকে বলে পদব্রজে বাইলে অত্যন্ত: ২১০ বণ্টার কম এই স্থানে পৌছান যায় না। বাহাইউক, এখানকার সকলই অদ্ভুত। এদিকে তখনও সন্ধ্যা আকাশ পরিভ্রমণ করিয়া এই সিমলার পশ্চিম গগনের প্রান্তসীমায় আসিয়া উপনীত হইয়া-

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ছেন এবং ধীরে ধীরে ভাস্কর্যের শাস্ত্রময়
ক্রোড়ে অবতরণ করিতেছেন। বাস্তবিক
এই দৃশ্য বড়ই মনোহর, বড়ই হৃদয় গ্রাহী।
ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তমসা দেবীর প্রভাবে
সমস্তই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পথে
পথে আলো জ্বলিল, আকাশে অগণন নক্ষত্র
দেখা দিল, সিমলার প্রতি ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিল
আমার ভৃত্য আসিয়া আমার ঘরের সরকারী
আলোটা জ্বালিয়া দিল। দূর পাহাড়ের শৃঙ্গ
সমূহে গঠোৎসব ক্রীড়া করিতে লাগিল।
নিশাগমে এই সিমলা পাহাড়ের বেশ
সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। উর্দ্ধদিকে চাহিয়া
দেখিলে আকাশের অসংখ্য তারকামালার
সহিত সিমলা বাসীর গৃহালোক নিশ্চিত হইয়া
এক অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে; আর
নিম্নদিকে চাহিলে রাস্তার সরকারী আলোক
মালা আর সিমলাব বিপনী শ্রেণীর অসংখ্য
আলোক রশ্মি একত্রিত হইয়া কেন্দ্র সোপা-
লাকারে নিম্নদিকে চলিয়া গিয়াছে; ইহাও
এক অপরূপ শোভা।

কমলা দেবী।

পরিদিন উষার কিছু প্রাকালে আমি
গাত্রোখান করিলাম; আমার পুত্রটি কিন্তু
তখনও নিদ্রা ঘাইতেছিল। আমি প্রথমে
সমুখের বারান্দার দ্বার উন্মোচন করিয়া
দেখিলাম, চারিদিক নিস্তন্ধ, আকাশে এখনও
কয়েকটি নক্ষত্র মিটি মিটি হাসিতেছে, তখনও
শশাঙ্ক কিরণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই; রাস্তার
কিচিং জুই একজন লোক চলিতেছে। ঠিক এই
সময় আমার পুত্রটিকে উঠাইলাম এবং
উহাকে উত্তমরূপে গরম পরিচ্ছদে আবৃত
করিলাম, এবং আমিও সমযোচিত পরিচ্ছদ
পরিধান করিয়া পিতাপুত্র যাত্রা করিলাম।
আমরা আমাদের বাসায় সোপান অতিক্রম
করিয়া পথে নামিলাম এবং দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া
(এই পথে আমি প্রত্যহ আফিসে বাই)

বরাবর চলিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা
ছোট চড়াই ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলাম এবং
আমাদের পূর্ব কথিত কালী বাড়ির ঠিক
পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এপথটি
মল রোডের সংলগ্ন। অতঃপর আমরা
বরাবর সেই পথ ধরিয়া একেবারে 'চণ্ডা
ময়দানে' আসিয়া পৌছিলাম, সিমলার মধ্যে
বড়গুলি পথ আছে, তন্মধ্যে এই পথটি
সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, সেইজন্য ইহার নাম চণ্ডা
ময়দান হইয়াছে। এখানে কয়েকটি সরকারী
আফিস, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এবং একটা ডাকঘর
দেখা গেল, তাহা ছাড়া ২৪ টা সাহেবদের
হোটেল, বড় বড় সাহেব দিগের বাংসা এবং
তাহাদের ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতির ক্রীড়া
ভূমি দেখিলাম। এই জমি গুলির চতুর্পার্শ্ব
নীল বর্ণের বন্যদ্বারা পরীপা দেওয়া, ইহাও
দেখিলে মনে হয়, ভিতরে ঘাটা, গিগেটার মৃতা
গীত কিবা কোন সন্মোহন কাণ্ড হইতেছে।
আমরা এইরূপে এ রাস্তাটির প্রান্ত নামায়
আসিয়া উপনীত হইলাম। এবং সমুখের
লাট ভবনের এক প্রকাণ্ড তোরণ দ্বার
দেখিতে পাইলাম। অনুন ২০ জন সশস্ত্র
গুর্খা প্রহরী এই তোরণ দ্বার রক্ষা করিতেছে।
দেখিলে মনে হয়, সমরাজ্য যমের ও যেন
এখানে প্রবেশাধিকার নাই। প্রহরী দিগের
উলঙ্গ তরবারী যেন অক্ষুত যবে ঘোষণা
করিতেছে, ভিতরে প্রবেশ করিও না, বিপদে
পড়িবে।" সেই তোরণ দ্বারের অনতি দূরে
বিচিত্র কারুকায় সমন্বিত এক প্রকাণ্ড
অট্টালিকা, তাহার সোপ চূড়ায় এক বৃহৎ
পর্জকা পত পত শব্দে উদ্ভাসমান হইয়া লাট
মহোদয়ের অবস্থান জ্ঞাপন করিতেছে।
আমরা সেই তোরণ দ্বারের বাহির হইতেই
এই লাট ভবনের বাহু দৃশ্য দেখিয়াই ক্রান্ত হই-
লাম। পাঠক মার্জনা করিবেন, মৎ সদৃশ
অবস্থাপন্ন লোকের এ লাট ভবনের ভিতর

দৃশ্য দর্শনেচ্ছা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।
এই তোরণ দ্বারের দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটা
রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আমরা বাম পার্শ্বের
রাস্তাটি ধরিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম;
এ রাস্তাটিকে বালুগঞ্জ বলে। কিছুদূর
আসিয়া আমরা সেই কমলা দেবী নামক
পাহাড়ের তলদেশে আসিয়া পৌছিলাম।
অতঃপর আমরা সেই পাহাড়ে চড়াই
করিতে লাগিলাম; বর্ত্ত উপরে উঠিতেছি,
ততই অসংখ্য অজানা বিটপী শ্রেণী ঘন
সন্নিবিষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান দেখা যাইতে
লাগিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন
আমরা এক নিবিড় অরণ্যে আসিয়া
পড়িয়াছি। চারিদিক নিস্তন্ধ, কেমন মনো
মধ্যে বড় কথা কও, পিক বধু, ঘু ঘু প্রভৃতি
ধন বিহঙ্গগণের কলরবে অরণ্যের নিস্তন্ধতা
ভঙ্গ করিয়া মনে বেশ একটা আনন্দ দিতেছিল,
আমরা নিম্ন হইতে প্রায় ১ মাইল উপরে
উঠিয়া যখন পাহাড়টির সর্বোচ্চ স্থানে উপনীত
হইলাম, তখন চতুর্দিকস্থ পর্বত মালা আমাদের
অতি নিম্ন ভাগে দৃষ্ট হইতে লাগিল, সুদূরবর্তী
ভূমির ধ্বল পর্বত শ্রেণী এক অপূর্ণ শোভা
ধারণ করিয়াছিল। এখানে একটা ক্ষুদ্র
মন্দির মধ্যে এক পাষণ্ডনয়ী দেবী মূর্ত্তি বিরাজ
মান। ইনি এখানে "কমলা দেবী" নামে
প্রসিদ্ধ। জনবহু এই থে, এখানে যিনি কামনা
করিয়া আসেন, ইনি নাকি আঁচরে
তাহার কামনা পূর্ণ করেন। আমিও কমলা
দেবীর চরণে প্রণিপাত করিলাম, এবং মনে
মনে বলিলাম, মা, আমার যে কামনা তুমিত
সবই জান, আমি আর তোমার নিকট কি
নূতন কামনা করিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কবিগীতির সৃষ্টি বিবরণ।

—••—

কবিগীতির সৃষ্টিকর্তা রাস্ত, নৃসিংহ, মালু নন্দলাল ও রঘুনাথ দাস এবং গোঁজলা গুই। ইহাদের মধ্যে রঘুনাথ দাসের রচিত গান হরু ঠাকুর স্বর্গীয় রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে শ্রবণ করাইয়া তাঁহার চিত্ত রঞ্জন করেন। রাজা শ্রবণমধুর সংগীত শ্রবণে বিমোহিত হইয়া ঠাকুরকে এক জোড়া শাল পুরস্কার করিলেন। ঠাকুর উক্ত শাল হুলিকে অর্পণ করিলেন। রাজা তদর্শনে মনে মনে সান্তিশয় বিরক্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, মহারাজ! বিরক্ত হইবেন না। আমি ব্যবসায়ী গায়ক নহি: সুতরাং আমি মহারাজের প্রদত্ত পুরস্কার স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া হুলিকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ণাপেক্ষা অধিকতর প্রীতি সহকারে হরু ঠাকুরকে দল করিতে আদেশ করিলেন এবং সেই দলের ব্যয় ও ঠাকুরের সংসারযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ঠাকুর স্বরচিত নব নব সঙ্গীত দ্বারা অসামান্য রচনা শক্তির পরিচয় প্রদানে রাজার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানিচরণ বণিক ও ভীমদাস মালাকার প্রভৃতি কতিপয় কবিগান গায়কেরা হরু ঠাকুরের প্রতিপক্ষে দল করিলেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী স্বয়ং গান রচনা করিতে পারিতেন না। গৌর কবি-রাজ ও নবাই ঠাকুর নিত্যানন্দের দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। তৎকালে রঙ্গভূমিতে একদলের কৃত প্রস্তুত অল্প দলের আসরে উত্তর প্রস্তুত করার পদ্ধতি ছিল না।

প্রতি পক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্বেই উত্তর প্রস্তুত করা হইত। রামবহু

আসরে উত্তর রচনা করিয়া গান করিবার প্রথা স্থাপিত করেন। কলিকাতায় মৃত রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনেই প্রথম কবিগানের নৃতন আবির্ভাব। রাজা অতিশয় সঙ্গীতগুণ-গ্রাহী ও বিলক্ষণ উদারচেতা ছিলেন। একমাত্র তাঁহার উৎসাহে তৎকালে কবিগানের এতদূর সমাদর হইয়াছিল। উক্ত রাজার পরলোক গমনে হরু ঠাকুর বিবাদকাতরতা প্রযুক্ত কবির দল পরিত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কিছুকাল নিজ দল রাখিয়া লোকের মনোরঞ্জন করেন, পরে হরুঠাকুরের আদেশে শাহুসারে তাঁহার শিষ্য নীলুঠাকুর রামপ্রসাদ ঠাকুর ও ভোলানাথ ময়রা দল করিলেন। নীলু ও রামপ্রসাদ দুই সঙ্গোদরের একটি দল আর ভোলা ময়রার একটি দল। ইহার সকলে হরু ঠাকুরের রচিত গান গাইতেন! হরুঠাকুরের সহিত নীলু রামপ্রসাদের কিঞ্চিৎ মনান্তর হওয়ায় নীলু রামপ্রসাদ অন্যের রচিত গান শ্রবণ করাইয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। এমন কি পরিশেষে নীলু রামপ্রসাদের যত্নেই প্রসিদ্ধ ওস্তাদী দল বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ভোলানাথ ময়রা কিছুকাল হরুঠাকুরের রচিত গান গাইতেন, রামসুন্দর রায় প্রভৃতি এই দলের গান রচনা করিতে লাগিলেন। এই দলটীও ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট ওস্তাদী দল বলিয়া পরিগণিত লইল। এই সময়ে মোহন সরকার, লক্ষ্মী নারায়ণ বোঁগী, নীলমণি পাটুনি, রামসুন্দর স্বর্ণকার আন্তনি সাহেব, গুরোচরণ ও স্থপিতর চুতার প্রভৃতি কবির দল করিয়া সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গদাধর মুখোপাধ্যায় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, রামসুন্দর রায় গোরক্ষনাথ বোঁগী ও রাম বহু প্রভৃতি এই সকল দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। ইহাদের মধ্যে রাম বহু

সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি রঙ্গভূমিতে প্রোপ্রোভের রীতি প্রবর্তিত করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে নীলু রামপ্রসাদের সহিত ভোলানাথ ময়রার প্রথম সংগীত সমর হয়। এই সংগীত সমরে যে সকল প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর রচিত হইয়াছিল তাহাও পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রোপ্রো কবিগীতি রচয়িতাগণের জীবন বৃত্তান্তের বিষয় বাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি-রাছি, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশিত করিলাম।

হরুঠাকুর—ইনি বাঙ্গলা ১১৪৫ সালে কলিকাতা সিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার প্রকৃত নাম হরকৃষ্ণ দীর্ঘাদ্বী, কবিওয়ালার মধ্যে ইনি ব্রাহ্মণ বলিয়া ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ দাস ইহার রচিত গান সকল সংশোধন করিয়া দিতেন। ইনি প্রথমতঃ একটি সখের দল করিয়া রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে গান করেন। পরে রাজার আদেশে বৈতনিক দল করিয়া লোকরঞ্জে প্রবৃত্ত হন। রাজার লোকান্তর গমনে শোকবিভ্রান্তচিত্ত হইয়া একবারে কবি গাহনা পরিত্যাগ করিলেন। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে হরুঠাকুর মানব লীলা সম্বরণ করেন।

নিত্যানন্দ বৈরাগী—ইহার জন্মস্থান চন্দ্রনগর। ১২৪০ বা ১২৪২ সালে ইহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০। ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। পুত্র সন্ততি ছিল না, দৌতিজ উদয় চাঁদ কিছুকাল ইহার দল রাখিয়াছিল।

ভবানী চরণ বণিক—ইহার বাসস্থান কলিকাতা জোড়াসাঁকো। ইনি বাণিজ্য কার্য্য করিতেন। প্রায় ৭০। ৭৫ বৎসর বয়সে কাল গ্রাসে পতিত হন। ইহার বংশাবলি কেহই নাই।

বলরাম বৈকুণ্ঠ—করাসিডাকার ইহার বাস ছিল। উক্ত বংশের পুত্র পৌত্রাদি

সং ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৪০ টাকা ছিল, আর লইব না।

না প্রকার মোহিত ককদাস ঐ দল চালাইয়া ছিলেন।

জীমদাস মালাকার—ইহার জন্মস্থানাদি ও বংশে কেহ আছে কিনা, তাহার নির্ণয় নাই।

নীলরামপ্রসাদ—কলিকাতা হেডুয়া পুস্তক-ব্রিগের নিকট নীলরামপ্রসাদের বাটী ছিল। উহাদের উপাধি চক্রবর্তী। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে নীলু ঠাকুরের মৃত্যু হয়। পরে ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামপ্রসাদ ঠাকুর ৮০।৮২ বৎসর বয়সক্রমে পরলোক গমন করেন। নীলু রাম প্রসাদের মোহিত বংশীয়েরা কবির দল চালাইয়া আসিতেছিল।

ভোলানাথ ময়রা—কলিকাতা সিমলা ইহার বাসস্থান। ১২।১৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার সম্ভ্রতিগণ অত্ৰাপি কবির দল চালাইতেছিলেন।

রামচন্দ্র বসু—ইহার বাসস্থান সালিখা, জয়নারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ৫০।৫২ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। ইনি কখনই বিষয় কর্ম করেন নাই। কেবল কবি গাওনা দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন।

রামসুন্দর স্বর্ণকার—কলিকাতা হাড়কাটা গলি ইহার জন্মস্থান। ইনি পূর্বে কেরানীগিরি কর্ম করিতেন। পরে কবির দল করিয়া উক্ত কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক লোকরঞ্জন ও অর্থো-পার্জনে প্রবৃত্ত হন। ৮২ কিবা ৮৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

উল্লিখিত ওস্তাদগণ পরলোক গমন করিলে জ্ঞানী কবির গৌরব ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। পরে বাগবাজার নিবাসী মোহনচাঁদ বসু পদ্ধতি মতে প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাক আকড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন। বোড়াসাকো নিবাসী সংগীতরসজ্ঞ রামলোচন বসাক বসু মহাশয়ের প্রতিপক্ষে একটা দল করেন। গদাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ দলের

রচনাকার ছিলেন। কখন কখন রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ঐ দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। কি হাক আকড়াই, কি সখের দাঁড়া কবি সকলই মোহন চাঁদের সুরে গীত হইত।

বোড়াসাকোর দলে রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুর প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এখনও বোড়াসাকোস্থ সকল দলেই ঐ সুরে গান করা হয়। মোহনচাঁদ প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তিনি কখন কাহার চাকরি করেন নাই। ইহার পিতামহ রামচরণ বসু দেওয়ান ছিলেন। ইহার পিতার নাম জয়নারায়ণ বসু। ইনি পৈতৃক বিষয় হইতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণ শুনি আমরা ভবানীপুর-নিবাসী শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “প্রাচীন কবি সংগ্রহ” পুস্তকের ভূমিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া ছিলাম। উহা ১২৮৪ সালে প্রকাশিত হইয়া ছিল। এখন বাঙ্গালার কবি গানের যথেষ্ট সমাদর আছে। সম্প্রতিই কলিকাতায় বহুকাল পরে হাক্ আকড়াই সঙ্গীত সমর হইয়া গিয়াছে।

কা: স:।

বাঙ্গালার অরণ্য।

সরকারী বিবরণ।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালা দেশের বন জঙ্গলে কেমন কার্য হইয়াছে, জঙ্গল বিভাগের কর্তৃপক্ষেরা তাহার এক বিবরণী বাহির করিয়াছেন। সেই বিবরণীতে প্রধানতঃ এই সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে:—

(১) কারসিয়ং অঞ্চলের ১৯১৯ হইতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে ভাবে কার্য করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে; এই বৎসরের

পেবে সে কার্যপদ্ধতি গবর্ণমেন্ট মন্ত্রী করিয়া-ছেন উক্তর বনের অরণ্য সমূহের উন্নতি-সাধন গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত। কৃত্রিম শাল বৃক্ষের উৎপাদনই গবর্ণমেন্টের মনোবোণের বিষয় হইয়াছে।

(২) চট্টগ্রাম এবং পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামের অরণ্য সমূহে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়তাকারী কোনও বৃক্ষ বা বৃক্ষজাত সামগ্রী পাওয়া বাইতে পারে কিনা, তাহা দেখিবার জন্ত একজন কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

অরণ্যজাত সামগ্রী।

বন জঙ্গল হইতে যে সকল সামান্য সামান্য জিনিষ উৎপন্ন হয়, সেগুলি পূর্ব নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাধা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

বাঁশ ও বেত।

বাঁশ ও বেত খুব জন্মিয়াছে। চা বাগিচার বাঁশ বেতের বিক্রয় বাড়িয়াছে।

কাঠ।

বড় বড় কাঠের “শ্রীপার” কাটা হইয়া মিউনিসিপাল বোর্ড বা গবর্ণমেন্টের গোলাগুলি তৈয়ারী বিভাগে সরবরাহ হওয়ার জঙ্গল বিভাগের কাজ খুবই বাড়িয়াছিল। “শ্রীপার” ছাড়া বড় কাঠের আন্ত গুড়ি ও কাটা গুড়ি ও উক্ত বিভাগে সরবরাহ হইয়াছিল। গতবর্ষে ৬১, ৮৭, ০০ ঘন ফিট কাঠ সরবরাহ হইয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ৭৬, ৪৫, ০০০ ঘন ফিট কাঠ সরবরাহ হইয়াছে।

হাতী।

গত বার জঙ্গল বিভাগের কর্তৃপক্ষ বঙ্গা জঙ্গল হইতে ৩৩টা হাতী ধরিয়াছিলেন। একটা পলাইয়াছিল। খেদা হইতে বাহির হইবার সময়ে একটার মৃত্যু হইয়াছিল। দুইটা বৃদ্ধা হস্তিনী বাজারে বিক্রয় হইবে না বলিয়া মুক্তি পাইয়াছিল। বাকী ২২টা হাতীর ভিতরে ২৪টা বিক্রয় হইয়াছে এবং পাঁচটা জঙ্গল বিভাগে রাখিয়া দিয়াছেন।

পুরাতন “কালের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ভাকমান্ডল পাঠান।

চট্টগ্রামের জল হইলে আলোচ্যবর্ষে ৪০টা হাতী ধরা পড়িয়াছিল। সকলগুলিই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

সুন্দরবনে বাঘ।

আলোচ্যবর্ষে সুন্দরবনে ১৪জন লোককে বাঘে মারিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে ৮৬ জন লোক বাঘের হাতে মারা পড়িয়াছে।

এই বর্ষে ৮৬টা বাঘ শিকারীদের হাতে মারিয়াছে।

আয় ব্যয়।

আলোচ্য বৎসরের আয়—১৫,০১, ৬৭১ টাকা ও ব্যয়—৭,৭১,১২৪ উদ্ভূত—৭,৩০, ৪৬১ টাকা।

সংক্রামক “ইনফ্লুয়েঞ্জা” জ্বরে

আর্য্য মুষ্টিযোগ।

মহামারী “ইনফ্লুয়েঞ্জা” জ্বরে অনেক লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এ সময়ে জ্ঞানচক্ষু আর্ধ্যমুষ্টির প্রকল্পিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি মুষ্টিযোগের উল্লেখ করা যাইতেছে, গৃহলক্ষ সামান্য বস্ত্র বলিয়া তুচ্ছ বোধে উপেক্ষা না করিয়া এই ভীষণ ব্যাধির উপক্রম বুঝিতে পারা মাত্রই এই যোগগুলি ব্যবহার করিলে অনেকের জীবন রক্ষিত হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্কর্মেদের প্রকৃত মাহাত্ম্যও সাধারণ্যে প্রকটিত হইতে পারে।

রোগের উপক্রমে—

আদা ও বেলপাতা একত্র কুটিয়া লইয়া, তাহার রস এক তোলা মাত্রার দুই রতি সৈন্ধব লবণের সহিত প্রতি দিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ স্বর্ণসিন্দুর ঔষধ এক রতি সহ এই রস সেবন

করিলে, অধিকতর উপকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি স্বর্ণ সিন্দুর না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কেবল ঐরূপ রস সেবন করিলেই নিশ্চয় উপকার হইবে। এমন কি, যদি জ্বর, সর্দি, কাস, গা বেদনা ও গা ভার প্রভৃতি উপসর্গ প্রবলরূপে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে কেবল এই সামান্য যোগটিই অবস্থা বুঝিয়া ৩, ৪, ৬ বা ৮ বার ও প্রত্যহ তিন ঘণ্টা অন্তর দিনে ও রাত্রিতে সেবন করাইলে, এই ঔষধ হইতে মনুষ্য জীবনের উপকার ভিন্ন কোনরূপ অপকার হইতে পারিবে না।

পথ্যের সহিত সেবনীয় বিধি।

শরীর ভার বা বেদনায়ুক্ত হইলে; সর্দির উপক্রম হইলে অথবা প্রবল সর্দি বা কাস জন্মিলে,—কালজীরা সিকি তোলা এক আনা সৈন্ধব সহ বাটিয়া লইয়া, যাহা পথ্য করিবে, তাহার সামান্য অংশের সহিত (৩৪ গ্রাস মাত্র) মিশাইয়া লইয়া দিনে ও রাত্রিতে দুই বেলাই সেবন করিবে। ইহাতে সর্দি ও কাসের সহিত অতি তীব্র জ্বর থাকিলেও তাহার প্রকোপ নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে এবং শরীর হালকা ও চনচনে হইবে।

কবল।

গোল মরিচ গুড়া করিয়া অথবা ঐ গোটা মরিচ মুখে লইয়া চিবাইয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলায় দুই বেলায় ‘কবল’ করিতে হইবে। ইহাতে শ্লেষ্মার প্রকোপ দূর হইবে, জরের বেগও কমিবে এবং মুখের স্বাভাবিক আশ্বাস লাভ হইবে।

শ্বেদ।

যদি শরীরে বিশেষতঃ মাথায় অত্যন্ত তার ও কামড়ানি থাকে, তাহা হইলে ধুতুরার পাতা তামাকের মত কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া লইয়া শুকনো খোলাতে ঐ কুচানো পাতাগুলি জল ভাজিয়া লইয়া, উহা ধারা দুইটা পুটুলি

বাধিয়া লইতে হইবে। পরে একটা খোলাতে আশ্বস রাখিয়া একটার পরে একটা ঐ পুটুলি পর্য্যায়ক্রমে সেই খোলার আশ্বসে গরম করিয়া ক্রেশ বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গেই তাহার তাপ দিতে হইবে। ইহাতে আশ্বস-রূপেই শরীরের সকল প্রকার মানি দূর হইবে।

রোগের আতশয্যে বিধি।

রোগের অতিশয় আধিক্য ঘটয়া পড়িলে, পুষ্কোক্ত আদা ও বেলপাতার রস ও সৈন্ধব সহ স্বর্ণসিন্দুর সেবন এবং উল্লিখিত অন্যান্য প্রয়োগগুলিও যথা বিধানে ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত যোগটিও প্রস্তুত করিয়া লইয়া আদার রসের সহিত তাহা বারংবার প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহার ব্যবহারে রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবে।

যোগটি এই,—

কটছাল, কুড়, কাঁকড়াশূলী, ছুরালতা, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও কালজীরা এই আটটা দ্রব্যের কাপড় ছাঁকা গুড়া বেশ ভাল করিয়া একত্র মিশাইয়া লইতে হইবে। এই চূর্ণ ঔষধ আদার রসের সহিত রোগীকে পুনঃপুনঃ সেবন করাইলে কখনও তাহার প্রাণ হস্তারক আকস্মিক ‘হাট ফেল’ ঘটিতে পারিবে না, অধিকন্তু নিশ্চয়ই কাস, শ্বাস, অথবা যে উপদ্রব ঘটুক না কেন, সেই সকল সহ অতি প্রবল জরের শাস্তি হইয়া মনুষ্যের জীবন রক্ষা হইবে।

অবকাশের অভাবে ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ করিবার সুযোগ ঘটিলে না উঠিলে পাচনের নিয়মে উক্ত দ্রব্য আটটির প্রত্যেকের চারি আনা মাত্রার লইয়া, ঐ মিলিত দ্রব্যগুলি বেশ ভাল করিয়া কুটিয়া লইয়া, আধশের জলের সহিত নুতন হাঁড়ীতে তাহা আশ্বসে চাপাইয়া আধপোরা অবশিষ্ট থাকিলে

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

দাখাইতে হইবে। কাপড় ছাড়া এই আধ-পোশাক উত্তমের কাপড় অল্প অল্প মাত্রায় রোগীকে পুনঃপুনঃ সেবন করাইতে হইবে। আর এইরূপ কাপড়টিও দিবাভাগে ও রাত্রিতে সম্পূর্ণ নতুন করিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়াই আবশ্যিক।

সকল রোগ হইতে জরই প্রধান মায়ায়ক। চরক বলিয়াছেন,—

দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্বরোগাগ্রজ্ঞো বলী।

জরঃ প্রধানং রোগাণাং”

জর যে সকল ব্যাধি হইতেই প্রধান ও বলবান তাহার কারণ এই যে, জরের ন্যায় অপর কোন রোগের আক্রমণ শরীর, ইন্দ্রিয় সকল ও মনকে অভিভূত করিয়া সংঘটিত হয় না। কিন্তু জর শরীর সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনঃ,— এই সকলের কোনটিকেই ছাড়িয়া প্রাণীকে আক্রমণ করে না; এই জন্যই জর সকল রোগ হইতে প্রধান ও বলবান হইয়াছে। আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ এই জন্যই আরও বলিয়া গিয়াছেন, প্রাণিসমূহের মধ্যে কেবল দেবতার ও মনুষ্যেরাই জরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, অন্য কোন জন্তু, পক্ষ বা পক্ষী কেহই জরের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে পারেনা—সকলকেই জরাক্রান্ত হইলে অবিলম্বে মৃত্যুর গ্রাসে নিপতিত হইতে হয়।

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ
কাব্যভীর্থ কবি চিন্তামনি।

২১নং বাগবাজার ষ্ট্রাট, কলিকাতা।

তুলসী।

তুলসী হিন্দুর একটি প্রধান অর্চনার বৃক্ষ। যে হিন্দুর প্রাঙ্গণে যত্ন রক্ষিত তুলসী বৃক্ষ নাই হিন্দুর চক্ষে সে কখন হিন্দু নহে। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু অপেক্ষা বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীর অধিক

সন্মান করিয়া থাকেন। যদি প্রত্যহ তুলসী বৃক্ষে জল দান, তুলসী প্রদক্ষিণ, তুলসী তলে প্রণাম না করেন তিনি কখন বৈষ্ণব নহেন। তুলসী কাহারও নিকট অনাদৃত নহেন। পঞ্চ উপাসক সমান ভাবে তুলসীর আদর করিয়া থাকেন।

তুলসী বৃক্ষে বৈজ্ঞাতিক শক্তি বড়ই প্রবল ভাবে নিহিত আছে। ইহার কাষ্ঠের মালা ধারণ করিলে মনুষ্য শরীরে বিদ্যৎ বেগ স্থিরভাবে রক্ষিত হয় সুতরাং উহাতে অনেক ব্যাধি আরোগ্য হয়। সহসা শরীরে কোন ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না। অন্ততঃ রোগ প্রতিবেধের অগ্নি আমি সকলকেই তুলসী মালা ধারণ করিতে অনুরোধ করি। তুলসী কাষ্ঠ-ধারী ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ও সংপথাবলম্বী হয়। যাহারা মালা ধারণে অনিচ্ছুক, তাহারা ইহার কাষ্ঠ কোমরে অথবা বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারেন।

তুলসীর রস জ্বর ও সর্দি নাশক। প্রবল সর্দিযুক্ত জরে তুলসীর রস সহ মকরদ্বন্দ্ব সেবন করাইয়া আমি অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। দুইবেলা খাইতে হয়। ক্রমশঃ তুলসী সিউলিপাতা ও উচ্ছেপাতার মিলিত রস ১ তোলা গরম করিয়া মধু ও পিপুল চূর্ণ সহযোগে সেবনে কক্ষ জ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

তুলসী পাতার রস শরীরের চর্ষিত রক্ত ও গলিত কুষ্ঠ নাশক। কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্তের সুস্থ থাকিতে হইলে তুলসী তাহার একমাত্র অবলম্বন। প্রত্যহ তুলসীর রস দুই বেলা সেবন ও গাত্র মর্দন করিলে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া গোমূত্র পান করিলে অনেক স্থলে কুষ্ঠ ব্যাধি ধাপা হইয়া থাকে। তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে, ইহার গুণে কোন রোগ বোজাণ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে তাহার গাত্রে কদাপি মশক দংশন করিতে

পাঞ্জে না। দেখা গিয়াছে, মশকগণ তুলসী বৃক্ষের ত্রিসীমার বাইতে পারে না। মশক ম্যালেরিয়া বাহী বলিয়া বাহাদের বিশ্বাস, তাহারা প্রত্যহ তুলসী পাতা ভক্ষণ ও তুলসীর রস অঙ্গে মর্দন করুন—মশক নিকটে যাইবে না।

বাহাদের শরীরে নানাবিধ চর্মরোগ আছে, তাহারা তুলসী রস ভক্ষণ ও গাত্র মর্দন করুন। বজ্রঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে সত্ত্বর তুলসীর রস ভক্ষণ করাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বৈজ্ঞাতিক ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চার করে।

বিনি প্রত্যহ দুই বেলা তুলসী পত্র ভক্ষণ করেন, তাহার শরীর মেঘমুক্ত চত্বের দ্বার উজ্জল হইতে থাকে। ইহা একটি কম রসায়ন নহে।

বীৰ্য্যাস্তম্ভনে তুলসীর শক্তি অসীম। অল্প পরিমাণ তুলসীর মূল পানের সহিত ভক্ষণ করিলে বীৰ্য্য শুভ হয়। আয়ুর্বেদ কি বলিতেছে শুধুন,—

শূরনং তুলসী মূলং তাম্বলৈঃ সহভক্ষ্যমেৎ

ন যুগন্তি নরোবীৰ্য্য মে কৈকেন ন সংশয়।

যাহাদের স্বপ্নদোষে মধ্যে মধ্যে শুক্র ক্ষয় হয়, তাহারা সপ্তাহে ২ দিন অল্প মাত্রায় তুলসী মূল সেবন করিবেন, দেহস্থ বিদ্যৎ সংরক্ষিত হইয়া আর অযথা তাহার শুক্র ক্ষয় হইবে না। মনুষ্য দেহে বিদ্যৎ অবিচলিত রাখিতে তুলসীর মত শক্তি আর বৃদ্ধি কাহারও নাই।

তুলসীর মূল বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিলে তাহার বজ্রঘাতের ভয় থাকে না। অনেক চতুর গৃহস্থ নতুন গৃহ নির্মাণ কালে মটকার কাঠে হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রে তুলসীর মূল বাধিয়া দেন—সে গৃহে কখন বজ্রঘাতের ভয় থাকে না। ইহা বজ্ররোধক দণ্ড অপেক্ষাও গুণশালী। শাস্ত্রাকার বলেন, বাহার গৃহে সতেজ তুলসী বৃক্ষ থাকে তথায় কি বজ্রপাত হয়?

পত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা ছিল, আর লইব না।

রক্তপিত্ত রোগীকে তুলসী ও কামরী পাতার রস খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত রমন বন্ধ হয়। তুলসী তলের নৃত্তিকা পর্যন্ত তুলসীর গুণ প্রাপ্ত হয়, তুলসীতলের কেবল নৃত্তিকা খাইয়া অনেকে যে রোগ মুক্ত হন, ইহাই তাহার চাক্ষু প্রমাণ।

বাস যক্ষা প্রভৃতি রোগেও তুলসীর রসপান করিলে উপকার হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগী যুতের সহিত প্রত্যাহ হইলান তুলসী মূল ভক্ষণ করিলে শরীরে আবার বৈদ্যুতিক ক্রিয়া চলিতে থাকিলে, রোগও আরোগ্য হইবে। সন্নিগনী। *

* কবিরাজ শ্রীযুক্তবিহারী সেন গুপ্ত বিজ্ঞা-বিনোদ লিখিত।

চয়ন।

গো-চিকিৎসা।

শ্রীদিবাকর দে, জি, বি, ভি, সি, (লেকচারার ডেটারিনারি কলেজ) কর্তৃক লিখিত। ইহা শ্রীযুক্ত কর্ণেল, জে, এইচ, বি হ্যালেন সাহেবের রচিত “Manual of the more deadly forms of Cattle Disease in India” নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

আমাদের দেশে গবাদির এমন কি মামুনের বাবতীর রোগ হইতে দেখা যায় তাহার অধিকাংশই উপযুক্ত আহারের অভাবেই হইয়া থাকে। সবল ও সুস্থ দেহে রোগাক্রমণ কম হয়। অনশনক্লিষ্ট মানব ও পশাদি প্রাকৃতিক ধ্বংশের হাত কিছুতেই এড়াইতে পারে না। ভূমি বাঁচিবার উপযুক্ত হইলে তবে বাঁচিতে পাইবে, নতুবা প্রাকৃতিক সংগ্রামে তোমার উচ্ছেদ অবশ্যজারী, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। নানা কারণে আমাদের

গৃহপালিত গবাদির স্বাস্থ্য ভয় হইতেছে এবং তাহার নানারোগে আক্রান্ত হইতেছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকার গ্রন্থকার তাহার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এই—বতদিন গোজাতি রীতিমত বন্ধ ও আহার পায়, ততদিন প্রায় তাহাদিগকে রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। অতিরিক্ত কিম্বা অল্পযুক্ত আহার, অর্ধাশন অথবা উপবাসাদি দ্বারা তাহার ক্রমশঃ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে সকল রোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রতি-কার-যোগ্য। ইহাতে যে সকল ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য করিলে লোকে সম্পূর্ণরূপে না হটুক, বহুপরিমাণে অকাল মৃত্যু হইতে গোজাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

গোজাতীর কতকগুলি রোগ সংক্রামক; অবশিষ্ট সমস্তই অল্প ও আহারের ত্রুটিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যখন অধিকাংশ রোগের কারণ বিশদ-রূপে নির্দিষ্ট আছে এবং ইচ্ছা করিলেই লোকে যখন তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে, তখন কতক পরিমাণে গৃহস্থের নিজের দোষেই যে পালিত পশু রোগাক্রান্ত হয়,—এরূপ বিবেচনা অজ্ঞান নহে।

অনাবৃষ্টি, বজ্রা অথবা দৈব-দুর্কিপাকে সময়ে সময়ে গবাদির মড়ক উপস্থিত হয়, এই জন্ত পূর্ক হইতেই শুক ঘাস ও বিচালি সংগ্রহ করিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যে কোন কারণে মড়কের সম্ভবনা উপস্থিত হইলেই, লোকে যদি আবশ্যকমত অথবা প্রচুর পরি-মাণে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে, ও গবাদিকে উত্তম গোশালাঘরে রাখিয়া তথায় নিয়মিতরূপে আহারাদি দেয়, তাহা হইলে তাহাদের পীড়া নিবারিত হইবার সম্ভবনা।

ধ্বংসের অনেক সময় গবাদি পশুদিগকে গোশালাঘরে আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক। বাহাতে তাহার গ্রীষ্মের প্রথর রোজ, বর্ষার অজস্র বারি বর্ষণ, এবং দারুণ শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

অত্যন্ত বৃষ্টির সময় অনাবৃত স্থানে, জলময় স্থানে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মধ্যস্থ স্থলোচ্চ প্রথর কিরণতলে অথবা শীতকালের রাত্রির দারুণ শীতে ও হিমে গোজাতিকে রাখিলে তাহার কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না।

চতুঃপার্শ্ব সমতল ক্ষেত্র হইতে উচ্চ স্থানে গোশালা নির্মাণ করা উচিত। তাহাতে ক্ষুদ্রাদি নির্গমনের জন্ত রীতিমত পরঃপ্রণালী, এবং বৃষ্টি ও রোজ নিবারণের জন্ত যথোপযুক্ত ক্ষুহের ছাদ থাকা আবশ্যক; রাত্রির হিম ও শীতল বায়ু বাহাতে তাহাদের গায়ে না লাগিতে পারে তদুপযুক্ত গৃহের বেটনি দেওয়াও একান্ত আবশ্যক। বাহাতে গোশালায় প্রচুর পরিমাণে আলোক প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ ভাবে জানালা রাখিতে হইবে, এবং অন্ধ্রেশে বাতাসাতের জন্ত দ্বার রাখা উচিত। এতদ্ব্যতীত নীচে দিয়া বিস্তৃত বায়ু প্রবেশের জন্ত ও উপর দিয়া দূষিত বায়ু বহির্গমনের জন্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

গোশালা ও তাহার চতুঃপার্শ্ব ভূমি পরি-ষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত, এবং মূত্র ও গোময় প্রভৃতি যথা নিয়মে স্থানান্তরিত করা কর্তব্য।

এ দেশে গোজাতিকে সরুদী দূষিত জল পান করিতে হয়, যেহেতু এখানে বিস্তৃত জলের নিত্যন্ত অভাব। এই সকল বিশৃঙ্খলা হইতে যে নানাবিধ রোগ সমুৎপন্ন হইবে, তাহা আর বিচিৎ কি? *

* গো-বিজ্ঞান নামক প্রবন্ধে এই সূচক বিশেষ আলোচনা হইতেছে। কৃঃ সঃ।

পুরাতন “কালের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

গো-মেবাদির সংক্রামক রোগ।

জ্যৈষ্ঠবর্ষে গরু ভেড়ার সাধারণতঃ সংক্রামক রোগ সকলের বিবরণ ও তত্ত্ব রোগের প্রতিবিধানের তালিকা।

প্রধান প্রধান সংক্রামক রোগগুলির নাম নিয়ে লিখিত হইল :—

- ১। গোবসন্ত বা পশ্চিমা।
- ২। এঁসো রোগ বা পা ও মুখ সংক্রান্ত রোগ।
- ৩। গলা ফুলো।
- ৪। তড়কা।
- ৫। বাদলা।
- ৬। ফুস্ফুস ও তাহার আবরণ ঝিল্লির প্রদাহ।
- ৭। ভেড়ার বসন্ত।

গলা ফুলো, তড়কা ও বাদলা রোগের মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণে পরস্পর মিল আছে। এই ত্রিবিধ রোগই অল্পকাল স্থায়ী; সচরাচর ২৪ ঘণ্টা হইতে চারি দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

ইহার প্রত্যেকটিতেই মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, খুব কম হইলেও প্রায় শতকরা ৮০টির মৃত্যু ঘটে, আক্রান্ত পশুমাংসেরই মৃত্যু ঘটাই আশ্চর্য্য নয়।

এঁসো রোগ বা পা ও মুখ সংক্রান্ত রোগ অত্যন্ত সংক্রামক, কিন্তু ইহা প্রায়ই মারাত্মক হয় না। যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে আক্রান্ত পশুদিগের মধ্যে শতকরা ২১ টীর অধিক মারা যায় না।

ফুস্ফুস ও তাহার আবরণ ঝিল্লির প্রদাহ অত্যন্ত সংক্রামক রোগ, কিন্তু হৃৎস্পন্দনবশতঃ আমাদের দেশীয় লোকের ইহা সংক্রামক বলিয়া ধারণা নাই। ইহা অজ্ঞাতসারে পশুদিগের শরীরে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

এই রোগাক্রান্ত হইয়া পশুগুলিশীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় এক মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত বা তাহারও অধিক কাল জীবিত থাকে।

ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই সকল রোগ যে কেবল স্বজাতীয় পশুর মধ্যে একটি হইতে অজ্ঞাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এমন নহে, যে সকল লোক এই সকল সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশুদিগের সেবা শুশ্রূষা করে তাহাদিগের সংস্পর্শ হইতে সুস্থকায় অজ্ঞ জাতীয় পশুদিগেরও রোগ জন্মিতে পারে। অথবা এই সকল রোগাক্রান্ত পশুদ্বারা ব্যবহৃত খাদ্য বা জলের সহিত এই রোগের বীজ এক স্থান বা এক পশু হইতে অজ্ঞ পশুতে বা অজ্ঞ স্থানে সংক্রামিত হইতে পারে।

অধিকন্তু এই সকল রোগাক্রান্ত পশু যে গোয়াল বা যে স্থানে থাকে, সেই স্থান পীড়িত চক্ষু, মুখ ও নাক হইতে নির্গত ক্লেদ ও মল মূত্রাদি দ্বারা দূষিত হইয়া যায় এবং এঁসো রোগে পা ও মুখ হইতে নির্গত ক্লেদও পূর্ব্ববৎ বিধাক্ত।

গৃহপালিতই হউক আর বন্যই হউক রোমন্থনকারী পশুগণের মধ্যেই বসন্ত রোগ হইয়া থাকে; কিন্তু গোজাতীয় পশুরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক।

ছাগলদিগের বসন্ত হইলে প্রায় বাচে না। মেঘেরা কখনও কখনও ইহাতে আক্রান্ত হয়, কিন্তু তাহাদিগের এই রোগ প্রায়ই সামান্য-রূপ হইয়া থাকে; তথাপি স্মরণ রাখা কত্তব্য যে, একটি পীড়িত মেঘ সমস্ত পালকে রোগাক্রান্ত করিয়া ফেলিতে পারে।

মহিষদিগের মধ্যেই সচরাচর গলা ফুলো রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু গো-মেবাদিও অনেক সময় ইহাতে আক্রান্ত হয়।

এঁসো রোগ গৃহ পালিত পশু পক্ষীর অধিকাংশেরই এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই

রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া লোকের মুখে ফোটক হইয়াছে এরূপ অনেক ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে।

তড়কা রোগ জন্তুমাংসকেই আক্রমণ করে, মানুষও এই রোগের হাত হইতে মুক্তি পায় না। এই রোগে মৃত জীবের দেহ স্পর্শ করা অতিশয় বিপজ্জনক, সেই হেতু বিশেষরূপ সতর্ক থাকা আবশ্যক।

এই সকল রোগ বিশেষতঃ গোবসন্ত ও এঁসো রোগ ভারতবর্ষের সর্বত্র সকল সময় অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, উপস্থিত না থাকিলেও যে কোন সময়ে ইহা প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। সেই হেতু এই সকল রোগ নিবারণের জন্ত বা যদি এই সকল রোগ পশুদিগের মধ্যে সহসা আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ বাহাতে তাহা নিবৃত্ত হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বদা বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

রোগাক্রমণ নিবারণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা।

(১) যখন গরু ও ভেড়ার মধ্যে কোন সংক্রামক রোগ হয় বা কোন প্রকার সংক্রামক রোগ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে ঐ পীড়িত পশুকে স্বস্থ পশুগণ হইতে পৃথক করিয়া রাখা কত্তব্য।

(২) সকল পশুকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং পীড়ার অল্প মাত্র লক্ষণ দেখিলেই পশু চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিবে।

(৩) নিরোগ পশুগুলিকে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করিবে, ও স্থান সংকুলান অস্থায়ী বতনুর সম্ভব হয়, তত কম করিয়া প্রত্যেক দল গঠিত করিতে হইবে। এই প্রকার ভাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট স্থান ব্যবধান

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

রাখিয়া পৃথক করিয়া রাখিবে এবং পীড়িত পশুর বাতাস ঘেন তাহাদের গায়ে না লাগে এরূপ স্থানে তাহাদিগকে স্থাপন করিবে। প্রত্যেক দলটিকে সর্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং কোনও পশু অন্নমাত্র পীড়িত হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্থানান্তরিত করিবে। সাধ্যমত এই উপায় অবলম্বন করিলে অন্ন দিনের মধ্যে এই পীড়া হয় ও কেবল দুই একটি দলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং তৎক্ষণাৎ পীড়িত পশুকে পশু চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিলে পালের মধ্যে এই রোগের বিস্তার হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক করিয়া রাখিবার পর কিছা রোগাক্রান্ত দলের সর্বশেষ পশুটিকে স্থানান্তরিত করিবার পর তিন মাস কাল অবধি প্রত্যেক দলকে অত্যন্ত পশু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে স্থাপন করা কর্তব্য।

(৪) পীড়িত পশু ও তাহাদের পরিচারক গণের নিমিত্ত খাদ্য ও পানীয় লইয়া যাওয়ার ক্ষতি নাই, কিন্তু এই চিকিৎসালয় হইতে কোনও খাদ্য, পানীয়, খড়কুটা প্রভৃতি আব-
জ্ঞনা, বা কোনও কাপড় অথবা স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। এই চিকিৎসালয়ে কুকুরা-
দির বাইতে আসিতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহারা স্তন্য পশু রাখিবার স্থানে সংক্রামক রোগের বীজ লইয়া যাইতে পারে।

(৫) চিকিৎসালয়ের খড়কুটা প্রভৃতি শুষ্ক আবজ্ঞনা টহার সীনার মধ্যেই পুড়াইয়া ফেলা আবশ্যক, এবং মল মূত্রাদি ও অস্থান্য আর্দ্র আবজ্ঞনা গোয়াল ঘর হইতে সর্বদা পরিষ্কার করিয়া চিকিৎসালয়ের জমির মধ্যে গর্ত করিয়া প্রোথিত করিবে। গর্তগুলি চারি হাত বা তাহার অধিক পরিমাণে গভীর করিতে হইবে এবং তাহাদের চতুর্দিক সমতল জমির উপরি ভাগ হইতে দুই ফুট বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ

চিকিৎসালয়ের আশ্রয় খড়কুটা প্রভৃতি আব-
জ্ঞনা ও মল মূত্রাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর চূণ ও উত্তম নূতন মৃত্তিকা দিয়া গর্ত পূর্ণ করিবে।

(৬) চিকিৎসালয়ের গোয়ালঘর, প্রাচীর ও দেয়াল প্রভৃতি সর্বদা ঝাট দিয়া ও ধোত করিয়া অতি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে, এবং প্রতিবার পরিষ্কার করিবার পর পীড়া নাশক শুঁড়া বা রোগের বীজ নাশক ঐ প্রকার অথবা কোন ঔষধ কিছা চূণ, ভস্ম অথবা শুষ্ক মৃত্তিকা মেজে ও জমির উপর প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া দিবে; এবং কাষ্ঠ নিশ্চিত জব্যাদি ও প্রাচীর সকল প্রথমে ধোত করিয়া পরে কলিচূণ দ্বারা লিপ্ত করিবে।

পশুকে লিখিত বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে পুস্তকখানি ক্রয়ক ও গৃহস্থ মাজেই প্রয়োজন, দাম ১০ চারি আনা মাত্র।

(৭) চিকিৎসালয়ে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চা-
লন আবশ্যক। চিকিৎসালয়ের গৃহে প্রতাহ একবর্গ কাগজ গন্ধকের ধূন দেওয়া আবশ্যক। এই সময় দ্বাব ও গবাক্সসমূহ বন্ধ করিয়া রাখিবে কিন্তু বায়ু সঞ্চালনের পথ মুক্ত রাখিবে।

(৮) বৎসরের যে সময় মশক ও মাছির প্রাচুর্য অত্যন্ত প্রবল হয় এবং পশুগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠে, সেই সময় গৃহের যে দিক হইতে বায়ু সঞ্চালন হইতে থাকে, সেই দিকের দ্বারের সম্মুখে সর্বদা শুষ্ক খড় গুঁটে প্রভৃতি প্রজ্জ্বলিত করা উত্তম পরামর্শ। মশক মক্ষিকা প্রভৃতি প্রায়ই রোগ বিস্তার করিবার প্রধান কারণ।

(৯) পীড়িত পশুদিগকে বিশেষরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং ভাতের পাতলা মাড় ও সবুজ তাজা ঘাস খাইতে দিবে। আর স্তন্য পশুদিগকে কোমল ও

রেচক খাদ্য খাইতে দিবে। যেহেতু কঠিন শুষ্ক খাদ্য খাইলে পশুদিগের যোগ অতি কঠিন হয় এবং রেচক খাদ্য খাইলে তাহাদের পীড়া অপেক্ষাকৃত কম কঠিন হইয়া থাকে।

(১০) যখন গো মেঘাদির মধ্যে এই সকল সংক্রামক রোগ আবির্ভূত হয়, তখন রোগা-
ক্রান্ত দলের পশুদিগের মধ্যে সর্ব শেষ রোগ ঘটনার পর তিন মাস কাল অতীত হইবার পূর্বে স্তন্য পশুদিগের সহিত তাহাদিগকে একত্র নিচরণ করিতে দিবে না।

(১১) যে সকল পশু আরোগ্য হয়, তাহা-
দিগকে চিকিৎসালয় হইতে স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে গরম জল ও সাবান দিয়া উত্তমরূপে ধোত করিবে। যদি কার্কলিক এলিড পাওয়া যায়, তাহা হইলে গরম জলের প্রতি গালনে (৫ সের) এক মণ্ড মাস পল্লিমাণ উক্ত এলিড মিশাইয়া লইবে।

(১২) যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে যে সকল পশু সংক্রামক রোগে মরিয়া যায়, তাহা-
দিগের মৃতদেহ যেখানে মৃত্যু ঘটে, সেখানে সম্পূর্ণরূপে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। উপকরণের অভাবে যদিও ইহা সম্ভবপর হইয়া না উঠে, তাহা হইলে তাহাদের মৃত দেহ অন্ততঃ দুইহাতে মাটির নিম্নে প্রোথিত করিবে।

(১৩) যে সমস্ত পশু সংক্রামক রোগে মারা যায়, তাহাদের চর্শ্ব ঐ মৃত দেহের সহিত নষ্ট করিবে। যদি মৃতদেহ প্রোথিত করিতে হয়, তাহা হইলে ছুরিকা দ্বারা ঐ চর্শ্ব ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মৃত দেহের সহিত মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করা উত্তম পরামর্শ।

(১৪) সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশুদিগকে যে গোয়ালে বা যে জমিতে রাখা হইয়াছিল, তাহার মাটি তুলিয়া ফেলিয়া অস্থানে প্রোথিত করিবে এবং তথাকার নিম্নস্থ মৃত্তিকা উত্তম-

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

রূপে খনন করিয়া উন্টাইয়া পাণ্টাইয়া দিবে ; এবং নূতন যুস্তিকা দ্বারা পুনরায় মেজে প্রস্তুত করিবে। যদিও গোয়াল ঘর ইষ্টক বা প্রস্তর নির্মিত হয়, তাহা উত্তম রূপে চাঁচিয়া ধুইয়া ফেলিবে এবং গুড়া চূণ বা কার্বলিক এসিড দ্বারা তাহার সংক্রামক দোষ বিনষ্ট করিবে।

(১৫) সংক্রামক পশু কর্তৃক ব্যবহৃত গাড়ীর জোয়াল ও অন্যান্য বংশাদি ও তাহার দেয় সাজসজ্জা, জীন, লাগান, রশ্মি প্রভৃতি সংক্রামক দোষ নাশক পদার্থ দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। জ্বীনের ভিতরকার পুরাতন আবরণ ও গদি পুড়াইয়া ফেলিবে।

(১৬) গোবসন্ত, গলাফুলো, তড়কা, বাদলা ও এঁসো রোগের সংক্রামক বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং বাহিরে প্রকাশ হইবার পূর্বে শরীরের মধ্যে রোগ যে অবস্থায় ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তাহার স্থিতিকাল ২৮ দিনের মধ্যে। অতএব যে পশুর শরীরে এই সকল রোগের সংক্রামক বীজ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে একমাস কাল সম্পূর্ণ পৃথক না করিয়া রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

(১৭) কুসকুস গল্প ও তাহার আবরক চর্মের সংক্রামক পীড়ার বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং বাহিরে এই রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ হইবার পূর্বে শরীরের মধ্যে ইহার ক্রমশঃ বৃদ্ধির কাল দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে ; কিন্তু সচরাচর সকল স্থানে ১০ দিন হইতে তিনমাস বা তদুর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব যে সকল পশু এই রোগের সংস্পর্শে আসে, তাহাদিকে অন্ততঃ তিনমাস কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

উপসংক্ষেপ—সংক্রামক রোগ হইলে সকল স্থানেই উপরোক্ত নিয়মগুলি এতিপালন

করা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু রোগ নিবারণের জন্য যে টিকা দিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার সকল স্থানেই উহাদিগের লক্ষণ পরিবর্তন করিয়া অপেক্ষাকৃত কম কষ্টদায়ক করা হইতে পারে। সর্বদা সর্ক প্রকারে রোগের বিষদোষ বিনাশ করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু যদি কোন রোগের আক্রমণ হইতে পশুদিগের নিরুত্তি পাইবার উপায় পূর্ব হইতেই অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পৃথক করণের নিয়ম প্রণালী স্থলবিশেষে শিখিল করা যাইতে পারে।

পশু চিকিৎসকদের পরামর্শ পাওয়া সম্ভব হইলে সর্বদা তাহা লইতে হইবে এবং রোগ নিবারক টিকা দিতে হইবে। এই বিষয়ে অধিক জানিতে হইলে এই সকল পীড়া যে যে অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখা কর্তব্য।

The Causes of Merchantile Failures

ব্যবসাদারের ধ্বংসের কারণ।

কি কারণে ব্যবসাদার অকৃতকার্য হয়, সংক্ষেপে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমেরিকায় একবার এই সম্বন্ধে বিশেষ রূপ অনুসন্ধান হইয়াছিল। ‘মঃ বোভার বলেন, “কারবারের সংকল্পের অপূর্ণতাই অকৃতকার্যতার মূলকারণ। আমেরিকায় দেউলিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান হইয়াছিল। সেই অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে,

শতকরা ৩ জন মাত্র ব্যবসায়ীর ব্যবসা স্থায়ী হইতে দেখা যায়। জনৈক ভদ্রলোক একথা বলিবার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার জনৈক ব্যবসায়-তত্ত্ববিদ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বর্তমান সময়ে শতকরা ৫ জন মাত্র লোকের ব্যবসায় স্থায়ী হইয়াছে দেখা যায়। কোন ব্যক্তির ডাইরেক্টর বলিয়া ছিলেন—“Bankruptcy is as certain as death, they fall single and alone and are thus forgotten”—অর্থাৎ “দেউলিয়ার হওয়া মৃত্যুর স্থায় অনিশ্চিত; হলে ইহা একাকী এবং সর্বদাই এক জনের উপর পতিত হইয়া তাহাকেই ধ্বংস করে, কাজেই মানুষ চক্ষে দেখিয়াও নিজের সতর্ক হইতে ভুলিয়া যায়।” গবর্নর ব্রিগ্ এবং তাঁহার সেক্রেটারী পরিষ্কার রূপে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, পল্লীগাম হইতে যে সকল ব্যক্তি রাজধানীতে মৌভাগ্য লাভের আশায় আসে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন ব্যবসারে অকৃতকার্য হয়। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। প্রায় শতকরা ৯০ জন ব্যবসায়ীর পতন ঘটয়া থাকে, কে ৪০ বৎসর একটা বাঙ্গালীর ব্যবসা সমান চলিয়াছে, এরূপ আদর্শ দেখাও দেখি? নিশ্চয়ই তাহা দেখাইতে পারিবে না। যত দিন যায়, ব্যবসা ততই খারাপ হয়—ক্রমে লোপ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? সেইটাই এখন আলোচ্য বিষয়।

বাঙ্গালার লোক এখন নাপার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে নারাজ। অতি অল্প পরিশ্রমে—লঘু কাজ করিয়া বোজগার করিতে চায়—এই কারণেই আমেরিকার যুবকগণের অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উদ্যমশীল,

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

অকস্মাৎ দেশের অবস্থা বৃদ্ধিতে পারিয়াছিল, তাই রক্ষা। আমাদের অতি অল্পত দেশ, সর্বদাই তজ্জাগত—আত্মহার—নিজ্জীব, কে তাহা দিগকে জাগাইয়া চৈতন্ত-সম্পাদনে তৎপর হইবে? ব্যবসারে অবনতির প্রথম কারণ ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব। আমাদের ব্যবসায়ের মাথা নাই। উইলিয়ম ম্যাথিউ নামক জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন—No man can succeed in his calling for which his providence did not intend him.” সকলেই চিত্রকর, সকলেই গায়ক, সকলেই বীর, সকলেই সাহসী হওয়া সম্ভবপর নয়। ভগবান যাহাকে যেমন বুদ্ধি দিয়াছেন, সে সেইরূপ কার্যে প্রবেশ করিলে পারদর্শিতা অবশ্যসম্ভাবী। কিন্তু যাহার যে বিষয়ে বুদ্ধি নাই, সে সেখানে অকৃতকার্য হইবে, ইহা স্থনিশ্চিত। তেমনি সকলের ব্যবসাদার হওয়া সম্ভব নয়। ব্যবসায়-বুদ্ধিও ঈশ্বর দত্ত। সকলের সে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু অনেকেই অপরের অমুকরণে ব্যবসায় করে, ফল অকৃতকার্যতা। পণ্ডিতবর বলিয়াছেন—“The first and most obvious cause of failure is the lack of Business Talent.” বাঙ্গালী ভাবে ব্যবসায় যে সে করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইবার নয়। যাহার বাহাতে আন্তরিক রুচি, সে যদি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। মৌলিক ব্যবসায়-বুদ্ধি আমাদের দেয় নাই, আমরা সেজন্য ভাবিয়াও দেখি না—অমুকরণ করাই আমাদের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় কারণ—স্বাভাবিক বড়লোক হইবার ইচ্ছা, “an excessive haste to be rich”। এই দোষেই আমাদের দেশের ব্যবসায়ী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, দারুণ অর্থ-পিপাসার ক্রেতার শোণিত শোষণ করে, ফলে অচিরে কারবার ধ্বংস মুখে পতিত হয়।

ব্যবসায়ের স্থায়িত্বের ভিত্তি লোকের বিশ্বাসে। অর্থ-পিপাসার বধন ব্যবসায়ী উন্মাদ হয়, ক্রেতার প্রতি তখন মনোযোগ থাকে না, সেই কারণে ফল বিষময় হয়। ২৪ বৎসর বেশ চলে, কিন্তু ক্রমে কারবার অচল হয়।

৩য় কারণ—“Speculation” একপ্রকার জুয়াখেলার মত ব্যবসা। একটা ব্যবসারে বখন ৫ পরসী লাভ হয়, তখন সেই পরসী লইয়া অন্যে এইরূপ হঠাৎ ধনী হইবার কারবার করিতে ধাবমান হয়। কাজেই আদি ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, এদিকে নূতন স্পেকুলেশনের শোচনীয় অবস্থা ঘটিলে তাঁতিকূল ও বৈফল্যকূল দুই যায়। তখন সর্বনাশ হয়, যথাসর্বস্ব হারাইয়া অকূল পাথারে ভাসিতে থাকে।

চতুর্থ কারণ—সর্বদাই ব্যবসায় পরিবর্তন। আজ একটা কারবার করিতেছি, কাল অন্যটা ধরিলাম, এইরূপে প্রত্যেক বার নূতন কাজ আর তাহার পরিবর্তন, এই করিতে করিতে কোনটার সফলতা হয় না, ব্যবসারে বহুদর্শিতা লাভ হইতে পায় না, সুতরাং ব্যবসায়ী কারবারের ভাল মন্দ বৃদ্ধিতেও পারে না। এই প্রকারের লোক লীয়াই ধ্বংসমুখে পতিত হয়, একটা বিষয়ে ঐকান্তিকতার সহিত লাগিয়া না থাকিলে সে কার্য কদাচ সফল হয় না।

পঞ্চম দোষ—ঘোর স্বার্থজ্ঞান। এইটাই বড় সাংঘাতিক। ইহা দ্বারা শত্রু বৃদ্ধি হয়। “Selfishness is Self-defeating” স্বার্থ-পরতাই আত্ম-পরাজয়। এই স্বার্থপরতার, ব্যবসায়ের কর্মচারী শত্রু হয়, প্রতিবাদী ব্যবসায়ী শত্রু হয়; অচিরে স্থগিত ও পরিত্যক্ত হইয়া অপবশের ভার মস্তকে লইতে বাধ্য হয়, সেই সঙ্গে সাধারণের সহানুভূতি না পাইয়া কারবার নষ্ট হইয়া যায়।

ষষ্ঠ কারণ—নীচতা—meanness, ইহা স্বার্থপরতার সহচর। ইহাও কারবার নষ্টের একটা বিশেষ কারণ ব্যবসায়ীর এই স্বভাব থাকিলে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। কারবারও সাধারণের স্থগার জিনিস হইয়া পড়ায়।

সপ্তম কারণ—বিলাসিতা Extravagant living.” পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই জাঁকজমকশূন্য—অপব্যয়শূন্য; কিন্তু এদেশীয় ব্যবসায়ী, বাবুর একশেষ—কার্যস্থলে গদিরান হইয়া মুখে নল লাগাইয়া তামাক খান। বাগান-বিহার, থিয়েটার, নাচ-গানে, অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, গাড়ী-ঘোড়া, চাকর-নফর, কাপড়-চোপড়—যাহা কিছু লাভ হয়,—ত’ দিনে উড়িয়া যায়। তার পরে শুনা যায়, হাজার হাজার টাকা দেনা—এত বড় লোক দেউলিয়ার আসামী!

সিগারেট সেবনের অপকারিতা।

কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্রই সিগারেট সেবনের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বর্ষেই এই ঘোর অনিষ্টকারী দ্রব্যের লক্ষ লক্ষ টাকার কাটুতি হইতেছে। সুস্থতার মতি বালকেরাই ইহার সেবক, ইহাই অধিক

গত ৩৭শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৪০ টাকা ছিল, আর লইব না।

পরিভ্রাণের কথা। এই মহা অনিষ্টকারী দ্রব্য বালকের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকারী বলিয়া জাপান গবর্ণমেন্ট অফিসেনের দ্বারা, নাবালক-গণের তাম্রকূট সেবনও নিষিদ্ধ বলিয়া আইন করিয়াছেন। জাপানে ২০ বৎসরের নূন-বয়স্ক কোন বালক সিগারেট বা চুরুট ব্যবহার করিতেছে, এরূপ অবস্থায় তাহাকে ধরিতে পারিলে, তাহার সিগারেট এবং চুরুট সেবনের যন্ত্রাদি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাহার কর্তৃ-পক্ষের অর্থদণ্ড করা হয়। যে সকল ব্যবসায়ী এই প্রকার নাবালকদিগকে সিগারেট প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহাদিগকেও দণ্ডিত করা হইয়া থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও কয়েকটি প্রদেশে ১৮ বৎসরের বালককে সিগারেট বিক্রয় করাও অপরাধ বলিয়া ধাৰ্য্য হইয়াছে। কেপকলোনী, অণ্টারিও, ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রভৃতি স্থানে ১৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালককে সিগারেট বিক্রয় করিলে আইন অনুসারে দণ্ডিত হইতে হয়। আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেট রাজ্যে ২১ বৎসরের নিম্নে কোন বালককে সিগারেট সেবন করিতে দেখিলে বা সিগারেট বিক্রয় করিলে দণ্ডিত হইতে হয়। এই সমস্ত প্রমাণ দেখিলেই অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সিগারেট সর্ব-বাদী সমস্ত অনিষ্টকারী বিষ, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ সকল দেশের রাজা সিগারেট বিক্রয়ের শত্রু, সেই জন্য সেখানে সিগারেট বিক্রয়ের সুবিধা হয় না, তাই ভারতবর্ষের পিতৃমাতৃহীন, দায়করিদহীন—দীনহীন সুকুমার রতি শিশুগণের জীবনবিনিময়ে ঐ সমস্ত রাজ্য হইতে সেই দেশের সিগারেট ব্যবসায়ীগণ ঘোর অনিষ্টকারী এত সিগারেট ভারতবর্ষে রপ্তানী করিতেছেন। গবর্ণমেন্টের কি অবিলম্বে আইন করিয়া এই বিষ বিক্রয় বন্ধ করা রাজকীয় কর্তব্য নহে? আবকারীর অবাধ কাটতি প্রজার অনিষ্টকারী, ঘোর

ডিসেম্বর—৪

সমাজবিপ্লবকারী, এবং সুশাসক সুসভ্য ইংরাজের কলঙ্ককালিমা;—অবিলম্বে এ কলঙ্ক কালিমা মোচন করা তাঁহাদের নিত্য আবশ্যকীয় কর্তব্যকর্ম বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

আমরা এবার Evils of Cigarette Smoking নামক ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে সিগারেট সেবনের কয়েকটি অনিষ্টকারিতা গুণ দেখাই-তেছি। যথা—কিছুদিন হইল, ইংলণ্ডের ওক ওয়ার্ক গ্রামে বালকগণের মধ্যে সিগারেট সেবনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। উক্ত গ্রামের পার্শী গ্রীণ নামক একটি ১৩ বৎসর বয়স্ক বালক সিগারেট সেবন করিয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। করোনায়ের নিকট এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিবার সময় প্রকাশ পায় যে, সিগারেট সেবনই তাহার মৃত্যুর কারণ, নিম্নে করোনার এবং জুরীর রায়ের অবিকল নকল দেওয়া হইল। যথা—

“At an inquest on Percy Green aged 13, the evidence showed that the lad was an habitual Cigarette Smoker and inhaled Cigarette Smoke. A delicate youth, his vitality had been lowered and chronic poisoning had been set up. One of the symptoms was that he did not relish substantial food, preferring bread and butter. He died in a state of coma following violent convulsion. Jury found that death was due to natural causes accelerated by Cigarette smoking.”

সিগারেট সেবন করিতে করিতে ক্রমে

বিষ ক্রিয়া হইয়া আকস্মিক মৃত্যু ঘটয়া থাকে। আমরা সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য নিম্নে ইহার মর্মার্থ দিলাম। যথা:—

“ইংলণ্ডের ওকওয়ার্ক গ্রামের পারসী গ্রীণ নামক একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। করোনায়ের নিকট যখন এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা হয়, তখন করোনায়ের সুবিজ্ঞ চিকিৎসক প্রকাশ করেন যে, সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বালক অত্যন্ত সিগারেট সেবী—সর্বদাই সিগারেটের ধূম গ্রহণ করিত। এই কারণে তাহার সুকুমার শরীরের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া ক্রমে ক্রমে শরীরে বিষ সংগৃহীত হইয়া এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটয়াছে। লক্ষণসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ—সে রুটি এবং মাখন ব্যতীত আর কোন পুষ্টিকর খাদ্য খাইত না। মৃত্যুর পূর্বে অজ্ঞান হইয়া পরে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তাহাই তাহার মৃত্যু হয়। জুরিগণ সিগারেট সেবনজনিত বিষক্রিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার সিগারেট সেবনকারী তাঁহাদের চৈতন্য হইবে কি?”

যদি প্রকৃত Businessman বা কাজের লোক হইতে হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার মাদক দ্রব্যই সেবন করা উচিত নহে। মাদক দ্রব্য মাত্রেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের ঘোর অনিষ্টকারী এবং উন্নতির বিশেষ অন্তরায়। মাদক দ্রব্য মাত্রেই দ্রাব্যমণ্ডলীর উত্তেজক। উত্তেজক অবস্থার পরেই অবসন্নতা স্বাভাবিক ধর্ম। শরীরস্থ সমগ্র যন্ত্রের মুহূর্ত্ত এইরূপ পরিবর্তনের একটা সার্বসামাজিক হ্রাস-স্তাবী ফল। সেই জন্য উত্তোগিতা, সাহসিকতা, স্বতিশক্তি, বিবেকশক্তি, কথাবার্তার মাধুর্য্য, প্রভৃতি প্রকৃত কাজের লোকের বাহা সঙ্গুণ,

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

সেইজন, সেই হইয়া লইয়া অকারণে হইয়া
সহ, ধীরে ধীরে, এবং অকাল হুজুর
আধিক্য হইতে থাকে। সিগারেটে ভারতের
ধোর অনিষ্ট হইতেছে। এই দেশের এ
দেশের বালকগণ এত বশবর্তী হইয়াছে যে,
আগ্নাশের বোধ হয়, শতকরা ৮০ জন বালক
সিগারেট সেবন করিয়া থাকে। ভিক্ষুক
ভিক্ষালব্ধ চাউল বিক্রয় করিয়া সিগারেট ক্রয়
করিতেছে, একপ দুটাত্ত শতাধিক বার
আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে! সমাজ
এবং গবর্ণমেন্ট দ্বারা ইহার আশু প্রতিকার
হওয়ার আবশ্যক হইয়াছে।

রন্ধন।

মাংসের চপ্পী।—মাংসগুলি কুচি কুচি
করিয়া কুটিতে হইবে। হাড় বাছিয়া কেলিয়া
চিক কাটার স্থায় নির্মলভাবে কুটিবে, পরে
ধনে, গোলমরিচ বাটা, পিঁয়াজ, আদা বাটা
প্রভৃতি ও লবণ, হলুদ দ্বারা বেশ করিয়া
মাখিবে, এখন কড়াতে ঘি চড়াইয়া সেই মাখা
মাংসগুলি দিয়া, নাড়িতে হইবে, অল্প জালের
পর দেখা যাইবে, মাংসগুলি দলাভাবে অল্প
ভাজা হইয়াছে এই সময় নামাও, তারপর
নির্মল আতপ চালের গুঁড়া ও একটু সরিষা
বাটা ও হাঁসের ডিম ভান্নিয়া একত্র বেশ
ফেনাইয়া উক্ত মাংসগুলি একটু চাপড়ার মত
প্রস্তুত করতঃ ঐ মিশ্রিত গোলায় ডুবাইয়া ঘি
দ্বারা ভাজিয়া লইলেই চপ্পী প্রস্তুত হইল।

মরিচের ঘণ্টা।—অনেকেই মরিচের

ঘণ্টা বাইতে ভালবাসেন, দ্বিধারা সমাজ
বালের পক্ষপাতী, এ জিনিসটা তাঁহাদেরই
প্রিয়। কাঁচা, ফুলা মরিচ চিড়িয়া লইতে
হইবে, মটরের ডাল ভিজাইয়া সেই ডাল
বাটিয়া ঐ বাটা ডাল ফেনাইয়া কড়া তেলে
ভাজিবে, এইকণ কিকিৎ তেল কড়াতে দিয়া
তেজপত্র, জিরা খোড়াইয়া মরিচগুলি দিবে,
একটু নাড়াচাড়ার পর আন্দাজ মত লবণ ও
কিকিৎ জল দিবে, জলটা অর্ধেক শুকাইলে
ভাজা বড়াগুলো ভান্নিয়া ঐ মরিচের ভিতর
দিয়া খুব নাড়িবে, জলটা শুকাইলে একটু
চাউলের গুঁড়া জলে গুলিয়া ঐ ঘণ্টে দিয়া
ঘি দিবে, এখন নামাইলেই মরিচের ঘণ্টা রান্না
হইয়া গেল।

অন্তঃপুর।

সন ১৮ সালের বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয় গুলির—

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
অ		Advertising success	১৩০	কৃষি যন্ত্রে প্রলেপ দিবার	১৭৫
অল্প মূলধনের কাজ	৭,২৫	আত্ম-প্রত্যয়	১৩১	ট্রেসিং কাগজ প্রস্তুতের	১৭৫
অপরাজিতার ফুল	৪৫	Industries of small capital	৭,২৫,২১	হই খণ্ড পার্চমেন্ট জুড়িবার	১৭৫
অদৃশ্য লিখন	১২০	Informations for the peoples	১২০	L. S. D. on Friendship	৮২
অভিজ্ঞের উপদেশ	৩৩,১৩৭	Experts advices	৩৩	Weapons for the fortune	৮২
আকন্দ	১৪	Eye catchers	১৩০	ক্রিয় দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করণ	১২০
আলু চাষে ঐখল	১৫	Editor in council	২৫,৫৮	কুশিতিথ্য	১২,১৩,১৪,৫৭,১৪১
আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ	৫৪	উপায় উই পোকার উপদ্রব নিবারণের	১২৪	কৃষি কথা	৫৭
Advices to Businessman	৮১	বাস আগাছা নষ্টের	১৭৫	প্রাচীন ভারতে কৃষি বিভাগ	১২
Advertising pointers	১২২	মুক্তার স্থায় বার্গিস করিবার	১৭৫	সরকারী কৃষি সংবাদ	১৩
A lesson in advertising	১৩০	কৃত্রিম স্তব্ধ করিবার	১৭৫	কাগজের অস্ত্র বংশপিণ্ড	৫৫

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বিবরণ	পরিমাণ	বিবরণ	পরিমাণ	বিবরণ	পরিমাণ
কাজের পোকে কিসে হওয়া যায়	১৪	কাজ কোম্পানীর শির ব্যাক	৬৯	ব্যাট প্রস্তুত	
কাজের পোকের নিকট সময়	১৭৮	ভুলসী তথ্য	১৮০	উৎকৃষ্ট ইঞ্চ পাউডার	১১
কৌতুক কলা	২৮	জর্জের কল	২২,৩৭	ডাঃ রিজনির দস্ত ময়ম	১২
কবি গীতির সৃষ্টি বিবরণ	১৮০	ধনী সাজিতে বাইরা গরীব	২৫	কলার সরবৎ	১২
করলার দর বাজা	৬৪	Notes of interest	২,১২,৪০,৫৫,৮০,	Good Ink Powder Block	১২
কার্পাস চাস	৮৮		১১০,১৬৫	সিঁকা প্রস্তুত	৭২
করলার চাষ ও গুণ	১২১	নিকেলের ছয়ানী	০	Curling fluid	২১
কলিকাতার ভীষণ দাঙ্গা	১৪৭	নেশভাল ইউনিভারসিটি	৪,১৮	Pomatum Hair-dye	২১
গার্হস্থ্য শিল্প	৪৭,৫৬,৭১,১০৮	নেটালে আনারস চাস	১০	Vernish for coloured Print	২১
গো-চিকিৎসা	১৮৪	Nuggets of Wisdom	২৬	Penalties of success	৮১
গার্হস্থ্য জাতব্য বিষয়	৭০,১২১,১৬৪	No honest work is ever small	২৭	Paying Industries for India	৮০
গ্রাম্য স্বাস্থ্য শাসনবিদ	১০০	নূতন চরকা	১৬০	জনষ্টনের কৃত্রিম সার প্রস্তুত	১১০
গোমুত্র সংরক্ষণ	১৪১	পাশ্চাত্য দোকানদারী রহস্য	৬	ফলকে দানাদার করিবার প্রণালী	১১০
৬গোবিন্দচন্দ্র দাস (স্বভাব কবি)	১৬৭	প্রাচীন ভারতে কৃষিবিজ্ঞা	১২	ব্রণের লোশন	১১০
আমের টাকা জমাইয়া রাখিলে জার্মানদের				মেছেতার লোশন	১১১
সাহায্য করা হয়	১০৮	প্রস্তুত প্রণালী ।		ফ্রেঞ্চ মিল্ক অফ্ রোজ	১১১
চসমার আদি আবিষ্কারক	২০	জুতার কালী	৭	পিস্তলের উপর বিবিধ রং কলাইবার	
চরিত্র বল	৬৫	(Self-shining)	৭	প্রণালী	১২৪
চর্ম রঞ্জনের কারখানা	৮০	Stove polish	৭	টাকের রং	১০৮
চুটকি	১০৭	ঐ পেট	৮	টাকের লোশন	১৭০
চরকা	১১৫	সহজ দাঁতের মাজন	১০	ফেস পাউডার	১০৯
চৈতন্য হইল কৈ	১১৭	অরুচির ঔষধ	১০	পারল পাউডার	১০৯
চিনিতে অঙ্গারের অস্তিত্ব প্রমাণ	১২০	বাতি গালা প্রস্তুত	২৫	হেয়ার রেটোরিটিভ ক্রুইড	১০৯
চরন	১৭০	ঐ লাল	২৫	ভস্ম হইতে মার্কেল	১০৯
ভালপাই	১৫	ঐ কাল	২৫	Black Board wash or	
জাতীয় শিল্প অট্টা	৪৬	উৎকৃষ্ট তরল ব্ল্যাক কালী	২৫	Liquid Slating	১৫০
জেলিপাড়ার সং	৬১	উৎকৃষ্ট লাভেণ্ডার প্রস্তুত প্রণালী	২৫	চাঁচ গালা বার্ণিস	১৫০
জয়রাণী গার্হস্থ্য তাঁত	১৫৬	ভাউলেট পাউডার	২৬	চীনের সাপ	১৭০
Take this old man's advice	২৬	Starch Gloss	৪৭	রাঙ্গিবার মসলা চূর্ণ	১৭১
Thoughts worth thinking	২৭	Guilt colouring	৪৭	পাথুরে করলার কথা	১৬৬
টাককা স্বর্ণের সংবাদ	৭৮	Cheap sealing wax	৪৮	Flashes of thoughts	৫৮,২৭
টমাটো বা বিলাতি বেগুন	১২৪	Silver Polish	৫৬	Failure	২৮
ডবল বিসর্জন	৭৪,৮৬,১০৪	Silver Polish Powder	৫৬	স্বিমার জুয়াচুরী	১৬৫
Don't over do	১০১	পশম ধোত করিবার আরক	৫৬	বস্ত্রের স্বাস্থ্য সমাচার	১৬৬
জাকার সাহিত্য সম্মিলন	৬৯	হস্তি দন্ত বক্র করিবার উপায়	৫৭	বস্ত্রের লবণ	১৬৭

গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৮০ টাকা ছিল, আর লইব না।

